এবিস ক্যানাডেনসিস্

ABIES CANADENSIS হেমলক স্প্রুস্
— PINUS CANADENSIS

এবিস ক্যানের দ্বারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং পাকস্থলী সংক্রান্ত লক্ষণগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ঔষধটি পাকস্থলীতে প্রদাহিক অবস্থা তৈরী করে। অদ্ভুত ধরনের খাবার খাওয়ার ইচ্ছা এবং শীত-শীত অনুভূতি বিশেষ বৈশিষ্টযুক্ত, বিশেষতঃ স্থানচ্যুতি যুক্ত স্ত্রীলোক, দুর্বলতা ও হজমশক্তির গোলযোগ। শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদপিণ্ডের কাজ শ্রমসাধ্য, সর্বদা শুয়ে থাকার ইচ্ছা, চামড়া ঠাণ্ডা ও চটচটে, হাতদুটি ঠাণ্ডা, মুর্চ্ছাগুণগত, ডানদিকের ফুসফুস এবং যকৃত ছোট ও শক্ত মনে হয়। গ্লীট বা গনোরিয়া দোষযুক্ত প্রস্রাবনলীর পুরাতন প্রদাহ।

মাথা — মাথা হাল্কা বলে মনে হয়, মাতালের ন্যায়। খিটখিটে।

পাকস্থলী — কুকুরের মত ক্ষুধাসহ যকৃতের ক্রিয়াহীনতা। **প্রচণ্ড ক্ষুধা, পেটের উপরদিকে খালি বোধ।** প্রচণ্ড ক্ষুধা, মাংস, আচার, শালগম, খস্‌খসে জাতীয় খাবার খাওয়ার প্রবল ইচ্ছা। **হজম করার শক্তি অপেক্ষা বেশী খাবার প্রবণতা।** জ্বালা ও **পেট এবং পাকস্থলী ফুলে ফেঁপে ওঠে, তৎসহ বুক ধড়ফড় করা।** পেটের ফাঁপা ভাব হৃদপিণ্ডের কাজের ব্যাঘাত ঘটায়। ডানদিকের স্কন্ধ্যাস্থিতে বেদনা, এবং কোষ্ঠকাঠিণ্য তৎসহ মলদ্বারে জ্বালাকর অনুভূতি।

স্ত্রীরোগ — জরায়ুর স্থানচ্যুতি। জরায়ুর নিচের দিকে বেদনা, চাপে উপশম। **জরায়ু নরম্ এবং দুর্বল বলে মনে হয়।**

জ্বর — **শীত বোধ সহ কাঁপুনি, রক্ত বরফের মত ঠাণ্ডা বলে মনে হয় (অ্যাকোন)। শীত পীঠের দিক দিয়ে নীচের দিকে নামে।** কাঁধের মধ্যবর্তী অংশে ঠাণ্ডা জলের মত অনুভূতি (অ্যামোন মিউর) চামড়া চটচটে ও আঠালো। রাত্রিকালীন ঘাম।

শক্তি — ১ম থেকে ৩য় শক্তি।

এবিস নাইগ্রা

ABIES NIGRA ব্ল্যাক স্প্রুস্

একটি শক্তিশালী এবং দীর্ঘকালস্থায়ী ঔষধবিশেষ, নানা প্রকার রোগে ব্যবহার হয়ে থাকে, যেখানে ঔষধটির পাকস্থলীর চরিত্রগত লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে। অধিকাংশ লক্ষণের সঙ্গে পাকস্থলীর রোগ লক্ষণযুক্ত থাকে। বয়স্কদের অজীর্ণ রোগের সঙ্গে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বৈকল্যের লক্ষণ থাকে;চা অথবা তামাক সেবনের পর। কোষ্ঠকাঠিণ্য। প্রস্রাব নালীর বাইরের দিকে বেদনা।

মাথা — গরম, লালচে মুখমণ্ডল, বিষন্ন, দুপুরের দিকে ক্লান্ত, রাত্রে জাগ্রত অবস্থা, চিন্তা করতে অক্ষম।

পাকস্থলী — **পাকস্থলীর যন্ত্রণা সর্বদা খাবার পর দেখা দেয়। হৃদপিণ্ডের নিকটবর্তী স্থানে পাকস্থলীর প্রান্তভাগে একটি পিণ্ডের ন্যায় অনুভূতি রোগী মনে করে ঐ অংশে একটি বড়ো এবং সিদ্ধ, শক্ত ডিম রয়েছে;** পেটের উপরের অংশের একটানা হয়ে থাকা কষ্টদায়ক সঙ্কোচণ, রোগীর মনে হয় ঐ অংশের সব কিছু গিটবাঁধা। সকালের দিকে একদম খিদে থাকে না কিন্তু দুপুরের ও রাত্রে অতিরিক্ত খিদে পায়। মুখ থেকে যে বাতাস বেরিয়ে থাকে ও ঢেকুর দুর্গন্ধযুক্ত।

বুক — বুকের ভিতর কিছু আটকিয়ে থাকার ন্যায় বেদনাদায়ক অনুভূতি এবং রোগী মনে করে ঐ আটকিয়ে থাকা খণ্ডটি কেশে বাইরে বার কবে ফেলতে হবে; ফুসফুসে চাপবোধ। সম্পূর্ণভাবে ফুসফুস প্রসারিত করা যায় না। বৃদ্ধি, কাশির পর মুখ দিয়ে জল ওঠে। শ্বাসরুদ্ধকর অনুভূতি। শ্বাসকষ্ট; শোবার পর বাড়ে। হৃদপিণ্ডে তীব্র কেটে ফেলার ন্যায় যন্ত্রনা; হৃদপিণ্ডের কাজ **ভারবোধযুক্ত এবং ধীর,** নাড়ীর গতি স্বাভাবিক থেকে বেশি, অথবা কম।

পিঠ — পিঠের একটি ক্ষুদ্র অংশে বেদনা। বাতজ যন্ত্রণা, অস্থি বেদনা।

ঘুম — রাত্রে জেগে থাকা এবং ছটফট ভাব। তৎসহ ক্ষুধা। কুস্বপ্ন।

জ্বর — শীত এবং উত্তাপ অবস্থা পর পর দেখা দেয়, পুরাতন সবিরাম জ্বর, তৎসহ পাকস্থলীর যন্ত্রণা।

কমা-বাড়া — খাবর পর বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ — তুলনীয়;(পাকস্থলীতে পিণ্ড-চায়না, ব্রায়ো, পালস) আরও তুলনীয়, থুজা, স্যাবাইনা, কিউপ্রেসাস (যন্ত্রণাদায়ক বদহজম), এছাড়া নাক্সভমিকা, ক্যালি কার্ব)।

শক্তি — ১ম থেকে ৩০ শক্তি

এব্রোটেনাম্

ABROTANUM সাউদার্ন উড্

শিশুদের **শীর্ণতারোগের** একটি বহু ব্যবহৃত ঔষধ, বিশেষতঃ শরীরের নিম্নাঙ্গের **শীর্ণতা,** যদিও প্রচুর ক্ষুধা থাকে। **রোগের স্থানান্তরিত অবস্থা।** উদরাময় চাপা পড়ার পর বাত রোগ। যে কোন রোগ চাপা পড়ার ফলে যে অবস্থার দেখা দেয়, বিশেষতঃ গেঁটে বাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে। **টিউবারকিউলাস পেরিটোনাইটিস।** রসযুক্ত **প্লুরিসি** এবং অন্যান্য সঞ্চয়যুক্ত অবস্থা। বুকে জল জমা কিম্বা পুঁজ জমা রোগে বুকের অস্ত্রোপচারের পর, বুকের ভিতর চাপ দেওয়ার ন্যায় যে অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে। বাত রোগ কমতে শুরু করলে, অর্শের বৃদ্ধি। বালকদের নাক দিয়ে রক্ত স্রাব ও হাইড্রোসিল।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের পর প্রচণ্ড দুর্বলতা (কেলি ফস্)

মন — রুক্ষ, খিটখিটে, আতঙ্কগ্রস্ত, হতাশ।

মুখমণ্ডল — কোঁচকানো, ঠাণ্ডা, শুষ্ক, ফ্যাকাশে। চোখের চারিপাশে গোলাকার নীলচে দাগ, তৎসহ ম্লান চক্ষু। নাক থেকে রক্ত স্রাব। **মুখমণ্ডলে থাকা রক্তবহা নাড়ীর অর্ব্বুদ।**

পাকস্থলী — মুখের স্বাদ আঠালো, পিচ্ছিল কর, প্রচুর ক্ষুধা সত্ত্বেও শীর্ণতা। পায়খানার সাথে হজম না হওয়া গোটা গোটা খাবার। পাকস্থলীর যন্ত্রণা; রাত্রে বৃদ্ধি; পাকস্থলীতে কেটে ফেলার যন্ত্রণা। **রোগীর মনে হয় পাকস্থলিটি জলের উপর ভাসছে;** ঠাণ্ডা বলে মনে হয়। যন্ত্রণাদায়ক ক্ষুধা এবং ঘ্যান্‌ঘ্যানে ভাব। বদহজম, তৎসহ বমির সঙ্গে প্রচুর পরিমানে দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ ওঠে।

উদর — পেটে শক্ত ঢেলা। **পেট ফাঁপা।** ক্রমান্বয়ে উদরাময় এবং কোষ্ঠকাঠিণ্য। অর্শ বারে বারে বেগ, রক্তযুক্ত মল;বাতের বেদনা কথার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি;বড়ো কৃমি;নাভি থেকে রসানি। অন্ত্র নিচের দিকে নেমে আসার ন্যায় অনুভূতি।

শ্বাস-প্রশ্বাস — হাজাকর অনুভূতি। বাধাপ্রাপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাস। উদরায়নের পর, শুষ্ক কাশি, বুকের উপর দিয়ে যন্ত্রণা, খুব বেশি হৃদপিণ্ড স্থানে।

পিঠ — ঘাড় এত দুর্বল যে মাথা তুলতে কষ্ট। পিঠের খোঁড়া ভাব, দুর্বল ও যন্ত্রণা। কোমর স্থানে বেদনা, বেদনা রেত, চক্ষু পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ত্রিকাস্থি স্থানে বেদনা, তৎসহ অর্শ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — ঘাড়ে, বাহুতে, কব্জিতে ও গোড়ালিতে বেদনা। পায়ের পাতায় এবং হাতের আঙ্গুলে খোঁচা মারার ন্যায় ও শীতল অনুভূতি। **পা দুটির অতিরিক্ত শীর্ণতা।** সন্ধিস্থান নিষ্ক্রিয় এবং আড়ষ্ট। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেদনাদায়ক সংকোচন। (অ্যামোন মিউর)

চামড়া — মুখমণ্ডলে উদ্ভেদ, উদ্ভেদ চাপা পড়লে, চামড়া বেগুনি চর্ম হয়। চামড়া থলথলে ও ঝুলে পড়ে। ছোট-ছোট ফোঁড়া। মাথার চুল পড়ে যায়। চুলকানি যুক্ত শীতস্ফোটক।

কমাবাড়া — **বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা বাতাসে, স্রাব চাপা পড়লে। কমা, নড়াচড়া করলে।**

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ স্ক্রফিউলেরিয়া, ব্রায়োনিয়া, স্টেলারিয়া, বেজেত্তায়িক অ্যাসিড, বাতে, আয়োডিন, নেট্রাম মিউর, শীর্ণতা রোগে।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

এবসিন্থিয়াম

COMMON WORM WOOD — কমন ওয়ার্মউড্

মৃগী রোগের একটি সঠিক চিত্র এই ঔষধে পাওয়া যায়। রোগাক্রমণের পূর্ব্বে, স্নায়বিক কম্পন। হঠাৎ করে এবং **তীব্র মাথাঘোরা,** ভুলবকা তৎসহ ভ্রান্তদৃষ্টি এবং রোগী

জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। স্নায়বিক উত্তেজনা এবং অনিদ্রা। মস্তিষ্কের অস্বস্তি, হিস্টিরিয়া এবং শিশুদের আক্ষেপ, এই ঔষধের আওতার মধ্যে আসে। ব্যাঙের ছাতার দ্বারা বিষক্রিয়া। নর্তন রোগ। কাঁপুনি, স্নায়বিক উত্তেজনা ও শিশুর অনিদ্রা।

মন — ভ্রান্তদৃষ্টি। ভয়যুক্ত দৃষ্টি। চুরি করার প্রবণতা যুক্ত। স্মৃতি শক্তির লোপ। সম্প্রতি কি ঘটেছে তা রোগী ভুলে যায়। কারুর কাছে কিছু চায়না। পাশবিক প্রকৃতি।

মাথা — মাথা ঘোরা, পিছনদিকে পড়ে যাওয়ার প্রবণতা। সব কিছু ঘুলিয়ে যায়। মাথা নিচু করে রাখতে চায়। অলসভাবে চক্ষু তারা দুটির বিস্তার। মুখমণ্ডল লালচে। মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপযুক্ত সংকোচণ। মাথার পিছনদিকে হওয়া অস্বস্তিকর বেদনা। (জেলস্, পিকরিক অ্যাসিড)

মুখ গহ্বর — চোয়াল দৃঢ়ভাবে আটকিয়ে থাকে। জিহ্বা কামড়ায়, জিহ্বার কাঁপুনি, জিহ্বা ফুলে যাচ্ছে এবং আয়তনে বড়ো হচ্ছে এরূপ অনুভূতি, জিহ্বা বাইরে বেরিয়ে আসে।

গলা — পুড়ে যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি, গলায় পিণ্ড জাতীয় কিছু আটকিয়ে থাকার অনুভূতি।

পাকস্থলী — বমি বমি ভাব, ওয়াক তোলা, ঢেকুর তোলা, কোমর এবং পেটের চারিদিকের স্ফীতি। পেটে বায়ু জমা হবার ফলে শূল বেদনা।

প্রস্রাব — সর্বদা বেগ, তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত, গাঢ় হলুদ বর্ণ (কেলি ফস্)।

যৌন বিষয়ক — স্ত্রীলোকের ডানদিকের ডিম্বাশয়ে তীব্র যন্ত্রণা। অনৈচ্ছিক ভাবে বীর্যপাত, তৎসহ পুরুষাঙ্গ দুর্বল ও শিথিল। স্ত্রীলোকের বয়েসের আগে রজোনিবৃত্তি।

বুক — বুকের উপর ভারবোধ। হৃদপিণ্ডের অনিয়মিত ও আবেগপূর্ণ বা উত্তেজনাপূর্ণ কার্য্য, যা পিঠের দিকেও শোনা যায়।

অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ — হাত্ - পায়ে বেদনা। পক্ষাঘাতের ন্যায় লক্ষণসমূহ।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ;অ্যাল্কোহল, আর্টিমিসিয়া, হাইড্রোসাই অ্যাসিড;সিনা ;সিকুটা।

শক্তি — ১ম থেকে ষষ্ঠ শক্তি।

একালাইফা ইন্ডিকা

ACALYPHA INDICA ইন্ডিয়ান নেটল্

শ্বাস যন্ত্র এবং খাদ্যনলীর উপর এই ঔষধের বিশেষ কাজ আছে। এটি ক্ষয়রোগের শুরুতে নির্দেশিত হয়, তৎসহ শক্ত, ঝাঁকিদেবার ন্যায় কাশি, রক্ত যুক্ত থুথু, ধমনী থেকে রক্তস্রাব, কিন্তু রোগীর জ্বর থাকে না। সকালের দিকে প্রচন্ড দুবর্বলতা, ক্রমশঃ দুপুরের দিকে শক্তি ফিরে পায়। বৃদ্ধি প্রাপ্ত শীর্ণতা। সমস্ত প্রকার রোগ সংক্রান্ত রক্তস্রাব, যা বিশেষ করে সকালের দিকে বৃদ্ধি পায়।

বুক — কাশি শুষ্ক, শক্ত, কাশির পর রক্তমিশ্রিত থুথু;সকালে এবং রাত্রে বৃদ্ধি। সর্বদা এবং তীব্র বক্ষ বেদনা। রক্ত উজ্জ্বল লাল এবং সকালে প্রচুর পরিমানে রক্ত উঠেনা ; কালচে ও জমাট বাঁধা, দুপুরের পরে। নাড়ী কোমল, গলবিল, খাদ্যনলী ও পাকস্থলীতে জ্বালাবোধ।

উদর — অন্ত্রে জ্বালাবোধ। শব্দ যুক্ত উদরাময় তৎসহ সশব্দে বাতাস নির্গত হয়, উপর থেকে নিচের দিকে কিছু ঠেলে আসবার ন্যায় বেদনা ও কোঁথ। পেটের ভিতর ভুটভাট শব্দ সহ বায়ুস্ফীতি এবং তলপেটে খামচে ধরার ন্যায় বেদণা। সরলান্ত্র থেকে রক্তস্রাব ;সকালে বৃদ্ধি।

চামড়া — জন্ডিস ;চুলকানি এবং গোলাকার ফোঁড়ার ন্যায় ফোলা অংশ।

কমা - বাড়া — সকালে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধে — তুলনায় ;সিলিকো ; ফসফরাস ;অ্যাসেটিক অ্যাসিড ;কেলি নাইট্রিকাম।

শক্তি — ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

অ্যাসিট্যানিলিডাম

ACETANILIDUM **এন্টিফেব্রিনাম**

ঔষধটি হৃদপিন্ডকে দুর্বল করে, শ্বাস প্রশ্বাস ও রক্তচাপ কমিয়ে দেয় এবং শরীরের তাপ নামিয়ে দেয়। দেহ নীলাভ ও অবসন্ন। ঠান্ডা কাতরতা বাড়িয়ে দেয়। রক্তের লহিত কণিকা ধবংস করে ;ফ্যাকাশে।

মাথা — মাথা বড়ো হওয়ার ন্যায় অনুভূতি। মূর্চ্ছা রোগ গ্রস্ত। নৈতিক অধঃপতন।

চোখ — চক্ষু গোলক ফ্যাকাশে, দৃষ্টিশক্তির কমে যাওয়া এবং চোখের তারার রক্তবহানলীর সঙ্কোচণ, চোখের তারার প্রসারণ।

হৃদপিন্ড — দুর্বল, অনিয়মিতগতি, তৎসহ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নীলচে ভাব, প্রস্রাবে অ্যালুবুমিনের উপস্থিতি, পায়ের পাতা ও গোড়ালির শোথ।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ এন্টিপাইরিণ।

শক্তি — নিদ্রাকারক, জ্বরনাশক, বিভিন্ন প্রকারের মাথার যন্ত্রণা ও স্নায়ুশূল উপশম কারক হিসাবে এটি ব্যবহার হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এক থেকে তিন গ্রেন মাত্রায়। হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে ৩য় শক্তি।

অ্যাসেটিক অ্যাসিড

(Acetic Acid) **গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক অ্যাসিড**

এই ঔষধটি মারাত্মক ধরনের রক্তাল্পতা তৈরী করে, তৎসহ কিছু সোথ ঘটিত লক্ষণ, প্রচন্ড দুর্বলতা, বারে বারে মূর্চ্ছা, শ্বাসকষ্ট, হৃদপিন্ডের দুর্বলতা, বমি, প্রচুর প্রস্রাব এবং

প্রচুর ঘাম জাতীয় লক্ষণ তৈরী করে। যে কোন স্থান থেকে রক্তস্রাব। ফ্যাকাশে, রোগা, থলথলে ও শিথিল পেশী যুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়। **ক্ষয়িষ্ণু ও দুর্ব্বলতা।** **অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যালবুমিন ও ফিব্রিন যুক্ত পদার্থকে তরলে** পরিণত করতে পারে। আভ্যন্তরীণ অথবা স্থানীক ত্বকের কর্কটরোগ (ওয়েন্সের মতানুসারে)। সাইকোসিস তৎসহ সন্ধিস্থানে গুটির সৃষ্টি হওয়া। কঠিন উপদংশ বা শ্যাঙ্কার। ঔষধটির ১ শক্তি উপদংশ গুটি নরম করে এবং পুজোৎপত্তি ঘটায়।

মন — খিটখিটে মেজাজ, ব্যাবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আতঙ্কগ্রস্ত।

মাথা — মাদকদ্রব্য সেবনের কুফলে স্নায়বিক বেদনা। রক্ত মাথার দিকে প্রবাহিত হয়, তৎসহ ভুলবকা। রাতের দিকের রক্ত বহানালীর প্রসারণ। জিহ্বা মূলে বেদনা।

মুখমন্ডল — **ফ্যাকাশে, মোমের ন্যায় চকচকে, শীর্ণ, চোখ** কোঠরগত, চোখের চারিপাশে কালচে আভা। উজ্জ্বল লালবর্ণ, ঘামযুক্ত, ঠোঁটের অবর্বুদ, গাল উষ্ণ এবং লালচে। বামদিকের চোয়ালে তীক্ষ্ণ বেদনা।

পাকস্থলী — লালাক্ষরণ। পেটের ভিতর খাদ্যবস্তু গেঁজে ওঠে। প্রচন্ড জ্বালাকর পিপাসা। ঠান্ডা পাণীয় কষ্ট দায়ক। যে কোন প্রকার খাদ্যবস্তু, খাবার পর বমি। পেটের উপর অংশে হাত দিয়ে টিপলে ব্যাথা। জ্বালাকর যন্ত্রণা, যে রকমটা পাকস্থলীর ক্ষতে দেখা যায়। পাকস্থলীর ক্যান্সার বা কর্কটরোগ। টক ঢেকুর ও বমি। মুখের ভিতর জ্বলাকর জল ওঠা এবং প্রচুর লালাক্ষরণ। **পাকস্থলীতে ও বুকে তীব্র জ্বালাকর যন্ত্রণা এবং এর পরেই শরীরের চামড়া ঠান্ডা হয়ে আসে ও কপালে ঠান্ডা ঘাম।** রোগীনির মনে হয় সে প্রচুর পরিমানে ভিনিগার খেয়েছে।

উদর — উদর নীচের দিকে নেমে আসার ন্যায় অনুভূতি। বারে বারে জলের মত পায়খানা, সকালে বৃদ্ধি। **পেটের ভিতর বায়ু জমা হওয়া।** পেটে জল জমা। অন্ত্র থেকে রক্ত ক্ষরণ।

প্রস্রাব — প্রচুর পরিমানে ফ্যাকাশে প্রস্রাব। বহুমূত্র রোগ, তৎসহ প্রচুর পিপাসা এবং প্রচন্ড দুবর্বলতা (ফস্‌ফরিক অ্যাসিড)।

স্ত্রী রোগ — প্রচুর পরিমানে ঋতুস্রাব। প্রস্রাবের পর রক্ত স্রাব। গর্ভকালে বমি-বমি ভাব। দুধ জমা হওয়ার ফলে স্তন দ্বয়ের যন্ত্রণাদায়ক ভাবে স্ফীত হওয়া। স্তন দুগ্ধ বিকৃত, নীলচে, স্বচ্ছ, টক, স্তন্যদায়িনী মায়ের রক্তাল্পতা।

শ্বাস - প্রশ্বাস — স্বরভঙ্গ, শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় হিস্‌হিস্ শব্দ ; **কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস ; শ্বাস নেবার সময় কাশি** ; ঘুংড়ি কাশি, শ্বাস নলী ও বায়ুনলীর অস্বস্তি। গলার ভিতর কৃত্রিম ঝিল্লী। প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব, পচা গলক্ষত (এই ঔষধের সাহায্যে গার্গল করা হয়)।

পিঠ — পিঠের দিকে যন্ত্রণা, **পেটের উপর চাপা দিয়ে শুলে কেবলমাত্র যন্ত্রণার উপশম হয়।**

অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ — **শীর্ণতা।** পা ও পায়ের পাতার শোথ।

চামড়া — ফ্যাকাশে, মোমের মত, শোথ যুক্ত। জ্বালাকর, শুষ্ক, উষ্ণ চর্ম অথবা প্রচুর ঘামে চামড়া ভিজে যায়। শরীরের উপরিভাগের অনুভূতির হ্রাস পাওয়া। হুল ফোটানো, কামড়, প্রভৃতি ভাল কাজ করে। শিরা স্ফীতি। স্কার্ভি, সর্বাঙ্গীণ শোথ, আঘাত লেগে রক্ত জমা হওয়া, মচ্‌কিয়ে যাওয়া।

জ্বর — **হেক্‌টিক জাতীয়, তৎসহ প্রচুর রাত্রিকালীন ঘাম। বামদিকের গালে লাল দাগ। জ্বরে পিপাসা হীন। ঘাম প্রচুর, ঠান্ডা।**

সম্বন্ধ — অ্যাসেটিক অ্যাসিড সকল প্রকার স্পর্শলোপ কারক ঔষধের অ্যান্টিডোট হিসাবে কাজ করে। অ্যাসিডবিষক্রিয়া নষ্ট করে থাকে। তুলনীয় ঃ অ্যামোন এসেট (প্রচুর পরিমানে শর্করা যুক্ত প্রস্রাব, রোগী ঘামে ভিজে যায়। বেঞ্জোয়িন ও ডেরিফেরাম - স্পাইস - উড (**রাত্রি কালীন ঘাম**)। আর্সেনিক ; চায়না ; ডিজিট্যালিস্ ; লিয়েট্রিস। (**সর্ব্বাঙ্গীন শোথ, হৃদপিন্ড এবং কিডনীর রোগে, শোথ, এবং পুরাতন উদরাময়**)।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি। খুব ঘন-ঘন পুনঃ প্রয়োগ নিষেধ, কেবলমাত্র ঘুংড়ি কাশি ব্যতীত।

একোনাইটাম নেপেলাস

ACONITE NAPELLUS

মঙ্কস্‌উড

ভীতি, আতঙ্ক যুক্ত অবস্থা ; মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা, **শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতা**, ভীতি, একানাইটের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। তরুণ রোগ, **হঠাৎ করে এবং মারাত্মক ভাবে রোগাক্রমণ, তৎসহ জ্বর**, থাকলে ঔষধটির প্রয়োজন হয়। কিছুতেই স্পর্শ সহ্য করতে পারে না। হঠাৎ করে প্রচন্ড দুর্ব্বলতা। **রোগ ও মানসিক উদ্বেগের কারণ হল, শুষ্ক, ঠান্ডা, আবহাওয়া**, প্রচুর ঠান্ডা বাতাস লাগান, ঘাম বসে যাওয়া, এছাড়া **খুব বেশী উষ্ণ আবহাওয়া**, বিশেষতঃ পেটের রোগ প্রভৃতি। প্রদাহ এবং প্রদাহিক জ্বরের প্রথম ঔষধ। **শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী** ও পেশীতন্তু দারুনভাবে আক্রান্ত হয়। শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গে জ্বালা, **ঝিন্‌ঝিন্** করা, **শীতলতা ও অসাড়ভাব**। ইনফ্লুয়েঞ্জা। **ধমনীর অসাড়ভাব** ; মানসিক, শারীরিক ও আবেগজনিত উদ্বেগ দ্বারা বহু লক্ষণের ব্যাখা পাওয়া সম্ভব হয়। একোনাইট ব্যবস্থা করার সময় একথা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে, একোনাইট কেবলমাত্র শারীরিক ক্রিয়াবিকার জাতীয় অবস্থা সৃষ্টি করে থাকে, টিস্যু বা তন্তুর কোন পরিবর্তণ এই ঔষধ করতে পারে এরূপ প্রমাণ নেই, এর কার্য্যকাল খুবই স্বল্পক্ষণস্থায়ী হয় এবং **রোগ পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় না**। এটির কার্য্যক্ষেত্র কোন তরুণ রোগের শুরুতেই এবং যান্ত্রিক পরিবর্তণ দেখা দেবার পর এর ব্যবহার নিষিদ্ধ। রক্তাধিক্যে এই ঔষধ ব্যবহার হয়ে থাকে কিন্তু রস নঃসরণ হলে এর ব্যবহার হয় না।

ইন্‌ভুয়েঞ্জা (ইনফ্লুয়েঞ্জিন)

মন — **তীব্র ভয় ভাব, মানসিক উৎকন্ঠা ও উদ্বেগ** যে কোন প্রকার রোগেই থাকে, সেক্ষেত্রে রোগ যত সামান্যই হোক না কেন। ভুলবকা বা প্রলাপ বকার বৈশিষ্ট্য হল,

অসুখী, উদ্বেগ, ভয়, উত্তেজনা, কিন্তু অজ্ঞান ভাব খুব অল্পক্ষেত্রেই দেখা যায়। **অমঙ্গলের আশঙ্ক এবং ভয়ভাব।** মৃত্যুকে ভয় কিন্তু রোগী বিশ্বাস করে সে খুব শীঘ্রই মারা যাবে ; মৃত্যুর দিন আগে থেকে বলেদেয়। **ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্ক,** বহুলোকের মধ্যে যেতে ভয়, রাস্তাপার হতে ভয়। **অস্থিরতা, ছটফট করে,** কোন কিছু শুরু করার প্রবণতা। কল্পনা প্রবল, দিব্যদৃষ্টি ; যন্ত্রণা অসহ্য ; যন্ত্রণায় রোগী পাগলা হয়ে উঠে। সঙ্গীত অসহ্য ; রোগীনিকে বিষন্ন করে তোলে (এম্ব্রা)। রোগী মনে করে তার চিন্তাসকল পাকস্থলী থেকে উঠে আসছে - রোগীর মনে হয় শরীরের কোন অংশ অস্বাভাবিক ভাবে মোটা হয়ে পড়ছে। রোগী মনে করে সাম্প্রতিক সময়ে যা কিছু করেছে তা স্বপ্ন।

মাথা — পূর্ণতাবোধ ; ভার বোধ, দপ্‌দপ্‌কর, গরম, ফেটে যাবার ন্যায় অনুভূতি, জ্বালাকর ও তরঙ্গের ন্যায় অনুভূতি। **মস্তিষ্কের ভিতরে চাপবোধ (হেডেরা হেলিক্স)।** জ্বালাকর মাথার যন্ত্রণা, রোগীর মনে হয় মাথার ভিতর গরম জলের প্রবাহ রয়েছে **(ইন্ডিগো)।** মাথাঘোরা, **উঠে দাঁড়ালে** বৃদ্ধি (নাস্ক, ওপিয়ান) ও মাথা নাড়ালে। রোগীর মনে হয় মাথার তালুর উপর থেকে চুল গুলো টানা হচ্ছে অথবা চুলগুলি খাঁড়া ভাবে রয়েছে। রাত্রিকালীন মারাত্মক ধরনের প্রলাপ।

চোখ — লাল, প্রদাহিত। **শুষ্ক ও উষ্ণ** অনুভূতি যেন বালুকণা থাকার ন্যায়। **চোখের পাতা ফোলা, শক্ত ও লালচে।** আলোকাতঙ্ক ;শুষ্ক, ঠান্ডা বাতাস লাগাবার পরে **বরফের উপর আলোর প্রতিফলনের প্রভাবে, চোখের ভিতর কয়লার গুঁড়ো** বা অপর কোন **বস্তু** পড়ার পর চোখ দিয়ে প্রচুর পরিমানে জল ঝরে।

কান — **শব্দে বিরক্তি;** সঙ্গীত অসহ্য ;কানের বাইরের অংশ নরম, লালচে, যন্ত্রণাকর এবং ফোলা। কানের যন্ত্রণা (ক্যামোমিলা)। বাম দিকের কানে এক ফোঁটা জল থাকার ন্যায় অনুভূতি।

নাক — **ঘ্রাণশক্তি প্রখর। নাকের মূলদেশে যন্ত্রণা,** সর্দ্দি ;প্রচুর হাঁচি ;নাকরে ভিতর দপ্‌দপানি। প্রচুর উজ্জ্বল রক্ত স্রাব, **শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী শুষ্ক, নাক বন্ধ ; শুষ্ক অথবা তৎসহ নাক থেকে খুবই অল্প জলের মত সর্দ্দিজ স্রাব** নির্গত হয়।

মুখমন্ডল — লালচে, উষ্ণ, ফোলা। গালের একদিক লাল অপরদিক ফ্যাকাশে (ক্যামোমিলা ঈপিকাক)। **উঠার সময় লাল মুখমন্ডল মৃতের ন্যায় ফ্যাকাশে দেখা যায়, অথবা** রোগীর মাথা ঘোরে। গালে ঝিন্‌ঝিন্ করে ও অসাড়তা। **স্নায়ু শূল, বিশেষত ঃ বামদিকের, তৎসহ অস্থিরতা, ঝিন্‌ঝিন্ ভাব এবং অসাড়তা,** চোয়ালের যন্ত্রণা।

মুখ গহ্বরে — অসাড়, **শুষ্ক** এবং ঝিন্‌ঝিন্ কর। জিহ্বা স্ফীত ;**অগ্রভাগ ঝিন্‌ঝিন্ করে।** দাঁতগুলি ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না। মারী উষ্ণ ও প্রদাহিত। **জিহ্বা সাদা লেপাকৃত। (এন্টিম ক্রুড্)।**

গলা — **লাল, শুষ্ক, সংকুচিত, অসাড়,** খোঁচা লাগার ন্যায়, জ্বালাকর, হুলফোটানোর ন্যায়, **টনসিল স্ফীত ও শুষ্ক।**

পাকস্থলী — **বমি, তৎসহ ভয়, গরমভাব, প্রচুর ঘাম এবং প্রস্রাবের পরিমাণের বৃদ্ধি**। ঠান্ডাজল পান করার ইচ্ছা। **প্রতিটি বস্তুর স্বাদই তিতো** কেবলমাত্র জল ব্যতীত। **প্রচুর পিপাসা**। জলপান করে, বমি করে এবং রোগী ঘোষণা করে সে মারা যাবে। বমি পিত্তযুক্ত, শ্লেষ্মাযুক্ত, রক্তযুক্ত ও **সবুজ**। পাকস্থলীতে চাপবোধ তৎসহ শ্বাসকষ্ট, **রক্তবমন**, পাকস্থলী থেকে খাদ্যনলী পর্যন্ত জ্বালা।

উদর — গরম, শক্ত, ফাঁপা। **স্পর্শকাতর। পেটের শূলবেদনা**, কোন অবস্থানেই রোগী আরাম পায় না। গরম ঝোল জাতীয় কিছু খাবার পর পেটের বেদনা কিছুটা নরম পড়ে। নাভীস্থলে জ্বালা।

সরলান্ত্র— গুহ্যদ্বারে রাত্রিকালে চুলকানি ও সূঁচ ফোটানের ন্যায় যন্ত্রণা। বারে বারে একটু একটু পায়খানা তৎসহ কোঁথ ; **সবুজ, অনেকটা কুচানো শাকের ন্যায়**। মল সাদা, তৎসহ লাল প্রস্রাব। কলেরার মত পায়খানা তৎসহ শারীরিক পতনাবস্তা, অস্থিরতা ও উদ্বেগ। রক্তযুক্ত অর্শ (হ্যামামেলিস)। শিশুদের জলের মত পায়খানা। শিশু কাঁদে, খিটখিটে, ঘুমায় না এবং অস্থিরতা থাকে।

প্রস্রাব — **অল্প, লাল, গরম ও যন্ত্রণাকর**, প্রস্রাব থলির গ্রীবাদেশে জ্বালা ও কোঁথ। প্রস্রাবনলীতে জ্বালা। প্রস্রাব কমে যায়, রক্ত প্রস্রাব। সর্বদা প্রস্রাব করার পূর্বে আতঙ্ক **প্রস্রাব অবরুদ্ধ, তৎসহ চীৎকার ও অস্থিরতা**, এবং রোগী লিঙ্গ চটকায়, বৃক্ক স্থান স্পর্শকাতর, প্রচুর প্রস্রাব, তৎসহ প্রচুর ঘাম ও পাতলা পায়খানা।

পুরুষের রোগ — লিঙ্গমুন্ড বা গ্লান্স পেনিস অংশে হুল ফোটানোর মত ব্যথা, সুড়সুড় করে। অন্ডদ্বয়ে থেঁৎলিয়ে যাবার মত ব্যথা, ফোলা, শক্ত, বারে বারে লিঙ্গ খাড়া হয় এবং বীর্য্য পাত হয়। যন্ত্রণাকর লিঙ্গোদ্রেক।

স্ত্রী রোগ — যোনি **পথ উষ্ণ, শুষ্ক** ও স্পর্শকাতর। প্রচুর ঋতু স্রাব তৎসহ নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, বাধাপ্রাপ্ত, দেরিকরে দেখা দেয়। ঋতুদেখা দিলে পাগলের মতহয়ে উঠে। **ভয় পাবার পর, ঠান্ডা লাগার পর ঋতুস্রাব চাপা পড়ে**, বিশেষতঃ রক্ত প্রধান ধাতুরস্ত্রীলোকের, ডিম্বাশয়ে রক্তাধিক্য ও যন্ত্রণা হয়। জরায়ুতে তীক্ষ্ণ, তীর ফোটার মত ব্যথা। **যন্ত্রণা তৎসহ ভয়ভাব ও অস্থিরতা**।

শ্বাস -প্রশ্বাস — সর্বদা বাম বুকে চাপ বোধ ; সামান্য নড়াচড়াতে **শ্বাস কষ্ট। স্বরভঙ্গ যুক্ত, শুষ্ক, ঘুংরি কাশি**, জোর শব্দের সঙ্গে কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস। শিশু যখনই কাশে, সেই সময় সে দুই হাত দিয়ে তার গলা চেপে ধরে। শ্বাসনেবার সময় শ্বাসনলীতে বাতাসের প্রবেশে কষ্ট। **শ্বাসের সময়কাল ছোট হয়ে আসে**। স্বরনলী স্পর্শকাতর। বুকের ভিতর সূঁচ ফোটানোর মত ব্যথা। কাশি ক্ষণস্থায়ী, শুষ্ক, রাত্রে এবং মধ্যরাত্রের পর বৃদ্ধি। ফুসফুসে গরম বোধ।

হৃদপিন্ড — হৃদপিন্ডের দ্রুত ক্রিয়া। হৃদপিন্ডের যাবতীয় পীড়ার সঙ্গে **বাম কাঁধে বেদনা**। বুকের ভিতর সূঁচ ফোটানোর মত ব্যথা। **বুক ধড়ফড় করা তৎসহ আতঙ্ক**, মূর্চ্ছা ও

হাতের আঙ্গুলে সুড়সুড় করে। **নাড়ী পূর্ণ, শক্ত, টানযুক্ত ও উল্লম্ফনকারী** ; কোন কোন সময় সবিরাম নাড়ী। বসে থাকার সময় দুই রগের ধমনী অনুভব করা যায়।

পিঠ — অসাড়, আড়ষ্ট ও বেদনা দায়ক। থেঁৎলিয়ে যাবার মত ঝিন্‌ঝিন্‌ করে। ঘাড় আড়ষ্ট। দুটি স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্তী অংশে থেঁৎলিয়ে যাবার মত বেদনা।

অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ — অসাড় ও ঝিন্‌ঝিন্‌ করে ; তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা ; হাত - পা বরফের মত ঠান্ডা ও অসাড়। বাহুগুলি থেঁৎলিয়ে যাবার মত, ভাববোধ, আড়ষ্ট। বাম বাহুর নীচের দিকে বেদনা, (ক্যাকটাস, ক্রোটেলাস, ক্যালমিয়া, ট্যাবেকাম)। **হাত দুটি গরম এবং পা দুটি ঠান্ডা।** সন্ধিস্থানে বাতজ প্রদাহ ; রাত্রে বৃদ্ধি ; লাল চক্‌চকে ফোলা ; অতিরিক্ত স্পর্শকাতর। হিপ জয়েন্ট ও উরু স্থান খোঁড়ার মত মনে হয় ; বিশেষতঃ শুয়ে পড়ার পর। হাঁটুর স্থিরতার অভাব ; চলার সময় পায়ের পাতা বেঁকে যায় (ইস্‌কিউলাস) সকল সন্ধির সন্ধি বন্ধনী গুলি দুর্বল ও শিথিল। সকল সন্ধিতে বেদনাহীণ ভাবে কড়কড় শব্দ হয়। **দুটি হাতের হাইপোথেনার অংশ** উজ্জ্বল লাল। জলের ফোঁটা উরুর ভিতর দিয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে এই রকম অনুভূতি।

ঘুম — রাত্রে বোবায় ধরে। রাত্রে উন্মাদনা, **আতঙ্ক যুক্ত স্বপ্ন**। নিদ্রাহীণতা, তৎসহ অস্থিরতা ও ছটফটে ভাব (এই সময় ৩০ শক্তি ব্যবহার করবে)। ঘুমের মধ্যে ঝাঁকি দিয়ে উঠে। দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বপ্ন তৎসহ বুকের ভিতর আতঙ্ক। বয়স্কদের অনিদ্রা।

চামড়া — লাল, উষ্ণ, ফোলা ফোলা, শুষ্ক, জ্বালাকর। **ঘামাচির মত উদ্ভেদ**। হামের মত উদ্ভেদ। সুড়সুড় কর ও আড়ষ্ট। পিঠের নীচের দিকে সুড়সুড় কর ও ঠান্ডা ভাব। **চুলকানি, উত্তেজক বস্তুতে উপশম।**

জ্বর — শীতল অবস্থা বৈশিষ্ট্য যুক্ত। ঠান্ডাঘাম এবং মুখমন্ডল বরফের মত ঠান্ডা। পর্যায়ক্রমে ঠান্ডা ভাব ও উষ্ণতা। সন্ধ্যাকালীন শীত ভাব বিছানায় যাবার সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। **শরীরের ভিতর দিয়ে ঠান্ডা তরঙ্গের বয়ে যাওয়া। তৃষ্ণা এবং অস্থিরতা সর্বদা দেখা যায়।** চাপা না নিলে অথবা স্পর্শ করলে শীত শীত ভাব। **মুখমন্ডল শুষ্ক, উষ্ণ ও লালবর্ণ।** জ্বর কমার ভালো ঔষধ তৎসহ যদি মানসিক আতঙ্ক, অস্থিরতা প্রভৃতি থাকে। শরীরের যে দিক চেপে শুয়ে থাকে সেই দিক ঘামে ভিজে যায় ; এরপর সকল কষ্টের উপশম হয়।

কমা - বাড়া — মুক্ত বাতাসে ভালোবোধ ; **রাত্রে উষ্ণ ঘরে ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি ; বৃদ্ধি,** আক্রান্ত অংশ চেপে শুলে, সঙ্গীতে, ধুমপানে, শুষ্ক, ঠান্ডা বাতাসে। এই ঔষধের বিষক্রিয়া বেশী পরিমানে ভিনিগারে নষ্ট হয়।

সম্বন্ধ — অম্ল, মদ, কফি, লেম্‌নেড, টকস্বাদ যুক্ত ফল এই ঔষধের কাজ সংযত করে। ম্যালেরিয়া জ্বর, স্বল্প জ্বরে, বিষাক্ত জ্বরে, ঘুসঘসে জ্বরে এবং প্রদাহ যখন কোন স্থানে কেন্দীভূত হয় তখন এই ঔষধ নির্দেশিত হয় না। এই ঔষধের পর সালফার ভালো কাজ করে। ক্যামোমিলা ও কফিয়া, **তীব্র যন্ত্রণায় ও অনিদ্রায় তুলনীয়।** এগ্রস্‌টিস জ্বরে ও প্রদাহে অ্যাকোনাইটের মত কাজ করে। স্পাইর‍্যানথেসও এরূপ কাজ করে থাকে।

অনুপূরক — কফিয়া ;সালফার। সালফারকে অ্যাকোনাইটের ক্রনিক বলা হয়। যে রোগের চিকিৎসা অ্যাকোনাইট দ্বারা শুরু হয়েছে, তার শেষ হয় সালফার দ্বারা, তুলনীয় ঃ বেলোডোনা ;কফিয়া ;ক্যামোমিলা ; ফেরাম ফস্।

একোনাইটিন — (সীসার মত ভারবোধ ;সুপ্রা অর্‌বিট্যাল স্নায়ুর বেদনা, ঠান্ডা বরফের ন্যায় অনুভূতি, ক্রমশঃ উপর দিকে উঠে ;জলাতঙ্কের মত লক্ষণ কানের ভিতর ঝিঁ - ঝিঁ শব্দ, ঝিন্ ঝিন্ অনুভূতি।

একোনাইটাম লাইকোটোনাম — (গ্রন্থির ফোলা, হজকিন্‌স্ ডিজীজ। শূকরের মাংস খাবার পর উদরাময়। নাক, চোখ, গুহ্য দ্বার ও যোনি কপাটে চুলকানি। নাকের চামড়া ফাটাফাটা ; রক্তের ন্যায় স্বাদ।)

একোনাইটাম ক্যান্সারাম — (মাথার যন্ত্রণা, মাথাঘোরা, কানের ভিতর ঝিঁ - ঝিঁ শব্দ। জিহ্বা, ঠোঁট ও মুখমন্ডলের আড়ষ্টতা।)

একোনাইটাম ফেরক্স — ইন্ডিয়ান একোনাইট একোনাইটাম নেপেলাসের থেকেও এর কাজ বেশী ভয়ংকর। এই ঔষধটি যত বেশী প্রস্রাব কারক তত বেশী জ্বরঘ্ন নয়। প্রমাণ হয়েছে, এটি ভালো কাজ করে **হৃদপিন্ডের দোষে শ্বাসকষ্ট, স্নায়ুশূল,** ও তরুণ বাত রোগে। **শ্বাসকষ্ট, রোগী সর্বদা বিছানায় বসে থাকে। শ্বাস - প্রশ্বাস দ্রুত।** আতঙ্ক তৎসহ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালক পেশী সমূহের আড়ষ্টতার জন্য শ্বাসরোধ ভাব। (অ্যাকাইর‍্যানথেস্ - মেক্সিকো দেশের একটি ঔষধ বিশেষ - জ্বরে একোনাইটের সদৃশ, কিন্তু বৃহৎ ক্ষেত্রে, এটি টাইফয়েড ও সবিরাম জ্বরে কাজ করে। পেশীর বাত, ৬ ব্যবহার করা)। ইর‍্যানথিস হিম্‌ন্যালিস্ (শীতকালীন একোনাইট — ঘাড়ে ও মাথায় পিছনে বেদনা)।

শক্তি — অনুভাবকশক্তির বিক্রিয়ায় ৬ষ্ট শক্তি ;রক্তাধিক্যে ১ম - ৩য় শক্তি। তরুণ রোগে পুনঃ পুনঃ ঔষধ অবশ্যই প্রয়োগ করবে। একোনাইট দ্রুত কার্যকরী ঔষধ। স্নায়ুশূলে ক্ষেত্রে টিংচারই বেশী উপযোগী, এক ফোঁটা করে (বিষাক্ত), অথবা পুনরায় ৩০ শক্তিতে, রোগীর অনুভূতির উপর নির্ভর করে ।

একটিয়া স্পাইক্যাটা

ACTEA SPICATA **বেইনবেরী**

বাত রোগের একটি ঔষধ বিশেষ, বিশেষতঃ ছোট ছোট সন্ধিগুলি আক্রমণ **করে** থাকে ;ছিঁড়ে ফেলার মত, ঝিন্‌ঝিন্ করার মত বেদনা এই ঔষধের বৈশিষ্ট্য। **কব্জির বাত**। সারা শরীরের দপ্‌দপ্ অনুভূতি, বিশেষতঃ যকৃত ও বৃক্ক স্থানে। হৃদপিন্ড ও রক্তবহানলীর আক্ষেপ। যন্ত্রণা স্পর্শে ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায়।

মাথা — ভীতিপূর্ণ, সহজেই চমকিয়ে উঠে;হতবুদ্ধি, মাথার ভিতর রক্ত ফুটছে, কফি পানের পর উত্তেজনা বাড়ে। মাথাঘোরা, ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় মাথা যন্ত্রণা, মুক্ত বাতাসে কম পড়ে, মস্তিষ্কের ভিতর দপ্‌দপানি, মাথার তালু থেকে দুটি চোখের ভূর মধ্যবর্তী স্থানে

যন্ত্রণা; কপাল উষ্ণ, বামদিকের কপালে যন্ত্রণা, যেন মনে হয় বাম কপালাস্থি ভেঙে যাবে। মাথার ত্বকে পর্যায়ক্রমে চুলকানি ও গরমভাব, নাকের অগ্রভাগ লাল, পাতলা সর্দ্দিজ স্রাব।

মুখমণ্ডল — উপরের চোয়ালে তীব্র যন্ত্রণা, যন্ত্রণা দাঁত থেকে শুরু হয়ে গালের হাড় হয়ে রগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মাথায় এবং মুখমণ্ডলে ঘাম।

পাকস্থলী — পেটের উপরের অংশে ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা তৎসহ বমি। পাকস্থলী ও পেটের উপরের অংশে খিল ধরার ন্যায় বেদনা, তৎসহ কষ্টকর শ্বাসকষ্ট, দমবন্ধ হবার ন্যায় অনুভূতি। খাবার পর হঠাৎ করে ক্লান্তি ভাব।

উদর — পিছনদিকে টেনে ধরার ন্যায় আপেক্ষিক বেদনা। তলপেট ফেঁপে ফুলে ওঠে ও খোঁচা মারার মত যন্ত্রণা।

শ্বাস-প্রশ্বাস — ছোট-ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস, রাত্রিতে অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস, শুয়ে পড়ার পর। **বুকের ভিতর তীব্র চাপ। ঠাণ্ডা বাতাসে শ্বাস ও শ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসে।**

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — কোমড়ে ছিঁড়ে ফেলার মত যন্ত্রণা। **ছোট-ছোট সন্ধিতে বাতজ বেদনা, কব্জি (আলমান), হাতের আঙ্গুল, পায়ের আঙ্গুল, পায়ের গোড়ালিতে। সামান্য ক্লান্তিতে সন্ধিগুলি ফুলে ওঠে।** কব্জি ফোলা, লালচে, যে কোন নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। হাত দুটির পক্ষাঘাত। বাহু দুটির খঞ্জতা। হাঁটুতে বেদনা। কথা বলার পর বা খাবার পর হঠাৎ করে ক্লান্তি ভাব দেখা দেয়।

সম্বন্ধ — তুলনীয়, সিমিসিফিউগা, কলোফাইলাম, লিডাম।

শক্তি — ৩য় শক্তি।

এডোনিস ভারন্যালিস

ADONIS VERNALIS **ফেজ্যান্টস আই**

বাতরোগ, অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জা অথবা ব্রাইট্স্ ডিজীজ এর পর যখন হৃদপেশীতে মেদজমা হয় সেই ক্ষেত্রে এটি হৃদপিণ্ডের উপর কার্যকরী ঔষধ হিসাবে চিহ্নিত হয়, ঐ সময় ঔষধটি নাড়ীর গতি নিয়মিত ও ছন্দবদ্ধ করে, হৃদপিণ্ডের সংকোচন ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটায় তৎসহ প্রস্রাবের পরিমানের বৃদ্ধি ঘটায়। হৃদপিণ্ডের শোথ রোগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ। জীবনী শক্তি দুর্বল, হৃদপিণ্ড দুর্বল ও পেটে জল জমা। সর্বাঙ্গের শোথ।

মাথা — মাথা হাল্কা বনে মনে হয়; **মাথার পিছন থেকে শুরু হয়ে, দুটি রগ হয়ে চোখ পর্যন্ত তীব্র যন্ত্রণা।** উঠার সময়, খুব দ্রুত মাথা ঘোরালে, অথবা শুয়ে পড়লে মাথা ঘোরা। কানের ভিতর ঝিঁ ঝিঁ শব্দ। মাথার ত্বক শক্ত বলে মনে হয়। চোখ বিস্ফারিত।

মুখ গহ্বর — পিচ্ছিল, জিহ্বা ময়লা, হলদেটে, ক্ষতযুক্ত ও পুড়ে যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি।

হৃদপিণ্ড — মাইট্রাল ও অ্যায়োটিক রিগারজিটেশন। ধমনীর পুরাতন প্রদাহ। মেদযুক্ত হৃদকপাটিকার প্রদাহ। হৃদপিণ্ডের অন্তঃআবরনীর বাতরোগজনিত প্রদাহ (ক্যালমিয়া)। হৃদপিণ্ডের স্থানে বেদনা বুক ধড়পড় করা ও শ্বাসকষ্ট। শিরা স্ফীতি কার্ডিয়্যাক অ্যাজমা। মেদযুক্ত হৃদপিণ্ড। মায়োকার্ডাইটিস, হৃদপিণ্ডের অনিয়মিত কাজ, সংকোচন, মাথাঘোরা। নাড়ী দ্রুত, অনিয়মিত।

পাকস্থলী — ভারী, যন্ত্রণাদায়ক ক্ষুধা, পেটের উপর অংশের অবসন্নতা। ঘরের বাইরে ভালো বোধ।

প্রস্রাব — প্রস্রাব তৈলাক্ত। অল্প, এলবুমেনযুক্ত।

শ্বাস-প্রশ্বাস — বারে বারে দীর্ঘশ্বাস নেবার ইচ্ছা। বুকের উপর ভারবোধ।

ঘুম — অস্থির তৎসহ ভয়াবহ স্বপ্ন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — ঘাড়ের কেন্দ্রস্থলে কন্‌কনে বেদনা। মেরুদণ্ড অসাড় ও কন্‌কন্ করে। শোথ।

সম্বন্ধ — এডোনাইডিন হৃদপিণ্ডের বলকারক ও প্রস্রাবকারক একটি ঔষধ বিশেষ। এক-চতুর্থাংশ গ্রেণ দৈনিক অথবা দুই থেকে পাঁচ গুন ১ বিচূর্ণ ধমনীর চাপ বাড়িয়ে থাকে, হৃদপিণ্ডের প্রসারণকালের সময় বাড়িয়ে থাকে এবং শিরাগুলির রক্তাধিক্য অবস্থা কমাতে সাহায্য করে। ডিজিট্যালিসের এক চমৎকার বিকল্প এবং এর কাজ ক্রমবর্ধমান হয় না। তুলনীয় ঃ ডিজিট্যালিস, ক্র্যাটেগাস; কনভ্যাল ; ষ্ট্রোফ্যানথাস।

শক্তি — পাঁচ থেকে দশ ফোঁটা টিংচার।

অ্যাড্রিনালিন

ADRENALIN **সুপ্যারেনাল গ্রন্থির আভ্যন্তরীণ স্রাব**

অ্যাড্রিনালিন বা এপিনেফ্রিন, সুপ্রারেনাল গ্রন্থি মজ্জার সক্রিয় কার্যকরী উপাদান, (কর্টেক্স থেকে যে স্রাব পাওয়া যায় তা আজ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করা হয়নি) যা শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের কার্যাবলী নিয়মিত করার কাজে রাসায়নিক দূত হিসাবে ব্যাথার হয়ে থাকে। প্রকৃত পক্ষে সংবেদনশীল স্নায়ুর কাজের জন্য এর উপস্থিতি অবশ্যই প্রয়োজন। শরীরের যে কোন অংশে অ্যাড্রিনালিনের কাজ, সেই অংশে সংবেদনশীল স্নায়ুর প্রান্তীয় অংশের কাজের অনুরূপ। স্থানিক ব্যবহার (১ ঃ ১০০০), শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর, মৃদু ইস্‌কিমিয়া খুব দ্রুত তৈরী করে এবং এই অবস্থা কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এর কাজ প্রচণ্ড দ্রুত, ফলপ্রদ ও স্বল্পকাল স্থায়ী, এর কারণ এটি কোষগুলিতে খুব তাড়াতাড়ি অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে এবং এই কারণে বাস্তবিকই ঔষধটি ক্ষতিকারক নয়। যদি না বারে বারে প্রয়োগ করা হয়। ধমনী, হৃদপিণ্ড, সুপ্রারেনাল গ্রন্থি, ভেসো-মোটর সিস্টেম এই সকলের উপর এই ঔষধটি বিশেষ ভাবে কাজ করে থাকে।

অ্যাড্রিনালিনের প্রধান কাজ হল, সংবেদনশীল স্নায়ুর প্রান্তীয় অংশকে উত্তেজিত করা, বিশেষতঃ স্প্ল্যাঙ্গনিক এরিয়া, এর ফলে প্রান্তীয় ধমনীজালক সংকুচিত হয়, ফলতঃ রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থা মূলতঃ দেখা গেছে, পাকস্থলী ও অন্ত্রে, তুলনায় কমভাবে জরায়ু ও চামড়ায়। একেবারেই পর্যবেক্ষিত হয়নি মস্তিষ্ক ও ফুসফুসে। এছাড়াও দেখা গেছে, ঔষধটি, নাড়ীর গতি কমিয়ে দেয় এবং হৃদপিণ্ডকে শক্তিশালী করে, অনেকটা ডিজিট্যালিসের মত, গ্রন্থির কার্যক্ষমতায় বৃদ্ধি ঘটায়, প্রস্রাবে গ্লুকোজের উপস্থিতি, শ্বাস-প্রশ্বাস কেন্দ্রের পাতলাবস্থা, চোখ, জরায়ু ও যোনিনালীর পেশীতন্তুর সংকোচন, পাকস্থলী, অন্ত্র ও প্রস্রাবথলির পেশীর তন্তুর শিথিলতা।

ব্যবহার — এটির মূল ব্যবহার নির্ভর করে। ঔষধটির সেই কাজের উপর যার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ স্নায়ু, ধমনী, শিরা প্রভৃতির সংকোচন ও প্রসারণ কাজ হয়ে থাকে, এই কারনে এটি একটি মহাশক্তিশালী ও দ্রুত কার্যকরী সংকোচন ও রক্তরোধক ঔষধ, এবং শরীরের যে কোন স্থানের কৈশিক নলীর রক্তপাত বন্ধের অমূল্য ঔষধ, যদি সেখানে স্থানিক ভাবে অথবা সরাসরি ব্যবহার করা সম্ভব হয়ঃ নাক, কান, মুখবিবর, গলা, কণ্ঠনালী, পাকস্থলী, সরলান্ত্র, জরায়ু, প্রস্রাবথলি। রক্তস্রাব অবস্থা, যদি না তার কারণ রক্তের জমাট বাধা প্রক্রিয়ায় ত্রুটি হয়। সম্পূর্ণ রক্তহীনতা, ইস্‌কিমিয়া সহজেই সংঘটিত হয় কোন প্রকার ঝুঁকি ছাড়া। বাহ্যিকভাবে, দ্রবন (১ ঃ ১০,০০০ — ১ ঃ ১,০০০), স্প্রের সাহায্যে, বা তুলার দ্বারা ব্যবহার করা যায়। রক্তহীন অবস্থায় অস্ত্রোপচারের সময় চোখ, নাক, গলা ও কণ্ঠনালীর চারপাশে।

হৈ ফিভার এর ক্ষেত্রে অ্যাড্রিনালিন ক্লোরাইড, ১ ঃ ৫০০০ ভাগের দ্রবন উষ্ণ অবস্থায় স্প্রে করা হলে দারুণ আরাম দেয়। এখানে ১ এর সঙ্গে তুলনীয়। বাহ্যিকভাবে, স্নায়ুর প্রদাহ, স্নায়ুশূল, বাতের ব্যথা, গেঁটে বাত মলম হিসাবে ব্যবহার করা যায় (১ ঃ ১০০০ দ্রবণ), মলম স্নায়ুকাণ্ডের উপর লাগাতে হয়, অর্থাৎ ঐ স্নায়ুকাণ্ড যে স্থানে আরম্ভ হয়েছে ঐ অংশের চামড়ার উপর তা লাগাতে হবে (এইচ. জি. কার্লটন)।

রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য অ্যাড্রিনালিন, ফুসফুসের তরুণ রক্তাধিক্যজনিত রোগে ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে, এছাড়া হাঁপানী, গ্রেকস্‌ডিজীজ, অ্যাডিসন্‌স্‌ ডিজীজ, আর্টিরিয়োস্কেলেরোসিস্‌, ধমনীর পুরাতনপ্রদাহ, হৃদশুল, হিমোফিলিয়া, নর্তনরোগ, হে-ফিভার, তরুন আমবাত প্রভৃতি। ডাঃ পি. জোসেট হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে, হৃদশূল, ধমনী প্রদাহে অ্যাড্রিনালিন প্রয়োগ করে ভালো ফল পেয়েছেন। তিনি এই ঔষধ মুখ দিয়ে খুবই সূক্ষ্ম মাত্রায় প্রয়োগ করেছেন। ঔষধটি নির্বাচনের পথ প্রদর্শক লক্ষণগুলি হল। বুকের ভিতর সংকোচন সহ যন্ত্রণা। এটির সঙ্গে মাথাঘোরা, বমি, বমি-বমিভাব লক্ষণও পাওয়া যায়। পেটের যন্ত্রণা। অজ্ঞান করার সময় শক বা হৃদপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া, এর কারণ হল ঔষধটি খুব দ্রুত প্রান্তীয় স্নায়ুর উপর কাজ করে রক্তের চাপ বাড়িয়ে থাকে।

শক্তি — চামড়ার নীচে, ১-৫, এম (১ ঃ ১০০০ দ্রবন, ক্লোরাইড হিসাবে) পরিশ্রুত জলের সঙ্গে মিশিয়ে। আভ্যন্তরীণ ভাবে ৫-৩০ এম, ১ ঃ ১০০০ দ্রবণ।

সতর্কীকরণ — ঔষধটির অক্সিজেনের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষনের জন্য জল অথবা পাতলা এ্যাসিডে গুলে যায়। দ্রবনটি অবশ্যই আলো এবং বাতাস থেকে রক্ষা করতে হবে। এটি কিছুতেই খুব তাড়াতাড়ি পুনঃপ্রয়োগ করা হবে না কারণ এই ঔষধে হৃদপিণ্ড অথবা ধমনীর ক্রিয়া বিকার ঘটতে পারে। হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে ২ থেকে ৬ শক্তি ব্যবহার করা যায়।

ইস্কিউলাস হিপ্পোক্যাসট্যানাম

AESCULUS HIPPOCASTANAM — হর্স চেষ্টনাট

এই ঔষধের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল অন্ত্রের নিম্নাংশে, এটি অর্শের স্ফীত শিরার সৃষ্টি করে, তৎসহ চরিত্রগত পিঠের বেদনা লক্ষণ থাকে এবং তৎসহ প্রকৃত কোষ্ঠকাঠিণ্য লক্ষণ থাকে না। তীব্র যন্ত্রণা কিন্তু রক্তস্রাব স্বল্প। শিরার ভিতর সর্বাঙ্গীনভাবে রক্ত চলাচলে বাধা, বেগুনিবর্ণের শিরাস্ফীতি বা ভেরিকোজ ভেন্স্, সবকিছুই ধীরগতিতে হয়, যেমন হজমক্রিয়া, হৃদপিণ্ডের সঞ্চালন, অন্ত্রের কাজ প্রভৃতি। যকৃতে ও যকৃত ধমনীতে রক্তবার্ধক্য ও ধীরগতিতে কাজ, তৎসহ কোষ্ঠকাঠিণ্য। পিঠের যন্ত্রণা, এবং যন্ত্রণার ফলে রোগী তার স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। সারা শরীরে যন্ত্রণা ঘুরে বেড়ায়। বিভিন্ন অঙ্গে পূর্ণতার অনুভূতি, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী শুষ্ক, ফোলা। গলার ভিতর শিরাস্ফীতি।

মাথা — অবসাদগ্রস্ত ও খিটখিটে। মাথা নিস্তেজ, বিভ্রান্ত, মাথার ভিতর কন্ কন্ করে যেন ঠাণ্ডা লেগেছে বলে মনে হয়। কপালে ভারবোধ তৎসহ বমি, এরপরেই উপর পেটের ডানদিকে সূঁচ ফোটানোর মত বেদনা। মাথার পিছন থেকে কপাল পর্যন্ত যন্ত্রণা, তৎসহ মাথার ত্বকে থেঁতলিয়ে যাওয়ার অনুভূতি, সকালে বৃদ্ধি। কপালের ডানদিক থেকে বামদিকে স্নায়বিক সূঁচ ফোটানোর মত বেদনা, এর পরে পেটের উপর অংশে স্থান পরিবর্তনশীল যন্ত্রণা। বসে থাকলেও হাঁটাচলার সময় মাথা ঘোরা।

চোখ — ভারী, উত্তপ্ত তৎসহ প্রচুর জল পড়ে, ও রক্তবহানলীর বিবৃদ্ধি চোখের তারায় ব্যথা।

নাক — শুষ্ক, শ্বাস নেবার সময় বাতাস ঠাণ্ডা বলে মনে হয়, নাকের ভিতর বাতাসের স্পর্শ অসহ্য, সর্দি, হাঁচি। নাকের প্রান্তভাগে চাপ বোধ। টারমিনেট অস্থির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্ফীত ও নরম, এটি যকৃত-এর রোগের উপর নির্ভর করে।

মুখবিবর — মুখের ভিতর জ্বালাকর অনুভূতি। ধাতব স্বাদ। লালাস্রাব। জিহ্বা পুরো লেপযুক্ত। মনে হয় জিহ্বা পুড়ে গেছে।

গলা — উষ্ণ, শুষ্ক, ঢোক গেলার সময় কানে সূঁচ ফোটানোর মত ব্যথা। ফালিকিউলার ফ্যারিন্জাইটিস্ তৎসহ যকৃতে রক্তাধিক্য। গলবিলে থাকা শিরাগুলির স্ফীতি ও আঁকাবাকা। শ্বাস নেবার সময় গলার ভিতর বাতাসের স্পর্শ অসহ্য; মনে হয় গলার ভিতর হেজে ও সংকুচিত হয়ে গেছে, ঢোক গেলার সময় স্থানটিতে পুড়ে যাওয়ার মত অনুভূতি, ধাতুযুক্ত

ব্যক্তির শীর্ণতা প্রাপ্ত, গলবিল প্রদাহের প্রথম অবস্থা। কাশির পর দড়ির ন্যায় মিষ্ট স্বাদযুক্ত শ্লেষ্মা উঠে।

পাকস্থলী — পাথরের মত ভারবোধ তৎসহ তীব্র যন্ত্রণা; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাবার তিনঘন্টা পর এই অবস্থা দেখা দেয়। যকৃত স্থানে হাত দিলে ব্যথা পায় রোগী তৎসহ পূর্ণতার অনুভূতি।

উদর — যকৃতে ও পেটের উপর অংশ অস্বস্তিকর কণকণে বেদনা। নাভি স্থানে বেদনা। জন্ডিস; তলপেট ও পেলভিস স্থানে দপ্‌দপানি।

সরলান্ত্র — শুষ্ক, কণকণে বেদনা। মনে হয় মলদ্বার ছোট ছোট কাঠিতে ভর্তি। গুহ্যদ্বার হেজে যাওয়ার মত, ব্যথা যুক্ত। পায়খানার পর অধিক যন্ত্রণা, মলদ্বারের স্থানচ্যুতি। অর্শ তৎসহ কেটে ক্ষত, তীরবেঁধার মত যন্ত্রণা, যন্ত্রণা সারা পিঠে ছড়িয়ে যায়। স্রাবহীন ও রক্তস্রাব যুক্ত অর্শ। ধাতুবন্ধ হবার পর বৃদ্ধি। শক্ত, শুষ্ক ও বৃহৎ মল। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ফোলা মনে হয় এবং গুহ্যদ্বারে বাধার সৃষ্টি করে গোল ক্রিমির জন্য গুহ্যদ্বারে অস্বস্তি এবং এটি বার করতে সাহায্য করে। গুহ্যদ্বারে পুড়ে যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি তৎসহ শীত, শীতভাব পিঠের উপর থেকে নিচের দিকে ধাবমান।

প্রস্রাব — বারে বারে, অল্প, কালচে. মাটির মত, গরম প্রস্রাব, বৃক্কস্থানে বেদনা, বিশেষতঃ বামদিকের বৃক্ক ও ইউরেটারে।

পুরুষের রোগ — পায়খানার সময় বীর্য্যপাত।

স্ত্রীরোগ — সিম্‌ফ্যাসিস্ পিউরিস এর পিছনে সর্বদা দপ্‌দপানি। সাদাস্রাব তৎসহ কোমরের আড়ষ্টতা যা ত্রিকাস্থি স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; কালচে-হলুদ, চটচটে, হাজাকর, ধাতুস্রাবের পর বৃদ্ধি।

বুক — সংকোচনের অনুভূতি। হৃদপিণ্ডে ভারবোধ, শরীরের সর্বাঙ্গে হৃদস্পন্দন অনুভূত হয়। কণ্ঠনালীর প্রদাহ, কাশি, যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতির উপর নির্ভরশীল; বুকের ভিতর উত্তপ্ত বলে মনে হয়, অর্শ আছে এরূপ ব্যক্তির হৃদপিণ্ডের চারিপাশে বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কণকণে বেদনা বামদিকের স্কন্ধাস্থি থেকে তীরবেগে বাহুতে নেমে আসে; আঙ্গুলের অগ্রভাগ অবশ।

পিঠ — ঘাড়ের আড়ষ্টতা; ঘাড়ের দুইদিকের মধ্যবর্তী অংশে কণকণে বেদনা; মেরুদণ্ড স্থান দুর্বল বলে মনে হয়; হাত-পায়ে খসে যাওয়ার মত অনুভূতি। পিঠের বেদনা স্যাক্রাম ও হিপ জয়েন্ট আক্রান্ত হয়, যন্ত্রণা সামনের দিকে ঝুঁকলে ও হাঁটা চলায় বৃদ্ধি পায়। হাঁটার সময় পা দুটি ভিতরের দিকে বেঁকে যায়। পায়ের তলায় ক্ষততা, ক্লান্ত ও স্ফীত বলে মনে হয়।

হাত ও পা স্ফীত এবং হাত-পা ধোবার পর লালচে বর্ণ হয়, পূর্ণতার অনুভূতি।

জ্বর — বিকাল চারটের সময় শীত ভাব দেখা দেয়। পিঠের দিকে শীত বোধ, উপর থেকে নীচের দিকে নামে। জ্বর রাত্রি ৭টা থেকে ১২টা পর্যন্ত। সন্ধ্যাকালীন জ্বর, চামড়া উত্তপ্ত ও শুষ্ক। প্রচুর ঘাম এবং প্রচুর উত্তপ্ত ঘাম।

কমা-বাড়া — সকালে ঘুম থেকে উঠার সময়, হাঁটা-চলার এবং যে কোন প্রকার নড়াচড়ায় বৃদ্ধি; পায়খানার সময় বৃদ্ধি, খাবার পর, বিকালের দিকে, দাঁড়িয়ে থাকলে বৃদ্ধি। ঠাণ্ডামুক্ত বাতাসে উপশম।

সম্বন্ধ — ইস্কিউলাস গ্ল্যাব্রা - তীব্র যন্ত্রণাদায়ক, কালচে-বেগুনি বর্ণের অর্শ তৎসহ কোষ্ঠ-কাঠিণ্য, মাথাঘোরা এবং যকৃত ধমনীতে রক্তাধিক্য। কথা জড়িয়ে যায়, গলার ভিতর সুড়সুড় করে, দৃষ্টি অস্পষ্ট, আংশিক পক্ষাঘাত। **ফাইটোলক্কা (গলা শুষ্ক, মূলতঃ তরুণ রোগে)। নিগানডিয়াম আমেরিকানাস** (সরলান্ত্রের শিরাগুলির স্ফীততা ও অর্শ তৎসহ তীব্র যন্ত্রণা, ১০ ফোঁটা করে টিংচার প্রতি দুই ঘন্টা পর পর)। এ ছাড়াও তুলনীয় ঃ এলো, কলিনসন, নাক্স, সালফার।

শক্তি — টিংচার থেকে ৩য় শক্তি।

ইথিওপস্ মারকিউরিফ্যালিস - মিনারেলিস
(সালফার এবং কুইক সিলভার, অথবা ব্ল্যাক সালফাইড মারকিউরি)

এই ঔষধটি গণ্ডমালা ধাতু যুক্ত উপসর্গে, চোখের রোগে, কান-পাকায়, যন্ত্রণাকর বিরক্তিকর মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদে এবং বংশগত সিফিলিস রোগে ব্যবহার হয়ে থাকে।

চামড়া — উদ্ভেদ। মৌমাছির চাকের ন্যায়, গণ্ডমালার ন্যায়, হার্পিসের মত ও একজিমার ন্যায় উদ্ভেদ।

শক্তি — নিম্নশক্তির বিচূর্ণ, বিশেষ করে ২x।

সম্বন্ধ — **ইথিওপস্ এন্টিমোনালিস** - (অনেক সময় গণ্ডমালাজনিত উদ্ভেদ, গ্রন্থিস্ফীতি, কানপাকা এবং গণ্ডমালাজনিত চোখের রোগে, চোখের তারার ক্ষতে আগে বলা ঔষধটি থেকে বেশী কার্যকরী হয়)। তুলনীয় ক্যালক্; সাইলি; সোরিন।

ইথুজা সিনাপিয়াম

ÆTHUSA CYNAPIUM — **ফুলস্ পারস্লে**

এই ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণগুলি মূলতঃ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তৎসহ পাকাশয়িক গোলযোগের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে। মানসিক বা শারীরিক যন্ত্রণা, সর্বদা কাঁদে, অসুবিধার প্রকাশ প্রভৃতি লক্ষণগুলি এই ঔষধটিকে শিশুদের রোগে বেশি ব্যবহারের উপযুক্ত করেছে, শিশুর দাঁত উঠার সময়, গ্রীষ্মকালীন রোগ প্রভৃতি সহ যখন উদরাময়, **দুধ কিছুতেই হজম করতে পারেনা,** ও দুর্বল রক্তসঞ্চালণ লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে তখন এটি উপযুক্ত। রোগ লক্ষণগুলি প্রথমে মারাত্মকভাবে প্রকাশ পায়।

মন — অস্থির, উদ্বেগ, কাঁদে। ইঁদুর, বিড়াল কুকুর প্রভৃতি দেখে, অজ্ঞান, প্রলাপ। চিন্তা করতে **অক্ষম, মন সন্নিবিষ্ট করতে** পারে না। মস্তিষ্কের দুর্বলতা। বোকামো তৎসহ পর্যায়ক্রমে উত্তেজনা এবং খিটখিটে ভাব।

মাথা — মাথা বাঁধা আছে বলে মনে হয়। মাথার পিছনে যন্ত্রণা, যন্ত্রণা মেরুদণ্ড বরাবর নীচের দিকে নামে; শুয়ে থাকলে ও চাপে কমে। মাথার কষ্ট বাতকর্মের পর কম পড়ে (স্যাঙ্গুয়িন) এবং মলত্যাগের দ্বারা। মাথার চুলে টেনে রাখার ন্যায় অনুভূতি। মাথাঘোরা তৎসহ ঝিমুনি, তৎসহ বুক ধড়ফড়ানি; মাথাঘোরা কমে গেলে, মাথা গরম বলে মনে হয়।

চোখ — আলোকাতঙ্ক; মেলিবোমিয়ন গ্রন্থির স্ফীতি, ঘুমের সময় চোখের তারা ঘুরতে থাকে। চোখে নিচের দিকে টেনে ধরার ন্যায় অনুভূতি; চোখের তারা বিস্ফারিত।

কান — কানের পথ বাধাপ্রাপ্ত। মনে হয় কানের ভিতর গরম কিছু রয়েছে। কানের ভিতর হিসহিস শব্দ হয়।

নাক — নাক বন্ধ তৎসহ প্রচুর গাঢ় শ্লেষ্মা। নাকের অগ্রভাগ হার্পিসের ন্যায় উদ্ভেদ। বারে বারে হাঁচির নিষ্ফলচেষ্টা।

মুখমণ্ডল — ফোলা, লাল-লাল দাগযুক্ত ও শ্রান্ত। মুখের ভাব উদ্বেগজনক, যন্ত্রনাযুক্ত, লিনিয়া ন্যাজানিস স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

মুখবিবর — শুষ্ক। মুখের ভিতর ক্ষত। জিহ্বা অতিরিক্ত লম্বা বলে মনে হয়। গলার ভিতর জ্বালাকর অনুভূতি, তৎসহ ফুসকুড়ি, তৎসহ ঢোক গিলতে কষ্ট হয়।

পাকস্থলী — দুধ সহ্য হয় না; দুধ গেলার সঙ্গে সঙ্গে বমি অথবা কিছু সময় পরে, দুধ চাকা চাকা ভাবে উঠে আসে। বমির পর ক্ষুধার্ত। খাবার এক ঘন্টা পরে ভুক্ত খাদ্যবস্তুও উঠে আসে। সাদা, ফ্যানাযুক্ত প্রচুর বমি। খাবারের দৃশ্যে বমি। পাকস্থলীতে যন্ত্রণাদায়ক সংকোচন। বমি, তৎসহ ঘাম এবং প্রচণ্ড দুর্বলতা এর সঙ্গে মানসিক যন্ত্রণা ও ক্লান্তি থাকে, এর পর শিশু ঘুমিয়ে পড়ে। মনে হয় পাকস্থলীর উপরের অংশ ঘুরে নীচের দিকে নেমেছে তৎসহ বুক পর্যন্ত জ্বালা। পাকস্থলীতে ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা, বেদনা অন্ননালী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

উদর — পেটের বাইরে ও ভিতরে ঠাণ্ডা বোধ, তৎসহ অন্ত্রে কণকণে বেদনা। অন্ত্রশূল, তৎপরে বমি, মাথাঘোরা ও দুর্বলতা। পেট শক্ত, ফাঁপা ও অল্পতেই ব্যথা। নাভির চারিপাশে বুদবুদের ন্যায় অনুভূতি।

মল — পায়খানার পূর্বে অন্ত্রশূল ও কোঁথ, মল পাতলা, সবুজ ও অভুক্ত বস্তু যুক্ত এবং পায়খানার পর ক্লান্তি ও ঝিমুনি। শিশুদের কলেরা; শিশুর সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা, চটচটে, নিস্তেজ তৎসহ চোখের তারা স্থির ও বিস্ফারিত। প্রচণ্ড কোষ্ঠকাঠিণ্য; মনে হয় অন্ত্রের কাজ করার সকল ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। বৃদ্ধ বয়েসে কলেরা মত অবস্থা।

প্রস্রাব — প্রস্রাব থলিতে কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা, তৎসহ বারে বারে প্রস্রাব করার ইচ্ছা। বৃক্কের বেদনা।

স্ত্রীরোগ — যৌনাঙ্গে কেটে ফেলার ন্যায় তীব্র বেদনা। ফুসকুড়ি, গরমে চুলকানি। ধাতুস্রাব জলের মত। স্তন গ্রন্থির স্ফীতি, তৎসহ কেটে ফেলার ন্যায় তীব্র বেদনা।

শ্বাস-প্রশ্বাস — কষ্টকর, চাপবোধ, উদ্বেগযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস; আপেক্ষিক সংকোচন। এই লক্ষণগুলির জন্য রোগী বাক্‌শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

হৃদপিণ্ড — তীব্র বুক ধড়ফড়ানি, তৎসহ মাথাঘোরা, মাথার যন্ত্রণা ও অস্থিরতা। নাড়ী দ্রুত, কঠিন ও ক্ষুদ্র।

পিঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — দাঁড়াবার জন্য বা মাথা উঁচু করার মত শক্তিও রোগীর থাকে না। পিঠের ভিতর কষে ধরার মত অনুভূতি, পিঠের ক্ষুদ্রস্থানে বেদনা। নিম্নাঙ্গের দুর্বলতা। হাতের আঙ্গুল ও বুড়ো আঙ্গুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ। হাত ও পায়ের অবশ ভাব। প্রচণ্ড আক্ষেপ। নিচের দিকে চোখের দৃষ্টি ট্যারা।

চামড়া — হাঁটার সময় উরুস্থান হেজে যায়। সহজেই ঘাম হয়। সারা শরীর ঠাণ্ডা এবং চটচটে ঘামযুক্ত। লসিকা গ্রন্থির স্ফীতি। সন্ধিস্থানের চারিপাশে চুলকানি যুক্ত উদ্ভেদ। হাতের চামড়া শুষ্ক ও সঙ্কুচিত। কালশিরা। সারা শরীরে শোথ।

জ্বর — প্রচন্ড উত্তাপ ; পিপাসা একেবারেই থাকেনা, প্রচুর, ঠান্ডা ঘাম, ঘামের সময় রোগী গায়ে চাপা অবশ্যই দেবে।

ঘুম — ঘুমের ভিতর প্রচন্ডভাবে রোগী চমকিয়ে উঠে। ফলে রোগীর ঘুমের অসুবিধা হয় ;ঠান্ডা ঘাম, বমি বা পায়খানার পর তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব। পায়খানা বা বমির পর শিশু প্রচন্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে।

কমা - বাড়া — বৃদ্ধি ভোর ৩টে থেকে ৪টে, এবং সন্ধ্যায় ; গরমে, গ্রীষ্মকালে। লোকজন সঙ্গে ও মুক্ত বাতাসে ভালো থাকে।

তুলনীয় — অ্যাথাম্যান্‌থা মস্তিষ্কের ভ্রান্তি, মাথা ঘোরা শুয়ে থাকলে লালা কমপড়ে, স্বাদ তিতো, হাত ও পা বরফের ন্যায় ..., অ্যান্টিমন ; ক্যালকেরিয়া ; আর্সেনিক ; সিকুটা।

অনুপূর্বক — ক্যালকেরিয়া।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

এগারিকাস মাস্‌কেরিয়াস — অ্যামানিটা

AGARICUS MUSCARIUS - AMANITA — টোড স্টুল - বাস এগারিক

এই ছত্রাকটির ভিতর নানাপ্রকারের বিষাক্ত যৌগিক পদার্থ আছে, এইগুলির মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল মাসক্যারিন। এটির বিষক্রিয়ার লক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পায় না, সাধারণতঃ ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা পর প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই ঔষধটির কোন ক্রিয়া নাশক নেই; বিষক্রিয়ার কোন চিকিৎসাও নেই, সম্পূর্ণ লক্ষণভিত্তিক (গ্লিডার)। এগারিকাস মস্তিষ্কের উপর মাদকের ন্যায় কাজ করে এবং মদের থেকে বেশি মাত্রায় মাথাঘোরা ও তৈরী করে থাকে, এর পরে গাঢ় নিদ্রাভাব দেখা দেয় এবং শরীরের প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা কমে আসে।

ঝাঁকুনি, পেশীর সঙ্কোচন, কাঁপা ও চুলকানি এই ঔষধের শক্তিশালী লক্ষণ। যক্ষ্মা রোগের প্রাথমিক অবস্থা;টিউবারকিউলাস ধাতুদোষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তৎসহ রক্তাল্পতা, নর্তনরোগ, ঘুমের সময় পেশীর সঙ্কোচন বন্ধ থাকে। বিভিন্ন ধরনের স্নায়ুশূল ও আপেক্ষিক উপসর্গ ও স্নায়ুঘটিত চর্মরোগ এই জাতীয় রোগের ছবি এই ঔষধের লক্ষণের সম্পর্ক আছে, কিন্তু রক্তাধিক্যের কারণে প্রকাশিত লক্ষণের সঙ্গে এই ঔষধের লক্ষণের বিশেষ কোন সম্পর্ক দেখা যায় না। যেমন জ্বরের বিকার অবস্থা, মদ খাওয়া অবস্থা প্রভৃতি। সার্বিক পক্ষাঘাত। রোগীর মনে হয় বরফের সূঁচ ফোটানো হচ্ছে। চাপ ও ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য হয় না। নিচের দিকে কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসার ন্যায় তীব্র বেদনা। লক্ষণ কোনাকুনি ভাবে প্রকাশ পায় যেমন, ডানদিকের বাহু, বামদিকের পা। সবরকম যন্ত্রণার সঙ্গে ঠাণ্ডাভাব আষ্ট তা ও সুড়সুড় ভাব থাকে।

মন — গান করে, কথা বলে কিন্তু উত্তর দেয় না। বাচালতা। কাজে অনিচ্ছা। উদাসীনতা। ভয়শূন্যতা। গান করা, চীৎকার করা এবং বিড়বিড় করে বকা হল প্রলাপের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য;কবিতা বলা এবং ভবিষ্যতবাণী করা প্রলাপ বকা হাইতোলার সঙ্গে শুরু হয়।

ঔষধটির প্রুভিংস থেকে মানসিক উত্তেজনার চারটি অবস্থার কথা জানা যায়। যথা,

(১) সামান্য উত্তেজনায় – দেখা যায় প্রচণ্ড মানসিক আনন্দ, বর্ধিত উৎসাহ, বাচালতা, উল্লাস সম্পর্কিত মানসিক কল্পনা।

(২) অতিরিক্ত মাদকতা – তীব্র মানসিক উত্তেজনা এবং অসংলগ্ন কথা বলে, পর্য্যায়ক্রমে তীব্র মানমূলক আয়তনের বিচার ক্ষমতার লোপ পাওয়া, বড়ো বড়ো পা ফেলে হাঁটে, ছোট বস্তুর উপর দিয়ে লাফিয়ে যায়, যেন ঐগুলি কোন গাছের গুঁড়ি, একটি ছোট গর্ত, একটি ভয়াবহ ফাটল বলে মনে হয়, সামান্য এক চামচ জল, মনে হয় একটি বড়ো হ্রদ বিশেষ। এই অবস্থায় গায়ের জোর বেড়ে যায়, অনায়াসে অতিরিক্ত ভার যুক্ত বস্তু তুলে ফেলে। এরই সাথে পেশীর সঙ্কোচন দেখা যায়।

(৩) তৃতীয় দশা – এক প্রকার ভয়াবহ প্রলাপ দেখা দেয়, তীব্র চীৎকার করে, ক্রোধোন্মত্ত উক্তি, নিজেকে আঘাত করতে চায় প্রভৃতি।

(৪) চতুর্থ দশা – মানসিক বিষন্নতা, ক্লান্তি, উদাসীনতা, মানসিক ভ্রান্তি, কাজ করতে অনিচ্ছা প্রভৃতি। এখানে আমরা বেলেডোনার মত তীব্র মানসিক উত্তেজনা পাইনা কিন্তু এক্ষেত্রে একটি সার্বিক স্নায়বিক উত্তেজনা ভাব দেখতে পাই, যা প্রকাশ পায় মাতালের ন্যায় প্রলাপ বকাতে, জ্বরের সময় প্রলাপ বকা প্রভৃতিতে।

মাথা — সূর্য্যালোকে মাথা ঘোরা এবং হাঁটা চলা করলে। মাথা সব সময় নড়ে। পিছন দিকে পড়ে যায়, যেন মনে হয় মাথায় পিছনের অংশে ভারী কোন বস্তু আছে। মাথার একদিকে যন্ত্রণা, যেন পেরেক ফুটে আছে। (কফিয়া; ইগ্নেশিয়া) বহুসময় ধরে টেবিলে বসে কাজ করার পর মাথায় অস্বস্তিকর বেদনা। বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা অনুভূতি, অনেকটা বরফের সূঁচ বা গোঁজ বিদ্ধ করার ন্যায় অনুভূতি। স্নায়বিক বেদনা তৎসহ বরফের

মত ঠাণ্ডা মাথা। মাথায় গরম কিছু চাপা দেবার ইচ্ছা। (সিলিকা) মাথার যন্ত্রণা তৎসহ নাক দিয়ে রক্তস্রাব অথবা গাঢ় শ্লেষ্মা স্রাব।

চোখ — পড়তে অসুবিধা হয়, কারণ অক্ষরগুলি নড়াচড়া করছে বা ভাসছে বলে মনে হয়। কম্পমান ছায়ামূর্তি। দ্বিত দর্শন, দৃষ্টিশক্তি অস্বচ্ছ ও কম্পমান। দীর্ঘকাল ধরে চোখের অতি পরিশ্রমের ফলে দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা, দৃষ্টিশক্তি কেন্দ্রীভূত করার সময় চোখের পেশীর আক্ষেপ। চোখের পাতায় ও চোখের মনির নর্তন। (কোডিন) চোখের পাতার কিনারা লালচে। চুলকাণি, জ্বালাকরে ও চোখের পাতা জুড়ে যায়। চোখের ভিতরের কোনগুলি খুবই লাল।

কান — জ্বালা এবং চুলকাণি, ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি। কানের চারপাশের পেশীর নর্তন এবং কানের ভিতর শব্দ।

নাক — নাকের স্নায়বিক অসুবিধা সমূহ। নাকের ভিতরে ও বাইরে চুলকায়। কাশির পর আক্ষেপযুক্ত হাঁচি;অনুভূতিপ্রবণ;জলের ন্যায়, অ-প্রদাহজনিত স্রাব। ভিতরের কোনগুলি লাল। দুর্গন্ধযুক্ত, কালচে, রক্তমিশ্রিত স্রাব। বয়স্ক ব্যক্তির নাক দিয়ে রক্তস্রাব। নাকে এবং মুখগহ্বরের ভিতর ক্ষতের ন্যায় বেদনা।

মুখমণ্ডল — মুখের পেশী শক্ত বলে মনে হয় নর্তন, মুখমণ্ডলে চুলকায় ও জ্বালা করে। গালে কেটে ফেলার ন্যায়, ছিঁড়ে ফেল্যার ন্যায় বেদনা, যেন গোঁজ বেঁধার ন্যায়। স্নায়ুশূল, যেন স্নায়ুর ভিতর দিয়ে বরফের সূঁচ চলে যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি অথবা বরফ স্পর্শ করানোর ন্যায় অনুভূতি।

মুখগহ্বর — ঠোঁটের উপর জ্বালা ও যন্ত্রণা। ঠোঁটের উপর হার্পিস। ঠোঁটের পেশীর নর্তন। মুখের স্বাদ মিষ্ট। তালুতে ক্ষত। জিহ্বাতে গোঁজ বেঁধার ন্যায় বেদনা। সর্বদা পিপাসা। কম্পমান জিহ্বা। (ল্যাকেসিস) জিহ্বা সাদা।

গলা — গলার ভিতর থেকে কর্ণনালীর ভিতর দিয়ে কানের অভ্যন্তর পর্যন্ত যন্ত্রণা। সঙ্কুচিত বলে মনে হয়। ছোট, বলের মত গোলাকার শ্লেষ্মা দলা বেরিয়ে আসে। গলবিলের শুষ্কতা, ঢোক গিলতে অসুবিধা। গলায় আঁচড়ানোর মত বেদনা; গান করতে কষ্ট।

পাকস্থলী — শূন্য ঢেকুর, আপেলের গন্ধযুক্ত। স্নায়বিক অসুবিধা, তৎসহ আক্ষেপিক সঙ্কোচন, হিক্কা, অস্বাভাবিক ক্ষুধা। বায়ু জমা হবার ফলে পাকস্থলী ও উদরীর স্ফীতি। প্রচুর পরিমানে গন্ধ ছাড়া বায়ুর নির্গমন। খাবার প্রায় তিনঘন্টা পর পাকস্থলীর চারিপাশে বেদনা, পরে অস্বস্থিকর চাপের মত মনে হয়। পাকস্থলীর গোলযোগ সহ যকৃত স্থানে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা।

উদর — যকৃতে, প্লীহা (সিয়ানোথাস) ও উদরে সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা। বামদিকের ছোট পাঁজরার অস্থির নীচে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। উদরাময় তৎসহ প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত বায়ুর নির্গমণ। দুর্গন্ধযুক্ত মল।

প্রস্রাব — প্রস্রাবনলীতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। হঠাৎ করে এবং তীব্রভাবে প্রস্রাবের বেগ। বারে বারে প্রস্রাব।

স্ত্রীরোগ — অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, নির্দিষ্ট সময়ের আগে হয়। চুলকানি এবং ছিঁড়ে ফেলার ন্যায়, চাপ দেবার ন্যায় বেদনা স্ত্রীযৌনাঙ্গে ও পিঠে। আক্ষেপিক বেদনা সহ ঋতুস্রাব। **নীচের দিকে কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসার ন্যায় তীব্র বেদনা। বিশেষতঃ রজোনিবৃত্তির পরে।** কাম উত্তেজনা। স্তনের বোঁটা চুলকায়, জ্বালা। প্রসবের এবং সঙ্গমের পর লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাদা স্রাব, তৎসহ তীব্র চুলকানি।

শ্বাস-প্রশ্বাস — প্রচণ্ড কাশি, খাবার পরে বৃদ্ধি, যতক্ষন কাশি চলে, ততক্ষন মাথায় যন্ত্রণা। রাত্রিতে, ঘুমের পরে আক্ষেপিক কাশি, **তৎসহ ছোট ছোট বলের মত শ্লেষ্মা উঠে,** কষ্টকর, ভারবোধ শ্বাস প্রশ্বাস। কাশির শেষে হাঁচি।

হৃদ্‌পিণ্ড — অনিয়মিত, কোলাহল পূর্ণ, হৃদকম্প, তামাক খাবার পরে। নাড়ী সবিরাম ও অনিয়মিত। হৃদপিণ্ডস্থানে চাপবোধ, যেন মনে হয় বক্ষগহ্বরে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। হৃদকম্প, তৎসহ মুখমণ্ডল লালচে।

পিঠ — যন্ত্রণা, তৎসহ মেরুদণ্ড স্পর্শকাতর, পিঠের অংশে বেশী অনুভূত হয়। কোমরের বেদনা; মুক্ত বাতাসে বৃদ্ধি। পিঠের ফিক ব্যথা। **গ্রীবাস্থানের পেশীর নর্তন।**

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট। নিতম্ব স্থানে বেদনা। বাতের বেদনা নড়াচড়ায় কম পড়ে। কোমর স্থানের দুর্বলতা। অস্থির-চলনভঙ্গী, কাঁপুনি। **পায়ের আঙুল ও পায়ের পাতা চুলকায়,** বরফে জমে যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি। পায়ের তলায় খিল ধরা। টিবিয়া অস্থিতে বেদনা। একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাফেরা করার সময় পেশীর কাজের সমন্বয়ের অভাবের ফলে উদ্ভূত স্নায়ুশূল। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত, তৎসহ বাহু দুটির আক্ষেপ যুক্ত অবস্থা। পা গুটিয়ে বসলে তা অবশ হয়ে আসে। বাম বাহুর পক্ষাঘাত জনিত বেদনা তৎসহ হৃদ্‌কম্প। পায়ের ডিমগুলির, ছিঁড়ে ফেলার ন্যায়, যন্ত্রণাদায়ক সঙ্কোচন।

চামড়া — বরফের ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হবার মত জ্বালা, চুলকানি, লালচে ভাব ও ফোলা। ফুসকুড়ি, শক্ত, অনেকটা ফ্লী-মাছি কামড়াবার পরে দেখা দেওয়া উদ্ভেদের মত। ছোট ছোট অসংখ্য উদ্ভেদ তৎসহ অসহনীয় চুলকানি ও জ্বালা। শীতস্ফোটক। লালচে ব্রণ। শিরার স্ফীতি তৎসহ চামড়া ঠাণ্ডা। গোলাকার লালবর্ণযুক্ত উদ্ভেদ, ফোস্কা, ও পুঁজ যুক্ত উদ্ভেদ এবং শোথযুক্ত ক্ষত।

ঘুম — অতিরিক্ত হাই তোলা। তীব্র চুলকানি ও জ্বালার জন্য অস্থির ভাব। ঘুমিয়ে পড়ার পর, **চমকিয়ে উঠা, কম্পন, বারে বারে ঘুমের থেকে জেগে উঠে।** জীবন্ত স্বপ্ন। দুপুরের দিকে ঝিমুনী। হাইতোলার পরে অনিচ্ছাকৃতভাবে হাসি।

জ্বর — ঠাণ্ডা বাতাসে অত্যানুভূতি যুক্ত। সন্ধ্যার দিকে প্রচণ্ড গরমভাব। প্রচুর ঘাম। স্থানে স্থানে জ্বালা করে।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, মুক্ত ঠাণ্ডা বাতাসে, খাবার পরে, সঙ্গমের পরে, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, বজ্রঘাত, ঝড় প্রভৃতির আগে। পিঠের মেরুদণ্ডে চাপ দিলে বৃদ্ধি, যার ফলে অনিচ্ছাকৃত ভাবে হাসি। ধীরে ধীরে চলাফেরায় আরাম করে।

সম্বন্ধ — তুলনীয় মাসক্যারিন, এগারিকাসের উপক্ষার (স্রাবের উপর প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী, চক্ষুগ্রন্থির স্রাব, লালাস্রাব, যকৃতগ্রন্থির স্রাব প্রভৃতি বাড়িয়ে থাকে কিন্তু মূত্রগ্রন্থির স্রাব কমিয়ে থাকে; সকল স্রাব গ্রন্থির প্রান্তীয় স্নায়ুকোষের উপর কাজ করে থাকে এবং এই কারণে প্রচুর লালাস্রাব, চক্ষুস্রাব ও প্রচুর ঘাম হয়ে থাকে। অ্যাট্রোপিন, মাসক্যারিনের ঠিক বিপরীত) অ্যামনিটা ভার্নাস্ বসন্তকালীর ছত্রাক - এক জাতীয় এগার উপক্ষার - একে ডেথ কাপ বলা হয় - যার কার্যকরী উপক্ষার হল ফ্যালিন, যা মাসক্যারিনের ন্যায় কার্যকরী। অ্যামানিটা ফ্যালয়েড্স্ (ডেথ কাপ — ডেড্লি এগারিক), র‍্যাটল সাপের বিষের ন্যায় বিষাক্ত এবং এই জাতীয় বিষ কলেরা ও ডিফ্থিরিয়া রোগ জীবানু ছেড়ে থাকে। এটি রক্তের লোহিত কণিকার উপর কাজ করে এবং এরূপ ভাবে লোহিত কণিকাগুলিকে গলিয়ে ফেলে; যার ফলে তা পোষ্টিকনলী দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং এই সমগ্র শরীরের রক্ত নিষ্কাশিত হয়। এই বিষক্রিয়া বস্তুর পরিমান খুবই সামান্য, যদি কারুর হাতে লাগে, অথবা এইগুলির ছিদ্র থেকে যদি কেউ শ্বাস টানে তাহলেও কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই বিষটি খুবই ধীরে ধীরে কাজ করে। এমনকি বিষয়টি গ্রহন করার ১২-২০ ঘন্টা পরেও রোগী সম্পূর্ণ সুস্থতা অনুভব করে, কিন্তু হঠাৎ করে মাথা ঘোরা, কলেরার মত মারাত্মক রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় তৎসহ খুব দ্রুত শারীরিক শক্তির অবক্ষয় হতে থাকে এবং দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে রোগী মারা যায়, মৃত্যুর পূর্বে আচ্ছন্ন ভাব ও আক্ষেপ দেখা দেয়। মেদ জমা হবার ফলে যকৃৎ, হৃদপিণ্ড এবং বৃক্ক দুটির পরিবর্তন দেখা দেয়, ফুসফুস, প্লুরা ও চামড়া থেকে রক্তস্রাব (ডাঃ জে. সিয়ার) বমি ও উদরাময়। সর্বদা মল ত্যাগের ইচ্ছা। কিন্তু পাকস্থলী কেন্দ্রীক, উদর কেন্দ্রীক অথবা মলদ্বার কেন্দ্রীক **কোন প্রকার ব্যথা-বেদনা থাকে না।** ঠাণ্ডা জলপানের তীব্র পিপাসা, চর্মশুষ্ক। অলস কিন্তু মানসিকভাবে উজ্জীবিত। **তীব্র পরিবর্তন,** দ্রুত থেকে ধীরে এবং ধীরে থেকে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, স্পষ্ট পতনাবস্থা, প্রস্রাব কমে যায়, কিন্তু **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতল হয় না বা খিল্ধরা থাকে না।** এগারিক এমিট (প্রচণ্ড মাথা ঘোরা; সকল লক্ষণ **ঠাণ্ডা জলে কম পড়ে; বরফের মত ঠাণ্ডা জল পানের তীব্র ইচ্ছা;** পাকাশয় প্রদাহ তৎসহ ঠাণ্ডা ঘাম, বমি, মনে হয় পাকস্থলী দড়ির দ্বারা ঝুলানো রয়েছে।) **ট্যামাস** (শীতস্ফোটক ও ছুলি) **সিমিসিফ্ ; ক্যানাবিস ইন্ড ; হায়ো ; ট্যারান্টুলা।** দোষঘ্ন ; **এবাসিন্থ; কফিয়া, ক্যাম্ফর।**

মাত্রা — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি এবং ২০০ শক্তি। চর্মরোগে এবং মস্তিষ্কের ক্লান্তিতে নিম্ন শক্তি প্রয়োগ করা হবে।

এগেভ আমেরিকানা

AGAVE AMERICANA — **সেঞ্চুরী প্ল্যান্ট**

মুখের ক্ষত, গনোরিয়া রোগে যন্ত্রণাদায়ক ভাবে লিঙ্গোদ্রেক এবং কষ্টকর প্রস্রাব, এই ঔষধটির নির্দেশিত লক্ষণ। জলাতঙ্ক। স্কার্ভি; মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে, মাঢ়ী স্ফীতি এবং মাঢ়ী থেকে রক্তস্রাব, পা দুটি বেগুনি বর্ণের ফুস্কুরী ঢেকে থাকে, ফুস্কুরী গুলি ফোলা ফোলা, বেদনা যুক্ত ও শক্ত। খিদে **খুবই কম,** কোষ্ঠকাঠিণ্য।

সম্বন্ধ — তুলনীয় : এনহ্যালোনিয়াম; লাইসিন; ল্যাকেসিস।

মাত্রা — টিংচার বা অরিষ্ট।

এগনাস ক্যাসটাস

AGNUS CASTUS দি চেষ্ট ট্রী

এগনাস শরীরের মধ্যে সর্বাধিক কার্যকরী হয়ে থাকে যৌন যন্ত্রের উপর এটি যৌন ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং তৎসহ মানসিক হতাশা ভাব তৈরী করে এবং স্নায়বিক দুর্বলতার সৃষ্টি করে থাকে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের যৌন যন্ত্রে সম্বন্ধীয় লক্ষণের উপর ইহার বিশিষ্ট প্রভাব দেখা যায় কিন্তু পুরুষের উপর এই প্রভাব অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যৌন ক্ষমতার অপব্যবহারে, বয়েসের পূর্বেই বৃদ্ধের মত দেখায়। বারে বারে গনোরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। টান ধরা বা মোচরিয়ে যাওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য ঔষধ। সর্বাঙ্গে এক প্রকার যন্ত্রণাদায়ক চুলকানি, বিশেষতঃ চোখের ভিতর। স্নায়বিক রোগগ্রস্ত যুবকের ধূমপানের পর হৃদপিণ্ডের দ্রুত ক্রিয়া।

মন — যৌন রোগের জন্য বিষন্নতা মৃত্যু ভয়। দুঃখভাব, তৎসহ খুব তাড়াতাড়ি মৃত্যু হবে এরূপ অনুভূতি। আনমনা, সব কিছু ভুলে যায়, উৎসাহহীনতা। ঘ্রান সম্বন্ধীয় ভ্রান্তি, হেরিং মাছ বা কস্তুরীর গন্ধ পায়। স্নায়বিক অবসন্নতা এবং মানসিক আশঙ্কা।

চোখ — চোখের তারার স্ফীতি। (বেল) চোখের চারিপাশে চুলকানি;আলোকাতঙ্ক।

নাক — নাকে হেরিং মাছ বা কস্তুরীর গন্ধ পায়। নাকের পিছনের অংশে বেদনা, চাপে উপশম।

উদর — প্লীহা স্ফীত, ক্ষতের মত বেদনাযুক্ত। মল নরম, ভিতরে ঢুকে যায়, কষ্টকর মলত্যাগ। মলদ্বারে গভীর ফাটল। বমি-বমি ভাব তৎসহ মনে হয় অন্ত্র নীচের দিকে ঠেলে বেরিয়ে যাবে; অন্ত্রগুলি হাত ঠেলে রাখতে চায়।

পুরুষের রোগ — প্রস্রাব নলী দিয়ে হলুদ রঙের স্রাব। লিঙ্গোদ্রেক হয় না। ধ্বজভঙ্গ। লিঙ্গ শীতল ও শিথিল। কামইচ্ছা চলে যায়। (সেলেন;কোন;সাবাল।) সামান্য বীর্যপাত, কিন্তু আনন্দের সঙ্গে বীর্যপাত হয় না। চাপ দিলে বা কোঁথ দিলে প্রস্টেট গ্রন্থি থেকে স্রাব নির্গত হয়। গনোরিয়া রোগের মত স্রাব। অন্ড দুটি ঠাণ্ডা, স্ফীত, শক্ত ও বেদনাকর।

স্ত্রী-রোগ — ধাতুস্রাব স্বল্প। যৌন সঙ্গমে বিতৃষ্ণা, যৌনাঙ্গের শিথিলতা, তৎসহ সাদাস্রাব। প্রসবান্তে দুধের অভাব; তৎসহ বিষন্নতা। বন্ধ্যাত্ব। প্রদর স্রাবে কাপড়ে হলুদ দাগ লাগে স্রাব স্বচ্ছ। হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্তের ন্যায় হৃদকম্প তৎসহ নাক দিয়ে রক্তস্রাব।

সম্বন্ধ — তুলনীয় : সেলিনিয়াম; ফসফোরিক অ্যাসিড; ক্যাম্ফর; লাইকোপোডিয়াম।

মাত্রা — ১ম থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

অ্যাগ্রাফিস নিউট্যান্স

AGRAPHIS NUTANS **ব্লু বেল**

সর্বাঙ্গের শিথিল ভাব ও ঠাণ্ডা বাতাস লাগলেই সর্দি। সর্দিজ অবস্থা;নাক বন্ধ হওয়া। নাসিকা-গলবিলীয় কোষের স্ফীতি, বাক্‌রুদ্ধতা। ঠাণ্ডা লাগার ফলে শ্লেষ্মা যুক্ত উদরাময়। ঠাণ্ডা বাতাস লাগার ফলে শীত-শীত ভাব। গলা ও কানের উপসর্গ, তৎসহ শ্লেষ্মা ঝিল্লী থেকে সহজেই স্রাব নির্গত হয়ে থাকে। টনসিলের বিবৃদ্ধি। শৈশবকালে বধিরতার সঙ্গে সম্পর্কহীন এরূপ বোবা অবস্থা।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ **হাইড্রাষ্ট**, সিপা; ক্যালফস; সালফ; আয়োড; ক্যাল-আয়োড।

শক্তি — ৩য় শক্তি। টিংচারের ১ ফোঁটায় মাত্রা (ডাঃ কুপার)।

এল্যান্‌থাস্ গ্ল্যান্ডিউলোসা

ALANTHUS GANDULOSA **চাইনীজ সুম্যাক**

এই ঔষধটির বিশেষ প্রকার চর্মলক্ষণ থেকে দেখা যায় যে, এটি রক্তের বিকার ঘটিয়ে থাকে, রক্তে এরূপ বিকার থেকে নানা প্রকার উপসর্গ তৈরী হয়ে থাকে যা আমরা দেখতে পাই সামান্য জ্বর সহ উদ্ভেদ যুক্ত রোগ, ডিফ্‌থিরিয়া, **ফলিকিউলার টনসিলাইটিস**, স্ট্রেপ্টোকক্কাস দ্বারা সংক্রমণ, রক্তস্রাব প্রবণতা যুক্ত ধাতু, প্রভৃতির মাধ্যমে। **চামড়া কালচে বর্ণের বা বেগুন বর্ণের হয়**; মুখমণ্ডল মেহগিনি কাঠের ন্যায় কালো, উত্তপ্ত; দন্তমল; গলা ফুলে থাকে, বেগুনিবর্ণযুক্ত, কালচেবর্ণযুক্ত, অর্ধচেতন ভাব, প্রলাপ বকে, নাড়ী দুর্বল, সার্বিক জড়তা ও অবসন্ন ভাব। লক্ষণগুলি অনেকটা ম্যালিগন্যান্ট স্কালোটিনার মত। উদরাময়, আমাশা ও **প্রচণ্ড দুর্বলতা** বিশেষ ভাবে বর্তমান থাকে। ঔষধটিতে সকল অবস্থায় জীবনীশক্তির পতনাবস্থা বিশেষভাবে বর্তমান থাকে। কালচে বর্ণ অচৈতন্যভাব ও রোগ শক্তি ধ্বংসাত্মক প্রবণতাযুক্ত। শ্লেষ্মাঝিল্লী রক্তস্রাব প্রবণ ও ক্ষতপ্রবণ (ল্যাকে, আর্স)।

মাথা — অচৈতন্য ভাব তৎসহ দীর্ঘশ্বাস ফেলা। মন বিশৃঙ্খল, মানসিক অবসন্নতা। **মাথায় যন্ত্রণা, সম্মুখ অংশে**, তৎসহ ঝিমুনিভাব। অপ্রচল রক্তসঞ্চয় জনিত কারণে মাথার যন্ত্রণা। **চোখে জলভর্তি, চক্ষু স্ফীতি**, আলোকাতঙ্ক। মুখমণ্ডল ঈষৎ কালচে বর্ণের। নাক থেকে পাতলা, **প্রচুর পরিমানে, হাজাকর** রক্ত স্রাব হয়ে থাকে।

গলা — প্রদাহিত, শোথযুক্ত, ঈষৎ কালচে লাল বর্ণযুক্ত গলার ভিতর ও বাইরের **অংশের প্রচণ্ড ফোলা ভাব**। শুষ্ক, খস্‌খসে, ছাল উঠার মত, গলা বন্ধ হয়ে আসার ন্যায় অনুভূতি। ঘাড়ের স্ফীতি ও হাত দিলে ব্যথা পায়। গলার স্বর ভাঙা ও ঘড়ঘড়ে। জিহ্বা **শুষ্ক ও বাদামিবর্ণের। দাঁত, দন্তমলে ঢাকা থাকে।** ঢোক গেলার সময় বেদনা, বেদনা দুটি **কান** পর্যন্ত বর্ধিত হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস — দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস। অনিয়মিত, শুষ্ক, খুকখুকে কাশি, ফুসফুসে ক্ষতের ন্যায় ব্যথা ও পরিশ্রান্ত।

ঘুম — ঝিমুনিভাব, অস্থির। বিশৃঙ্খল ও অতৃপ্তিদায়ক ঘুম।

চামড়া — ছোট ছোট অসংখ্য ফুস্কুড়ি, প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আসে। বড়ো বড়ো ফোস্কা কালচে রসে পরিপূর্ণ, অনিয়মিত ছোপ যুক্ত, কালচে বর্ণের উদ্ভেদ, চাপ দিলে অদৃশ্য হয়ে থাকে। বেডনড্‌স্‌ ডিজীজ।

সম্বন্ধ — দোষঘ্ন, রাস, নাক্স।

তুলনীয় — অ্যামোন কার্ব, ব্যাপ্টি , আর্নিকা, মিউর অ্যাসিনড, ল্যাকে, রাস।

শক্তি — ১ম থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

অ্যালট্রিস ফ্যারিনোসা

ALETRIS FARINOSA **ষ্টার গ্র্যাস**

রক্তশূন্যতা, সর্বাঙ্গের শিথিলতা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের দেহে প্রকাশিত লক্ষণ, এইগুলিই এই ঔষধের চিত্র বিশেষ। রোগী সর্বদা ক্লান্ত থাকে এবং জরায়ুর স্থানচ্যুতি, সাদাস্রাব, মলদ্বারের উপসর্গে প্রভৃতিতে কষ্ট পায়। সুস্পষ্ট রক্তাল্পতা। পাণ্ডুরোগগ্রস্ত বালিকা এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক।

মন — ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা। মানসিক ভ্রান্তি। কিছুতেই মনসংযোগ করতে পারে না। মূর্চ্ছাভাব, তৎসহ মাথাঘোরা।

মুখগহ্বর — প্রচুর ফ্যানাযুক্ত লালাস্রাব।

পাকস্থলী — খাদ্যে বিতৃষ্ণা, সামান্য খাবার খেলে কষ্ট দেখা দেয়। মূর্চ্ছাভাব দেখা দেয়, তৎসহ মাথাঘোরা। গর্ভাবস্থায় বমি। স্নায়বিক অগ্নিমান্দ্য। পেটে গ্যাস জমা হবার ফলে শূল বেদনা।

সরলান্ত্র — মলদ্বার, মলে পরিপূর্ণ - আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থা। মল বৃহৎ, শক্ত, কষ্টকর, পায়খানা করার সময় বেদনা।

স্ত্রী-রোগ — **নির্দিষ্ট সময়ের আগে ও প্রচুর ঋতুস্রাব, তৎসহ প্রসব বেদনার মত ব্যথা (বেল, ক্যামো, ক্যালি কার্ব, প্ল্যাট)।** বাধাপ্রাপ্ত ও অল্প পরিমানে স্রাব (সেনোসিয়ো)। জরায়ুতে ভারবোধ। জরায়ুর স্থানচ্যুতি সহ ডানদিকে কুঁচকি স্থানে বেদনা। সাদাস্রাব মূলতঃ দুর্বলতা ও রক্তাল্পতার জন্য হয়। গর্ভপাত প্রবণতা যুক্ত। গর্ভাবস্থায় পেশীর বেদনা।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ **হেলোনিয়াম, হাইড্র্যাস্‌টিস্‌, ট্যানাস্টে, চায়না।**

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

আল্‌ফালফা

ALFALFA

মেডিক্যাগো স্যাটাইভা,
ক্যালিফোর্নিয়াক্লোভার অথবা লিউসেরিন

সিম্‌প্যাথিটিক স্নায়ুর উপর কাজের ফলে, আল্‌ফালফা স্পষ্টভাবে শরীরের পুষ্টির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে, প্রমান স্বরূপ, খিদে বেড়ে যায় ও হজমশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যে সকল উপসর্গ অপুষ্টি থেকে উৎপন্ন হয় সেইগুলি এই ঔষধের দ্বারা আরোগ্য হয়ে থাকে, যেমন, স্নায়বিক দুর্বলতা, স্নায়বিক প্রবণতা, অনিদ্রা, স্নায়বিক বদহজম প্রভৃতি। মেদবৃদ্ধি কারক হিসাবে কাজ করে। তন্তুর ক্ষয় রোধ করে। স্তনে দুধের স্বল্পতা। স্তন্যদায়ী মায়ের দুধের পরিমান ও গুনগত উৎকর্ষতা বাড়িয়ে থাকে। প্রস্রাব সংক্রান্ত রোগের উপর এর বিশেষ কাজ থেকে দেখা যায় যে, ডায়াবিটিস ইনসিপিডাস্‌ ও প্রস্রাবে ফসফেটের উপস্থিতিযুক্ত রোগে ভালো কাজ করে, এবং এটা দাবী করা হয় যে, প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধির জন্য মূত্রথলি সংক্রান্ত উত্তেজনা কমিয়ে থাকে। বাতধাতুগ্রস্ত রোগে বিশেষভাবে কাজ করে থাকে।

মন — এটি মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে থাকে ফলে, সর্বাঙ্গীন সুস্থতা অনুভূত হয়, স্বচ্ছ ও প্রফুল্লভাব, ফলে সর্বপ্রকার বিষন্নতা দূর হয়। অবসাদগ্রস্ত, ঝিমুনিভাব ও নিস্তেজ (জেলস্‌), দুঃখ ভাব, খিটখিটে, অন্ধতায় বৃদ্ধি।

মাথা — মাথার পিছনদিকে অস্বস্তি, ভারবোধ, চোখের ভিতর ও চোখের উপরে, সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি। মাথার বামদিকে যন্ত্রণা। তীব্র মাথার যন্ত্রণা।

কান — রাত্রিকালে কর্ণনলী বুঁজে রয়েছে, এইরূপ অনুভূতি (কেনি মিউর), সকালের দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

পাকস্থলী — পিপাসার বৃদ্ধি, ক্ষুধা কমে যায়, কিন্তু কখন কখন ক্ষুধার প্রচণ্ড বৃদ্ধি। রোগী সর্বদা কিছু খায়, এর ফলে সে নির্দিষ্ট আহারের জন্য অপেক্ষা করতে পারে না, বিকেলের দিকে ক্ষুধার্ত (সাল)। একটু একটু করে খাবার খোঁটে এবং মিষ্টদ্রব্য খাবার অদম্য ইচ্ছা।

উদর — বায়ুস্ফীতি। খাবার কয়েক ঘন্টা পরে পেটে বায়ু জমা হবার ফলে বৃহদন্ত্রে স্থান পরিবর্তনকারী যন্ত্রণা। বারে বারে, পাতলা, হলুদ বর্ণের, যন্ত্রনাদায়ক মল তৎসহ জ্বালাকর পেট ফাঁপা। ক্রনিক অ্যাপেনডিসাইটিস্‌।

প্রস্রাব — কিডনী দুটি নিষ্ক্রিয়, বারে বারে প্রস্রাবের বেগ। প্রচুর প্রস্রাব **(ফস্‌ অ্যাসিড)** । প্রস্রাবে ইউরিয়ার, ইন্ডিক্যান ও ফসফেটের বৃদ্ধি।

ঘুম — সাধারণ অবস্থা থেকে ভাল ঘুম হয়, বিশেষতঃ সকালের দিকে, এই ঔষধ স্থির, বিশ্রামদায়ক ও আনন্দদায়ক ঘুম তৈরী করে থাকে।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ অ্যাভেনা স্যাট, ডিপোডিয়াম পান্কট্, জেলস, হাইড্রা, কেলিফস, ফস অ্যাসিড, জিঙ্ক।

শক্তি — সব থেকে ভাল ফল অরিষ্ট তে পাওয়া যায়, ৫-১০ ফোঁটা অরিষ্ট, দিনের মধ্যে কয়েক বার। যে পর্যন্ত না এই ঔষধের শক্তিশালী কাজ প্রকাশ না পায়, সেই পর্যন্ত ঔষধ চলবে।

এলিয়াম সেপা

ALLIUM CEPA **রেড ওনিয়ন**

একটি সর্দ্দিজ অবস্থার ছবি তৎসহ হাজাকর নাসিকা স্রাব ও স্বরনলীর লক্ষন, চোখ থেকে যে জল পড়ে তা হাজাকর নয়, গায়কের সর্দ্দি, **গরম ঘরে বৃদ্ধি** এবং সন্ধ্যার দিকে, মুক্ত বাতাসে উপশম, এইগুলি ঔষধটির চিত্র। বিশেষভাবে কাজ করে, **ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় সর্দ্দি**। স্নায়বিক শূলবেদনা, সরু সূতার ন্যায় বেদনা, অঙ্গচ্ছেদ অথবা স্নায়ু আঘাতের পর। আঘাতজনিত, পুরাতন স্নায়ুশূল। নাক, মুখগহ্বর, গলা, প্রস্রাব থলি ও চামড়াতে জ্বালা। শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রখর তাপ প্রবাহের ন্যায় অনুভূতি।

মাথা — সর্দ্দিজ মাথার যন্ত্রণা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কপালে বেদনা, **গরম ঘরে বৃদ্ধি**, সন্ধ্যার দিকে। মুখমণ্ডলে বেদনা। ঋতুস্রাবের সময় মাথার যন্ত্রণা থেমে যায়, স্রাব বন্ধ হবার পর পুনরায় ফিরে আসে।

চোখ — লাল। তীব্র জ্বালা ও যন্ত্রনা সহ জল পড়ে। **আলো সহ্য হয় না**। চোখ বুঁজে যায় এবং জলে পূর্ণ, প্রচুর, **অনুত্তেজক, অশ্রুস্রাব**, মুক্ত বাতাসে উপশম। চোখের পাতায় জ্বালা।

কান — কানের যন্ত্রণা, যন্ত্রণা তীরবেগে কর্ণনালীর ভিতর দিয়ে যায়।

নাক — হাঁচি, বিশেষতঃ গরম ঘরে প্রবেশ করলে। **প্রচুর, জলের মত ও তীব্র হাজাকর স্রাব**। নাকের মূল দেশে একটি পিণ্ডের ন্যায় অনুভূতি। হে-ফিভার (**স্যাব্যাড, সাইলে, সোরি**)। বহমান সর্দ্দি তৎসহ মাথার যন্ত্রণা, কাশি ও স্বরভঙ্গ। নাকের অর্বুদ বা পলিশ।

পাকস্থলী — প্রচণ্ড ক্ষুধা। পাইলোরিক স্থানে বেদনা। পিপাসা, ঢেকুর। বমি বমি ভাব।

উদর — পেটের ভিতর গুড়গুড়, দূর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ। লেফ্ট্ হাইপোগ্যাসট্রিয়াম স্থানে বেদনা। বসে থাকলে ও চলাফেরা করার সময় পেটে মূল বেদনা।

সরলান্ত্র — উদরাময় তৎসহ তীব্র দূর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ। মলদ্বারে সূঁচ ফোটানোর ন্যায় অনুভূতি। মলদ্বারে চুলকানি। সরলান্ত্রে কিছু জ্বলার ন্যায় উত্তাপ।

প্রস্রাব — মূত্রথলির ও মূত্রনলীর দুর্বলতা। প্রচুর প্রস্রাব তৎসহ সর্দ্দি। প্রস্রাব লাল, তৎসহ মূত্রনলীতে চাপবোধ ও জ্বালা।

শ্বাস-প্রশ্বাস — স্বর ভঙ্গ। ঠাণ্ডা বাতাসে শ্বাস নেবার সময় খুক্‌খুকে কাশি। কণ্ঠনলীতে সুড় সুড় ভাব। মনে হয় কণ্ঠনলী যেন ছিঁড়ে গিয়েছে বা ফেটে গিয়েছে। বুকের মাঝখানে চাপ বোধ হওয়ার ফলে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আলাজিব স্থানে সংকীর্ণতা অনুভব হওয়া। যন্ত্রণা কান পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — সন্ধিগুলি খোঁড়া। পায়ের গোড়ালিতে ক্ষত। হাতের আঙ্গুলে, নখের চারিপাশে যন্ত্রণাদায়ক লক্ষণ। পায়ের স্নায়ুশূল। পা ভিজানোর কুফল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষত, বাহুতে ক্ষতের ন্যায় বেদনা ও পরিশ্রান্ত মনে হয়।

ঘুম — হাইতোলা তৎসহ ঝিমুনি ও মাথার যন্ত্রণা। স্বপ্ন দেখে। গভীর ঘুমে মুখ হাঁ করে থাকে। রাত্রি ২টার সময় জেগে উঠে।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি ঃ সন্ধ্যায়, গরম ঘরে। উপশম ঃ মুক্ত বাতাসে, ঠাণ্ডা ঘরে।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ জেল্‌স, ইউফ্রে, কেলিহাইড্রো, একোনাইট, ঈপিকাক।

অনুপূরক ঃ ফসফর, থুজা, পালস।

দোষঘ্ন — আর্নিকা, ক্যামো, ভিয়েট।

শক্তি — ৩য় শক্তি।

এলিয়াম স্যাটাইভাম

ALLIUM SATIVUM গার্লিক

এই ঔষধটি সরাসরি অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর কাজ করে এবং অন্ত্রের ভিতর ঢেউয়ের মত যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তা বাড়িয়ে থাকে। বৃহদন্ত্রের প্রদাহ বা কোলাইটিস। এই ঔষধটিতে রক্তবহানলীর প্রসারণ করার মত গুনাবলী আছে। এই ঔষধের অরিষ্ট ২০ থেকে ৪০ ফোঁটা মাত্রায় খেলে ৩০ থেকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে রক্তচাপ কমে যায় বা আর্টারিয়াল হাইপোটেন্‌সন্‌ দেখা দেয়।

মোটা লোকদের যাদের শ্লেষ্মা সংক্রান্ত রোগ ও অজীর্ন রোগ আছে তাদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। যকৃত উঁচু হয়ে থাকে। যে সকল রোগীরা জলপানের থেকে অধিক মাত্রায় খাবার খায়। বিশেষতঃ মাংস তাদের ক্ষেত্রে উপযোগী। হিপজয়েন্ট, সোয়াশ ও ঈপিয়্যাক স্থানের পেশীর যন্ত্রণা। বুকের যক্ষ্মা রোগ।

এই ঔষধ প্রয়োগে রোগীর কাশি কমে, কাশির সঙ্গে শ্লেষ্মা উঠার পরিমান কমে, শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় আসে, শারীরিক ওজন বাড়তে থাকে এবং ঘুম স্বাভাবিক ভাবে হয়। কাশির সঙ্গে রক্ত।

মাথা — ভারী, মাথার দুটি রগে দপদপ করে, সর্দ্দিজনিত বধিরতা।

মুখগহ্বর — খাবার পর ও রাত্রিতে মুখ দিয়ে প্রচুর মিষ্ট স্বাদ যুক্ত লালাস্রাব। জিহ্বাতে বা গলায় চুল জড়িয়ে থাকার ন্যায় অনুভূতি।

পাকস্থলী — পেটুকের মত খিদে। জ্বালাকর ঢেকুর দৈনিক খাদ্য তালিকায় সামান্য পরিবর্তন করা হলে কষ্ট হয়। কোষ্ঠকাঠিণ্য, তৎসহ সারাক্ষন বৃহদন্ত্রে এক প্রকার অস্বস্তিকর মৃদু বেদনা। জিহ্বা ফ্যাকাশে, প্যাপিলা লালবর্ণ।

শ্বাস-প্রশ্বাস — সর্বদা শ্বাসনলী শ্লে,মার ঘড়ঘড়ানি। সকালে শোবার ঘর থেকে বেরবার পর কাশি শুরু হয়, তৎসহ শ্লেষ্মা উঠতে থাকে, শ্লেষ্মা চটচটে ও তুলে ফেলতে কষ্ট হয়। ঠাণ্ডা বাতাসে অনুভূতি প্রবন। বায়ুনলী প্রসারিত, তৎসহ দূর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা। বুকে তীরবিদ্ধ হবার ন্যায় বেদনা।

স্ত্রী-রোগ — স্তন ফোলা ও বেদনাদায়ক। যোনি পথে, স্তনে ও যোনিকপাটে, ঋতুস্রাব চলাকালীন অবস্থায় উদ্ভেদ দেখা দেয়।

সম্বন্ধ — এলিয়াম স্যাট, টেন্টির মতানুসারে এই ঔষধটি ব্রায়োনিয়া শ্রেনীভূক্ত, যে শ্রেনীর মধ্যে লাইকোপোডিয়াম, নাক্স, কাল্যাসিষ্ট, ডিজিট্যালিস এবং ইগ্নোশিয়াও পড়ে, এই ঔষধগুলি সকল মাংসাশী জন্তুর উপর ভালো কাজ করে এবং নিরামিষ ভোজীদের উপর প্রায় কোন কাজ করেই না। এই কারণে এই গুলির বিশেষ উপযোগিতা নিরামিষ ভোজীদের থেকে মাংসাশীদের উপর বেশী দেখা যায়।

তুলনীয় — ক্যাপসিকাম, আর্সেনিক, সেনেসা, কেলিনাইট।

দোষঘ্ন — লাইকোপোডিয়াম।

শক্তি — ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি। যক্ষ্মারোগের ক্ষেত্রে, ৪ থেকে৫ গ্রাম পরিমান ঔষধ কয়েকটি মাত্রায় ভাগ করে খাওয়া হবে।

এলনার্স

ALNUS — **রেড অ্যাল্ডার**

চর্মরোগে, গ্রন্থিস্ফীতিতে ও পাচক রসের কম ক্ষরণের দোষে অজীর্ণ রোগে এই ঔষধটির সামান্য মাত্রায় খ্যাতি আছে। এটি শরীরের পুষ্টিতে সাহায্য করে এবং এই কারনে গলগণ্ড, গ্রন্থিস্ফীতি প্রভৃতি রোগে ভালো ভাবে কাজ করে। মুখগহ্বরে ও গলার শ্লেষ্মা ঝিল্লীতে ক্ষত। হাতের আঙ্গুল গুলি মামড়ি দ্বারা ঢাকা থাকে, যা দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ পূর্ণ উদ্ভেদ থেকে তৈরী হয়। পাচকরসের অসম্পূর্ণ ক্ষরনের দোষে অজীর্ন।

স্ত্রীরোগ — সাদা স্রাব, তৎসহ জরায়ু গ্রীবাতে হাজা, সহজে রক্তপাত হয়। মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ, তৎসহ কোমর থেকে পিউবিস পর্যন্ত জ্বালাকর বেদনা।

চামড়া — পুরাতন হার্পিস রোগ। নিম্নচোয়াল সম্পর্কিত গ্রন্থির স্ফীতি। একজিমা। পারপিউরা হেমারেজিকা। পয়জন ওক। বাহ্যিক ব্যবহার চলে।

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

এলো

ALOE — সকোট্রিন এলোজ

দীর্ঘকাল, অতিমাত্রায় ঔষধ ব্যবহারের ফলে যেখানে রোগের ও ঔষধের লক্ষণ মিশে গিয়ে এক প্রকার খারাপ অবস্থা তৈরী করে, সেই ক্ষেত্রে এই ঔষধটি শরীর বিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরী করতে উৎকৃষ্ট। যকৃৎ শিরায় রক্তসঞ্চয় জনিত লক্ষণ, এই ঔষধের মত অধিক লক্ষণ অপর কোন ঔষধে পাওয়া যায় না এবং এই ঔষধের মত ভালো যশ অপর কোন ঔষধে পাওয়া যায় না, কি রোগের প্রাথমিক অবস্থায় অথবা রোগের শেষ অবস্থায়। শারীরিক পরিশ্রমবিহীন জীবনযাত্রায় কুফল। রসপ্রধান ও উদ্বেগপ্রবণ রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী। সরলান্ত্র সম্পর্কিত লক্ষণগুলিই ঔষধ নির্বাচনের মূল সূত্র। পরিশ্রান্ত, বয়স্ক, শ্লেষ্মাপ্রবণ ও পুরাতন মদ্যপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী। নিজের উপর ক্রুদ্ধ ও বেদনা। শরীরের ভিতরে ও বাইরে উত্তাপ। এই ঔষধের খাঁটি রস ক্ষয়রোগের চিকিৎসায় খুব ভালো ব্যবহার করা চলে।

মাথা — পর্যায়ক্রমে মাথার যন্ত্রণা তৎসহ কোমরের বেদনা, তৎসহ অন্ত্র ও জরায়ুর উপসর্গ। মানসিক পরিশ্রমে অনিহা। কপালের উপরের অংশে যন্ত্রণা, তৎসহ চোখে ভারবোধ, চোখগুলি আংশিকভাবে বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। মলত্যাগের পর মাথায় যন্ত্রণা। মৃদু, চাপ দেওয়ার ন্যায় বেদনা, গরমে বৃদ্ধি।

চোখ — যতক্ষন কপালে যন্ত্রণা হয়, ততক্ষন রোগী বাধ্য হয় চোখ দুটি ছোট করে রাখতে। চোখের সামনে আলোর ঝলকানি দেখে। চোখ লালচে বর্ণ, তৎসহ যা দেখে তা হলুদ বলে মনে হয়। চক্ষু কোটরের গভীর যন্ত্রণা।

মুখমণ্ডল — ঠোঁট দুটি সুস্পষ্টভাবে লাল।

কান — চিবানোর সময় কানের ভিতর কটকট শব্দ। বাম কানে হঠাৎ ফট করে শব্দ হয়। ধাতু দিয়ে তৈরী কোন গোলাকার বস্তু টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেলে যে রকম টুং টাং শব্দ, ঐ একই রকম শব্দ মাথার ভিতর হয়।

নাক — নাকের অগ্রভাব শীতল। ঘুম থেকে সকালে উঠার পর নাক থেকে রক্তস্রাব। নাক মামড়ীতে পূর্ণ।

মুখগহ্বর — স্বাদ তিতো ও টক। স্বাদহীন ঢেকুর। ঠোঁট ফাটা ও শুষ্ক।

গলা — পুরো, পিণ্ডের ন্যায় আঠালো শ্লেষ্মা। গলবিলের শিরায় স্ফীতি। শুষ্ক, খসখসে অনুভূতি।

পাকস্থলী — মাংসে অনিচ্ছা। রসাল বস্তু খাবার অদম্য ইচ্ছা। খাবার পর, বায়ু জমা হয়, মলদ্বারে দপদপানি ও যৌন উত্তেজনা দেখা যায়। বমি বমি ভাব তৎসহ মাথার যন্ত্রণা। ভুল জায়গায় পা পড়ার পর পেটে যন্ত্রণা।

উদর — নাভীর চারপাশে বেদনা, চাপে বৃদ্ধি। যকৃৎ স্থানে পূর্ণতা বোধ, ডানদিকের পাঁজরার নীচে বেদনা। উদর পূর্ণ, ভারী, উত্তপ্ত ও ফোলা বলে মনে হয়। নাভীর চারপাশে দপ্‌দপ্‌ করে বেদনা। উদরাময়ের শুরুতে দুর্বলতা বোধ। প্রচুর বায়ু জমা হওয়া, বায়ু নীচের দিকে চাপ দেয়, ফলে অন্ত্রের নীচের অংশে অস্বস্তি বোধ হয়। সিমফ্যাসিস্‌ পিউবিস ও বস্তি কোটরের পেশীর মধ্যবর্ত্তী অংশ ছিপি দ্বারা বন্ধ রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি, তৎসহ মলত্যাগের বেগ। মলত্যাগের পূর্বে ও সময় শূল বেদনা। জ্বালাকর, প্রচুর বায়ু নির্গমণ।

সরলান্ত্র — সর্বদা সরলান্ত্রে কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসার ন্যায় অনুভূতি, রক্তস্রাব, ক্ষতের ন্যায় বেদনা ও উত্তাপ, ঠাণ্ডা জল লাগালে উপশম। মলদ্বার অবরোধক পেশীর দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার অনুভূতি। বায়ু নিঃসরণের সময় মলদ্বারে নিরাপত্তার অভাব বোধ হওয়া। বায়ু না মল কি নির্গমন হবে সেই বিষয়ে অনিশ্চিত। কোন রকম অনুভূতি ছাড়াই বিনা প্রচেষ্টায় মল বেরিয়ে আসে। পিণ্ডের ন্যায়, জলের মত মল। জেলির মত থলথলে মল, তৎসহ মলত্যাগের পর মলদ্বারে ক্ষতের ন্যায় বেদনা। প্রচুর শ্লেষ্মা, তৎসহ মলত্যাগের পর মলদ্বারে টাটানি। আঙুরের থোকার ন্যায় অর্শনলী বাইরে বেরিয়ে আসে, অর্শনলীতে টাটানি ও হাত দিলে প্রচণ্ড ব্যথা লাগে, ঠাণ্ডা জল প্রলেপে উপশম হয়। সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে জ্বালাকর অনুভূতি। কোষ্ঠকাঠিণ্য, তৎসহ তলপেটে তীব্র ভারবোধ। বীয়ার পানের পর উদরাময়।

প্রস্রাব — বৃদ্ধ বয়সে অনিচ্ছায় প্রস্রাব, নীচের কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসার ন্যায় অনুভূতি ও প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। প্রস্রাব স্বল্প ও গাঢ় রঙের হয়।

স্ত্রীরোগ — মলদ্বারে কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসার ন্যায় অনুভূতি, দাঁড়িয়ে থাকলে ও মাসিক ঋতুস্রাব চলাকালীন অবস্থায় বৃদ্ধি। জরায়ুতে ভারবোধ এবং এই কারণে বেশি হাঁটতে পারে না। কোমরে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, বেদনা নীচের দিকে পা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। রজনীবৃত্তির পর রক্তস্রাব। ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বে ও প্রচুর পরিমাণে স্রাব হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস — শীতকালীন কাশি, তৎসহ চুলকাণি। কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস তৎসহ যকৃৎ স্থান থেকে বুক পর্যন্ত সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

পিঠ — পিঠের ক্ষুদ্র স্থানে বেদনা, চলাফেরায় বৃদ্ধি। সূঁচ ফোটানোর মত বেদনা স্যাক্রাম বা ত্রিকাস্থির ভিতর দিয়ে যায়। পর্যায়ক্রমে কোমরের যন্ত্রণা তৎসহ মাথার যন্ত্রণা ও অর্শ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — সর্বাঙ্গে খঞ্জবৎ অনুভূতি। সন্ধি স্থানে টেনে ধরার ন্যায় যন্ত্রণা। হাঁটার সময় পায়ের তলায় বেদনা।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, খুব সকালে, গ্রীষ্মকালে, গরমে, শুষ্ক-উত্তপ্ত আবহাওয়ায়, খাবার খা পান করার পর।

উপশম — ঠাণ্ডা, মুক্ত বাতাসে।

সম্বন্ধ — সদৃশ ঔষধ, সালফার।

তুলনীয় — **কেলি বাই, লাইকোপোডিয়াম, এলিয়াম স্যাট।**

দোষঘ্ন — **ওপিয়াম, সালফ।**

শক্তি — ৬ষ্ঠ শক্তি এবং উচ্চতর। মলদ্বারের ক্ষেত্রে, কয়েক মাত্রা ৩য় শক্তি দেবার পর অপেক্ষা করতে হয়।

অ্যাল্স্টোনিয়া স্কলারিস

ALSTONIA SCHOLARIS ডিটা বার্ক

ম্যালেরিয়া রোগসহ উদরাময়, আমাশয়, রক্তাল্পতা, দুর্বল পরিপাকশক্তি, এই হল ঔষধটি নির্বাচনের সার্বিক অবস্থা। পাকস্থলীতে শূন্যতাবোধ উদরে অবসন্নতা তৎসহ দুর্বলতা এই ঔষধের বৈশিষ্টপূর্ণ লক্ষণ। **দুর্বলকর জ্বরের পর একটি বলকারক ঔষধ বিশেষ।**

উদর — প্রচুর পাতলা জলের মত মল ও অন্ত্রে মোচড়ানি। অন্ত্রের নিম্নাংশে উত্তাপ ও অস্বস্তি। শিবিরে থাকা ব্যক্তিদের উদরাময়, রক্তযুক্ত মল, আমাশয়, ম্যালেরিয়া রোগের পর ও দূষিত জলপান করার পর উদরাময়। **যন্ত্রনাহীণ জলের মত মল।** (ফসফোরিক অ্যাসিড)। খাবার প্রায় পরে পরেই উদরাময় শুরু হয়।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ এটির কাজ অ্যাল্স্টোনিয়া কন্স্টিক্মার সদৃশ, এটি অস্ট্রেলিয়া দেশের কুইনাইন বা তিতোছাল নামে পরিচিত। **ডিটেইন্** (ঔষধটির মূল কার্যকরী বস্তু এটি, এটিও কুইনাইনের মত জ্বরে ব্যবহার হয় কিন্তু কুফল ছাড়াই)। সিঙ্কোনা (উদরাময়, পুরাতন অজীর্ণ রোগ ও দুর্বলতায় এই ঔষধ সদৃশ)। হাইড্র্যাস্টিস্।

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি। বাতের যন্ত্রণায় ও ক্ষতস্থানে বাহ্যিক প্রয়োগ চলে।

এলুমেন
(কমন পটাশ এলাম)

রোগী চিকিৎসাকালে এই ঔষধের অন্ত্রের লক্ষণগুলিই ঔষধ নির্বাচনের পথপ্রদর্শক। তীব্র কোষ্ঠকাঠিণ্য অথবা সান্নিপাতিক জ্বর বা টাইফয়েড রোগে, অন্ত্র থেকে রক্তক্ষরণ, দুটি ক্ষেত্রেই এই ঔষধের লক্ষণ পাওয়া যায় — এই অবস্থা দুটিতে শরীরের বিভিন্ন অংশের পেশীতে **পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্বলতাও প্রকাশ পায়।** শরীরের বিভিন্ন অংশের তন্তু **কঠিনতা প্রাপ্ত হওয়া এই ঔষধের একটি বৈশিষ্ট,** যদিও তন্তুর গঠনেও এই ঔষধ সাহায্য করে থাকে। জিহ্বা, সরলান্ত্র ও জরায়ু প্রভৃতি তন্তুর কাঠিণ্য, ক্ষতস্থানের নিচের অংশ শক্ত। বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে, বিশেষতঃ যারা সর্দিজনিত রোগ কষ্ট পায়। **শুষ্কতা ও সঙ্কোচনের অনুভূতি।** মানসিক শক্তির আংশিক পক্ষাঘাত, ঢোক গিলতে কষ্ট বিশেষতঃ তরল **বস্তু।** জিহ্বার কাঠিণ্য, অর্বুদ।

মাথা — জ্বালাকর যন্ত্রণা, রোগীর মনে হয় মাথার উপর ভার চাপানো রয়েছে। হাত দিয়ে চাপ দিলে উপশম। মাথাঘোরা, তৎসহ পাকস্থলীর দুর্বলতা। মাথার চুল উঠে যাওয়া।

গলা — গলার শিথিলতা। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী লালচে ও স্ফীত। কাশি। গলার ভিতর সুড় সুড় করে। গলায় ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা যুক্ত। টনসিলের বিবৃদ্ধি ও কাঠিন্য। অন্ননলীর ভিতর দিয়ে নীচের দিকে জ্বালাকর যন্ত্রণা। গলার স্বর সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। ঠাণ্ডা লাগলেই গলা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অন্ননলীর সংকীর্ণতা।

হৃদপিণ্ড — হৃদ্‌কম্প, ডানদিক চেপে শুলেই।

সরলান্ত্র — মারাত্মক ধরনের কোষ্ঠকাঠিন্য। অনেকদিন ধরে মলত্যাগের কোন বেগ থাকে না মলত্যাগের প্রবল বেগ, কিন্তু নিষ্ফল বেগ। মল বার করার কোন ক্ষমতা থাকে না। গুলির মত টুকরো টুকরো মল বার হয়, তবুও মলদ্বার পুর্ণ আছে বলে মনে হয়। মলত্যাগের পর চুলকানি। মলদ্বারে চুলকানি। দীর্ঘস্থায়ী বেদনা এবং মলত্যাগের পর মলদ্বারে খোঁচা মারার ন্যায় অনুভূতি, অর্শ। হলুদ বর্ণ, শিশুদের মলের ন্যায়। অন্ত্র থেকে রক্তক্ষরণ।

স্ত্রীরোগ — জরায়ু গ্রীবা ও স্তন্য গ্রন্থি কঠিন হওয়ার প্রবণতা যুক্ত (কার্বো এন্, কোন্)। যোনি পথে পুরাতন হলুদ বর্ণের স্রাব নির্গত হয়। পুরাতন গনোরিয়া রোগে হলুদ বর্ণের স্রাব, তৎসহ মূত্রনলীতে ছোট ছোট পিণ্ডের সৃষ্টি হওয়া। যোনি নলী ক্ষতের ন্যায় দাগ (কনো)। ধাতুস্রাব জলের মত।

শ্বাস-প্রশ্বাস — থুথুর সঙ্গে রক্ত, বুকের প্রচণ্ড দুর্বলতা, সর্দ্দি তুলে ফেলতে কষ্ট হয়। সকালে, বৃদ্ধদের প্রচুর পরিমানে দড়ির শ্লেষ্মা উঠে। হাঁপানি।

চামড়া — ক্ষত, ক্ষতস্থানের নীচের অংশ শক্ত। গ্রন্থির কাঠিণ্য, এপিথিলিয়োমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধের কথা চিন্তা করা যায়, শিরাস্ফীতি ও রক্তস্রাব প্রবণ। দীর্ঘদিনের প্রদাহের উত্তেজনার ফলে কঠিণতা প্রাপ্তি। গ্রন্থির প্রদাহ ও শক্ত হওয়া। মাথার চুল উঠে যায়, অণ্ডকোষের উপর ও লিঙ্গের পিছন দিকে একজিমা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — শরীরের সকল পেশীর দুর্বলতা বিশেষতঃ বাহু ও পায়ের। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চারপাশে সংকীর্ণতা অনুভব।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা কেবলমাত্র মাথার যন্ত্রণা ব্যতীত, যা ঠাণ্ডায় উপশম হয়।

শক্তি — ১ম থেকে ৩০ শক্তি। খুব বেশী উচ্চ শক্তির ঔষধ ও কার্যকরী হয়েছে। বলা হয় যে, ১০ গ্রেণ মত ফট্‌কিরির গুঁড়ো জিহ্বার উপর রাখলে হাঁপানির টান কমে যায়।

এলুমিনা

ALUMEN **অক্সাইড অফ এলুমিনিয়াম - আরগিল্লা**

এই ঔষধটির লক্ষণগুলির মধ্যে যে, সার্বিক সাধারণ অবস্থা দেখা যায় তা হল, চামড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শুষ্কতা এবং পেশীর আংশিক পক্ষাঘাত প্রবণতা যুক্ত হওয়া। বৃদ্ধ

ব্যক্তি, তৎসহ শারীরিক উত্তাপের অভাব, অথবা অকাল বার্ধক্য তৎসহ দুর্বলতা। ধীরগতির কাজকর্ম, ভারবোধ, অসাড়তা এবং টলমল করে হাঁটা এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কোষ্ঠকাঠিণ্য, প্রভৃতির জন্য এলুমিনা একটি উল্লেখযোগ্য ঔষধ। মাথায় ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতাযুক্ত, কৃশ, শুষ্ক ও পাতলা ব্যক্তি। রোগা ও দুর্বল শিশু যারা কৃত্রিম শিশু খাদ্য খেয়ে বড়ো হয়।

মন — বিষন্ন, বিচারক্ষমতা হারিয়ে ফেলার ভয়। নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ভয়। **সব কিছু দ্রুত করতে চায়।** সময় ধীরে চলে। **পরিবর্তনশীল মনোভাব।** দিন যত এগিয়ে চলে, রোগীর মন তত ভালো হতে থাকে। রক্ত বা ছুরি দেখলে মনে আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগে।

মাথা — মাথার ভিতর সূঁচ ফোটানোর ন্যায়, জ্বালাকর যন্ত্রণা, তৎসহ মাথাঘোরা সকালের দিকে বৃদ্ধি, কিন্তু খাবার খাওয়ার পর কমে। কপালে ভারবোধ, যেন মনে হয় মাথায় শক্ত টুপি বসানো আছে। চোখ খুলে ছাড়া এক পাও এগোতে পারে না। দপ্দপ্ কর মাথার যন্ত্রণা, তৎসহ কোষ্ঠ কাঠিণ্য। মাথাঘোরা, তৎসহ বমি-বমিভাব, সকালে প্রাতঃরাশের পর কম পড়ে। মাথার খুলির চামড়া চুলকায় ও অবশ।

চোখ — দৃষ্ট বস্তু হলুদ বর্ণের মনে হয়। চোখ ঠাণ্ডা বলে মনে হয়। চোখের পাতা শুষ্ক, জ্বালা করে, খোঁচা মারার ন্যায় বেদনা, পুরু হয়ে যায়, সকালের দিকে বৃদ্ধি, পুরাতন চক্ষু প্রদাহ। চোখের পাতা পড়ে থাকে। ট্যারা দৃষ্টি।

কান — কানের ভিতর ভোঁ-ভোঁ শব্দ, গর্জন করে। মনে হয় কর্ণনলী বন্ধ হয়ে আসে।

নাক — নাকের গোড়ায় বেদনা। ঘ্রানশক্তি কমে যাওয়া। পাতলা সর্দ্দি। নাকের অগ্রভাগ ফাটা, নাসারন্ধ্রে ব্যথা, লালবর্ণ, স্পর্শে বৃদ্ধি। মামড়ি, তৎসহ গাঢ়, হলুদ সর্দ্দি। নাকের ভিতর দূর্গন্ধ যুক্ত পচা ঘা। ঝিল্লী প্রসারিত ও স্পঞ্জের মত।

মুখমণ্ডল — মনে হয় মুখের উপর ডিমের সাদা অংশের মত কোন বস্তু শুকিয়ে আছে। রক্ত স্ফোটক ও ফুসকুড়ি। নিম্নচোয়ালের কম্পন। খাবার পর মুখমণ্ডলে রক্তসঞ্চয়।

মুখগহ্বর — ক্ষতের ন্যায় বেদনা। এ থেকে দূর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে। দাঁত দন্তমলে ঢাকা থাকে। মাড়ীতে টাটানি ব্যথা, মাড়ী থেকে রক্তস্রাব। মুখ খোলার ও চিবানোর সময় চোয়ালের সন্ধিতে টান ধরার মত বেদনা।

গলা — শুষ্ক, ক্ষতবৎ, খাদ্যবস্তু কিছুতেই প্রবেশ করতে পারে না, অন্ননলী সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। মনে হয় গলার ভিতর খেঁজ বা ছিপি জাতীয় কোন বস্তু আটকিয়ে আছে। গলার ভিতর অস্বস্তি ও শিথিলতা। গলার ভিতর সুষ্ক ও চকচক করে। রোগা লোকদের বক্তৃতা দেওয়ার পর গলক্ষত। নাসারন্ধ্রের পিছনের অংশ দিয়ে গাঢ়, চটচটে সর্দ্দি ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে। সর্বদা গলার ভিতর অবাঞ্ছিত ও শিথিলতা। গলার ভিতর **শুষ্ক** ও চকচক করে। রোগা লোকেদের বক্তৃতা দেওয়ার পর গলক্ষত। নাসারন্ধ্রের পিছনের অংশ দিয়ে গাঢ়, চটচটে সর্দ্দি ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে। সর্বদা গলা পরিষ্কার করতে হয়।

পাকস্থলী — অস্বাভাবিক বস্তু খাবার ইচ্ছা যেমন, খড়ি, কাঠকয়লা, শুষ্ক খাদ্য বস্তু, চায়ের পাতার গুঁড়ো। বুকজ্বালা, সঙ্কোচন অনুভূতি। মাংসে অনিচ্ছা। (গ্র্যাফ, আর্নিকা, পালস্) আলু সহ্য হয়না। খাবার কোন ইচ্ছা থাকে না। এক বারে ছোট ছোট গ্রাস গিলতে পারে। অন্ননলীর সঙ্কোচন।

মল — **শক্ত**, শুষ্ক, গুটলে, **মলত্যাগের কোন ইচ্ছা থাকে না**। সরলান্ত্র ক্ষতবৎ, শুষ্ক. প্রদাহিত, রক্তস্রাব প্রবল। গুহ্যদ্বারে চুলকানি ও জ্বালা। **এমনকি পাতলা মল ও খুব কষ্টের সঙ্গে বেরিয়ে থাকে। প্রচণ্ড কোঁথ দিতে হয়।** শিশুদের কোষ্ঠকাঠিণ্য (কলিন্স, সোরি, প্যারাফ) ও বৃদ্ধদের নিষ্ক্রিয় সরলান্ত্র এবং বসে বসে কাজ করার প্রবণতা যুক্ত স্ত্রীলোক। প্রস্রাবের সময় উদরাময়। **মলত্যাগের বহু আগে বেদনাদায়ক বেগের পর মল নির্গত হয় এবং এরপর মলত্যাগের সময় কোঁথ।**

প্রস্রাব — প্রস্রাব থলির পেশীর আংশিক পক্ষাঘাত, **প্রস্রাব করার জন্য কোঁথ দেবার পর মলত্যাগ**। বৃক্কস্থানে বেদনা, বারে বারে প্রস্রাব করার ইচ্ছা। প্রস্রাব শুরু করার সময় কষ্ট।

পুরুষের রোগ — **প্রবল কামইচ্ছা**। মলত্যাগের সময় কোঁথ দিলে বীর্যপাত। প্রষ্টেট গ্রন্থি থেকে স্রাব।

স্ত্রীরোগ — মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বে ক্ষনস্থায়ী, **পরিমানে অল্প ফ্যাকাশে, ঋতুস্রাবের পর প্রচণ্ড ক্লান্তি। (কার্ব এন. ককিউল)। সাদাস্র্যাব হাজাকর, পরিমানে প্রচুর, স্বচ্ছ, দড়ির ন্যায়**, ততসহ জ্বালা, দিনের বেলা ও মাসিক ঋতুস্রাবের পর বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা জলে ধুলে কম পড়ে।

শ্বাস-প্রশ্বাস — সকালে ঘুম থেকে উঠার পরেই কাশি। স্বরভঙ্গ, স্বরলোপ, স্বরনলীর ভিতর সুড় সুড় করে, সাঁইসাঁই, ঘড়ঘড় শব্দ যুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস। সকালে গান করলে বা কথা বললে কাশি। বুকে সংকোচন অনুভব। আচার চাটনি-কাসুন্দি প্রভৃতি জাতীয় বস্তু খেলে কাশি। বুকের ক্ষততা বোধ কথা বললে বাড়ে।

পিঠ — সূঁচ ফোটানোর ন্যায় অনুভূতি। লোহার গরম ইস্ত্রি ঠেকানোর ন্যায় **তীব্র** বেদনা। যন্ত্রনা মেরুদণ্ড বরাবর হয় তৎসহ পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্বলতা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — বাহু এবং হাতের আঙ্গুলগুলি গরম, মনে হয় যেন গরম লোহা ঢুকছে। বাহুগুলি পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলে মনে হয়। পাগুলি নিস্তেজ বলে মনে হয়, **বিশেষতঃ যখন রোগী একটা পায়ের উপর অপর একটা পাদিয়ে আড়াআড়ি ভাবে বসে থাকে। চলার সময় টলমল করে।** গোড়ালি অসাড় **বলে মনে হয়**। পায়ের তলায় ব্যথা, পা ফেলে হাঁটার সময়, পায়ের তলা নরম ও স্ফীত বলে মনে হয়। ঘাড়ে ও বাহুর উপর দিকে বেদনা। নখের তলায় দংশনবৎ বেদনা। **নখ সহজেই ভেঙে যায়**। দিনের বেলা এবং চোখ খোলা অবস্থা ব্যতীত কিছুতেই হাঁটতে পারে না। সুষুম্নাকাণ্ডের বিকলতা ও নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

ঘুম — অস্থির, শঙ্কা ও ভ্রান্তিমূলক স্বপ্ন। সকালের দিকে ঝিমুনি।

চামড়া — ফাঁটা ও শুষ্ক উদ্ভেদ যুক্ত। সহজেই ভেঙে যায়। বিছানার গরমে অসহনীয় চুলকানি। রক্ত না বেরুনো পর্যন্ত চুলকাতে হয়, এরপরে যন্ত্রণা হয়। আঙুলের চামড়া উঠে।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, পর্যায়ক্রমে, বিকালের দিকে, আলু খেলে, সকালে ঘুম থেকে উঠার পর বৃদ্ধি, গরম ঘরে।

উপশম — মুক্ত বাতাসে, ঠাণ্ডা জলে ধুলে, সন্ধ্যায় এবং একদিন পর পর। ভিজে, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় উপশম।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ এলুমিনিয়াম ক্লোরাইডাম (সুষুম্নাকাণ্ডের পক্ষাঘাতের দরুণ বেদনা। নিম্নশক্তি চূর্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া হয়। স্ন্যাগ সিলিকো সালফো ক্যানসাইট অফ এলুমিনা ৩ গুন (গুহ্যদ্বারে চুলকাণি, অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটে বায়ু জমার ফলে স্ফীতি), সিকেলি, ল্যাথাইি, প্লাম্ব। এলুমিনিয়াম অ্যাসিটেট সলিউশন। (চামড়ার রোগে ও পচন যুক্ত ক্ষতস্থানে ইথার লোশন ব্যবহার করা হয়। জরায়ুর নিষ্ক্রিয়তার ফলে দেখা দেওয়া রক্তস্রাব এই ঔষধ বন্ধ করে থাকে। শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের মূল অংশ বা কার্যকরী অংশ থেকে হওয়া রক্তস্রাব, এই ঔষধের ২-৩% সলিউশন বন্ধ করে থাকে। টনসিলে অস্ত্রোপচারের পর বা টনসিলেক্টমির পর রক্তস্রাব এই ঔষধ বন্ধ করে থাকে। সেক্ষেত্রে এই ঔষধের ১০% সলিউশনের দ্বারা ন্যাজোফ্যারিক্স ধুয়ে দেওয়া হয়।

অনুপূরক ঃ- ব্রায়োনিয়া।

দোষঘ্ন ঃ- ইপিকাক, ক্যামো।

শক্তি — ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি এবং উচ্চতর। ঔষধের কাজ ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়।

এলুমিনা সিলিক্যাটা

ALUMINA SILICATA

অ্যান্ড্যালাসাইট রক —
এলুমিনা-৬৩, সিলিকা ৩৭ ভাগ

মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড ও স্নায়ুর পুরাতন রোগে এই ঔষধটি গভীরভাবে কাজ করে থাকে। সঙ্কোচন হল এই ঔষধের একটি সুস্পষ্ট সার্বিক লক্ষণ। এছাড়াও শরীরের বিভিন্ন ছিদ্রের সংকোচন। শিরাস্ফীতি। মেরুদণ্ডের দুর্বলতা। মেরুদণ্ডে তীব্র এবং জ্বালাকর যন্ত্রণা। শরীরের সর্বাঙ্গে ঝিন্‌ঝিন্, আড়ষ্টতা ও বেদনা। মৃগীরোগীর ন্যায় তড়কা। বেদনার সময় শীতভাব।

মাথা — মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য। মাথার ত্বকের সঙ্কোচন। মাথায় যন্ত্রণা, গরমে ও ঘামে উপশম। চোখের যন্ত্রণা, চোখের সামনে আগুনের ফুলকির ন্যায় বস্তু ভেসে বেড়ায়। বারে বারে সর্দ্দি লাগে। নাক স্ফীত ও ঘা যুক্ত।

শ্বাস-প্রশ্বাস — বুকের ভিতর শ্লেষ্মা, যন্ত্রণা, ও হেজে যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি। বুকের ভিতর প্রচণ্ড দুর্বলতা অনুভব হয়। সূঁচ ফোটানোর মত বেদনা। আক্ষেপিক কাশি, তৎসহ আঠার মত চটচটে শ্লেষ্মা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভারবোধ, ঝাঁকি দেয়, আড়ষ্টতা, একটা যন্ত্রণা।

চামড়া — স্নায়ুর পথ ধরে ঝিনঝিন ভাব, শিরা পূর্ণ ও স্ফীত বলে মনে হয়। স্পর্শে ও চাপে বেদনা।

কমাবাড়া — বৃদ্ধি, ঠাণ্ডাবাতাসে, খাবার পরে, দাঁড়িয়ে থাকলে।

উপশম — গরমে, অনাহার, বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিলে।

শক্তি — উচ্চতর শক্তি।

এমব্র্যা গ্রিসিয়া

AMBRA GRISIA **এম্‌বাগ্রিস - তিমি মাছের বিষাক্ত স্রাব**

সহজেই উত্তেজিত, স্নায়বিক শিশুদের,) রোগা স্নায়বিক রোগীদের পক্ষে উপযুক্ত। **অতিরিক্ত স্নায়বিক অনুভূতি প্রবল।** সকালে সমস্ত শরীরে বাহ্যিক আড়ষ্টতা ও দুর্বলতা। স্নায়বিয়, পিত্তপ্রধান ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তি। রোগা, চর্মসার স্ত্রীলোক। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত অথবা যারা মেরুদণ্ডের অস্বস্তিতে কষ্ট পায়, তৎসহ আক্ষেপিক কাশি, ঢেকুর প্রভৃতি থাকে তাদের ক্ষেত্রে উপযোগী। এছাড়াও যে সকল রোগী **অতিরিক্ত বয়েসের জন্য দুর্বল** অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য, যারা রক্তাল্পতা ও নিদ্রাহীনতায় কষ্ট পায় তাদের ক্ষেত্রে এই ঔষধ উপযোগী। বয়স্কদের জন্য এটি একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ, যখন শরীরের সর্বপ্রকার শারীরিক কাজ শিথিল হয়ে আসে, দুর্বলতা, শীতবোধ এবং **আড়ষ্টতা** বিশেষতঃ দেহের একাংশের, আঙ্গুলের, বাহুর প্রভৃতিতে দেখা দেয়। শরীরের একাঙ্গীন উপসর্গে এই ঔষধ ব্যবহার হয়ে থাকে। **সঙ্গীতে এই ঔষধের লক্ষণের বৃদ্ধি হয়।** মুক্ত বাতাসে হাঁটাচলা করার পর শরীরের ভিতর স্পন্দন অনুভূত হয়। একাঙ্গীন উপসর্গ।

মন — লোক দেখলে ভয়, এবং একা থাকতে চায়। অন্যের উপস্থিতি কোন কিছুই সহ্য করতে পারে না। ভীষন লাজুক, খুব সহজেই মুখ চোখ লাল হয়ে যায়। **গান শুনলে কান্না পায়।** হতাশ, জীবনে বিতৃষ্ণা। মোহময় ভ্রান্তি। জীবনের প্রতি ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যাওয়া। অস্থির উত্তেজিত অতিরিক্ত কথা বলে। সময় খুব ধীরে যায়। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের পক্ষে সকালের দিকে চিন্তা করতে কষ্ট হয়। অসুখকর বিষয় সম্পর্কে মনের ভিতর তোলপাড় হওয়া।

মাথা — কোন কিছু বুঝতে দেরি হয়। মাথা ঘোরা তৎসহ মাথায় ও পাকস্থলীর দুর্বলতা। মাথার সামনের দিকে চাপবোধ তৎসহ মানসিক অবসাদ। **মস্তিষ্কের উপরের অর্ধাংশে ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা। বার্ধক্যজনিত কারণে মাথা ঘোরা।** যখন গান শুনে তখন মস্তিষ্কে দ্রুত রক্ত চলাচল করে। শ্রবনশক্তি কমে যায়। নাক দিয়ে রক্তস্রাব বিশেষতঃ সকালে। দাঁত দিয়ে প্রচুর রক্তপাত। চুল পড়ে যায়।

পাকস্থলী — ঢেকুর, তৎসহ মারাত্মক, আক্ষেপিক কাশি। অম্ল যুক্ত ঢেকুর, অনেকটা গলা বুক জ্বালা করার ন্যায়। **মধ্যরাত্রির পর পাকস্থলী ও উদরের স্ফীতি।** উদরের শীতল অনুভূতি।

প্রস্রাব — একই সময়ে গুহ্যদ্বারে ও প্রস্রাব থলিতে যন্ত্রণা। গুহ্যদ্বার ও প্রস্রাব নলীর ছিদ্রে জ্বালাকর অনুভূতি। **মূত্রনালীর ভিতর এরূপ অনুভূতি হয় যেন মনে হয় কয়েক ফোঁটা প্রস্রাব বেরিয়ে গেল।** প্রস্রাব করার সময় মূত্রনলীতে চুলকানি ও জ্বালা। **প্রস্রাব ঘোলাটে এমন কি প্রস্রাব করার সময়েও,** বাদামি রঙের তলানি পড়ে।

স্ত্রীরোগ — কামোন্মত্ততা। **স্ত্রী যৌনাঙ্গে চুলকানি, ব্যথা ও স্ফীতি।** ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বে। প্রচুর নীলচে রঙের প্রদরস্রাব। রাত্রে বৃদ্ধি। **সামান্য চোট লাগলেই, দুই ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তস্রাব হয়ে থাকে।**

পুরুষের রোগ — কামোন্মত্ততাসহ অন্ডকোষে তীব্র চুলকানি। অঙ্গটি বাইরের দিকে অসাড়, ভিতরের অংশে জ্বলন। কামোন্মত্ততা সূচক অনুভূতি মারাত্মক ভাবে লিঙ্গোদ্রেক।

শ্বাস-প্রশ্বাস — হাঁপানির মত শ্বাস-প্রশ্বাস তৎসহ গ্যাস ঢেকুর উঠে। **স্নায়বিক, আক্ষেপিক কাশি,** তৎসহ স্বরভঙ্গ ও ঢেকুর, সকালে ঘুম থেকে উঠার পর, অন্যের উপস্থিতিতে বৃদ্ধি। শ্বাসনালী, গলা ও কণ্ঠনালীতে সুড়সুড় করে, বুকের ভিতর চাপবোধ, কাশির সময় শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কাশি আক্ষেপিক, কুকুরের ডাকের মত, বুকের গভীর থেকে উঠে আসে। শ্লেষ্মা বার করার সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

হৃদ্‌পিণ্ড — **হৃদকম্প, তৎসহ বুকের ভিতর চাপবোধ, যেন মনে হয় বুকের ভিতর একটি পিণ্ডের মত কিছু রয়েছে অথবা বুকের ভিতর কিছু আটকিয়ে থাকার ন্যায় অনুভূতি।** নাড়ীস্পন্দন অনুভব করা যায়। মুক্ত বাতাসে হৃদকম্প, তৎসহ মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে।

ঘুম — **চিন্তার জন্য কিছুতেই ঘুমাতে পারে না, বাধ্য হয় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে হয়।** উদ্বেগযুক্ত স্বপ্ন। ঘুমের সময় শরীর ঠাণ্ডা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পেশীর নর্তন।

চামড়া — চুলকানি ও টাটানি, বিশেষতঃ যৌনাঙ্গে। চামড়ার আড়ষ্টতা। বাহুদুটির নিস্তেজ ভাব। যেন ঘুমিয়ে গেছে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — **হাতে ও আঙ্গুলে খিল ধরা** কোন কিছু চেপে ধরার সময় বৃদ্ধি। পায়ে খিল ধরা।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, গানে, অপরিচিত লোকের উপস্থিতিতে, যে কোন প্রকার অস্বাভাবিক জিনিষ থেকে, সকালে গরম ঘরে।

উপশম — মুক্তবাতাসে ধীরে হাঁটাচলা করলে, যন্ত্রণার দিক চেপে শুলে, ঠাণ্ডা পানীয়ের ব্যবহারে।

সম্বন্ধ — **মস্কাস,** এই ঔষধের পর প্রায়ই বেশ ভালোভাবে খাটে।

তুলনীয় — **ওলিয়াম সাক্‌সিনান (হিক্কা), সাম্বুল, ক্যাষ্টর, এসাফ, ক্রোকাস, লিলিয়াম।**

শক্তি — ২য় এবং ৩য় শক্তি, বারে বারে দেওয়া যেতে পারে, বারে বারে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

এমব্রোসিয়া

AMBROSIA র‍্যাগ-উয়িড

হে ফিভার রোগের একটি ঔষধ বিশেষ, এক্ষেত্রে রোগীর চোখ দিয়ে জলপড়ে ও চোখের পাতায় অসহ্য চুলকানি। কোন-কোন প্রকারের হুপিং কাশি। শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচলের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায় নানা ধরনের উদরাময়, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালের মাসগুলিতে হয়, তাছাড়াও আমাশয়।

নাক — জলের মত সর্দ্দি, হাঁচি, জলের মত স্রাব। নাক থেকে রক্তস্রাব। নাক ও মাথা ভর্ত্তি থাকার অনুভূতি। শ্বাসনলী ও বায়ুনলীর অস্বস্তি, তৎসহ হাঁপানি। (অ্যারান, ইউক্যালিপ্ট।) সাঁইসাঁই শব্দযুক্ত কাশি।

চোখ — জ্বালাকর ও যন্ত্রনাকর। চোখ দিয়ে জল পড়ে।

সম্বন্ধ — হে ফিভারে তুলনীয় ঃ স্যাবাডিলা, ওয়াইথিয়া, সাক্‌সিন অ্যাসিড, আর্সআয়োড, এরন্ডো।

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি, অরিষ্টের ১০ ফোঁটা মাত্রা জলের সঙ্গে নাক দিয়ে রক্তস্রাব চলাকালীন ও রক্তস্রাবের পরে ব্যবহার করা হয়। হে ফিভারের ক্ষেত্রে উচ্চতর শক্তি।

এমোনিয়েকাম-ডোরেমা

AMMONIACUM-DOREMA গাম এমোনিয়াক

বৃদ্ধ এবং দুর্বল, বিশেষত ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস রোগীদের একটি ঔষধ বিশেষ। বিষন্ন স্বভাব। ঠাণ্ডা সহ্য হয় না। ঘাড় ও অন্ননলীর ভিতর চুলকানী ও জ্বালাকর অনুভূতি।

মাথা — নাকের হাড়ের সামনের অংশে থাকা ফাঁপা অংশগুলি বন্ধ হবার ফলে সর্দ্দিজাত মাথার যন্ত্রণা।

চোখ — দৃষ্টি অস্বচ্ছ। চোখের সামনে তারা ও আগুনের ফুল্কির মত বস্তু ভেসে বেড়াতে থাকে। পড়ার সময় সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

গলা — গলা শুষ্ক, মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিলে বৃদ্ধি। গলার ভিতর পূর্ণতা, জ্বালাকর ও ঘষে যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি। খাওয়ার পরেই মনে হয় অন্ননলীর ভিতর কিছু আটকিয়ে রয়েছে, এবং এই কারনে ঢোক গিলতে হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস — কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস পুরাতন সর্দ্দি রোগ। বুকের ভিতর প্রচুর পরিমানে

পুঁজের মত শ্লেষ্মা জমা হওয়া এবং খুবই সামান্য উঠে, ঠাণ্ডা আবহাওয়ার বৃদ্ধি। শ্লেষ্মা শক্ত ও চটচটে। জোরে জোরে হৃদস্পন্দন, যার অনুভূতি পেট পর্যন্ত যায়। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের বুকের ভিতর ঘড়ঘড় শব্দ।

সম্বন্ধ — দোষঘ্ন ঃ ব্রায়োনিয়া, আর্নিকা।

তুলনীয় ঃ **সেনেগা, টাটার এমিট, বালসাম পেরু।**

শক্তি — ৩য় শক্তি।

এমোনিয়াম বেঞ্জোয়িকাম

AMMONIUM BENZOICUM **বেঞ্জোয়েট অফ্ এমোনিয়া**

প্রস্রাবে অ্যাল্বুমিনের উপস্থিতি, বিশেষতঃ যেক্ষেত্রে গেঁটে বাত থাকে, সেই ক্ষেত্রে এটি একটি উপযুক্ত ঔষধ। গেঁটে পাত, তৎসহ সন্ধিস্থানে সঞ্চয়। বৃদ্ধদের অনিচ্ছায় প্রস্রাব।

মাথা — ভারী, বোকার মত মনে হয়।

মুখমণ্ডল — স্ফীত, চোখের পাতা ফোলা। জিহ্বার নীচে ফোলা, দেখতে অনেকটা ব্যানিউলার মত।

প্রস্রাব — ধোঁয়াটে, অল্প। অ্যালবুমিন যুক্ত পুরু তলানি জমে।

পিঠ — ত্রিকাস্থির উপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে বেদনা, তৎসহ মলত্যাগের প্রচণ্ড বেগ। ডানদিকের বৃক্ক স্থানে টাটানির ন্যায় বেদনা।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ টেরিবিন্থ, বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া সল্ট, কষ্টিকাম। প্রস্রাবে অ্যাল্বুমিনের উপস্থিতিতে তুলনীয় ঃ ক্যালমিয়া, হেলোন, মার্ক কর, বার্বেরিস, ক্যান্থারিস।

শক্তি — ২য় শক্তির চূর্ণ বা ২ x।

এমোনিয়াম ব্রোমেটাম

AMMONIUM BROMATUM **ব্রোমাইড অফ এমানিয়া**

পুরাতন সর্দ্দি রোগ যেক্ষেত্রে রোগটি কণ্ঠনলী ও গলবিলকে আক্রমণ করে থাকে, স্নায়বিক মাথার যন্ত্রণা ও মোটা হওয়ার প্রবণতাযুক্ত ক্ষেত্রে এই ঔষধটি নির্দেশিত হয়ে থাকে। মাথা, বুক, পা প্রভৃতি স্থানে সঙ্কোচনবৎ বেদনা। আঙ্গুলের নখের নিচের অংশে অস্বস্তি, এই অবস্থায় নখগুলি কামড়ালে কম পড়ে।

মাথা — মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, কানের উপর দিয়ে কিছু বাঁধা রয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি। হাঁচি, নাক দিয়ে পুরু সর্দ্দি স্রাব।

চোখ — চোখের কিনারাগুলি লাল ও স্ফীত, সিবোসিয়ান গ্রন্থির ও আশানুরূপ অবস্থায়। চোখের তারাগুলি বড়ো হওয়ার ন্যায় অনুভূতি এবং চোখের চারপাশে যন্ত্রণা যা মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

গলা — মুখের ভিতর বেদনা। গলায় ভিতরে সুড়সুড় কর অনুভূতি, তৎসহ শুষ্ক, আক্ষেপিক কাশির বেগ, বিশেষতঃ রাত্রিতে। টনসিলের স্থানে যন্ত্রণা। সাদা, চটচটে শ্লেষ্মা।

শ্বাস-প্রশ্বাস — হঠাৎ করে, অল্পকালস্থায়ী দমবন্ধ করা কাশি। শ্বাসনলী ও বায়ুনলীতে সুড়সুড় করে। রাত্রি ৩টার সময় ঘুম থেকে জেগে ওঠে তৎসহ কাশি, ফুসফুসে তীক্ষ্ণ বেদনা। হুপিং কাশি — শুয়ে পড়ার পর শুষ্ক, আক্ষেপিক কাশি।

সম্বন্ধ — হায়ো, কোন, আর্জ. নাই কেলি. বাই।

শক্তি — ১ম শক্তি।

এমোনিয়াম কার্ব

AMMONIUM CARB কার্ব্বনেট অফ্ এমোনিয়া

যে সকল রোগে এই ঔষধটি ব্যবহার হয়ে থাকে তা আমরা প্রায়ই দেখতে পাই শক্ত-সামর্থ স্ত্রীলোকের মধ্যে, যারা সব সময় ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত, যাদের খুব সহজেই ঠাণ্ডা লাগে, যারা ঋতুস্রাবের পূর্বে কলেরার মত উপসর্গে কষ্ট পায়। যারা অলসভাবে সময় কাটায়, যাদের মধ্যে সব কিছুতেই খুব ধীরে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় এবং যারা প্রায়ই স্মেলিং বট্‌ল ব্যবহার করে থাকে। ঋতুস্রাব প্রচুর এবং অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশ পায়। শ্লেষ্মাঝিল্লী, বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। মেদযুক্ত রোগী, তৎসহ দুর্বল হৃদপিণ্ড, বুকের ভিতর সাঁইসাঁই শব্দ, দমবন্ধ হওয়ার ন্যায় অনুভূতি। ঠাণ্ডা বাতাস কিছুতেই সহ্য হয় না জলে বিতৃষ্ণা, কিছুতেই জল স্পর্শ করতে চায়না। ম্যালিগ্‌ন্যান্ট স্কার্লেটিনা, তৎসহ ঘুম ঘুম ভাব, গ্রন্থি স্ফীতি, গলায় কালচে-লাল বর্ণের ক্ষত, এবং উদ্ভেদ গুলি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। রক্তে ইউরিয়ার আধিক্য। সকল শারীরিক যন্ত্রে ভারী বোধ। শারীরিক দিক থেকে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন। শরীরের কোন অঙ্গের, গ্রন্থি প্রভৃতির স্ফীতি। স্রাব অম্লযুক্ত। খুব সামান্য বিষয়ে ক্লান্তি ভাব।

মন — সব কিছু সহজেই ভুলে যায়, অভদ্র, জলঝড় যুক্ত আবহাওয়ায় বিষন্ন। অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন। নিজে কথা বললে বা অন্যে কথা বলছে তা শুনলে রোগীর খুবই কষ্ট হয়। দুঃখিত, ক্রন্দনশীল, যুক্তি অনুপস্থিত।

মাথা — দপ্‌দপ্‌কর মাথার যন্ত্রণা, উপশম, চাপে ও গরম ঘরে।

চোখ — চোখের ভিতর জ্বালা তৎসহ আলো অসহ্য। চোখের ক্লান্তি (ন্যাট মিউর)। ক্ষীন দৃষ্টি। চোখের কোনে টাটানি।

কান — কানে শুনতে কষ্ট হয়। দাঁতে দাঁতে চাপ দিলে কান, চোখ ও নাকে ধাক্কা

নাক — নাক থেকে তীক্ষ্ণ, জ্বালাকর জল ঝরে। **রাত্রে নাক বন্ধ হয়ে যায়, তৎসহ দীর্ঘকালীন সর্দ্দি। কিছুতেই নাক দিয়ে শ্বাস নিতে পারে না। শিশুদের নাক বন্ধ হওয়া। মুখ ধুলে ও খাবার পর নাক থেকে রক্তস্রাব।** নাকে পচা ঘা, নাক থেকে রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা। নাকের অগ্রভাগে রক্তাধিক্য।

মুখ মণ্ডল — মুখমণ্ডলের চারিপাশে ক্ষত। ঋতুস্রাবের সময় ছোট ফোঁড়া ও পুঁজ যুক্ত উদ্ভেদ। মুখগহ্বরের কিনারাগুলিতে ক্ষত, ফাটা-ফাটা ও জ্বালাকর।

মুখ-গহ্বর — মুখগহ্বরে ও গলার ভিতর অত্যধিক শুষ্কতা। দাঁতে যন্ত্রণা, **দাঁতে-দাঁতে ঘষলে মাথায়, চোখে ও কানে ধাক্কা লাগে।** জিহ্বাতে রস যুক্ত উদ্ভেদ। অম্ল স্বাদ, ধাতব স্বাদ। চিবানোর সময় চোয়ালে ক্র্যাক্ করে শব্দ হয়।

গলা — টনসিল ও ঘাড়ের গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। **গলার মধ্য দিয়ে নিচের দিকে জ্বলণ।** টনসিলে পচা ঘা তৈরী হবার প্রবণতা যুক্ত। ডিফ্‌থিরিয়া, **যখন নাক বন্ধ হয়ে যায়।**

পাকস্থলী — পাকস্থলীর উপরের অংশে বেদনা, তৎসহ **গলা-বুক জ্বালা, বমি-বমি ভাব, মুখ দিয়ে জল ওঠে ও শীত বোধ। প্রচুর খিদে কিন্তু সামান্যতেই খিদে মিটে যায়।** পেটে বায়ু সঞ্চয়জনিত অজীর্ণ।

উদর — পেটের ভিতর শব্দ ও যন্ত্রণা। ফ্ল্যাট্যুলেন্ট হার্নিয়া। **মলত্যাগ কষ্টকর, মল শক্ত ও গুটলে গুটলে। রক্তযুক্ত অর্শ, ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে বৃদ্ধি। গুহ্যদ্বারে চুলকানি,** অর্শনলী বাইরে বেরিয়ে আসে, মলত্যাগের পর বৃদ্ধি, শুয়ে থাকলে উপশম।

প্রস্রাব — বারে বারে বেগ, রাত্রে অসাড়ে প্রস্রাব। প্রস্রাব থলিতে কোঁথ। প্রস্রাব সাদা, বালুকনা যুক্ত, রক্তমিশ্রিত, প্রচুর, ঘোলাটে এবং দুর্গন্ধ যুক্ত।

পুরুষের রোগ — অণ্ডকোষ ও রেতো রজ্জুতে চুলকানি ও যন্ত্রণা। **কাম ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও পুরুষাঙ্গের উত্থান। বীর্যস্রাব।**

স্ত্রী-রোগ — যৌনাঙ্গের চারিপাশে চুলকানি, ফোলা ও জ্বালা। প্রদরস্রাব জ্বালাকর, হাজাকর ও জলের মত। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণা। **ধাতুস্রাব, শীঘ্র শীঘ্র, প্রচুর,** সময়ের আগে, প্রচুর, জমাটবাঁধা, কালচে, শূল্যব্যথার মত বেদনা ও **মলশক্ত, মলত্যাগ কষ্টকর,** তৎসহ ক্লান্তি বিশেষত উরুস্থানে। হাইতোলা ও শীতবোধ।

শ্বাস-প্রশ্বাস — স্বরভঙ্গ। কাশি প্রতিদিন সকালে ৩টার সময়। তৎসহ **শ্বাসকষ্ট, হৃদ্‌কম্প,** বুকের ভিতর জ্বালা, উপরে উঠার সময় বৃদ্ধি। বুক পরিশ্রান্ত বলে মনে হয়। এমফাইসিমা। **শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার সময় বুকের ভিতর ভারীবোধ,** যে কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রমে এবং **উষ্ণ ঘরে প্রবেশে বৃদ্ধি** অথবা উপরের দিকে মাত্র কয়েক পা উঠলে। অ্যাস্‌থেনিক **নিউমোনিয়া,** ধীরে, কষ্টকর, ঘড়ঘড় শব্দযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, শীতকালীন সর্দ্দি তৎসহ রক্তের ছিটযুক্ত পিচ্ছিল শ্লেষ্মা। ফুসফুসের শোথ।

হৃদপিণ্ড — হৃদ্‌কম্প শোনা যায় তৎসহ ভয়ভাব, ঠাণ্ডা ঘাম, অশ্রুস্রাব, কথা বলতে কষ্ট, জোরে জোরে শব্দ করে শ্বাস-প্রশ্বাস ও হাত কাঁপে। হৃদ্‌পিণ্ড দুর্বল, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদ্‌কম্প সহ নিদ্রভঙ্গ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — সন্ধিস্থানে ছিঁড়ে যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি, বিছানার গরমে উপশম, অঙ্গ প্রসারিত করার প্রবণতা যুক্ত। হাত ঠাণ্ডা ও নীলবর্ণ, শিরাগুলি স্ফীত। যখন বাহু নীচের দিকে ঝুলে থাকে, সেই সময় হাতের আঙ্গুলগুলি ফুলে উঠে। অস্থি আবরকের গভীরে যন্ত্রণা। পায়ের ডিমে ও পায়ের তলায় খিল ধরা। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে যন্ত্রণা ও ফুলে উঠে। আঙ্গুল হাড়ার শুরুতে কার্যকরী। দাঁড়িয়ে থাকার সময় গোড়ালিতে বেদনা। গোড়ালিতে ও পায়ের পাতার হাড়ে ছিঁড়ে যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি, বিছানার গরমে উপশম।

ঘুম — দিনের বেলায় ঘুম-ঘুম ভাব। শ্বাস বন্ধ হয়ে ঘুম থেকে চমকিয়ে উঠে।

চামড়া — তীব্র চুলকানি ও জ্বালাকর ফোস্কা। স্কার্লেট জ্বরের উদ্ভেদ। ঘামাচির মত উদ্ভেদ। ম্যালিগ্ন্যান্ট্ স্কার্লেটিনা। জীবনীশক্তির দুর্বলতার জন্য উদ্ভেদ ধীরে প্রকাশ পায়। বৃদ্ধদের বিসর্গ, তৎসহ মস্তিষ্কের লক্ষণ বর্তমান থাকে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাঁজের ভিতর, কুঁচকিস্থানে, গুহ্যদ্বারের চারি পাশে ও যৌনাঙ্গে একজিমা।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, সন্ধ্যায়, ঠাণ্ডা, ভিজে আবহাওয়ায়, ভিজা জিনিষ লাগালে, মুখ ধুলে, ও সকালে ৩ থেকে ৪টের মধ্যে, ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে।

উপশম ঃ যন্ত্রনার দিক ও পাকস্থলীর উপর চাপ দিয়ে শুলে, শুষ্ক আবহাওয়ায়।

সম্বন্ধ — ল্যাকেসিসের প্রতি শুক্রভাবাপন্ন। কাজের দিক থেকে দুটি ঔষধই সদৃশ।

দোষঘ্ন ঃ আর্নিকা, ক্যাম্ফর।

তুলনীয় ঃ রাস, মিউরিয়েটিক অ্যাসিড, টাটার, এমেট।

কাঠকয়লার ধোঁয়ার বিষক্রিয়ায় ব্যবহার হয়ে থাকে।

শক্তি — বেশি দিন রাখা হলে এই ঔষধটির নিম্নশক্তি খারাপ হয়ে যায়। ৬ষ্ঠ শক্তি সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ।

এমোনিয়াম কষ্টিকাম

AMMONIUM CAUSTICUM — হাইড্রেট অফ্ এমোনিয়া - এমোনিয়া ওয়াটার

এটি হৃদ্পিণ্ডের কাজ বাড়াবার একটি শক্তিশালী ঔষধ। এই কারণে মূর্চ্ছা, থ্রম্বসিস, রক্তস্রাব, সর্প-দংশন। ক্লোরোফর্ম প্রয়োগজনিত নেশায় এই ঔষধের ঘ্রান নেওয়া যায়। এই শক্তিশালী ঔষধটি শোথ ও শ্লেষ্মা ঝিল্লীর ক্ষত তৈরী থাকে এবং এইগুলি এই ঔষধের ব্যবহারের পথপ্রদর্শক লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়। এই কারনে খুংড়ি কাশিও অন্ননলীতে জ্বালায় এটি ব্যবহার হয়ে থাকে। কষ্টিকাম দেখো।

শ্বাস-প্রশ্বাস — কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস। বুকে শ্লেষ্মা জমে তৎসহ একাদিক্রমে কাশি। স্বরলোপ। গলার ভিতর হেজে যাওয়ার মত জ্বালাকর বেদনা। শ্বাসনলীর সম্মুখভাগের আক্ষেপ তৎসহ শ্বাসকষ্ট, রোগী শ্বাস নেবার জন্য খাবি খেতে থাকে। গভীর ভাবে শ্বাস

নিলে অন্ননলীতে বেদনা। গলায় ও অন্ননলীতে ঘষে যাওয়ার ন্যায় ও জ্বালাকর অনুভূতি। আলজিহ্বা সাদা শ্লেষ্মাতে ঢাকা থাকে। নাকে ডিফ্থিরিয়া, তৎসহ নাক থেকে জ্বালাকর, হেজে যাওয়ার ন্যায় স্রাব।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — অত্যধিক ক্লান্তি ও পেশীর দুর্বলতা। ঘাড়ের বাত। চামড়া গরম ও শুষ্ক।

শক্তি — ১ম থেকে ৩য় শক্তি, এছাড়াও জলের সঙ্গে ৫ থেকে ১০ ফোঁটা ভালো ভাবে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

এমোনিয়াম আয়োডেটাম

AMMONIUM IODATUM আয়োডাইড অফ্ এমোনিয়া

যখন আয়োডিন আংশিক ভাবে ল্যারিজাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস, সর্দ্দিজ নিউমোনিয়া, ফুসফুসের শোথ কমিয়ে থাকে, সেইক্ষেত্রে এই ঔষধটি নির্দেশিত হয়।

মাথা — মাথায় অস্বস্তিকর যন্ত্রণা, বিশেষতঃ যুবক-যুবতীদের, মুখমণ্ডল থম্থমে, ও অবসাদগ্রস্ত, মাথা ঘোরা।

শক্তি — দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় চূর্ণ।

তুলনীয় — এমোনিয়াম টার্টারিকাম (প্রতিবার ঠাণ্ডা লাগাবার পর শুষ্ক, খুকখুকে কাশি।

এমোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম

AMMONIUM MURIATICUM স্যা এমোনিয়্যাক

টাইফয়েড রোগাবস্তার ন্যায় একপ্রকার দুর্বলতা এই ঔষধটি তৈরী করে থাকে। সকল প্রকার শ্লেষ্মাস্রাবের পরিমান বৃদ্ধি পায় এবং ভিতরে জমে থাকে। এটি বিশেষভাবে মেদযুক্ত ও থলথলে ব্যক্তি, যারা শ্বাস-প্রশ্বাসের রোগে কষ্ট পাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী। কাশির তৎসহ সর্দ্দি ও যকৃতের রোগ। অনিয়মিত রক্ত চলাচল প্রবণতাযুক্ত, রক্তের মধ্যে প্রতিনিয়ত কোলাহল, যেন ধক্ধক্ করছে প্রভৃতি। বহুপ্রকার লক্ষণ ভাগের সঙ্গে কাশি, প্রচুর পরিমানে চক্চকে ও চট্চটে স্রাব থাকে। এই ঔষধটির উপসর্গের বৃদ্ধির সময়ের সঙ্গে, আক্রান্ত শারীরিক অঙ্গের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের সম্পর্ক আছে এবং এই লক্ষণটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ বিশেষ, যেমন, মাথা ও বুকের লক্ষণগুলির সকালের দিকে বৃদ্ধি হয়, পেটের লক্ষণ বিকালের দিকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেদনা, চামড়ার লক্ষণ ও জ্বরের লক্ষণগুলির বৃদ্ধি সন্ধ্যায় হয়। যেন ফুটছে এই জাতীয় অনুভূতি।

মন — বিষন্ন, আশঙ্কা যুক্ত, অন্তরের ভিতরে চেপে রাখা দুঃখের ফলে এরূপ অবস্থা দেখা দেয়। খুব কাঁদতে ইচ্ছা করে, কিন্তু পারে না। শোক-দুঃখের কুফল।

মাথা — মাথার চুল পড়ে যায়। তৎসহ মাথায় চুলকানি ও খুস্কি। মাথায় চাপবোধ, পূর্ণতার অনুভূতি, সকালের দিকে বৃদ্ধি।

চোখ — চোখের সামনে ঝাপসা, দৃষ্টি সংক্রান্ত ভ্রান্তি, ঠিক ছানি পড়ার পূর্বে, ক্যাপ্‌স্যুলের ক্যাটারাক্ট।

নাক — হাজাকর, গরম, জলের মত পাতলা সর্দ্দিজ স্রাব, যার ফলে ঠোঁট হেজে যায়। হাঁচি। নাক স্পর্শ করলে টাটানির ন্যায় ব্যথা, নাকের ছিদ্রে ক্ষতবৎ বেদনা। ঘ্রানশক্তি কমে যায়। নাক বন্ধ, শ্বাসরোধকর অবস্থার ন্যায় অনুভূতি, সর্বদা জোরে-জোরে শ্বাস নিয়ে এই অবস্থা কমাবার বৃথা চেষ্টা করে রোগী চুলকানি।

মুখমণ্ডল — প্রদাহজনিত মুখমণ্ডলের বেদনা। মুখগহ্বরে ও ঠোঁটে ক্ষতবৎ বেদনা ও হাজাকর অবস্থা।

গলা — টনসিল স্ফীত ও দপ্‌দপ্ করে, খুব কষ্ট করে ঢোক গিলতে হয়। আলজিহ্বার পিছনে ক্ষতস্থানের ন্যায় বেদনা, যা আহারে উপশম হয়। গলা বাইরের দিকে ও ভিতরের দিকে ফোলা তৎসহ আঠার মত চট্‌চটে শ্লেষ্মা। এই শ্লেষ্মা এত চট্‌চটে যে, চেষ্টা করে তুলে ফেলা যায় না। টনসিলের প্রদাহ। অন্ননলীর সংকীর্ণতা।

পাকস্থলী — লেমোনেড পান করার পিপাসা, ঢেকুরের সঙ্গে খাবার উঠে, মুখ দিয়ে তেতো জল উঠে। বমি-বমি ভাব। পাকস্থলীর ভিতর দংশন করার ন্যায় বেদনা। খাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পেটের উপরের অংশে বা ইপি গ্যাসট্রিক স্থানে যন্ত্রণা। পাকস্থলীর ক্যানসারে।

উদর — প্লীহাতে সূঁচ ফোটার মত যন্ত্রণা, বিশেষতঃ সকালের দিকে, তৎসহ কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস। নাভীর চারিপাশে বেদনা। গর্ভকালে পেটের লক্ষণগুলি দেখা দেয়। যকৃত স্থানে পুরাতন রক্তাধিক্য অবস্থা। পেটের চারপাশে মেদাধিক্য। প্রচুর পরিমানে বাতকর্ম। কুঁচকিস্থানে টান অনুভব করে।

সরলান্ত্র — চুলকানি ও অর্শ, ক্ষতের ন্যায় টাটানি তৎসহ পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ। মলশক্ত, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে অথবা চক্‌চকে শ্লেষ্মা দ্বারা পূর্ণ। পেরিনিয়ামে হুল ফোটার মত বেদনা। পর্যায়ক্রমে সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত মল ও কোষ্ঠকাঠিণ্য। মলত্যাগের সময় ও পরে, সরলান্ত্রে জ্বলন ও খোঁচা মারার ন্যায় বেদনা। প্রদর স্রাব চাপা পড়ার পর অর্শ।

স্ত্রী-রোগ — ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, প্রচুর, কালচে ও জমাট বাঁধা, স্রাব রাত্রে বেশী হয়। গর্ভকালে, পেটের বামদিকে টান ধরার মত বেদনা। ঋতুস্রাব চলাকালীন অবস্থায়, উদরাময়, মল সবুজ শ্লেষ্মাযুক্ত ও নাভির চারিপাশে বেদনা। প্রদরস্রাব, অনেকটা ডিমের সাদা অংশের মত দেখতে। (**এলুমিনা, বোরাক্স, ক্যালফস**), তৎসহ নাভির চারপাশে বেদনা। প্রতিবার প্রস্রাবের পর বাদামী রঙের পিচ্ছিল স্রাব নির্গত হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস — স্বরভঙ্গ ও কণ্ঠনলীতে জ্বালা, শুষ্ক, খুক্‌খুকে কাশি, চিৎ হয়ে অথবা ডানদিক চেপে শুলে বৃদ্ধি। বুকের ভিতর সূঁচ ফোটার মত ব্যথা। বিকালের দিকে প্রচুর

কাশি, তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং বুকের ভিতর ঘড়ঘড় শব্দ। বুকের ভিতর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশে জ্বালা। শ্লেষ্মা অল্প। কাশি তৎসহ প্রচুর লালাস্রাব।

পিঠ — **কাঁধের দুটি অংশের মধ্যবর্তী স্থানে বরফের ন্যায় শীতলতা,** এই ঠাণ্ডা ভাব গরম কাপড়ে ঢাকার পরেও কমে না, এরপর চুলকায়। বসে থাকার সময় কক্‌সিক্স স্থানে থেঁতলে যাবার ন্যায় বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে ক্ষতের ন্যায় বেদনা। **হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগে তীর বেঁধার মত ও ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা।** পায়ের গোড়ালিতে ক্ষতের ন্যায় বেদনা। **হাঁটুর পেশী বন্ধনীর সঙ্কোচন।** সাইয়েটিকার বেদনা, **বসে থাকলে বৃদ্ধি, শুয়ে থাকলে উপশম।** অস্ত্রোপচার হওয়া অঙ্গে স্নায়ুশূল। পায়ের পাতায় দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম। ধাতুস্রাবের সময় পায়ের পাতায় যন্ত্রণা।

চামড়া — চুলকানি, সাধারণতঃ সন্ধ্যায়। শরীরের বিভিন্ন অংশে ফোস্কার মত উদ্ভেদ। তীব্র জ্বালা, ঠাণ্ডা প্রলেপ উপশম।

জ্বর — **সন্ধ্যায় শুয়ে পড়ার পর শীত বোধ** ও ঘুম থেকে জেগে উঠার পর, তৃষ্ণাহীনতা। হাতের তালু ও পায়ের তলা উত্তপ্ত। অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে অল্প ঘুষঘুষে জ্বর। নিম্নতর শক্তি উপযুক্ত।

কমা-বাড়া — **উপশম, মুক্ত বাতাসে।** বৃদ্ধি, মাথা ও বুকের উপসর্গ সকালে, পেটের লক্ষণ বিধানে।

সম্বন্ধ — **দোষঘ্ন ঃ কফিয়া, নাক্স, কষ্টিকাম।**

তুলনীয় — **ক্যাল্‌কেরিয়া, সেনেগা, কষ্টিক।**

শক্তি — ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

এমোনিয়াম ফস্‌ফরিকাম

AMMONIUM PHOSPHORICUM — ফস্‌ফেট অফ্ এমোনিয়া

ইউরিক অ্যাসিড ধাতুদোষ জনিত, পুরাতন গেঁটে বাতজনিত রোগীদের ক্ষেত্রে উপযোগী একটি ঔষধ বিশেষ। ব্রঙ্কাইটিস ও হাতের আঙ্গুলের সন্ধির প্রদাহ ও হাতের পিছনের অংশের কলার প্রদাহ। মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত। ঘাড়ের সন্ধিস্থলের বেদনা। বুকের চারপাশে কষে বাঁধার ন্যায় অনুভূতি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভারীবোধ, পা ঠিকমত পড়ে না, চলার সময় টলমল করে। সামান্য বাতাস প্রবাহে শীতবোধ।

মাথা — হাঁচি তৎসহ নাক ও চোখ দিয়ে প্রচুর জলের মত ধারা। কেবলমাত্র সকালে।

শ্বাস-প্রশ্বাস — গভীর, কর্কশ শব্দবিশিষ্ট কাশি, তৎসহ সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা।

প্রস্রাব — প্রস্রাবে গোলাপী রঙের তলানি।

শক্তি — ৩ × চূর্ণ।

এমোনিয়াম পিকরেটাম

AMMONIUM PICRATUM — **পিক্রেট অফ্ এমোনিয়া**

ম্যালেরিয়া জ্বর, স্নায়ুশূল ও তথাকথিত পিত্তাধিক্য মাথার বেদনার একটি ঔষধ বিশেষ। মাথার পিছনের অংশে ও রগের প্রবর্দ্ধিত অংশ বা ম্যাসটয়েড স্থানে বেদনা। হুপিংকাশি।

মাথা — মাথার পিছনের অংশের ডানদিকে পর্য্যায়ক্রমে স্নায়ুশূল, ছিদ্র করার মত বেদনা, যা কান, চক্ষুকোটর ও চোয়াল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘোরা। পর্য্যায়ক্রমে পিত্তাধিক্যজনিত মাথার বেদনা। (স্যাঙ্গুইন)।

শক্তি — ৩ × চূর্ণ।

এমোনিয়াম ভ্যালেরিয়েনিকাম

AMMONIUM VALERIANICUM — **ভ্যালেরিয়েনিকাম অফ্ এমোনিয়া**

স্নায়বিক, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তি, যারা স্নায়বিক্ মাথার যন্ত্রনা ও অনিদ্রায় কষ্ট পায় তাদের ক্ষেত্রে উপযোগী একটি ঔষধ বিশেষ। স্নায়বিক কারনে সর্বদা উত্তেজিত।

হৃদপিণ্ড — হৃদ্‌পিণ্ড স্থানে বেদনা। হৃদপিণ্ডের কার্যকরী ত্রুটিজনিত অসুবিধা, হৃদপিণ্ডের অস্বাভাবিক দ্রুত স্পন্দন।

শক্তি — নিম্নশক্তির চূর্ণ।

এম্পিলস্পিস্

AMPELOPSIS — **ভার্জিনিয়া ক্রিপার**

বৃক্কের অসুস্থতাজনিত কারণে শোথ, হাইড্রোসিল, পুরাতন গণ্ডমালা রোগাক্রান্ত রোগীর স্বরভঙ্গে এই ঔষধে উপকার হয়ে থাকে। পিত্তপ্রধান অবস্থার মত উপসর্গ। সাধারণতঃ সন্ধ্যা ৬টার সময় বৃদ্ধি। চক্ষুতারা বিস্ফারিত। বামদিকের বক্ষস্থানে টাটানি ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা। কনুই সন্ধির বেদনা, পিঠে ক্ষতবৎ অবস্থা। সকল অঙ্গে ক্ষতবৎ বেদনা। বমি, পাতলা মল তৎসহ কোঁথ। পেটের ভিতর গুড়গুড় শব্দ।

শক্তি —২য় থেকে ৩য় শক্তি।

এমিগড্যালস্ পার্সিকা

AMIGDALS PARCICA — **পীচ ট্রি**

বিভিন্ন প্রকারের বমির ক্ষেত্রে উপযোগী একটি মূল্যবান ঔষধ বিশেষ, গর্ভকালে স্ত্রীলোকের প্রাতঃকালীন বমন। চোখের ভিতর অস্বস্তি। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া ও রক্তপ্রস্রাব।

মূত্রথলি থেকে রক্তস্রাব।

শিশুদের পরিপাক শক্তির বিকলতা, কোন প্রকার খাদ্য বস্তুই হজম হয় না। ঘ্রান ও স্বাদ শক্তির লোপ। পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিকলতা, যখন জিহ্বা লম্বাটে ও সুঁচালো, অগ্রভাগ ও কিনারা লালচে। একাদিক্রমে বমি ও বমি-বমি ভাব।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ এমিগড্ এ্যামারা - বিটার এন্‌মন্ড। (টনসিলের ভিতর দিয়ে যন্ত্রণা, গলার ভিতর কালচে, ঢোক গিলতে কষ্ট হয়, বমি, কাশি তৎসহ বুকে ক্ষতের ন্যায় বেদনা।

শক্তি — পরিষ্কার ক্বাথ বা মূল অরিষ্ট।

এমিল নাইট্রোসাম

AMYL NITROSUM — **এমিল নাইট্রাইট্**

এই ঔষধের ঘ্রান নিলে খুব তাড়াতাড়ি শরীরের ছোট-ছোট ধমনী ও কৈশিক জালিকার প্রসারণ ঘটে, এই অবস্থার ফলে মুখমণ্ডল লালচে, উত্তপ্ত ও মাথায় দপ্‌দপ্ কর যন্ত্রণা হয় - অগভীর অংশে থাকা ধমনীর রক্তাধিক্য। হৃদ্‌কম্প ও একই জাতীয় অবস্থা খুব দ্রুত এই ঔষধ আরোগ্য করে থাকে। হিক্কা ও হাইতোলা। প্রায়ই সাময়িক সময়ের জন্য মৃগী রোগের আক্ষেপ কমিয়ে থাকে। সামুদ্রিক অসুস্থতা।

মাথা — **আতঙ্ক**, যেন কিছু একটা ঘটবে, **সর্বদা মুক্ত বাতাস পাবার ইচ্ছা, মুখমণ্ডল ও মাথায় রক্ত প্রবাহের বৃদ্ধি**, মনে হয় রক্ত চামড়ার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তৎসহ উত্তাপ ও লালচে ভাব। **রজনিবৃত্তিকালে মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্য এরপরে ঘাম হয়।** কানে রক্তসঞ্চয়। দপ্‌দপ্ করে।

গলা — সঙ্কোচন, জামার কলার ভীষন শক্তভাবে আটকিয়ে আছে বলে মনে হয়।

বুক — **শ্বাসকষ্ট ও হাঁপানির মত অনুভূতি। বুকের ভিতর প্রচণ্ড চাপবোধ ও পূর্ণতার অনুভূতি, আক্ষেপিক, শ্বাসরুদ্ধকর কাশি। হৃদপিণ্ডের স্থানে উদ্বেগ। হৃদ্‌স্পন্দনের ভিতর আলোড়ন বা বিশৃঙ্খলা। হৃদপিণ্ডের চারিপাশে বেদনা ও সঙ্কোচন বোধ।** সামান্য উত্তেজনায় বুক ধড়ফড় করে।

স্ত্রীরোগ — যন্ত্রনার পরে, রক্তস্রাব তৎসহ মুখমণ্ডলের রক্তাধিক্য। **রজোনিবৃত্তিকালীন মাথার যন্ত্রনা ও চোখ-মুখ দিয়ে আগুন বেরুবার মত অনুভূতি ও তৎসহ আতঙ্ক ও হৃদ্‌কম্প।**

জ্বর — অতিরিক্ত উত্তাপের প্রকাশ, কোন কোন সময় অতিরিক্ত উত্তাপের পর ঠাণ্ডা ও চটচটে চামড়া ও প্রচুর ঘাম। সারা শরীরে দপ্‌দপ্ করা অনুভূতি। **ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে অস্বাভাবিক ধরনের ঘাম।**

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে শরীরে মোড়া দেয়। বাতের শিরার স্ফীতি, হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে দপ্‌দপানি।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ গ্লেনয়িন, ল্যাকেসিস।

দোষঘ্ন ঃ ক্যাক্‌টাস, স্ট্রীকনাইন, আর্গট।

শক্তি — ৩য় শক্তি।

কেবলমাত্র রোগ লক্ষণ কমাবার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। যে সবক্ষেত্রে রক্তবহানলীগুলির আক্ষেপিক সঙ্কোচন ঘটে, যেমন, অ্যান্‌জাইনা পেক্টোরিস বা হৃদশূল, মৃগীরোগের আক্ষেপ, আধকপালে মাথার যন্ত্রণা তৎসহ ঠাণ্ডা শরীর, ফ্যাকাশে চেহারা প্রভৃতি — এছাড়াও হাঁপানির টানের সময়, ক্লোরোফর্ম শোঁকাবার ফলে উদ্ভূত শ্বাসকষ্ট, প্রভৃতি ক্ষেত্রে এমিলনাইট্রেট শোঁকানো হলে সঙ্গে সঙ্গে উপশম পাওয়া যায়। এই জাতীয় হোমিওপ্যাথিক নীতিবিরুদ্ধ ব্যবহারে, ২ থেকে ৫ ফোঁটা রুমালের উপর ফেলে রোগীকে শোঁকানো যেতে পারে।

এনাকার্ডিয়াম

ANACARDIUM **মার্কিং নাট**

স্নায়বিক দুর্বলতাগ্রস্ত রোগীদের অধিকাংশই এনাকার্ডিয়ামের রোগী দেখা যায়। এই ধরনের রোগীদের মধ্যে এক প্রকার স্নায়বিক অজীর্ণরোগ দেখা যায়, যা খাওয়ার পর উপশম হয়, স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা, বিষন্নতা ও উত্তেজনা, সকল ইন্দ্রিয়ের কার্যকরী শক্তিহ্রাস (ঘ্রানশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবনশক্তি)। সিফিলিস ধাতুগ্রস্ত রোগী প্রায়ই এই জাতীয় উপসর্গে কষ্ট পায়। লক্ষনের সাময়িক বিরাম। ছাত্রদের মধ্যে পরীক্ষা ভীতি। সকল ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা, দৃষ্টি, শ্রবন, প্রভৃতি। কাজ করতে অনিচ্ছা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, শপথ করা ও অভিশাপ দেবার অদম্য ইচ্ছা। শরীরের বিভিন্ন অংশে গোঁজ আটকিয়ে থাকার ন্যায় অনুভূতি। চোখ, সরলান্ত্র, প্রস্রাবথলি প্রভৃতি, এছাড়াও শরীরের বিভিন্ন অংশ বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ বলে মনে হয়। পাকস্থলীর মধ্যে খালি বোধ, আহারে সকল উপসর্গের সাময়িক উপশম হয়। এটি একটি নিশ্চিত, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। এই ঔষধের চামড়ার লক্ষণ রাসটক্সের অনুরূপ এবং এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, এটি রাসটক্সের ক্রিয়ানাশক বা দোষঘ্ন ঔষধের মধ্যে মূল্যবান।

মন — নির্দিষ্ট ধারণা। অবাস্তব বস্তুর কল্পনা, রোগীর মনে হয় তার ভিতর দুটি পৃথক ব্যক্তিত্ব বা ইচ্ছা শক্তি আছে। চলা-ফেরা করার সময় মানসিক আতঙ্ক, মনে হয় কেউ যেন তাকে অনুসরন করছে। প্রচণ্ড বিষন্নতা ও হাইপোকনড্রিঅ্যাসিস্, তৎসহ উত্তেজনা প্রবণ ভাষা ব্যবহারে প্রবণতা যুক্ত। মস্তিষ্কের ক্লান্তি। স্মৃতিশক্তির বিকলতা। অন্যমনস্ক

ভাব। খুব সহজেই বিরক্ত হয়। বিদ্বেষ পরায়ণ, নিজেকে পাপী বলে মনে করে। নিজের সম্পর্কে বা অপরের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের অভাব। সন্দেহপ্রবণ (হায়ো)। অনেক দূরের কথা শুনতে পায় বা মতে ব্যক্তির কথা শুনতে পায়। বার্ধক্যজনিত মানসিক শক্তির বিকলতা। যাবতীয় নৈতিক সংযমের অভাব।

মাথা — মাথা ঘোরা। চাপ দেবার মত বেদনা, **অনেকটা কোন ছিপি বা গোঁজ জাতীয় বস্তুর সাহায্যে চাপ দেবার মত।** মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি - কপাল অংশে, মাথার পিছনের অংশে, রগের দিক ও মাথার চাঁদিতে এই জাতীয় যন্ত্রণার **অনুভূতি হয়ে থাকে, খাবার সময় উপশম।** মাথায় চুলকানি ও ছোট ছোট ফোঁড়া।

চোখ — উপরের চক্ষুকোটরে অনেকটা **কোন ছিপি দিয়ে** চাপ দেবার মত অনুভূতি। **দৃষ্টি অস্পষ্ট। দৃষ্ট বস্তু যেখানে আছে, তার থেকে দূরে আছে বলে মনে হয়।**

কান — কানের ভিতর ছিপি জাতীয় কিছু দিয়ে চাপ দেবার ন্যায় অনুভূতি। শুনতে কষ্ট হয়।

নাক — বারে বারে হাঁচি। **ঘ্রান শক্তির বিকৃতি।** সর্দ্দি তৎসহ হৃদ্‌কম্প, বিশেষতঃ বয়স্কদের।

মুখমণ্ডল — চোখের চারপাশে গোলাকার নীলচে দাগ। মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে।

মুখগহ্বর — যন্ত্রণাদায়ক ফোস্কা, তীব্র দূর্গন্ধ। জিহ্বা ফুলে গেছে বলে মনে হয়, এবং এই কারণে কথা বলতে ও জিহ্বা নাড়া-চাড়া করতে কষ্ট হয়, তৎসহ মুখ গহ্বরের লালা নিঃসরণ। ঠোঁটের চার পাশে জ্বালা, যেন লঙ্কা লেগেছে এরূপ অনুভূতি।

পাকস্থলী — পরিপাক শক্তির দুর্বলতা, তৎসহ পূর্ণতাবোধ ও পাকস্থলীর স্ফীতি। **পাকস্থলী খালি বলে মনে হয়।** ঢেকুর, বমি-বমি ভাব, বমি। এনাকার্ডিয়ামের অজীর্ণ, **আহারে উপশম।** খাবার সময় বা পান করার সময় দম বন্ধ হবার প্রবণতা যুক্ত। খুব দ্রুত খাবার গিলে ফেলে ও পান করে।

উদর — **অন্ত্রের মধ্যে ছিপি আটকিয়ে থাকার ন্যায় এক প্রকার অস্বস্তিকর বেদনা।** পেটের ভিতর গুড় গুড় শব্দ হয়, খামচে ধরে ও মোচড়ায়।

সরলান্ত্র— অন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা। **অতৃপ্ত বেগ, সরলান্ত্র নিষ্ক্রিয় বলে মনে হয়। ছিপি আটকিয়ে থাকার মত অনুভূতি।** গুহ্যদ্বারের আক্ষেপিক সঙ্কোচণ, এমনকি নরম মল ও খুব কষ্ট করে বের হয়। **গুহ্যদ্বারে চুলকায়, সরলান্ত্র থেকে রস নিঃসরণ।** মলত্যাগের সময় রক্তস্রাব। যন্ত্রণাকর অর্শ।

পুরুষের রোগ — কামোত্তেজনা বৃদ্ধিকর চুলকাণি, কামোত্তেজনা বাড়িয়ে থাকে, **স্বপ্ন না দেখেও বীর্যপাত। মলত্যাগের সময় প্রষ্টেট গ্রন্থি থেকে রস নিঃসরণ।**

স্ত্রীরোগ — প্রদরস্রাব, তৎসহ টাটানি ব্যথা ও চুলকাণি। ঋতুস্রাব অল্প। ৫২

শ্বাস-প্রশ্বাস — বুকের ভিতর ছিপি আটকিয়ে থাকার ন্যায় অস্বস্তিকর চাপবোধ। শ্বাসরোধক অনুভূতি, তৎসহ শরীরের অভ্যন্তরে গরমভাব ও মানসিক আতঙ্ক। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য রোগী মুক্ত বাতাসে বার হয়ে পড়ে। কাশি কথা বললে বৃদ্ধি পায়। আহারের পর কাশি তৎসহ ভুক্ত খাদ্যবস্তুর বমি এবং মাথার পিছনের অংশে যন্ত্রণা।

হৃদ্‌পিণ্ড — হৃদ্‌কম্প, তৎসহ স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, তৎসহ বৃদ্ধদের সর্দি। হৃদ্‌পিণ্ড স্থানে সূঁচ ফোটাবার মত বেদনা। হৃদ্‌পিণ্ডের বাতজ রোগ তৎসহ হৃদ্‌পিণ্ড স্থানে দুটি সূঁচ ফোটাবার ন্যায় অনুভূতি।

পিঠ — কাঁধে অস্বস্তিকর চাপ, যেন কাঁধের উপর কোন ভার রাখা আছে। ঘাড় আড়ষ্ট।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — বুড়ো আঙ্গুলের স্নায়ুশূল। পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্বলতা। হাঁটুতে পক্ষাঘাতের ন্যায় অনুভূতি। পায়ের ডিমে খিল ধরা। পাছায় ছিপি আটকিয়ে থাকার ন্যায় চাপবোধ। হাতের তালুতে আঁচিল। হাতের আঙ্গুলের স্ফীতি তৎসহ ফোস্কার মত উদ্ভেদ।

ঘুম — নিদ্রাহীনতার সাময়িক আক্রমণ বেশকিছু রাত্রি পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আতঙ্কযুক্ত স্বপ্ন।

চামড়া — তীব্র চুলকাণিযুক্ত একজিমা তৎসহ মানসিক উত্তেজনা, ফোস্কার মত উদ্ভেদ, ফোলা আমবাত, পয়জন্ ওকবা রাসটক্সের মত চর্মোদ্ভেদ। (জেরোফিন, গ্রিন্ডেল, ক্রোটন)। লিচেন প্ল্যানাস, স্নায়বিয় একজিমা। যাতে আঁচিল। অগ্রবাহুতে ক্ষতের সৃষ্টি।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, উষ্ণ জলের প্রলেপে। উপশম : আহারে। পাশ ফিরে শুলে, ঘর্ষনে।

সম্বন্ধ — দোষঘ্ন : গ্রিন্ডেলিয়া, কফিয়া, জুগন্যান্স, রাস, ইউক্যালিপ্টাস।

তুলনীয় : এনাকার্ডিয়াম অক্সিডেন্টেন (ক্যাশুনাট) (ইরিসিপেলাস, মুখমণ্ডলে ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ), অনুভূতিহীন কুষ্ঠ, আঁচিল, কড়া, ক্ষত, পায়ের তলার চামড়া ফাটা।

রাস, সাইপ্রিপেড, চেলিডন, জেরোফিল। প্ল্যাটিনা, এই ঔষধের পরে ভালো কাজ করে। সিরিয়াম সার্পেন্টিনা (শপথ করা)।

শক্তি — ৬ষ্ঠ থেকে ২০০ শক্তি।

এনাগ্যালিস

ANAGALLIS — স্কার্লেট পিমপার্নেল

চামড়ার উপর এই ঔষধের সুস্পষ্ট লক্ষণ আছে, লক্ষণগুলির বৈশিষ্ট্য হল, শরীরের সর্বত্র চুলকাণি ও সুড়সুড় অনুভূতি। কোন বস্তুর ধারালো কুচি শরীরের কোন অংশে ঢুকে থাকলে তা এই ঔষধ বার করতে সাহায্য করে। জলাতঙ্ক ও শোথ রোগের একটি পুরাতন ঔষধ বিশেষ। মাংস নরম করার ও আঁচিল ধবংস করার ক্ষমতা এই ঔষধের আছে।

মাথা — অতিরিক্ত উল্লাস, চক্ষুকোটরের উপরের অংশে অবস্থিত অস্থিরেখায় যন্ত্রনা তৎসহ অন্ত্রের ভিতর গুড়গুড় শব্দ ও ঢেকুর, কফি পানে উপশম। অসুস্থতাজনিত কারণে মাথায় যন্ত্রনা। মুখমণ্ডলের পেশীতে বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — বাত ও গেঁটেবাত জনিত যন্ত্রণা। কাঁধে ও বাহুতে যন্ত্রণা। বুড়ো আঙ্গুলের উচ্চ অংশে ও হাতের আঙ্গুলে খিল ধরা।

প্রস্রাব — মূত্রনলীতে কম-বেশী অস্বস্তি থাকে, ঐই অবস্থা থেকে সঙ্গমের ইচ্ছা। প্রস্রাব করার সময় জ্বালাকর যন্ত্রণা, তৎসহ মূত্রনলী ছিদ্রের জুড়ে যাওয়া। প্রস্রাব অনেকে ঐকার ধারায় নির্গত হয়, প্রস্রাব করার আগে চাপ দিতে হয়।

চামড়া — চুলকানি, শুষ্ক, তুঁষের মত উদ্ভেদ, বিশেষতঃ হাতে ও হাতের আঙ্গুলে। হাতের তালু বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। একসঙ্গে অনেকগুলি ফোস্কার মত উদ্ভেদ। সন্ধিস্থানে ক্ষত ও ফোলা।

সম্বন্ধ — এনাগ্যালিসের মধ্যে স্যাপোনিন আছে।

তুলনীয় ঃ সাইক্লামেন, প্রিমিউনা অবকন্।

শক্তি — ১ম থেকে ৩য় শক্তি।

এনাথেরাম

ANATHERUM — কাসকাস - ইস্ট ইন্ডিয়ায় পাওয়া যায় এক জাতীয় ঘাস বিশেষ

চামড়ার রোগের উচ্চাঙ্গের ঔষধ বিশেষ। শরীরের বিভিন্ন অংশে যন্ত্রণাদায়ক স্ফীতি, যা পরে পেকে যায়। গ্রন্থির প্রদাহ।

মাথা — যন্ত্রণা, মনে হয় তীরের মত কোন যুক্ত বস্তুর সাহায্যে মস্তিষ্কে আঘাত করা হচ্ছে, বিকালের দিকে বৃদ্ধি। মাথার চামড়ায় হার্পিস, ক্ষত ও অর্ববুদ। ভ্রুতে আঁচিলের মত উদ্ভেদ। নাকের অগ্রভাগে ফোঁড়া ও অবর্বুদ। জিহ্বা ফাটা ফাটা। যেন মনে-হয় জিহ্বা ফালা করে কাটা হয়েছে, প্রচুর লালাস্রাব।

প্রস্রাব — ঘোলাটে, গাঢ় ও প্রচুর শ্লেষ্মাযুক্ত। বারে বারে প্রস্রাবের বেগ। প্রস্রাব থলিতে সামান্য পরিমান প্রস্রাব জমলেই বেগ। অসাড়ে প্রস্রাব। প্রস্রাব থলির প্রদাহ।

যৌনাঙ্গ — উপদংশের ক্ষতের মত ক্ষত। জরায়ুগ্রীবায় অবর্বুদের ন্যায় স্ফীতি, স্তন ফোলা, শক্ত, স্তনের বোঁটাগুলি হেজে যায়।

চামড়া — অসুস্থ বিকৃত নখ, পায়ে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম। ফোঁড়া, ছোট ছোট ফোঁড়া, ক্ষত। ইরিসিপেলাস। প্রুরাইটাস, হার্পিস।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ স্ট্যাফিস, মার্কুরিয়াস, থুজা

শক্তি — ৩য় শক্তি।

অ্যানহ্যালোনিয়াম

ANHALOMIUM — মেসক্যাল বাটন

মেসক্যাল একজাতীয় মত্ততা উৎপাদক সুরাসার বিশেষ, যা পাঁলাকিউ ফিউয়াট পরিস্রুত করে পাওয়া যায়। পালকিউ মেক্সিকো দেশের এগেক আমেরিকানা থেকে প্রস্তুত হয়। স্থানীয় ভাবে এটিকে ম্যাগুই বলা হয় এবং এটি মেক্সিকো দেশের জাতীয় পানীয়। ভারতীয়রা এটিকে পেয়োট বলে। এটি হৃদপিণ্ডকে দুর্ব্বল করে, উন্মাদগ্রস্ততা তৈরী করে। এটির লক্ষ্য করার মত প্রভাব সব থেকে বেশী কান সম্পর্কিত স্নায়ুর উপর দেখা যায়।

এই ঔষধ এমন এক প্রকার মত্ততা তৈরী করে, যার ফলে রোগী চোখের সামনে নানা প্রকার কাল্পনিক, সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখে এবং এইগুলির ভিতর নানা প্রকার রঙের খেলা হয়ে থাকে এবং একই সঙ্গে শরীরের শক্তি বেড়ে গেছে বলে মনে হয়। এছাড়াও দানব ও নানারকমের বিরক্তিকর দৃশ্য দেখে। এটি হৃদ্‌পিন্ডের বলকারক ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষেত্রে উত্তেজক ঔষধ। হিষ্টিরিয়া ও অনিদ্রা। মস্তিষ্কের ক্লান্তি, প্রলাপ বকা, আধকপালে, মানসিক ভ্রূন তৎসহ উজ্জ্বল রঙ্গীন বস্তুর দৃশ্যের অবাস্তব কল্পনা। পেশীর মারাত্মক দুর্ববলতা, পা সহ শরীরের নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

মন — সময় সম্পর্কে ধারনার লোপ। ভাবপ্রকাশ কষ্টকর। অবিশ্বাস ও ক্ষুব্ধ। অলস সন্তুষ্টি।

মাথা — যন্ত্রনা, তৎসহ দৃষ্টি শক্তির বিকলতা। অদ্ভুত, উজ্জ্বল, রঙ্গীন, সচল বস্তু সমূহ চোখের সামনে ভাবতে দেখে। ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ রোগীকে প্রভাবিত করে। চোখের তারা বিস্ফারিত, মাথাঘোরা, মস্তিষ্কের ক্লান্তি। নানারঙের বর্ণচ্ছটা দেখা যায়। সামান্য শব্দগুলির বৃদ্ধি প্রাপ্ত আওয়াজ।

শক্তি — আরষ্ট।

সম্বন্ধ — তুলনীয় - এগেভ। অ্যানহ্যালোনিয়ামের মাদকতা ক্যানবিস ইন্ডিকা ও ট্যাস্থের সদৃশ।

এনেমপসিস ক্যালিফর্নিকা

ইয়ারবা মানসা গৃহ কাজের গুল্ম বিশেষ

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ঔষধ বিশেষ। নাকের ভিতর থাকা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন প্রদাহ তৎসহ শিথিলতা ও প্রচুর স্রাব। এই ঔষধের সব থেকে ভালো ক্ষেত্র হল, সর্দ্দিজ অবস্থার সঙ্গে মাথা ও গলার ভিতর পূর্ণতা ও অবরুদ্ধতার অনুভূতি। কেটে যাওয়া, থেঁৎলিয়ে যাওয়া ও মচকানিতে উপযোগী, এছাড়াও প্রস্রাব বর্ধক ও ম্যালেরিয়া রোগে এই ঔষধের দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। যদিও ঔষধটা এখনও সুস্থ মানুষের শরীরে পরীক্ষা করা হয়নি, তথাপি ঔষধটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী থেকে প্রচুর স্রাব নির্গত হয় এরূপ ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। নাক ও গলবিলীয় সর্দ্দি, উদরাময় ও প্রস্রাবনলীর প্রদাহে ভালো কাজ করে। হৃদপিন্ডের রোগে, যখন যন্ত্রটি কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তখন এই ঔষধ যন্ত্রটির উত্তেজনা কমিয়ে থাকে। পেটে বায়ুর জমা হওয়া, পরিপাক শক্তির উন্নতি সাধন করে থাকে।

সম্বন্ধে — তুলনীয় — প্যাইপার মেনথ্।

শক্তি — আরষ্ট আভ্যন্তরীক ও বাহ্যিকভাবে ব্যবহার হয়।

অ্যাঙ্গাসটিউরা ভেরা

ANGUSTURA VERA বার্ক অফ্ গ্যালপিয়া কাসপেরিয়া

বাতজ ও পক্ষাঘাত জনিত উপসর্গ - হাঁটা-চলা করতে প্রচন্ড কষ্ট হয়। সকল সন্ধিতে কট্‌কট্ করে শব্দ হয়।

কফি পানের অদম্য ইচ্ছা এই ঔষধের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। বড়ো-বড়ো অস্থির ক্ষয় রোগ। পক্ষাঘাত। ধনুষ্টঙ্কার। পেশী ও সন্ধি স্থানের আড়ষ্টতা। অতি মাত্রায় সংবেদনশীল।

মেরুদন্ডীয় গতিবিধায়ক স্নায়ু ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর এই ঔষধের প্রধান কাজ।

মাথা — অতিমাত্রার সংবেদনশীল। মাথার যন্ত্রণা, তৎসহ মুখমণ্ডলের উষ্ণতা। গালগুলিতে তীব্র যন্ত্রণা। মুখমণ্ডলের পেশীতে টেনে ধরার ন্যায় অনুভূতি। চোয়াল খেলার সময় রগের পেশীতে যন্ত্রণা। চোয়ালের সন্ধিগুলিতে যন্ত্রণা, বস্তু কিছু চিবানোর পর চোয়ালের পেশীগুলি যেরূপ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, চোয়ালের পেশীতে ঐ প্রকার অনুভূতি। জাইগোম্যাটিক আর্চে খিল ধরার ন্যায় যন্ত্রণা।

পাকস্থলী — তিতো স্বাদ। কফি পানের অদম্য ইচ্ছা। নাভী থেকে বৃক্কাস্থি বা স্টারনাম পর্যন্ত যন্ত্রণা। পাকস্থলীর পেশীর ক্রিয়াহীনতার ফলে অজীর্ণ রোগ। ঢেকুর, তৎসহ কাশি (এমব্রা)।

উদর — উদরাময় ও উদরশূল। কোঁথ তৎসহ পাতলা মল, পুরাতন উদরাময়, তৎসহ দুর্বলতা ও মাংস ক্ষয়। গুহ্যদ্বারে জ্বালা।

পিঠ — পিঠে চুলকানি। গ্রীবাদেশীয় কশেরুকার যন্ত্রণা। ঘাড়ের পেশীতে টেনে ধরার ন্যায় অনুভূতি। শিরদাঁড়ার বেদনা, ঘাড়ে ও ত্রিকাস্থিতে বেদনা, বেদনা চাপে বাড়ে। পিঠের পেশীর নর্তন ও সঙ্কোচন। পিছন দিকে বেঁকে যায়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — পেশী ও সন্ধিগুলির আড়ষ্ট ভাব ও টান ধরা। হাঁটার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা। বাহুতে ভারবোধ ও পরিশ্রান্ত বলে মনে হয়। বড়ো বড়ো অস্থির ক্ষয় রোগ। হাতের আঙ্গুলের শীতলতা। হাঁটুর যন্ত্রণা। সন্ধিগুলিতে মটমট শব্দ হওয়া।

চামড়া — তীব্র যন্ত্রণা যুক্ত অস্থিক্ষত।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ নাক্স, রুটা, মার্ক, ব্রুসিয়া — নাক্সভমিকার ছাল অথবা অ্যাঙ্গাসটিউরা ফল্সা। (ধনুষ্টঙ্কারজনিত আক্ষেপ তৎসহ নষ্ট না হওয়া জ্ঞানাবস্থা, শব্দে এবং পানীয় কিছু পান করলে বৃদ্ধি, নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত, সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি, কেউ রোগীকে স্পর্শ করে ফেলবে, এই ভয়েই সে কাঁদে। পায়ের পেশীর নর্তন, হাঁটুতে খিল ধরার মত বেদনা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট ও পক্ষা[illegible]তের ন্যায়। মূত্রপাথুরী বের [illegible] সময়ের বেদনাতে এই ঔষধ ব্যবহার করা হয়)।

শক্তি — ৬ষ্ঠ শক্তি।

এনিলিনাম

ANILINUM কোলটার প্রডাক্ট — এসিডোবেঞ্জিন

সুস্পষ্ট মাথাঘোরা ও মাথার যন্ত্রণা, মুখমণ্ডলে একটা বেগুনি রঙের আভা। পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষের বেদনা তৎসহ স্ফীতি। মূত্রনলীতে বেদনা। মারাত্মক ধরনের রক্তাল্পতা, তৎসহ চামড়ার রঙের বিবর্ণ ভাব, ঠোঁট নীলচে অক্ষুধা, পাকস্থলীর গোলযোগ। চামড়ার স্ফীততা।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ আর্সেনিক, অ্যান্টিপাইরিন।

অ্যান্থেমিস নোবিলিস

ANTHEMIS NOBILIS রোমান ক্যামোমাইল

এটি সাধারণ ক্যামোমিলা ঔষধের সঙ্গে সদৃশ একটি ঔষধ বিশেষ। পরিপাক ক্রিয়ার বিকলতা সহ শীতলতা। ঠাণ্ডা বাতাস ও ঠাণ্ডা বস্তুতে অনুভূতি প্রবন।

শ্বাস-প্রশ্বাস — সর্দ্দি তৎসহ প্রচুর অশ্রুস্রাব, হাঁচি এবং নাক দিয়ে প্রচুর পাতলা জলের মত স্রাব। লক্ষণগুলি ঘরের ভিতর থাকাকালীন অবস্থায় বৃদ্ধি পায়। গলার ভিতর কোচন ও হাজাকর অনুভূতি। কাশি, গলার ভিতর সুড়সুড় ভাব, গরম ঘরে বৃদ্ধি।

উদর — যকৃত স্থানে বেদনা, পেটের ভিতর মোচড়ানো ও পেটের ভিতর শীতবোধ এবং পায়ে শীতবোধ। গুহ্যদ্বারে চুলকানি তৎসহ সাদা পুটিং এর মত মল।

প্রস্রাব — প্রস্রাব থলির স্ফীততা। রেতোরজ্জুর ভিতর দিয়ে বেদনা। রেতোরজ্জুতে পূর্ণতার অনুভূতি, স্ফীতাবস্থার ন্যায় অনুভূতি। বারে বারে প্রস্রাব।

চামড়া — পায়ের তলায় চুলকানি, অনেকটা শীত স্ফোটকের ন্যায় অবস্থা। কুঁচকানো চামড়া।

শক্তি — ৩য় শক্তি।

অ্যান্থ্রাক্সিনাম

ANTHRACINUM অ্যান্থ্রাক্স্ পয়জন্

এই নোসড্টি গৃহপালিত পশুদের মহামারী রূপ প্লীহা রোগে, এবং সেপ্টিক ইন্ফ্ল্যামেশন বা বিষাক্ত প্রদাহ, কার্বাঙ্কল এবং ম্যালিগন্যান্ট আলসার রোগের ক্ষেত্রে একটি মহৌষধ রূপে পরিগণিত হয়। ছোট ছোট ফোঁড়া, ছোট ফোঁড়া জাতীয় উদ্ভেদ, ব্রন, তীব্র জ্বালা। কোষ কলার কঠিনতা প্রাপ্তি, ফোঁড়া, বাগী এবং সংযোজক কলার যাবতীয় প্রদাহ, যেক্ষেত্রে পুঁজযুক্ত রোগ বর্তমান থাকে, সেই ক্ষেত্রে ফলপ্রদ।

তন্তুসকল — রক্তস্রাব, কালোবর্ণের, গাঢ়, আলকাতরার মত, দ্রুত পচনযুক্ত, শরীরের যেকোন ছিদ্র বা মুখ দিয়ে নির্গত হয়ে থাকে। তন্তুসকলের স্ফীতি ও কঠিণতা প্রাপ্তি। সেপ্টিসিয়াম ক্ষত, পচনযুক্ত ও অসহ্যজ্বালা বিসর্প বা ঈরিসিপেলাস। কালো ও নীলবর্ণের ফোস্কাসমূহ, ডিসেক্টিং ক্ষত। কীটের হুল ফোটানোর ফলে তৈরী হওয়া লক্ষণ সকল। দুর্গন্ধ শোঁকার ফলে দেখা দেওয়া উপসর্গসমূহ। পচনশীল কর্ণমূল প্রদাহ। একের পর এক ছোট ছোট ফোঁড়ার উৎপত্তি। পচাক্ষত বা গ্যাংগ্রীণ। দূর্গন্ধযুক্ত স্রাব।

সম্বন্ধ — এই ঔষধটি আর্সেনিকের সদৃশ, যারপর এটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

তুলনীয় ঃ— পাইরোজেন, ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস্, হিপ্পোজ, ইচিনোসিয়া, সিলিকা, এই ঔষধের পর ব্যবহার করলে ভালো কাজ করে। কার্বাঙ্কল চিকিৎসার সময়। রাজা হেজিকিয়ার কার্বাঙ্কল চিকিৎসায় ঈশ্বর ঈষার ব্যবস্থাপত্রের কথা মনে করতে অর্থাৎ পুঁটলির মধ্যে ডুমুরের শাঁস রেখে তা বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা।

অ্যানথ্রাকোক্যালি

ANTHRAKOKALI (অ্যান্থ্রাসাইস কোল ফুটন্ত কষ্টিক পটাশে দ্রবীভূত)

চর্মরোগ, চুলকানি, যোনিদ্বারে চুলকানি, পুরাতন হার্পিস ফাটা ঘা ও ক্ষতের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। ছোট-ছোট উদ্ভেদ, যাতে রস জমা হবার প্রবণতা থাকে। বিশেষতঃ অণ্ডকোষে, এছাড়াও হাতে, পায়ে, ঘাড়ে ও পায়ের পাতার পিছনের অংশে দেখা দেয়।

তীব্র পিপাসা। পুরাতন বাতরোগ। পিত্তাধিক্য জনিত রোগ, পিত্তবমি, পেটে বায়ু জমা হবার ফলে উদর স্ফীতি।

শক্তি — নিম্নশক্তির বিচূর্ণ।

এন্টিমোনিয়াম আর্সেনিকোসাম

ANTIMOMIUM ARSENICOSUM আর্সেনিক অফ এন্টিমোনি

এমফাইসিমা তৎসহ শ্বাসকষ্ট এবং কাশি, প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব, এই জাতীয় ক্ষেত্রে ঔষধটি বিশেষ উপকারী। খেলে এবং শুয়ে পড়ার পর বৃদ্ধি। ইনফ্লুয়েঞ্জা সহ ক্যাটারাল নিউমোনিয়া। মায়োকার্ডাইটিস্ ও হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা। প্লুরিসি, বিশেষতঃ বামদিকের তৎসহ রসনিঃসরণ ও হৃদাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ, তৎসহ হৃদপিণ্ডে জল জমা। দুর্বলতা অনুভূতি। চোখের প্রদাহ ও মুখমণ্ডলের স্ফীতি।

শক্তি — ৩য় শক্তির বিচূর্ণ।

এন্টিমোনিয়াম ক্রুডাম

(Antimonium Crudum) (ব্ল্যাক সালফাইড অফ এন্টিমোনি)

হোমিওপ্যাথিক নিয়মানুসারে এই ঔষধ ব্যবহার করতে হলে, ঔষধটির মানসিক ও পরিপাক ক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লক্ষণগুলির উপর নির্ভর করে ঔষধটি নির্বাচন করা হবে। প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনা ও খিটখিটে স্বভাব, এইগুলির সঙ্গে জিহ্বা সাদা, পুরু লেপ যুক্ত, এই লক্ষণগুলি, যে সকল রোগে ঔষধটি দেওয়া হবে, সেই সকল ক্ষেত্রে ঔষধটি নির্বাচনের মূল নির্দশিকা। সকল অবস্থা গরমে এবং ঠাণ্ডা স্নানে বৃদ্ধি পায়। কিছুতেই সূর্যের উত্তাপ সহ্য হয় না। মেদ যুক্ত হবার প্রবণতা। যেসব ক্ষেত্রে যন্ত্রণা থাকবে বলে অনুমান করা হয়, সেই সব স্থানে যন্ত্রনার অনুপস্থিতি। গেঁটে বাত, তৎসহ পরিপাক ক্রিয়া সংক্রান্ত উপসর্গ।।

মন — নিজের ভবিষ্যত সম্বন্ধে অধিক চিন্তিত। খিটখিটে ও প্রতিবাদ প্রবণ। যা কিছুই করা হোক না কেন তাকে কিছুতেই সন্তুষ্ট করা যায় না। গোমড়া মুখ করে থাকে, কথা বলতে ইচ্ছা করে না। খিট্‌খিটে, বিনা কারণে রেগে যায়। শিশু কিছুতেই স্পর্শ সহ্য করতে পারে না অথবা কেহ ওর দিকে তাকালে বিরক্ত হয়। কেউ তার দিকে সামান্য নজর করলে রেগে যায়। আবেগতাড়িত মানসিকতা।

মাথা — বেদনা, মাথার চাঁদিতে, উপরের দিকে উঠার সময়, স্নান করলে, পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ থেকে মাথার যন্ত্রনা, বিশেষত মিশ্রি খাওয়ার পর বা অম্লজাতীয় পানীয় পান করার পর। উদ্ভেদ চাপা পড়ার কুফল। কপালে ভারবোধ তৎসহ মাথাঘোরা, বমিবমি ভাব, এবং নাক দিয়ে রক্তস্রাব। মাথার যন্ত্রণা তৎসহ অত্যধিক মাথার চুল ওঠে।

 চোখ — ম্লান, কোটরগত, লাল, চুলকানিযুক্ত, প্রদাহিত, চোখ জুড়ে যায়। চোখের কোনগুলি কাঁচা মাংসের ন্যায় ফাটা। পুরাতন ব্লেফারাইটিস্ বা পুরাতন অক্ষিপত্র-প্রদাহ। চোখের তারায় ও চোখের পাতা বা অক্ষিপত্রে পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ।

কান — লালবর্ণযুক্ত, স্ফীত, কর্ণনলীর বেদনা। কানের ভিতর ঝিঁ ঝিঁ শব্দ ও বধিরতা। কানের ভিতর রসযুক্ত উদ্ভেদ।

নাক — নাসারন্ধ্র ফাটা ও মামড়ি দ্বারা ঢাকা, নাসারন্ধ্রের একজিমা, ক্ষতযুক্ত, ফাটা ও মরামাস যুক্ত।

মুখমণ্ডল — মুখে ফুস্কুড়ি, পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ, ও ছোট ছোট ফোঁড়া। গালে হলুদ রঙের মামড়ি যুক্ত উদ্ভেদ ও চোয়ালে। মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে ও চোখ বসে যাওয়া চাহনিযুক্ত চেহারা।

মুখগহ্বর — মুখের কোনগুলি ফাটা। ঠোঁট শুষ্ক। লবনাক্ত স্বাদ যুক্ত লালা। প্রচুর পিচ্ছিল শ্লেষ্মা। জিহ্বা সাদা পুরু লেপযুক্ত, যেন চূনকাম করা হয়েছে বলে মনে হয়। মাড়ী দাঁতগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সহজেই রক্তপাত হয়। ফোঁপড়া দাঁতে বেদনা। তালু হেজে যায়, তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব। পচা ঘা। তৃষ্ণাহীনতা। মুখ গহবেরের চারপাশে হওয়া একজিমা।

গলা — নাসারন্ধ্রের পিছন দিক থেকে প্রচুর, হলুদ রঙের শ্লেষ্মা বেরিয়ে থাকে। মুক্ত বাতাসে কাশি। কণ্ঠনালীর প্রদাহ কণ্ঠনালীর অতি ব্যবহারে, কর্কশ কণ্ঠস্বর।

পাকস্থলী — খিদে কমে যায়। অম্ল ও আচার খাবার ইচ্ছা। সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে পিপাসা। ভুক্ত খাদ্যের স্বাদযুক্ত ঢেকুর। বুক জ্বালা, বমি বমি ভাব, বমি। শিশু স্তন্যপান করার পর, পান করা দুধ দইয়ের মত চাকা চাকা বমি করে তোলে এবং এরপর শিশু আর স্তন্য পান করতে চায় না, এবং শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে। রুটি, প্যাস্ট্রি বা পিষ্টক, অম্ল খাদ্যবস্তু, অম্ল মদ, ঠাণ্ডা জলে স্নান, অতিরিক্ত গরম লাগান গরম আবহাওয়া প্রভৃতি কুফলে পাকাশয়ের গোলযোগ দেখা দেয়। নিরন্তর ঢেকুর তোলা। গেঁটে বাত পাকস্থলী ও অন্ত্রে স্থানান্তরিত হয়। মুখের ভিতর মিষ্টি স্বাদযুক্ত জল উঠে। খাবার পর পেট ফেঁপে উঠে।

মল — মলদ্বারে চুলকানি। (সলফো ক্যাম্ফ, অ্যালুমিনা)। পর্যায়ক্রমে উদরাময় ও কোষ্ঠকাঠিণ্য বিশেষতঃ বৃদ্ধ ব্যক্তির। অম্লখাদ্য বস্তু, অম্ল মদ পানের পর, স্নানের পর, অতিরিক্ত উত্তাপ লাগানোর পর উদরাময়। মল পিচ্ছিল, তৎসহ মলত্যাগকালে বায়ু নিঃসরণ। শ্লেষ্মাযুক্ত অর্শ, নিরন্তর শ্লেষ্মা চুঁয়ে চুঁয়ে আসে। জলের মত উদরাময়ের সঙ্গে শক্ত মলের দলা। শ্লেষ্মাস্রাবযুক্ত মলদ্বার প্রদাহ। মল শ্লেষ্মাময়।

প্রস্রাব — বারে বারে প্রস্রাব তৎসহ জ্বালাকর অনুভূতি এবং কোমরে ব্যথা, প্রস্রাব ঘোলাটে এবং দূর্গন্ধযুক্ত।

পুরুষের রোগ — অণ্ডকোষে উদ্ভেদ এবং যৌনাঙ্গের চারিপাশে। ধবজভঙ্গ। লিঙ্গ ও অণ্ডদ্বয় শুকিয়ে যায়।

স্ত্রীরোগ — উত্তেজিত স্থানগুলি চুলকায়। ধাতুস্রাব শুরুর আগে, দাঁতের যন্ত্রণা, ধাতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে এবং প্রচুর পরিমানে স্রাব নির্গত হয়। ঠাণ্ডা জলে স্নান করার ফলে ধাতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। তৎসহ পেলাভ স্থানে চাপবোধ ও ডিম্বাশয় স্থানে হাত দিয়ে চাপ দিলে ব্যথা লাগে। জলের মত সাদা স্রাব, হাজাকর, দলা-দলা।

শ্বাস-প্রশ্বাস — গরম ঘরে প্রবেশ করলে কাশির বৃদ্ধি, তৎসহ বুকের ভিতর জ্বালাবোধ, বুকের মধ্যে চুলকানি, চাপবোধ। অতিরিক্ত গরম লাগানোর ফলে স্বরভঙ্গ। **কর্কশ স্বর** এবং স্বরভঙ্গ।

পিঠ — ঘাড়ে ও পিঠে চুলকানি ও যন্ত্রনা।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ — পেশীর নর্তন। বাহুতে ঝাঁকুনি। হাতের আঙ্গুলে বাতের মত বেদনা। নখ ভঙ্গুর, নখ বিকৃত অবস্থায় বেড়ে থাকে। পায়ের তলায় ও হাতে শৃঙ্গের মত শক্ত আঁচিল। লেখার সময় হাতের দুর্বলতা তৎসহ হাত কাঁপে এবং এরপর দূর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ। পায়ের পাতায় তীব্র ব্যথা, শৃঙ্গের মত শক্তস্থানে ঢাকা। প্রদাহিত কড়া। গোড়ালির বেদনা।

চামড়া — একজিমা তৎসহ পাকাশয়িক গোলযোগ। ফুস্কুড়ি, ফোস্কা ও পুঁজ উদ্ভেদ। ঠাণ্ডা জলে স্নান সহ্য হয় না। পুরু, শক্ত, মধুরঙের মামড়ি যুক্ত। আমবাত—হামের মত উদ্ভেদ। বিছানায় শোবার পরে চুলকানি। চর্মশুষ্ক, আঁচিল। (থুজা, স্যাবাইনা, কষ্টিকাম) শুষ্ক গ্যাংগ্রীন। আঁশের মত মামড়িযুক্ত পুঁজ পূর্ণ উদ্ভেদ তৎসহ জ্বালা এবং চুলকানি, রাত্রিতে বৃদ্ধি।

ঘুম — বৃদ্ধ ব্যক্তিদের একাদিক্রমে ঝিমুনিভাব।

জ্বর — গরম ঘরে থাকলেও শীত করে। সবিরাম জ্বর তৎসহ বিরক্তি, বমি বমিভাব, বমি, ঢেকুর, লেপযুক্ত জিহ্বা, পাতলা মল। গরম ঘাম।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি — সন্ধ্যায়, গরমে, অম্লে, মদে, জলস্পর্শে এবং ধোয়ার কাজ করলে। ভিজে পুলটিস ব্যবহারে বৃদ্ধি।

কমা — মুক্ত বাতাসে, বিশ্রামের সময়, ভিজে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায়।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ অ্যান্টিমোনিয়াম ক্লোরিডাম। বাটার অফ অ্যান্টিমোনি। (ক্যানসার রোগের একটি ঔষধ। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ধ্বংস হয়ে যায়। থেঁতলিয়ে যাওয়া চামড়া ঠাণ্ডা ও চটচটে। শরীরের শক্তি হীনতার ফলে প্রচণ্ড দুর্বলতা। শক্তি — ৩য় বিচূর্ণ।

অ্যান্টিমন আয়োডাইড (জরায়ুর রক্তাধিক্য, হিউমিড এ্যাজমা। নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিস, শরীরের শক্তি কমে যাওয়ায় ও ক্ষুধা কমে যাওয়া। হলুদবর্ণের চামড়া, ঘামযুক্ত, নিস্তেজ ও ঝিমুনি ভাব। সাব-অ্যাকিউট ও পুরাতন বুকের ঠাণ্ডা লাগা, যা মাথা থেকে নীচের দিকে নেমে শ্বাসনলীতে পৌঁছায়, শক্ত, খুকখুকে কাশি তৎসহ বুকের ভিতর সাঁই সাঁই শব্দ এবং শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে পারে না। বিশেষত বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিরা (ব্যাকমিস্টার। নিউমোনিয়া রোগ ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করলে, এই ঔষধ কাজ করে।

তুলনীয় — কারমেস মিনারেল স্টিবিয়েট সালফ্ রুব। (ব্রঙ্কাইটিস) এছাড়াও পালস, ইপিকাক, সালফার।

সদৃশ — সালফার।

দোষঘ্ন — হিপার।

শক্তি — ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

এন্টিমোনিয়াম সালফিউরেটাম অরেটাম

ANTIMONIUM SULPHURATUM AURATUM — গোল্ডেন সালফিউরেট অফ্ এন্টিমোনি

নানা প্রকার পুরাতন নাকের রোগ ও শ্বাসনলীর সর্দ্দিজ রোগে বহু ব্যবহৃত একটি বিশিষ্ট ঔষধ বিশেষ। ব্রণ। চোখের উপসর্গ ব্যতীত দৃষ্টি শক্তির স্বল্পতা।

নাক ও গলা — মুখ ধোবার সময় নাক দিয়ে রক্ত স্রাব। নাক ও গলা থেকে সর্দ্দি নিঃসরণের পরিমানের বৃদ্ধি। কর্কশ ভাব ও ছাল উঠে যাবার মত অনুভূতি। ঘ্রানশক্তি নষ্ট হওয়া। মুখের ভিতর মেট্যালিক বা ধাতু মুখে রাখার ন্যায় স্বাদ।

শ্বাস-প্রশ্বাস — কণ্ঠনলীর ভিতর সুড়সুড়ি। বায়ুনলীর ভিতর সর্দ্দি ক্ষরণের পরিমানের বৃদ্ধি ও বায়ুনলীর পূর্ণতাবোধ। কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, বায়ুনলীর ভিতর চাপবোধ তৎসহ সংকীর্ণতা বোধ। বায়ুনলী ও কণ্ঠনলীতে চটচটে শ্লেষ্মা। শুষ্ক, কঠিন কাশি। বামদিকের ফুসফুসের উপরের অংশে রক্তাধিক্য। শীতকালীন কাশি, রোগীর সর্বশরীরে টাটানির ন্যায় ব্যথা। নিউমোনিয়া, যখন ফুসফুসের যকৃৎবৎ অবস্থা দেখা দেয় এবং রেজ্যালূশন্ বা গলিত অবস্থা দেখা দেয় না, সেই সময় এই ঔষধ কার্যকরী হয়।

চামড়া — ব্রন (পুঁজযুক্ত জাতীয়)। হাতে ও পায়ে চুলকানি।

শক্তি -- দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বিচূর্ণ।

এন্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম

ANTIMONIUM TARTARICUM — টার্টার এমেটিক। টার্টারেট অফ এন্টিমোনি এণ্ড পটাশ

এই ঔষধের **বহু** লক্ষণ এন্টিমোনিয়াম ক্রুডামের ভিতরে আছে। কিন্তু এই ঔষধটির নিজের বহু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য পূর্ণ লক্ষণ আছে। লক্ষণের উপর নির্ভর করে রোগ চিকিৎসার সময়, এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, শ্বাসযন্ত্রের নানাপ্রকার রোগে ঔষধটি বিশেষভাবে কার্যকরী, **বুকের ভিতর ঘড়ঘড় শব্দ,** তৎসহ অতিসামান্য সর্দ্দি উঠা এই ঔষধের একটি পদনির্দেশক লক্ষণ বিশেষ। **প্রচণ্ড ঝিমুনি, দুর্বলতা ও ঘাম** এই তিনটি ঔষধটির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ, এবং যেখানেই ঔষধটি দেওয়া হয় প্রায় সব ক্ষেত্রেই লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে। মদ্যপ ও

গেঁটেবাত যুক্ত ব্যক্তির পাকাশয়িক গোলযোগ। **কলেরা মর্বাস**। রক্তবহানলীর ভিতর শীতল অনুভূতি। **জলের ভিতর থেকে কাজ করে এরূপ ব্যক্তিদের এক বিশেষ প্রকারের চর্মরোগ**। হোমিওপ্যাথিক তত্ত্বানুসারে যন্ত্রনাদায়ক প্রস্রাব, কষ্টকর প্রস্রাব, রক্তপ্রস্রাব, অ্যালবুমিন যুক্ত প্রস্রাব, মূত্রনলী ও মূত্রথলীর প্রদাহ, সরলান্ত্রে জ্বালাবোধ, রক্ত ও শ্লেষ্মাযুক্ত মল প্রভৃতি ক্ষেত্রে এন্টিমোনিয়াম টার্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। সমগ্র শরীরে কম্পন, প্রচণ্ড দুর্বলতা, ও মূর্চ্ছা। কোমরের বেদনা। শীতভাব, পেশীর বেদনা। লিঙ্গমুণ্ডের উপর আঁচিল।

মন এবং মাথা — পর্য্যায়ক্রমে মাথাঘোরা ও ঝিমুনি ভাব। প্রচণ্ড হতাশ বা মনমরা ভাব। একা থাকতে ভয় পায়। বিড়বিড় করে, ভুল বকে এবং হতচেতন ভাব। মাথাঘোরা তৎসহ নিস্তেজ ও মানসিক ভ্রান্তি। কপালের উপর বন্ধনী দিয়ে বাঁধা রয়েছে, এরূপ অনুভূতি। মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে ও কোটরগত। শিশুকে স্পর্শ করলেই ঘ্যানঘ্যান করে। বন্ধনী দ্বারা চাপা রয়েছে মাথা, এরূপ অনুভূতিযুক্ত মাথার যন্ত্রণা। (নাইট্রিক অ্যাসিড)।

জিহ্বা — জিহ্বা সাদা পুরু লেপ যুক্ত, লেইয়ের মত দেখতে, তৎসহ জিহ্বার কিনারা লাল। লাল এবং শুষ্ক, বিশেষতঃ জিহ্বার কেন্দ্রস্থল। বাদামী।

মুখমণ্ডল — **শীতল, লালচে, ফ্যাকাশে, ঠাণ্ডা ঘামে আবৃত। চিবুক ও নিম্নচোয়াল নিরন্তর নড়তে থাকে।** (জেলস্)।

পাকস্থলী — তরল বস্তু গিলতে কষ্ট হয়। ডানদিক ভিন্ন, যে কোন অবস্থানে বমি। **বমি-বমিভাব, ওআক তোলা, এবং বমি,** বিশেষতঃ খাবার পর। তৎসহ মৃতের ন্যায় আচ্ছন্নভাব এবং দুর্বলতা। **ঠাণ্ডা জলপানের পিপাসা, একটু একটু এবং বারে বারে এবং সাধারণতঃ আপেল, ফল এবং অম্লজাতীয় বস্তু খাবার ইচ্ছা।** বমি-বমি ভাব ভয়ের উদ্রেক করে, তৎসহ হৃদপিণ্ডস্থানে চাপবোধ, এরপর মাথার যন্ত্রণা তৎসহ হাইতোলা ও চোখ থেকে জল পড়া এবং বমি।

উদর — পেটের নিম্নাশে আক্ষেপিক বেদনা, প্রচুর বাতকর্ম। পেটে চাপ'বোধ, বিশেষতঃ সামনের দিকে ঝুঁকলে। কলেরা মর্বাস। উদ্ভেদ যুক্ত রোগে পাতলা পায়খানা।

প্রস্রাব — প্রস্রাবের সময় এবং প্রস্রাবের পরে মূত্রনলীতে জ্বালাকর বেদনা। শেষের কয়েক ফোঁটা প্রস্রাব রক্তযুক্ত তৎসহ প্রস্রাব থলিতে বেদনা। প্রস্রাবের রোগের বৃদ্ধি। মূত্রনলী ও প্রস্রাবথলির প্রদাহ। মূত্রনলীর ভিতরের অংশে সংকোচন বা ষ্ট্রিকচার। অণ্ডপ্রদাহ।

শ্বাস-প্রশ্বাস — স্বরভঙ্গ। **বুকের ভিতর সর্দ্দির প্রচণ্ড ঘড়ঘড়ে শব্দ, কিন্তু খুবই সামান্য পরিমানে উঠে।** বুকের ভিতর মখমলের মত কোমল ও নরম বলে মনে হয়। বুকের ভিতর জ্বালাকর অনুভূতি, যা গলা পর্যন্ত উঠে আসে। দ্রুত, কষ্টকর, ছোট ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস, মনে হয় যেন শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। উঠে বসতে বাধ্য হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের এম্ফাইসিমা। পর্য্যায়ক্রমে কাশি ও **হাইতোলা অথবা বড়ো করে মুখ হাঁ করে থাকা।** বায়ুনলীগুলি শ্লেষ্মাতে পূর্ণ থাকে। খাওয়ার পর কাশি বাড়ে, তৎসহ বুকে ও কণ্ঠনলীতে

বেদনা। ফুসফুসের শোথ এবং ফুসফুসের পক্ষাঘাত আসন্ন। তীব্র বুক ধড়ফড়ানি, তৎসহ অস্বস্তিকর গরম অনুভূতি। নাড়ী দ্রুত, দুর্বল ও কম্পমান। মাথাঘোরা, তৎসহ কাশি, শ্বাসকষ্ট ঢেকুর উঠলে কম পড়ে। কাশি এবং শ্বাসকষ্ট ডানদিক চেপে শুলে কম পড়ে — (ব্যাডিয়াগার বিপরীত)।

পিঠ — স্যাক্রো - লাম্বার স্থানে তীব্র যন্ত্রণা। নড়াচনার সামান্য চেষ্টায় বমি উঠে আসে এবং ঠাণ্ডা, চটচটে ঘাম। চঞ্চু অস্থি স্থানে বা কক্‌সিক্স স্থানে ভারী বোঝার মত অনুভূতি স্থানটি সর্বদা নীচের দিকে টেনে ধরে থাকে। পেশীর নর্তন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাঁপুনি।

চামড়া — পুঁজ যুক্ত উদ্ভেদ, শুকিয়ে গেলে উদ্ভেদ স্থানে নীলচে লাল রঙের দাগ থাকে। গুটি বসন্ত আঁচিল।

জ্বর — শীতলতা, কাঁপুনি এবং শীত শীত ভাব। প্রচণ্ড গরম, প্রচুর ঘাম। ঠাণ্ডা, চটচটে ঘাম তৎসহ প্রচণ্ড আচ্ছন্ন ভাব। সবিরাম জ্বর তৎসহ দুর্বলতা

ঘুম — সর্বদা ঝিমুনিভাব। ঘুম আসার পর বিদ্যুতের মত ঝাঁকুনির অনুভূতি। যে কোন প্রকার শারীরিক গোলযোগে ঘুমিয়ে পড়ার প্রবণতা যুক্ত।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি সন্ধ্যায়, রাত্রিতে শুয়ে পড়লে, গরমে, ভিজে স্যাঁতস্যেঁতে আবহাওয়ায়, যেকোন প্রকার অম্লজাতীয় বস্তুতে এবং দুধে।

উপশম — খাড়াভাবে বসে থাকলে, ঢেকুর উঠলে এবং শ্লেষ্মা উঠলে।

সম্বন্ধ — দোষঘ্ন - পালস্, সিপিয়া।

তুলনীয় — কেলি সাল্‌ফ, ইপিকাক।

শক্তি — ২য় এবং ৬ষ্ঠ বিচূর্ণ। নিম্নশক্তিতে কোন কোন সময় অবস্থার বৃদ্ধি ঘটায়।

এন্টিপাইরিন

ANTIPYRINE

ফেনাজোন আলকাতরা
থেকে উৎপন্ন বস্তু বিশেষ

যে সকল ঔষধ রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা বাড়িয়ে থাকে, এন্টিপাইরিন সেইগুলির মধ্যে একটি, অনেকটা আর্‌গোটিন, স্যালিসাইলেটস্ এবং টিউবারকিউলিনের সদৃশ। মূলতঃ ভেসো-মোটর সেন্সারের উপর কাজ করে, চামড়ায় থাকা কৈশিক শিরাগুলির প্রসারণ ঘটায় এবং এর ফলে চামড়ার উপর উজ্জ্বল লাল রঙের ছোপ ও ফোলা অংশ দেখা যায়। অধিক মাত্রায় এই ঔষধ প্রচুর ঘাম, মাথাঘোরা, চামড়ার উপর নীলচে আভা এবং নিদ্রালুতা এবং প্রস্রাবে অ্যালবুমিন ও রক্ত উৎপন্ন করে থাকে। নানাপ্রকার তরুণ আমবাত।

মন — পাগল হয়ে যাবে বলে আতঙ্ক, স্নায়বিক আতঙ্ক, দৃষ্টি ও শ্রবণ সম্বন্ধীয় বিভ্রান্তি।

মাথা — দপ্‌দপ্ কর মাথার যন্ত্রণা, সংকোচনের অনুভূতি। উত্তাপের হল্কা। কানের নীচের অংশের মাথায় যন্ত্রণা তৎসহ কানের বেদনা।

চোখ — চোঁখের পাতাগুলি ফোলা ফোলা। কন্‌জাংটিভা লালচে ও শোথযুক্ত, তৎসহ অশ্রুস্রাব। লাল দাগসমূহ। (এপিস)।

কান — কানে যন্ত্রণা ও কানের ভিতর জল ঢোকার ন্যায় অবস্থা। কানের ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দ হওয়া।

মুখমণ্ডল — শোথ ও ফোলা ফোলা ভাব যুক্ত। লাল ও ফোলা।

মুখগহ্বর — ঠোঁটগুলি ফোলা। মুখের ভিতর ও মাড়ীতে জ্বালা জিহ্বা ও ঠোঁতে ক্ষত। ছোট ছোট ও বড়ো বড়ো ফোস্কা। গালের ভিতর ছোট পিণ্ড। জিহ্বা ফোলা। লালা রক্তযুক্ত। নিম্ন চোয়াল বরাবর দাঁতের যন্ত্রণা।

গলা — ঢোক গেলার সময় বেদনা। দুর্গন্ধ পুঁজ নির্গমন। ফোড়া, সাদা কৃত্রিম পর্দাযুক্ত। জ্বালাকর অনুভূতি।

পাকস্থলী — বমি ও বমি বমি ভাব, জ্বালা ও যন্ত্রণা।

প্রস্রাব — পরিমান কমে যায়। লিঙ্গ কালোবর্ণের।

স্ত্রীরোগ — যোনির চুলকানি ও জ্বালা। ধাতুস্রাব অবরুদ্ধ। জলের মত পাতলা প্রদর স্রাব।

শ্বাস-প্রশ্বাস — তরল সর্দ্দি। নাকের শ্লেষ্মাঝিল্লী ফুলে ওঠে। কপাল অংশে থাকা সাইনাসে অস্বস্তিকর বেদনা। স্বরভঙ্গ। বুকের ভিতর ভারবোধ ও শ্বাসকষ্ট। ছন্দ-বদ্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস।

হৃদ্‌পিণ্ড — মূর্চ্ছভাব, তৎসহ হৃদ্‌পিণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে এরূপ অনুভূতি। সমগ্র শরীরে দপ্‌দপ্ কর অনুভূতি। নাড়ী দ্রুত, দুর্বল ও অনিয়মিত।

স্নায়ু — মৃগীরোগীর মত আক্ষেপ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মোচড়ানি। কাঁপুনি ও খিলধরা। সুড়সুড় করে ও আড়ষ্ট বলে মনে হয়। সার্বিক দুর্বলতা।

চামড়া — লাল রঙের আমবাতের ন্যায় উদ্ভেদ, একজিমা ছোট ছোট ফুসকুড়ি। তীব্র চুলকানি, আমবাত, হঠাৎ দেখা দেয় এবং হঠাৎ করে চলে যায়। তৎসহ শরীরের ভিতর শীতবোধ। অ্যান্‌জিয়োনিউরোটিক ঈডিমা। লিঙ্গের উপর কালো রঙের উদ্ভেদ, কোন কোন সময় শোথযুক্ত হয়।

শক্তি — ২য় ডেসি... শক্তি।

এপিস মেলিফিকা

APIS MELLIFICA **মধু মক্ষিকা**

কৈশিক ঝিল্লীর উপর কাজ করে এবং এর ফলে চামড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর শোথ দেখা দেয়।

মৌমাছির হুল ফোটানোর ফলে যে সকল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পায় তাই দেখে আমরা ঔষধটিকে নানা প্রকার রোগে প্রয়োগ করতে পারি। শরীরের নানা অংশের ফোলাভাব, শোথ, লাল গোলাপী রঙের আভা, হুলফোটানোর মত যন্ত্রণা, স্পর্শসহিষ্ণুতা, উত্তাপ অসহ্য এবং সামান্য স্পর্শ সহ্য হয় না এবং বিকালের দিকে লক্ষণের বৃদ্ধি, এই কয়টি ঔষধ নির্বাচনের পথপ্রদর্শক লক্ষণ বিশেষ। হরিসিপেলাসের মত প্রদাহ, শোথযুক্ত এবং সর্বাঙ্গের শোথ, বৃক্ক ও অন্যান্য গ্রন্থিসকলের তরুণ প্রদাহ। এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থায় এপিস উপযুক্ত। এপিস মূলতঃ শরীরের বাইরের অংশে কাজ করে। চামড়া, শরীরের ভিতরে থাকা যন্ত্রের আবরণ, শ্লেষ্মা ঝিল্লীসকল। এপিস মস্তিষ্ক, হৃদ্‌পিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতির আবরনীর প্রদাহ ও রস সঞ্চয় অবস্থা তৈরী করে। তীব্র স্পর্শকাতরতা এবং স্পর্শভাবে সার্বিক ক্ষততাবোধ দেখা যায়। সংকোচনের অনুভূতি। আড়ষ্টতার অনুভূতি এবং মনে হয় শরীরের ভিতর কোন কিছু টানার ফলে ছিঁড়ে যাচ্ছে মারাত্মক দুর্বলতা।

মন — বিরক্তি, উদাসীনতা এবং অচৈতন্যভাব। আনাড়ি, জবুথবু, হাত থেকে জিনিষপত্র সহজেই পড়ে যায়। অচৈতন্য অবস্থা, তৎসহ হঠাৎ করে তীব্র চিৎকার ও চমকিয়ে ওঠা। পর্যায়ক্রমে অচৈতন্য অবস্থা এবং যৌন সংক্রান্ত উন্মাদনা। মরে যাবে এরূপ অনুভূতি। অমনোযোগী, পরিষ্কার করে কোন কিছু চিন্তা করতে পারে না। ঈর্ষাপরায়ণ, চঞ্চল, সন্তুষ্ট করা ভারী মুশকিল। হঠাৎ হঠাৎ করে কান ফেটে যাবার মত তীব্র চিৎকার। ঘ্যানঘ্যান করে। সর্বদা কাঁদে। ঈর্ষাযুক্ত, ভীতি, রাগ, বিরক্তি ও মানসিক কষ্ট। পড়ার সময় কিছুতেই একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করতে পারে না।

মাথা — সমগ্র মস্তিষ্ক খুবই ক্লান্ত বলে মনে হয়। মাথা ঘোরা তৎসহ হাঁচি, শুয়ে থাকলে এবং চোখ বন্ধ করলে বৃদ্ধি। উত্তাপ, দপ্‌দপ্ কর, ফুলে উঠছে এরূপ অনুভূতি যুক্ত বেদনা, চাপে উপশম এবং নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। হঠাৎ করে ছুরি মারার মত বেদনা। মাথার পিছনের অংশে সামান্য ভারীবোধ, যেন কেউ ঐ অংশে আগে ঘুঁষি মেরেছিল এরূপ অনুভূতি, এই অনুভূতি ঘাড় পর্যন্ত প্রসারিত হয় (চাপে উপশম), তৎসহ যৌন উত্তেজনা। বালিশের উপর মাথা দিয়ে চাপ দেয় এবং তীব্র চিৎকার করে ওঠে।

চোখ — চোখের পাতাগুলি স্ফীত, লালচে, শোথযুক্ত, ভিতরের দিকে ঢোকামত, প্রদাহিত, জ্বালা করে ও হুল ফোটানোর মত বেদনা। কন্‌জাংটিভা উজ্জ্বল লাল এবং ফোলা। চোখের জল গরম। আলোকাতঙ্ক। হঠাৎ করে খোঁচা মারার মত যন্ত্রণা। চক্ষু কোটরের চারিপাশে যন্ত্রণা। শ্লেষ্মাযুক্ত রসক্ষরণ, শোথ এবং তীব্র যন্ত্রণা। চোখের পুঁজযুক্ত

প্রদাহ। কর্নিয়ার প্রদাহ, তৎসহ কন্‌জাংটিভার মারাত্মক শোথযুক্ত অবস্থা। পুঁজযুক্ত প্রদাহের পর, কর্নিয়ার স্ট্যাফাইলোম্যা। আঞ্জনি, এই ঔষধ ব্যবহারে আঞ্জনির পূনঃ সৃষ্টি বন্ধ হয়।

কান — বহিঃকর্ণ লাল, প্রদাহিত ও টাটানি ব্যথাযুক্ত, হুল ফোটানোর মত যন্ত্রণা।

নাক — নাকের অগ্রভাগ শীতল, লাল ফোলা, প্রদাহিত তৎসহ তীব্র যন্ত্রণা।

মুখমণ্ডল — স্ফীত, লালচে, তৎসহ খোঁচা মারার মত বেদনা। মোমের মত ফ্যাকাশে, শোথযুক্ত। ইরিসিপেলাস তৎসহ হুল ফোটানোর মত যন্ত্রণা, জ্বালা এবং শোথযুক্ত। ডানদিক থেকে বামদিক পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

মুখগহ্বর — জিহ্বা আগুনের মত উজ্জ্বল লাল, স্ফীত, টাটানি ব্যাথা যুক্ত এবং কাঁচাভাব, তৎসহ ফোস্কার মত উদ্ভেদ। মুখ গহ্বরেব ভিতর ও গলায় ঝলসে যাবার মত অনুভূতি। জিহ্বাতে ঝলসে যাবার মত অনুভূতি, লালচে, উষ্ণ এবং কম্পমান। মাড়ী ফোলা। ঠোঁট দুটি ফোলা, বিশেষতঃ উপরের ঠোঁটটি। মুখগহ্বরের ভিতর এবং গলার ভিতরের শ্লৈষ্মিক ঝিলিলি চক্‌চকে। লাল, **উজ্জ্বল, ও ফোলা**। অনেকটা ইরিসিপেলাসের মত। **জিহ্বায়** ক্যানসার বা কর্কট রোগ।

গলা — সঙ্কুচিত, হুল ফোটানোর মত যন্ত্রণা। **আলজিহ্বা ফোলা**, থলির মত। গলার ভিতরে এবং বাইরে উভয় দিকেই ফোলা, **টনসিল দুটি স্ফীত, আগুনের মত লাল বর্ণযুক্ত**। টনসিলের ক্ষত। টনসিলের চারিপাশের কিনারা আগুনের মত লাল। গলায় মাছের কাঁটা বিঁধে রয়েছে, এরূপ অনুভূতি।

পাকস্থলী — টাটিয়ে থাকার মত অনুভূতি। **তৃষ্ণাহীণ**। ভুক্ত খাদ্যবস্তুর বমি। **দুধ পানের প্রবল ইচ্ছা। (রাস)।**

উদর — টাটানি; থ্যেঁতলিয়ে যাওয়ার মত ব্যথা, চাপ দিলে, হাঁচিবার সময়। পেটের নিম্নাংশ **অত্যন্ত স্পর্শকাতর**। উদরী। পেরিটোনাইটিস। ডানদিকের কুঁচকির স্থানে ফোলা।

মল — প্রতিবার নড়াচড়ার সময় অনৈচ্ছিকভাবে মল বেরিয়ে পড়ে। **গুহ্যদ্বার হাঁ হয়ে আছে বলে মনে হয়**। রক্তযুক্ত মল, যন্ত্রণাহীণ। গুহ্যদ্বার হেজে হাওয়ার মত মনে হয়। প্রসবের পর অর্শ, তৎসহ হুল ফোটানোর মত বেদনা। উদরাময়, জলের মত, হলুদ বর্ণের মল, **শিশুদের কলেরার মত উদরাময়**। কিছুতেই মল নির্গত না হয়ে প্রস্রাব হয় না। কালো, দুর্গন্ধযুক্ত, খাবার পর বৃদ্ধি। কোষ্ঠকাঠিণ্য, মনে হয় জোরে কোঁথ দিলে পেটের ভিতর কিছু ভেঙে যাবে।

প্রস্রাব — জ্বালা এবং টাটানি প্রস্রাবের সময়। অবরুদ্ধ, ময়লায় পরিপূর্ণ। বারে বারে প্রস্রাবের বেগ, অসাড়ে প্রস্রাব, হুল ফোটানোর মত বেদনা এবং কষ্টকর প্রস্রাব। **প্রস্রাব অল্প, এবং গাঢ় রক্তযুক্ত**। অনিচ্ছায় প্রস্রাব। শেষের কয়েক ফোঁটা প্রস্রাব নির্গমনের সময় **জ্বালা এবং তীব্র যন্ত্রণা**।

স্ত্রীরোগ — ভগৌষ্ঠ শোথযুক্ত, ঠাণ্ডা জলের প্রলেপে আরাম। টাটানি ও হুলফোটানোর মত বেদনা, ডিম্বাশয়ের প্রদাহ, **ডানদিকের ডিম্বাশয়** বেশি আক্রান্ত হয়। মাসিক ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ তৎসহ মস্তিষ্ক ও মাথার লক্ষণ প্রকাশ পায়, বিশেষতঃ কম বয়সী মেয়েদের।

যন্ত্রনাদায়ক ঋতুস্রাব, তৎসহ ডিম্বাশয়ে মারাত্মক বেদনা। অতিমাত্রায় ধাতুস্রাব, তৎসহ পেটের ভিতর ভারবোধ, মূর্চ্ছা, হুলফোটানোর মত বেদনা। কষে আছে এই জাতীয় অনুভূতি। পেটের ভিতর থেকে নীচের দিকে কিছু থেলে বেরিয়ে আসার মত অনুভূতি, যেন ধাতুস্রাব দেখা দেবে এরূপ অনুভূতি। ডিম্বাশয়ের অর্বুদ, জরায়ুর প্রদাহ তৎসহ হুল ফোটানোর মত যন্ত্রণা। পেটের উপর ও জরায়ু স্থানে হাত দিয়ে চাপ দিলে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করে।

শ্বাস-প্রশ্বাস — স্বরভঙ্গ, **শ্বাসকষ্ট**, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত এবং কষ্টকর। কণ্ঠনলীর শোথ রোগী মনে করে যে কিছু আর একটি শ্বাস নিতে পারবে না। শ্বাসরোধকর অবস্থা। অল্পসময় স্থায়ী, শুষ্ক কাশি। ফুসফুসের শোথ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — শোথ যুক্ত। আঙ্গুল হাড়ার প্রাথমিক দশা। হাঁটু স্ফীত, চক্‌চকে, স্পর্শকাতর, টাটানি, তৎসহ হুল ফোটানোর মত বেদনা। পায়ের পাতা স্ফীত এবং আড়ষ্ট। পাগুলি বড়ো হয়ে যাওয়ার মত অনুভূতি। পিঠে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাতজনিত বেদনা। আক্রান্ত অংশ ক্লান্ত, থেঁৎলিয়ে যাওয়ার মত অনুভূতি। হাত এবং হাতের আঙ্গুলের ডগাগুলি আড়ষ্ট। আমবাত, তৎসহ তীব্র চুলকানি। শোথযুক্ত স্ফীতি।

চামড়া — কামড়ের পর স্ফীতি, টাটানি, স্পর্শ সহিষ্ণু। হুলফোটানোর মত বেদনা। হরিসিপেলাস, তৎসহ স্পর্শ সহিষ্ণুতা ও স্ফীতি, গোলাপি আভাযুক্ত। কার্বাঙ্কল, তৎসহ জ্বালাকর, হুল ফোটানোর মত যন্ত্রণা। (আর্ম অ্যাথ্রাক্‌সিন) হঠাৎ করে সমগ্র শরীরটা ফুলে উঠে।

ঘুম — ভীষন **ঝিমুনিভাব**। ঘুমের সময় ভাবনা ও পরিশ্রমের স্বপ্ন দেখে। **ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে এবং হঠাৎ করে চমকিয়ে উঠে।**

জ্বর — বিকালের দিকে শীতবোধ, তৎসহ পিপাসা। নড়াচড়ায় এবং গরমে বৃদ্ধি। বাহ্যিক উত্তাপ, তৎসহ **দমবন্ধহবার মত অনুভূতি। ঘাম অল্প, তৎসহ ঘুমঘুম ভাব**। খুব তাড়াতাড়ি তা শুকিয়ে যায়। জ্বরের পর **ঘুম** আসে। ঘামের পর আমবাত। তৎসহ কাঁপুনি।

কমা-বাড়া — **বৃদ্ধি** — যেকোন প্রকার গরমে, চাপে, বিকালের শেষদিকে, ঘুমের পর, বদ্ধ ও উষ্ণ ঘরে। ডানদিক।

উপশম — মুক্ত বাতাসে, গায়ের চাপা খুলে দিলে, এবং ঠাণ্ডা জলে স্নানে।

সম্বন্ধ — অনুপূরক **নেট্রাম মিউর**। এটি এপিসের ক্যানিক বা পুরাতন অবস্থা, যেক্ষেত্রে লসিকাগ্রন্থি আক্রান্ত হয় সেখানে **ব্যারাইটা কার্ব** অনুপূরক। শত্রুভাবাপন্ন — রাসটক্স।

তুলনীয় — **ওপিয়াম ভাইরাস, জিঙ্ক, ক্যান্থারিস, ভেস্পা, ল্যাকেসিস**।

শক্তি — মূল অরিষ্ট থেকে ৩০ শক্তি। শোথযুক্ত অবস্থায় নিম্নশক্তি ভালো কাজ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে ধীরে কাজ করে। এই কারণে বেশ কিছুদিন থাকার পর ঔষধটি কাজ ধরতে শুরু করে এবং তখন প্রস্রাবের পরিমান বেড়ে থাকে। এপিয়াম ভাইরাস, ৬ষ্ঠ বিচূর্ণ।

এপিয়াম গ্র্যাভিওলেন্স

APIUM GRAVEOLENS **কমন সেলেরী**

এই ঔষধটির ভিতর এক প্রকার নিদ্রাকারক সক্রিয় বস্তু আছে। মারাত্মক ধরনের মূত্ররোধ, দপ্‌দপ্‌কর মাথার যন্ত্রণা এবং গলা-বুক জ্বালা। খুব পরিষ্কারভাবে এই ঔষধ উৎপন্ন করে থাকে। গলায়, মুখমণ্ডল এবং হাতের স্ফীতি। স্যাক্র্যাম ও ঘাড়ের পেশীতে বাত জনিত বেদনা। বর্দ্ধনশীল বেদনা। আপেল খাবার জন্য ক্ষুধার্ত। যন্ত্রনাদায়ক ঋতুস্রাব, তৎসহ তীব্র, অল্পকাল স্থাযী যন্ত্রণা, পা ভাঁজ করলে উপশম হয়।

মাথা — অবসাদ, শ্রমশীল, চঞ্চল অনুভূতি, চিন্তার জন্য কিছুতেই ঘুম আসে না। মাথার যন্ত্রণা, খাবার পর উপশম। চোখ কোটরগত বলে মনে হয়। চোখের ভিতর চুলকানি। বামদিকের চোখের ভিতরের কোনে চুলকানি ও জ্বালাকর বেদনা।

উদর — টাটানি, তীব্র, খোঁচা মারার মত বেদনা, যেন মল বেরিয়ে পড়বে এরূপ অনুভূতি, উদরাময়, বামদিকের পেটের নিম্নাংশে তীব্র বেদনা, যা ডানদিকে প্রসারিত হয়। বেদনা সঙ্গে বমি বমিভাবের বৃদ্ধি।

স্ত্রীরোগ — উভয়দিকের ডিম্বাশয় স্থানে তীব্র খোঁচামারার মত যন্ত্রণা, কেবলমাত্র বামদিকেও হয়। সামনের দিকে ঝুঁকলে, বামদিক চেপে পা দুটি ভাঁজ করে শুলে উপশম, স্তনের বোঁটা স্পর্শকাতর।

শ্বাস-প্রশ্বাস — গলার ভিতর সুড়সুড়, শুষ্ক কাশি। বুক্কাস্থি স্থানে তীব্র সঙ্কোচন অনুভূতি, তৎসহ শোয়া অবস্থায় পিঠের ভিতর দিয়ে টানভাব। গলায় স্ফীতি, শ্বাসকষ্ট।

চামড়া — চুলকানি যুক্ত উদ্ভেদ, জ্বালা সুড়কুড় করে। দানাদার ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রসক্ষরণ। আমবাত সহ কম্পন।

ঘুম — অতৃপ্তিকর, নিদ্রাহীনতা। রাত্রি ১টা থেকে ৩টার মধ্যে ঘুম ভেঙে যায়। আহার করার পরেও ঘুম আসে না। ঘুম না হওয়ার জন্য ক্লান্তি ভাব দেখা দেয় না।

শক্তি — ১ম থেকে ৩০ শক্তি।

এপোসাইনাম এন্ড্রোসিমিফোলিয়াম

APOCYNUM ANROSAEMIFOLIUM **ডগ্‌বেন**

এই ঔষধের বাতজনিত লক্ষণগুলি ফলদায়ক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। এই ঔষধের বেদনা সঞ্চরণশীল প্রজাতির, তৎসহ তীব্র আড়ষ্টভাব ও টেনে ধরা থাকে। সকল বস্তুর ঘ্রান এবং স্বাদ মধুর মত লাগে। ক্রিমি। কম্পন ও দুর্বলতা। ফুলে যাবার মত অনুভূতি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — শরীরের সমস্ত সন্ধিস্থানে যন্ত্রণা। পায়ের আঙ্গুলে ও পায়ের তলায় বেদনা। হাত ও প্যায়ের পাতার স্ফীতি। প্রচুর ঘাম, তৎসহ পায়ের তলায় প্রচণ্ড গরম। পায়ের তলায় সুড়সুড় কর বেদনা। পায়ের তীব্র উত্তাপ। (সালফ)

শক্তি — অরিষ্ট ও ১ম শক্তি।

এপোসাইনাম ক্যান্নাবিনাম

APOCYNUM CANNABINUM ইন্ডিয়ান হেম্প

এই ঔষধটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ɪ সেরাসঝিল্লী থেকে বেশি মাত্রায় রস ক্ষরণ করে এবং কৈশিক ঝিল্লীর উপর কাজ করে শোথ এবং সর্বাঙ্গ শোথ ও চামড়ার উপর কাজ করে প্রচুর ঘাম উৎপন্ন করে। তরুন মস্তক শোথ। এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ হল, নাড়ী স্পন্দনের দ্রুততা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সকল প্রকার শোথাবস্থা, উদরী, সর্বাঙ্গীন শো:, বক্ষশোথ এবং প্রস্রাবের গোলযোগ, বিশেষতঃ অবরুদ্ধ মূত্র ও কষ্টকর প্রস্রাবের ক্ষেত্রে আমাদের শাস্ত্রে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য ঔষধগুলির মধ্যে, এই ঔষধটি অন্যতম একটি। ব্রাইট্‌স্‌ডিজিজের ক্ষেত্রে যে সকল পরিপাক সংক্রান্ত উপসর্গ দেখা দেয়। তৎসহ বমি বমিভাব, বমি নিদ্রালুতা, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধটি প্রায়ই কাজে ব্যবহার হয়। এই ঔষধের শোথের বৈশিষ্ট্য হল, প্রচুর পিপাসা এবং পাকাশয়িক গোলযোগ। হৃদ্‌পিণ্ডের অনিয়মিত ক্রিয়া। **মাইট্র্যাল ও ট্রাইকাসপিড রিগারজিটেশন।** মদ খাওয়ার ফলে তরুণ **বিষক্রিয়া।** শরীরের সকল স্ফিংটারের শিথিলতা।

মন — উদভ্রান্ত বিষন্ন।

নাক — একসঙ্গে অনেক সময় ধরে হাঁচি। শিশুদের নাক বন্ধ হওয়া। (স্যাম্বুকাস)। পুরাতন নাকের সর্দ্দিজ রোগ তৎসহ নাক বন্ধ হওয়া এবং দূর্বল স্মৃতিশক্তি। অস্বস্থিকর মাথার যন্ত্রণা। খুব সহজেই ঠাণ্ডা লাগে, নাসারন্ধ্রে রক্তাধিক্য এবং খুব সহজেই নাক বন্ধ হয়ে যায়।

পাকস্থলী — বমি বমি ভাব তৎসহ নিদ্রালুতা। হাঁটাচলা করার সময় পিপাসা। **অত্যধিক বমি।** খাবার বা জল খাওয়া মাত্র বমি। পেটের ভিতর অস্বস্তি, ভারবোধ, অসুস্থ বোধ হয়। বুকে ও পেটের উপর অংশে ভারীবোধ, এর ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে কষ্ট হয়। (নোবেলিয়া)। পাকস্থলীর ভিতর খালি খালি মনে হয়। পেট বায়ুতে পূর্ণ। উদরী।

মল — জলের মত, মলত্যাগের সময় বায়ু নির্গমন, তৎসহ গুহ্যদ্বারে টাটানি, খাবার পর বৃদ্ধি। মনে হয় গুহ্যদ্বার হাঁ হয়ে রয়েছে এবং মল সরাসরি বার হয়ে গেছে।

প্রস্রাব — প্রস্রাব থলি অত্যন্ত প্রসারিত। ঘোলাটে, উত্তপ্ত প্রস্রাব, তৎসহ গাঢ় শ্লেষ্মাযুক্ত এবং প্রস্রাবনলীতে জ্বলন হয়ে থাকে প্রস্রাবের পরে। প্রস্রাব বার করার জন্য খুবই সামান্য শক্তি থাকে। ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব হয়। কষ্টকর প্রস্রাব। **বৃক্কের শোথ।**

স্ত্রীরোগ — রজঃ লোপ, তৎসহ শরীর ফুলে যায়, প্রচুর রজঃস্রাব তৎসহ বমি বমি ভাব, মূৰ্চ্ছা, জীবনীশক্তির পতনাবস্থা। রজঃনিবৃত্তি কালে রক্তস্রাব। রক্ত বড়ো বড়ো জমাট বেঁধে বেরিয়ে আসে।

শ্বাস-প্রশ্বাস — অল্প সময় ধরে, শুষ্ক কাশি। **ছোট ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস এবং সন্তোষভাব** আসে না। দীর্ঘশ্বাস। পেটের উপরের অংশে ও বুকে চাপবোধ।

হৃদ্‌পিণ্ড — ট্রাইকাস্‌পিড রিগারজিটেশন, দ্রুত এবং ক্ষীণ, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, রক্ত চাপ কমে যায়। ঘাড়ের কাছের শিরার স্পন্দন, সর্বাঙ্গীন লালবর্ণ এবং সর্বাঙ্গীন শোথ।

ঘুম — ঘুমের ভিতর অত্যধিক অস্থিরতা এবং সামান্য ঘুম হয়।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, ঠাণ্ডা পানীয়ে, খালি গায়ে থাকে।

সম্বন্ধ — এপোসাইনাসের, সক্রিয় বস্তুটি হল সাইম্যারিন, যা নাড়ীর স্পন্দন কমিয়ে থাকে এবং রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। ষ্ট্র ফ্যানথাস্ (হৃদ্‌পিণ্ডের মারাত্মক পতনাবস্থা এবং তৎসহ তীব্র প্রজাতির পাকাশয়িক গোলযোগ, শোথ)। এর‍্যালিয়া হিস্‌পিডা — একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্রাবকারক ঔষধ। শরীরের কোন গহ্বর স্থানের শোথের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। এই জাতীয় শোথ মূলতঃ যকৃতে অথবা বৃক্ক যেকোন কারণেই হোক তৎসহ কোষ্ঠকাঠিণ্য। প্রস্রাবরে গোলযোগ, বিশেষতঃ শোথের ক্ষেত্রে। এপিস, আর্সেনিক, ডিজিট্যালিস, হেলেবোরাস।

শক্তি — অরিষ্ট (১০ ফোঁটা দিনে তিন বার) এবং মদ খাবার পর তরুন বিষক্রিয়ায় ১ ড্রাম সিদ্ধ করা সার বস্তু চার আউন্স জলের সঙ্গে।

এপোমর্ফিয়া

APOMORPHIA — **মর্ফিন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে পচিয়ে এবং ঐ পচন বিশ্লেষন করে প্রাপ্ত উপক্ষার বিশেষ**

এই ঔষধের প্রধান কার্যকরী শক্তি হল দ্রুত এবং সুনিশ্চিতি বমি উৎপন্ন করা, এই ঔষধটি হোমিওপ্যাথিক তত্ত্বানুসারে প্রয়োগের পথ প্রদর্শকরূপী লক্ষণ বিশেষ। বমির আগে বমি বমি ভাব, অবসন্নতা এবং প্রচুর পরিমানে ঘাম, লালাস্রাব, শ্লেষ্মাস্রাব ও অশ্রুস্রাব দেখা দেয়। নিউমোনিয়া তৎসহ বমি। **মদ খাওয়ার ফলে বিষক্রিয়া** তৎসহ একটানা বমি বমি ভাব, কোষ্ঠকাঠিণ্য ও অনিদ্রা।

মাথা ও পাকস্থলী — মাথাঘোরা। চোখের তারা প্রসারিত। **বমি বমি ভাব এবং বমি।** বমি করার তীব্র ইচ্ছা। সমগ্র শরীরের গরম অনুভূতি, বিশেষতঃ মাথায়। ব্যর্থ ওয়াক তোলা এবং মাথার যন্ত্রণা, গলা বুক জ্বালা। ঘাড়ের দুটি পাখার মধ্যবর্তী স্থানে যন্ত্রণা। প্রতিবর্তক্রিয়ার ফলে বমি গর্ভাবস্থা। **সামুদ্রিক বমন।**

অ-হোমিওপ্যাথিক ব্যবহার — এক গ্রেনের ষোল ভাগের এক ভাগ হাইপোডামিক ইন্‌জেক্‌শন্ দেওয়া হলে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি পাঁচ থেকে পনের মিনিটের ভিতর বমি করে এবং দৃশ্যতঃ আর কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। ওপিয়াম বা আফিং এর বিষক্রিয়ায় কিছুতেই ব্যবহার করা উচিত নয়। **অ্যাপোমর্ফিয়া** এক গ্রেনের ত্রিশ ভাগের একভাগ বা আরো কম চামড়ার ইন্‌জেকশন্ করা হলে নিরাপদে ও নিঃসন্দেহে নিদ্রাকারক হিসাবে কাজ করে। প্রলাপ বকার সময়েও ভালো কাজ করে। ব্যবহারের আধ ঘন্টার মধ্যে ঘুম চলে আসে।

শক্তি — ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

অ্যাকুইলেজিয়া

AQUILEGIA কালাম্বাইন

হিস্টিরিয়ার একটি ঔষধ বিশেষ। গ্লোবাস এবং ক্ল্যাভাস হিস্টিরিকাস রোগ। রজঃ লোপকালীণ অবস্থার স্ত্রীলোক, তৎসহ সবুজ বমি, বিশেষতঃ সকালের দিকে। অনিদ্রা। শরীরের স্নায়বিক কম্পন, আলো এবং শব্দে কাতর। অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকের যন্ত্রনাদায়ক ঋতুস্রাব।

স্ত্রীরোগ — ঋতুস্রাব অল্প, তৎসহ অস্বস্তি, যন্ত্রনাদায়ক, রাত্রে ডানদিকের কোমরে বর্ধনশীল চাপ।

শক্তি — ১ম শক্তি।

এরাগ্যলাস ল্যাম্বার্টি

ARAGALLUS LAMBERTI হোয়াইট লোকো উয়িড - র‍্যাট্‌ল উয়িড

মূলতঃ স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে, উৎপন্ন করে এক উদভ্রান্ত ও হতভম্ব ভাব। লক্ষণের অসমঞ্জস এবং পক্ষাঘাত। লোকোমোটর অ্যাটাক্সিয়া। সকালে ক্লান্তি ভাব।

মন — প্রচণ্ড অবসাদ, সকালে অথবা সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। কিছুতেই পড়াশুনা করতে পারে না। ক্রুদ্ধ, খিট্‌খিটে, অস্থির প্রকৃতির। উদ্‌ভ্রান্ত। মানসিক উদাসীনতা এবং বিভ্রান্তি। এক থাকতে ইচ্ছা। কিছুতে মনোনিবেশ করতে কষ্ট, অন্যমনস্ক। উচ্চাশার অভাব। লেখার সময় সঠিকভাবে মনের ভাব প্রকাশ পায় না। অস্থিরতা এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে চলাফেরা। চলাফেরার সময় সে তার মনকে কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হয়।

মাথা — একটি বস্তুকে দুটি দেখে। চোখের ভিতর জ্বালা। নিচের ঠোঁট ফাটা।

গলা — যন্ত্রণা। গলা ভর্ত্তি হয়ে থাকার অনুভূতি। টাটানি, তৎসহ বমি বমি ভাব। গলবিল, কালোবর্ণের, স্ফীত এবং চক্‌চকে।

শ্বাস-প্রশ্বাস — বুকের উপর ভারবোধ। কোন চওড়া বন্ধনী দ্বারা বাঁধা আছে, এইজাতীয় অনুভূতি। বুকাস্থির নীচে, বুকের ভিতর টাটানি ব্যথা। বুকে ভারবোধ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা। বামদিকের সায়্যাটিক নার্ভের যন্ত্রণা। হাটার সময় পায়ের সামনের অংশের পেশীর খিলধরা।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — অ্যাষ্ট্রাগ্যালাস ও অক্সিট্রোপিস, লোকো উয়িডের দুটি প্রজাতি, এছাড়াও। ব্যারাইটা।

শক্তি — ৬ষ্ঠ এবং ২০০ শক্তি।

এরালিয়া রেসিমোসা

ARALIA RACEMOSA

আমেরিকান স্পাইকনার্ড

এটি হাঁপানীর একটি ঔষধ বিশেষ, তৎসহ কাশি শুয়ে পড়লে বৃদ্ধি পায়। ঘুমের সময় ঘামে স্নান করে যায়। সামান্য বাতাস সহ্য হয় না। উদরাময়, সরলান্ত্রের নির্গমণ। সরলান্ত্রের বেদনা, উপরের দিকে প্রসারিত হয় যে দিকে ফিরে শুয়ে থাকে সেই দিকে যন্ত্রনা বৃদ্ধি পায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস — প্রথম ঘুমের পর শুষ্ক কাশি প্রকাশ পায়, মোটামুটি মধ্যরাত্রে। **হাঁপানী রাত্রিতে শুয়ে পড়ার পর** তৎসহ আক্ষেপিক কাশি, প্রথম ঘুমের পর বৃদ্ধি, তৎসহ গলার ভিতর সুড়সুড় করে। বুকের ভিতর সঙ্কোচন। **মনে হয় গলার ভিতর কোন বস্তু আটকিয়ে আছে।** বসন্তকালে শ্বাসরুদ্ধ ভাব বেশি দেখা দেয়। হে-ফিভার, **বারে বারে হাঁচি।** বুকাস্থির পিছনের অংশে হাজাকর ও জ্বালা অনুভূত হয়।

খুব সামান্য বায়ুপ্রবাহে হাঁচি দেখা দেয়, তৎসহ **প্রচুর জলের মত, হাজাকর, নাসিকা স্রাব, এর স্বাদ লবনাক্ত ঝাঁঝাল।**

স্ত্রীরোগ — ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ, দুর্গন্ধযুক্ত প্রদরস্রাব। ঝাঁঝাল, তৎসহ নীচের অংশে ঠেলে আসার মত বেদনা। প্রসবান্তিক স্রাব অবরুদ্ধ, তৎসহ কানের ভিতরের পর্দার প্রদাহ বা টিম্প্যানাইটিস।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি মোটামুটি রাত্রি ১১টা (কাশি)।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ পেকটেন্-ক্যালপ্ (হিউমিড অ্যাজ্মা। দ্রুত, কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস। বুকের ভিতর সঙ্কোচনবোধ, বিশেষতঃ ডানদিকে। হাঁপানির পূর্বে সর্দ্দি ও গলা এবং বুকের ভিতর জ্বালা দেখা দেয়। হাঁপানির কষ্ট শেষ হয় প্রচুর ফ্যানাযুক্ত, আঠালো সর্দ্দি উঠার পর। রাত্রিতে বৃদ্ধি। **আর্ম-আয়োড, ন্যাপথ্যালিন, সিপা,** রোজা স্যাবাডিলা, **সিনাপিস।**

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

এরানিয়া ডাইয়েডিমা

ARANEA DIADEMA

প্যাপাল ক্রস স্পাইডার

যাবতীয় মাকড়সার বিষ স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে (ট্যারেন্টুলা, মাইগেল দ্রষ্টব্য)। এরানিয়ার সকল লক্ষণের বৈশিষ্ট্য হল **নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসে,** এবং শীতলতা এবং ভিজে, স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় অসহ্য। ম্যালেরিয়া রোগের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি, তৎসহ সামান্য ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে দিন বা স্থানে যাদের শীতের তাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ঔষধ। রোগী হাড়ের ভিতর শীত অনুভব করে তাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ঔষধ। কোন কিছুতেই এই ঠাণ্ডা ভাবের উপশম হয় না। **মনে হয় শরীরের কোন অংশ বড়ো হয়ে**

যাচ্ছে এবং ভারী হচ্ছে। রাত্রে ঘুম থেকে জেগে ওঠে তৎসহ হাতগুলি তাদের স্বাভাবিক আয়তনের থেকে দ্বিগুন বড়ো বলে মনে হয়। প্লীহার স্ফীতি। হাইড্রোজেনায়ড ধাতু অর্থাৎ আর্দ্র এবং ঠাণ্ডায় অস্বাভাবিক অনুভূতি প্রবন, পরিষ্কার জল, হ্রদ, নদী প্রভৃতির নিকটে কিছুতেই বাস করতে পারে না, অথবা আর্দ্র, ঠাণ্ডা স্থানে। (নেট্রাম সালফ, থুজা)।

মাথা — রাইটট্রাইফেসিয়্যাল নার্ভে বাইরে থেকে ভিতরের দিকে যন্ত্রণা। মানসিক বিভ্রান্তি, মুক্ত বাতাসে ধূমপানে উপশম বোধ করে। চোখের ভিতর উত্তাপ এবং চোখের সামনে কাঁপতে থাকে। আর্দ্র আবহাওয়ায় বৃদ্ধি। হঠাৎ করে রাত্রে শোয়ার পরেই তীব্র দাঁতের যন্ত্রণা।

স্ত্রীরোগ — মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের আগে, স্রাব প্রচুর। উদরস্ফীতি। লাম্বো অ্যাব্‌ডোমিন্যাল স্নায়ুশূল।

বুক — পাঁজরের অস্থিতে থাকা স্নায়ুতে বেদনা, স্নায়ুর প্রান্তভাগ থেকে মেরুদণ্ড পর্যন্ত। ফুসফুস থেকে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব (মিলিফোলিয়াম, ফেরাম ফস)।

পাকস্থলী — সামান্য খাওয়ার পর পাকস্থলীর ভিতর আক্ষেপ, এপিগ্যাসট্রিক স্থানে চাপ দিলে ব্যথা করে।

উদর — প্লীহা স্ফীত। উদরশূল নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসে। পেটের নিম্নাংশে পাথরের মত ভারী মনে হয়। উদরাময়। বাহু এবং পাগুলি ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থিতে বেদনা। গোড়ালির হাড়ে বেদনা। ফুলে যাচ্ছে এরূপ অনুভূতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঘুমিয়ে রয়েছে বলে মনে হয়।

ঘুম — অস্থিরতা এবং জাগ্রত অবস্থা। ঘুমের থেকে ওঠার পর মনে হয় হাত এবং বাহুর নিম্নাংশ ফুলে গেছে এবং ভারী বোধ।

জ্বর — শীতলতা, তৎসহ শরীরের বড়ো বড়ো হাড়ে যন্ত্রণা এবং পেটের ভিতর পাথর রয়েছে এরূপ অনুভূতি, দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে এরূপ অনুভূতি প্রকাশ পায়। দিনে এবং রাত্রে শীতভাব, সর্বদা বৃষ্টি চলাকালীন বৃদ্ধি।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, আর্দ্র আবহাওয়ায়, বিকালের শেষভাগে এবং মধ্যরাত্রে।

উপশম — ধূমপানে।

সম্বন্ধ — টেলা এরানিয়েরাম — মাকড়সার জাল (হৃদপিণ্ডের গোলযোগ হেতু অনিদ্রা, পেশীর কার্যক্ষমতার বৃদ্ধি। জ্বর অবস্থায় উত্তেজনা এবং স্নায়বিক গোলযোগ। শুষ্ক হাঁপানী। হয়রানকারী কাশি, নির্দিষ্ট সময়ে দেখা দেওয়া মাথার যন্ত্রণা তৎসহ প্রচণ্ড স্নায়বিক উত্তেজনা। মারাত্মক জাতীয় অবিরাম জ্বর। ধমনীর উপর এই ঔষধের কাজ সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পায়, নাড়ী পূর্ণ কড়া এবং টিপলে ডেবে যায়।

নাড়ীর স্পন্দন গতির মাত্রা কমায়। স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট সময়ে রোগ ফিরে আসে এবং রোগীর অবস্থা বেশ কাহিল। রোগ লক্ষণ হঠাৎ করে প্রকাশ পায় তৎসহ ঠাণ্ডা, চট্‌চটে চামড়া। বিশ্রামের সময় হাত-পায়ের আড়ষ্টতা। একাদিক্রমে শীতাবস্থা।

এরানিয়া সিনেসিয়া — গ্রে স্পাইডার নীচের চোখের পাতায় একাদিক্রমে কম্পন। ঘুম-ঘুম ভাব। গরম ঘরে বৃদ্ধি।

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ৩০ শক্তি।

আরবিউটাস এনড্র্যাক্ন্

ARBUTUS ANDRACHNE স্ট্রবেরী ট্রী

গেঁটে বাত ও বাতরোগযুক্ত একজিমার একটি ঔষধ। সন্ধিবাত, বিশেষতঃ বৃহৎ সন্ধি। প্রস্রাব অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। কোমরের যন্ত্রণা। লক্ষণ চামড়া থেকে সন্ধিস্থানে প্রসারিত হয়। মূত্রথলি সংক্রান্ত লক্ষণসমূহ।

সম্বন্ধ — আর্‌বিউটিন, লিডাম, ব্র্যায়োনিয়া, ক্যালমিয়া।

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

এরেকা

ARECA বিটেল নাট

ক্রিমিরোগে উপযোগী। এই ঔষধের উপক্ষার, এরিয়োলিন হাইড্রোব্রোম চোখের তারাকে সঙ্কুচিত করে, এই ঔষধটি এসারিনের থেকে অধিক দ্রুততার সঙ্গে এবং শক্তিশালী রূপে কাজ করে কিন্তু এর কার্যকালের স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত কম। গ্লুকোমা রোগে এই কাজ দেয়। পিলোকার্পিনের মত ঔষধটি একটি লালা নিঃসারক হিসাবেও কাজ করে। এছাড়াও ঔষধটি হৃদ্‌স্পন্দনের কার্যকরী ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটায় এবং অন্ত্রের সঙ্কোচন প্রক্রিয়া বাড়িয়ে থাকে।

আর্জেমোন মেক্সিকানা

ARGEMONE MEXICANA প্রিকলি পপি

অন্ত্রে শূলজাতীয় খিলধরা এবং আক্ষেপ। পেশী ও স্নায়ুর যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা, যা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। বাতজনিত রোগসহ ব্রাইটস ডিজিজ (ডাঃ ম্যাকফারল্যান)।

মাথা — দপ্‌দপ্‌কর মাথার যন্ত্রণা, চোখে ও রগের দিকের অংশে। মাথা গরম। গলা খুব শুষ্ক, ঢোক গেলার সময় বেদনা।

পাকস্থলী — দুর্বল মনে হয়, বমির ইচ্ছা। পাকস্থলীর গভীরে মোচড়ানি ব্যথা। ক্ষুধা থাকে না। ঢেকুর ওঠে ও মলদ্বার দিয়ে বায়ু নির্গত হয়।

প্রস্রাব — কম পরিমানে প্রস্রাব। প্রস্রাবের রঙের পরিবর্তন।

স্ত্রীরোগ — ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ। কামেচ্ছা কমে যায় তৎসহ দুর্বলতা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — বামদিকের হাঁটু আড়ষ্ট ও যন্ত্রণাযুক্ত। পায়ের পাতায় স্ফীতি।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি দুপুরে (দুর্বলতা)।

শক্তি — ৬ষ্ঠ শক্তি। এই ঔষধের তাজা রস আঁচিল ও ক্ষতস্থানের প্রলেপ হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

আর্জেন্টাম মেটালিকাম

ARGENTUM METALLICUM সিলভার — রৌপ্য

শীর্ণতা, ক্রমশঃ শরীর শুকিয়ে যাওয়া, বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ইচ্ছা, শ্বাসকষ্ট, প্রসারণের অনুভূতি, বামদিকের যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণগুলি এই ঔষধের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। এই ঔষধের প্রধানকাজ সন্ধিস্থল ও সন্ধিস্থানের সহযোগী বস্তুসমূহ যথা অস্থি, তরুনাস্থি, লিগ্যামেন্টস্ প্রভৃতির উপর কেন্দ্রীভূত হয়। এইসব স্থানের ছোট ছোট রক্তবহানলীগুলি শুকিয়ে যায় অথবা বন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে অস্থিক্ষত দেখা দেয়। এই অস্থিক্ষত খুবই ধীরে ধীরে, গোপনে এসে উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ বর্ধনশীল থাকে। এই ঔষধের আর একটি বিশেষ কর্মকেন্দ্র হল, কণ্ঠনলী।

মন — ব্যস্তভাব, সময় খুবুই ধীরে বয়, বিষন্নতা।

মাথা — মাথার বামদিকে, থেকে থেকে অস্বস্তিকর স্নায়ুশূল, ক্রমশঃ যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় এবং হঠাৎ করে যন্ত্রণা কমে যায়। মাথার চামড়া অত্যন্ত স্পর্শকাতর। মাথাঘোরা, তৎসহ মাতালের মত অনুভূতি, প্রবহমান জলের দিকে তাকালেই মাথাঘোরা। **মাথা শূন্য, ফাঁপা বলে মনে হয়।** চোখের পাতাগুলি লাল এবং পুরু। ক্লান্তিকর বা দুর্বলকর সর্দি, তৎসহ হাঁচি। মুখ মণ্ডলের অস্থিতে বেদনা। বাম চোখ ও ফ্রন্টাল এমিন্যান্সের মধ্যবর্তীস্থানে যন্ত্রনা।

গলা — হাজাকর, বেদনাদায়ক, ধূসরবর্ণ-বিশিষ্ট, জেলির মত **শ্লেষ্মাযুক্ত** এবং কাশির সময় গলায় টাটানি ব্যথা। সকালের দিকে **প্রচুর এবং খুব সহজেই শ্লেষ্মা উঠে।**

শ্বাস-প্রশ্বাস — স্বরভঙ্গ সহ স্বরলোপ। কাশির সময় গলার ভিতর হেজে যাওয়ার ন্যায়, টাটানি ব্যথা অনুভূত হয়। পেশাগত সঙ্গীত শিল্পীর কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ লোপ। কণ্ঠনলী মনে হয় হেজে গেছে এবং টাটানি ব্যথা থাকে। **খুব সহজেই শ্লেষ্মা নির্গত হয়, শ্লেষ্মা দেখতে অনেকটা সিদ্ধ করা বার্লির মত। সুপ্রাস্টারন্যাল ফসার কাছে, একটি ছোটস্থানে টাটানি ব্যথা অনুভূত হয়। কথা বলার সময় ব্যথা বৃদ্ধি পায়। হাসির সময় কাশি।** দুপুরের দিকে ঘুষঘুষে জ্বর। জোরে জোরে পড়ার সময় অবশ্যই গলা খাঁকারি দিতে হয়। **বুকের ভিতর প্রচণ্ড দুর্বলতা** অনুভূত হয়, বামদিকে বেশী হয়। পরিবর্তনশীল কণ্ঠস্বর। বামদিকের নীচের পাঁজরার অস্থিস্থানে বেদনা।

পিঠ — পিঠে তীব্র যন্ত্রণা, চলার সময় ঝুঁকে চলতে হয়, তৎসহ বুকের ভিতর চাপবোধ।

প্রস্রাব — প্রস্রাবের পরিমানের বৃদ্ধি। **প্রস্রাব প্রচুর, ঘোলাটে,** মিষ্টি গন্ধযুক্ত। বারে বারে প্রস্রাব। প্রচুর প্রস্রাব।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — সন্ধিস্থানে বাতরোগ, বিশেষতঃ কনুই ও হাঁটুর সন্ধিতে। পা দুর্বল এবং কাঁপে, নীচের দিকে নামার সময় বৃদ্ধি। অসাড়ে হাতের আঙ্গুলের সঙ্কোচন, নিম্নবাহুর আংশিক পক্ষাঘাত, লেখকদের হাতে খিল ধরা। **গোড়ালির স্ফীতি।**

পুরুষের রোগ — অণ্ডদ্বয়ে থেঁৎলিয়ে যাওয়ার মত বেদনা। **যৌন উত্তেজনা ছাড়াই বীর্যপাত।** বারে বারে প্রস্রাব তৎসহ জ্বালা।

স্ত্রীরোগ — ডিম্বাশয় বড়ো হয়েছে বলে মনে হয়। নীচের দিকে ঠেলা মারার মত বেদনা। জরায়ুর স্থানচ্যুতি। **ক্ষয়প্রাপ্ত এবং স্পঞ্জের মত সার্ভিক্স। প্রদরস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত এবং হাজাকর।** জরায়ুর ক্যানসার জাতীয় অর্বুদে উপশমদায়ক। বামদিকের ডিম্বাশয়ে বেদনা। রজোনিবৃত্তি কালে রক্তস্রাব। সমগ্র পেটে টাটানি ব্যথা, ঝাঁকুনিতে ব্যথা বৃদ্ধি পায়। জরায়ুর রোগ তৎসহ সন্ধিস্থানে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা।

কমা-বাড়া — **বৃদ্ধি** — স্পর্শে, দুপরের দিকে।

উপশম — মুক্ত বাতাসে, রাত্রিতে শুয়ে পড়ার পর কাশি কমে (হায়োসায়ামাসের বিপরীত)।

সম্বন্ধ — **দোষঘ্ন** — **মার্কিউরিয়াস, পালস।**

তুলনীয় — **সেলেন, এলাম, প্ল্যাটিনা, স্ট্যানাম, এম্পেলোপসিস্** (গণ্ডমালা ঋতুগ্রস্ত পুরাতন স্বরভঙ্গের রোগী)।

শক্তি — ৬ষ্ঠ বিচূর্ণ এবং অধিক খুব তাড়াতাড়ি পুণঃপ্রয়োগ করা যাবে না।

আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম

ARGENTUM NITRICUM — নাইট্রেট অফ্ সিলভার

এই ঔষধের স্নায়ুঘটিত লক্ষণসমূহ বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এই ঔষধে প্রচুর মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড সম্পর্কিত লক্ষণ পাওয়া যায়, যা ঔষধটিকে হোমিওপ্যাথিক তত্ত্বানুসারে প্রয়োগ করতে সাহায্য করে। শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিকের কাজের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়, সকলপ্রকার কাজের ভিতর সমতার অভাব, আক্রান্ত অংশে কম্পন। এটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পক্ষে একটি উত্তেজক ঔষধ বিশেষ, গলার ভিতর মারাত্মক ধরনের প্রদাহের সৃষ্টি করে থাকে। এই ঔষধের অতীব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ হল, **মিষ্টি খাবার প্রবল ইচ্ছা,** গোঁজ ফুটে থাকার মত যন্ত্রণা এবং প্রদাহিত ও ক্ষততাযুক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী থেকে প্রচুর শ্লেষ্মা পুঁজযুক্ত স্রাব নির্গত হয়। মনে হয় শরীরের কোন অংশ প্রসারিত হচ্ছে এবং অনুভূতি বিষয়ক অন্যান্য ভুলভ্রান্তি হল এই ঔষধের বৈশিষ্ট্য। ক্ষয়প্রাপ্ত এবং

শুষ্ক দৈহিক অবস্থা এই ঔষধের কাজের উপযুক্ত স্থান, বিশেষতঃ যেখানে অস্বাভাবিক জাতীয় অথবা দীর্ঘকালীন চলা মানসিক ক্লান্তির উপস্থিতি বর্তমান থাকে। মাথায় লক্ষণের সাহায্যে অনেক সময়ই ঔষধটি নির্বাচন করা যায়। যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বাড়ে এবং ধীরে ধীরে কমে। পেটের ভিতর বায়ু জমা হওয়া ও বয়েসের তুলনায় বৃদ্ধ বলে মনে হয়। শব্দ করে ঢেকুর তোলে, বিশেষতঃ যারা স্নায়ু মণ্ডলের নানা প্রকার রোগে কষ্ট পায়। পেটের উপরের অংশের গোলযোগ, মূলতঃ অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক জাতীয় মানসিক পরিশ্রমের ফলে দেখা দেয়। উত্তাপ সহ্য হয় না। হঠাৎ করে গায়ে চিমটি কাটার মত অনুভূতি (ডাঃ ভাজিয়ন)। রক্তের লোহিত কনিকা ধ্বংস করে এবং রক্তাল্পতা তৈরী করে।

মন — রোগী মনে করে তার বিচার শক্তি লোপ এবং লোপ পেতে বাধ্য। ভয়প্রবণ এবং স্নায়বিক, মাঝে মাঝে ঝোক আসে জানালা দিয়ে বাইরে লাফ মারতে। মূর্চ্ছাগ্রস্ত ও কম্পনযুক্ত। বিষন্ন, মারাত্মক ধরনের রোগের দ্বারা আক্রান্ত হবে এই জাতীয় চিন্তা করে ভয়। সময় খুব ধীরে বয় (ক্যন্নাবিস ইন্ডিকা)। স্মৃতিশক্তি দুর্বল। অনুভূতি জাতীয় ভূলভ্রান্তি মানসিক উত্তেজনা প্রবন, সকল কাজ খুব দ্রুত করে ফেলতে চায়। (লিলিয়াম)। অদ্ভুত ধরনের মানসিক আবেগসমূহ। ভয় ও উদ্বেগসমূহ এবং কাজে পরিণত করার জন্য মনের ভিতর অস্বাভাবিক জাতীয় চিন্তা লুকিয়ে থাকে।

মাথা — মাথার যন্ত্রণা তৎসহ শিথীলতা ও কম্পন। মানসিক আবেগ জনিত গোলযোগ, যার ফলে আধ-কপালে জাতীয় মাথার যন্ত্রনা দেখা দেয়। প্রসারণের অনুভূতি। মস্তিষ্কের ক্লান্তি, তৎসহ সার্বিক শারীরিক দুর্বলতা ও কম্পন। মানসিক পরিশ্রমের ফলে মাথার যন্ত্রণা, নাচ করার পর মাথার যন্ত্রণা। মাথা ঘোরা, তৎসহ কানের ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দ হওয়া এবং তৎসহ স্নায়বিক লক্ষণসমূহ। কপালের একদিকে যন্ত্রণা, কপালের যে অংশে যন্ত্রণা হয় সেইদিকের চোখ বড়ো হচ্ছে বলে মনে হয়। ক্লান্তিকর বা বিরক্তিকর এক ঘেঁয়ে বেদনা, শক্ত করে কিছু দিয়ে বাঁধলে এবং চাপে উপশম। মাথার চামড়ার চুলকানি। আধ কপালে, মাথার অস্থিগুলি পৃথক হয়েছে বলে মনে হয়।

চোখ — চেখের ভিতরের কোনগুলি স্ফীত ও লালবর্ণযুক্ত। দৃষ্টির সামনে দাগ দেখা যায়। ঝাপসা দৃষ্টি। গরম ঘরে আলোকাতঙ্ক। পুঁজস্রাবী চক্ষুপ্রদাহ। কন্‌জাঙটিভা মারাত্মক রকমের ফুলে ওঠে, স্রাব প্রচুর ও পুঁজযুক্ত। চোখের পাতার কিনারা গুলিতে পুরাতন ক্ষত, টাটানি, পুরু, স্ফীত। এক টানা তাকিয়ে থাকতে পারে না। সেলাই করলে চোখে টাটানি, উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি। চোখে বেদনা, চোখ পরিশ্রান্ত, চোখ বন্ধ করলে অথবা চোখের উপর চাপ দিলে উপশম। চোখের দুর্বল সিলিয়ারী পেশীগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধি করতে উপযুক্ত। চোখের সিলিয়ারী পেশীগুলির দুর্বলতা। অ্যাকিউট গ্র্যানিউলার কন্‌জাঙটিভাইটিস। চক্ষুমনি অস্বচ্ছ। চক্ষুমনির ক্ষত।

নাক — ঘ্রান শক্তির লোপ। চুলকানি। নাকের সেক্‌টামের ক্ষত। সর্দ্দি, তৎসহ শীত শীত ভাব। চোখ থেকে জল পড়ে, এবং মাথার যন্ত্রণা।

মুখমণ্ডল — কোটরগত, বৃদ্ধদের মত, ফ্যাকাশে ও নীলবর্ণযুক্ত। বৃদ্ধ মানুষের মত মুখমণ্ডল, অস্থির উপর চামড়া যেন টানা রয়েছে।

মুখগহ্বর — শরীর স্পর্শকাতর এবং সহজেই মাড়ী থেকে রক্তপাত হয়। জিহ্বায় প্যাপিলাগুলি খুব স্পষ্ট ভাবে বর্তমান থাকে, জিহ্বার অগ্রভাগ লাল ও যন্ত্রণাকর। দাঁতের যন্ত্রণা। মুখের স্বাদ তাঁমাটে, কালির মত। ঠোঁটের কোনগুলি ফাটা।

গলা — মুখ গহ্বর এবং গলার ভিতর **প্রচুর গাঢ় শ্লেষ্মা জমে থাকার ফলে** রোগীকে বারে বারে গলা খাঁকারি দিতে হয়। গলার ভিতর হাজাকর, খস্‌খসে ও টাটানি ব্যথাযুক্ত। ঢোক গেলার সময় মনে হয় গলার ভিতর **গোঁজের মত কিছু ফুটে আছে**। গলার ভিতর কালচে-লাল। ধূমপায়ীদের সর্দ্দি তৎসহ গলার ভিতর চুল আটকিয়ে থাকার মত সুড়সুড় করে। শ্বাসবন্ধ হবার মত অনুভূতি।

পাকস্থলী — পাকস্থলীর যেকোন প্রকার রোগে সহচর রূপে **ঢেকুর তোলা থাকে**। বমি বমি ভাব, ওয়াক তোলা, বমির সঙ্গে চক্‌চকে শ্লেষ্মা উঠে। পেট ফাঁপা, **পেটের উপরের অংশ ফোলা ও যন্ত্রনাদায়ক**। পাকস্থলীর উপর নির্দিষ্ট অংশে ফোলা ও যন্ত্রণাদায়ক, এবং এই বেদনা পেটের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। দংশনবৎ, ক্ষতবৎ বেদনা, জ্বালা ও সঙ্কোচন বোধ। ঢেকুর তোলার ব্যর্থ চেষ্টা। **মিষ্টি জিনিষ খাবার প্রবল ইচ্ছা**। মাতালদের পাকস্থলীর প্রদাহ। বামদিকে, পাঁজরার নীচে ক্ষতবৎ বেদনা। পাকস্থলীর ভিতর কম্পন ও দপ্‌দপানি। পেট প্রচুর ফুলে ওঠে। পাকস্থলীর ক্ষত, তৎসহ প্রসারণশীল বেদনা। পনির ও লবন খাবার অদম্য ইচ্ছা।

উদর — পেটে শূল বেদনা, **তৎসহ বায়ুসঞ্চয় জনিত কারণে উদর স্ফীতি**। ছোট পাঁজরা অস্থির নীচে, পাকস্থলীর বাম দিকে সুঁচ ফোটানোর মত ক্ষতবৎ বেদনা।

মল — জলের মত, শব্দ সহকারে বায়ু নির্গত হয়, সবুজ অনেকটা কুচানো শাকের মত, তৎসহ ফালি ফালি শ্লেষ্মা এবং পেটের বিশাল স্ফীতি, দূর্গন্ধযুক্ত। কিছু খাবার পর অথবা পান করার সঙ্গে সঙ্গে উদরাময়। রোগী যা পান করে তা গলা দিয়ে সোজাসুজি নেমে মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায়, মিষ্টি খাবার পর। যে কোন মানসিক আবেগের পর তৎসহ পেট ফাঁপা। গুহ্যদ্বারে চুলকানি।

প্রস্রাব — দিনে এবং রাত্রে অচৈতন্যের মত প্রস্রাব করে। প্রস্রাবনলী প্রদাহিত, তৎসহ যন্ত্রনা, জ্বালা, চুলকানি, যন্ত্রনা অনেকটা গোঁজ ফুটে থাকার মত। প্রস্রাব স্বল্প ও কালচে। প্রস্রাব শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কয়েক ফোঁটা প্রস্রাব হয়। প্রস্রাব ধারা বিভাজিত। গনোরিয়া রোগের প্রথমাবস্থা, প্রচুর স্রাব এবং তীব্র কেটে ফেলার ন্যায় যন্ত্রণা, রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব।

পুরুষের রোগ — ধবজভঙ্গ। সঙ্গমের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষাঙ্গের শক্ত ও খাড়া ভাব নষ্ট হয়ে যায়। ক্যানসার রোগের মত ক্ষত। কামোত্তেজনার অভাব। পুরুষাঙ্গ গুটিয়ে, সঙ্কুচিত হয়ে যায়। সঙ্গম যন্ত্রনাদায়ক।

স্ত্রীরোগ — ধাতুস্রাব শুরু হবার আগে পাকাশয়ের শূলবেদনা। বুকের পেশীর তীব্র আক্ষেপ। রাত্রে কামোত্তেজনা। রজোনিবৃত্তিকালে স্নায়বিক উত্তেজনা। প্রদর স্রাব প্রচুর তৎসহ সার্ভিক্স বা জরায়ু গ্রীবার ক্ষয়। সহজেই রক্তপাত হয়। ঋতুস্রাবের দুই সপ্তাহ পর জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, বাম ডিম্বাশয়ের যন্ত্রণাদায়ক রোগসমূহ।

শ্বাস-প্রশ্বাস — উচ্চরবে কাশির সৃষ্টি হয়। পুরাতন স্বরভঙ্গ রোগ। শ্বাসবন্ধ হবার মত কাশি, মনে হয় গলার ভিতর চুল আটকিয়ে থাকার ফলে কাশি হচ্ছে। শ্বাসকষ্ট। মনে হয় বুকের চারিপাশে গরাদ দিয়ে ঘেরা আছে। হৃদ্‌কম্প, নাড়ী অনিয়মিত ও থেমে থেমে স্পন্দন, **ডানদিক চেপে শুলে বৃদ্ধি,** (এলুমেন)। বুকের নির্দিষ্ট অংশে বেদনা যুক্ত স্থান। অ্যানজাইনা পেক্টোরিস, রাত্রে বৃদ্ধি। একঘরে অনেক লোক থাকলে রোগীর মনে হয় তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

পিঠ — অত্যধিক যন্ত্রনা। মেরুদণ্ড স্পর্শকাতর, তৎসহ রাত্রিকালীন যন্ত্রণা (অক্সালিক অ্যাসিড)। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত, মেরুদণ্ডের পশ্চাৎ অংশের শুকিয়ে যাওয়া।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — চোখ বন্ধ করে কিছুতেই হাঁটতে পারে না। কম্পন, তৎসহ সাবির্বক দুর্বলতা। পক্ষাঘাত, তৎসহ মানসিক ও উদরজনিত লক্ষণসমূহ। **পায়ের ডিমগুলির আড়ষ্টতা।** বিশেষ ভাবে পায়ের ডিমগুলির দুর্বলতা। চলাফেরা এবং দাঁড়াবার সময় টলমল করে, বিশেষতঃ যখন কেউ তার দিকে লক্ষ্য করে না। বাহুর আড়ষ্টতা। ডিফ্‌থিরিয়া রোগের পর পক্ষাঘাত (জেলসের পরে প্রযোজ্য)।

চামড়া — চামড়া বাদামী রঙের, টান টান ও শক্ত। মাকড়সার জালের মত চামড়া টেনে ধরে অথবা অ্যাল্‌বুমেন জাতীয় বস্তু চামড়ার উপর লাগার পর শুকিয়ে গেলে চামড়ায় যেরূপ টান ধরে, সেই জাতীয় অনুভূতি। যত্রতত্র ফুস্কুড়ি।

ঘুম — অনিদ্রা, কারণ চোখ বুঁজলেই রোগী নানা প্রকার কল্পিত মূর্তি দেখে। সাপ সম্পর্কিত ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে ও **সঙ্গম সম্পর্কিত** নানা প্রকার সুখপ্রদ স্বপ্ন দেখে। ঝিমুনিভাব বিহ্বলতা।

জ্বর — শীতভাবের সঙ্গে বমি বমি ভাব। গায়ের ঢাকা খুলে নিলে শীত করে, আবার চাপা দিলে দমবন্ধ হবার মত অনুভূতি।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, যে কোন প্রকার গরমে, রাত্রে, ঠাণ্ডা খাবারে, মিষ্টি জাতীয় খাবারে, খাবার পর, ঋতুস্রাবের সময়, মানসিক আবেগে, বামদিক।

উপশম — ঢেকুর উঠলে, মুক্ত বাতাসে, ঠাণ্ডায়, চাপে।

সম্বন্ধ — **দোষঘ্নঃ নেট্রাম মিউর।**

তুলনীয় — **আর্সেনিক, মার্কিউরাস, ফসফরাস, পালসেটিলা, আর্জেন্টাম সায়েনেটাম,** (অ্যানজাইনা পেক্টোরিস বা হৃদ্‌শূল, হাঁপানি, অন্ননলীর আক্ষেপ), **আর্জেন্টাম আয়োডেট,** (গলার গোলযোগ, স্বরভঙ্গ, গ্রন্থিজ রোগ)। (**প্র্যাটারনাল্‌** গনোরিয়া, তরুণ অবস্থার পরে ২শতাংশ মিশ্রন) শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর সিফিলিটিক ক্ষত, শ্যাঙ্কার, শ্যাঙ্কারয়েড্‌ ১০ শতাংশ মিশ্রন দিনে দুবার লাগাতে হবে, শিশুদের চক্ষুপ্রদাহ, ১০ শতাংশ মিশ্রনের দুই ফোঁটা।

আর্জেন্ট ফসফরাস — (শোথের ক্ষেত্রে প্রস্রাব বারাবার একটি ভালো ঔষধ)

আর্জেন্ট অক্সাইড — (ক্লোরোসিস তৎসহ অতিরজঃ ও উদরাময়)

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

সবচেয়ে ভালো প্রয়োগপদ্ধতি হল, জলের সঙ্গে মিশ্রন, ১এর সঙ্গে ৯ ভাগ মিশাতে হবে, এই মিশ্রনের ২-৩ ফোঁটা এক মাত্রা হিসাবে ব্যবহৃত হবে। জলের সঙ্গে এইজাতীয় মিশ্রন তৈরীতে নিম্নশক্তির বিচূর্ণ ব্যবহারই উপযুক্ত, যদি বিচূর্ণটি তাজা না হয়, সেক্ষেত্রে. বিচূর্ণ জলের মধ্যে বিশ্লেষিত হয়ে অক্সাইডে পরিণত হয়।

এরিষ্টোলোচিয়া মিলহোমেনস

ARISTOLOCHIA MILHOMENS **ব্রেজিলিয়ান স্নেক রুট**

শরীরের বিভিন্ন অংশে সূঁচ ফোটানোর মত যন্ত্রণা। গোড়ালিতে যন্ত্রণা, গুহ্যদ্বারে জ্বালা, ও বারে বারে উত্তেজনা। পাকস্থলীতে ও উদরে বায়ুসঞ্চয়। পিঠে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা। পায়ের অবরুদ্ধতা। গোড়ালির টেন্ডনে বেদনা। গোড়ালির অস্থির বর্দ্ধিত অংশের চারিপাশে ফোলা ও চুলকানি।

সম্বন্ধ — তুলনীয় এরিষ্টোলোচিয়া সার্পেনট্যারিয়া ভার্জিনিয়া স্নেক রুট (অন্ত্রঘটিত লক্ষণসমূহ, ক্ষয়কারক উদরাময়, পেট ফাঁপা, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য। উদরস্ফীতি ও পেটের ভিতর কেটে ফেলার মত যন্ত্রণা। পয়জন ওক ঔষধের মত লক্ষণাবলী)।

শক্তি — নিম্নশক্তি।

আর্নিকা

ARNICA **লিউপার্ডস বেন**

শরীরের উপর আঘাত করা, পড়ে যাওয়া, মারা, থেঁৎলিয়ে যাওয়া প্রভৃতির ফলে যে সকল লক্ষণ প্রকার পায়, এই ঔষধ ঐ একই জাতীয় লক্ষণ তৈরী করে। কানের ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দ। পচন-প্রক্রিয়া। বিষাক্ত বা সেপ্‌টিক অবস্থা, পুঁজ জাতীয় রোগ সংক্রমনের প্রতিষেধক। সন্ন্যাস রোগ, মুখমণ্ডল ভরাট, লালবর্ণযুক্ত।

এই ঔষধ বিশেষভাবে উপযুক্ত সেইসব ক্ষেত্রে, যেখানে কোন আঘাত, । সে যতই পুরাতন হোক, বর্তমান উপসর্গের কারণ বলে বিবেচিত হয়। কোন প্রকার শারীরিক আঘাতের পরে। কোন শারীরিক যন্ত্রের অতি ব্যবহারের পরে। মুচকিয়ে যাওয়ার পরে ভালো কাজ করে। আর্নিকা মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। খুব ভালো কাজ করে রক্তপ্রধান ধাতু, দুর্বল তৎসহ অপুষ্ট রক্ত, হৃদপিণ্ডের শোথ সহ শ্বাসকষ্টের ক্ষেত্রে। পেশীর বলকারক ঔষধ বিশেষ। শোক, দুঃখ অথবা হঠাৎ কোন কারণে ধনসম্পত্তি নষ্ট হবার ফলে যে মানসিক আঘাত দেখা দেয়, সেই ক্ষেত্রেও আর্নিকা ভালো কাজ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ও শরীরের বিভিন্ন অংশে ব্যথা, যেন মারা হয়েছে। সন্ধিস্থানে মোচড়িয়ে যাওয়ার মত বেদনা। বিছানা খুব শক্ত বলে মনে হয়। রক্তের উপর খুব ভালো কাজ করে। শিরাতন্ত্রের

উপর ভালো কাজ করে, বিশেষ করে যেখানে শিরা অবরুদ্ধতা প্রকাশ পায়। কালশিরা ও রক্তস্রাব। রক্তবহানলীর শিথিলতা, শরীরের বিভিন্ন অংশে কালো ও নীলচে ছোপ। রক্তস্রাব প্রবণতা যুক্ত ও ঘুষঘুষে জ্বর। শারীরিক তন্তর ধবংসপ্রবণতা, বিষাক্ত বা সেপটিক অবস্থা, যেসকল ফোঁড়া যা পাকে না। টাটানি, খঞ্জবোধ ও থেঁতলিয়ে যাওয়ার মত অনুভূতি। স্নায়ুশূল, উৎপত্তি নিউমো-গ্যাসট্রিক স্নায়ুর গোলযোগ থেকে। পিঠ ও ঘাড়ের পেশী ও টেন্ডনের বাতজনিত রোগ। তামাকে বিতৃষ্ণা। ইনফ্লুয়েঞ্জা। থ্রম্বোসিস্। হেমাটোসিল।

মন — স্পর্শে ভয় অথবা কেউ রোগীর দিকে আসলে ভয় করে। অচৈতন্য, যখন কথার উত্তর দেয় তখন সঠিক ভাবেই দেয় কিন্তু তার পরেই আবার অচৈতন্য হয়ে পড়ে। উদাসীনতা। একটানা কোন কাজ করতে অক্ষমতা, বিষন্ন, প্রলাপ বকে, স্নায়বিক, যন্ত্রণা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, সারা শরীর অত্যধিক স্পর্শকাতর। রোগী বলে তার সম্বন্ধে চিন্তা করার কিছু নেই। এক থাকতে চায়। উন্মুক্ত স্থান সম্পর্কে ভয়। মানসিক আঘাতের পর।

মাথা — গরম, তৎসহ শরীর ঠাণ্ডা, বিভ্রান্ত, মস্তিষ্কে স্পর্শাধিক্য, তৎসহ তীক্ষ্ণ, চিমটি কাটার মত বেদনা। মাথার চামড়া সঙ্কুচিত বলে মনে হয়। কপালের নির্দি.ট অংশে একটি ঠাণ্ডাস্থল। পুরাতন মাথাঘোরা, বস্তুসকল তার চারপাশে ঘুরছে। বিশেষতঃ যখন হাঁটাচলা করে।

চোখ — আঘাতজনিত কারণে দৃষ্টি ঝাপসা, পেশীর পক্ষাঘাত, রেটিনা থেকে রক্তস্রাব। খুব নিকটে চোখ রেখে কাজ করার পর চোখের ভিতর টাটানি, থেঁতলিয়ে যাওয়ার মত অনুভূতি। চোখ খুলে রাখতে বাধ্য হয়। চোখ বন্ধ করলে মাথা ঘোরে। দৃশ্য দেখার বা চলন্ত ছবি দেখার পর পরিশ্রান্ত ও ক্লান্তি অনুভব।

কান — কানের ভিতর শব্দ, এর কারণ মস্তিষ্কে দ্রুত রক্ত সঞ্চালন। কানের ভিতর এবং চারিপাশে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা। কান থেকে রক্তস্রাব। মাথায় আঘাত লাগার পর কানে কম শোনে। কানের তরুণাস্থির বেদনা, মনে হয় যেন স্থানটি থেঁৎলিয়ে গেছে।

নাক — প্রতিবার কাশির পর নাক দিয়ে রক্তস্রাব, কালচে, তরল রক্ত। নাকে টাটানি ব্যথা, নাক ঠাণ্ডা বলে মনে হয়।

মুখগহ্বর — দূর্গন্ধযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস। শুষ্ক ও তৃষ্ণার্ত। আস্বাদ তিতো। (কলোসিন্থ)। পচা ডিমের মত আস্বাদ। দাঁত তোলার পর মাড়ীতে টাটানি। (সিপিয়া)। ম্যাক্সিল্যারি সাইনাসে পুঁজোৎপত্তি।

মুখমণ্ডল — কোটরগত, উজ্জ্বল লাল। ঠোঁট উষ্ণ। মুখমণ্ডলে হার্পিস।

পাকস্থলী — ভিনিগার খাওয়ার ইচ্ছা। দুধ ও মাংসে বিরক্তি। প্রচণ্ড ক্ষুধা। রক্ত বমি। খাবার সময় পাকস্থলীতে বেদনা। পেট ভর্ত্তি বলে মনে হয় তৎসহ খাদ্যে অরুচি। পেটের ভিতর হাওয়া গ্যাস চাপের সৃষ্টি করে ও উপর এবং নীচের দিকে ঠেলা মারে। পাথরের মত ভারী বলে মনে হয়। মনে হয় পাকস্থলী, মেরুদণ্ডের পাশ দিয়ে গিয়েছে। দুর্গন্ধযুক্ত বমি।

উদর — কৃত্রিম পাঁজরা অস্থির নীচে বেদনা। পেটের ভিতরে গ্যাস জমা হবার ফলে উদর স্ফীতি, দুর্গন্ধযুক্ত বাতকর্ম। পেটের ভিতর তীক্ষ্ণ গুঁতো মারার মত অনুভূতি।

মল — উদরাময়ে জোরে কোঁথ দিতে হয়। মল **দুর্গন্ধযুক্ত**, বাদামি, রক্তমিশ্রিত, পচা, অসাড়ে নির্গত হয়। অনেকটা বাদামি রঙের ইষ্টের মত দেখতে। প্রতিবার মলত্যাগের পর রোগী শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়। ক্ষয় রোগে উদরাময়, বামদিকে শুলে বৃদ্ধি। আমাশয়ের মত মল, তৎসহ পেশীর যন্ত্রণা।

প্রস্রাব — অত্যধিক পরিশ্রমের পর প্রস্রাবের অবরোধ। প্রস্রাবে কালচে, ইটের মত লাল রঙের তলানি থাকে। প্রস্রাব থলিতে কোঁথের অনুভূতি তৎসহ তীব্র যন্ত্রনাদায়ক প্রস্রাব।

স্ত্রীরোগ — প্রসবের পর, প্রসব সম্পর্কিত অঙ্গে থেঁতলিয়ে যাবার মত অনুভূতি। **প্রসবের পর তীব্র বেদনা।** সঙ্গমের পরে আঘাতজনিত কারণে জরায়ু থেকে রক্তস্রাব। স্তনের বোঁটায় টাটানি ব্যথা। আঘাত লাগার পর স্তনের প্রদাহ। মনে হয় গর্ভস্থ সন্তান আড়াআড়ি ভাবে রয়েছে।

শ্বাস-প্রশ্বাস — হৃদপিণ্ডের রোগের জন্য **কাশি**, মাঝে মাঝে কাশি, রাত্রিতে, ঘুমের **মধ্যে**, পরিশ্রমের পর বৃদ্ধি। টনসিলের তরুন প্রদাহ, তালুর কোমল অংশ ও আলজিহ্বার স্ফীতি। নিউমোনিয়া, ফুসফুসে পক্ষাঘাতের উপক্রম। কণ্ঠস্বরের অতি ব্যবহারে স্বরভঙ্গ। সকালে কণ্ঠনলীতে টাটানি ব্যথা, হাজাকর অনুভূতি। কাঁদলে কাশি হয়। শুষ্ক কাশি, বায়ুনলীর নিম্নাংশে সুড়সুড়ি। রক্তমিশ্রিত কফ ওঠে। বুকের সকল অস্থি ও তরুণাস্থিতে বেদনা। **তীব্র আক্ষেপিক কাশি, তৎসহ মুখমণ্ডলে হার্পিসের মত উদ্ভেদ।** হুপিং কাশি, শিশুর কাশির পূর্বে কাঁদে। **পাঁজরের অস্থিতে বেদনা। (র‍্যানাণ, সিমিসিফ)।**

হৃদ্‌পিণ্ড — হৃদ্‌শূল বা অ্যান্‌জামিনা পেক্টোরিস, খুব বেশি যন্ত্রণা হয় বাম কনুই স্থানে। হৃদপিণ্ডের ভিতর সূঁচ ফোটানোর মত বেদনা। নাড়ী দুর্বল ও অনিয়মিত। হৃদ্‌পিণ্ডের শোথ তৎসহ **কষ্টকর শ্বাসকষ্ট।** অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রসারিত, থেঁৎলিয়ে যাওয়া ও টাটানি ব্যথাযুক্ত মনে হয়। মেদযুক্ত **হৃদ্‌পিণ্ড** ও হৃদ্‌পিণ্ডের বিবৃদ্ধি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — গেঁটে বাত, স্পর্শ হওয়া সম্পর্কে তীব্র ভীতি অথবা তার দিকে কেউ গেলে ভয় পায় পিঠে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে থেঁৎলিয়ে যাওয়ার মত অথবা মারার মত ব্যথা। মুচকিয়ে যাওয়া অথবা সন্ধির স্থানচ্যুতির মত অনুভূতি। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর টাটানি ব্যথা। যে কোন কিছুর উপর রোগী শুয়ে থাকুক, তাই শক্ত বলে মনে হয়। বাহু মৃতের মত ঠাণ্ডা খাড়াভাবে কিছুতেই হাঁটতে পারে না, কারণ অস্তিকোটর স্থানে থেঁতলিয়ে যাওয়ার মত বেদনা। বাত নীচের দিক থেকে শুরু হয়ে উপরের দিকে উঠে। (লিডাম)।

চামড়া — কালো ও নীল বর্ণ। চুলকানি, জ্বালাকর ছোট ছোট উদ্ভেদ। **ছোট ছোট ফোঁড়া** এক সঙ্গে অনেকগুলি হয় (**ইক্‌থাইওল**, সাইনিসিয়া) কালশিরা, **শয্যাক্ষত** (**স্থানিকভাবে** বোভিনাইন)। শক্ত জাতীয় **ব্রণ**, এর বৈশিষ্ট্য হল খুব সুন্দর ভাবে বিস্তৃতি।

ঘুম — অতিরিক্ত ক্লান্তিতে অনিদ্রা ও অস্থিরতা। আচ্ছন্নগ্রস্ত, নিদ্রালুতা, মাথা গরম হলে জেগে ওঠে। মৃত্যু, কাটা অঙ্গ প্রভৃতির স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন দেখার পর আতঙ্কগ্রস্ত ও ভীত হয়ে পড়ে। রাত্রে ভয়াবহ আতঙ্ক। ঘুমের মধ্যে অসাড়ে মলত্যাগ।

জ্বর — জ্বরের লক্ষণগুলি অনেকটা টাইফয়েডের লক্ষণের মত। সমস্ত শরীরে কম্পন। মাথা গরম ও লালবর্ণ, তৎসহ শরীরের অবশিষ্টাংশ শীতল। শরীরের ভিতরে গরম বোধ। পা ও হাত ঠাণ্ডা। রাত্রিতে টকগন্ধযুক্ত ঘাম।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, সামান্য স্পর্শে, নড়াচড়ার বিশ্রামে, মদ্যপানে, আর্দ্র আবহাওয়ায়। উপশম, শুয়ে থাকলে অথবা তৎসহ মাথা নীচু করে রাখলে।

সম্বন্ধ — দোষঘ্ন — ক্যাম্ফর।

ভাইটেক্স ট্রাইফোলিয়া ইন্ডিয়ান আর্ণিকা। (মচকানো বেদনা, রগের দিকে যন্ত্রণা, সন্ধিস্থলে যন্ত্রণা, পেটের যন্ত্রণা, অণ্ডদ্বয়ে যন্ত্রণা)।

পরিপূরক — একোন, ইপিকাক।

তুলনীয় — একোন, ব্যাপ্টি, বেলিস, হ্যামাস, রাস, হাইপেরিকাম।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি। স্থানিকভাবে এই ঔষধের মূল অরিষ্ট। কিন্তু কখন যেন গরম অবস্থায় ব্যবহার করা না হয়। যদি কোন অংশ কেটে যায় বা ছাল উঠে যায় তবে সেক্ষেত্রে ঐ কাটা স্থানে কিছুতেই যেন স্থানিক ভাবে ঔষধটি প্রয়োগ করা না হয়।

আর্সেনিকাম এল্‌বাম

ARSENICUM ALBUM — আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইড

শরীরের প্রতিটি যন্ত্র ও কলায় স্পষ্ট ও গভীরভাবে এই ঔষধটি কাজ করে থাকে। এর নিখুঁত বৈশিষ্ট্য পূর্ণ লক্ষণাবলী এবং এই লক্ষনাবলীর সঙ্গে নানাপ্রকার রোগের লক্ষণাবলীর সাদৃশ্য থাকায়, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় এই ঔষধ প্রায়ই প্রয়োজন হয় এবং এই ঔষধের ক্রিয়াও সুনিশ্চিত। এই ঔষধের সাধারণ লক্ষণগুলিই অনেক সময় ঔষধটি নির্বাচন করতে সাহায্য করে এবং এই লক্ষণাবলীর উপর নির্ভর করে যে নিবর্বাচন তা উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়। এই সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে সর্বাঙ্গীন দুর্বলতা, অবসাদ, এবং **অস্থিরতা তৎসহ রাত্রিকালীন বৃদ্ধি**, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। সামান্য পরিশ্রমে **অত্যধিক ক্লান্তি**। এই লক্ষণটি, তৎসহ শারীরিক তন্তুগুলির এক অদ্ভূত ধরনের উত্তেজনা, মিলে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণের সৃষ্টি করে, **উত্তেজনার সঙ্গে দুর্বলতা**। জ্বালাকর যন্ত্রণা। অতৃপ্ত পিপাসা। জ্বালা উত্তাপ প্রয়োগে উপশম। **সমুদ্রতীরে থাকার ফলে উপসর্গ সমূহ** (নেট্রাম মিউর, অ্যাকোয়া মেরিনা)। ফল খাওয়ার পর ক্ষতিকর ক্রিয়া, বিশেষতঃ অতিরিক্ত জল যুক্ত ফল খাওয়ার পর। যদি উচ্চশক্তিতে এই ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। তবে রোগী **জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত** স্থিরভাব ও শান্তভাবে থাকতে পারবে। ভয়; ভয় পাওয়া ও **আতঙ্ক। সবুজরঙের স্রাব।**

শিশুদের কালাজ্বর। (ডাঃ নেটবি)। অতিরিক্ত মদ্যপানের কুফল, টোমেইন (পচা মাংসের ভিতর প্রাপ্ত উপক্ষার বিশেষ) বিষক্রিয়া, হুলফুটা, শব ব্যবচ্ছেদ ক্ষত, কাঁচা তামাক পাতা চিবানো থেকে সৃষ্ট উপসর্গে **আর্সেনিকের** কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, পচা খাদ্যবস্তু অথবা পচা প্রানীজ বস্তুর কুফল, স্রাব পচা গন্ধযুক্ত, যেসব উপসর্গ প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসে। রক্তাল্পতা ও ক্লোরোসিস। শুকিয়ে যাওয়ার প্রবণতাযুক্ত। অপুষ্টিজনিত কারণে ক্রমশঃ শরীরের ওজন কমে যাওয়া। রক্তের কার্যকরী ক্ষমতার লোপ **(চায়না ও ফেরাম ফস)**। শরীরের যে কোন অংশে রোগ প্রকাশ পাক না কেন। যদি কোন ম্যালিগন্যান্ট বা উৎকট বিষাক্ত রোগের প্রভাবে শরীর আক্রান্ত হয়, সেই ক্ষেত্রে আর্সেনিক শারীরিক তন্ত্রসকল সংরক্ষন করে থাকে। ম্যালেরিয়ার ফলে শারীরিক বিকৃতি। **দূষিত রোগ সংক্রমণ বা সেপ্‌টিক ইন্‌ফেকশন এবং দুর্বল জীবনীশক্তি।**

মন — তীব্র মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রনা এবং অস্থিরতা। সর্বদা স্থান পরিবর্তন করে। মৃত্যুভয়, একা থাকতে ভয়। মারাত্মক ভীতি, তৎসহ ঠাণ্ডা ঘাম। রোগী ঔষধ খাওয়া নিরর্থক বলে মনে করে। আত্মহত্যার সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা। নিরাশা রোগীকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। কৃপন, হিংসা পরায়ন, স্বার্থপর, উৎসাহ বা সাহসের অভাব। সার্বিক স্পর্শাধিক্যের বৃদ্ধি **(হিপার)**। বিশৃঙ্খলা ও এলোমেলোভাব কিছুতেই সহ্য হয় না।

মাথা — মাথার যন্ত্রণা ঠাণ্ডায় কমে, কিন্তু অন্য উপসর্গ ঠাণ্ডায় বাড়ে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর মাথায় জ্বালাকর যন্ত্রণা, তৎসহ অস্থিরতা, তৎসহ গাত্রত্বক ঠাণ্ডা। আধকপালে, তৎসহ মাথার চামড়ায় বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা অনুভূতি ও প্রচণ্ড দুর্বলতা মুক্ত বাতাসে মাথা খোলা থাকা সহ্য হয় না। মাদকাসক্তের মত প্রলাপ বকা, অভিশাপ দেয় ও ভুল বকে, বদভ্যাসযুক্ত। মাথা সর্বদা নড়াতে থাকে। মাথার চামড়ায় অসহ্য চুলকানি, মাঝে মাঝে গোলাকার টাক, কর্কশ, মলিন, স্পর্শকাতর ও শুষ্ক আঁশের মত খুস্কি দ্বারা মাথার চামড়া ঢাকা থাকে, রাত্রিতে জ্বালা করে ও চুলকায়, মরামাস, মাথার চামড়া বা স্ক্যাল্প অত্যধিক স্পর্শকাতর, এমনকি চিরুনীর সাহায্যে মাথা আঁচড়াতে পর্যন্ত পারে না।

চোখ — চোখের ভিতর জ্বালা তৎসহ হাজাকর চক্ষুস্রাব। চোখের পাতা লালবর্ণযুক্ত। ক্ষতযুক্ত, মামড়িযুক্ত, আঁশযুক্ত, দানাদ্বারা ঢাকা থাকে। চোখের চারিপাশে শোথ। বাইরের অংশে প্রদাহ, তৎসহ তীব্র বেদনা, জ্বালাকর, উত্তপ্ত ও হাজাকর অশ্রুস্রাব। কর্ণিয়ার ক্ষত। তীব্র আলোকাতঙ্ক, বাহ্যিক গরমে উপশম বোধ করে। চোখের সিলিয়ারী পেশীর স্নায়ুশূল, তৎসহ জ্বালাকর যন্ত্রণা।

কান — কানের ভিতরের চামড়া হাজাকর ও জ্বালা করে। **পাতলা, হাজাকর, দুর্গন্ধযুক্ত** পুঁজ। কানের যন্ত্রনার সময়, কানের ভিতর ঝন্‌ঝন্ শব্দ হওয়া।

নাক — পাতলা, জলের মত, হাজাকর নাসিকা স্রাব। **মনে হয় নাক বন্ধ হয়ে গেছে। হাঁচির পরে উপশম হয় না।** হে ফিভার ও সর্দ্দি, মুক্ত বাতাসে বৃদ্ধি, ঘরের ভিতর উপশম। জ্বালা এবং রক্তপাত। নাকের উপর ব্রণ। নাকের চারপাশে বিষাক্তক্ষত বিশেষ।

মুখমণ্ডল — স্ফীত, ফ্যাকাশে, হলুদবর্ণ, রোগা, মুখমণ্ডল ভিতরের দিকে ঢোকা বা কোটরগত, শীতল ও ঘামে আবৃত থাকে। **(এসেটিক অ্যাসিড)**। মুখে যন্ত্রণার ছাপ। **ছিঁড়ে ফেলার মত, সুঁচ ফোটানোর মত যন্ত্রণা**। ঠোঁট কালো, ক্রুদ্ধ, গালের উপর গোলাকার উজ্জ্বল আভা।

মুখগহ্বর — মুখের ভিতর অস্বাস্থ্যকর, মাড়ী থেকে সহজেই রক্তপাত হয়। মুখের ভিতর ক্ষত তৎসহ শুষ্কতা ও জ্বালাকর উষ্ণতা। ঠোঁটের উপর অর্বুদ বা এপিথিলিএম্যা। জিহ্বা শুষ্ক, পরিষ্কার ও লাল, জিহ্বাতে সূচ ফোটানোর মত, ও জ্বালাকর বেদনা, ক্ষতযুক্ত জিহ্বা তৎসহ নীলচে বর্ণ। রক্তমিশ্রিত লালাস্রাব। দন্তশূল, মনে হয় দাঁতগুলি আয়তনে বড়ো হয়ে যাচ্ছে ও তীব্র টাটানি ব্যথা, মধ্যরাত্রির পর বৃদ্ধি, গরমে উপশম। মুখের ভিতর ধাতব পদার্থের মত আস্বাদ। **মুখের ভিতর উঠে আসা জ্বালাকর জল রোগী ঢক করে গিলে ফেলে।**

গলা — স্ফীত, শোথযুক্ত, সঙ্কুচিত, জ্বালা, ঢোক গিলতে অক্ষম। ডিফথিরিয়া রোগের কৃত্রিমঝিল্লী, দেখতে অনেকটা সুক্ষ ও কোঁচকানো।

পাকস্থলী — **কিছুতেই খাবারের দৃশ্য বা গন্ধ সহ্য করতে পারে না। প্রচুর পিপাসা, প্রচুর জল পান করে, কিন্তু একসঙ্গে অল্প পরিমানে।** বমি বমি ভাব, ওয়াক তোলা, বমি, খাবার পরে অথবা কোন কিছু পান করার পরে। পাকস্থলীর উপরের অংশে উদ্বেগ। জ্বালাকর যন্ত্রণা। অম্ল ও কফি পানের প্রবল ইচ্ছা। গলা বুক জ্বালা, মুখের ভিতর ভুক্ত খাদ্য বস্তু যা উঠে আসে তার আস্বাদ টক ও তিতো এবং রোগী তা ঢক্ করে গিলে ফেলে। দীর্ঘস্থায়ী ঢেকুর তোলা। রক্তবমন, পিত্তবমন, সবুজ শ্লেষ্মা বমন অথবা বমি কালচে বাদামীবর্ণযুক্ত তৎসহ রক্তমিশ্রিত। পাকস্থলী অত্যন্ত উত্তেজিত, মনে হয় পাকস্থলীর ভিতর ক্ষত তৈরী হয়েছে, যেন ছিঁড়ে যাবে। সামান্য খাদ্যে বা পানীয়ে পাকস্থলীর বেদনা। ভিনিগার, অম্ল, আইস্‌ক্রিম, বরফ, জল, তামাক প্রভৃতির কুফলে অজীর্ণ। তীব্র ভীতি ও শ্বাসকষ্ট তৎসহ পাকস্থলীর বেদনা, এছাড়াও মূর্চ্ছা, ও শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা, প্রচণ্ড অবসাদ। ম্যালিগন্যান্ট জাতীয় লক্ষণাবলী। যা কিচুই খাওয়া হোক না কেন মনে হয় তা খাদ্যনলীতে আটকিয়ে আছে এবং ঐ স্থান থেকে কিছুতেই নিচের দিকে নামে না। **শাকসব্জি জাতীয় খাবার খাওয়ার কুফল, তরমুজ, ও জলযুক্ত ফল খাবার কুফল**। দুধ খাবার ইচ্ছা।

উদর — দংশনবৎ, জ্বালাকর বেদনা, যেন মনে হয় পেটের ভিতর জ্বলন্ত কয়লা আছে, গরমে উপশম। **যকৃত ও প্লীহার বিবৃদ্ধি ও বেদনাযুক্ত**। উদরী ও সর্বাঙ্গীন শোথ। উদর স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। কাশির সময় পেটের ভিতর বেদনা, মনে হয় যেন পেটের ভিতর ঘা হয়েছে।

সরলান্ত্র — যন্ত্রনাযুক্ত, সরলান্ত্রের আক্ষেপিক নির্গমন। কোঁথ। জ্বালাকর যন্ত্রণা এবং সরলান্ত্রে ও গুহ্যদ্বারে ভারীবোধ।

মল — **অল্প দূর্গন্ধযুক্ত, কালচে, তৎসহ প্রচণ্ড দুর্বলতা**। **রাত্রে, খাবার পরে ও পান** করার পরে বৃদ্ধি, পাকস্থলীতে ঠাণ্ডা লেগে, মদের অপ ব্যবহারে ও বিষাক্ত মাংস খেলে

বৃদ্ধি। আমাশয়ে মল কালচে, রক্তযুক্ত, তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত। কলেরা, তৎসহ মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা, দুর্বলতা এবং জ্বালাকর পিপাসা। সারা শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা। **(ভিরেট্রাম)**। অর্শ, আগুনের মত জ্বালা, গরম প্রলেপে আরাম। গুহ্যদ্বারের চারপাশের চামড়ায় হাজা।

প্রস্রাব — অল্প, জ্বালাকর, অসাড়ে প্রস্রাব, প্রস্রাবথলি যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। প্রস্রাব অ্যাল্‌বুমিন যুক্ত। এপিথিলিয়্যাল কোষ যুক্ত, জমাট বাঁধা রক্ত কণিকা প্রস্রাবে পাওয়া যায়। প্রস্রাব করার পরে, পেটের ভিতর দুর্বলতা বোধ। ব্রাইট্‌স্‌ডিজীজ। বহুমূত্ররোগ।

স্ত্রীরোগ — মাসিক ঋতুস্রাব প্রচুর এবং খুব শীঘ্র শীঘ্র দেখা দেয়। ডিম্বাশয় স্থানে জ্বালা। প্রদর স্রাব, হাজাকর, জ্বালাকর, দুর্গন্ধযুক্ত, পাতলা। গরম তার বিদ্ধ করার মত যন্ত্রণা, সামান্য পরিশ্রমে বৃদ্ধি, অত্যধিক অবসাদ, গরম ঘরে উপশম। অতিরক্ত। বস্তিকোটরে সূচ ফোটানোর অতিরজঃ। বস্তিকোটরে সূচ ফোটানোর মত যন্ত্রণা, যন্ত্রণা নীচের দিকে উরু পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস — কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারে না, শ্বাসবন্ধ হবার ভয়। বায়ু চলাচল পথের সংকীর্ণতা। হাঁপানী মধ্যরাত্রে বৃদ্ধি পায়। বুকের ভিতর জ্বালা। শ্বাস বন্ধকর সর্দ্দি। কাশি মধ্যরাত্রির পর বৃদ্ধি পায়, চিৎ হয়ে শুলে বৃদ্ধি। শ্লেষ্মা উঠার পরিমান **খুবই অল্প এবং ফেনা যুক্ত। ডানদিকের ফুসফুসের উপরিভাগের তৃতীয় স্তর থেকে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা।** সাঁই-সাঁই শব্দযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস। কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে তৎসহ দুই ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা, সমস্ত জ্বালাকর উত্তাপ। শুষ্ক কাশি, অনেকটা গন্ধকের ধোঁয়া ফুসফুসে যাবার পর যে ধরনের কাশি হয়। **পান করার পর কাশি।**

হৃদপিণ্ড — হৃদকম্প, যন্ত্রণা, মূৰ্চ্ছা। যারা ধূমপান করে এবং তামাক পাতা চিবায় তাদের উত্তেজিত হৃদ্‌পিণ্ড। **সকালের দিকে নাড়ী অত্যন্ত দ্রুত। (সালফ)**। হৃদ্‌পিণ্ডের বিবৃদ্ধি। শরীর লালচে বর্ণ। হৃদ্‌পিণ্ডে মেদ সঞ্চয়ের ফলে অসুস্থতা। অ্যানজাইমা পেক্টোরিস বা হৃদ্‌শূল, তৎসহ ঘাড়ে ও মাথার পিছনের দিকে বেদনা।

পিঠ — পিঠের ছোট একটুখানি অংশের দুর্বলতা। কাঁধ দুই দিকে টেনে সেঁটে থাকে পিঠে যন্ত্রণা এবং জ্বালা **(অক্সালিক অ্যাসিড)**।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — কম্পন, নর্তন, আক্ষেপ, দুর্বলতা, ভারীবোধ, অস্বস্তি। পায়ের ডিমে খিল ধরা পায়ের পাতার স্ফীতি। সাইয়েটিকা। জ্বালাকর যন্ত্রণা। শরীরের প্রান্তস্থ স্নায়ু কোষের প্রদাহ। ডায়েবিটিক গ্যাংগ্রীন। গোড়ালির ক্ষত (সিপা, ল্যামিয়াম)। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত তৎসহ শুকিয়ে যাওয়া।

চামড়া — চুলকানি, জ্বালা, স্ফীতি, শোথ, উদ্ভেদ, ফুসকুড়ি জাতীয়, **শুষ্ক, খস্‌খসে, আঁশযুক্ত, ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি ও চুলকালে বৃদ্ধি।** বিষাক্ত পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ। ক্ষত তৎসহ দুর্গন্ধিযুক্ত স্রাব। অ্যান্‌থ্রাক্স। বিষাক্ত ক্ষত। আমবাত তৎসহ জ্বালা ও অস্থিরতা। সোরিয়াসিস কঠিন অর্বুদ। সমস্ত শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা। চামড়ার উপর অর্বুদ। পচনশীল প্রদাহ।

ঘুম — বাধাপ্রাপ্ত, আতঙ্কিত, অস্থির। বালিশের সাহায্যে মাথা উঁচু করে রাখতে বাধ্য হয়। ঘুমের মধ্যে শ্বাসবন্ধ হবার মত অবস্থা। মাথার উপর হাত রেখে ঘুমায়। স্বপ্নগুলি ব্যস্ততা ও ভয়যুক্ত। নিদ্রালুতা, নিদ্রারোগ।

জ্বর — অত্যধিক উত্তাপ। নিয়মিত ভাবে, ঠিক সময়ে জ্বরের প্রত্যাবর্তন। বিষাক্ত জ্বর বা সেপ্‌টিক ফিভার। সবিরাম জ্বর। অসম্পূর্ণ রোগাক্রমনকাল, তৎসহ সুস্পষ্ট অবসাদ। হে-ফিভার। ঠাণ্ডা ঘাম। টাইফয়েড, প্রথম অবস্থায় ব্যবহার করা হবে না, প্রায়ই রাসটক্সের পরে ব্যবহার হয় পরিপূর্ণ অবসন্নতা, প্রলাপ, মধ্যরাত্রির পর বৃদ্ধি। প্রচণ্ড অস্থিরতা। ভোর তিনটে নাগাদ প্রচণ্ড উত্তাপ। দন্ত মল।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, ভিজে আবহাওয়া, মধ্যরাত্রি, ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা পানীয় অথবা খাদ্যবস্তুতে। সমুদ্রতীর। ডানদিক।

উপশম — গরমে, মাথা উঁচু করে রাখলে, গরম পানীয়ে।

অনুপূরক — রাস, কার্বা, ফস, থুজা, সিকেল, সীসাঘটিত বিষক্রিয়ায় এই ঔষধ বিষক্রিয়া ধবংস করে।

দোষঘ্ন — ওপিয়াম, কার্ব্ব, চায়না, হিপার, নাক্স।

রাসায়নিক দোষঘ্ন — কাঠকয়লা, হাইড্রেটেড পারঅক্সাইড অফ্ আয়রন, চুনজল।

তুলনীয় — আর্সনিক ষ্টিবিয়েটাম ৩x (শিশুদের বুকের প্রদাহ, অস্থিরতা তৎসহ পিপাসা এবং দুর্বলতা, তরল শ্লেষ্মাযুক্ত কাশি, বুকের ভিতর চাপবোধ, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত, বুকের ভিতর ঘড়ঘড় শব্দ)। সেনক্রিস কনটরট্রিক্স, আয়োড, ফসফরাস, চায়না, ভিরেট্রাম এল্বাম, কার্ব্ব, কেলিফস, ঈপিলোবিয়াম (টাইফয়েড রোগে বশ না মানা উদরাময়)।

হোয়া নান্। অ্যাটাক্সল — সোডিয়াম আর্সিনিয়েট ৩x, নিদ্রাকাতরতা, দৃষ্টিশক্তি বর্ধক স্নায়ুর শুকিয়ে যাওয়া। লিভিকো ওয়াটার — (এর ভিতর আর্স, আয়রন ও কপার অফ্ সাউথ টাইরল আছে) (পুরাতন চর্মরোগ, কোরিয়া মাইনর, রক্তাল্পতার আক্রান্ত শিশুদের তড়কা। হজমে সাহায্য করে এবং পুষ্টিবর্ধক। দুর্বলতা ও চর্মরোগসমূহ, বিশেষভাবে যেখানে উচ্চতর শক্তি ব্যবহার করার পর উন্নতি থেমে গেছে। শক্তি — দশ ফোঁটা একগ্লাস গরম জলে, দিনে তিনবার খাবার পরে। (বার্ণেট)। সার্কোল্যাকটিক অ্যাসিড (ইনফ্লুয়েঞ্জা তৎসহ প্রবল বমি)।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি। সর্বোচ্চ স্তরের শক্তিযুক্ত ঔষধ অনেক সময় ভালো কাজ দেয়। পাকস্থলী, অন্ত্র ও বৃক্কের রোগের ক্ষেত্রে নিম্নশক্তি। স্নায়ুশূল, স্নায়ুসংক্রান্ত রোগ ও চর্মরোগে উচ্চতর শক্তি। কিন্তু যেক্ষেত্রে শরীরের বাহ্যিক ক্ষেত্রের প্রয়োজনে ঔষধটি ব্যবহার হবে, সেখানে নিম্নতর শক্তি যথা ২x অথবা ৩x বিচূর্ণ।

ঔষধ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আর্সেনিকাম ব্রোমেটাস

ARSENICUM BROMATUM ব্রোমাইড অফ্ আর্সেনিক

প্রমাণ হয়েছে যে, এটি একটি শ্রেষ্ঠ অ্যান্টিসোরিক ও অ্যান্টিসিফিলিটিক ঔষধ বিশেষ। হার্পেটিক বা দদ্রু জাতীয় উদ্ভেদ, সিফিলিটিক ক্ষত, গ্রন্থিজ অর্বুদ এবং কঠিনতা, কার্সিনোমা, লোকোমোটর এট্যাক্সিয়া, এবং কঠিন জাতীয় সবিরাম জ্বল, এবং বহুমূত্ররোগ প্রভৃতি রোগ আর্সেনিকের জাতীয় এই ঔষধটির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

মুখমন্ডল — মুখমন্ডলের রক্তিমতা সহহ এক জাতীয় ব্রণ, তৎসহ নাকের উপর মারাত্মক জাতীয় ফুস্কুড়ি ;বসন্তকালে বৃদ্ধি। যুবক ব্যক্তিদের ব্রণ।

শক্তি — অরিষ্ট, দুই থেকে চার ফোঁটা দৈনিক জলের সঙ্গে। বহুমূত্র রোগে তিন ফোঁটা দিনে তিনবার এক গ্রাস জলের সঙ্গে মিশিয়ে।

আর্সেনিকাম হাইড্রোজেনিসেটাম

ARSENICUM HYDROGENISATUM আর্সেনিউরেটেড হাইড্রোজেন

আর্সেনিকের সাধারণ কার্যক্ষমতা এই ঔষধে আরো ভালো ভাবে বর্তমান আছে। রক্তাল্পতা। উদ্বেগ, হতাশা। রক্তপ্রস্রাব তৎসহ রক্তের সর্বাধিক গোলযোগ। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী থেকে রক্তস্রাব। প্রস্রাব অবরুদ্ধ, এর পর বমি। লিঙ্গচর্ম ও লিঙ্গমুণ্ড পুঁজ যুক্ত উদ্ভেদে ও গোলাকার ক্ষতে ঢাকা থাকে। পতনাবস্থা। শীতলতা, দুর্বলতা। হঠাৎ করে দুর্বলতা ও বমি বমি ভাব। চামড়া কালচে বাদামী বর্ণের।

মাথা — উপরের দিকে উঠার সময় তীব্র মাথাঘোরা। চক্ষু কোটরগত, চোখের চারপাশে চওড়া, নীলচে, গোলাকার দাগ। তীব্র হাঁচি। নাক ঠাণ্ডা গরম কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতে বাধ্য হয়।

মুখ গহ্বর — জিহ্বার বিবৃদ্ধি, জিহ্বার উপর গভীর, অসামঞ্জস্য ক্ষত, গুটির মত শক্ত ফোলা মাংসপিণ্ড। মুখগহ্বর উত্তপ্ত ও শুষ্ক, পিপাসা সামান্য।

শক্তি — ৩য় শক্তি।

আর্সেনিকাম আয়োডেটাম

ARSENICUM IODATUM আয়োডাইড অফ্ আর্সেনিক

অনবরত উগ্র প্রজাতির ও ক্ষয়কারক স্রাবের ক্ষেত্রে আর্সেনিক থেকে প্রাপ্ত ঔষধগুলোর মধ্যে এইদিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। স্রাব যে ঝিল্লি থেকে শুরু হয় এবং যে স্থানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, উভয় অংশ হেজে যায়। স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত হতে পারে, জলের মত

এবং যে ঝিল্লি থেকে স্রাব হয় তা সর্বদা লালবর্ণ যুক্ত, দগদগে ও স্ফীত, ঐ অংশ চুলকায় ও জ্বালা করে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, হে-ফিভার, নাকের পুরাতন সর্দ্দি ও মধ্য কর্ণের সর্দ্দিজ রোগ। নাকের ভিতরের তন্তু সকলের স্ফীতি। কর্ণনলের বিবৃদ্ধি এবং বধিরতা। বৃদ্ধদের দুর্বল হৃদ্‌পিণ্ড। নাড়ীর ধকধকানি। ধমনীর পুরাতন প্রদাহ। ঠোঁটের অর্ব্বুদ। স্তনের ক্যানসার, ক্ষত উৎপন্ন শুরু করার পরে।

আর্সেনিক আযোডের লক্ষণগুলি দেখে মনে হয় যে টিউবারকুলোসিসের প্রকাশিত লক্ষণের সঙ্গে এই ঔষধের লক্ষণের সদৃশতা দেখতে পাওয়া যায়। টিউবারকুলোসিসের প্রথমাবস্থায় আর্স আয়োড খুব ভালো কাজ করে, যদিও ঐ অবস্থায় সন্ধ্যার দিয়ে গাত্রতাপ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এটি নির্দেশিত হয় তখন, যখন প্রচণ্ড দুর্বলতা, দ্রুত এবং উত্তেজিত নাড়ী, পুনঃপুনঃ জ্বর এবং ঘাম, শীর্ণতা প্রভৃতি পাওয়া যায়, উদরাময়ের প্রবণতা যুক্ত। পুরাতন নিউমোনিয়া তৎসহ ফুসফুসে ফোঁড়া। শীর্ণতা, দুর্বলতা, রাত্রিকালীন ঘাম। এই ঔষধটিকে স্মরন করা যেতে পারে ক্ষয়রোগের সঙ্গে স্বরভঙ্গ শরীরের ঝাঁকুনি দেবার মত কাশি। এবং পুঁজের মত প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে এবং তৎসহ হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্বলতা, শীর্ণতা এবং সার্বিক দুর্বলতার ক্ষেত্রে, ক্ষয়রোগীর পুরাতন, জলের মত উদরাময়, প্রচুর ক্ষুধা সহ শীর্ণতা, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। রজঃ রোধ বা অ্যামেনোরিয়া তৎসহ রক্তাল্পতা, হৃদ্‌কম্প এবং শ্বাসকষ্ট। পুরাতন নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে, যখন ফোঁড়া তৈরী হতে চলেছে সেইক্ষেত্রেও এই ঔষধের কথা ভাবা যেতে পারে। প্রচণ্ড শীর্ণতা। আর্টিরিয়োস্কেলেরোসিস্। মায়ো কার্ডিয়াল ডিজেনারেশন এবং বৃদ্ধব্যক্তির মত হৃদ্‌পিণ্ডের অবস্থা। রক্তের দূষিত বা সেপ্‌টিক অবস্থা থেকে যখন ফোঁড়ার উৎপত্তি হবার মত অবস্থা দেখা দেয়। পেইরো, মিথাইল ব্লু।)

মাথা — মাথা ঘোরা, তৎসহ কম্পন অনুভূতি, বিশেষতঃ বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে।

নাক — **নাকের সামনের ও পিছনের অংশ থেকে পাতলা, জলের মত, উত্তেজক, হাজাকর স্রাব।**

হাঁচি — হে-ফিভার। নাকের ভিতর অস্বস্তি ও সুড়সুড় কর অবস্থা যার ফলে সর্বদা হাঁচি দেবার ইচ্ছা। (পোলানিন)। **নাকের পুরাতন সর্দ্দিজ উপসর্গ**, নাসিকার স্ফীতি, প্রচুর, গাঢ়, হলুদরঙের স্রাব। নাকে ক্ষত, **নাসিকা ঝিল্লীতে ক্ষত ও হাজাকর অবস্থা**। হাঁচির পর বৃদ্ধি।

গলা — গলবিলে জ্বালা। টনসিলের স্ফীতি। কণ্ঠনলী থেকে ঠোঁট পর্যন্ত পুরু ঝিল্লী। শ্বাস-প্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত, গ্রন্থিজ সংক্রমণ। ডিফ্‌থিরিয়া। ক্রনিক ফলিকিউল্যার ফ্যারিন্‌জাইটিস।

চোখ এবং কান — গণ্ডমালা দোষযুক্ত চোখের প্রদাহ। কর্ণের প্রদাহ, তৎসহ দুর্গন্ধযুক্ত, হাজাকর, স্রাব, কানের ভিতরের পর্দা মোটা হয়ে যায়। জ্বালাকর, হাজাকর সর্দ্দি।

পাকস্থলী — যন্ত্রণা ও গলা-বুক জ্বালা। খাবার একঘন্টা পরে বমি। কষ্টকর বমি বমি ভাব। এপিগ্যাসট্রিক স্থানে বেদনা। তীব্র পিপাসা, জলপানের সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে উঠে যায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস — সামান্য মাত্রায় খুকখুকে কাশি তৎসহ নাকের ভিতর শুষ্ক ও নাকবন্ধ হওয়া। ফুসফুস আবরণীর প্রদাহ সহ রসক্ষরণ। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। ফুসফুসের ক্ষয়রোগ বা টি.বি.। নিউমোনিয়া যা পরিষ্কার ভাবে উঠে না। ইনফ্লুয়েঞ্জার পর ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া। কাশি শুষ্ক, তৎসহ, সামান্য পরিমানে শ্লেষ্মা খুব কষ্ট করে তুলতে হয়। স্বরভঙ্গ।

জ্বর — পুনঃপুনঃ এবং ঘাম। রাত্রিতে **ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে যায়।** নাড়ী দ্রুত, ক্ষীন, দুর্বল, অনিয়মিত। শীত-শীত ভাব, কিছুতেই ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না।

চামড়া — শুষ্ক, আঁশযুক্ত, চুলকানি, **চামড়া থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বড়ো আঁশের মত ছাল উঠে থাকে,** ছাল উঠার পর ঐ অংশ দগ্‌দগে দেখায় এবং রসক্ষরণ হয়। ঈক্‌থিয়োসিস। **গণ্ডমালাদোষগ্রস্তের গ্রন্থিজ স্ফীতি। যৌন রোগ সহ বাগী।** দুর্বলকর রাত্রিকালীন ঘাম। দাড়ীতে এক্‌জিমা, জলের মত, চুঁয়ে চুঁয়ে রসক্ষরণ, চুলকানি, মুখ ধুলে বৃদ্ধি। শীর্ণতা। সোরিয়াসিস। ব্রণ শক্ত, গোড়ার দিক কঠিন তৎসহ মুখের অংশে পুঁজ থাকে।

সম্বন্ধ — তুলনীয় টিউবারকিউলিনাম, এন্টিমন আয়োড, হে-ফিভারের ক্ষেত্রে,

তুলনীয় — এরালিয়া, ন্যাপ্‌থেলিন, রোজা, স্যাঙ্গনিট।

শক্তি — ২য় ও ৩য় বিচূর্ণ। ঔষধটি তাজা তৈরী করতে হবে এবং আলো থেকে রক্ষা করতে বা দূর রাখতে হবে। একটানা কিছুদিন ব্যবহার করা যেতে পারে। রোগী চিকিৎসা থেকে দেখা গেছে যে টি.বি. রোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ৪ x শক্তি থেকে শুরু করা উচিত এবং ধীরে ধীরে নিম্নতর শক্তিতে যাওয়া হবে, ২ x বিচূর্ণ পর্যন্ত, ৫ গ্রেন পরিমান ঔষধ দিনে তিনবার।

আর্সেনিককাম মেটালিকাম

ARSENICUM METALLICUM **মেটালিক আর্সেনিক**

শরীরের অভ্যন্তরে থাকা গুপ্ত সিফিলিস রোগ এই ঔষধের সাহায্যে প্রস্ফুটিত হয়। নিয়মিত সময় পর পর রোগ দেওয়া, এই লক্ষণটি সুস্পষ্টভাবে থাকে, লক্ষণ প্রতি দুই অথবা তিন সপ্তাহ পর পর ফিরে আসে। দুর্বলতা। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ফুলে গেছে বলে মনে হয়।

মাথা — দূর্বল চিত্ত, স্মৃতিশক্তি দূর্বল। **এক থাকতে পছন্দ।** ঘুমের কল্পিত বস্তু দেখে বিরক্ত হয় এবং রোগীর কান্নার উদ্রেক করে। মাথা অনেকটা বড়ো হয়ে গেছে বলে মনে হয। বামদিকের মাথায় যন্ত্রণা, চোখ পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং কানের ভিতর যন্ত্রণা হয়। মাথার যন্ত্রণা সামনের দিকে ঝুঁকলে ও শুয়ে পড়লে বৃদ্ধি। কপালে শোথের মত স্ফীতি।

মুখমণ্ডল — লাল, চুলকায়, জ্বালাকর এবং ফোলাভাব। চোখের স্ফীতি এবং জল গড়ায়, জ্বালা তৎসহ সর্দ্দি। চোখ দুর্বল, দিনের আলো ও গ্যাসের আলো চোখে অসহ্য।

মুখগহ্বর — জিহ্বা সাদা লেপাবৃত এবং জিহ্বার উপর দাঁতের ছাপ পড়ে। মুখ গহ্বরে টাটানি ব্যথা ও **ক্ষতযুক্ত।**

উদর — যকৃৎ স্থানে টাটানি ব্যথা, ব্যথা শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত যায়। প্লীহাতে বেদনা, বেদনা নীচের দিকে কুঁচকী পর্যন্ত নামে। স্তনে বেদনা, বেদনা জয়েন্ট ও প্লীহা পর্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। উদরাময়, জ্বালাকর; জলের মত মল তৎসহ যন্ত্রণার উপশম।

শক্তি — ৬ষ্ঠ শক্তি।

আর্সেনিকাম সালফিউরেটাম ফ্লেভাম — আর্সেনিক ট্রাইসালফ

ARSENICUM SULFURATUM FLAVUM — ARSENIC TRISULPH — ইয়েলো সালফিউরেস অফ্ আর্সেনিক, অর্পিমেন্ট

বুকের ভিতর সূঁচ ফোটানোর মত বেদনা, বেদনা ভিতর থেকে বাইরের দিকে আসে, এছাড়াও কপালে এবং ডানদিকে, কানের পিছনের দিকে খোঁচা মারার মত বেদনা। কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস। যৌনাঙ্গের চারিপাশের চামড়ায় ঘর্ষনজনিত ক্ষত। শ্বেতী, সাইয়েটিকা এবং হাঁটুর চারিপাশে যন্ত্রণা।

সম্বন্ধ — আর্সেনিক সালফ রুব্ (ইনফ্লুয়েঞ্জা তৎসহ মারাত্মক প্রজাতির সর্দ্দিজ লক্ষণসমূহ, প্রচণ্ড দুর্বলতা এবং অত্যধিক গাত্রতাপ, পুঁজের মত স্রাব, সোরিয়াসিস, ব্রণ, এবং সাইয়েটিকা। এমনকি আগুনের সামনে থাকলেও শীত করে। শরীরের বিভিন্ন অংশে চুলকানি। প্যালেগ্র্যা।

আর্টিমিসিয়া ভাল্গারিস

ARTEMISIA — VULGARIS — মাগওয়ার্ট

ঔষধ হিসাবে মৃগী জাতীয় অবস্থার উপর কাজ করার সুনাম আছে, এবং শিশুদের ও বয়ঃসন্ধিকালে যুবতীদের আক্ষেপিক রোগে কাজ করার সুনাম আছে। স্থানিকভাবে চোখের ক্ষেত্রে ব্যবহার ক্ষতিকারক। পেটিটম্যাল বা সামান্যজাতীয় মৃগী মৃগীরোগের আক্ষেপ দেখা দেবার আগে রোগীর নিজের ভিতর একজাতীয় অস্বস্তি দেখা দেয় একে "অরা" বলে, এই "অরা" ছাড়াই মৃগী রোগের আক্রমণ দশা শুরু হয়, ভয় পাবার পর, এবং অপরাপর ভয়াবহ মানসিক আবেগ ও হস্তমৈথুন করার পর মৃগী। খুব অল্প সময় ব্যবধানে একের পর এক আক্ষেপ দেখা দেয়। রাত্রে ঘুমের ভিতর হাঁটা চলা করা বা কাজ করা। রাত্রে জেগে ওঠে ও কাজ করে, সকালে এই জাতীয় কাজের কথা কিছুই মনে পড়ে না। (ক্যেলি ফস)।

মাথা — আক্ষেপিক নর্তনের দ্বারা মাথা পিঠের দিকে টেনে ধরে বা বেঁকে যায়। মুখগহ্বর বামদিকে টেনে ধরে বা বেঁকে যায়। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য।

চোখ — রঙীন আলোকে মাথা ঘোরা। চোখে যন্ত্রণা ও ঝাপ্সা দৃষ্টি, চোখ রগড়ালে উপশম বোধ, চোখের দ্বারা কোন কাজ করলে বৃদ্ধি।

স্ত্রীরোগ — প্রচুর ঋতুস্রাব। জরায়ুতে তীব্র সঙ্কোচন। ঋতুস্রাবের আক্ষেপ।

জ্বর — প্রচুর ঘাম, রসুনের মত গন্ধযুক্ত।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — এরসিন্থ, সিনা, সিকুটা।

শক্তি — ১ম থেকে ৩য় শক্তি। বলা হয় যে, মদের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হলে ভালো কাজ করে।

অরাম ড্র্যাকন্‌টিয়াম

ARUM DRACONTIUM — **গ্রীন ড্রাগন**

গলবিলের প্রদাহ বা ফ্যারিন্‌জাইটিস রোগের একটা উপযুক্ত ঔষধ, তৎসহ গলার ভিতর টাটানি ব্যথা, হাজাকর ও স্পর্শ করলে ব্যথা থাকে।

মাথা — ভারীবোধ, কানের ভিতর তীরবিদ্ধবৎ বেদনা, ডানদিকের কানের পিছনের অংশে তীব্র বেদনা।

গলা — শুষ্ক, টাটানি ব্যথা, ঢোক গেলার সময় বৃদ্ধি। দগ্‌দগে ও স্পর্শ করলে ব্যথা করে। সব-সময় গলা পরিষ্কার করার চেষ্টা। ঘুংড়ী কাশি, স্বরভঙ্গের মত শব্দযুক্ত কাশি তৎসহ গলায় টাটানি ব্যথা।

প্রস্রাব — প্রস্রাব করার জন্য তীব্র বেগ, যা ধরে রাখা যায় না, প্রস্রাবের সময় জ্বালা ও তীব্র যন্ত্রণা।

শ্বাস-প্রশ্বাস — স্বরভঙ্গ, কণ্ঠনলীর ভিতর অতিরিক্ত শ্লেষ্মার জমা হওয়া। রাত্রে হাঁপানীর মত অবস্থা। শ্লেষ্মা গাঢ় ও ভারী।

সম্বন্ধ — **অরাম ইটালিকাম**। (মস্তিষ্কের ক্লান্তি তৎসহ মাথার পিছনের অংশে যন্ত্রণা) **অরাম ম্যাকিউলেটাম** (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ ও ক্ষত। নাকের ভিতর অস্বস্তিসহ পলিপ)।

শক্তি — ১ম শক্তি।

অরামট্রিফাইলাম

ARUM TRIPHYLIUM — **জ্যাক-ইন্‌-দি-পুলপিট**

অরাম ম্যাকিউলেটম, ইটালিকাম, ড্রাকন্‌টিয়াম, এই তিনটি ঔষধের কাজ অরামট্রিফাইলামের মত। এই সকল ঔষধের ভিতর একপ্রকার উত্তেজক বিষাক্ত বস্তু থাকে, যারা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ উৎপন্ন করে এবং তন্তুর ক্ষয়সাধন করে থাকে। ক্ষয়কারক শক্তিই হল অরাম বিভাগের ঔষধের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ।

মাথা — বালিসের উপর মাথা জোরে গুঁজে থাকে। অত্যাধিক গরম জামা-কাপড় পরার ফলে মাথার যন্ত্রণা, গরম কফি পানের পর মাথর যন্ত্রণা।

চোখ — চোখের উপর পাতার কম্পন, বিশেষতঃ বামদিকের চোখের পাতায়।

নাক — নাসারন্ধ্রের ভিতর টাটানি ব্যথা। **ক্ষয়কারক, হাঁজাকর স্রাব, যা নাসারন্ধ্রে ক্ষত** ও টাটানি ব্যথা উৎপন্ন করে। **নাক বন্ধ হওয়া, মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে বাধ্য হয়। নাকের ভিতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে চুলকায়।** সর্দ্দি, স্রাবে রক্তের ছিটে, জলের মত। নাক সম্পূর্ণভাবে বন্ধ, তৎসহ জলের মত, ক্ষয়কারক স্রাব। হে-ফিভার, তৎসহ নাকের গোড়ার দিকে যন্ত্রণা। ডানদিকের নাকের ভিতরে, উপরের দিকে বড় বড় মামড়ী জমা হয়। মনে হয় মুখমণ্ডল ফাটা, যেন ঠাণ্ডা বাতাস লেগেছে। মুখমণ্ডল উত্তপ্ত। **যতক্ষণ নাক দিয়ে রক্তপাত হচ্ছে, ততক্ষণ একটানা নাক খুঁটতে থাকে।**

মুখবিবর — **মুখবিবরে ছাদ অংশে তালুতে টাটানি ব্যথা।** ঠোঁট দুটি ও তালুর কোমল অংশে টাটানি ব্যথা ও জ্বালাকর অনুভূতি। ঠোঁট ফাটা ও জ্বালা। মুখ গহ্বরের **কোনগুলি টাটানি ব্যথাযুক্ত ও ফাটা।** জিহ্বা লাল, টাটানি ব্যথাযুক্ত, সমগ্র মুখ গহ্বরের ভিতর টাটানি। যতসময় রক্তপাত না হয়, ততসময় একটানা ঠোঁট খুঁটতে থাকা। **লালা প্রচুর, কটু, ক্ষয়করী।**

গলা — নিম্নচোয়াল সম্পর্কিত গ্রন্থিগুলরি স্ফীতি। **সঙ্কোচন ও স্ফীতি, জ্বালা, টাটানি।** সর্বদা গলা খেঁকারি দেওয়া। স্বরভঙ্গ। প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে। ফুসফুসে টাটানি ব্যথার অনুভূতি। পেশাগত বক্তাদের গলক্ষত। কণ্ঠস্বর অনিশ্চিত, নিজের আয়ত্তের বাইরে। কথা বললে, গান করলে, বৃদ্ধি।

চামড়া — স্কারলেট রোগের মত চামড়ার উপর উদ্ভেদ, **দগ্‌দগে, রক্তাক্ত চামড়া,** শরীরের যে কোন অংশে ইস্‌পেটিগো কন্টাজিও সা।

কমা-বাড়া — **বৃদ্ধি, উত্তর-পশ্চিমাবায়ু,** শুয়ে থাকলে।

সম্বন্ধ — **তুলনীয় এমন কার্ব্ব, এইল্যান্থাস, সিপা।**

দোষঘ্ন — **বাটারমিল্ক, এসেটিক অ্যাসিড, পালস্‌।**

শক্তি — ৩ থেকে ৩০ শক্তি।

এরান্ডো

ARUNDO রীড

সর্দ্দিজ জাতীয় রোগের একটি ঔষধ বিশেষ। হে-ফিভার।

মাথা — চুলকানি, মাথার চুল পড়ে যায়, চুলের গোড়াগুলি যন্ত্রণাযুক্ত। পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ। মাথার পিছনের অংশে যন্ত্রণা, যন্ত্রণা ডানদিকের চোখের পাতা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মাথার দুইধারের গভীরে যন্ত্রণা।

কান — কানের ভিতর চুলকানি ও জ্বালা। কানের পিছনে একজিমা।

নাক — হে ফিভার শুরু হয় তালু ও কন্‌জাঙটিভার চুলকানি ও জ্বালা সহকারে। নাসারন্ধ্রে ও মুখগহ্বরের ছাদে বিরক্তির চুলকানি। (ওয়াইথিয়া)। সর্দ্দি, ঘ্রানশক্তির লোপ পাওয়া। (নেট্রোম মিউর)। হাঁচি, নাসারন্ধ্রে চুলকানি।

মুখগহ্বর — জ্বালা ও চুলকানি, মাড়ী থেকে রক্তপাত। মুখের কোনায় ঘা। জিহ্বায় ফাটাসমূহ।

পাকস্থলী — পাকস্থলীর ভিতর ঠাণ্ডা ভাব। অম্ল জাতীয় বস্তু খাবার আছে।

স্থূলউদর — মনে হয় পেটের ভিতর জীবন্ত কিছু নড়াচড়া করছে। পেটে বায়ু জমা হওয়া, বস্তিকোটর স্থানে যন্ত্রণা।

মল — সবুজ। গুহ্যদ্বারে জ্বালা। স্তন্যপায়ী শিশুদের উদরাময়। (ক্যামোমিলা, ক্যালকেরিয়া ফস)।

প্রস্রাব — জ্বালাকর, লালতলানি যুক্ত (লাইকোপোডিয়াম)।

পুরুষের রোগ — সঙ্গমের পর স্পারম্যাটিক কর্ড বা শুক্ররজ্জুতে বেদনা।

স্ত্রীরোগ — মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, স্রাব প্রচুর। মুখমণ্ডল থেকে কাঁধে ও বস্তিকোটরে স্নায়ূশূল। সঙ্গম ইচ্ছা সহ যোনির ভিতর চুলকানি।

শ্বাস-প্রশ্বাস — শ্বাসকষ্ট, কাশি, লালচে রঙের শ্লেষ্মা। স্তনের বোঁটায় জ্বালা ও স্ফীতি। পায়ে প্রচুর ও দূর্গন্ধযুক্ত ঘাম।

চামড়া — একজিমা, চুলকানি ও শির্‌শির্ অনুভূতি বিশেষতঃ বুকে ও শরীরের উপরের অঙ্গ-প্রতঙ্গে। হাতের আঙ্গুলে ও পায়ের গোড়ালিতে ফাটাসমূহ।

সম্বন্ধ — তুলনীয় এন্থোজ্যান্‌টাম সুইট ভার্নাল গ্যাস (হে-ফিভার ও সর্দ্দিজ রোগের একটি জনপ্রিয় ঔষধ বিশেষ)। এলিয়াম, সিপা, স্যাব্যাড, সিলিকা।

শক্তি — ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসাফিটিডা

ASAFOETIDA **গাম অফ্ দি স্টিঙ্কস্যান্ড**

পেট ফাঁপা এবং পাকস্থলী ও খাদ্যনলীর আক্ষেপিক সঙ্কোচন তৎসহ বিপরীত অন্ত্র প্রবাহ এই ঔষধের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। এই ঔষধটি নির্বাচনের সময়, হিস্টিরিয়া বা মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত ব্যক্তি ও স্নায়বিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গে এই ঔষধের সম্পর্কের কথা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। এই লক্ষণগুলি ছাড়া, গভীর ক্ষত, অস্থিক্ষত, বিশেষতঃ সিফিলিটিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে, এক্ষেত্রে অত্যধিক স্পর্শকাতরতা তীব্র দপ্‌দপানি, রাত্রিকালীন যন্ত্রণা, এই ঔষধ নির্বাচনের পথ প্রদর্শক লক্ষণ।

মাথা — উত্তেজিত, রোগিনী তার কষ্ট সম্বন্ধে অভিযোগ করে, অনুভূতি প্রবণ। দুইদিকে ভ্রুর উপর ছিদ্র করার মত বেদনা। ভিতর থেকে বাইরের দিকে চাপ দেবার মত বেদনা।

চোখ — চক্ষুকোটরের স্নায়ুশাল, উপশম চাপে ও বিশ্রামে। আইরাইটিস্ ও অক্ষিগোলকের প্রদাহ, তৎসহ রাত্রে ছিদ্র করার মত, দপ্‌দপ্‌কর যন্ত্রণা। কপালের বাম দিকে সূচ ফোটানোর মত বেদনা। চোখের ভিতর এবং চোখের চারপাশে ছিদ্র করার মত বেদনা। সিফিলিটিক আইরাইটিস। কর্নিয়াল ক্ষত সহ খননবৎ বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি।

কান — দূর্গন্ধযুক্ত কানপাকা, তৎসহ ম্যাসটয়েড অস্থিতে ছিদ্র করার মত বেদনা। ম্যাসটয়েড অস্থির রোগ তৎসহ রোগের অস্থির স্থানে বেদনা, ঠেলে বেরিয়ে আসার মত অনুভূতি। দূর্গন্ধযুক্ত, পুঁজের মত স্রাব।

নাক — সিফিলিসজাত নাসিকা ক্ষত, তৎসহ খুবই দূর্গন্ধযুক্ত পুঁজের মত স্রাব। **নাকের অস্থির ক্ষত (অরাম)।**

গলা — **গ্লোবাম হিস্টিরিকাম।** বলের মত পিণ্ড গলায় ঠেলে উঠে। মনে হয় অন্ত্রপ্রবাহ বিপরীত হচ্ছে এবং এর ফলে মনে হয় খাদ্যনলী পাকস্থলী থেকে গলার দিকে ঠেলে আসছে।

পাকস্থলী — পেটের ভিতর জমা হওয়া বায়ু ঢেকুর তুলে বার করতে কষ্ট। **পেটফাঁপা ও মুখে তরল পদার্থ উঠে আসে।** হিষ্টিরিয়া রোগে পেট ফাঁপা। পাকস্থলীর ব্যাপক স্ফীতি। পাকস্থলীর ভিতর খালিবোধ ও দুর্বলতা তৎসহ বিস্তৃতি এবং পাকস্থলী ও তলপেটে ভুটভাট শব্দ। জোরে শব্দ করে ঢেকুরের সঙ্গে বায়ু উঠে আসে। **পাকস্থলীর উপরের অংশে দপ্‌দপানি।** পাকস্থলীর তীব্র বেদনা। পাকস্থলী ও মধ্যচ্ছদা স্থানে কেটে ফেলার মত ও জ্বালাকর বেদনা। পাকস্থলীর ভিতর বায়ুর নড়াচড়া ও কলকল শব্দ, কিছু পরে খুবই কষ্টের সঙ্গে ঢেকুরের সাহায্যে বায়ু বেরিয়ে আসে।

স্ত্রীরোগ — স্তন গ্রন্থি স্ফীত তৎসহ স্তনে দুধ অথচ রোগিনীর গর্ভসঞ্চার হয়নি। **মায়ের স্তনের গুনগত উৎকর্ষতা কম তৎসহ অনুভূতিপ্রবণতা।**

সরলান্ত্র — স্ফীত, মোচড় দেবার মত ব্যথা, তৎসহ ক্ষুধা। দুর্দমনীয় কোষ্ঠ কাঠিন্য। পেরিনিয়াম স্থানে বেদনা, মনে হয় কোন বস্তু ভিতর থেকে ঠেলছে। **উদরাময়, মল অত্যন্ত দূর্গন্ধযুক্ত। তৎসহ পেটে গ্যাস ও ভুক্তখাদ্যবস্তু ঢেকুরের সঙ্গে মুখে উঠে আসে।**

বুক — বুকের ভিতর **আক্ষেপিক ও কষ্টভাব,** যেন মনে হয় ফুসফুস সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত হতে পারবে না। হৃদস্পন্দন, অনেকটা কম্পন প্রকৃতির।

অস্থি — অস্থির ভিতর টেনে ধরার মত বেদনা ও অস্থিক্ষত। পেরিঅষ্টিয়াম যন্ত্রনাদায়ক, বিবৃদ্ধি। আক্রান্ত অস্থিতে ক্ষত, পাতলা, রসানির মত পুঁজ।

চামড়া — চুলকানি, আঁচড়ালে আরাম হয়, ক্ষত, কিনারার দিকে বেদনা। চর্মরোগ চাপা পড়ার ফলে স্নায়বিক উপসর্গ।

কমা-বাড়া — **বৃদ্ধি - রাত্রে, স্পর্শে, বামদিক,** বিশ্রামের সময়, গরম প্রলেপে।

উপশম — মুক্ত বায়ুতে, নড়াচড়ায়, চাপে।

সম্বন্ধ — দোষঘ্ন, চায়না, মার্কিউরিয়াস।

তুলনীয় — মস্কাম, চায়না, মার্কিউরিয়াস, অরাম।

শক্তি — ২য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসারাম ইউরোপাম

ASRRUM SUROPAM ইউরোপীয়ান স্নেক রুট

স্নায়বিক রোগ, কর্মশক্তিহীনতা তৎসহ প্রচণ্ড ধাতুদোষজনিত রোগে এই ঔষধ ব্যবহার হয়ে থাকে। **রেশম কাপড় অথবা কাপড়ের ঘর্ষনজনিত শব্দ অসহ্য।** বেদনা ও পেশীর আক্ষেপিক অবস্থা। স্নায়বিক বধিরতা ও চোখের ক্লান্তি। যে কোন প্রকার নড়াচড়ায় কম্পন। মনে হয় শরীরের অঙ্গগুলি, একের সঙ্গে অপরটি চেপে ধরে রাখা আছে। টেনে ধরা ও সঙ্কোচনের ন্যায় অনুভূতি। **সর্বদা শীতবোধ।**

মন — চিন্তাশক্তির লোপ, তৎসহ কপালে টেনে ধরার ন্যায় চাপবোধ। **অনুভূতি শক্তির বৃদ্ধি, এমনকি সামান্য কল্পনার উপর নির্ভর করে।**

মাথা — চাপ দেবার মত বেদনা। মাথার চামড়ায় টানভাব, বেদনাদায়ক মাথার চুল। (চায়না)। সর্দি, তৎসহ হাঁচি।

চোখ — আড়ষ্টতার অনুভূতি, জ্বালা, শীতল অনুভূতি। ঠাণ্ডা বাতাস অথবা ঠাণ্ডা জলে আরামবোধ। সূর্যালোক ও গরম বাতাসে চোখের কষ্টের বৃদ্ধি। অস্ত্রোপচারের পর চোখের ভিতর তীর বেধার মত বেদনা। চোখের ক্লান্তি।

কান — মনে হয় যেন কান বন্ধ হয়ে গেছে। সর্দি তৎসহ বধিরতা। কানের বাইরের অংশ উত্তপ্ত। কানের ভিতর নানা ধরনের শব্দ শোনা যায়।

পকস্থলী — অক্ষুধা, পেটফাঁপা, ঢেকুর তোলা এবং বমি। **মদ জাতীয় দ্রব্য পানের ইচ্ছা।** তামাক জাতীয় বস্তুর ধুমপানের আস্বাদ তিতো মনে হয়। বমি-বমি ভাব, খাবার পর বৃদ্ধি। পরিষ্কার জিহ্বা। প্রচণ্ড মূর্চ্ছাভাব। মুখের ভিতর ঠাণ্ডা, জলের মত লালা সঞ্চয়।

সরলান্ত্র — অন্ত্র থেকে গন্ধহীন, হলুদবর্ণের, **দড়ির মত দেখতে শ্লেষ্মা বেরিয়ে থাকে।** মলের সঙ্গে অভূক্ত খাদ্যবস্তু। সরলান্ত্রের স্থানচ্যুতি।

স্ত্রীরোগ — মাসিক ধাতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের আগে, দীর্ঘকালস্থায়ী, কালো রঙের। কোমরে তীব্র যন্ত্রণা। চটচটে, হলুদবর্ণের প্রদরস্রাব।

শ্বাস-প্রশ্বাস — স্নায়বিক, খুকখুকে কাশি। ছোট ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস।

পিঠ — ঘাড়ের সন্ধি স্থানের পেশীতে পক্ষাগাতের ন্যায় বেদনা। দুর্বলতা সহ শরীরের টলমলভাব।

জ্বর — শীতভাব, শরীরের কোন কোন অঙ্গ বরফের মত ঠাণ্ডা। সহজেই ঘাম হয়।

কমাবাড়া — বৃদ্ধি, শুষ্ক ঠাণ্ডা আবহাওয়া, বিদ্ধকর শব্দ।

উপশম — আক্রান্ত অংশ ধুলে, স্যাঁতসেঁতে ও ভিজে আবহাওয়ায়।

সম্বন্ধ — এসারাম ক্যানাডেন্সা - বন্য আদা। (ঠাণ্ডা লাগার পর রজঃলোপ ও পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহ। সর্দ্দি বসে যাওয়া)।

তুলনীয় — ইপিকাক, বিশেষতঃ উদরাময়ে, সিলিকা, নাক্স, চায়না।

শক্তি — ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

এসক্লিপিয়াস সিরিয়্যাকা (কর্নিউটি)

ASCLEPIAS SYRIACA (CORNUTI) **সিল্ক উয়িড**

স্নায়ুতন্ত্র ও মূত্রসম্বন্ধীয় যন্ত্রের উপর এই ঔষধটির বিশেষ কাজ আছে বলে মনে করা হয়। এটি শোথের একটি ঔষধ, এই শোথ যকৃতে, কিডনী, হৃদপিণ্ডের রোগের থেকে এবং স্কারলেটিনার পর হতে পারে, এই ঔষধ ঘাম তৈরী করে থাকে ও প্রস্রাবের পরিমান বাড়িয়ে থাকে। শরীরের বড়ো বড়ো সন্ধির বাতজনিত তরুন প্রদাহ। জরায়ুতে থেমে থেমে, নীচের দিকে ঠেলা মারার মত বেদনা।

মাথা — মনে হয় একটি ধারালো অস্ত্র মাথার এক দিকের রগ থেকে অপর দিকের রগ পর্যন্ত ফুঁড়ে যাচ্ছে। কপালের এক দিক থেকে অপর দিকে সংকীর্ণতার অনুভূতি। ঘাম বসে যাওয়ার পর স্নায়বিক মাথার যন্ত্রণা, এর পর প্রস্রাবের পরিমানের বৃদ্ধি, তৎসহ প্রস্রাবের আক্ষেপিক গুরুত্ব বেড়ে যায়। শরীরের বিভিন্ন তন্ত্রের ভিতর জীর্ণ বস্তুর জমে থাকার ফলে শিরঃ পীড়া।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ— এসক্লিপিয়াস ভিন্সিটোক্সিকান সেয়্যালাওয়াট — সিন্যানকাম (এটি অস্ত্র ও পাকস্থলীর উদ্দীপক ঔষধ বিশেষ, তৈরী করে বমি ও উদরাময় — (শোথ, বহুমূত্র রোগে উপকারী, প্রচুর পিপাসা, প্রচুর প্রস্রাব)।

শক্তি — অরিষ্ট।

এসক্লিপিয়াস টিউবারোসা

ASCLEPIAS TUBEROSA **প্লুরিসি রুট**

বুকের পেশীর উপর এই ঔষধের খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজ আছে এবং এটি প্রমানিত হয়েছে। সিক হেডেক বা আধকপালে, তৎসহ পাকস্থলী ও অন্ত্রে বায়ু সঞ্চয়। অজীর্ণ রোগ ব্রঙ্কাইটিস ও প্লুরিসি রোগ দুটি এই ঔষধের আয়ত্তের মধ্যে। ঠাণ্ডা ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় সর্দ্দিজ অবস্থা। কণ্ঠনলীর উপদাহ তৎসহ স্বরভঙ্গ, খাম্‌চে ধরার মত বেদনা প্লুরিসির বেদনা।

শ্বাস-প্রশ্বাস — শ্বাস-প্রশ্বাস বেদনাদায়ক, বিশেষতঃ বামদিকের ফুসফুসের নীচের অংশে বেদনা। শুষ্ক কাশি, গলার ভিতর সংকীর্ণতা বোধ, এই কারণে মাথায় ও পেটে বেদনা। বুকে বেদনা, বামদিকের স্তন থেকে নীচের দিকে তীরবেঁধার মত বেদনা। শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বার করার জন্য এটি একটি বহুব্যবহৃত ঔষধ, বিশেষভাবে ঘর্মস্রাবী গ্রন্থির উপর কাজ করে থাকে। সামনের দিকে ঝুঁকলে বুকের ব্যথা কম পড়ে। বুকাকাস্থির নিকটবর্তী, দুইটি পাঁজরার অস্থির মধ্যবর্তী স্থান টিপলে ব্যথা লাগে। দুইদিকের ঘাড়ের মধ্যবর্তী অংশে কেটে ফেলার মত বেদনা। সর্দি, তৎসহ মাথার কপাল অংশে যন্ত্রণা এবং আঠার মত, হলুদবর্ণের স্রাব।

পাকস্থলী — ভর্ত্তি মনে হয়, চাপবোধ, ভারবোধ। খাবার পর পাকস্থলীতে বায়ু সঞ্চয়। তামাকে অনুভূতি প্রবল।

সরলান্ত্র — অন্ত্রপ্রদাহ জনিত আমাশয়, তৎসহ শরীরের সর্বত্র বাতজ বেদনা। মলে পচা ডিমের মত গন্ধ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — বাতরোগাক্রান্ত সন্ধিগুলি ভাঁজ করলে মনে হয়, সন্ধিগুলি যে বস্তু দ্বারা জোড়া রয়েছে তা ভেঙে যাবে।

সম্বন্ধ — তুলনীয় - এসক্লিপিয়াস ইন্‌কার্ণেটা - সোয়াম্প মিল্ক উয়ীড (পাকস্থলী পুরাতন প্রদাহ ও প্রদর স্রাব। (শোথ ও শ্বাসকষ্ট)।

পেরিপ্লোয়াগ্রোসা — এক প্রকারের এসক্লিপিয়াস (হৃদপিণ্ডের শক্তিবর্ধক ঔষধ, বিশেষভাবে সংবহনতন্ত্র ও শ্বাস-প্রশ্বাস তন্ত্রের কেন্দ্রের উপর কাজ করে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির সঙ্গে নাড়ীর গতির সামঞ্জস্য দেখা যায় না), ব্রায়োনিয়া, ডালকামরা।

শক্তি — অরিষ্ট এবং ১ম শক্তি।

এসিমিনা ট্রাইলোবা

ASIMINA TRILOBA আমেরিকান ড্যাপ্য

এই ঔষধের লক্ষণগুলি অনেকটা স্কারলেট ফিভারের লক্ষণসমূহের মত, গলায় টাটানি ব্যথা, জ্বর, বমি স্কারলেট জ্বরের মত উদ্ভেদ, টনসিল ও চোয়ালের নীচের অংশের গ্রন্থির স্ফীতি তৎসহ উদরাময়। গলার ভিতরের অংশ লালবর্ণ, স্ফীত, মুখমণ্ডল ফোলা। বরফের মত ঠাণ্ডা বস্তু খাবার ইচ্ছা।

স্বর ভঙ্গ — নিস্তেজ, নিদ্রালু, খিট্‌খিটে। ব্রণ। সন্ধ্যায় জামাকাপড় খুলে ফেলার পর চুলকায়।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — ক্যাপসিক্‌, বেলেডোনা।

এস্প্যারাগাস অফিসিন্যালিস

ASPARAGUS OFFICINALIS কমন গার্ডেন এস্ক্যারাগাস

এই ঔষধের স্পষ্ট ও আশু কাজ হল নলী সংক্রান্ত স্রাবের উপর তা অতি পরিচিত। এই ঔষধ দুর্বলতা ও হৃদপিণ্ডের ক্লান্তি সহ শোথ তৈরী করে থাকে। বাতজনিত বেদনা। বিশেষ করে বাম কাঁধের চারিপাশে ও হৃদ্পিণ্ডে।

মাথা — বিভ্রান্ত। সর্দি ও তৎসহ প্রচুর, জলের মত স্রাব। কপালে ও নাকের গোড়ার দিকে তীব্র বেদনা। সকালের দিকে আধকপালের মত মাথার যন্ত্রণা তৎসহ দৃষ্টিশক্তির অবসাদ। গলার ভিতর খস্খসে মনে হয়, তৎসহ গলা খাঁকারি, প্রচুর আঠার মত চট্চটে শ্লেষ্মা গলা থেকে উঠে।

প্রস্রাব — বারে বারে প্রস্রাব তৎসহ মূত্রনলীর সামনের ছিদ্রে সূক্ষ্ম ছুঁচ ফোটার মত বেদনা, জ্বালা, প্রস্রাবে অদ্ভুত ধরনের গন্ধ। প্রস্রাবথলির প্রদাহ, তৎসহ পুঁজ, শ্লেষ্মা ও কোঁথ থাকে। মূত্রপাথুরী।

হৃদ্পিণ্ড — হৃদকম্প, তৎসহ বুকের ভিতর চাপ বোধ। নাড়ী থেমে থেমে চলে, দুর্বল, দুর্বল, বাম কাঁধের চারিপাশে ও হৃদ্পিণ্ডে বেদনা, তৎসহ প্রস্রাবথলির গোলযোগ। শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর। বুকের ভিতর জল জমা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — পিঠে বাতজনিত বেদনা, বিশেষ করে ঘাড়ের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে। বামদিকের সন্ধাস্থির অ্যাক্রোমিয়ন প্রসেস অংশে ও বাম কণ্ঠাস্থির নীচে বেদনা এবং বেদনা নীচের দিকে বাহু পর্যন্ত নামে, তৎসহ নাড়ী ক্ষীণ।

সম্বন্ধ — দোষঘ্ন, একোনাইট, এপিস।

তুলনীয় — এল্থিয়া মার্সম্যালো (এর ভিতর এস্প্যারাগীন থাকে, প্রস্রাব থলি, গলা ও শ্বাসনলীর উপদাহ)। ফাইস্যালিস অ্যাল্কিকেনজি ডিজিট্যাল, সার্সাপ, স্পাইজেলিয়া।

শক্তি — ৬ষ্ঠ শক্তি।

এস্পিডোস্পার্মা

ASPIDOSPERMA ক্যুইব্রাকো

এই ঔষধটিকে ফুসফুসের ডিজিট্যালিস বলা হয়। (হেল)। শ্বাস-প্রশ্বাস কেন্দ্রগুলিকে উদ্দীপ্ত করে অক্সিডেশন প্রক্রিয়ার উপর থেকে সাময়িক বমি দূর করে, অক্সিডেশন প্রক্রিয়ার বৃদ্ধি ঘটায় এবং কার্বনিক অ্যাসিড শরীর থেকে নিসৃত করতে সাহায্য করে। পালমোনারী স্টেনোসিস। ফুসফুসীয় ধমনীর থ্রম্বসিস। রক্তে ইউরিয়ার পরিমানের বৃদ্ধির ফলে শ্বাসকষ্ট। হাঁপানীর বহুক্ষেত্রে একটি কার্যকরী ঔষধ বিশেষ। এই ঔষধ শ্বাস-প্রশ্বাসের কেন্দ্রগুলিকে

উদ্দীপ্ত করে এবং রক্তে অক্সিজেনের পরিমান বাড়াতে সাহায্য করে। পরিশ্রম করার সময় শ্বাস নিতে চায় বা শ্বাসকষ্ট একটি পথপ্রদর্শক লক্ষণ। কর্ডিয়াক অ্যাজমা।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — কোকা, আর্সেনিক, কফিয়া-ক্যাটালপা (কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস)।

শক্তি — ১x বিচূর্ণ অথবা অরিষ্ট, অথবা এস্‌পিডোস্‌পার্মিন হাইড্রোক্লোরাইড ১x বিচূর্ণের ১ গ্রেন মাত্রায়, প্রতি ঘন্টায় ১ ডোজ করে কয়েক ডোজ।

এসট্যাকাস ফ্লুভিয়াটিলিস — ক্যানসার এসট্যাকাস

ASTACUS FLUVIATILIS **ক্র ফিস**

এই ঔষধের চামড়ার লক্ষণগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমবাত।

চামড়া — সমস্ত শরীরের আমবাতের মত উদ্ভেদ। চুলকানি। মায়ের দুধ পান করে এইরকম বাচ্চাদের মাথায় ঘা, তৎসহ লসিকা গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। ইরিসিপেলাস এবং যকৃতের পীড়া তৎসহ আমবাত। গ্রীবাস্থানের গ্রন্থির স্ফীতি। জন্ডিস।

জ্বর — শরীরের ভিতরে শীতবোধ, বাতাসে অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবন, গায়ের খোলার পর বৃদ্ধি, তীব্রজ্বর, তৎসহ মাথার যন্ত্রনা।

সম্বন্ধ — তুলনীয় বোনবিক্স — ক্যাটারপিল্যার বা শুঁয়োপোকা সমস্ত শরীরে চুলকানি (আমবাত)। এপিস, রাস, নেট্রাম মিউর, হোমার।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

এস্টেরিয়াস রুবেন্স

ASTERIAS RUBENS **রেড স্টারফিস**

সাইকোটিক ধাতুদোষযুক্ত রোগীর ঔষধ বিশেষ থলথলে, শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতু, থলথলে **তৎসহ মুখমণ্ডল লালবর্ণ**। ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা। স্নায়বিক গোলযোগ, স্নায়ুশূল, নর্তন এবং হিস্টিরিয়া এই ঔষধের আয়ত্তের মধ্যে পড়ে। স্তনগ্রন্থির ক্যানসার রোগে ব্যবহার হয়েছে এবং ক্যানসার রোগের উপর এই ঔষধের প্রভাব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না। স্ত্রী পুরুষের উভয়ের উত্তেজনা।

মাথা — প্রতিবাদ কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, মস্তিষ্কে আঘাত অনুভব করে, দপ্‌দপ্‌, মাথার ভিতর গরম, যেন মনে হয় মাথার চারিপাশ গরম বাতাসে ঢাকা আছে।

মুখমণ্ডল — লালবর্ণযুক্ত। মুখগহ্বরে, চোয়ালে ও নাকের পাশে ফুস্কুড়ি। **বয়ঃসন্ধিকালে ফুস্কুড়ি হবার প্রবণতা যুক্ত।**

স্ত্রীরোগ — অন্ত্রশূল ও অন্যান্য কষ্ট, ধাতুস্রাব শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। স্তনগ্রন্থির স্ফীতি এবং স্তনগ্রন্থির বেদনা, বামদিকে বেশী হয়। তীক্ষ্ম বেদনাসহ ক্ষত,

বেদনা স্কন্ধোস্থিকে বিদ্ধ করে। যন্ত্রণা নীচের দিকে বামবাহু থেকে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত নামে, নড়াচড়ার বৃদ্ধি। যৌন উত্তেজনা সহ স্নায়বিক উত্তেজনা। স্তনগ্রন্থির উপর গুটি ও স্তনগ্রন্থির কঠিনতা, অস্বস্তিকর বেদনা, এই স্থানে স্নায়ুশূল (কনিয়াম)।

বুক — স্তনস্ফীত, কঠিন। বামস্তন ও রামবাহুর স্নায়ুশূল। (ব্রোম)। বৃক্কাস্থির নীচে ও হৃদপিণ্ড স্থানের পেশীর বেদনা। বামদিকের স্তন মনে হয় যেন ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে এবং যন্ত্রণা বাহুর ভিতরের অংশ থেকে হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। স্তণের ক্যানসার, এমনকি ক্ষতযুক্ত অবস্থাতেও তীব্র, ছুরি মারার মত বেদনা। বগলের গ্রন্থিগুলি স্ফীত, শক্ত, এবং গুটিযুক্ত।

স্নায়ুতন্ত্র — চলনভঙ্গী টলমল, পেশীগুলি ইচ্ছাশক্তিকে অমান্য করে। মৃগী, মৃগী আক্রমনের আগে সমস্ত শরীরে কম্পন।

মল — কোষ্ঠকাঠিণ্য। অতৃপ্ত ইচ্ছা। মল জলপাইয়ের মত। উদরাময়, জলের মত, বাদামী, মল ফিনকী দিয়ে বেরিয়ে থাকে।

চামড়া — চামড়ার নমনীয় ভাব নষ্ট হয়ে যায় এবং টানলে বাড়ে না। নির্দিষ্ট স্থানে চুলকানি। ক্ষত, তৎসহ দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব। ব্রণ। সোরিয়াসিস ও হার্পিস জোস্টার, বাম বাহু ও বামদিকের বুকে বেশী হয়। বগলের গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, রাত্রে বৃদ্ধি এবং স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায়।

সম্বন্ধ — দোষঘ্ন, প্লাম্বাম, জিঙ্ক।

তুলনীয় — কোনিয়াম, কার্বো, আর্স।

বিরোধী — নাক্স, কফিয়া।

কমাবাড়া — বৃদ্ধি — কফি, রাত্রি, ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া, বামদিক।

শক্তি — ৬ষ্ঠ শক্তি।

এস্ট্রাগ্যালাস মোল্লিসিমাস

ASTRAGALUS MOLLISSIMUS — **পার্পল অথবা উল্লিলোকো উয়িড**

মদ, তামাক ও মর্ফিন মানুষের যেরকম কাজ করে, এই ঔষধটি প্রানীর উপর একইরকম কাজ করে থাকে। এই ঔষধ খাবার পর প্রথমাবস্থায়, জন্তুটির মানসিক ভ্রান্তি তৎসহ দৃষ্টিশক্তির অস্বচ্ছতা দেখা যায়, এই সময় জন্তুটি নানা ধরনের মজার-মজার কাজ করে থাকে। এই উদ্ভিদটির আস্বাদ একবার বুঝে গেলে, জন্তুটি সকল প্রকার খাদ্যবস্তু প্রত্যাখ্যান করে। দ্বিতীয়বস্থায়, জন্তুটি রোগা হয়ে যায়, চোখ কোটরগত, চুলের উজ্জ্বলতা কমে যায়, দুর্বল নড়াচড়া — এর কয়েক মাস পরে অনাহারে জন্তুটি মারা যায়। (ইউ. এস. কৃষিবিভাগ)। চলনভঙ্গির সামঞ্জস্যহীনতা, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। পেসীর কাজের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব।

মাথা — ডানদিকের রগে ও উপরের চোয়ালে পূর্ণতার অনুভূতি। বামদিকে ভ্রুতে বেদনা। মুখমণ্ডলের অস্থি যন্ত্রণাদায়ক। মাথাঘোরা। রগে চাপ দেবার মত বেদনা। চোয়ালে বেদনা ও চাপবোধ।

পাকস্থলী — দূর্বলতা ও খালিবোধ। অন্ননলী ও পাকস্থলীতে জ্বালা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — ডানদিকের পায়ের বাইরের অংশে গোড়ালি থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত গর্‌গর্‌ শব্দ। বামদিকের পায়ে ডিম বরফের মত ঠাণ্ডা।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — এরাগ্যাল্লাস ল্যাম্বাটি হোয়াটি লেকো উয়িড - র‍্যাটল উয়িড, ব্যারাইটা, অক্সিট্রপিস।

শক্তি — ৬ষ্ঠ শক্তি।

অরাম মেটালিকাম

AURUM METALLICUM **মেটালিক গোল্ড**

যদি সম্পূর্ণভাবে অরাম কে কাজ করতে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে অরাম মানুষের রক্ত, গ্রন্থি ও অস্থির উপর কাজ করে যে সকল উপসর্গ তৈরী করে, তার সঙ্গে সিফিলিস ও পারদঘটিত দোষের উপসর্গের বিস্ময়কর ভাবে মিল দেখতে পাওয়া যায়। এবং শরীরের তরল পদার্থের এইরূপ বিচ্যুতি ও শারীরিক তন্তুর এই পরিবর্তন করতে সক্ষম বলে, অরাম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সিফিলিস রোগীর মত, মানসিক অবসাদ এই ঔষধ তৈরী করে থাকে। হতাশা নৈরাশ্য এবং আত্মহত্যা করার তীব্র ইচ্ছা। নিজেকে ধবংস করার জন্য নানাপ্রকার উপায়ের অনুসন্ধান করে থাকে। অস্থিবৃদ্ধি, অস্থিক্ষত, রাত্রিকালীন অস্থির যন্ত্রণা বিশেষ করে মাথার, নাকের, এবং তালুর অস্থির। গন্ডমালা ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তির গ্রন্থি স্ফীতি। হৃদ্‌কম্প ও রক্তাধিক্য। উদরী, যা প্রায় সময়ে হৃদ্‌পিণ্ডের গোলযোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রায়ই সেকেন্ডারী সিফিলিস ও পারদের কুফলে নির্দেশিত হয়ে থাকে। যৌনরোগে ও গণ্ডমালা ধাতুদোষে সোনার এই ব্যবহার বহু পুরাতন কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু সোনার এই ব্যবহার পুরাতন ভেষজ তত্ত্ববিদগন, পুনরায় আবিষ্কার হওয়ার আগে পর্যন্ত ভুলেছিলেন এবং পরবর্তীকালে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এই ঔষধ আবিষ্কার করেন, ঔষধটিকে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করালেন এবং এইবার আর আগের মত হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকল না। যখন গণ্ডমাল ধাতুদোষগ্রস্ত ব্যক্তির দেহে সিফিলিস চেপে বসে, তখন আমরা একটা ভয়াবহ, বিকৃত অবস্থা দেখতে পাই এবং সোনা ঐ জঘন্য মিশ্রিত অবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। মানসিক ক্লান্তি। নাকে পচা ঘা, যৌন ইচ্ছা সম্পর্কিত অতি অনুভূতি প্রবণতা। আর্টিরিয়োস্কেলোরোসিস, উচ্চরক্তচাপ, রাত্রিতে বৃক্কাস্থির পিছনের অংশে যন্ত্রনা। যকৃত, রক্তবহানলী ও মস্তিষ্কের স্কে লেরোসিস। শীর্ণকায় বালক, বিষন্ন, জীবনীশক্তি ক্ষীন, স্মৃতি শক্তির দূর্বলতা।

মন — নিজেকে তিরস্কার করার প্রবণতা ও রোগী নিজেকে অপদার্থ বলে মনে করে। তীব্র নৈরাশ্য। তৎসহ ক্রমবর্ধমান উচ্চ রক্তচাপ, তৎসহ **জীবনে বিতৃষ্ণা** এবং আত্মহত্যার ইচ্ছা। সর্বদা আত্মহত্যার কথা বলা। তীব্র মৃত্যু ভয়। সর্বদা খিট্‌খিটে ও সামান্য প্রতিবাদে রেগে যায়। মানুষে ভীতি। মানসিক বিকলতা। উত্তরের অপেক্ষা না করে, সর্বদা দ্রুত প্রশ্ন করে থাকে। কোন কাজই দ্রুত করতে চায় না। অতি অনুভূতিপ্রবণ, (স্ট্যাফি) শব্দে উত্তেজনা, বিভ্রান্তি।

মাথা — **মাথায় তীব্র যন্ত্রণা, রাত্রে বৃদ্ধি,** মাথার বাইরের দিকে চাপবোধ। মাথার ভিতর গর্জন। মাথাঘোরা। মস্তিষ্ক থেকে কপাল পর্যন্ত ছিঁড়ে যাওয়ার মত বেদনা। মুখমণ্ডল পর্যন্ত প্রসারিত অস্থি বেদনা। মাথায় রক্তাধিক্য। মাথায় চামড়ায় ছোট ছোট ফোঁড়া।

চোখ — তীব্র আলোকাতঙ্ক, চোখের চারিপাশে তীব্র টাটানির মত ব্যথা এবং চোখের তারার চারিপাশে বেদনা। দ্বিত দৃষ্টি, **দৃষ্ট বস্তুর উপরের অর্ধেক অংশ দেখতে পায় না।** টান টান অনুভব। জ্বলন্ত বস্তু সকল চোখের সামনে দেখতে পায়। চোখের চারিপাশের অস্থিতে বেদনা (এসাফেডিটা) রক্তবহানলীময় কনীনিকা। বাইরে থেকে ভিতরের দিকে বেদনা। **ভিতরের অংশে খোঁচা মারার মত বেদনা।** ট্র্যাকোমা সহ কনানিকার রক্তাধিক্য।

কান — কানের ভিতরের ছোট অস্থি ও চবর্বন অস্থির ক্ষত। স্কারলেটিনার পর **দুর্দমনীয়, দুর্গন্ধযুক্ত কর্ণস্রাব।** কানের বাইরের ছিদ্র পুঁজে ভর্ত্তি থাকে। পুরাতন স্নায়বিক বধিরতা। সিফিলিস জনিত কারণে কানের ভিতরের পর্দার রোগ।

নাক — **ক্ষতযুক্ত, যন্ত্রনাদায়ক,** স্ফীত, বাধাপ্রাপ্ত। **নাকের প্রদাহ, ক্ষত, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব,** পুঁজযুক্ত, রক্তমিশ্রিত স্রাব। নাকের ভিতর ছিদ্র করার মত বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি। নাক থেকে পচা গন্ধ বেরিয়ে থাকে। গন্ধে অনুভূতিপ্রবণ (**কার্বলিক অ্যাসিড**)। নাক ও মুখ থেকে বিকট গন্ধ। নাকের অগ্রভাগে আব।

মুখগহ্বর — বয়ঃসন্ধিকালে বালিকাদের শ্বাস-প্রশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত। মাড়ীর ক্ষত।

মুখমণ্ডল — গন্ডাস্থিতে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা। চবর্বন অস্থি ও মুখমণ্ডলের অন্যান্য অস্থির প্রদাহ।

গলা — ঢোক গেলার সময় ছুঁচ ফোটার মত বেদনা, গ্রন্থির বেদনা। তালুর ক্ষত।

পাকস্থলী — ক্ষুধা ও পিপাসার বৃদ্ধি, তৎসহ সাময়িক অসুস্থতাবোধ। এপিগ্যাস্ট্রিয়াম স্থানের স্ফীতি। পাকস্থলীতে **জ্বালা ও ঢেকুর উত্তপ্ত।**

উদর — পেটের ডানদিকের **উপরের** অংশ উত্তপ্ত ও যন্ত্রনাদায়ক। পেটের ভিতর অস্বাভাবিক উপায়ে বায়ুসঞ্চয় কুঁচকিস্থানের গ্রন্থির স্ফীতি ও **পুঁজোৎপত্তি।**

প্রস্রাব — ঘোলাটে, অনেকটা ঘোলের মত দেখতে, তৎসহ পুরু তলানিযুক্ত। যন্ত্রনাদায়ক মূত্ররোধ।

সরলান্ত্র — কোষ্ঠকাঠিণ্য, মলশক্ত ও গুটলে মত। রাত্রিকালীন উদরাময় তৎসহ সরলান্ত্রে জ্বালা।

পুরুষের রোগ অন্ডদ্বয়ের স্ফীতি ও যন্ত্রণা — অণ্ডদ্বয়ের পুরাতন কঠিনতা প্রবল লিঙ্গোদ্রেক। **বালকদের অণ্ডদ্বয়ের শীর্ণতা**। হাইড্রোসিল।

স্ত্রীরোগ — যোনি নলী অত্যধিক অনুভূতি প্রবণ। জরায়ুর বিবৃদ্ধি ও স্থানচ্যুতি। বন্ধ্যাত্ব। যোনিনলীর আক্ষেপ।

হৃদ্‌পিণ্ড — রোগীর মনে হয় হৃদপিণ্ডের স্পন্দন দুই অথবা তিন সেকেণ্ডের জন্য থেমে গেছে। এর পরেই খুব জোরে হৃদ্‌পিণ্ডের কম্পন শুরু হয় তৎসহ পেটের উপরের অংশে খালি বোধ। হৃদকম্প। **নাড়ী, দ্রুত, ক্ষীণ, অনিয়মিত**। হৃদ্‌পিণ্ডের বিবৃদ্ধি। **উচ্চরক্তচাপ** — হৃদ্‌কপাটিকার রোগ (অয়াম - ৩০)।

শ্বাস-প্রশ্বাস — রাত্রিতে শ্বাসকষ্ট। বারে বারে, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস, বুকাস্থি স্থানে সূঁচফোটার মত বেদনা।

অস্থি — অস্থিক্ষয়, অনেকটা সেকেণ্ডারী সিফিলিসে যেরকম দেখা যায়। মাথায় হাড়ের বেদনা, মাথার চামড়ার নীচে পিণ্ডের মত দলা, অস্থির বিবৃদ্ধিসহ রাত্রিকালীণ অস্থিবেদনা। নাকের, তালুর ও চর্বন অস্থির ক্ষয়। আক্রান্ত অস্থিতে টাটানি ব্যথা, মুক্ত বাতাসে আরাম, রাত্রে বৃদ্ধি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — শরীরের সমস্ত রক্ত মনে হয় মাথা থেকে নিম্নাঙ্গের দিকে ছুটে চলেছে। নিম্নাঙ্গের শোথ। উত্তেজনা, মনে হয় যেন সকল শিরার মধ্যে রক্ত ফুটছে। সন্ধিস্থানে পক্ষাঘাতের মত, ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা। হাঁটুর দুর্বলতা।

ঘুম — অনিদ্রা। ঘুমের মধ্যে জোরে জোরে ফোঁপাতে থাকা। ভয়যুক্ত স্বপ্ন।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে ঠাণ্ডা লাগলে। বহু কষ্ট কেবলমাত্র শীতকালে দেখা যায়। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

সম্বন্ধ — **তুলনীয়** — **অরাম**, আর্স (বৃহৎ ধমনীর পুরাতন প্রদাহ, লুপাস, সিফিলিসজাত মাথার যন্ত্রণা সহ ক্ষয়রোগ, এছাড়াও রক্তাল্পতা। এই ঔষধে খুব দ্রুত ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়।

অরাম ব্রোম (মাথার যন্ত্রনাসহ স্নায়বিক দুর্বলতা, অধিক পানে, রাত্রিতে ভয়, হৃদ্‌কপাটিকার রোগ)।

অরাম মিউর — (জ্বালাকর, হলুদবর্ণের, হাজকির প্রদর স্রাব, হৃদপিণ্ডের লক্ষণসমূহ, গ্রন্থিসংক্রান্ত উপসর্গসমূহ, জিহ্বাতে ও যৌনাঙ্গে আঁচিল, স্নায়ুকোষের ধ্বংস। মাল্টিপিল স্কেলেরোসিস্। মর্‌ভ্যানস্ ডিজীজ। ২x বিচূর্ণ। অরাম মিউর একটি সাইকোটিক ঔষধ, এই ঔষধটির সাহায্যে চাপা পড়া স্রাব পুনরায় দেখা দেয়। রজোনিবৃত্তি কালে জরায়ুর

রক্তস্রাবে এই ঔষধটি খুবই মূল্যবান। ফ্রন্টাল সাইনাসের রোগসমূহ। কপালের বাম দিকে সূঁচ ফোটার মত বেদনা। ক্লান্তি, সকল কাজেই বিরক্তি। পাকস্থলীর ভিতর টান ধরার মত অনুভূতি। ক্যানসার, জিহ্বা চামড়ার মত শক্ত, জিহ্বার প্রদাহের পর জিহ্বার কঠিনতা।

অরাম মিউর কেলি — পটাসিয়াম ও সোনা এই দুই প্রকারের ধাতুর মিশ্রিত ক্লোরাইড। (জরায়ুর কঠিণতা ও রক্তস্রাবে)।

অরাম আয়োড (পুরাতন হৃদাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ, হৃদ্‌কপাটিকার রোগসমূহ, আর্টিরিয়ো-স্কেলেরোসিস্। নাকের পচাক্ষত, লুপাশ, অস্থির প্রদাহ, ডিম্বাশয়ের অর্বুদ, এইগুলিই মোটামুটি প্যাথোলজিক্যাল অবস্থা, যা এই ঔষধের কাজের উপযুক্ত ক্ষেত্র। বার্ধক্যজনিত পক্ষাঘাত)।

অরাম সালফ্ — (প্যারালাইসিস অ্যাজিট্যান্স্) সর্বদা মাথা নড়ে, স্তনের উপসর্গসমূহ, স্তনের বোঁটার স্ফীতি, যন্ত্রণা, বোঁটা ফালা ফালা, তৎসহ ছুরি মারার মত যন্ত্রণা)।

এ ছাড়াও **এসাফেটিডা** (নাকের ও কানের অস্থির ক্ষত)। **সিফিলিন, কেলি আয়োড, হিপার মার্কিউরিয়াস, মেজেরিয়াম, নাইট্রিক অ্যাসিড, ফসফরাস।**

দোষঘ্ন — বেলেডোনা, সিঙ্কোনা, কুপ্রাম, মার্কিউরিয়াস।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি। শেষের শক্তিটি বিশেষ করে বর্ধিত রক্ত চাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অরাম মিউরিয়েটিকাম ন্যাট্রোনেটাম

AURAM MURIATICUM NATRONATUM — **সোডিয়াম ক্লোলোরোঅরেট**

স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গে এই ঔষধের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, এবং রোগী চিকিৎসাকালে এই লক্ষণের উপর নির্ভর করেই ঔষধটি ব্যবহার করা হয়। জরায়ুর অর্বুদের উপর এই ঔষধের ক্ষমতা অপর যে কোন ঔষধের থেকে বেশী (বার্নেট)। সোরিয়াসিস সিফিলিটিকা। নিম্নচোয়ালের অস্থি কোষের স্ফীতি। অস্ত্রের স্ফীতি। স্নায়ুর ক্রিয়া বিকলতার জন্য উচ্চ রক্তচাপ। আর্টিরিয়ো স্কেলেরোসিস। সিফিলিস রোগজনিত কারণে শারীরিক চলনের বৈষম্য।

জিহ্বা — জাবালা, সূচ ফোটার মত বেদনা ও জিহ্বার কঠিনতা। পুরাতন বাতরোগ এবং গেঁটে বাতজনিত বেদনা। যকৃত শুকিয়ে যাওয়া। বৃক্কের প্রদাহ।

স্ত্রীরোগ — জরায়ু গ্রীবার কঠিণতা। যুবতী মেয়েদের হৃদকম্প। পেটের ভিতর শীতল অনুভূতি। জরায়ুর পুরাতন প্রদাহ ও স্থানচ্যুতি। মনে হয় জরায়ু সমগ্র বস্তিকোটর জুড়ে রয়েছে। জরায়ু গ্রীবা ও যোনিদেশে ক্ষত। প্রদরস্রাব সহ যোনিদেশের সঙ্কোচনবৎ আক্ষেপ। ডিম্বাশয়ের কঠিনতা। ডিম্বাশয়ের শোথ। জরায়ুর অল্প বিবৃদ্ধি। জরায়ুর অস্থির মতঅবস্থা।

শক্তি — ২x ও ৩x বিচূর্ণ।

এভেনা স্যাটাইভা

AVENA SATIVA **কমন ওট**

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর নির্দিষ্ট করে এই ঔষধ কাজ করে, বিশেষ করে এই দুই স্থানের পুষ্টি সংক্রান্ত বিষেয়ের উপর কাজ করে।

স্নায়বিক ক্লান্তি, ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত দুর্বলতা এবং আফিং খাওয়ার অভ্যাসযুক্ত ক্ষেত্র এই ঔষধের উপযুক্ত কার্যক্ষেত্র, পরন্তু অধিক মাত্রায় সেব্য। দুর্বলকর রোগের পর খুব ভালো বলবর্দ্ধক ঔষধ। বৃদ্ধদের স্নায়বিক কম্পন, নর্তন, স্নায়বিক কম্পন, মৃগী, ডিফথিরিয়া রোগের পর পক্ষাঘাত। হৃদ্‌পিণ্ডের বাতরোগ। শীতলতা। তরুন সর্দ্দিজ রোগ (২০ ফোঁটা মাত্রায় গরম জলের সঙ্গে ঘন্টায় ঘন্টায় কয়েকমাত্রা সেব্য)। মদ্যপানের কুফল। অনিদ্রা। বিশেষ করে যারা মদ পান করে। আফিং সেবনের কুফল। স্ত্রীরোগের নানা প্রকার উপসর্গের সঙ্গে স্নায়বিক উপসর্গ।

মন — কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তুতে মনোনিবেশ করতে অক্ষম।

মাথা — ধাতুস্রাবের সময় স্নায়বিক মাথার যন্ত্রণা তৎসহ মাথার তালুতে জ্বালা। মাথার পিছনের অংশে বেদনা, তৎসহ ফসফেট যুক্ত প্রস্রাব।

স্ত্রীরোগ — রজঃলোপ ও যন্ত্রণাদায়ক রজঃ তৎসহ দুর্বল সংবহন।

পুরুষের রোগ — শুক্রস্খলন, ধবজভঙ্গ, অত্যধিক রতিক্রিয়ার কুফল।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আড়ষ্টতা, যেন পক্ষাঘাতের মত, হাতের জোর কমে যায়।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — আল্‌ফাল্‌ফা। (এভেনার মত একটি বলবর্দ্ধক ঔষধ তৎসহ অল্প ও বাধাপ্রাপ্ত প্রস্রাব)।

শক্তি — অরিষ্ট, ১০ থেকে ২০ ফোঁটা মাত্রায়, বিশেষ ভাবে গরম জলের সঙ্গে।

অ্যাজাডিরাক্‌টা ইন্ডিকা

AZADIRACHTA INDICA **মার্গোসা বার্ক**

সান্ধ্যকালীন জ্বর ও শরীরের বিভিন্ন অংশে বাতজনিত বেদনা এই ঔষধ উৎপন্ন করে থাকে। বুকাস্থি, পাঁজরার অস্থি, পিঠে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ও ঘাড়ে বেদনা। উত্তাপ, কিছু ফোঁটার মত, তীব্র বেদনা হাতে, বিশেষ করে, হাতের তালু ও আঙ্গুলে, এছাড়াও পায়ের আঙ্গুলে।

মাথা — ভুলে যায়, উঠতে গেলে মাথা ঘোরে, মাথার যন্ত্রণা, মাথার চামড়া অনুভূতি প্রবন, চোখে জ্বালা, ডানদিকের চোখের তারায় বেদনা।

জ্বর — সামান্য শীত, সন্ধ্যার দিকে জ্বর, মুখে, হাতে ও পায়ে গন্‌গনে উত্তাপ, শরীরের উপরের অংশে প্রচুর ঘাম।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — সিড্রন, নেট্রাম মিউর, আর্সেনিক।

BACILLINUM

(টি.বি. রোগাক্রান্ত ফুসফুস থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ম্যাসেরেশন পদ্ধতি অনুসারে তৈরী ঔষধ — ডাঃ বার্নেটি এই ঔষধের প্রচলন করেছিলেন)।

টি.বি. রোগের চিকিৎসায় এই ঔষধ প্রয়োগ করে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে, থুথুর প্রকৃতির পরিবর্তনের উপর এই ঔষধের প্রকৃত সুফল দেখতে পাওয়া যায়, থুথুর পরিমান কমে যায়, ও অধিক পরিমানে বায়ুপূর্ণ থাকে এবং পুঁজের পরিমান কমে যায়। টি.বি. নয় এই জাতীয় বহু পুরাতন রোগের উপর এই ঔষধ খুব ভালোভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, বিশেষ করে যখন শ্বাসনলী থেকে প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব নির্গত হয় এবং শ্বাস কষ্ট থাকে। শ্বাসযন্ত্রে পুঁজযুক্ত শ্লেষ্মা। রোগী খুব কম পরিমানে শ্লেষ্মা উঠাতে পারে। ব্যাসিলিনাস বৃদ্ধদের ফুসফুসের রোগে বিশেষ ভাবে নির্দেশিত হয়ে থাকে, তৎসহ পুরাতন সর্দিজনিত রোগ, ফুসফুসীয় সংবহনের পরিমান কমে যায়, রাত্রে শ্বাসকষ্ট তৎসহ কষ্টকর কাশি। শ্বাসকষ্ট যুক্ত সর্দি। টি.বি. মেনিনজাইটিস। দাঁতের উপর ছোপযুক্ত ময়লা পরিষ্কার এই ঔযধ সাহায্য করে থাকে। সর্বদা ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা যুক্ত ব্যক্তি।

মাথা — খিট্‌খিটে, অবসাদগ্রস্ত। মাথার গভীরে প্রবল যন্ত্রণা, তথা মনে হয় মাথাটি যেন গোলাকার ধাতব পাতদ্বারা কষে বাঁধা রয়েছে। দাদ। চোখের পাতায় এক্‌জিমা।

উদর — পেটের যন্ত্রণা, কুঁচকিস্থানের গ্রন্থিস্ফীতি, টেবিস মেসেন্টেরিকা। প্রাতঃরাশের আগে হঠাৎ করে উদরাময়। দুর্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিণ্য তৎসহ দূর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ।

স্বাস-প্রশ্বাস — বুকেভারবোধ। সর্দিজনিত শ্বাসকষ্ট। ভিজে বাতাস যুক্ত আবহাওয়ায় হাঁপানী। বুদ্‌বুদের মত বুকের ভিতর ঘড়ঘড় শব্দ ও শ্লেষ্মা ও পুঁজ মিশ্রিত স্রাব নির্গত হয়। এই শ্লেষ্মা ও পুঁজমিশ্রিত স্রাব, ব্রঙ্কাইটিস রোগীর ক্ষেত্রে বহু জীবানুর থেকে উৎপন্ন হয়, এটি বিভিন্ন প্রকারের বীজানুর মিশ্রন এবং এই কারণে ব্যাসিলিনাম প্রকৃত পক্ষে নির্দেশিত ঔষধ (কর্টিয়ার)। প্রায়ই ফুসফুসের রক্তাধিক্যের উপশম করে থাকে এবং এর ফলে টি.বি. রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত অন্যান্য ঔষধের প্রয়োগরে পথ পরিষ্কার করে দেয়।

চামড়া — দাদ, খুস্কি, চোখের পাতার এক্‌জিমা। ঘাড়ের গ্রন্থিগুলির স্ফীতি ও হাত দিলে ব্যথা করে।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি রাত্রিতে ও খুব সকালে, ঠাণ্ডা বাতাসে।

সম্বন্ধ — এন্টিমন আয়োড, ল্যাকেসিন, আর্সেনিক আয়োড, মায়োসটিস।

ব্যাসিলাস প্রয়োগের পর যেখানে প্রচণ্ড দুর্বলতা দেখা যায়, ঐরূপ ক্ষেত্রে ৫-১০ ফোঁটা লেভিকো মধ্যবর্তী ঔষধরূপে প্রয়োগ করা যেতে পারে (বার্নেট)।

অনুপূরক — ক্যালমেরিয়া ফস, কেলি কার্ব।

তুলনীয় — এই ঔষধের গুনাগুন কক্ দ্বারা প্রস্তুত টিউবারকিউলাসের অনুরূপ বলে মনে করা হয়। উভয় ঔষধই থাইসিস দেখা দেবার আগে টিউবারকিউলার ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। গ্রন্থি, সন্ধি, চামড়া ও অস্থির টি.বি. রোগের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহার হয়ে থাকে। সোরিনাম, ব্যাসিলিনামের ক্রনিক বলে মনে করা হয়। ব্যাসিলিন টেটিয়াম (বিশেষতঃ শরীরের নিম্নাংশে কাজ করে)।

শক্তি — ঔষধের মাত্রা ও শক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন অবস্থাতে ৩০ শক্তির নীচে দেয়া উচিত না, এবং খুব তাড়াতাড়ি পুনঃপ্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। সপ্তাহে এক মাত্রাই যথেষ্ট। এই ঔষধের কাজ দ্রুত এবং খুব ভালো ফলাফল খুব দ্রুত দেখতে পাওয়ার কথা। যদি কোন ভালো ফল পাওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে এই ঔষধ পূনঃপ্রয়োগ করার কোন প্রয়োজন হয় না।

ব্যাডিয়াগা

BADIAGA — ফ্রেস ওয়াটার স্পঞ্জ

পেশী ও শরীরের সকল প্রকার ত্বকের টাটানি, নড়াচড়ায় ও জামা-কাপড়ের ঘর্ষনে বৃদ্ধি তৎসহ ঠাণ্ডায় অনুভূতি প্রবণ। গ্রন্থির স্ফীতি। সর্ববাঙ্গীন আংশিক পক্ষাঘাত। সিফিলিস, বাগী, গোলাপী রঙের একজাতীয় উদ্ভেদ।

মাথা — মাথার বিবৃদ্ধি ও মাথার ভিতর পূর্ণতার অনুভূতি। কপালে ও রগের দিকে যন্ত্রণা, চোখের তারা পর্যন্ত যন্ত্রণা প্রসারিত হয়, বিকালের দিকে বৃদ্ধি। চোখের নীচে নীলচে ছোপ। খুস্কি, মাথার চামড়ায় টাটানি ব্যথা, শুষ্ক। মাথার ভিতর নিস্তেজ ভাব এবং মাথা ঘুরছে এই জাতীয় অনুভূতি। সর্দি, হাঁচি, জলের মত স্রাব তৎসহ হাঁপানীর মত শ্বাস-প্রশ্বাস এবং শ্বাসরুদ্ধকর কাশি। ইনফ্লুয়েঞ্জা সামান্য শব্দ, রোগীর কাছে প্রচণ্ড শব্দ বলে মনে হয়।

চোখ — বাম চোখের উপর পাতার কম্পন, চোখের তারা স্পর্শকাতর, চোখের তারায় তীব্র বেদনা। চোখের তারায় থেকে থেকে টাটানি ব্যথা, এই ব্যথা বিকাল তিনটার সময় আসে।

শ্বাস-প্রশ্বাস — কাশি, বিকালের দিকে বৃদ্ধি, উষ্ণ ঘরে উপশম। শ্লেষ্মা মুখগহ্বর ও নাকের ছিদ্র দিয়ে ফুরুৎ করে বেরিয়ে পড়ে। হুপিং কাশি, তৎসহ গাঢ় হলদে রঙের শ্লেষ্মা ফুরুৎ করে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। হে-ফিভার, তৎসহ হাঁপানির মত শ্বাস-প্রশ্বাস। ঘাড়ে, পিঠে এবং বুকের ভিতর প্লুরিসির মত সূঁচ ফোটার ন্যায় বেদনা।

পাকস্থলী — মুখগহ্বর উত্তপ্ত। প্রচুর পিপাসা। পাকস্থলীর উপরের অংশে ছুরি মারার মত বেদনা, বেদনা মেরুদণ্ড ও স্কন্ধাস্থি পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

 স্ত্রীরোগ — জরায়ু থেকে অনিয়মিত এবং দীর্ঘস্থায়ী রক্তস্রাব, রাত্রে বৃদ্ধি তৎসহ মাথায় বিবৃদ্ধির অনুভূতি (আর্জেন্টাম নাইট্রি)। স্তন গ্রন্থির ক্যানসার। (এস্টারিয়াস, কোনিয়াম, কার্বো এনি। প্লম্বাম আয়োড)।

হৃদপিণ্ড — হৃদ্‌পিণ্ডের চারিপাশে অবর্ণনীয় খারাপ অনুভূতি তৎসহ হৃদপিণ্ডে টাটানি ব্যথা ও যন্ত্রণা, শরীরের সর্বত্র সুঁচ ফোটার মত ব্যথা, ব্যথা ঘুরে বেড়ায়।

চামড়া — স্পর্শকাতর, ছুলি, হাজা।

পিঠ — ঘাড়ের সন্ধি স্থানে, স্কন্ধাস্থিস্থানে সুঁচ ফোটার মত বেদনা। কোমরের নিতম্ব বা হিপ্‌স্থান ও নিম্নাঙ্গে বেদনা। ঘাড় অত্যন্ত আড়ষ্ট। **পেশী ও ত্বকে টাটানি ব্যথা, যেন মারা হয়েছে এরূপ অনুভূতি।**

কমা-বাড়া — **বৃদ্ধি ঠাণ্ডায়।**

উপশম — গরমে।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — **মার্কিউরিয়াস সদৃশ কিন্তু কমা-বাড়া ব্যাডিয়াগার বিপরীত। স্পঞ্জিয়া, কেলি হাইড্রো, ফাইটো, কেনিয়াম।**

অনুপূরক — সালফ, মার্কিউরিয়াম, আয়োড।

শক্তি — **১ম থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।**

ব্যালসামায়ুম্ পেরুভিয়েনাম

BALSAMUM PERUVIANUM — **পেরুভিয়ান ব্যালসাম ফ্রম মাইরক্সিলন পেরেরী**

শ্বাসনলীর সর্দিজ রোগে উপযোগী, প্রচুর, পুঁজের মত শ্লেষ্মা-স্রাব। **দুর্বলতা, ঘুষঘুষে জ্বর।**

নাক — প্রচুর, গাঢ় স্রাব। একজিমা, তৎসহ ক্ষত। পুরাতন, দুর্গন্ধযুক্ত, নাসিকা সর্দি।

পাকস্থলী — ভুক্ত খাদ্যবস্তু ও শ্লেষ্মা বমন। পাকস্থলীর প্রদাহ।

বুক — ব্রঙ্কাইটিস ও থাইসিস্ **তৎসহ শ্লেষ্মা পুঁজ মিশ্রিত, গাঢ়, ক্রিমের মত শ্লেষ্মা উঠে।** বুকের ভিতর জোরে জোরে ঘড়ঘড় শব্দ হয়। (**কেলি সালফ্, এন্টিম টার্ট**)।

অত্যন্ত তরল কাশি। ঘুষঘুষে জ্বর এবং রাত্রিকালীন ঘাম তৎসহ বিরক্তিকর, ছোট ছোট কাশি ও অল্প পরিমানে শ্লেষ্মা উঠে।

প্রস্রাব — অল্প, প্রস্রাবে প্রচুর শ্লেষ্মার মত তলানি থাকে। প্রস্রাব থলির প্রদাহ (চিমেফিলা)।

সম্বন্ধ — ব্যালসামাম টৌলুট্যানাম — মাইরক্সিলন টোপুইফেরা ব্যালসামাম — (**পুরাতন** ব্রঙ্কাইটিস রোগ তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব। ওলিয়াম ক্যারিয়া ফাইলাম - লবঙ্গ তেল **প্রচুর** দূষিত শ্লেষ্মা উঠে। ৩ থেকে ৫ ফোঁটা দুধের সঙ্গে অথবা ক্যাপসুলের সাহায্যে সেব্য)।

শক্তি — ১ম শক্তি, ঘুষঘুষে জ্বরে ৬ বিচূর্ণ। হোমিও প্যাথির অতিরিক্ত স্থানিক ব্যবহার বেদনাহীন ক্ষতের দগ্‌দগে অংশে, পাঁচড়া স্তনের বোঁটার ফাটা অংশে, হাজা, চুলকানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উত্তেজক ঔষধ হিসাবে কাজ করে। এই ঔষধ মাংস গজাতে সাহায্য করে, এবং দুর্গন্ধ দূর করে। সুরাসার অথবা ঈথার এই ঔযধের ১ শতাংশ মিশ্রন তৈরী করে, স্প্রে করা হলে এই ঔষধ ফুসফুসের ভিতরে থাকা গাঢ় শ্লেষ্মা তরল করে বার করে দেয়। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগে এই ঔষধ শ্লেষ্মা তোলার জন্য আভ্যন্তরীক ভাবে প্রয়োগ করা হয়, মাত্রা, ৫ থেকে ১৫ ফোঁটা অরিষ্ট গঁদের আঠা অথবা ডিমের হলুদ অংশের সঙ্গে মিশিয়ে নির্যাস তৈরী করে ব্যবহার করা হয়।

ব্যাপ্‌টিসিয়া

BAPTISIA **ওয়াইল্ড ইন্ডিগো**

এই ঔষধের উপসর্গের বৈশিষ্ট্য হল, দুর্বলতা, সামান্য জ্বর, রক্তের দূষিত অবস্থা ম্যালেরিয়া বিষাক্ততা এবং প্রচণ্ড দুর্বলতায় এই ঔষধ কাজ করে থাকে। অবর্ণনীয় দুর্বলতা বোধ। পেশীতে প্রচণ্ড টাটানি ব্যথা এবং পচনশীল অবস্থা এই ঔষধে সর্বদা বর্তমান থাকে। সকল প্রকার স্রাবই দুর্গন্ধযুক্ত — শ্বাস-প্রশ্বাস, মল, প্রস্রাব, ঘাম, প্রভৃতি। বহুব্যাপী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। শিশুদের পুরাতন, দূষিত অন্ত্রের রোগ, তৎসহ দুর্গন্ধযুক্ত মল ও ঢেকুর।

নিম্নশক্তিতে ব্যাপ্‌টিসিয়া প্রয়োগ করা হলে, তা টাইফয়েড রোগের জীবানুর বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে, (মেলন)। ফলে এই ঔষধ শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতার বৃদ্ধি করে ব্যাসিল্যারি রোগ জীবাণুকে প্রতিহত করে থাকে, যে রোগ জীবাণু টাইফয়েড রোগের উপসর্গ সৃষ্টি করে থাকে। টাইফয়েড রোগ জীবাণুর বাহক। টাইরোগের টীকা নেওয়ার কুফল। নাড়ী থেমে থেমে, বিশেষ করে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের।

মন — বন্য প্রকৃতির, মন চারিদিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। চিন্তা করতে অক্ষম। মানসিক বিভ্রান্তি। মানসিক চিন্তাভাবনার ভ্রান্তি। রোগীর মনে হয় নিজের ব্যক্তি যেন পৃথক পৃথক হয়ে গেছে। মনে করে যে, সে খণ্ডিত হয়ে গেছে অথবা দুটিতে পরিণত হয়েছে এবং রোগী বিছানার মধ্যে ছটফট করে ঐ খণ্ডিত অংশগুলি একত্র করার জন্য (ক্যাজিপুট)। প্রলাপ, বক্‌বক্ করা, বিড়বিড় করে বকা। সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। কথা বলতে বলতে রোগী ঘুমিয়ে পড়ে। মনমরা ভাব, তৎসহ আচ্ছন্নভাব।

মাথা — বিভ্রান্ত, রোগীর মনে হয় সাঁতার কাটছে। মাথা ঘোরা, নাকের গোড়ার দিকে চাপ বোধ। কপালের চামড়ায় টানভাব, মনে হয় মাথার পিছন দিকে কপালের চামড়া টান টান হয়ে রয়েছে। মাথা অত্যধিক বড়ো, ভারী, আড়ষ্ট বলে মনে হয়। চোখের তারায় টাটানি ব্যথা। মস্তিষ্কে টাটানি অনুভূতি। অচৈতন্যভাব, রোগীর সঙ্গে কথা বলার সময় যে ঘুমিয়ে পড়ে। টাইফয়েড অবস্থার প্রথমাবস্থায় বধিরতা। চোখের পাতায় ভারীবোধ।

মুখমণ্ডল — আচ্ছন্নের ন্যায় মুখমণ্ডল। কালচে লালবর্ণ। নাকের গোড়ায় বেদনা। চোয়ালের পেশী সমূহের কঠিনতা।

মুখগহ্বর — বিস্বাদ, তিতো আস্বাদ। দাঁত ও মাড়ীতে টাটানি, ক্ষতযুক্ত। **শ্বাস-প্রশ্বাস দূর্গন্ধযুক্ত। জিহ্বা মনে হয় জ্বলে গিয়েছে**, হলদেটে-বাদামি, জিহ্বার মাঝের অংশ শুষ্ক ও বাদামি বর্ণ, তৎসহ জিহ্বার কিনারা শুষ্ক ও লাল জিহ্বার কিনারা শূষ্ক ও চকচকে, উপরিভাগ ফাটা ও টাটানি ব্যথাযুক্ত। **কেবল মাত্র তরল পদার্থ গিলতে পারে**, সামান্য পরিমানে শক্ত বস্তু খেতে গেলে **শ্বাস** বন্ধ হয়ে আসে।

গলা — তালুর কোমল অংশ ও টনসিলদ্বয় কালচে লালবর্ণযুক্ত। **অন্ননলী সঙ্কুচিত**, কনট্যাক্টেড (ক্যাজিপুট)। শক্ত খাবার গেলার সময় প্রচণ্ড কষ্ট হয়। যন্ত্রনাহীন গলক্ষত এবং দূর্গন্ধযুক্ত স্রাব। **হৃদ্‌পিণ্ডের নিকটবর্তী স্থানে অন্ননলীর অংশ সঙ্কুচিত**।

পাকস্থলী — কেবলমাত্র তরল বস্তু গিলতে পারে, অন্ননলীর আক্ষেপের দরুন বমি। পাকস্থলীর অসুস্থতা থেকে জ্বর। একেবারেই ক্ষুধাহীন। বারে বারে জল খাবার ইচ্ছা। **পাকস্থলীর ভিতর খালিবোধ**। পেটের উপরের অংশে বেদনা। শক্ত বস্তুর মত অনুভূতি (**এবিস নাইগ্রা**)। বিয়ার পানের পর সকল লক্ষণের বৃদ্ধি (**কেলিবাই**)। হৃদপিণ্ড স্থানের নিকটবর্তী পাকস্থলীর অংশে আক্ষেপিক সঙ্কোচন এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রে প্রদাহিত ক্ষত।

উদর — পেটের ডানদিক বেশী আক্রান্ত হয়। বায়ুসঞ্চয়জনিত কারণে উদরের প্রসারণ ও পেটের ভিতর গুড়গুড় শব্দ। পিত্তথলির স্থানে টাটানি ব্যথা, তৎসহ উদরাময়। মল অত্যন্ত **দূর্গন্ধযুক্ত, পাতলা, কালো, রক্তযুক্ত**। উদরের যকৎ অংশে টাটানি ব্যথা। বৃদ্ধ ব্যক্তির আমাশয়।

স্ত্রীরোগ — মানসিক অবসাদ, মানসিক আঘাত, রাত্রিজাগা, ঘুষঘুষে জ্বর থেকে গর্ভস্রাব হবার আতঙ্ক। রজঃ স্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, প্রচুর স্রাব। প্রসবান্তিক স্রাব হাজাকর, দূর্গন্ধযুক্ত। প্রসবান্তিক জ্বর।

শ্বাস-প্রশ্বাস — ফুসফুসে চেপে ধরার মত অনুভূতি, শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর, খোলা জানালার খোঁজ করে। রাত্রে বোবায় ধরা ও **শ্বাসকষ্টের** ভয়ে ঘুমতে যেতে ভয় পায়। বুকের ভিতর সঙ্কোচন।

পিঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — ঘাড়ে ক্লান্তিবোধ। আড়ষ্টতা ও বেদনা, বাহুতে এবং **পায়ে** তীব্র এবং টেনে ধরার মত যন্ত্রণা। **টাটানি ও থেঁৎলিয়ে যাবার মত বেদনা**।

ঘুম — নিদ্রাহীনতা ও অস্থির। রাত্রে বোবায় ধরা ও ভয়যুক্ত স্বপ্ন। কিছুতেই রোগীনি নিজের দেহের অংশগুলি একত্রিত করতে পারে না, তার মনে হয় সমগ্র দেহ খণ্ডিত অবস্থায় বিছানায় ছড়িয়ে রয়েছে। **কোন কিছু প্রশ্ন করার সময় রোগী ঘুমিয়ে পড়ে**।

জ্বর — সারা শরীরে ও **অঙ্গ**-প্রত্যঙ্গে কালোবর্ণের ছাপ। জ্বালা এবং চামড়া উত্তপ্ত (আর্সেনিক)। পচনশীল ক্ষত তৎসহ অচৈতন্য ভাব, মৃদুস্বরে ভুলবকা ও দুর্বলতা।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি আর্দ্রতাযুক্ত গরম, কুয়াশা, ঘরের ভিতর।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — ব্রায়োনিয়া ও আর্সেনিক, এই ঔষধের কাজ ফলদায়ক করার জন্য, এই ঔষধের পর প্রয়োজন হতে পারে। এইলেন্থাস, এই ঔষধ থেকে এক জায়গায় পৃথক, তা হল এইলেন্থাসে প্রচণ্ড বেদনা থাকে। তুলনীয় ব্যাপটিসিয়া অধিকতর যন্ত্রণাহীন। **রাস, মিউরেটিক অ্যাসিড, আর্সেনিক, ব্রায়োনিয়া, আর্নিকা, ইচিনেসিয়া, পাইরোজেন।**

ব্যাপটিসিয়া কন্‌ফিউসিয়া (ডানদিকের চোয়ালে বেদনা এবং পেটের উপরের বামদিকে ভারীবোধ, এর ফলে শ্বাসকষ্ট উৎপন্ন হয় এবং রোগীকে খাড়াভাবে বসে থাকতে হয়)।

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ১২ শক্তি। এই ঔষধের কার্যকাল স্বল্পকাল স্থায়ী হয়।

ব্যারোস্‌মা ক্রেনেটা

BAROSMA CRENATA **বুচু**

জননেন্দ্রিয় ও প্রস্রাব সম্পর্কিত তন্ত্রের উপর এই ঔষধের স্পষ্ট কাজ আছে; **শ্লেষ্মা ও পুঁজ মিশ্রিত স্রাব।** প্রস্রাব থলি উত্তেজিত, তৎসহ প্রদাহিত; প্রস্টেট গ্রন্থির গোলযোগ। পাথুরি; প্রদরস্রাব।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — **কোপাইভা ; থুজা ; পপিউলাস ; চিম্যাফিলা।** ডাইয়োসমা দেখো।

শক্তি — অরিষ্ট অথবা এই ঔষধের পাতা থেকে চা করে পান করা।

ব্যারাইটা অ্যাসিটিকা

BARYTA ACETICA **অ্যাসিটেট অফ্ ব্যারিয়াম**

এই ঔষধ পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে, পক্ষাঘাত শুরু হয় প্রথমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এবং পরে তা শরীরের উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বৃদ্ধদের চুলকানি।

মন — বিস্মৃতি প্রবন, দুটি বিপরীত জাতীয় সংকল্প নিয়ে দীর্ঘকাল মনের ভিতর উদ্বেলিত হওয়া। আত্মবিশ্বাসের অভাব।

মুখমণ্ডল — মুখের উপর মাকড়সার জাল লেগে রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — সমগ্র বাম পায়ে নীচের দিকে টেনে ধরার মত বেদনা। সুড়সুড়ি, তৎসহ জ্বালাকর, সুঁচ ফোটার মত বেদনা। **পক্ষাঘাত।** কোমরের বেদনা ও বাত। পেশী ও সন্ধিস্থানের যন্ত্রণা।

শক্তি — ২x ও ৩x বিচূর্ণ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা হবে।

ব্যরাইটা কার্ব

BARYTA CARB

কার্ব্বোনেট অফ্ ব্যারাইটা

বিশেষভাবে শিশুকালে ও বৃদ্ধবয়সে নির্দেশিত হয়ে থাকে। গণ্ডমালা ধাতুদোষগ্রস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে উপকারে আসে, বিশেষ করে যদি ঐ শিশুরা মানসিক ও শারীরিক উভয় দিক থেকে অনুন্নত হয়, এছাড়াও যদি ঐ শিশুরা খর্বকায়, সঠিকভাবে যদি তাদের বাড়বৃদ্ধি না হয়, চোখে গণ্ডমালা দোষজনিত প্রদাহ দেখা দেয়, পেট দেহের থেকে বড়ো হয়, খুব সহজেই ঠাণ্ডা লেগে যায় এবং পরিশেষে সকল অবস্থাতেই দুইদিকের টনসিলের স্ফীতি থাকে। যেসকল ব্যক্তির গলক্ষত দেখা দেয় এবং তা পেকে যায়, মাড়ী থেকে সহজেই রক্তপাত হয়ে থাকে। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের রোগ, যে বয়সে তাদের শারীরিক ক্ষয় দেখা দেয়, হৃদ্‌পিণ্ড এবং মস্তিষ্কের ক্ষয়, যাদের প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি দেখা যায় অথবা অণ্ডদ্বয়ের কঠিনতা দেখা দেয়, খুব সহজেই ঠাণ্ডা লাগে, পদতলে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম, যারা অতিরিক্ত দুর্বল ও ক্লান্ত। সর্বদা শুয়ে অথবা বসে থাকতে চায় অথবা কোন কিছুর উপর হেলান দিতে হয় তাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত। অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে তীব্র বিরক্তি বা ভয়ভাব। নাকের পিছনের অংশের প্রদাহ, তৎসহ বারে বারে নাক থেকে রক্তস্রাব হয়। যুবকদের অজীর্ণ রোগে খুবই ভালো কাজ করে, বিশেষ করে যারা হস্তমৈথুন ও শুক্রক্ষয় রোগে কষ্ট পায় তৎসহ হৃদ্‌পিণ্ডের উত্তেজনা ও হৃদ্‌কম্পতে কষ্ট পায়। শরীরের গ্রন্থিগুলির উপর এই ঔষধের প্রভাব আছে এবং শরীরের সাবির্বক ধবংস প্রবনতা, বিশেষ করে ধমনীগুলির অভ্যন্তরের স্তর, ধমনীর-অর্বুদ ও বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা। ব্যরাইটা, এই ঔষধটি কার্ডিও ভ্যাসাকিউলার পয়জন্ হিসাবে পরিচিত, সাধারণত ঔষধটি হৃদপিণ্ড ও রক্তবহানলীর পেশী স্তরের উপর কাজ করে। আর্টারিক্যাল ফাইব্রসিস্। রক্তবহানলীর কোমলতা এবং ধবংস, প্রসারণ, এবং রক্তবহানলীর অর্বুদ, রক্তবহানলীর ফেটে যাওয়া এবং এর ফলে উদ্ভূত সন্ন্যাস রোগ।

মন — **স্মৃতি শক্তির লোপ, মানসিক দুর্বলতা।** অস্থিরচিত্ত। নিজের উপর আত্মবিশ্বাসের অভাব। বার্ধক্যজনিত কারণে মানসিক শক্তির হ্রাস পাওয়া। বিভ্রান্তি। লাজুক। অপরিচিত ব্যাক্তির সম্পর্কে ভীতি। শিশুর মত কাজকর্ম, সামান্য বিষয়ে দুঃখ পাওয়া।

মাথা — মাথা ঘোরা, রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকলে মাথার ভিতর সুঁচ ফোটার মত বেদনা, বেদনা সমগ্র মাথায় বিস্তৃত হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের ভিতর খালি বোধ। মাথার চুল পড়ে যায়। বিভ্রান্তি। মাথার চামড়ার ঘর্মস্রাবী গ্রন্থির অর্বুদ।

চোখ — পর্যায়ক্রমে চোখের তারার প্রসারণ ও সঙ্কোচন। আলোকাতঙ্ক। চোখের সামনে গজের মত কিছু থাকার ন্যায় অনুভূতি। ছানি। (ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, ফসফরাস, সাইলিশিয়া)।

কান — কানে কম শোনে, কানের ভিতর তীক্ষ্ম শব্দ হওয়া। কানের চারপাশের গ্রন্থির স্ফীতি ও যন্ত্রনাদায়ক। নাক দিয়ে শ্বাস নেবার শব্দ। কানের ভিতর প্রতিধবনি হয়।

নাক — শুষ্ক, হাঁচি, সর্দি, তৎসহ উপরের ঠোঁট ও নাকের স্ফীতি। নাকের ভিতর ধোঁয়া থাকার মত অনুভূতি। নাক থেকে হলুদ রঙের গাঢ় শ্লেষ্মাস্রাব। মাঝে মাঝে নাক থেকে রক্তস্রাব। নাকের পাতা দুটির চারপাশে শক্ত মামড়ী।

মুখমণ্ডল — ফ্যাকাশে ফোলা, মুখের উপর মাকড়সার জাল দিয়ে ঢাকা এরূপ অনুভূতি। (এলুমিনা)। উপরের ঠোঁটের স্ফীতি।

মুখগহ্বর — ঘুম থেকে জাগার সময় মুখগহ্বর শুষ্ক বলে মনে হয়। মাড়ী থেকে রক্তপাত ও মাড়ীর স্থানচ্যুতি। ধাতুস্রাবের আগে দাঁতের যন্ত্রণা। মুখের ভিতর প্রদাহিত ফোস্কায় ভর্ত্তি, দূর্গন্ধযুক্ত আস্বাদ। জিহ্বার পক্ষাঘাত। জিহ্বার অগ্রভাগে তীব্র হুল ফোটার মত, জ্বালাকর বেদনা। ভোরবেলা মুখ থেকে লালা নিঃসরণ। অন্ননলীর ভিতর খাদ্যবস্তু ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অন্ননলীর আক্ষেপ।

গলা — চোয়ালের নীচের অংশের ও টনসিলের স্ফীতি। খুব সহজেই ঠাণ্ডা লাগে। তৎসহ সূঁচ ফোটার মত, হুল ফোটার মত তীব্র বেদনা। গলক্ষত। প্রতিবার ঠাণ্ডা লাগার পর টনসিলের পুঁজোৎপত্তি। টনসিল প্রদাহিত, তৎসহ শিরা স্ফীতি। ঢোক গেলার সময় হুলফোটার মত বেদনা, খালি ঢোক গেলার সময় বৃদ্ধি। গলবিলের ভিতর গোঁজ ফুটে থাকার ন্যায় অনুভূতি। কেবলমাত্র তরল বস্তু গিলতে পারে। খাদ্যবস্তু অন্ননলীর ভিতর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অন্ননলীর আক্ষেপ, এই কারণে শ্বাস বন্ধ হবার মত অবস্থা দেখা দেয়। (মার্ক কর, গ্র্যা ফাটিস)। অতিরিক্ত কথা বলার পর গলার কষ্ট। টনসিলে, গলবিলে অথবা কণ্ঠনলীর ভিতর হুলফোটার মত বেদনা।

পাকস্থলী — মুখে জ . উঠে, জিহ্বা, এবং ঢেকুর, এইগুলরি সাহায্যে পেটের ভিতর পাথরের মত কিছু থাকায় অনুভূতির থেকে আরাম হয়। ক্ষুধার্ত, কিন্তু খাবার ফিরিয়ে দেয়। খাবার সঙ্গে পাকস্থলীতে বেদনা ও ভারীবোধ, তৎসহ পেটের উপরের অংশের স্পর্শকাতরতা। (কেলিকার্ব)। গরম খাবারে বৃদ্ধি। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের পাকস্থলীর দুর্বলতা তৎসহ ম্যালিগন্যান্টি জাতীয় কিছু হবার সম্ভাবনা থাকে।

উদর — শক্ত এবং টানভাব, স্ফীত। শূলবেদনা। ক্ষুদ্রান্তের গ্রন্থিমুলে বিবৃদ্ধি। খাবার গেলার সময় পেটে বেদনা। স্বভাবগত শূলবেদনা, তৎসহ ক্ষুধা কিন্তু খাবার ফিরিয়ে দেয়।

সরলান্ত্র — কোষ্ঠকাঠিণ্য, তৎসহ মলশক্ত, গুটলে প্রকৃতির। প্রস্রাব করার সময় অর্শনলী বাইরে বেরিয়ে আসে। গুহ্যদ্বার দিয়ে রস চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে।

প্রস্রাব — রোগী যতবার প্রস্রাব করে, ততবার অর্শবলী বাইরে বেরিয়ে আসে। প্রস্রাব করার সময় প্রস্রাব নলীতে জ্বালা।

পুরুষের রোগ — যৌন ইচ্ছা কমে যায় ও অকালে ধবজভঙ্গ। প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। অণ্ডদ্বয়ের কঠিণতা।

স্ত্রীরোগ — ধাতুস্রাবের আগে, পাকস্থলী ও কোমরে বেদনা। ধাতুস্রাবের পরিমান অল্প।

শ্বাস-প্রশ্বাস — শুষ্ক, দমবন্ধ হবার মত কাশি, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ব্যক্তিদের, ফুসফুস শ্লেষ্মায় পূর্ণ, তথাপি শ্লেষ্মা তুলে ফেলার ক্ষমতা থাকে না, আবহাওয়ার যে কোন প্রকারের পরিবর্তনে বৃদ্ধি। (সেনেগা)। কণ্ঠনলীতে ধোঁয়া টেনে নেবার মত অনুভূতি। পুরাতন স্বরভঙ্গ। বুকের ভিতর সূঁচ ফোটার মত বেদনা, শ্বাস নেবার সময় বৃদ্ধি। ফুসফুস ধোঁয়ায় পূর্ণ বলে মনে হয়।

হৃদপিণ্ড — হৃদ্‌কম্প ও হৃদ্‌পিণ্ড স্থানে কষ্ট। ধমনীর অর্বুদ (লাইকোপোডিয়াম)। প্রথমে হৃদ্‌স্পন্দনের বৃদ্ধি হয়। এরপর রক্তের চাপ অতিরিক্ত মাত্রা বৃদ্ধি পায়, রক্তবহা নলীর সঙ্কোচন দেখা দেয়। বামদিক চেপে শুলে হৃদ্‌কম্প, বিশেষ করে যখন হৃদ্‌কম্পের কথা বিশেষ করে চিন্তা করে তখন হৃদ্‌কম্প, নাড়ী পূর্ণ ও শক্ত। পায়ের ঘাম চাপা পড়ার পর হৃদ্‌পিণ্ডের লক্ষণসমুহের প্রকাশ।

পিঠ — মাথার পিছনের অংশের গ্রন্থিস্ফীতি। ঘাড়ের চারপাশে চর্বিযুক্ত অর্বুদ। দুই স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্তী অংশে থেঁৎলানোবৎ বেদনা। ত্রিকাস্থির আড়ষ্টভাব। মেরুদণ্ডের দুর্বলতা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — বগলের গ্রন্থিসমূহের বেদনা। ঠাণ্ডা, চট্‌চটে পায়ের পাতা। (ক্যাল্কেরিয়া)। দুর্গন্ধযুক্ত পায়ের ঘাম। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসাড়ভাব। হাঁটু থেকে অণ্ডকোষ পর্যন্ত অসাড়ভাবের মত অনুভূতি, বসে পড়লেই এই অনুভূতি চলে যায়। পায়ের আঙ্গুলে ও পায়ের তলায় ক্ষতের মত অনুভূতি, হাঁটার সময় পায়ের তলায় বেদনা হয়। সন্ধিস্থানের বেদনা, নিম্নাঙ্গে জ্বালাকর যন্ত্রণা।

ঘুম — ঘুমের মধ্যে কথা বলে, মাঝে মাঝে ঘুমের থেকে জেগে উঠে, সে সময় গরম বোধ ঘুমের ভিতর পেশীর স্পন্দন।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, রোগের কথা যখন চিন্তা করে, ধোয়ার পর, যন্ত্রণার দিকের স্থান চেপে শুলে।

উপশম — মুক্ত বাতাসে হাঁটা-চলা করলে।

সম্বন্ধ — তুলনীয় **: ডিজিট্যালিস, রেডিয়াম, এরাগ্যালাস, অক্সিট্রপ**, পরিপূরক, **গলকামড়া, সিলিকা, সোরিনাম**।

প্রতিবন্ধক — ক্যাল্কেরিয়া কার্ব।

বিষাক্ত মাত্রায় যদি এই ঔষধ খাওয়া হয়, সেই ক্ষেত্রে এই ঔষধের কার্যাবলী এপ্‌সম্ সল্ট নষ্ট করে থাকে।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি, শেষোক্ত শক্তি গলক্ষত হবার প্রবণতা নষ্ট করে থাকে। ব্যারাইটা কাজ খুব ধীরে হয়, এই কারণে এই ঔষধের পুনঃপ্রয়োগ প্রয়োজন হয়।

ব্যারাইটা আয়োডেটা

BARYTA IODATA আয়োডাইড অফ্ ব্যারাইটা

লসিকা তন্ত্রের উপর এই ঔষধ কাজ করে, রক্তের শ্বেত কণিকার সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায়। গলক্ষত। গ্রন্থি সমূহের কঠিণতা, বিশেষতঃ টনসিল ও স্তনগ্রন্থির কঠিণতা। গণ্ডমালা দোষজনিত চোখের প্রদাহ, তৎসহ ঘাড়ের গ্রন্থি সমূহের অর্বুদের মত স্ফীতি এবং শারীরিক বৃদ্ধির খর্বতা। অর্বুদসমূহ।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ একোনাইট লাইকোটোনাম (ঘাড়ের, বগলের ও স্তনগ্রন্থির স্ফীতি)। ল্যাপ্সি, কোনিয়াম, মার্ক আয়োড, কার্বো এনিম্যালিস।

শক্তি — ২য় ও ৩য় বিচূর্ণ।

ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা

BARYTA MURIATICA বেরিয়াম ক্লোরাইড

ব্যারাইটার নানা প্রকার লক্ষণগুলি, বৃদ্ধ ব্যক্তি ও মানসিক এবং শারীরিক উভয় দিক থেকে খর্বকায় ব্যক্তিদের যান্ত্রিক অসুস্থতার প্রয়োজন হয়ে থাকে। আর্টিরিয়ো স্কেলেরোসি ও মস্তিষ্ককোষ উপসর্গ এই অবস্থায় দেখা দেয়। মাথার যন্ত্রণা কিন্তু রোগের তরুণ আস্থার প্রকাশ হয় না, সাধারণতঃ বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মাথায় যন্ত্রণার থেকে ভারী বোধ বেশী অনুভব হয়। মস্তিষ্কের রক্তাল্পতার জন্য মাথা ঘোরা এবং কানের ভিতর শব্দ। পরিপাকতন্ত্রের নিম্নাংশে ভালো কাজ করে, বিশেষ করে সরলান্ত্রে, পেশী ও সন্ধি সমূহের আড়ষ্টতা ও দুর্বলতা, অতিরিক্ত হাঁটা-চলা করার ফলে যেরকম অবস্থা দেখা দেয় সেই প্রকার অনুভূতি। রক্তের শ্বেতকণিকার সংখ্যার বৃদ্ধি। উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তবহানলীর ধ্বংস। নাড়ীর টানভাবের বৃদ্ধি। আর্টিরিয়ো-স্কেলেরোসিস্ (অরাম, সিকেলি), যে ক্ষেত্রে রক্তের সিস্টোলিক প্রেশার বেড়ে যায় ও তুলনামূলকভাবে ডায়াস্টোলিক প্রেশার কমে যায়, মূলতঃ মস্তিষ্ক ও হৃদ্‌পিণ্ড সম্পর্কিত উপসর্গের দরুণ।

এই ঔষধ হৃদপিণ্ড স্থানে পাকস্থলীর প্রবেশ পথটি শক্ত ও সংকীর্ণ করে দেয় তৎসহ খাবার পরে পরেই পেটে বেদনা এবং পেটের উপর অংশের স্পর্শকাতরতা, এই লক্ষণগুলি বহুবার সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, এছাড়াও এই ঔষধ ধমনীর অর্বুদ ও টনসিলের পুরাতন বিবৃদ্ধি রোগে ব্যবহার হয়। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের কামোন্মত্ততা। আক্ষেপ। যে কোন প্রকার মানসিক উন্মত্ততা, যেখানে কামোন্মত্ততা বৃদ্ধি পায়। শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা তৎসহ পক্ষাঘাত। সুষুম্নাকাণ্ড ও মস্তিষ্কে মাল্টিপল্ স্কেলেরোসিস্। ঐচ্ছিক পেশীর কাজ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু রোগী এই অসুবিধা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অনুভূতি সম্পন্ন হয়। ডিফ্‌থিরিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জার পর আংশিক পক্ষাঘাত। সকালের দিকে সর্বাঙ্গীণ

অবসন্নতা বিশেষ করে পা দুটির দুর্বলতা ও পেশীর আড়ষ্টতা। যেসব শিশু মুখ হাঁ করে চলাফেরা করে ও যারা নাকি সুরে কথা বলে। বোকা-হাবার মত দেখতে এবং কানে কম শোনে।

কান — কানের ভিতর ঝিঁ ঝিঁ ও বুজ বুজ শব্দ। খাবার চিবানোর সময়, ঢোক গেলার সময় অথবা হাঁচির সময় কানের ভিতর শব্দ। কানের যন্ত্রণা, এক ঢোক এক ঢোক করে ঠাণ্ডা জল পানে উপশম। কর্ণমূল গ্রন্থির স্ফীতি। কানে দূর্গন্ধযুক্ত পূঁজ। নাক দিয়ে হাওয়া টানার সময় মধ্যকর্ণ ফুলে উঠে।

গলা — ঢোক গিলতে কষ্ট। **টনসিলের বিবৃদ্ধি**। কর্ণনল ও গলবিলের আংসিক পক্ষাঘাত, তৎসহ হাঁচি ও কানের ভিতর শব্দ। মনে হয় নলী অত্যধিক প্রসারিত হয়ে রয়েছে।

শ্বাস-প্রশ্বাস — **বৃদ্ধ ব্যক্তিদের শ্বাসনলীর উপসর্গ সমূহ তৎসহ হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি। এই ঔষধ শ্লেষ্মা বার করতে সাহায্য করে।** শ্বাসনলীর ভিতর প্রচুর শ্লেষ্মা বার করতে সাহায্য করে। **শ্বাসনলীর ভিতর প্রচুর শ্লেষ্মা জমা হয় এবং বুকের ভিতর ঘড়ঘড় শব্দ তৎসহ শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে কষ্ট।** ফুসফুসের আর্টিরিয়ো-স্কেলেরোসিস্ এর ফলে বার্ধক্যজনিত হাঁপানী, ও ধমনীর টানভাবের পরিবর্তন দেয়া দেয়।

পাকস্থলী — **পেটের উপরের অংশে খালিবোধ,** পুরাতন উপসর্গে এটি একটি ভালো পথপ্রদর্শক লক্ষণ বিশেষ। ওয়াক তোলা ও বমি। গরম ভাব যেন মাথা পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

প্রস্রাব — **প্রস্রাবে, ইউরিক অ্যাসিডের পরিমানের বৃদ্ধি,** ক্লোরাইডের পরিমানের স্বল্পতা।

উদর — দপ্‌দপানি (সেলেনি), অগ্নাশয়ের কঠিণতা, উদর সম্বন্ধীয় ধমনীর অর্বুদ। কুঁচকী স্থানের গ্রন্থিস্ফীতি। সরলান্ত্রের আক্ষেপিক বেদনা।

সম্বন্ধ — সুষুম্নাকাণ্ড, যকৃৎ ও হৃদপিণ্ডের তন্তুসমূহের কঠিনতা সহ ধবংস, বিশেষভাবে তুলনীয়। **প্লাম্বাম মেট** ও **প্লাম্বাম আয়োড,** এছাড়াও অরাম মিউর।

শক্তি — ৩x বিচূর্ণ। পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা চলে।

বেলেডোনা

BELLADONNA — ডেডলি নাইটসেড্

স্নায়ুতন্ত্রের সকল অংশের উপর বেলেডোনা কাজ করে, তৈরী করে সক্রিয় রক্তাধিক্য বা প্রবল রক্ত সঞ্চয়, তীব্র উত্তেজনা, বিশেষভাবে চিহ্নিত ইন্দ্রিয় সমূহের বিকৃত কার্য, নর্তন, আক্ষেপ ও যন্ত্রণা। রক্তবহানলীতন্ত্র, চামড়া ও গ্রন্থির উপর এই ঔষধের সুস্পষ্ট কাজ আছে। বেলেডোনার সঙ্গে যে সকল লক্ষণ সর্বদা উপস্থিত থাকে তা হল, উত্তপ্ত,

লালচে বর্ণযুক্ত চামড়া, আরক্ত মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল চোখ, দুই দিকের রগের ধমনীর দপদপানি, উত্তেজিত মানসিক অবস্থা, অত্যানুভূতিযুক্ত ইন্দ্রিয় সকল, প্রলাপবকা, অস্থির প্রকৃতির নিদ্রা, আক্ষেপিক নড়াচড়া, মুখ গহ্বরের ও গলার শুষ্কতা তৎসহ জলপানে অনিচ্ছা, **স্নায়বিক বেদনা হঠাৎ আসে ও হঠাৎ চলে যায় (অক্সিট্রপিস্) উত্তাপ, লালবর্ণ, দপ্‌দপানি ও জ্বালা। শিশুদের জন্য একটি ভালো ঔষধ।** মৃগী রোগের আক্ষেপের পর, বমি বমি ভাব ও বমি। **স্কারলেট জ্বর বা আরক্ত জ্বর** এবং এই রোগের এটি একটি প্রতিষেধক। এক্ষেত্রে ৩০ শক্তি ব্যবহার করা হয়। **যে গলগণ্ড রোগে চোখের তারা বহিরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে।** বিমান চালক বা বিমান যাত্রীর, বিমানে চড়ার পর যে জাতীয় অসুস্থতার **লক্ষণ প্রকাশ পায়,** এই ঔষধের লক্ষণের সঙ্গে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে এই ঔষধটি প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। **তৃষ্ণাহীন অথবা ভয়।** বেলেডোনার বৈশিষ্ট্য হল, হঠাৎ করে রোগাক্রমণ ও রোগের **তীব্র ভাবে** তা শুরু হয়। গলগ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনের বিষক্রিয়ায়, বেলেডোনার ১x বিচূর্ণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। (বীব্)

মন — বেলেডোনা রোগী নিজস্ব একটি জগতে বিচরণ করে, যেখানে ভূতপ্রেত ও বাস্তববর্জিত একটি স্বপ্নময অবস্থার দেখা পাওয়া যায়। যদিও প্রকৃত দৃষ্ট বস্তু সম্পর্কে অনুভূতিবিহীন, রোগীর চারপাশে নানা প্রকার দৃষ্টিবিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং এইগুলি রোগীর ভিতর থেকে উদ্ভব হয়। **কেবলমাত্র রোগী নিজে এই জাতীয় দৃষ্টি বিভ্রান্তি** ও কাল্পনিক বস্তুসকল অনুভব করতে পারে। দৃষ্টি বিভ্রান্তিসমূহ, দৈত্যদানব ও বিকটাকার প্রকৃতির মুখসমূহে দর্শন। প্রলাপ বকা, ভয়পূর্ণ মূর্তিসমূহ, **উন্মত্ততা** রাগে রোগী চিৎকার করে কামড়াতে যায়, আঘাত করে, পলায়ন প্রবৃত্তি। জ্ঞানহারা অবস্থা। কথা বলতে অনিচ্ছা। একগুঁয়ে ভাব, তৎসহ কান্না। **তীক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন ইন্দ্রিয়সমূহ।** পরিবর্তনশীলতা।

মাথা — মাথাঘোরা, তৎসহ বামদিকে বা পিছন দিকে পড়ে যাবার মত অনুভূতি। খুব সামান্য স্পর্শেও কষ্ট পায়। **তীব্র দপ্‌দপানি ও উত্তাপ।** হৃদ্‌কম্প, মাথার ভিতর হৃদকম্পের শব্দ প্রতিধবনি হয়, তৎসহ **কষ্টকর** শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রণা, পূর্ণতা, বিশেষতঃ **কপালের ভিতর,** এছাড়্যা মাথার পিছনের দিকে ও রগের দিকে। সর্দ্দিজ স্রাব চাপা পড়ার ফলে মাথার যন্ত্রনা হঠাৎ করে চিৎকার করা। যন্ত্রণা, আলোতে, শব্দে, **ঝাঁকুনি, শুয়ে থাকলে এবং বিকালের দিকে বৃদ্ধি পায়,** চাপে ও হেলান দেওয়া অবস্থায় থাকলে উপশম। মাথা বালিশের উপর গুঁজে থাকে, মাথা পিছনদিকে ঝুঁকে রাখে ও বালিশে একদিক থেকে অপরদিকে চালাতে থাকে। সর্বদা ঘ্যানঘ্যান করতে থাকা। চুল ফেটে যায়, শুষ্ক ও উঠে যায়। **মাথার যন্ত্রণা,** ডানদিকে এবং শুয়ে থাকলে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা লাগা প্রকৃতির কুফল, চুল কাটার পর মাথার যন্ত্রণা।

মুখমণ্ডল — লাল, **নীলচে-লাল,** উত্তপ্ত, স্ফীত, চক্‌চকে, মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক নড়াচড়া। উপরের ঠোঁটের স্ফীতি। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, তৎসহ পেশীর স্পন্দন ও রক্তিম মুখমণ্ডল।

চোখ — শুয়ে পড়ার পর চোখের গভীরে দপ্‌দপ্‌ কর বেদনা। চোখের তারা বিস্ফারিত। (এগনাস)। চোখ স্ফীত ও বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসার মত অনুভূতি, স্থির দৃষ্টি, বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি, কন্‌জাংটিভা লাল, শুষ্ক, জ্বালাকর, আলোকাতঙ্ক, চোখের ভিতর তীর বিদ্ধের ন্যায় যন্ত্রনা। চোখের মনি বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে। দৃষ্টি সম্পর্কিত ভ্রান্তি, আগুনের মত দৃষ্টি। দ্বিত দর্শন, চোখ টেরা, চোখের পাতার আক্ষেপ। চোখগুলি যেন অর্ধেক বন্ধ রয়েছে, এরূপ অনুভূতি। চোখের পাতাগুলি স্ফীত। চোখের নীচের অংশের রক্তাধিক্য।

কান — মধ্য ও বহিঃকর্ণে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা। কানের ভিতর শব্দ। কানের পর্দার বাইরের দিকে স্ফীতি। কর্ণমূল গ্রন্থির স্ফীতি। জোরে শব্দে অনুভূতিপ্রবণ। প্রখর শ্রবনশক্তি। ওটাইটিস্‌মিডিয়া বা কানের মাপের অংশের প্রদাহ। কানের যন্ত্রণা থেকে প্রলাপের উদ্ভব। শিশু ঘুমের মধ্যে কাঁদে, কানের গভীরে দপ্‌দপ্‌কর ও আঘাত করার মত বেদনা, এই আঘাত হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে ছন্দবদ্ধ ভাবে হয়। কানের ভিতর রক্তার্বুদ। কর্ণনলীর অ্যাকিউট ও সাব-অ্যাকিউট রোগসমূহ। নিজের কণ্ঠস্বর কানের ভিতর শুনতে পায়।

নাক — কাল্পনিক গন্ধ পায়। নাকের অগ্রভাগে সুড়সুড় করে। লালবর্ণযুক্ত ও স্ফীত। নাক থেকে রক্তস্রাব, তৎসহ মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। সর্দি, রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা।

মুখগহ্বর — শুষ্ক, দাঁতগুলিতে দপ্‌দপ্‌কর বেদনা। মাড়ীতে ফোঁড়া। জিহ্বার ধারগুলি লাল বর্ণ। জিহ্বা স্ট্যাবরি বা রসাল ফলের মত দেখতে। দাঁতগুলি কড়মড় করে। জিহ্বা স্ফীত ও বেদনা যুক্ত। তোতলামি।

গলা — শুষ্ক, যেন চকচক করছে, রক্তাধিক্য, মারাত্মক দেখতে (জিনসেঙ্গ), লালবর্ণযুক্ত, ডানদিকে বৃদ্ধি। টনসিলের বিবৃদ্ধি, গলার ভিতর সংকীর্ণতা বোধ, ঢোক গিলতে কষ্ট, তরল বস্তু পানে বৃদ্ধি। গলার ভিতর মণ্ডের ন্যায় দলা মত কিছু থাকার অনুভূতি। গলার ভিতর আক্ষেপ। সর্বদা ঢোক গেলার ইচ্ছা। ঘষে যাওয়ার মত অনুভূতি। ঢোক গেলারসঙ্গে সম্পর্কিত পেশীগুলি অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবন। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্ফীতি।

পাকস্থলী — ক্ষুধার অভাব। দুধ ও মাংসে অনিচ্ছা। পেটের উপরের অংশে আক্ষেপিক বেদনা। সঙ্কোচন, যন্ত্রণা মেরুদণ্ড বরাবর উঠা-নামা করে। বমি বমি ভাব ও বমি। ঠাণ্ডা জল পানের তীব্র পিপাসা। পাকস্থলীর আক্ষেপ। শূন্য ঢেকুর। তরল পানে অনিচ্ছা। আক্ষেপিক হিক্কা। জলপানে ভয়। কমতে চায় না এরূপ বমি।

উদর — স্ফীত, উত্তপ্ত, ট্রান্সভার্স কোলন গদির মত ঠেলে উঠে। স্পর্শকাতর, স্ফীত। হাত দিয়ে চেপে ধরার মত যন্ত্রণা, ঝাঁকুনি ও চাপে বৃদ্ধি। পেটে আড়াআড়ি ভাবে কেটে ফেলার মত বেদনা, কাশির সময়, হাঁচির সময়, অথবা হাত দিয়ে স্পর্শ করলে পেটের বামদিকে সূঁচ ফোটার মত বেদনা। স্পর্শ, বিছানার স্পর্শ প্রভৃতিতে অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। (ল্যাকেসিস)।

মল — পাতলা, সবুজবর্ণের, আমাশয়ের মত, খড়ির মত গোলাকার। মলত্যাগ কালে কাঁপুনি। সরলান্ত্রে হুল ফোটার মত বেদনা, আক্ষেপিক সংকীর্ণতা। পিঠের বেদনার সঙ্গে অর্শবলী অতিরিক্ত অনুভূতিপ্রবণ হয়। মলদ্বার বাইরে বেরিয়ে আসে। **(ইগ্নেশিয়া, পডোফাইলাম)**।

প্রস্রাব — মূত্ররোধ। প্রস্রাব সম্বন্ধীয় তরুন সংক্রামক উপসর্গ। মনে হয় প্রস্রাব থলির ভিতর ক্রিমির মত কোন পোকা নড়া-চড়া করছে। প্রস্রাব স্বল্প, তৎসহ কোঁথ, কালচে ও ঘোলাটে, ফস্‌ফেটে পরিপূর্ণ। প্রস্রাব থলির স্থান স্পর্শকাতর। প্রস্রাব ধরে রাখতে পারে না, সর্বদা ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে। **বারে বারে, ও প্রচুর পরিমানে প্রস্রাব**। কোন রোগজ অবস্থা ছাড়াই রক্তপ্রস্রাব। প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি।

পুরুষের রোগ — অণ্ডদ্বয় শক্ত, উপরের দিকে টেনে ধরার মত, প্রদাহযুক্ত। যৌনাঙ্গে রাত্রিকালীন ঘাম। প্রস্টেট গ্রন্থি থেকে তরল পদার্থের নিঃসরণ। কামেচ্ছা কমে যায়।

স্ত্রীরোগ — নিচের দিকে জোরে ঠেলা মারার মত অনুভূতি, **মনে হয় যোনিপথে সকল যন্ত্র ঠেলে বেরিয়ে আসবে**। যোনিনলী শুষ্ক ও উত্তপ্ত। কোমরের চারপাশে টেনে ধরার মত অনুভূতি। ত্রিকাস্থি স্থানে বেদনা। ধাতুস্রাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, **উজ্জ্বল লাল, নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, পরিমানে প্রচুর। রক্তস্রাব উত্তপ্ত**। একদিকের হিপ্ থেকে অপরদিকের হিপ্ পর্যন্ত কেটে ফেলার মত বেদনা। **ধাতুস্রাব ও প্রসবান্তিক স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও উত্তপ্ত**। প্রসব বেদনা হঠাৎ আসে, হঠাৎ চলে যায়। স্তন প্রদাহ, দপ্‌দপানি বেদনা, লালবর্ণ, স্তনের বোঁটা থেকে লাল আভা চারিদিকে প্রসারিত হয়। স্তনে ভারবোধ, দুইদিকের স্তন শক্ত লাল। স্তনের অর্বুদ, যন্ত্রণা শুয়ে পড়ার পড় বৃদ্ধি পায়। দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব, গরম রক্ত বেগে বেরিয়ে থাকে। প্রসবান্তিক স্রাবের স্বল্পতা।

শ্বাস-প্রশ্বাস — নাক, গলার ভিতর, কণ্ঠনলী ও শ্বাসনলীর শুষ্কতা। **সুড়সুড়কর ছোট ছোট, শুষ্ক কাশি, রাত্রে বৃদ্ধি**। কণ্ঠনলীতে টাটানি। শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বুকের ভিতর চাপবোধ, শ্বাস-প্রশ্বাস খুব তাড়াতাড়ি হয় এবং সমান নয়। গভীর ও অসম প্রকৃতির শ্বাস-প্রশ্বাস **(কোকেন, ওপিয়াম)**। স্বরভঙ্গ, স্বরলোপ। যন্ত্রণাহীন স্বরভঙ্গ, কাশি তৎসহ বামদিকের হিপস্থানে বেদনা। ঘড়ঘড় শব্দযুক্ত কাশি, হুপিং কাশি, তৎসহ কাশির পূর্বে পাকস্থলীতে বেদনা, ও কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে। কাশির সময় বুকের ভিতর সূঁচ ফোটার মত বেদনা। **কণ্ঠনলী তীব্র বেদনাযুক্ত**, মনে হয় কণ্ঠনলীর ভিতর কিছু ফুঁটে রয়েছে, তৎসহ কাশি। **জোরে, কাঁশির মত শব্দ। প্রতিবার শ্বাসের সঙ্গে কাত্‌রানি**।

হৃদপিণ্ড — তীব্র হৃদ্‌কম্প, মাথার ভিতর প্রতিধ্বনিত হয়, তৎসহ কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস। সামান্য পরিশ্রমে হৃদ্‌কম্প। সারা শরীরে দপ্‌দপ্‌কর অনুভূতি। নাড়ীর দ্বিত স্পন্দন। মনে হয় হৃদ্‌পিণ্ড অনেকটা বড়ো হয়েছে। দ্রুত কিন্তু দুর্বল নাড়ী।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তীর বেঁধার মত বেদনা। সন্ধিস্থান স্ফীত, লালচে, চক্‌চকে তৎসহ সন্ধিস্থান থেকে লাল আভা বিচ্ছুরিত হয়। টলমলে চলনভঙ্গি। পরিবর্তনশীল বাতের বেদনা। **ফিনোর‍্যাল** শিরার প্রদাহ তৎসহ পায়ের স্ফীতি। সাধারণতঃ প্রসবের পর

অথবা জ্বরযুক্ত কোন তরুন রোগের পর দেখা যায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঝাঁকুনি। আক্ষেপ। অনৈচ্ছিকভাবে খুঁড়িয়ে হাঁটা। **অঙ্গ-প্রতঙ্গ শীতল।**

পিঠ — গ্রীবাস্থান আড়ষ্ট। **ঘাড়ের গ্রন্থির স্ফীতি।** গ্রীবাদেশে বেদনা, যেন মনে হয় ফেটে যাবে। পিঠে চাপযুক্ত তীব্র বেদনা। কোমরের বেদনা, তৎসহ হিপ ও উরুস্থানে বেদনা।

চামড়া — শুষ্ক ও **উত্তপ্ত, স্ফীত, অনুভূতিপ্রবন, জ্বালাকর, রক্তবর্ণ,** মসৃন। স্কারলেট জ্বরের মত উদ্ভেদ, হঠাৎ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। লাল দাগযুক্ত উদ্ভেদ হঠাৎ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। লাল দাগযুক্ত উদ্ভেদ, মুখমণ্ডলে পুঁজযুক্ত ফুস্কুড়ি। **গ্রন্থিসকল স্ফীত, স্পর্শকাতর, লাল, ছোট ফোঁড়া।** গোলাপিবর্ণের ব্রণ। পুঁজযুক্ত **ক্ষত। চামড়া পর্য্যায়ক্রমে লাল ও ফ্যাকাশে বর্ণযুক্ত।** প্রদাহের পর কঠিনতা। ঈরিসিপেলাস।

জ্বর — তীব্র জ্বরযুক্ত অবস্থা তৎসহ তুলনামূলক ভাবে রক্তে বিষদুষ্টির অভাব। **জ্বালাকর, ঝাঁঝাল, বাষ্পায়িত উত্তাপ।** পা বরফের মত ঠাণ্ডা অগভীর রক্তবহানলীর প্রসারণ। ঘাম, কেবলমাত্র মাথা শুষ্ক। **তৃষ্ণাহীন, তৎসহ জ্বর।**

ঘুম — **অস্থির, চিৎকার করে উঠে, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষন।** রক্তবহানলীর স্পন্দনের জন্য জেগে থাকতে বাধ্য হয়। ঘুমের মধ্যে জোরে চিৎকার করে উঠে। নিদ্রাহীনতা, তৎসহ ঝিমুনি। চোখ বন্ধ করলে অথবা ঘুমের মধ্যে চমকিয়ে উঠে। মাথার নিচে হাত রেখে ঘুমায়। (আর্সেনিক, প্ল্যাটিনা)।

কমা-বাড়া — **বৃদ্ধি, স্পর্শে, ঝাঁকুনিতে, শব্দে, বায়ুপ্রবাহে, বিকালে, শুয়ে পড়লে।**

উপশম — হেলান দেওয়া মত অবস্থায় থাকলে।

সম্বন্ধ — **তুলনীয় ঃ** স্যাঙ্গুনারিয়াঅফিসিন্যালিস ২x - ৬x, গোলাপ গোত্রীয় পরিবারের একটি সদস্য, (**প্রচুর, দীর্ঘকালস্থায়ী** মাসিক ধাতুস্রাব, বিশেষ করে স্নায়বিক রোগী, তৎসহ মাথায় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্তাধিক্যযুক্ত উপসর্গসমূহ। রজোনিবৃত্তিকালে অপ্রবল রক্তস্রাব। জরায়ুর পুরাতন প্রদাহ। ফুসফুস থেকে রক্তস্রাব। শিরার স্ফীতি ও ক্ষত)। ম্যানড্র্যাগেরা — (ম্যানড্রেক্), প্রাচীণকালের একটি মাদকদ্রব্য বিশেষ — অস্থিরতাযুক্ত উত্তেজনা এবং শারীরিক দুর্বলতা। ঘুমাতে চায়। চায়না ও এরেনিয়ার মত নির্দিষ্ট সময়ে রোগলক্ষণ ফিরে আসার লক্ষণযুক্ত। মৃগী ও জলাতঙ্ক রোগে উপযোগী, এছাড়া সিটোি। ও কাজ করে এই জাতীয় রোগে। (এ. ঈ. ল্যাভাই)। **হায়োসায়োমাস** (জ্বরকম, উত্তেজনা বেশি), **ষ্ট্রামোনিয়াম** (মস্তিষ্কের উত্তেজনা বেশে, ক্রোধোন্মত্ততা), **হোয়িতজিয়া** — মেক্সিকো দেশের ঔষধ, বেলেডোনার মত একই জাতীয় কাজ করে। (জ্বর, স্কারলেট জ্বরের মত উদ্ভেদ, হাম, আমবাত প্রভৃতিতে উপযুক্ত। তীব্রজ্বর তৎসহ উদ্ভেদযুক্ত জ্বর। মুখগহ্বর ও গলা শুষ্ক, মুখমণ্ডল লাল, চক্ষুরক্তবর্ণ, প্রলাপ)। প্রায় ক্ষেত্রেই **বেলেডোনার পর ক্যাল্কেরিয়া কার্বের প্রয়োজন হয়,** অ্যাট্রোপিয়া। বেলেডোনার একটি উপক্ষার, বেলেডোনার থেকে বেশি মাত্রায় স্নায়বিক রোগ লক্ষণের উপর কাজ করে।

(গলা প্রচণ্ড শুষ্ক, ঢোক গেলা প্রায় অসম্ভব। পাকস্থলীর পুরাতন বস্তুর বমি। পেরিটোনাইটিস। দৃষ্টি সম্পর্কিত যাবতীয় ভ্রান্তি। সব কিছু বড়ো দেখে। প্ল্যাটিনা এর বিপরীত)। পাচক রসে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের স্বল্পতা, পাইরোসিস। সবকিছুর উপর কালো ছোপ দেখে। পড়ার সময়, কথাগুলি পরস্পর সম্মিলিত হয়ে যায়, দ্বিত দৃষ্টি, সকল দৃষ্ট বস্তু বৃহৎ দেখে। কর্ণনলী ও কানের ভিতরের পর্দার রক্তাধিক্য। অগ্ন্যাশয়ের উপর এই ঔষধের কাজ আছে। পাকস্থলীতে অতিরিক্ত অম্লরসের ক্ষরণ। মাঝে মাঝে পাকস্থলীর বেদনা, ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল)।

অ-হোমিওপ্যাথিক ব্যবহার — অ্যাট্রোপিয়াও এর উপর ক্ষারগুলি চোখের রোগে ব্যবহার হয়, এই ঔষধের সাহায্যে চোখের তারার প্রসারণ ঘটে এবং দৃষ্টি সুনির্দিষ্ট হয়। আভ্যন্তরীণভাবে অথবা চামড়ার নীচে ব্যবহার করা হয় ওপিয়াম ও মর্ফিনের কাজ নষ্ট করার জন্য। বুকের শূলবেদনায় ১/২০০ ভাগ গ্রেন চামড়ার নীচে দেওয়া হয়। অন্ত্রাবরোধের ক্ষেত্রে, যখন জীবন সংশয় দেখা দেয়, সেই সময় অ্যাট্রোপিন এক মিলিগ্রাম বা তার থেকে বেশি মাত্রায় চামড়ার নীচে ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়। থাইসিস্ রোগে, রাত্রিকালীন ঘামে ১-৮০ গ্রেন চামড়ার নীচে দেওয়া হয়।

অ্যাট্রেপিয়া ১-২০ গ্রেন, ১ গ্রেন মর্ফিনের কার্য নষ্ট করতে ব্যবহার হয়।

এছাড়াও স্থানিক অবশ করার কাজে, আক্ষেপ নিরোধক, স্তনদুগ্ধ, যেকোন স্রাব শুষ্ক করার কাজে ব্যবহার হয়।

শক্তি — অ্যাট্রোপিয়া সাল্ফ, ১-১২০ থেকে ১-৬০ গ্রেন।

বেলেডোনার দোষঘ্ন — ক্যাম্ফর, কফিয়া, ওপিয়াম, একোনাইট।

পরিপূরক — ক্যালেকরিযা, বেলেডোনা, বিশেষ করে আধা-পুরাতন ও ধাতুগত রোগের ক্ষেত্রে।

প্রতিবন্ধক— এসেটিকঅ্যাসিড।

শক্তি — ১ম থেকে ৩০ শক্তি ও উচ্চতর শক্তি। তরুণ রোগে অবশ্যই বারে বারে প্রয়োগ করা হবে।

বেলিস পেরেনিস

BELLIS PERENNIS ডেইজি

এই ঔষধটি রক্তবহানলীর পেশীস্তরের উপর কাজ করে। তীব্র পেশীর টাটানি। খোঁড়ার মত অবস্থা, যেন মোচকিয়ে গিয়েছে। যান্ত্রিক আঘাতজনিত কারণে শিরার ভিতর রক্তসঞ্চয়। বড়ো ধরনের অস্ত্রোপচারের পর শরীরের গভীরে থাকা তন্তুসমূহ যদি আঘাত প্রাপ্ত, সেক্ষেত্রে এটিই প্রথম ঔষধ। স্নায়ুর আঘাত তৎসহ মারাত্মক টাটানি ও ঠাণ্ডা জলে স্নান অসহ্য। গেঁটে বাতের পর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দুর্বলতা।

বস্তিকোটরে থাকা যন্ত্রসমূহের আঘাত, নিজের দ্বারা নিজে আঘাত প্রাপ্ত হওয়া প্রভৃতি এই ঔষধের প্রয়োজন, হস্তমৈথনের কুফল। মচকানো ও থেঁৎলিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে, একটি প্রকৃষ্ট ঔষধ বিশেষ। শরীর যে সময় উত্তপ্ত, সেই সময় ঠাণ্ডা খাবার যে পানীয় গ্রহণ করার কুফল এবং ঠাণ্ডা বাতাস লাগার পরে যে সকল উপসর্গ দেখা দেয়। শরীরের বাইরের অংশে হওয়া জড়ুল। ব্রণ। **শরীরের সর্বত্র ছোট ছোট ফোঁড়া। বস্তি কোটর স্থানে টাটানি ব্যথা, থেঁৎলিয়ে যাওয়ার মত অনুভূতি।** রসনিঃসরণ, বাধাপ্রাপ্ত, রক্তসঞ্চালন, স্ফীতি, এই ঔষধের আয়ত্তাধীন। বাতজ লক্ষণ। স্রাবগুলি এই ঔষধ দূষিত করে না। "বৃদ্ধ শ্রমিক, বিশেষ করে বাগানের মালীদের পক্ষে এটি একটি রাজকীয় ঔষধ বিশেষ" (বার্নেট)।

মাথা — বৃদ্ধ ব্যক্তির মাথাঘোরা। মাথার পিছন থেকে মস্তক শীর্ষ পর্যন্ত বেদনা। কপালের ভিতর সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি। **থেঁৎলিয়ে যাওয়ার মত টাটানি ব্যথা।** মাথার চারপাশে ও পিঠে চুলকানি, গরম স্থানে ও বিছানায় শুলে বৃদ্ধি।

স্ত্রীরোগ — স্তন গ্রন্থি ও জরায়ুর রক্তাধিক্য। গর্ভবস্থায় **শিরাস্ফীতি। গর্ভকালে হাঁটা চলায় অক্ষম।** পেটের পেশী পঙ্গুর ন্যায়। **জরায়ুতে টাটানি ব্যথা, যেন জরায়ু জোরে নিঙড়ানো হয়েছে, এরূপ অনুভূতি।**

ঘুম — খুব সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, এবং কিছুতেই আর ঘুমাতে পারে না।

উদর — **পেটের পেশীতে ও জরায়ুতে টাটানি ব্যাথা প্লীহাতে সুঁচ ফোটানোর মত ব্যথা,** টাটানি ব্যথা, প্লীহার বিবৃদ্ধি। উদরাময় যন্ত্রণাহীন, **মল হলুদবর্ণের, দূর্গন্ধযুক্ত মল,** রাত্রে বৃদ্ধি। স্ফীত, অন্ত্রের ভিতর গুড়গুড় শব্দ।

চামড়া — **ফোঁড়া,** কালশিরা, স্ফীতি, অত্যন্ত **স্পর্শকাতর।** আঘাত জনিত কারণে শিরায় রক্তসঞ্চয়। শিরাস্ফীতি তৎসহ থেঁৎলিয়ে যাওয়ার মত টাটানি ব্যথা। রসনিঃসরন ও স্ফীতি। ব্রন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — সন্ধিস্থানে টাটানি ব্যথা, পেশীর টাটানি। পিঠের ও উরুস্থানের ভাঁজ হওয়া অংশের চুলকানি। উরুর সামনের দিকের নীচের অংশে বেদনা কব্জিতে সংকোচনবৎ অনুভূতি, যেন মনে হয় কব্জির চারপাশে কোন রাবার ব্যান্ড লাগানো আছে। মচকানো তৎসহ তীব্র টাটানি ব্যথা।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — আর্নিকা, আর্সেনিক, স্ট্যাফি, হেমামেলিস, ব্রায়োনিয়া, ভ্যানাডিয়াম (ডিজেনারেটিক অবস্থা)।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, বামদিকে, গরমজলে স্নান ও বিছানার গরমে, ঝড়-বাদলের আগে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে, ঠাণ্ডা বাতাসে।

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

বেনজিনাম্ কোল ন্যাপথা

BENZENUM COAL NAPTHA বেনজল

ঔষধ পরীক্ষাকালে বেন্‌জল্ ঔষধটির যে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায় তা হল, রক্ত সংবহন তন্ত্রের উপর এই ঔষধের কাজ সম্পর্কিত। গিনিপিগের উপর পরীক্ষাকালে দেখা গেছে যে, এই ঔষধ নাড়ীর স্পন্দনের গতি কমিয়ে দিয়ে থাকে। মানুষের শরীরে এই ঔষধ পরীক্ষাকালে দেখা গেছে যে, ঔষধটি রক্তের লোহিতকণিকার সংখ্যা কমিয়ে থাকে ও শ্বেতকণিকার সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটায়। (আর. এফ. রেব, এম. ডি.)

লিউকিমিয়া রোগে এই ঔষধের কার্যকরী হওয়ার কথা চোখের উপসর্গগুলি লক্ষণীয়। অলীক বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী — মৃগীর মত রোগাক্রমণ, কোমা ও স্পর্শজ্ঞানের লোপ।

মাথা — বিছানা থেকে ও মেঝে থেকে পড়ে যাচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি। যন্ত্রণা নীচের দিক থেকে উপরের দিকে উঠে। পরিশ্রান্ত ও স্নায়বিক।

কপালস্থানে যন্ত্রণা, যন্ত্রণা নাকের মূলস্থান পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মাথা ঘোরে। মাথার ভিতর চাপ দেবার মত অনুভূতি। ডানদিকের মাথার যন্ত্রনা।

চোখ — দৃষ্টি সম্পর্কিত বিভ্রান্তি তৎসহ চোখগুলি বিস্ফারিত। চোখের পাতার স্পন্দন। আলোকাতঙ্ক, দৃষ্টবস্তু ঝাপসা দেখায়। চোখে এবং চোখের পাতায় তীব্র যন্ত্রণা। চোখের তারার স্পষ্ট বিবৃদ্ধি। আলোতে চোখের তারার প্রতিক্রিয়ার অভাব, বিশেষতঃ সূর্যালোকে।।

নাক — প্রচুর, তরল সর্দ্দি। বিশেষতঃ বিকালের দিকে। তীব্র হাঁচি।

পুরুষের রোগ — ডানদিকের অণ্ডের স্ফীতি। অণ্ডদ্বয়ের তীব্র বেদনা। অণ্ডকোষের চুলকানি। প্রচুর প্রস্রাব।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভারী, পাগুলি ঠাণ্ডা, অতি মাত্রায় হাঁটার ঝাঁকুনি। যন্ত্রণা নীচের দিক থেকে উপরের দিকে উঠে।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি রাত্রিতে। ডানদিকে বৃদ্ধি।

শক্তি — ৬ষ্ঠ শক্তি।

সম্বন্ধ — তুলনীয় - **বেন্‌জিন্** - পেট্রোলিয়াম ইথার - বেন্‌জনের মত এই বেন্‌জিন্ ততটা খাঁটি নয়। এই পদার্থ দুটি একই জাতীয়। কিন্তু বেন্‌জিনের সঙ্গে হাইড্রোকার্বন মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। এটির স্নায়ুতন্ত্র ও রক্তের উপর বিশেষ কাজ আছে। হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেনের পরিমানের স্বল্পতা। শারীরিক দুর্বলতা, খিলধরা, অতিমাত্রায় হাঁটুর ঝাঁকুনি, বমি বমি ভাব, বমি, মাথাঘোরা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভারীবোধ ও শীতলতা। চোখের পাতার ও জিহ্বার কম্পন।

বেন্‌জিন্ ডিনিট্রিকাম — ডি. এন. বি. (এই ঔষধের সবর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, রক্তের লোহিত কণিকার পরিবর্তন, যকৃতের ধবংসাত্মক পরিবর্তন, বর্ণ অন্ধতা, রেটিনার প্রদাহ, দৃষ্টির সীমা সঙ্কুচিত, কালো প্রস্রাব।

বেন্‌জিন্ নাইট্রিকাম — মির্‌বেন্ (কালচেবর্ণের রক্ত, সহজে জমাট বাঁধতে চায়না, মস্তিষ্ক শিরায় রক্তাধিক্য এবং সাবির্বকভাবে শিরার স্ফীতি। মুখের ভিতর জ্বালাকর আস্বাদ। ঠোঁট, জিহ্বা, নখ ও কন্‌জংটিভা লালচে বর্ণের। চামড়া ঠাণ্ডা, নাড়ী দুর্বল ও ছোট ছোট স্পন্দনযুক্ত, শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর হয় ও অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস, অজ্ঞান, সন্ন্যাস রোগের মত অচৈতন্য অবস্থা। চোখের তারা আড়াআড়িভাবে ঘুরতে থাকে; চোখের তারা বিস্ফারিত। চোখের তারার অনিয়মিতভাবে, দ্রুত নড়াচড়া। শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত ধীর, কষ্টকর, দীর্ঘশ্বাস)।

ট্রিনিট্রোটোনুয়েন (টি. এন. টি.), ট্রোটিল — এটি এক প্রকার মারাত্মক জাতীয় বিস্ফোটক, এটি নাইট্রেটিং টোলুয়েন থেকে পাওয়া যায় — যা আলকাতরা পরিস্রুত করার সময় পাওয়া যায়। চুল কিম্বা চামড়া, টি. এন. টি. এর সংস্পর্শে এলে, এক প্রকার বৈশিষ্ট্য পূর্ণ হলুদ রঙ তৈরী হয়, যা কয়েক সপ্তাহ কাল থাকে। মারাত্মক ধরনের রক্তাল্পতায় ও জন্ডিসে নির্দেশিত হয়। এক প্রকার তীব্র বিষাক্ত জণ্ডিস তৈরী করে।

শক্তি — ৬ষ্ঠ শক্তি।

বেন্‌জোয়িকাম্ অ্যাসিডাম

BENZOICUM ACIDUM — বেনজোয়িক অ্যাসিড

এই ঔষধের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রস্রাবের রঙ ও গন্ধের ভিতর পাওয়া যায়। বিপাক ক্রিয়ার উপর এই ঔষধের সুস্পষ্ট কাজ আছে। ইউরিক অ্যাসিড ধাতুদোষগ্রস্ত লক্ষণ এই ঔষধ তৈরী করতে পারে আবার আরোগ্যও করতে পারে, তৎসহ প্রস্রাবের রঙ খুব গাঢ় ও তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত এবং গেঁটে বাতের মত লক্ষণ। কিড্‌নীর কার্যহীনতা। শিশু সর্বদা কোলে থাকতে চায় কিছুতেই শুয়ে থাকতে চায় না। যন্ত্রণা হঠাৎ করে স্থান পরিবর্তন করে। অ্যান্টিসাইকোটিক। গেঁটে বাত ও হাঁপানী রোগগ্রস্ত।

মন — অতীত কালে ঘটা অসুখীকর ঘটনা নিয়ে মনের ভিতর আলোড়ন। লেখার সময় মাঝে মাঝে শব্দ বাদ পড়ে যায়। হতাশা।

মাথা — মাথাঘোরা, কোন একদিকে পড়ে যাওয়ার প্রবণতা। রগের ধমনীতে দপ্‌দপ্‌ানি, এর ফলে কানের চারিপাশে ফুলে উঠে। ঢোক গেলার সময় কানের ভিতর শব্দ। জিহ্বায় ক্ষত। কানের পিছনের অংশে স্ফীতি। (ক্যাপ্‌সিকাম)। কপালে ঠাণ্ডা ঘাম। মুখগহ্বরে খোঁচামারার মত, সংকোচনবৎ বেদনা, নীলচেবর্ণযুক্ত ও মাড়ী থেকে রক্তস্রাব। সিবেশাস গ্রন্থির অর্বুদ।

নাক — নাকের ভেদকে চুলকানি। নাকের অস্থিতে বেদনা।

মুখমণ্ডল — তামাটে বর্ণের দাগ। লাল, তৎসহ ছোট ছোট ফোস্কা। গালে লালবর্ণের গোলাকার আভা।

পাকস্থলী — খাবার সময় ঘাম, পাকস্থলীতে চাপবোধ, পাকস্থলীতে মণ্ডের ন্যায় দলা থাকার অনুভূতি।

উদর — নাভীর চারিপাশে কেটে ফেলার মত বেদনা। যকৃৎ স্থানে সূঁচ ফোটার মত বেদনা।

সরলান্ত্র — সুঁচফোটার মত ও সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি। সরলান্ত্রে কুঞ্চিত সংকোচনের অনুভূতি। মলদ্বারের চারিপাশে চুলকানি ও জলপূর্ণ উঁচু অংশ বিশেষ।

মল — ফ্যানা ফ্যানা, **দূর্গন্ধযুক্ত, তরল**, হাল্কাবর্ণের, অনেকটা সাবানের ফ্যানার মত, সরলান্ত্রের ভিতর বায়ু চলাচল।

প্রস্রাব — **বিকট গন্ধ**, পরিবর্তনশীল রঙ, বাদামী, আম্লিক, অসাড়ে প্রস্রাব, ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব, **বৃদ্ধদের দূর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব**। প্রস্রাবে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমানের বৃদ্ধি। গনোরিয়া রোগ চাপা পড়ার ফলে প্রস্রাবথলির প্রদাহ। প্রস্রাব থলির প্রদাহ।

শ্বাস-প্রশ্বাস — সকালে স্বরভঙ্গ। হাঁপানীর মত কাঁশি, রাত্রে বৃদ্ধি, ডানদিকে শুয়ে থাকলে। বুক অত্যন্ত স্পর্শকাতর। হৃদ্‌পিণ্ড স্থানে বেদনা। সবুজ রঙের শ্লেষ্মা।

পিঠ — মেরুদণ্ডে চাপবোধ। ত্রিকাস্থি স্থানে শীতল অনুভূতি। কিড্‌নী স্থানে অল্প অল্প বেদনা, মদপানে বৃদ্ধি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — চলার সময় সন্ধিগুলিতে কট্‌কট্‌ শব্দ। ছিঁড়ে ফেলার মত তৎসহ সূঁচ ফোটার মত বেদনা। পায়ের গোড়ালির পেশী বন্ধনীর বেদনা। সন্ধিবাত, অসিগুটি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। সন্থিস্থানে গেঁটে বাতজনিত কারণে সঞ্চয়। কব্জির স্ফীতি। হাঁটুতে যন্ত্রণা ও স্ফীতি। পায়ের বুড়ো আহগুলের কড়া। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা।

জ্বর — হাতগুলি, পাগুলি, পিঠ ও হাঁটু দুটি ঠাণ্ডা। শীত ভাব, ঠাণ্ডা ঘাম। জেগে উঠলে শরীরের ভিতরে গরম অনুভুতি।

চামড়া — লালচে ছোপ। ছোট ছোট স্থানে চুলকানি।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, মুক্তবাতাসে, গায়ের ঢাকা খুলে ফেল্‌লে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ — গেঁটে বাতে কলচিকামের ব্যর্থ হওয়ার পরে উপযোগী, গনোরিয়া রোগে **কোপাইভার পরে উপযোগী।**

তুলনীয় — **নাইট্রিক অ্যাসিড, এমন বেন্‌জোয়িকাম, স্যাবাইনা, ট্রোপিয়োলাম (দূর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব)।**

দোষঘ্ন — কোপাইভা।

প্রতিবন্ধক — মদ।

শক্তি — ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

বার্বেরিস একুইফোলিয়াম — ম্যাহোনিয়া

BERBERIS AQUIFOLIUM —MOHONIA পাহাড়ী আঙুর

চর্মরোগ, পুরাতন সর্দিজ উপসর্গ ও সেকেন্ডারী সিফিলিস রোগের একটি ঔষধ বিশেষ। যকৃতের নিষ্ক্রিয় অবস্থা, অবসাদ ও এছাড়া শরীরের গঠনমূলক পরিবর্তনের অপরাপর প্রামানিক লক্ষণাবলী, এই ঔষধ শরীরের সকল গ্রন্থিগুলিকে শক্তিশালী করে ও পুষ্টি সাধনের উন্নতিতে সাহায্য করে।

মাথা — মনে হয় কানের ঠিক উপরে যেন কোন বন্ধনী আছে। পিত্তাধিক্য কারণে মাথার যন্ত্রণা। "স্কন্ধ হেড", মাথার চামড়ায় আঁশযুক্ত একজিমা।

মুখমন্ডল — ব্রণ। ফুসকুড়ি ও পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ। গায়ের রঙ পরিষ্কার করে।

পাকস্থলী — জিহ্বা পুরু লেপ যুক্ত, হলদেটে বাদামি বর্ণের, ফোস্কার মত অনুভূতি। পাকস্থলীতে জ্বালাকর বেদনা। খাবার পর বমি বমি ভাব ও ক্ষুধা।

প্রস্রাব — সূচ ফোটার মত, আক্ষেপিক বেদনা, গাঢ় শ্লেষ্মা এবং উজ্জ্বল লাল, শস্যচূর্ণের মত তলানি যুক্ত প্রস্রাব।

চামড়া — **ফুসকুড়িতে ভর্তি, শুষ্ক, খস্‌খসে, আঁশযুক্ত। মাথার চামড়ায় উদ্ভেদ মুখমণ্ডল ও ঘাড় পর্যন্ত প্রসারিত হয়।** স্তন গ্রন্থির অর্বুদ, তৎসহ বেদনা। সোরাইসিস্। ব্রন। শুষ্ক একজিমা। চুলকানি। গ্রন্থির কঠিণতা।

সম্বন্ধ — কার্বোলিক অ্যাসিড, কার্বোরিস ভালগারিস, হাইড্র্যাস্টিস্।

শক্তি — অরিষ্ট, যা বেশী করে ব্যবস্থা করা হয়।

বার্বেরিস ভালগারিস

BERBERIS VULGARIS বারবেরী

দ্রুত পরিবর্তনশীল লক্ষণাবলী — যন্ত্রণার স্থান ও চরিত্রের পরিবর্তনশীলতা — তৃষ্ণা পর্যায়ক্রমে তৃষ্ণাহীণতা, ক্ষুধা ও অক্ষুধা প্রভৃতি। শিরাগুলির উপর খুব জোরের **সঙ্গে কাজ করে, এর ফলে বস্তি কোটরের শিরায় রক্তাধিক্য ও অর্শ উৎপন্ন হয়ে থাকে।**

যকৃত **সম্পর্কিত ও বাতজ উপসর্গসমূহ এইগুলির সঙ্গে বিশেষ করে প্রস্রাব সংক্রান্ত,** অর্শ সম্বন্ধীয় উপসর্গ সমূহ।

পুরাতন বাতধাতুগ্রস্ত রোগী। বৃক্কস্থানে বেদনা বিশেষভাবে সুস্পষ্ট থাকে, এই কারণে এটি বৃক্ক ও প্রস্রাব থলি সংক্রান্ত, গোলযোগে, পিত্ত-পাথুরি ও মূত্রথলির প্রদাহিক উপসর্গ সমূহের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। এটি বৃক্কের প্রদাহ তৎসহ রক্তপ্রস্রাব উৎপন্ন করে

থাকে। যন্ত্রণা সারা শরীরেও হতে পারে, যার শুরু হয় কোমর থেকে। এছাড়াও এই ঔষধের সুস্পষ্ট কাজ আছে যকৃতের উপর যার পিত্তরসের প্রবাহের পরিমানের বৃদ্ধি ঘটে থাকে। প্রায়ই সন্ধিবাত রোগে তৎসহ প্রস্রাব সংক্রান্ত উপসর্গে ব্যবহার হয়ে থাকে। ভ্রমণশীল, যন্ত্রণা উৎপত্তিস্থল থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। খুব ভালো কাজ করে মাংসল ব্যক্তির উপর, যাদের যকৃৎ সুস্থ-সবল কিন্তু এদের ধৈর্য খুবই কম। মেরুদণ্ডের অস্বস্তি। বার্বেরিসের যাবতীয় যন্ত্রণা কেন্দ্রস্থল থেকে চারিদিকে ছুটে বেড়ায়। কখনও চাপ দিলে বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু শরীরের নানা প্রকারের অবস্থানে বৃদ্ধি ঘটে বিশেষ করে দাঁড়িয়ে থাকলেও সক্রিয় শারীরিক কসরতে।

মাথা — অমনোযোগী, সহানুভূতিহীন, উদাসীন। মাথায় স্ফীতির অনুভূতি, মনে হয় মাথাটি ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। মাথাঘোরা তৎসহ মূর্চ্ছা। কপালে যন্ত্রণা। পিঠে ও মাথার পিছেনের অংশে শীতবোধ। কানে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা, এবং গেঁটে বাতজনিত ছোট ছোট গুটি। মনে হয় যেন সমগ্র মাথার উপর একটি টুপি শক্ত করে কষে রয়েছে।

নাক — শুষ্ক, বামদিকের নাকে মারাত্মক ধরনের সর্দি। নাসারন্ধ্রের ভিতর সুড়সুড়ি।

মুখমণ্ডল — ফ্যাকাশে, অসুস্থ। গাল ও চোখ দুটি কোটর গত তৎসহ গোলাকর লচে দাগ সমূহ।

মুখগহ্বর — মুখের ভিতর চট্‌চটে অনুভূতি ও।ব কমে যায়। লালা চট্‌চটে ফেনাযুক্ত, অনেকটা তুলার মত দেখতে। (নাক্স ভস্), জিহ্বাতে ঝল্‌সে যাবার মত অনুভূতি। জিহ্বাতে ফোস্কাসমূহ।

পাকস্থলী — সকালে খাবার আগে বমি বমি ভাব। গলা-বুক জ্বালা।

উদর — পিত্তথলি স্থানে সূঁচ ফোটার মত বেদনা, চাপে বৃদ্ধি, পাকস্থলী পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পিত্তথলির প্রদাহিক গোলযোগ তৎসহ কোষ্ঠকাঠিণ্য এবং গাত্রত্বক হলুদ বর্ণযুক্ত। বৃক্কস্থানের সামনে সূঁচ ফোটার মত বেদনা, বেদনা যকৃৎ, প্লীহা, পাকস্থলী, ও কুঁচকি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ঈলিয়াম স্থানে খোঁচা মারার মত বেদনা।

মল — সর্বদা মলত্যাগের বেগ। যন্ত্রণাহীন উদরাময়, মল কাদার মত রঙ যুক্ত, মলদ্বার ও মূলাধারের চারিপাশে জ্বালাকর ও তীব্র হুল ফোটার মত বেদনা। মলদ্বারে নালী ঘা।

প্রস্রাব — জ্বালাকর যন্ত্রনা। প্রস্রাব করার পরে, কিছুটা প্রস্রাব রয়ে গেল এই জাতীয় অনুভূতি। প্রস্রাব গাঢ় শ্লেষ্মা ও উজ্জ্বল বর্ণ, শস্যচূর্ণ তলানি যুক্ত। বৃক্কের ভিতর বুজ্‌বুজ্ অনুভূতি তৎসহ টাটানি ব্যথা যুক্ত। প্রস্রাব থলিস্থানে বেদনা। প্রস্রাব করার সময় উরু স্থানে ও কোমরে বেদনা। বারে বারে প্রস্রাব করে, প্রস্রাব যখন করা হয় না, সেই সময় মূত্রনলীতে জ্বালা করে। এইখানে পুরুষের রোগ।

পুরুষের রোগ — রেতঃরজ্জু ও অন্ডদ্বয়ের স্নায়ুশূল। হুল ফোটানোর মত, জ্বালাকর, সূঁচফোটার মত বেদনা, অন্ডদ্বয়ে, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চামড়ায় ও অন্ডকোষে হয়ে থাকে।

স্ত্রীরোগ — চিমটি কাটার মত অনুভূতি যুক্ত সঙ্কোচন কামাদ্রিতে অনুভূত হয়, ভ্যাজাইনিসমাস্, যোনিপথের সঙ্কোচন ও স্পর্শানুভূতি। যোনিপথে জ্বালা ও টাটানি ব্যথা। কামইচ্ছা কমে যায়, সঙ্গমকালে কেটে ফেলার মত বেদনা। ধাতুস্রাব স্বল্প, ধূসর বর্ণের শ্লেষ্মাযুক্ত তৎসহ বৃক্কস্থানে বেদনা ও শীতবোধ, বেদনা নীচের দিকে উরু পর্যন্ত নামে। প্রদর স্রাব, ধূসর বর্ণের শ্লেষ্মাযুক্ত, যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাব সংক্রান্ত উপসর্গসমূহ। ডিম্বাশয় ও যোনিপথের স্নায়ুশূল।

শ্বাস-প্রশ্বাস — স্বরভঙ্গ, কণ্ঠনলীর পলিপ বা নরম জাতীয় অর্বুদ। বুক ও হৃদপিণ্ডস্থানে ছিঁড়ে ফেলার মত, সূঁচ ফোটার মত বেদনা।

পিঠ — ঘাড়ে ও পিঠে সূঁচ ফোটার মত বেদনা, শ্বাস-প্রশ্বাসে বৃদ্ধি। বৃক্কস্থানে খোঁচামারার মত বেদনা, বেদনা ঐ স্থান থেকে সমগ্র পেটে ছড়িয়ে পড়ে, এবং পেট থেকে তা উরু ও কুঁচকিস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। অসাড়, থেঁৎলিয়ে যাবার মত অনুভূতি। বৃক্ক থেকে প্রস্রাবথলি পর্যন্ত সূঁচ ফোটার মত বেদনা। উরুস্থানে, নিতম্বস্থানে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে ফেলার মত, খোঁচা মারার মত বেদনা তৎসহ আড়ষ্টতা, উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হয়, তৎসহ অসাড়ভাব। কোমরের বেদনা। (রাস, টার্টার এম) মেটাটারসাম ও মেটাকারপাস অস্থিতে মচকিয়ে যাবার মত অনুভূতি। অস্ত্রোপচারের পরে কোমরে বেদনা, সারকামফ্লেক্স ঈলিয়্যাক স্নায়ু থেকে প্রস্রাব থলি পর্যন্ত টাটানি ব্যথা তৎসহ তীব্র কেটে ফেলার মত বেদনা তৎসহ বারে বারে প্রস্রাব।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — কাঁধে, বাহুতে, হাতে ও হাতের আঙ্গুলে, পায়ে ও পায়ের বাতজনিত, পক্ষাঘাত হবার মত বেদনা। হাতের আঙ্গুলের নখের নীচে স্নায়ুশূল। তৎসহ হাতের আঙ্গুলের সন্ধিস্থানের স্ফীতি। উরুস্থানের বাইরের অংশে ঠাণ্ডা অনুভূতি। গোড়ালির বেদনা, যেন ক্ষতের মত। দাঁড়িয়ে থাকার সময় দুটি মেটাটারশাল অস্থির মধ্যবর্তী অংশে বেদনা, যেন মনে হয় ঐ স্থানে পেরেক ঢুকে রয়েছে। পা ফেলার সময় পায়ের পাতার গোলাকার স্থানে বেদনা। সামান্য কিছুটা হাঁটার পর পা দুটির পরিশ্রান্ত ও খোঁড়ার মত হয়।

চামড়া — চেপ্টা আঁচিলসমূহ। চুলকানি, জ্বালাকর ও হুল ফোটার মত বেদনা, চুলকালে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা প্রলেপে উপশম। সারা শরীরের ছোট চোট পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ। মলদ্বারে ও হাতে একজিমা। একজিমা যুক্ত প্রদাহের পর চামড়ায় গোলাকার ছোপ।

জ্বর — শরীরের নানা অংশে ঠাণ্ডা অনুভূতি, ঐ সকল অংশে ঠাণ্ডা জল ছিটানোর মত অনুভূতি। পিঠের নিচের অংশে উরুস্থানে ও কোমর প্রদেশে গরমভাব।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, চলাফেরায়, দাঁড়িয়ে থাকলে ঐ স্রাব সম্বন্ধীয় গোলযোগ উৎপন্ন করে অথবা বৃদ্ধি ঘটায়।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — ঈপোসা, — কন্‌ভ্‌ভিউলামডিউ য়ারটিনাম্ — মর্ণিং গ্লোরি (সামনের দিকে ঝুঁকলে বামদিকের কোমর স্থানের পেশীর বেদনা। বৃক্কের উপসর্গসমূহ তৎসহ পিঠে বেদনা। পেটের ভিতর প্রচুর বায়ু সঞ্চয়। ডানদিকের ঘাড়ের উপরে তীব্র বেদনা, বৃক্কশূল, কোমরে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তীব্র বেদনা, **এলো, লাইকোপোডিয়াম, নাক্স, সার্সাপেরিলা**।

জ্যান্থোরিয়া আর্‌বোরিয়া (বৃক্ক স্থানে তীব্র বেদনা, প্রস্রাব থলির প্রদাহ ও পাথুরি। ইউরেটার থেকে প্রস্রাব থলি পর্যন্ত বেদনা ও অণ্ডদ্বয়ে বেদনা প্রসারিত হয়। কোমরে বেদনা, সামান্য ঠাণ্ডা বা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় দেখা দেয়)।

জ্যান্থোরিয়া এপিফোলিয়া — বার্বোরিন যুক্ত। পাকস্থলী ও অন্ত্রের বিবৃদ্ধি, শক্তিহীনতা, প্লীহার বিবৃদ্ধি।

দোষঘ্ন — ক্যাম্ফর, বেলেডোনা।

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

বিটা ভালগারিস

BETA VULGARIS **বীট রুট**

পুরাতন সর্দ্দিজ অবস্থা ও টিউবার কিউলোসিসের উপর এই ঔষধের প্রভাব আছে। **বিটানিয়াম হাইড্রোক্লোরিকাম** বীট রুট থেকে পাওয়া যায়, এটিও যক্ষ্মা রোগীদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। এই ঔষধ শিশুদের ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে।

২X বিচূর্ণের মধ্যেকার শক্তি ব্যবহার করা হয়।

বিটোনিকা

BETONICA **বিটোনিউড্**

এই ঔষধ শরীরের বিভিন্ন স্থানে বেদনা তৈরী করে থাকে।

মাথা — ডানদিকের রগে সূঁচ ফোটার মত বেদনা। মনকে কোন কিছুতে কেন্দ্রীভূত করতে অক্ষম।

উদর — পেটে, যকৃৎ স্থানে ও ট্রান্সভার্সকোলন স্থানে বেদনা, এছাড়াও পিত্ত থলি স্থানে, কুঁচকি স্থানে ও রেত রজ্জুতে বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — উভয় কব্জিসন্ধিস্থানের পিছনের দিকে তীর বেঁধার মত বেদনা। কব্জির শক্তিহীনতা। ডানদিকের হাঁটুর পিছনের অংশ থেকে যন্ত্রণা শুরু হয়ে নীচে পায়ের দিকে নামে, পাটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলে মনে হয়।

বিসমাথাম

BISMUTHUM প্রিসিপিটেটেড্ সাব-নাইট্রেট অফ বিসমাথ

এই ঔষধের প্রধার কাজ হল, পাকাশয় সংক্রান্ত নলীর অস্বস্তি ও প্রদাহিত অবস্থায় দেখা যায়।

মন — নিঃসঙ্গতা অসহ্য। **সর্বদা সঙ্গ চায়।** নিজের অবস্থা সম্পর্কে সর্বদা অভিযোগ করে। মানসিক যন্ত্রণা। অসন্তুষ্টি।

মাথা — পর্যায়ক্রমে মাথার যন্ত্রণা ও পাকাশয়ের শূল বেদনা। স্নায়ুশূল, যেন মনে হয় সাঁড়াশি দ্বারা ছেঁড়া হচ্ছে, মুখমণ্ডল ও দাঁতগুলি আক্রান্ত হয়, খাবার সময় বৃদ্ধি, ঠাণ্ডায় উপশম, পর্য্যায়ক্রমে পাকাশয়িক শূলবেদনা। কেটে ফেলার মত অথবা চাপ দেবার মত বেদনা ডানদিকের চক্ষুকোটরের উপরের অংশে, বেদনা মাথার পিছন স্থান পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মাথার পিছনের অংশে চাপ বোধ, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, তৎসহ ভারী বোধ।

মুখগহ্বর — মাড়ী স্ফীত। দাঁতের যন্ত্রণা, মুখের ভিতর ঠাণ্ডা জল রাখলে উপশম। (কফিয়া)। জিহ্বা সাদা। স্ফীত। জিহ্বার নিচের অংশে এবং প্রান্তদেশে কালো, পচনশীল গৌর্জের মত পদার্থ সমূহ। প্রচুর লালাস্রাব, দাঁতের গোড়া আলগা। ঠাণ্ডা পানীয়ের পিপাসা।

পাকস্থলী — বমি, তৎসহ আক্ষেপিক, শ্বাসবন্ধ হবার মত বেদনা। জল পাকস্থলীতে **পৌছানো মাত্র বমি হয়ে উঠে যায়।** পান করার পরেই ঢেকুর। যাবতীয় তরল বস্তু বমি হয়ে যায়। **জ্বালা, ভারী বোঝার মত অনুভূতি।** কয়েক দিন ধরে খাওয়া দাওয়া করে, তারপর বমি করে। দুর্বল হজমশক্তি, তৎসহ **দুর্গন্ধযুক্ত ঢেকুর।** পাকাশয়িক শূলবেদনা, পাকস্থলীর শূলবেদনা, পাকস্থলী থেকে মেরুদণ্ড পর্যন্ত বেদনা। পাকস্থলীর প্রদাহ। **ঠাণ্ডা পানীয় বস্তুতে উপশম, কিন্তু যেই পাকস্থলী ভর্ত্তি হয়ে উঠে, সেই বমি শুরু হয়।**

জিহ্বা — সাদা লেপযুক্ত, মিষ্ট, ধাতব অম্লস্বাদ। পাকস্থলীতে অবর্ণনীয় বেদনা। পিছনদিকে বেঁকে থাকতে বাধ্য হয়। পাকস্থলীর কোন অংশে কোন বোঝা চাপ দিচ্ছে এরূপ অনুভূতি, তৎসহ পর্যায়ক্রমে জ্বালাকর, খিল ধরার মত বেদনা ও মুখে জল উঠা।

মল — যন্ত্রনাহীণ উদরাময় তৎসহ প্রচুর পিপাসা এবং বারে বারে প্রস্রাব ও বমি করে। তলপেটে চিমটি কাটার মত বেদনা তৎসহ পেট ডাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাস — মধ্যচ্ছদার মাঝে চিমটি কাটার মত অনুভূতি, আড়াআড়িভাবে বুকের উপর দিয়ে বেদনা প্রসারিত হয়ে থাকে। হৃদশূল বা অ্যানজাইনা পেক্টোরিশ, হৃদপিণ্ডের চারিপাশে বেদনা, বেদনা বাম থেকে বাম হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — হাত ও পায়ে খিল ধরা। কব্জিতে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা। পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা, বিশেষ করে ডানদিকের বাহুতে। হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে, নখের নীচে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা (বার্বেরিস), পায়ে, টিবিয়া অস্থির নিকটবর্তীস্থানে এবং পায়ের পিছনে সন্ধি স্থানে চুলকানি যুক্ত ক্ষত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতল।

ঘুম — কামোত্তেজনাপূর্ণ স্বপ্নের ফলে, ঘুমের ভিতর অস্থিরতা। সকালের দিকে ঘুম ঘুম ভাব, খাবার অল্প কয়েক ঘন্টা পরে ঘুম-ঘুম ভাব।

সম্বন্ধ — দোষঘ্ন — নাপ; ক্যাপসিকাম, ক্যাম্ফে।

তুলনীয় — এন্টিমন, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ক্রিয়ো।

শক্তি — ১ম থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্ল্যাটা আমেরিকানা

BLLATTA AMERICANA কক্‌রোচ্ বা আরসোলা

উদরী। নানা প্রকারের শোথ। গাত্রত্বক হলুদ বর্ণযুক্ত। ভীষণ ক্লান্তি। প্রস্রাব করার সময় প্রস্রাব নলীতে বেদনা উপরের দিকে উঠার সময় ক্লান্তি।

শক্তি — ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্ল্যাটা ওরিয়েন্টালিস

BLATTA ORIENTALIS ইন্ডিয়ান কক্‌রোচ্ বা ভারতীয় আরসোলা

হাঁপানী রোগের একটি ঔষধ। বিশেষ করে যেখানে হাঁপানীর সঙ্গে ব্রঙ্কাইটিস থাকে। যেক্ষেত্রে আর্সেনিক পুরোপুরি কাজ করতে পারে না সেখানে নির্দেশিত হয়।

যক্ষ্মা ও ব্রঙ্কাইটিসে কাশি তৎসহ শ্বাসকষ্ট। বলিষ্ঠ ও মোটা চেহারার ব্যক্তির উপর ভালো কাজ করে। প্রচুর পুঁজের মত শ্লেষ্মা।

শক্তি — রোগাক্রমণ কালে নিম্নতর শক্তি। আক্ষেপিক অবস্থার পরে, অবশিষ্ট কাশির জন্য উচ্চতর শক্তি কার্যকরী। উন্নতি দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ বন্ধ করা হবে, নতুবা রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি দেখা দেয়।

বোলেটাস ল্যারিসিস্—পলিপোরাস অফিসিনেল

BOLETUSLARICIS— হোয়াইট এগারিক

POLYPORUS OFFICINALE

সবিরাম জ্বর, একদিন পর পর দেখা দেয়। ঘাম অল্প পরিমানে হয়, এবং ঘামে কষ্টের উপশম হয় না। যক্ষ্মা রোগীর রাত্রিকালীন ঘাম।

মাথা — মাথা হাল্কা ও ফাঁপা বলে মনে হয়, তৎসহ কপালের গভীরে বেদনা। পুরু, হলুদ বর্ণের লেপযুক্ত জিহ্বা, জিহ্বা দাঁতের ছাপ। সর্বদা বমি-বমি ভাব।

জ্বর — শিরদাঁড়া বরাবর শীতবোধ, তৎসহ বারে বারে আগুনের ঝলক। যখন শীত করে তখন রোগী হাই তোলে ও আড়ামোড়া ভাঙে। ঘাড়ে, সন্ধিস্থানে ও কোমরে অবিরাম বেদনা। রাত্রে প্রচুর ঘাম তৎসহ ঘুষঘুষে জ্বর ও শীত বোধ।

চামড়া — উত্তপ্ত ও শুষ্ক বিশেষ ভাবে হাতের তালু। চুলকানি খুব বেশি মাত্রায় দুই স্কন্ধোস্থির মধ্যবর্তী স্থানে ও নিম্নবাহুতে।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ এগারিসিন, পলিপোরাম অফিসিনেলের একটি সক্রিয় উপাদান (যক্ষ্মা সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য ক্ষয়কারক কারনে রাত্রিকালীন ১-৪ থেকে ১-২ গ্রেন মাত্রায়, এছাড়াও স্পন্দন, হৃদ্‌পিণ্ডের বিবৃদ্ধি তৎসহ ফুসফুসের স্থায়ীভাবে বিবৃদ্ধি, ফ্যাটি ডিজেনেরেশন, প্রচুর ঘাম ও লালবর্ণের উদ্ভেদের ক্ষেত্রে উপযোগী)।

বোলেটাস লিউরিডাস — (পেটের উপর অংশে তীব্র বেদনা, আর্টিকেরিয়া টিউবাবোসা)।

বোলেটাস স্যাটেনাস — (আমাশয়, বমি, প্রচণ্ড দুর্বলতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠাণ্ডা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ও মুখমণ্ডলের আক্ষেপ)।

শক্তি — ১ম শক্তি।

বোরিকাম অ্যাসিডাম

BORICUM ACIDUM **বোরিক অ্যাসিড**

জীবাণু ধ্বংসকারক হিসাবে এই ঔষধ ব্যবহারের প্রচলন আছে, কারণ যেহেতু এই ঔষধ গাঁজলা উঠা ও পচনক্রিয়া নষ্ট করে থাকে।

জরায়ুস্থানে বেদনা, তৎসহ বারে বারে প্রস্রাবের বেগ। **শীতলতা (হেলোডারমা)।** ডায়েবিটিস, জিহ্বা শুষ্ক, লালচে, এবং ফাটা-ফাটা। শীতল লালাস্রাব।

চামড়া — বহু প্রকারের লালছোপ যুক্ত উদ্ভেদ, শরীরের ঊর্দ্ধাঙ্গে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। চোখের চারিপাশে শোথ। খোস উঠা চর্মরোগ। চোখের তন্তুর চারিপাশে শোথ।

স্ত্রীরোগ — রজোনিবৃত্তিকালে স্ত্রীলোকের চোখমুখ দিয়ে গরম ঝলকানি বার হয়। **(ল্যাকেসিস, এমিল নাইট্রেট)।** যোনিপথে শীতল অনুভূতি, মনে হয় যোনিপথ বরফে পূর্ণ রয়েছে, বারে বারে প্রস্রাব ত্যাগ, তৎসহ জ্বালা ও কোঁথ।

শক্তি — ৩x বিচূর্ণ

অ-হোমিওপ্যাথিক ব্যবহার — যখন ফ্যারিনজাইটিস ও ব্রঙ্কাইটিস রোগে, থুথুতে ডিপ্লোকক্কাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়, নিউমোনিয়া তৎসহ আঠার মত চট্‌চটে শ্লেষ্মা, দম বন্ধ হবার মত কাশি এবং যন্ত্রণা, এই জাতীয় ক্ষেত্রে ৫ গ্রেন মাত্রায় দিনে ছয়বার প্রযোজ্য। পুরাতন প্রস্রাব থলির প্রদাহে, বোরিক অ্যাসিডের তরল মিশ্রণ ইন্‌জেকশন হিসাবে অথবা ১ চামচ এক গ্লাস গরম দুধের সঙ্গে আভ্যন্তরীক ভাবে ব্যবহার করা হয়। বোরো-গ্লাইসিরাইডের মিশ্রন (১ঃ৪০) একটি শক্তিশালী জীবানুনাশক। স্টাই বা আঞ্জনির ক্ষেত্রে ১৫ গ্রেন ১ আউন্স জলের সঙ্গে মিশিয়ে বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করা হয়। বোরিক অ্যাসিডের গুঁড়ো ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করা হয়। প্রস্রাব থলির প্রদাহে প্রস্রাবের পরিমান বাড়িয়ে থাকে।

বোরাক্স

BORAX বোরেট অফ সোডিয়াম বা সোহাগা

পাকাশয় ও অন্ত্রঘটিত গোলযোগ। লালাস্রাব, বমি বমিভাব, বমি, শূলবেদনা, উদরাময়, পতনাবস্থা, অ্যাল্‌বিউমিন যুক্ত প্রস্রাব, প্রস্রাবে তলানি ও প্রস্রাব থলির আক্ষেপ। প্রলাপ বকা, দৃষ্টি শক্তির পরিবর্তন, রক্তপ্রস্রাব এবং চামড়ার উপর উদ্ভেদ, এই সকল লক্ষণ বেশি মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করার পর দেখা গিয়েছে। নীচের দিকে চলাফেরার ভয়, এই লক্ষণটি প্রায় সব অবস্থাতেই বর্তমান থাকে। হোমিওপ্যাথিক মতানুসারে এই ঔষধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে, অদ্ভুত স্নায়বিক লক্ষণগুলি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং বারে বারে তা প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষ করে শিশুদের রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে। মৃগী রোগে এটি একটি মূল্যবান ঔষধ। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর সাদা বর্ণের ক্ষত।

মন — তীব্র মানসিক আতঙ্ক, বিশেষ করে নীচের দিকে নামার সময়, দেলনায় দোলার সময়, কোলে করে সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামার সময়, এবং শোবার সময়। নীচের দিকে নামার সময় ভীতি পূর্ণ মুখমণ্ডল, রোগীকে শুয়ে দেবার সময় চমকিয়ে উঠে ও হাত উপর দিকে ছোঁড়ে, যেন রোগীর পড়ে যাবে বলে ভয় হয়েছে। অত্যন্ত স্নায়বিক, খুব সহজেই ভয় পায়। **হঠাৎ কোন শব্দে অনুভূতিপ্রবণ**। বন্দুকের শব্দে তীব্র ভয়ভাব, এমনকি শব্দ যদি বহুদূরেও হয়ে থাকে। বজ্রের শব্দে ভয়।

মাথা — অবিরাম বেদনা, তৎসহ বমি বমি ভাব ও সারা শরীরে কম্পন। মাথার চুল অগ্রভাগের দিকে জট পাকিয়ে যায়, কিছুতেই তা পৃথক করা যায় না। (**ভিঙ্কা মাইনর**)।

চোখ — চোখের পাতার চুলগুলি ভিতর দিকে বেঁকে যায়। চোখের পাতা প্রদাহিত, চোখের পাতা, চোখের তারার উপর কেটে যায়। চোখের পাতা পিছনদিকে ঘুরে যায়।

কান — **সামান্য শব্দে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ**, কিন্তু তুলনামূলক ভাবে উচ্চস্বরের শব্দে ততটা বিরক্ত হয় না।

নাক — যুবতী স্ত্রীলোকের নাক লালবর্ণযুক্ত। (**নেট্রাম কার্ব**)। লাল ও উজ্জ্বল স্ফীতি, তৎসহ দপ্‌দপানি ও টানভাবের মত অনুভূতি। নাকের অগ্রভাগ স্ফীত এবং ক্ষতযুক্ত। **শুষ্ক মামড়িযুক্ত**।

মুখমণ্ডল — ফ্যাকাশে, মাটির মত, তৎসহ মুখমণ্ডলে কষ্টের ছাপ। স্ফীতি, তৎসহ নাকে ও ঠোঁটে ফুস্কুড়ি। মুখমণ্ডল মাকড়সার জালের দ্বারা ঢাকা এই জাতীয় অনুভূতি।

মুখগহ্বর — **মুখগহ্বরের ভিতর সাদা রঙের ক্ষত**। সাদা ছত্রাকের মত উদ্ভেদ। মুখগহ্বরের ভিতর উত্তপ্ত ও স্পর্শকাতরতা, খাবার সময় এবং স্পর্শ কালেই ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত হয়ে থাকে। মাড়ীতে যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়া। শিশু মায়ের দুধ পান করার সময় কাঁদে। মুখের আস্বাদ তিতো। (**ব্রায়োনিয়া, পালসেটিলা, কুপ্রাম**)।

পাকস্থলী ও উদর — খাবার পরে উদরের স্ফীতি, বমি। পাকাশয়িক শূলবেদনা, যা জরায়ুর গোলযোগ থেকে উৎপন্ন হয়। বেদনা, যেন মনে হয় উদরাময় দেখা দেবে।

মল — পাতলা, শিশুদের দূর্গন্ধযুক্ত মল।

উদরাময়, দুর্গন্ধযুক্ত, মলত্যাগের আগে শূল বেদনা, শ্লেষ্মাযুক্ত মল তৎসহ মুখের টাটানি ব্যথাযুক্ত সাদা ঘা।

প্রস্রাব — উত্তপ্ত, লিঙ্গের ছিদ্রের মুখে তীব্র বেদনা। ঝাঁঝাল গন্ধযুক্ত। শিশু প্রস্রাব করতে ভয় পায়, প্রস্রাবের পূর্বে চিৎকার করে উঠে (সার্নাপ)। কাপড়ের উপর ছোট ছোট লাল কনা থেকে যায়।

স্ত্রীরোগ — প্রসব বেদনা, তৎসহ বারে বারে ঢেকুর তোলা। স্তন থেকে প্রচুর পরিমানে দুধ বেরিয়ে থাকে। (ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, কোনিয়াম, বেলেডোনা)। শিশু যে দিকের স্তন্য পান করে, তার বিপরীত দিকের স্তনে বেদনা। প্রদর স্রাব, অনেকটা ডিমের সাদা অংশের মত, তৎসহ রোগী মনে হয় যেন গরম জলের ধারা বয়ে চলেছে। ধাতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, প্রচুর তৎসহ মোচড়ানি, বমি বমি ভাব এবং পাকস্থলীতে বেদনা, বেদনা কোমর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ধাতুস্রাবকালে বেদনা। বন্ধ্যাত্ব। সহজে গর্ভসঞ্চারে সাহায্য করে। ভগাঙ্কুর স্ফীত বলে মনে হয় তৎসহ খোঁচা মারার মত বেদনা। যোনিপথের চুলকানি ও একজিমা।

শ্বাস-প্রশ্বাস — দমবন্ধ করার মত তীব্র কাশি, শ্লেষ্মা, ছাতা পড়ার মতস্বাদ ও গন্ধযুক্ত। বুকের ভিতর সূঁচ ফোটার মত বেদনা তৎসহ শ্বাস নেওয়া ও কাশি। কাশি তৎসহ ছাতা পড়ার মত স্বাদযুক্ত, বক্ষাবরক ঝিল্লীর বেদনা, ডানদিকের উপরের অংশে কষ্ট বেশী হয়। শুয়ে থাকার সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, ঐ সময়ে রোগী লাফিয়ে উঠে পড়ে শ্বাস নিতে বাধ্য হয়, যার ফলে বুকের ডানদিকে বেদনা হয়ে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠার সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — মনে হয় হাতে মাকড়সার জাল জড়িয়ে আছে। হাত, হাতের আঙ্গুল ও সন্ধিস্থানের পিঠে চুলকানি। বুড়ো আঙ্গুলের অগ্রভাগ দপ্‌দপকর বেদনা। পায়ের তলায় সূঁচফোটার মত বেদনা। গোড়ালিতে বেদনা, পায়ের আঙ্গুলের গোলাকার অংশের প্রদাহ। হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের একজিমা তৎসহ নখগুলি ধবংস হয়ে যায়।

চামড়া — সোরিয়াসিস। মুখমণ্ডলের ঈরিসিপেনাল। হাতের আঙ্গুলের সন্ধিস্থানের পিঠে অংশে চুলকানি। অস্বাস্থ্যকর চুলকানি, সামান্য আঘাত পুঁজ হয়ে উঠে। হার্পিস (রাস)। ঈরিসিপেলাসের মত প্রদাহ। তৎসহ স্ফীতি এবং চামড়ার টানভাব। শীতস্ফোটক, মুক্ত বাতাসে আরাম। হাতে এবং হাতের আঙ্গুলে ট্রেড ঈরাপশন, চুলকানি ও খোঁচা মারার মত বেদনা। মাথার চুলে জটা।

ঘুম — কামোত্তেজনার স্বন দেখে। কিছুতেই গরমের জন্য ঘুমাতে পারে না, বিশেষ করে মাথায় গরম ভাব। ঘুমের ভিতর ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে (বেল)।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, নিম্নগতিতে, শব্দে, ধূমপানে, উষ্ণ আবহাওয়ায়, ধাতুস্রাবের পর।

উপশম — চাপে, সন্ধ্যায়, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়।

সম্বন্ধ — এসেটিক অ্যাসিড, ভিনিগার এবং মদ, এইগুলি এই ঔষধের প্রতিবন্ধক।

দোষঘ্ন — ক্যামোমিলা, কফিয়া।

তুলনীয় — ক্যালকারিয়া কার্ব, ব্রায়োনিয়া, স্যানিকিউলা, সালফিউরিক অ্যাসিড)।

শক্তি — ১ x থেকে ৩ x বিচূর্ণ। চর্মরোগের ক্ষেত্রে এই ঔষধ একাদিক্রমে কয়েক সপ্তাহ ব্যবহার করার প্রয়োজন। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের বাইরের অংশের চুলকানিতে বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা যায়। ঠাণ্ডা লেগে হঠাৎ করে স্বরভঙ্গের ক্ষেত্রে, মটরের দানার মত এক টুকরা সোহাগা মুখের ভিতর ফেলে দিলে, গলার স্বরের এরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়ে থাকে যা কেবলই যাদু বলে মনে হয় এবং এইভাবে কয়েক ঘন্টা পর পর ব্যবহার করা যায় এবং যা গলার স্বর স্বচ্ছ ও পরিষ্কার রাখে।

বোথ্রোপ্‌স্ ল্যান্সিয়োনেটাস — ল্যাকেসিস ল্যান্সিয়োলেটাস

BOTHROPS LANCIOLATUS — **ইয়ালো ভাইপার বা এক**
LACHESISLANCIOLATUS — **ধরনের হলুদ রঙের সাপ**

এই সাপের বিষ মারাত্মক ভাবে রক্তকে জমাট বেঁধে ফেলে, (এছাড়াও ল্যাকেসিস)। এই কারণে এই ঔষধগুলির মধ্যে, আমরা থ্রম্বসিস্ রোগের উপসর্গ সমূহ দেখতে পাব, এই জাতীয় আশা করতে পারি, এছাড়া থ্রম্বসিস্ রোগের মত কতকগুলি উপসর্গেও আমরা এই ঔষধের লক্ষণের প্রকাশের আশা করে থাকি, যেমন, একাঙ্গীন পক্ষাঘাত, মস্তিষ্কের গোলযোগের দরুন্ কথা বলতে বা লিখতে অথবা কথা শুনে বা লেখা পড়ে হৃদঙ্গম করার অক্ষমতা। (লিন্ জে. বয়েড)। ভেঙ্গে পড়া স্বাস্থ্য, রক্তস্রাব প্রবল ধাতু, দূষিত অবস্থা। তীব্র ক্লান্তি ও শিথিলতা, শরীরের প্রতি ছিদ্র থেকে রক্তস্রাব, কালো কালো ছোপ। একাঙ্গীন পক্ষাঘাত তৎসহ মস্তিষ্ক বিকৃতি হেতু কথা বলতে বা লিখতে অক্ষম। পরিষ্কার করে শব্দ উচ্চারণে অক্ষম। যদিও জিহ্বার কোন উপসর্গ দেখা যায় না। স্নায়বিক কম্পন। ডানদিকের পায়ের আঙ্গুলে যন্ত্রণা। লক্ষণগুলি শরীরের পরস্পর বিপরীত কোণের অঙ্গগুলি থেকে প্রকাশ পায়। ফুসফুসের রক্তাধিক্য।

চোখ — চোখের বিশেষ কোন উপসর্গ ছাড়াই অন্ধত্ব, রেটিনার ভিতর রক্তপাতের ফলে অন্ধ। রক্তাল্পতা হেতু অস্বচ্ছ দৃষ্টি, দিনের বেলা দৃষ্টিহীনতা, তিনি (স্ত্রী) সূর্যোদয়ের পর তাঁর যাত্রা পথ খুব কষ্ট করে দেখে থাকেন, কন্‌জাঙটিভার ভিতর রক্তপাত।

মুখমণ্ডল — স্ফীত ও গালভার বলে মনে হয়। মুখের ভাব হতবুদ্ধিকর।

গলা — লাল, শুষ্ক, সঙ্কুচিত, ঢোক গিলতে কষ্ট হয়, কিছুতেই তরল বস্তু গিলতে পারে না।

পাকস্থলী — পাকস্থলীর উপরের অংশের গোলযোগ। কালো বমি। মারাত্মক ধরনের রক্তবমন। পেট ফাঁপা ও রক্তযুক্ত মল।

চামড়া — স্ফীত, কালচে বর্ণের, ঠাণ্ডা তৎসহ রক্তপাত প্রবন। গ্যাংগ্রিন। লসিকাগ্রন্থির স্ফীতি। অ্যানথ্রাক্স। ম্যালিগন্যান্ট জাতীয় ঈরিসিপেলাস।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, ডানদিকে।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — টক্সিকোফিস মোকাসিন স্নেক (জ্বর ও বেদনার বছর বছর প্রত্যাবর্তন দেখা যায় এই সাপের কামড়ের ফলে, এবং কোন কোন সময় যন্ত্রণার স্থানের পরিবর্তন দেখা দেয় তৎসহ প্রথমে যে সকল লক্ষণ পাওয়া গিয়েছিল তা বিলুপ্ত হয়। এই সাপের কামড়ের পর চামড়ার একপ্রকার অদ্ভুত ধরনের শুষ্কতা দেখা যায়। শোথযুক্ত স্ফীতি এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তর স্নায়ুশূল। যন্ত্রণা এক স্থান থেকে অপর স্থানে ঘুরে বেড়ায়)। অপরাপর সাপের বিষ থেকে প্রস্তুত ঔষধও তুলনীয়, বিশেষ করে ল্যাকেসিস।

ট্র্যাকিনাস — স্টিংফিস (অসহ্য যন্ত্রণা, স্ফীতি, রক্তের তরুণ বিষদুষ্টি, গ্যাংগ্রীণ)।

শক্তি — ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি।

বোটিউলিনাম

BOTULINUM — টক্সিন অফ্ ব্যাসিলাস বোটিলিনাম

খাদ্যের বিষক্রিয়া, যা টৌটাজাত পালংশাক থেকে উৎপন্ন হয় এবং যে সকল উপসর্গ প্রকাশ পায় তা থেকে একটা আংশিক পক্ষাঘাতের একটা ছবি পরিলক্ষিত হয়। চোখ সংক্রান্ত লক্ষণসমূহ, চোখের পাতায় পড়ে যাওয়া বা টোসিস্, দ্বিত দৃষ্টি, ঝাপসা দৃষ্টি।

ঢোক গিলতে ও শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে কষ্ট, শ্বাস বন্ধ হবার মত অনুভূতি, হাঁটার সময় দুর্বলতা ও সঠিকভাবে পা ফেলতে পারবে, এরূপ নিশ্চয়তার অভাব, কানামাছির মত চোখ বন্ধ করে চলার মত অবস্থা, মাথা ঘোরা, কথার স্বর মোটা। পাকস্থলীতে খিল ধরার মত বেদনা। মুখের উপর যেন মুখোস পরানো আছে, এই জাতীয় মুখের ভাব, এই প্রকার অবস্থার কারণ হল, মুখমণ্ডলের পেশীর দুর্বলতা। মারাত্মক ধরনের কোষ্ঠকাঠিণ্য।

শক্তি — উচ্চতর শক্তি।

বোভিস্টা

BOVISTA — পাফ্বল

চামড়ার উপর এই ঔষধের সুস্পষ্ট প্রবাব আছে, উৎপন্ন করে এক্জিমার মত উদ্ভেদ, এছাড়াও রক্ত সংবহনতন্ত্রের উপর কাজ আছে, যার ফলে রক্তস্রাব প্রবণতার সৃষ্টি হয়, সুস্পষ্ট ক্লান্তি ও অবসাদ এই ঔষধে দেখা যায়। যেসব শিশুরা তোত্লা, তাদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে, অবিবাহিতা বৃদ্ধা তৎসহ হৃদ্কম্প, ও "খোস পাঁচড়া" যুক্ত রোগী সকল। একই সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন স্থানের স্নায়ুর প্রদাহে যখন আড়ষ্টতা ও সুড়সুড় ভাব দেখা যায়। কাঠকয়লার ধোঁয়া লাগার ফলে শ্বাস বন্ধ হবার মত অবস্থা।

মন — শরীরের কোন অংশ বড়ো হচ্ছে এরূপ অনুভূতি (আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম)। অপ্রতিভ বা জবুথবু ভাব, সকল বস্তুই হাত থেকে পড়ে যায়। অনুভূতি প্রবণ।

মাথা — মনে হয় যেন মাথাটি ক্রমশঃ বড়ো হয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে মাথার পিছনের অংশ। মাথার যন্ত্রণা, যন্ত্রণায় মাথাটি ফুলে উঠে, খুব সকালে, মুক্ত বাতাসে ও শুয়ে থাকলে বৃদ্ধি। নাকের স্রাব দড়ির মত ও চট্‌চটে। মস্তিষ্কে মৃদু, থেঁৎলিয়ে যাবার মত বেদনা। তোত্‌লামি। (ষ্ট্র্যামোনিয়াম, মার্কিউরিয়াম)। মাথার চামড়া চুলকায়, গরমে বৃদ্ধি, অনুভূতি প্রবণ, যতক্ষণ ছাল না উঠে, ততক্ষণ চুলকায়।

মুখমণ্ডল — নাসারন্ধ্র ও মুখের কোনগুলির চারপাশে মরামাস ও মামড়ি। ঠোঁটগুলি ফাঁটা। নাক ও মাড়ী থেকে রক্তস্রাব। গাল ও ঠোঁট দুটি স্ফীত বলে মনে হয়। ব্রণ, গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি পায়, প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহারের কুফল।

পাকস্থলী — পাকস্থলীতে বরফের দলা থাকার মত অনুভূতি। কোমরে কষে থাকা জামাকাপড় অসহ্য।

স্ত্রীরোগ — **ধাতুস্রাবের আগে ও ধাতুস্রাবের সময় উদরাময়।** মাসিক ধাতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে ও পরিমানে প্রচুর হয়, **রাত্রে বৃদ্ধি**, কামোত্তেজনার মত অনুভূতি। প্রদরস্রাব ঝাঁঝাল, গাঢ়, চটচটে, সবুজবর্ণের, ধাতুস্রাবের পরে দেখা দেয়। **কোমরের চারিপাশে কষা জামা-কাপড় অসহ্য। (ল্যাকেসিস)। দুটি ধাতুস্রাব কালের মধ্যবর্তী সময়ে অল্প পরিমানে স্রাব।** ধাতুস্রাব চলাকালীন অবস্থায় বস্তিকোটরে টাটানি ব্যথা। দীর্ঘস্থায়ী ও অনিয়মিত সময়ে ধাতুস্রাব, যোনিপথে অর্বুদ।

উদর — **উদরশুল**, তৎসহ লাল প্রস্রাব, **আহারে উপশম, দ্বিভাজ হয়ে থাকতে বাধ্য হয়।** নাভীর চারিপাশে বেদনা। পেরিনিয়াম বা মুলাধার থেকে সূঁচ ফোটার মত বেদনা শুরু হয়ে সরলান্ত্র ও যৌনাঙ্গ পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

বৃদ্ধ ব্যক্তিদের পুরাতন উদরাময়, রাত্রে ও খুব সকালে বৃদ্ধি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — সকল সন্ধিস্থানের দুর্বলতা, হাতের সাহায্যে কাজ করার সময় হাতের আড়ষ্টতা, হাত থেকে জিনিসপত্র পড়ে যায়। হাত ও পায়ের ক্লান্তি। বগলে ঘাম, **ঘামে পেঁয়াজের গন্ধ। ত্রিকাস্থির অগ্রভাগে অসহ্য চুলকানি।** হাতের পিছনের অংশে রসযুক্ত একজিমা। পায়ের পাতায় ও পায়ে চুলকানি। ভেঙে যাবার পরে সন্থিস্থানের শোথ।

চামড়া — ভোঁতা অস্ত্র যখন চামড়ার উপর গভীর ছাপ রাখে। **উত্তেজিত হলেই** আমবাত, তৎসহ বাতজনিত খোঁড়াভাব, হৃদকম্প ও উদরাময়। (ডালকামরা)। গরম লাগলে চুলকানি। একজিমা, রসযুক্ত, মোটা মামড়ি তৈরী হয়। সারা শরীর ফুস্কুরিতে ঢেকে যায়, স্কনার্ভ, বিসর্পের মত উদ্ভেদ। মলদ্বারে চুলকানি। সকালে ঘুম থেকে উঠার সময় আমবাত, স্নানে বৃদ্ধি, পেল্যাগ্রা।

সম্বন্ধ — আলকাতরার কুফল **বোভিষ্টা** নষ্ট করে। গ্যাস থেকে শ্বাসরোধক অবস্থা। পুরাতন আমবাতে রাসটক্সের পরে ব্যবহার হয়।

তুলনীয় — **ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, রাসটক্স, সিপিয়া, সিকিউটা।**

শক্তি — ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

ব্র্যাকিগ্লটীস

BRACHYGLOTTIS **পুকা-পুকা**

ডানাঝাপটানোর মত কাঁপুনি অনুভূতি হয়। (ক্যালেডিয়াম)। বৃক্ক ও মূত্রস্থলি সম্বন্ধীয় লক্ষণগুলিই প্রধান। এই প্রস্রাব অ্যাল্‌বিউমিনের উপস্থিতির লক্ষণ উৎপন্ন করে। কানে ও নাসারন্ধ্রে চুলকানি। ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ, বুকের ভিতর চাপবোধ। লেখকের হাতে খিলধরা।

উদর — মনে হয় যেন পেটের ভিতর কিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে। ডিম্বাশয় স্থানে ডানা ঝাপটানোর মত কম্পন।

প্রস্রাবসংক্রান্ত — মূত্রথলির গ্রীবাদেশে চাপবোধ, প্রস্রাবের বেগ। মূত্রথলিতে জলোচ্ছ্বাসের অনুভূতি। মূত্রনলীতে টাটানি ব্যথা, মনে হয় প্রস্রাব কিছুতেই ধরে রাখা যাবে না। প্রস্রাবে শ্লেষ্মার কনা, ও এপিথিলিয়াম কনা, অ্যাল্‌বিউমিন ও তন্তুকনাসমূহ পাওয়া যায়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — লেখার সময় হাতের আঙ্গুলে, বুড়ো আঙ্গুলে ও কব্জিতে খিল ধরা — আড়ষ্ট ব্যথা ফ্লেক্সর কার্‌পাই আলনারিস্ পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

সম্বন্ধ — **তুলনীয় ঃ এপিস, হেলেনিয়াম, মার্ক কর, প্লাম্বাম।**

শক্তি — ৩য় শক্তি।

ব্রোমিয়াম

BROMIUM **ব্রোমিন**

শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় লক্ষণাবলীর উপর এই ঔষধের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়, বিশেষ করে কণ্ঠনলী ও বায়ুনলীর লক্ষণের উপর। গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত শিশু, বিশেষ করে যাদের গ্রন্থিগুলি স্ফীত, তাদের উপর এই ঔষধের প্রভাব বেশি দেখা যায়। সুন্দর দেখতে।। কর্ণশূল গ্রন্থির ও গলগণ্ড। আক্ষেপিক উপসর্গের দ্বারা আক্রান্ত হবার প্রবণতাযুক্ত। বামদিকের মাম্পস্ বা কর্ণমূল গ্রন্থির প্রদাহ। শ্বাসরোধের মত অনুভূতি, হাজাকর স্রাব, প্রচুর ঘাম ও প্রচণ্ড দুর্বলতা। অতিরিক্ত গরম লাগার ফলে গোলযোগসমূহ। **গ্রন্থিগুলির ভিতর প্রবেশ করার প্রবণতা এই ঔষধের আছে, গ্রন্থিগুলি শক্ত হয়ে উঠে কিন্তু সাধারণতঃ পাকে না।**

মন — মানসিক ভ্রান্তি, রোগীর মনে হয় অপরিচিত ব্যক্তির তার কাঁদের উপর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে এবং রোগীর (স্ত্রী) মনে হয় সে ঘাড় ফেরালেই তাদের একজনকে দেখতে পাবে। ঝগড়াটে।

মাথা — আধকপালে, মাথার বামদিক আক্রান্ত হয়, সামনের দিকে ঝুঁকলে, বিশেষ করে দুধ পানের পর যন্ত্রণার বৃদ্ধি। মাথায় যন্ত্রণা, সূর্যের উত্তাপে ও দ্রুত চলাফেরায় বৃদ্ধি। চোখের ভিতর দিয়ে কেটে ফেলার মত বেদনা। জলস্রোতের উপর দিয়ে পার হবার সময় মাথা ঘোরে।

নাক — সর্দ্দি, তৎসহ নাকে হাজাকর টাটানি ব্যথা। ডানদিকের নাসারন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়। নাকের গোড়ায় চাপবোধ। **সুড়সুড়ি, বিরক্তি বোধ, যেন নাকে মাকড়সার জাল আটকিয়ে আছে।** নাকের পাতাগুলি পাখার মত নড়াচড়া করে **(লাইকোপোডিয়াম)।** নাক থেকে রক্তস্রাব, এতে বুকের কষ্টের উপশম হয়।

গলা — গলার ভিতর ক্ষতবৎ অনুভূতি, বিশেষতঃ সন্ধ্যায়, তৎসহ স্বরভঙ্গ। ঢোক গেলার সময় টনসিলের বেদনা, টনসিল গাঢ় লাল, তৎসহ টনসিলদুটিপ্রসারিত রক্তবহানলী দ্বারা জালের মত করে ঢাকা রয়েছে। শ্বাস নেবার সময় শ্বাসনলীর ভিতর সুড়সুড়ি। শরীর খুব বেশি গরম হলে স্বরভঙ্গের উদ্ভব হয়।

পাকস্থলী ও উদর — জিহ্বা থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত তীব্র জ্বালাকর বেদনা। পাকস্থলীতে পাথরের মত ভারবোধ। পাকাশয়িক শূল, আহারে উপশম। বায়ুসঞ্চয়জনিত কারণে উদরের প্রসারণ। যন্ত্রনাদায়ক অর্শ, তৎসহ কালো মল।

শ্বাস-প্রশ্বাস — হুপিং কাফ (প্রায় দশদিন ধরে এই ঔষধ ব্যবহার করা হবে)। **শুষ্ক কাশি তৎসহ স্বরভঙ্গ** এবং **বুকাস্থির পিছনে** জ্বালাকর যন্ত্রণা। কণ্ঠনলীর ভিতর **আক্ষেপিক কাশি তৎসহ শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি।** শ্বাসরোধক অবস্থা। **স্বরভঙ্গ।** জ্বর সম্বন্ধীয় লক্ষণগুলি উপশমিত হলে ঘুংড়ীকাশিতে উপকারী। কষ্টকর ও বেদনাদায়ক শ্বাস-প্রশ্বাস। বুকের ভিতর প্রচণ্ড খিলধরা ভাব। বুকের বেদনা উপরের দিকে উঠে। **শ্বাস নেবার সময় ঠাণ্ডা অনুভূতি।** প্রতিবার শ্বাস নেবার সময় কাশি। **কণ্ঠনলীর ডিফ্থিরিয়া,** কৃত্রিমঝিল্লী কণ্ঠনলী থেকে শুরু হয়ে উপরের দিকে প্রসারিত হয়। আক্ষেপিক সঙ্কোচন। হাঁপানী, **ফুসফুসের ভিতর** বাতাস ঢোকানো কষ্টকর। (**ক্লোরাম,** বাতাস ছাড়তে)। সমুদ্রে থাকাকালীন অবস্থায় উপশম, কিন্তু নাবিকদের স্থলে পৌঁছলেই শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। জিমনাষ্টিক বা ব্যায়ামের কুফলে হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি। ফিব্রিনাল ব্রঙ্কাইটিস্, তীব্র শ্বাসকষ্ট। মনে হয় যেন বায়ুনলী ধোঁয়ায় পূর্ণ রয়েছে।

পুরুষের রোগ — অণ্ডদ্বয়ের **স্ফীতি।** শক্ত, তৎসহ বেদনা সামান্য ঝাঁকুনিতে বৃদ্ধি।

স্ত্রীরোগ — ডিম্বাশয়ের স্ফীতি। মাসিক ঋতুস্রাব নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, পরিমানে অত্যন্ত প্রচুর, তৎসহ স্রাবের সঙ্গে ঝিল্লীর টুকরো থাকে। ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে বিষন্নতা। স্তনগ্রন্থির অর্বুদ, তৎসহ সূঁচফোটার মত বেদনা, বামদিকে বৃদ্ধি। স্তনগ্রন্থি থেকে বগল পর্যন্ত সূঁচফোটার মত বেদনা। বামদিকের স্তনে তীরবিদ্ধবৎ তীব্র বেদনা, চাপে বৃদ্ধি।

ঘুম — স্বপ্ন ও মানসিক দুঃখে পূর্ণ, ঘুমের মধ্যে ঝাঁকুনি ও চমকানো, নানা প্রকার কল্পনা। মানসিক ভ্রান্তি পূর্ণ, রাত্রে ঘুমাতে যেতে কষ্ট হয়, সকালে খুব বেশী ঘুমাতে পারে না, জেগে ওঠার পর দুর্বলতা ও কম্পন।

চামড়া — ব্রণ, ফুস্কুড়ি ও পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ। বাহু ও **মুখমণ্ডলে** ছোট ফোঁড়া। **গ্রন্থিসমুহ পাথরের মত, শক্ত, বিশেষ করে নিম্নচোয়ালের ও গলার।** কঠিন গলগণ্ড (স্পঞ্জিয়া)। গ্যাংগ্রীন।

কমা-বাড়া — **বৃদ্ধি,** সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এবং **যখন উষ্ণ ঘরে বসে থাকে,** উষ্ণ-আদ্র জলবায়ু, বিশ্রামকালে ও বামদিক চেপে শুলে।

উপশম — যে কোন প্রকার নড়াচড়া, ব্যায়াম, সমুদ্রে।

সম্বন্ধ — দোষঘ্ন, এমন কার্ব, ক্যাম্ফর, লবন ব্রোমিয়ামের কাজে বাধা দেয়।

তুলনীয় — **কোনিয়াম, স্পঞ্জিয়া, আয়োডিনাম, এস্টার, আর্জেনটাম** নাইট্রিকাম। ব্রোমিয়াম যখন চলবে তখন দুধ বর্জন করতে হবে।

হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড (গলা শুষ্ক ও কোঁচকানো, বুক ও গলবিলে সঙ্কোচনের অনুভূতি, মুখমণ্ডল ও ঘাড়ের উপর দিয়ে গরম হল্কা বয়ে যাওয়ার মত অনুভূতি, কানের ভিতর স্পন্দন যুক্ত শব্দ তৎসহ প্রচণ্ড স্নায়বিক উত্তেজনা (হাউগটন), মাথাঘোরা, হৃদ্কম্প, বাহুতে ভারীবোধ, শারীরিক অঙ্গগুলি যেন তার নয় এই জাতীয় অনুভূতি হয় রোগীর। ইন্ফিরিয়র সার্ভাইক্যাল গ্যাংলিয়নের উপর একটি নির্দিষ্ট কাজ আছে, সংবেদনশীল স্নায়ুর নিবর্দ্ধক হিসাবে কাজ করে, এর ফলে রক্তবহানলীর সংকোচন বৃদ্ধি পায়। মাথার যন্ত্রণা, কানের ভিতর হওয়া শব্দ ও মাথাঘোরা উপশমিত হয়, বিশেষ করে ভ্যাসো-মোটর স্নায়ুর গোলযোগের দরুন পাকস্থলীর উপসর্গ উপশমিত হয়। মাত্রা ২০ ফোঁটা।

শক্তি — ১ম থেকে ৩য় শক্তি। তাজা অবস্থায় ঔষধ প্রস্তুত করা হয়, কারণ এটি খুব সহজেই বিকৃত হয়ে থাকে।

ব্রায়োনিয়া

BRYONIA **ওয়াইল্ড হপ্**

শরীরের সকল সেরাস মেমব্রেণ ও এই মেমব্রেণের ভিতর থাকা যন্ত্রসমূহের উপর এই ঔষধ কাজ করে থাকে। প্রত্যেক পেশীতে অবিরাম বেদনা। এই সকল ক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া যে জাতীয় বেদনা উৎপন্ন করে তার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, **সূঁচ ফোটার মত, ছিঁড়ে ফেলার মত, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি ও বিশ্রামে উপশম।** এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সূঁচফোটার মত বেদনা যেকোন প্রকার নড়াচড়ায় খুব বেশি রকমের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, প্রায় সবক্ষেত্রেই লক্ষণটি পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ করে বুকের ক্ষেত্রে, চাপে বৃদ্ধি। সকল **শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীসমূহ শুষ্ক।** ব্রায়োনিয়া রোগী খিটখিটে, মাথা তুলতে গেলে মাথা ঘোরে, চাপবোধ যুক্ত মাথার যন্ত্রণা, ঠোঁট ও মুখগহ্বর **শুষ্ক** ও **ঝল্সিয়ে থাকার** মত, প্রচণ্ড পিপাসা, আস্বাদ তিতো, পেটের উপরের অংশ অনুভূতি **প্রবন** এবং পাকস্থলীতে পাথর থাকার মত অনুভূতি, মল লম্বা, শুষ্ক, শক্ত, শুষ্ক কাশি, বাতজনিত বেদনা ও স্ফীতি, সাইনোভিয়্যাল ও সেরাস মেমব্রেনের ভিতর শোথযুক্ত রসক্ষরণ।

ব্রায়োনিয়া বিশেষভাবে বলিষ্ঠ, শক্ত মাংসপেশীযুক্ত ও কালোবর্ণের ব্যক্তির উপর ভালো কাজ করে তৎসহ ঐ সকল ব্যক্তির রোগী হওয়া ও উত্তেজিত হওয়ার প্রবণতা থাকে। এই ঔষধ ডানদিক, সন্ধ্যাকাল, ও মুক্ত বাতাস পছন্দ করে। ঠাণ্ডা দিনের পর উষ্ণ আবহাওয়া, প্রভৃতি অবস্থা এই ঔষধের কাজ করার ক্ষেত্রে ভালো অবস্থা।

শিশু তাকে কোলে করা বা উঠান পছন্দ করে না। **শারীরিক দুর্বলতা,** সর্ববিষয়ে উদাসীনতা। উপসর্গগুলি ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

মন — ভীষন খিটখিটে, সবকিছুই তার কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হয়। প্রলাপ, বাড়ী যেতে চায়, রোগীর ব্যবসা সংক্রান্ত কথা বলে।

মাথা — মাথাঘোরা, বমি বমি ভাব, মূর্চ্ছা উঠে দাঁড়াবার সময়, মানসিক বিভ্রান্তি। **ফেটে যাবার মত, দ্বিখণ্ডিত হবার মত মাথার যন্ত্রণা।** মনে হয় যেন ভিতরে থাকা সবকিছুর চাপের দ্বারা ঠেলে বেরিয়ে আসবে, যেন ভিতর থেকে হাতুড়ি দিয়ে ঘা দেওয়া হচ্ছে, নড়াচড়ায়, ঝুঁকলে ও চোখ খুললে বৃদ্ধি। মাথার পিছনের অংশে যেন যন্ত্রণা বসে রয়েছে। জাইগোম্যাটিক প্রসেসের দিকে অস্থিগুলি যেন টেনে ধরে। মাথার যন্ত্রণা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, এমনকি চোখের তারার নড়াচড়ায় পর্যন্ত বৃদ্ধি। কপাল অংশে মাথার যন্ত্রণা, ফ্রন্টাল সাইনাস আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

নাক — যখন ধাতুস্রাব দেখা দেবার কথা সেই সময় বারে বারে নাক দিয়ে রক্তপাত হয়। এছাড়াও সকালের দিকে মাথার যন্ত্রণা উপশমিত করে। সর্দি তৎসহ তীর বেঁধার মত এবং অবিরাম যন্ত্রণা কপালে। নাকের অগ্রভাগের স্ফীতি, স্পর্শ করলে মনে হয় এটি ক্ষতযুক্ত হবে।

কান — শ্রবনেন্দ্রিয়ের গোলযোগের দরুন মাথাঘোরা। (অরাম, নেট্রাম সালফ, সাইলিশিয়া, চায়না)। **কানের ভিতর গর্জন, বুজবুজ শব্দ।**

চোখ — চাপবোধযুক্ত, পিষে ফেলার মত, অবিরাম বেদনা। গ্লুকোমা। স্পর্শে ও চোখের নড়াচড়ায় টাটানি।

মুখগহ্বর — ঠোঁট ঝলসানো, শুষ্ক, ফাটাযুক্ত। মুখগহ্বর, জিহ্বা ও গলা শুষ্ক তৎসহ প্রচুর পিপাসা। জিহ্বা লেপযুক্ত, কালচে বাদামীবর্ণযুক্ত, পাকাশয়িক গোলযোগে জিহ্বা সাদা পুরু লেপযুক্ত। তিতো আস্বাদ (নাক্স, লসিকাম)। পুরাতন ধূমপায়ীর নিচের ঠোঁটে জ্বালা। ঠোঁট স্ফীত, শুষ্ক, কালো ও ফাটাযুক্ত।

গলা — শুষ্ক, ঢোক গেলার সময় খোঁচা মারার মত বেদনা, ছাল উঠার মত অনুভূতি ও সঙ্কুচিত (বেলেডোনা)। কণ্ঠনলী ও শ্বাসনলীতে চট্‌চটে শ্লেষ্মা, বহুবার গলা খাঁকারি দেবার পর সরল হয়, উষ্ণ ঘরে প্রবেশের পর বৃদ্ধি।

পাকস্থলী — উঠার সময় বমি বমি ভাব ও মূর্চ্ছা। অস্বাভাবিক প্রকৃতির ক্ষুধা, মুখের আস্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। প্রচুর জলপানের ইচ্ছা। খাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পিত্ত জলবমন। উষ্ণ পানীয়ে বৃদ্ধি, যা বমি হয়ে উঠে যায়। পাকস্থলী স্পর্শকাতর। খাবার পর পাকস্থলীতে

চাপবোধ, যেন একটা পাথর আছে এইজাতীয় অনুভূতি। কাশির সময় পাকস্থলীতে টাটানি ব্যথা। গ্রীষ্মকালের উত্তাপে হজম সংক্রান্ত উপসর্গের উদ্ভব। পাকস্থলীর উপরের অংশে স্পর্শকাতরতা।

উদর — যকৃত স্থান স্ফীত, আড়ষ্ট টানভাব। জ্বালাকর, **সূঁচফোটার মত বেদনা, চাপে, কাশির সময়, শ্বাস-প্রশ্বাসে বৰ্দ্ধি।** পেটের দেওয়াল স্পর্শকাতর।

মল — কোষ্ঠকাঠিণ্য, মল শক্ত, শুষ্ক, যেন পুড়ে গেছে, মল আয়তনে বেশ বড়। মল বাদামীবর্ণের, পুরু, রক্তমিশ্রিত, সকালে ও নড়াচড়ায়, গরম আবহাওয়ায়, উত্তপ্ত হবার পরে, ঠাণ্ডা পানীয় পান করার পরে, গরম আবহাওয়ায় সাময়িক বিরামকালে বৃদ্ধি।

প্রস্রাব — লাল, বাদামী, অনেকটা বিয়ারের মত দেখতে, অল্প গরম।

স্ত্রীরোগ — মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, পরিমাণে প্রচুর, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, তৎসহ পায়ে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা, **ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে নাক দিয়ে রক্তস্রাব অথবা দ্বিখণ্ডিত করার ন্যায় মাথার যন্ত্রণা।** গভীর শ্বাস নেবার পর ডিম্বাশয় স্থানে সূঁচ ফোটার মত বেদনা, অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ডানদিকের ডিম্বাশয়ে বেদনা, যেন মনে হয় অংশটি ছিঁড়ে পড়ে যাবে, উরুস্থান পর্যন্ত বেদনা প্রসারিত হয়। **(লিলিয়াম, ক্রোকাস)।** স্তনের দুধকেন্দ্রিক জ্বর। মাসিক ধাতুস্রাবরে সময় স্তনে বেদনা। **স্তনদ্বয় উত্তপ্ত, এবং বেদনাদায়ক, শক্ত।** স্তনগ্রন্থির ফোঁড়া। ধাতুস্রাব দেখা দেবার পরে বারে বারে নাক থেকে রক্তস্রাব। ধাতুস্রাব সম্বন্ধীয় ব্যতিক্রম তৎসহ পাকাশয়িক লক্ষনাবলী। ডিম্বাশয়ের প্রদাহ। **দুটি ধাতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে যন্ত্রনা, পেটে ও বস্তিকোটর স্থানে অত্যন্ত টাটানি ব্যথা।** (হ্যাম)।

শ্বাস-প্রশ্বাস — কণ্ঠনলী ও শ্বাসনলীতে টাটানি ব্যথা। স্বরভঙ্গ, মুক্ত বাতাসে বৃদ্ধি। শ্বাসনলীর উপরের অংশের গোলযোগের দরুন শুষ্ক, দমবন্ধকর কাশি। কাশি শুষ্ক, রাত্রিতে দেখা দেয়, **কাশির ধমকে রোগী উঠে বসতে বাধ্য হয়। খাবার পর বা পান করার পরে।** বৃদ্ধি, তৎসহ বমি, তৎসহ **বুকের ভিতর সূঁচফোটার মত বেদনা** এবং মরচে বর্ণের শ্লেষ্মা উঠে। বারে বারে গভীর শ্বাস নেবার ইচ্ছা, ফুসফুস ফুলতে বাধ্য হয়। কষ্টকর, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, সবরকম নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, বুকের ভিতর সূঁচ ফোটার মত বেদনা থেকে এই অবস্থা দেখা দেয়। কাশি, তৎসহ রোগীর মনে হয় বুকটি খণ্ড খণ্ড হয়ে বেরিয়ে যাবে, রোগী তার মাথা বুক্কাস্থির উপর চেপে ধরে, বুক চেপে ধরতে বাধ্য হয়। ঘুংড়ি কাশি ও প্লুরো-নিউমোনিয়া। শ্লেষ্মা ইটের বর্ণের ন্যায়, চট্‌চটে, এবং জেলির দলার মত হয়ে পড়ে। **শ্বাসনলীতে চট্‌চটে শ্লেষ্মা, বহুবার গলা খাঁকারি দিলে তবে সরল হয়। গরম ঘরে প্রবেশ করলে কাশি শুরু হয় (নেট্রাম কার্ব)।** বুক্কাস্থির নীচে ভারীবোধ, ডানদিকের কাঁধ পর্যন্ত এটি প্রসারিত হয়। **কাশি গরম ঘরে প্রবেশ করলে বৃদ্ধি।** হৃদ্‌পিণ্ড স্থানে সূঁচফোটার মত বেদনা। হৃদ্‌শূল বা অ্যান্‌জাইনা পেক্টোরিস (অরিষ্ট ব্যবহার কর)।

পিঠ — গ্রীবা দেশে বেদনাদায়ক আড়ষ্টভাব। কোমরে সূঁচ ফোটার মত বেদনা ও আড়ষ্টভাব।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — হাঁটু আড়ষ্ট ও বেদনাদায়ক। পায়ের পাতায় উষ্ণ স্ফীতি। সন্ধিস্থান লাল, স্ফীত, উষ্ণ তৎসহ সুঁচ ফোটার মত ও ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা ;সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। প্রতি স্থানে চাপ দিলে রোগী বেদনা অনুভব করে। একাদিক্রমে বাম হাত ও বাম পা নাড়ায়। (হেলেবোরাস)।

চামড়া — হলুদ, ফ্যাকাশে, স্ফীত, শোথের মত, উত্তপ্ত ও যন্ত্রণাদায়ক। মেদগ্রন্থির স্রাব। মাথার চুল ভীষন তৈলাক্ত।

ঘুম — ঝিমুনি, ঘুম আসার আগে চমকিয়ে উঠে। প্রলাপ, নিজের ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে এবং যে সকল বিষয় সে পড়েছে সেই সম্পর্কে ব্যস্ত।

জ্বর — নাড়ী পূর্ণ, শক্ত, টানভাব এবং দ্রুত। শীতবোধ তৎসহ বাহ্যিক ঠাণ্ডা বোধ, শুষ্ক কাশি, সুঁচফোটার মত বেদনা। শরীরের ভিতর উত্তপ্ত। সামান্য পরিশ্রমে টক গন্ধযুক্ত ঘাম। সহজেই, প্রচুর ঘাম। বাত রোগ ও টাইফয়েড জ্বর যদি পাকাশয়িক যকৃৎ সম্বন্ধীয় গোলযোগে উপস্থিত থাকে।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি ঃ গরমে, যে কোন প্রকার নড়াচড়া, সকালে, আহারে, গরম আবহাওয়া, পরিশ্রমে, স্পর্শে। কিছুতেই বসতে পারে না, মুর্চ্ছা যায় ও অসুস্থ হয়ে পড়ে।

উপশম — যন্ত্রণার দিক চেপে শুলে, চাপে, বিশ্রামে, ঠাণ্ডা বস্তুতে।

সম্বন্ধ — **পরিপূরক যখন ব্রায়োনিয়া ব্যর্থ হয়, তখন ইউপাস। রাসটক্স, অ্যালুমিনা। ঈলিসব্রান** - মেক্সিকোদেশের একটি ঔষধ — **(জ্বর তৎসহ সর্দিজ লক্ষণাবলী, পাকাশয়িক ও টাইফয়েডের লক্ষণাবলী)।**

দোষঘ্ন — একোনাইট, ক্যামোমিলা, নাক্স।

তুলনীয় — অ্যাসক্লিপ টাব, কেলিমিউর, টিলিয়া।

শক্তি — ১ম থেকে ১২ শক্তি।

বিউফো

BUFO **পয়জন অফ দি টোড**

স্নায়ুতন্ত্র ও চামড়ার উপর কাজ করে। জরায়ুর লক্ষণাবলী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রক্তদুটির জন্য লসিকাগ্রন্থির প্রদাহ। কাঁপুনি যুক্ত পক্ষাঘাতের লক্ষণাবলী। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বীতিজ লক্ষণাবলী। খুবই নিম্নস্তরের কাম প্রবৃত্তির উদ্রেক করে এই ঔষধ। মাদকদ্রব্য গ্রহনের ইচ্ছা তৈরী করে এবং ধবজভঙ্গ উৎপন্ন করে।

দুর্বলচিত্তের শিশুদের পক্ষে উপযোগী। অকালবার্ধক্য। মৃগীরোগের লক্ষণাবলী। রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে আক্ষেপযুক্ত রোগাক্রমণ। কম-বেশী যৌন সম্বন্ধীয় গোলযোগ সংশ্লিষ্ট অবস্থা এই ঔষধের কার্যাবলীর মধ্যে পড়ে। হাতের আঙ্গুলের আঘাত, যন্ত্রণা বাহুর মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

মন — স্বাস্থ্য সম্পর্কে আতঙ্ক। দুঃখিত, অস্থির প্রকৃতির। কামড়াবার প্রবৃত্তিযুক্ত। চিৎকার করে থাকে, অধৈর্য। **নির্জনতা পছন্দ করে। দুর্বলচিত্ত।**

মাথা — মাথার উপর দিয়ে উষ্ণ বাষ্প উঠছে এরূপ অনুভূতি। মস্তিষ্কের অবসাদ। মুখমণ্ডল ঘামে ভিজে যায়। নাক দিয়ে রক্তস্রাব তৎসহ মুখমণ্ডল দিয়ে আগুনের ঝলকা বেরোয় ও কপালে যন্ত্রণা, উপশম নাক দিয়ে রক্তস্রাবে।

চোখ — উজ্জ্বল বস্তুর দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। চোখে ছোট ছোট ফোস্কা তৈরী হয়।

কান — সঙ্গীত অসহ্য (এম্ব্রা)। প্রতিটি সামান্য শব্দই কষ্টকর।

হৃদপিণ্ড — মনে হয় অনেকটা বড়ো হয়ে গেছে। হৃদ্‌কম্প। হৃদ্‌পিণ্ডের সংকোচন। মনে হয় হৃদপিণ্ডটি জলের ভিতর ভাসছে।

স্ত্রীরোগ — মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে ও প্রচুর পরিমানে, অন্যসময় চাপযুক্ত ও রক্তময়, জলের মত প্রদরস্রাব। উত্তেজনা, তৎসহ মৃগী আক্রমণ। মাসিকের সময় মৃগী। স্তনগ্রন্থির কঠিনতা। স্তনের ক্যান্সার রোগে এই ঔষধ সাময়িক আরাম দেয়। ডিম্বাশয়ে ও জরায়ুতে জ্বালা। জরায়ু গ্রীবায় ক্ষত। দুর্গন্ধযুক্ত রক্তস্রাব। যন্ত্রণা পা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। রক্ত মিশ্রিত স্তনদুগ্ধ। প্রসবান্তিক পায়ের স্ফীতি। জরায়ুতে কোমল অর্বুদ।

পুরুষের রোগ — অনিচ্ছায় শুক্র নির্গমন, **ধ্বজভঙ্গ,** খুব তাড়াতাড়ি শুক্রপাত, সঙ্গমকালে আক্ষেপ। বাগী। জননেন্দ্রিয়ে হাত দেবার **স্বভাব** যুক্ত। **(হাইয়োস, জিঙ্ক)।** হস্তমৈথুনের কুফলসমূহ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — কোমরের বেদনা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবসাদ, খিলধরা, চলার সময় টলমল ভাব, মনে হয় একটি গোঁজ সন্ধিগুলির ভিতর ফুঁটে রয়েছে, অস্থির স্ফীতি।

চামড়া — আঙুল হাড়া, **যন্ত্রণা বাহুর উপর দিয়ে চলে বেড়ায়।** চামড়ার উপর জায়গায়-জায়গায় অনুভূতি শক্তি থাকে না। পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ, সামান্য আঘাত পেকে পুঁজযুক্ত হয়। পোড়া-নারাঙ্গা। ফোস্কা ফেটে যায় এবং একটি দগ্‌দগে অংশ তৈরী করে এবং এই স্থান থেকে হাজাকর রস নির্গত হয়। হাতের তালুতে ও পায়ের তলায় ফোস্কা সমূহ। চুলকানি ও জ্বালা। কার্বাঙ্কল।

সম্বন্ধ — **তুলনীয় ঃ ব্যবাইটাকার্ব, এষ্টেরিয়াম, স্যালামণ্ড** (মৃগী ও মস্তিষ্কের কোমলতায়)।

দোষঘ্ন — ল্যাকেসিস, সেনেগা।

পরি পুরক — স্যালাম্যান্ড্রা।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, উষ্ণ ঘরে, জেগে উঠলে।

উপশম — স্নানে অথবা ঠাণ্ডা বাতাসে, গরম জলে পা রাখলে।

শক্তি — ৬ষ্ঠ শক্তি এবং উচ্চতর।

বিউটিরিক অ্যাসিড

BUTYRIC ACID

মাখন থেকেউৎপন্ন একপ্রকার
উদ্বায়ী অম্লজাতীয় পদার্থ

মাথা — সামান্য বিষয়ে চিন্তাযুক্ত, আত্মহত্যা করার চিন্তা, সর্বদা ভীতিপূর্ণ মনোভাব ও স্নায়বিক প্রকৃতির। মাথার যন্ত্রণা রোগীকে সামান্য কারণে ভীতি যুক্ত করে, উপরের দিকে উঠার সময় ভয় করে অথবা দ্রুতগতিতে ভয়। মাথায় মৃদু ও আচ্ছন্নকর যন্ত্রণা।

পাকস্থলী — ক্ষুধা খুবই সামান্য। পাকস্থলী ও অন্ত্রে প্রচুর বায়ু সঞ্চয়। পাকস্থলীর উপরের অংশে খিলধরা রাত্রিতে বৃদ্ধি। পাকস্থলীতে ভারী ও পূর্ণতার অনুভূতি। নাভীর নীচে তলপেটে খিলধরা। মলত্যাগ অনিয়মিত। মলত্যাগকালে বেদনা ও কোঁথ।

পিঠ — কোমরে ক্লান্তি ও মৃদু যন্ত্রণার অনুভূতি, হাঁটা-চলায় বৃদ্ধি। গোড়ালি ও পায়ের পিছনের অংশের উপরের দিকে যন্ত্রণা। পিঠের নীচের দিকে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা।

ঘুম — বেশি মাত্রায় অনিদ্রা, ঘুমের সময় ভীষনাকার স্বপ্ন দেখে।

চামড়া — সামান্য পরিশ্রমে ঘাম। পায়ে প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম। হাতের নখগুলি খসে পড়ে যায়।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি ঃ রাত্রিতে, দ্রুত হাঁটাচলায়, উপরের দিকে উঠার সময়।

শক্তি — ৩য় শক্তি।

ক্যাক্টাস গ্র্যান্ডিফ্লোরাস - সেলেনিসেরিয়াস স্পাইনিউলোসাস

CACTUS GRANDIFLORUS – SELENICEREUS SPINULOSUS

নাইট-ব্লুমিং সিরিয়াস

এই ঔষধ গোলাকৃতি পেশী তন্তুর উপর কাজ করে, এবং এই কারণে সঙ্কোচন দেখা দেয়। হৃদপিণ্ড ও ধমনীসমূহ ক্যাকটাসের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী হয়ে উঠে এবং ক্যাক্টাসের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ লক্ষণ সঙ্কুচিত অবস্থা, যাতে মনে হৃদ্‌পিণ্ডটি একটি লোহার বন্ধনী দিয়ে কষে বাধা রয়েছে, তা প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় অনুভূতি শরীরের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়, যেমন, অন্ননলী, প্রস্রাবথলি প্রভৃতি। এই ঔষধ হৃদ্‌পিণ্ডের রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানসিক লক্ষণ উৎপন্ন করে যেমন দুঃখিতভাব ও বিষন্নতা। রক্তস্রাব, সঙ্কোচন, নির্দিষ্ট সময় পর পর লক্ষণের প্রকাশ ও আক্ষেপিক বেদনা। রোগীর মনে হয় সমস্ত শরীরটা একটা খাঁচার মধ্যে রয়েছে এবং খাঁচার প্রতিটি তার কষে বাঁধা রয়েছে। মেদযুক্ত ধমনী ও দুর্বল হৃদ্‌পিণ্ডে রক্তাধিক্য, রক্তের অনিয়মিত বন্টন। রক্ত খুব দ্রুত জমাট বাঁধে, এই ঔষধের দ্বারা। নির্দিষ্ট সময় পর পর-রোগ লক্ষণের প্রকাশ, এটি এই ঔষধের একটি

উচ্চ স্তরের বৈশিষ্ট্য। বিষদুষ্ট গলগণ্ড তৎসহ হৃদপিণ্ডের উপসর্গ সমূহ। ক্যাক্টাস নাড়ী বিহীন, রোগী যেন ধুঁকছে ও ক্লান্ত।

মন — বিষন্ন, অল্পভাষী, দুঃখিত অভদ্র। মৃত্যু ভয়। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে। মানসিক আতঙ্ক।

মাথা — রাত্রিকালীন খাবার সময় পেরিয়ে গেলে মাথার যন্ত্রণা। (আর্সেনিক, ল্যাকেসিস, লাইকোপোডিয়াম)। মাথার তালুতে ভার চাপানোর মত অনুভূতি। ডানদিকের দপ্‌দপ্‌ কর বেদনা। রক্তসঞ্চয়জনিত কারণে মাথার যন্ত্রনা, নির্দিষ্ট সময় পর পর দেখা দেয়, যেন সন্ন্যাস রোগ হবে এই জাতীয় আশঙ্কা। মাথার রক্তবহা নলীগুলির প্রসারণ। মনে হয় যেন মাথাটি একটি সাঁড়াশীর ভিতর কষে রয়েছে। কানের ভিতর দপ্‌দপানি। দৃষ্টি ঝাপসা। মুখমণ্ডলের ডানদিকের স্নায়ুশূল, সঙ্কোচনবৎ বেদনা, দৈনিক একই সময়ে বেদনা দেখা দেয়। (সিড্রন)।

নাক — নাক থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়। তরল সর্দ্দি।

গলা — অন্ননলীর সঙ্কোচন। জিহ্বার শুষ্কতা, যেন আগুনে পোড়ানো হয়েছে, খাদ্যবস্তু গেলার জন্য অনেকখানি তরলের প্রয়োজন হয়। হৃদ্‌শূল বা অ্যান্‌জাইমা পেক্টোরিসে গলার ভিতর শ্বাস বন্ধকের সঙ্কোচন তৎসহ রগের ধমনী সকলে পূর্ণতা ও দপ্‌দপ্‌ কর অনুভূতি।

পাকস্থলী — সঙ্কোচন, দপ্‌দপানি, অথবা পাকস্থলীতে ভারীবোধ। রক্তবমন।

মল — শক্ত, কালো মল। সকালের দিকে উদরাময়। অর্শ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত। মলদ্বারে প্রচণ্ড ভারবোধ। ম্যালেরিয়া জ্বরে অন্ত্র থেকে রক্তস্রাব তৎসহ হৃদ্‌পিণ্ডের উপসর্গ সমূহ।

প্রস্রাব — প্রস্রাব থলির গ্রীবা দেশে সঙ্কোচন, ফলে বাধাপ্রাপ্ত প্রস্রাব। প্রস্রাব থলি থেকে রক্তপ্রস্রাব। প্রস্রাবনলীর ভিতর জমাট বাঁধা রক্তের ঢেলা। বারে বারে প্রস্রাব।

স্ত্রীরোগ — জরায়ু ও ডিম্বাশয় স্থানে সঙ্কোচনবোধ। যন্ত্রণাদায়ক ধাতুস্রাব, জরায়ু ও ডিম্বাশয়ে দপ্‌দপ্‌ কর বেদনা। যোনিপথে যন্ত্রণাদায়ক আক্ষেপ, যা সঙ্গমে বাধা দেয়। মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের আগে, কলোবর্ণের, অনেকটা পিচের মত দেখতে। (ককিউলাস, ম্যাগ কার্ব)। শুয়ে পড়লে স্রাব বন্ধ হয়ে যায় তৎসহ হৃদপিণ্ডের উপসর্গ সমূহ।

বুক — কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, যেন বুকের উপর ভার চাপানো আছে। বুকের ভিতর সঙ্কোচন, শ্বাস-প্রশ্বাস জোর করে থামানোর ন্যায়। মধ্যচ্ছদার প্রদাহ। হৃদ্‌পিণ্ডের সঙ্কোচন, যেন শক্ত লোহার বন্ধনী দিয়ে কষে বাঁধা আছে এই রূপ অনুভূতি। হৃদ্‌শূল। হৃদকম্প, তীর বেঁধার মত যন্ত্রণা, বাম বাহু পর্যন্ত প্রসারিত হয়। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে, তৎসহ আক্ষেপিক কাশি। মধ্যচ্ছদার প্রদাহ, তৎসহ অত্যন্ত কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস।

হৃদপিণ্ড — একই সঙ্গে এন্ডোকার্ডাইটিস্ সহ মাইট্রাল ভ্যাল্‌ভের অক্ষমতায়, এই ঔষধ অত্যন্ত মারাত্মকভাবে ও দ্রুত কাজ করে। খুব ভালো কাজ করে, হৃদ্‌পিণ্ডে কোন রোগ সবে শুরু হচ্ছে এই জাতীয় অবস্থায়। আর্টারিয়োস্কেলেরোসিসের দরুণ হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা। মারাত্মক হৃদ্‌কম্প, বামদিক চেপে শুলে, ঋতুস্রাব শুরু হবার মুখে বৃদ্ধি। হৃদশূলসহ শ্বাসরোধক অবস্থা, ঠাণ্ডা ঘাম ও লোহার বন্ধনী দিয়ে কষে বাঁধার মত অনুভূতি। হৃদ্‌পিণ্ডের এপেক্স স্থানে বেদনা, বেদনা তীরের গতিতে বামদিকের বাহু পর্যন্ত প্রসারিত হয়। হৃদকম্প, তৎসহ মাথাঘোরা, শ্বাসকষ্ট, পেটফাঁপা। **সঙ্কোচন**, হৃদ্‌পিণ্ডে সূঁচফোটার মত তীব্র বেদনা। নাড়ীদুর্বল, অনিয়মিত, দ্রুত, শক্তিহীন। এন্ডোকার্ডিয়াল মার্‌মার্, প্রিকর্ডিয়্যাল ডাললেসের আয়তনের বৃদ্ধি, নিলয় বা ভেন্ট্রিকেলের বিবৃদ্ধি। রক্তচাপ কম।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — হাত ও পায়ের শোথ। হাত কোমল, পায়ের পাতার বিবৃদ্ধি। বামবাহুর অবসাদ। হাতদুটিবরফের মত ঠাণ্ডা। পায়ের অস্থিরতা।

ঘুম — শরীরের বিভিন্ন অংশে দপদপানির জন্য অনিদ্রা। ভয়পূর্ণ ঘুম।

জ্বর — জ্বর দৈনিক একই সময়ে আসে। পিঠ শীতল ও হাতদুটি বরফের মত ঠাণ্ডা। সবিরাম জ্বর, রোগাক্রমনের সময় দুপুরের দিকে (সকাল ১১টা), অসম্পূর্ণ দশা, তৎসহ রক্তস্রাব। ঠাণ্ডাভাব প্রাধাণ্য লাভ করে, ঘাম ঠাণ্ডা তৎসহ প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা। গাত্রতাপ দীর্ঘ সময় ধরে **স্বাভাবিকের থেকে নীচে থাকে।**

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, দুপুরের দিকে, বামদিক চেপে শুলে, হাঁটা-চলায়, উপরের দিকে উঠলে, সকাল ও রাত্রি ১১টায়।

উপশম — মুক্ত বাতাসে।

সম্বন্ধ — দোষঘ্ন - **একোনাইট, ক্যাম্ফর, চায়না।**

তুলনীয় — **ডিজিট্যালিস, স্পাইজিলিয়া, কনভ্যাল্যার, ক্যালমিয়া, ন্যাজা, ম্যাগ্‌নল।**

শক্তি — অরিষ্ট (তাজা ফুল থেকে তৈরী করা হবে) থেকে ৩য় শক্তি। উচ্চতর শক্তি স্নায়বিক হৃদ্‌কম্পের ক্ষেত্রে।

ক্যাডমিয়াম সালফ

CADMIUM SULPH — **ক্যাডমিক্ সালফেট**

এই ঔষধের রোগতত্ত্ব অত্যন্ত দুর্বলকর রোগের লক্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন কলেরা, **ইয়ালো ফিভার**, যেখানে ক্লান্তি, বমি এবং **প্রচণ্ড দুর্বলতা** সহ রোগী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পাকাশয়িক লক্ষণসমুহ। কার্সিনোমা ভেন্ট্রিকিউলি, অবিরম বমি। ঔষধটি বিশেষভাবে পাকস্থলী আক্রমণ করে থাকে। রোগী শান্তভাবে থাকতে বাধ্যহয়। **শীতবোধ ও শীতলতা**। এমনকি আগুনের কাছে থাকলেও।

মন ও মাথা — অচৈতন্য। মাথাঘোরা, রোগীর মনে হয় ঘর ও বিছানা তার চারপাশে ঘুরছে। মাথায় হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করার মত অনুভূতি। মাথায় উত্তাপ।

নাক — নাকের ভিতর একজাতীয় **পচনশীল ক্ষত**। নাকের গোড়ায় কষ্টভাব। নাকবন্ধ, নাকের ভিতর **কোমল অর্বূদ বা পলিপ**। নাকের অস্থির ক্ষত। নাকে ছোট ছোট ফোঁড়া। নাসারন্ধ্র ক্ষতযুক্ত।

চোখ — **কর্নিয়ার অস্বচ্ছতা**। চোখের একদিকের তারা প্রসারিত। রাতকানা।

মুখমণ্ডল — মুকের বিকৃতি। চোয়ালের কম্পন।

মূখমন্ডলের পক্ষাঘাত বামদিকে বেশী আক্রান্ত হয়।

মুখগহ্বরের — ঢোক গিলতে কষ্ট হয। খাদ্যনলী সঙ্কুচিত। **(ব্যাপ্টি সিয়া)**। নোন্‌তা ঢেকুর। তীব্র বমি বমি ভাব, তৎসহ বেদনা ও শীতবোধ। শ্লেষ্মাঝিল্লী থেকে দড়ির মত ও দুর্গন্ধযুক্ত রস নিঃসরণ। মুখের আস্বাদ নোন্‌তা।

গলা — গলায় টাটানি ব্যথা, গলায় একটানা সুড়সুড় অনুভূতি, শ্বাসরোধক অবস্থা ও বমি বমি ভাব, গভীর শ্বাস নিলে বৃদ্ধি, শীতবোধ ও অবিরাম বেদনা।

পাকস্থলী — পাকস্থলীর উপরের দিকে চাপ দিলে টাটানি। **মারাত্মক বমি বমি ভাব**, ওয়াক তোলা। কালো বমি। শ্লেষ্মাবমন, সবুজ, পিচ্ছিল, রক্তমিশ্রিত, তৎসহ প্রচণ্ড অবসন্নতা এবং পাকস্থলী অত্যন্ত স্পর্শকাতর। পাকস্থলীতে জ্বালাকর ও কেটে ফেলার মত বেদনা। ক্যান্সার, এই কারণে একটানা বমি। কফির মত রঙ ও দানাবিশিষ্ট বমি।

উদর — টাটানি, স্পর্শকাতর, পেট ফাঁপা। যকৃত স্থানে টাটানি ব্যথা। শীতবোধ। অন্ত্র থেকে কালোবর্ণের জমাট বাঁধা, দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত বেরিয়ে থাকে। পেটে যন্ত্রণা, তৎসহ বমি। উদর স্পর্শকাতর ও ফাঁপা।

মল — রক্তযুক্ত, কালো ও দুর্গন্ধযুক্ত। নরম আঠার মত, হলদেটে-সবুজ বর্ণের, আংশিক তরল তৎসহ প্রস্রাব বন্ধ।

প্রস্রাব — মূত্রনলীতে ছাল উঠার মত ও টাটানি অনুভূতি, প্রস্রাব পুঁজ ও রক্তমিশ্রিত।

হৃদ্‌পিণ্ড — হৃদ্‌কম্প তৎসহ বুকের ভিতর সঙ্কোচন।

জ্বর — বরফের মত ঠাণ্ডা বোধ **(ক্যাম্ফর, ভিরেট্রাম, হেলোডার্মা)**। **ইয়ালো ফিভার (ক্রোটেলাস, কার্বোভেজ)**।

চামড়া — নীলচে, হলুদ, ফ্যাকাশে, আঁশযুক্ত, ফাটা। চুলকানি, আঁচড়ালে উপশম। কালচে ছোপ, নাকে ও গালে এই ছোপের উপর হলদেটে দাগ, সূর্যের উত্তাপে ও বায়ুপ্রবাহে বৃদ্ধি। শীতস্ফোটক।

ঘুম — ঘুম আসার সময় শ্বাসবন্ধ হয়ে যায়। শ্বাসরোধক অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠে। পুনরায় ঘুমাতে যেতে ভয়। বহুদিনের অনিদ্রা।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি ঃ হাঁটা-চলায় অথবা বোঝা বহন করার সময়, ঘুমের পর, মুক্ত বাতাসে, উত্তেজক বস্তুতে।

উপশম — আহারে ও বিশ্রামে।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ **ক্যাডমিয়াম অক্সাইড, ক্যাড ব্রোম** (পাকস্থলীতে বেদনা ও জ্বালা এবং বমি), **ক্যাডমিয়াম জোড্যাট** (কেবলমাত্র দিনের বেলায় মলদ্বারে ও সরলান্ত্রে চুলকানির অনুভূতি, কোষ্ঠকাঠিন্য, বারে বারে বেগ, কোঁথ, পেট ফোলা, **জিঙ্কাম, আর্সেনিক, কার্বোভেজ, ভিরেট্রাম**।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

ক্যাহিঙ্কা

CAHINCA **ব্রাজিলিয়ান প্ল্যান্ট-চিয়োকোকা**

শোথযুক্ত রোগে এই ঔষধের উপযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। এটির প্রস্রাব সংক্রান্ত লক্ষণাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে। প্রস্রাবে অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি, তৎসহ রাত্রে শোবার পরে শ্বাসকষ্ট। উদরী ও সর্বাঙ্গীন শোথ, তৎসহ শুষ্ক চর্ম।

প্রস্রাব — অবিরাম প্রস্রাবের বেগ। ভ্রমণকালে বহুমূত্র। প্রস্রাব আগুনের মত লাল। প্রস্রাবনলীতে জ্বালাকর যন্ত্রণা, বিশেষতঃ গ্রন্থি অংশে।

পুরুষের রোগ — অণ্ডদ্বয়েও রেতো রজ্জুতে টেনে ধরার মত অনুভূতি। যন্ত্রনা ঝাঁঝাল গন্ধ বিশিষ্ট প্রস্রাব করার সময় বৃদ্ধি পায়।

পিঠ — বৃক্ক স্থানে বেদনা, পিছন দিকে বেঁকে শুলে উপশম। সর্বাঙ্গীন ক্লান্তি।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ **অ্যাপেসাইনাম, আর্সেনিক, কফিয়া** (উদ্ভিদ বিজ্ঞান অনুসারে একই জাতীয় উদ্ভিদ এবং ক্লান্তি দূর করার কাজে একই রকম কার্যকরী)।

শক্তি — ৩য় শক্তি অথবা নিম্নতর।

ক্যাজুপিউটাম (ওলিয়াম উয়িটনিবিয়েনাম)

CAJUPUT OIL CAJUPUTUM (OLEUM WITTNEBIANUM) **ক্যাজুপিউটাম ওয়েল**

লবঙ্গের তেলের মত কাজ করে থাকে। পেটফাঁপা ও জিহ্বার উপসর্গে কাজ করার একটি ঔষধ বিশেষ। বড়ো হয়ে যাচ্ছে, এই জাতীয় অনুভূতি। প্রচুর ঘাম উৎপন্ন করে থাকে। স্থান পরিবর্তনশীল গেঁটে বাত। প্রদাহবিহীন স্নায়বিক উপসর্গসমূহ। স্নায়বিক শ্বাসকষ্ট।

মাথা — মনে হয় মাথাটি অনেকটা বড়ো হয়ে গেছে। রোগীর মনে হয় সমগ্র মাথাটি সে একত্রিত করতে পারছে না (**ব্যপ্টিসিয়া**)।

মুখগহ্বর — অবিরাম শ্বাসবন্ধের মত অনুভূতি। খাদ্যনলীর আক্ষেপিক সংকীর্ণতা। শক্ত খাবার গেলার সময় সঙ্কোচনের ন্যায় অনুভূতি। জিহ্বায় স্ফীততার অনুভূতি, মনে হয় জিহ্বাটি ফুলে সমগ্র মুখগহ্বর জুড়ে রয়েছে।

পাকস্থলী — হিক্কা, সামান্য উদ্দীপনায় দেখা দেয়।

উদর — বায়ু সঞ্চয়জনিত কারণে শূলবেদনা, পেট ফাঁপা (টেরিবিস্থিনা)। স্নায়বিক কারণে অন্ত্রের বিবৃদ্ধি। প্রস্রাবে, বিড়ালের প্রস্রাবের মত গন্ধ। আক্ষেপিক কলেরা।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, সন্ধ্যা ৫ টার সময়, রাত্রি।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — বোভিষ্টা, নাক্স মস্, অ্যাসাফিটিডা, ইগ্নেশিয়া, ব্যাপ্টিসিয়া।

শক্তি — ১ম থেকে ৩য় শক্তি, (৫ ফোঁটা তেল)

ক্যালেডিয়াম সেগুইনাম

CALADIUM SEGUINUM আমেরিকান অরাম

যৌনাঙ্গের উপর এই ঔষধের সুস্পষ্ট কাজ আছে এবং এই সকল স্থানের চুলকানির উপরও। শরীরের একটি অংশের শীতলতা এবং শুয়ে পড়ার প্রবনতাযুক্ত, তৎসহ বামদিক চেপে শুলে বৃদ্ধি। সামান্য শব্দে ঘুমের ভিতর জেগে উঠে। গতি থেকে ভয়ের উদ্রেক।। তামাক সেবনের অদম্য স্পৃহার পরিবর্তন সাধন করে এই ঔষধ। তামাক সেবনের জন্য হৃদ্‌পিণ্ডের উপসর্গসমূহ। হাঁপানীর উপসর্গসমূহ।

মাথা — ধূমপায়ীদের মাথার যন্ত্রণা ও মানসিক উপসর্গ। দ্রুত সব কিছু ভুলে যায়, ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই জানে না। বিভ্রান্তিকর মাথার যন্ত্রণা তৎসহ্ কাঁধের যন্ত্রণা, চোখে ও কপালে চাপবোধ, শব্দে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ, কানের ভিতর দপ্‌দপানি।

পাকস্থলী — পাকস্থলীর ছিদ্রাংশে দংশনের মত বেদনা, যা গভীর শ্বাস নিতে, ও ঢেকুর তুলতে বাধা দেয়। ঢেকুর তোলা। মনে হয় পাকস্থলী শুষ্ক খাবারে পরিপূর্ণ, পাখা ঝাপটানোর মত অনুভূতি। কটু গন্ধযুক্ত বমি, তৃষ্ণাহীন এবং কেবল মাত্র উষ্ণ পানীয় সহ্য করতে পারে। দীর্ঘশ্বাস নেওয়ার মত শ্বাস-প্রশ্বাস।

পুরুষের রোগ — চুলকানি। গ্ল্যান্‌সপেনিস অত্যন্ত লাল। লিঙ্গ বড়ো বলে মনে হয়, ফোলা, শিথিল, শীতল ও ঘামযুক্ত, অণ্ডকোষের চামড়া পুরু। অর্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় লিঙ্গোদ্রেক, সম্পূর্ণ জেগে উঠার পর লিঙ্গোদ্রেক নষ্ট হয়ে যায়। **ধ্বজভঙ্গ**; যৌন উত্তেজনার সময় পুরুষাঙ্গের শিথিলতা। সঙ্গমকালে শুক্রক্ষরণের অভাব ও শারীরিক আনন্দানুভূতির অভাব।

স্ত্রীরোগ — গর্ভাবস্থায় যোনিকপাটে (এম্বাক্রিয়ো) ও যোনিপথে চুলকানি (হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড ১ঃ২ ভাগে, স্থানিক ভাব)। কামোদ্রেক। রাত্রে জরায়ুতে খিল ধরার মত বেদনা।

চামড়া — মিষ্ট ঘাম — মাছিদের আকৃষ্ট করে। কীট-পতঙ্গের কামড়ের স্থানে তীব্র জ্বালা ও চুলকানি। পর্যায়ক্রমে উদ্ভেদযুক্ত চুলকানি ও হাঁপানী। জ্বালাকর অনুভূতি এবং ঈরিসিপেলাসের মত প্রদাহ।

শ্বাস-প্রশ্বাস — মনে হয় যেন কণ্ঠনলী সঙ্কুচিত হয়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাস বাধাপ্রাপ্ত। সর্দিযুক্ত হাঁপানী, শ্লেষ্মা খুব সহজেই উঠে আসে না। রোগী ঘুমাতে যেতে ভয় পায়।

কমা-বাড়া — উপশম, ঘামের পর, দুপুর বেলা ঘুমের পর।

বৃদ্ধি — নড়াচড়ায়।

সম্বন্ধ — প্রতিবন্ধক — অরাম ট্রিফাইলাম।

পরিপূরক — নাইট্রিক অ্যাসিড।

তুলনীয় — ক্যাপসিকাম, ফসফরা, কষ্টিকাম, সেলেনিয়াম, লাইকোপোডিয়াম, ইক্ষুগন্ধা, (যৌন দুর্বলতা, শুক্রক্ষরণ, প্রস্টেটগ্রন্থির বিবৃদ্ধি)।

শক্তি — ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যালকেরিয়া অ্যাসিটিকা

CALCAREA ACETICA **অ্যাসিটেট্ অফ্ লাইম**

শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর প্রদাহের উপর এই ঔষধের খুব ভালো কাজ দেখা গেছে, প্রদাহের বৈশিষ্ট্য হল, ঝিল্লী স্রাবের মধ্যে ঝিল্লী থেকে নিষ্ক্রান্ত ফালি ফালি অংশ সমূহের উপস্থিতি, অন্যদিকে এই ঔষধের কাজ ও ব্যবহার ক্যাল্কেরিয়া কার্বোনেটের মত। ক্যানসার রোগাক্রান্ত অংশের বেদনা।

মাথা — মুক্ত বাতাসে মাথা ঘোরা। পড়ার সময় জ্ঞান প্রায় থাকে না। আধকপালে তৎসহ মাথার প্রচণ্ড শীতলতা এবং টক আস্বাদ।

স্ত্রীরোগ — মেমব্রেনাস ডিসমিনোরিয়া (বোরাক্স)।

শ্বাস-প্রশ্বাস — শ্বাস ছাড়ার সময় ঘড় ঘড় শব্দ। কাশি তরল, তৎসহ শ্লেষ্মার সঙ্গে বড়ো বড়ো টুকরো, যা বায়ুনলীর ছাল বলে মনে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর, কাঁধ পিছন দিকে বেঁকিয়ে রাখলে উপশম। বুকের ভিতর উদ্বেগসহ সঙ্কোচনের অনুভূতি।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ ব্রোমিয়াম, বোরাক্স, এছাড়াও ক্যাল্কেরিয়া অক্সালেট, যা মুক্ত ক্যান্সার রোগরে তীব্র বেদনায় উপযুক্ত।

শক্তি — ৩য় শক্তি।

ক্যাল্কেরিয়া আর্সেনিকা

CALCAREA ARSENICA **আর্সেনাইট অফ্ লাইম্**

মৃগী, তৎসহ রোগাক্রমণ কালের ঠিক আগে **মাথায়** রক্ত প্রবাহের পরিমানের বৃদ্ধি, মৃগীরোগজ বিশেষ অনুভূতি বা "অরা" হৃদ্‌পিণ্ডস্থানে **অনু**ভব করা যায়, উড়ে যাবার মত অনুভূতি। রজোনিবৃত্তি কালের নিকটবর্তী অবস্থায়, মেদযুক্ত স্ত্রীলোকের নানাপ্রকার অসুবিধা সমূহ। পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগ। শিশুদের যকৃৎ ও প্লীহার বিবৃদ্ধি। **নেফ্রাইটাস** তৎসহ বৃক্কস্থান অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবন। মাতাল ব্যক্তির, মত ছেড়ে দেবার পরে যেসকল উপসর্গ প্রকাশ পায়। (কার্বন সালফ) রজোনিবৃত্তিকালীন সময়ের হৃষ্টপুষ্ট স্ত্রীলোক, যাদের **সামান্য মানসিক আবেগে হৃদ্‌কম্প দেখা দেয়।** শ্বাসকষ্ট, তৎসহ দুর্বল হৃদপিণ্ড। **শীতবোধ**। প্রস্রাবে অ্যাল্‌বিউমিনের উপস্থিতি শোথ। প্লীহা ও মেসেনট্রিক গ্রন্থির উপসর্গ সমূহ। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমান ও লোহিতকণিকার সংখ্যার হ্রাস।

মন — ক্রোধ, উদ্বেগ। সঙ্গ চায়। বিভ্রান্তি, মোহগ্রস্ত অবস্থা, চিত্তবিভ্রম। প্রচণ্ড হতাশা।

মাথা — মাথায় তীব্র গতিতে রক্ত যায় তৎসহ মাথা মোরা। মাথার যন্ত্রণা, যন্ত্রণারদিকে **চেপে শুলে আরাম**। সাপ্তাহিক মাথার যন্ত্রণা। অসাড়ভাব তৈরী করে এইজাতীয় মাথার যন্ত্রনা যা প্রায়ই কানের চারিপাশে অনুভূত হয়।

পাকস্থলী — পাকস্থলী স্থান প্রসারিত। শিশুদের যকৃত ও প্লীহার বিবৃদ্ধি। অগ্ন্যাশয় সংক্রান্ত রোগ, অগ্ন্যাশয়ে ক্যানসার রোগে জ্বালাকর বেদনার উপশম করে। ঢেকুর তৎসহ লালাস্রাব এবং হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দ অনুভূত হয়।

প্রস্রাব — **বৃক্কস্থান চাপে অনুভূতি প্রবণ**। প্রস্রাবে অ্যাল্‌বিউমিনের উপস্থিতি, প্রতি ঘন্টায় প্রস্রাব করে।

হৃদ্‌পিণ্ড — হৃদ্‌পিণ্ড স্থানে সঙ্কোচনবোধ ও বেদনা, শ্বাসরোধের মত অনুভূতি, **হৃদ্‌কম্প**, বুকের উপর ভারীবোধ ও দপ্‌দপ্‌কর এবং পিঠে বেদনা বাহুপর্যন্ত প্রসারিত হয়।

স্ত্রীরোগ — দূর্গন্ধযুক্ত, রক্তমিশ্রিত প্রদরস্রাব। জরায়ুর ক্যান্সার, জরায়ু ও যোনিপথে জ্বালাকর বেদনা।

পিঠ — ঘাড়ের নিকটবর্তী অংশে বেদনা ও আড়ষ্টভাব। তীব্র পিঠের যন্ত্রণা, দপ্‌দপানি, রোগীকে বিছানা থেকে উঠে পড়তে বাধ্য করে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — নিম্নাঙ্গের শিরা থেকে প্রদাহিক বস্তু সমূহ বের করে দেয়। নিম্নাঙ্গের ক্লান্তি ও খঞ্জতা।

কমা-বাড়া — সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি।

শক্তি — ৩য় শক্তি।

ক্যাল্কেরিয়া কার্বোনিকা — অস্ট্রিয়েরাম

CALCAREA CARBONICA – OSTREARUM — কার্বনেট অফ লাইম

হ্যানিম্যান আবিষ্কৃত একটি শ্রেষ্ঠ অ্যান্টি-সোরিক বা সোরা দোষ নাশক, যথার্থ ধাতু দোষগ্রস্ত অবস্থার নিরাময়কারী ঔষধ বিশেষ। এই ঔষধের প্রধান কাজ হল, শারীরিক যন্ত্রসমূহের কার্যপদ্ধতির উপর। পুষ্টির বিপর্যয়ই হল এই ঔষধের প্রধান কাজ, এছাড়াও গ্রন্থিসমূহ, চামড়া ও অস্থির যান্ত্রিক বিকৃতিতে এই ঔষধ ভালো কাজ করে। স্থানিক ও সর্বাঙ্গীন ঘর্মস্রাবের বৃদ্ধি, গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি, গণ্ডমালা ধাতুদোষগ্রস্ত ও রিকেটযুক্ত অবস্থায় ক্যাল্কেরিয়া প্রয়োগের বহু সুযোগ পাওয়া যায়। থাইসিন বা যক্ষ্মার প্রারম্ভিক অবস্থা। **(আর্স আয়োড, টিউবার কিউলিন)**। গলার ভিতর সুড়সুড় করে কাশি, পরিবর্তনশীল বুকের বেদনা, বমি বমি ভাব, অম্ল এবং চর্বিযুক্ত খাদ্যে অনিচ্ছা এই ঔষধের কাজের মধ্যে পড়ে। খুব সহজেই বেদম হয়ে পড়ে। **অতিরিক্ত মানসিক অথবা শারীরিক পরিশ্রমের ফলে পরিশ্রান্ত অবস্থা। শরীরের গভীর স্থানে থাকা পেশীর ফোঁড়া,** কোম **অর্বুদ ও অস্থিবৃদ্ধি।** পিট্যুইট্যারি ও থাইরয়েড গ্রন্থির ক্রিয়া বৈকল্য।

রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে **(ষ্ট্রন্‌টিয়াম)**। এটি অস্থি আবরকের ক্ষেত্রে একটি নিশ্চিন্ত উত্তেজক ঔষধ। এটি একটি রক্তরোধক ঔষধ। সহজেই রোগের প্রত্যাবর্তন, রোগ মুক্তির পরে স্বাস্থ্য পুনুরুদ্ধার ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হলে কার্যকরী। গণ্ডমালাদোষগ্রস্ত ব্যক্তি, যারা সহজেই ঠাণ্ডা লেগে কষ্ট পায় তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব, মেদযুক্ত, পেটটা শরীরের থেকে বড়ো, তৎসহ মাথাটি বড়ো, চামড়া ফ্যাকাশে বর্ণযুক্ত, অনেকটা খড়ির মত সাদাটে চেহারা, যাকে সোজা কথায় লিউকো-ফ্লেগম্যাটিক টেম্পারামেন্ট বলা হয়, জলের ভিতর থেকে অথবা জল নিয়ে কাজ করার ফলে উপসর্গসমূহ। ঠাণ্ডায় অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ, আংশিক ঘাম, শিশুরা ডিম খেতে ভালবাসে এবং ময়লা মাটি খায় ও যা সহজে হজম হয় না এই জাতীয় বস্তু খাবার স্পৃহা, সহজেই উদরাময়ে কষ্ট পায়। ক্যাল্কেরিয়া রোগী মেদযুক্ত, ফর্সা, থল্‌থলে চেহারা যুক্ত এবং ঘামযুক্ত ও ঠাণ্ডা, আর্দ্র এবং অম্লগন্ধযুক্ত।

মন — **আশঙ্কাযুক্ত,** সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, **বুদ্ধি হারার ভয়, দুর্ভাগ্য সম্পর্কে ভয়** অথবা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হবার ভয়। **বিস্মৃতিশীল,** বিভ্রান্ত, দুর্বল-চিত্ত। উদ্বেগ ও হৃদ্‌কম্প। একগুঁয়েমী, সামান্য মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা।

মাথা — মাথার উপরে ভারী অনুভূতি। মাথা যন্ত্রণা, তৎসহ হাত ও পা ঠাণ্ডা। উপরের দিকে উঠার সময় মাথা ঘোরে এবং যখন মাথা ঘোরাবার সময়। অতিরিক্ত ওজন তোলার জন্য, মানসিক পরিশ্রমে মাথার যন্ত্রণা, তৎসহ বমি বমিভাব। মাথা ভারী ও উত্তপ্ত বলে মনে হয়, তৎসহ মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে। **মাথার ভিতর ও মাথার চারিপাশে**

বরফের মত ঠাণ্ডা অনুভূতি, বিশেষ করে ডানদিকের অংশে। মাথার ব্রহ্মতালু উন্মুক্ত, মাথা বৃহৎ, মাথায় প্রচুর ঘাম হয়, বালিশ ভিজে যায়। মাথার চামড়ায় চুলকানি। জেগে উঠার পর মাথার চামড়া আঁচড়াতে থাকে।

চোখ — আলোকে অনুভূতি প্রবণ। মুক্ত বাতাসে ও খুব সকালে চোখ দিয়ে জল পড়ে। কর্নিয়াতে ছোপ ও ক্ষত। ঠাণ্ডা লাগার ফলে অশ্রুস্রাবী গ্রন্থিনলীর মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়া। খুব সহজেই চোখের ক্লান্তি। দূরের বস্তু দেখতে পায়। চোখের পাতায় চুলকানি, স্ফীতি, ও মামড়ীযুক্ত। চোখের তারার পুরাতন বিবৃদ্ধি। চোখে ছানি। দৃষ্টি অস্বচ্ছ রোগীর মনে হয় সে কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখছে। অশ্রুস্রাবীগ্রন্থিনলীর ক্ষত, গণ্ডমালাদোষযুক্ত চোখের প্রদাহ।

কান — দপ্‌দপানি, কানের ভিতর কটকট্ শব্দ, সূঁচ ফোটার মত বেদনা, দপ্‌দপ্‌কর বেদনা, যেন মনে হয় কানের ভিতর কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসবে। জলে ভিতর অথবা জল নিয়ে কাজ করার ফলে বধিরতা। কোমল অর্বুদ, যা থেকে সহজেই রক্তপাত হয়। গণ্ডমালাদোষজনিত প্রদাহ, তৎসহ কান থেকে শ্লেষ্মা ও পুঁজমিশ্রিত স্রাব নির্গত হয় এবং গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। শ্রবনশক্তির বিকৃতি, কানে কম শোনে। কানের ভিতর ও কানের পিছনে উদ্ভেদ। (পেট্রোলিয়াম)। কানের ভিতর কট্‌কট্ শব্দ। কানে ও ঘাড়ে ঠাণ্ডা সহ্য হয় না।

নাক — শুষ্ক, নাসারন্ধ্র টাটানি ব্যথা যুক্ত, ক্ষতযুক্ত। নাক বন্ধ হওয়া, এছাড়াও নাক থেকে হলুদবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত নাসিকা স্রাব। নাকের ভিতর দুর্গন্ধ। নাকে শ্লেল অর্বুদ বা পলিপ, নাকের গোড়ায় স্ফীতি। নাক দিয়ে রক্তপাত। সর্দ্দি। আবহাওয়ার যে কোন প্রকার পরিবর্তনে ঠাণ্ডা লাগে। সর্দ্দিজ লক্ষণসমূহ তৎসহ ক্ষুধা, পর্যায়ক্রমে সর্দ্দি ও শূল বেদনা।

মুখমণ্ডল — উপরের ঠোঁটে স্ফীতি। ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল, তৎসহ চোখ কোটরগত, চোখের চারিপাশে কালো গোলাকার রিং। শিশুদের মাথায় হওয়া একজাতীয় মামড়ী যুক্ত ঘা, চুলকানি, পরিষ্কার করার পরে জ্বালা করে। চোয়ালের নিম্নস্থগ্রন্থিসমূহের স্ফীতি। গলগণ্ড। গোঁফের ভিতরে হওয়া ফুস্কুড়িসমূহ। রাইটমেন্টাল ফোরামেন থেকে নিম্ন চোয়াল হয়ে কান পর্যন্ত যন্ত্রণা।

মুখগহ্বর — অবিরাম অম্লআস্বাদ। মুখগহ্বর টক জলে ভর্ত্তি হয়ে থাকে। রাত্রিতে জিহ্বার শুষ্কতা। মাড়ী থেকে রক্তস্রাব। কষ্টকর এবং দেরী করে দাঁত উঠে। দাঁতের যন্ত্রণা, বায়ুপ্রবাহে, ঠাণ্ডা অথবা গরম যে কোন প্রকার বস্তুতে বৃদ্ধি। মুখগহ্বর থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালাকর যন্ত্রণা, গরম কিছু খাবার পর বৃদ্ধি।

গলা — টনসিলের বিবৃদ্ধি এবং চোয়াল নিম্নস্থ গ্রন্থিসমূহের বিবৃদ্ধি, ঢোক গেলার সময় সূঁচ ফোটার মত বেদনা। গলা খাঁকারি দিলেই শ্লেষ্মা উঠে। ঢোক গেলা কষ্টকর। গলগণ্ড। কর্ণমুলগ্রন্থির নালী ঘা।

পাকস্থলী — মাংস ও সিদ্ধ করা খাবারে অনিচ্ছা, **হজম হয় না এই জাতীয় বস্তুর প্রতি স্পৃহা — খড়িমাটি, কয়লা, পেন্সিল,** এ ছাড়াও ডিম, লবন ও মিষ্টির প্রতি স্পৃহা। দুধ পছন্দ করে না। **বারে বারে টক ঢেকুর, টক বমি, চর্বিযুক্ত খাদ্যে অনিচ্ছা। অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে অক্ষুধা।** গলা-বুক জ্বালা ও জোরে শব্দ করে ঢেকুর তোলা। পাকস্থলীতে খিল ধরা, চাপে, ঠাণ্ডা জলে বৃদ্ধি। প্রচণ্ড খিদে। পাকস্থলীর উপরের অংশে স্ফীতি, একটা রেকাবী উল্টিয়ে রাখলে যেরম মনে হয়, অনেকটা সেই রকমের স্ফীতি। গরম খাবারে বিরক্তি। পেটের উপরের অংশ স্পর্শ করলে বেদনা। পিপাসা, **ঠাণ্ডা পানীয়** পান করার স্পৃহা। আহারের সময় বৃদ্ধি। পাকস্থলীতে অরিরিক্ত পরিমানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসরণ হয়ে থাকে (**ফসফরাস**)।

উদর — সামান্য চাপে অনুভূতি প্রবণ। সামনের দিকে ঝুঁকলে, যকৃৎ স্থানে বেদনা। পেটে কেটে ফেলার মত বেদনা। পেটের স্ফীতি। পেটের বায়ুর অবরুদ্ধতার ফলে পেট ফাঁপা। **কুঁচকী স্থানের ও মেসেন্ট্রিক গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি** ও যন্ত্রণাদায়ক। কোমরের **চারিপাশে** কিছুতেই কষে থাকা জামা-কাপড় সহ্য করতে পারে না। পেটের **স্ফীতি তৎসহ শক্ত। পিত্ত পাথুরির শূলবেদনা।** পেটে চবির্বর পরিমানের বৃদ্ধি। আম্বিলিক্যাল হার্নিয়া। কম্পন, দুর্বলতা, যেন মচকিয়ে গেছে। শিশুরা দেরি করে হাঁটতে শেখে।

মল — সরলান্ত্রে সুড়সুড়ি ও **সঙ্কোচন**। মল বৃহৎ ও শক্ত (**ব্রায়োনিয়া**), সাদাটে, জলের মত, **টকগন্ধ** যুক্ত। মলদ্বারের স্থানচ্যুতি, এবং জ্বালাকর ও হুলফোটাবৎ বেদনা যুক্ত অর্শ। অভুক্ত খাদ্যদ্রব্য ও দুর্গন্ধি যুক্ত উদরাময় তৎসহ রাক্ষুসে ক্ষুধা। **শিশুদের উদরাময়।** কোষ্ঠকাঠিণ্য, মল প্রথমে শক্ত, এরপর কাদার মত, অবশেষে পাতলা।

প্রস্রাব — কালচে, বাদামী, অম্লগন্ধ যুক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত, প্রচুর, তৎসহ সাদাটে তলানি যুক্ত, রক্তমিশ্রিত। প্রস্রাব থলির উত্তেজনা। অসাড়ে প্রস্রাব। (৩০ শক্তি ব্যবহার করা হবে, এছাড়াও **টিউবারকিউলিনাম ১ এম**।

পুরুষের রোগ — বারে পারে বীর্যস্খলন। কামোত্তেজনার বৃদ্ধি। বীর্য খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গমের পরে দুর্বলতা ও খিট্‌খিটে ভাব।

স্ত্রীরোগ — ধাতুস্রাবের পূবের্ব, মাথার যন্ত্রণা, শূলবেদনা, শীতভাব ও প্রদর স্রাব। ধাতুস্রাব চলাকালীন অবস্থায় জরায়ুতে কেটে ফেলার মত বেদনা। **মাসিক ঋাতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, পরিমানে প্রচুর, দীর্ঘস্থায়ী,** তৎসহ মাথাঘোরা, দাঁতের যন্ত্রনা ও ঠাণ্ডা-ভিজে পায়ের পাতা সামান্য মানসিক উত্তেজনায় মাসিক ধাতুস্রাবের প্রত্যাবর্তন দেখা দেয়। জরায়ু খুব সহজেই স্থানচ্যুত হয়ে থাকে। প্রদর স্রাব, **দুধের মত (সিপিয়া)।** ধাতুস্রাবের আগে ও পরে অঙ্গগুলিতে চুলকানি ও জ্বালা, অল্পবয়স্ক মেয়েদের যৌনইচ্ছার বৃদ্ধি, সহজেই অন্তঃসত্তা হবার প্রবণতা যুক্ত। স্ফীত ও উত্তপ্ত স্তনদ্বয়। ধাতুস্রাবের আগে স্তনদ্বয়ে স্পর্শকাতরতা ও স্ফীতি। অত্যধিক পরিমানে দুগ্ধ নিঃসরণ, শিশুর কাছে

বিরক্তিকর। শ্লেষ্মাপ্রধান স্ত্রীলোকদের অত্যধিক পরিমানে দুগ্ধ নিঃসরণ তৎসহ স্তনদ্বয়ের স্ফীতি। বর্হিঃ যৌনাঙ্গে প্রচুর ঘাম। বন্ধ্যাত্ব, তৎসহ প্রচুর মাসিক ধাতুস্রাব। জরায়ুতে কোমল অর্বুদ।

শ্বাস-প্রশ্বাস — গলায় সুড়সুড় করে কাশি, রাত্রিতে বিরক্তিকর, শুষ্ক এবং সকালের দিকে সহজেই শ্লেষ্মা উঠে, পিয়ানো বাজানোর সময় কাশি অথবা আহারের সময়। আর্সেনিকযুক্ত দেওয়ালে লাগানো কাগজ থেকে উৎপন্ন অবিরাম, অস্বস্তিকর কাশি (ক্লার্ক) তীব্র শ্বাসকষ্ট। যন্ত্রনাহীন স্বরভঙ্গ, সকালের দিকে বৃদ্ধি। কেবলমাত্র দিনের বেলায় শ্লেষ্মা উঠে, শ্লেষ্মা পুরু, হলুদবর্ণের ও অম্লস্বাদ যুক্ত। রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা, তৎসহ বুকে অম্লস্বাদযুক্ত অনুভূতি। শ্বাসরুদ্ধকর সাময়িক অবস্থা, বুকের ভিতর কষে ধরার মত, জ্বালাকর ও টাটানি ব্যথার মত অনুভূতি, উপরের দিকে উঠার সময় বৃদ্ধি অথবা সামান্য উঠলে বসে পড়তে বাধ্য হয়। বুকের ভিতর সামনে থেকে পিছন দিকে তীব্র বেদনা। বক্ষস্থলে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, আঙ্গুল দিয়ে আঘাত করলে অথবা চাপে অনুভূতি প্রবণ। মুক্ত বাতাসের জন্য স্পৃহা। অম্ল, লবনাক্ত শ্লেষ্মা। (লাইকোপোডিয়াম)।

হৃদ্‌পিণ্ড — খাবার পরে ও রাত্রিতে হৃদ্‌কম্প। হৃদ্‌কম্প তৎসহ শীতবোধ, তৎসহ বুকের ভিতর চাপবোধসহ অস্থিরতা, উদ্ভেদ চাপা পড়ার পর।

পিঠ — বেদনা, যেন মচকিয়ে গিয়েছে, খুব কষ্ট করে উঠতে হয়, অতিরিক্ত ভার তোলার থেকে। দুই স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্তী অংশে বেদনা, এতে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাতে কষ্ট হয়। কোমর প্রদেশের বাতরোগ, কোমরের দুর্বলতা। কোমরের শিরদাঁড়ার বক্রতা। গ্রীবার কেন্দ্রস্থল আড়ষ্ট ও শক্ত। বৃক্কশূল।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — বাতজ বেদনা, যে প্রকার বেদনা ভিজে আবহাওয়ার দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে। তীব্র খোঁচা মারার মত বেদনা, অনেকটা মোচড়দিয়ে টানার মত অথবা মচকিয়ে যাবার মত। পা ভিজে, ঠাণ্ডা, মনে হয় যেন পায়ে ভিজে মোজা পরা আছে। হাঁটু শীতল, পায়ের ডিমগুলিতে খিলধরা। টক গন্ধযুক্ত পায়ের ঘাম। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা। সন্ধিস্থানের স্ফীতি, বিশেষ করে হাঁটুর সন্ধি। পায়ের তলায় জ্বালা বোধ। হাতের তালুতে ঘাম। গেঁটেবাতজনিত গুটি। পায়ের তলা স্পর্শকাতর। পায়ের পাতা ঠাণ্ডা এবং রাত্রে অসাড়। পুরাতন মচকিয়ে যাওয়া। পেশীর ভিতর ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা।

ঘুম — রোগীর (স্ত্রী) মনের ভিতর নানা প্রকার চিন্তার সমাবেশ ঘটে এবং এতে ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। চোখ খুললেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে। যে কোন প্রকার শব্দে চমকিয়ে উঠে, রোগীর (স্ত্রী) সে পাগল হয়ে যাবে এবং এই সম্পর্কে ভীতি। সন্ধ্যার প্রথমভাগে ঝিমুনিভাব। রাত্রে বহুবার ঘুম থেকে জেগে উঠে। একই জাতীয় চিন্তা বারে বারে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। রাত্রিকালীন ভয়। (কেলিফস)। মৃতের স্বপ্ন দেখে।

জ্বর — দুপুর ২টা থেকে শীতভাব, শরীরের ভিতর থেকে পাকস্থলী স্থান থেকে শুরু হয়। নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত। শীতভাব ও উত্তাপ। আংশিক ঘাম। রাত্রিকালীন ঘাম, বিশেষ করে মাথায়, ঘাড়ে ও বুকে। ঘুষঘুষে জ্বর। মাসিকের সময় রাত্রিতে উত্তাপ তৎসহ অস্থির প্রকৃতির ঘুম। শিশুদের সমগ্র মাথায় ঘাম, এই কারণে মাথার বালিশ ভিজে যায়।

চামড়া — অস্বাস্থ্যকর, খুব সহজেই ঘা হয়, থলথলে। সামান্য ঘা, সহজে ভালো হতে চায় না। গ্রন্থি স্ফীত। আমবাত, ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম। মুখমণ্ডলে ও হাতে আঁচিল। বেগুনিবর্ণের ছোট ছোট উদ্ভেদ। শীতস্ফোটক। ফোঁড়া।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি ঃ মানসিক অথবা শারীরিক পরিশ্রমে, উপরের দিকে উঠলে, যে কোন প্রকার ঠাণ্ডায়, জলে, ধুলে, ভিজে স্যাঁত্সেঁতে বাতাসে, ভিজে আবহাওয়ায়, পূর্ণিমায়, দাঁড়িয়ে থাকলে।

উপশম — শুষ্ক আবহাওয়ায়, যন্ত্রণার দিক চেপে শুলে। হাঁচিতে (মাথা ও ঘাড়ের যন্ত্রণায়)।

সম্বন্ধ — দোষঘ্ন - ক্যাম্ফর, ইপিকাক, নাইট্রিক অ্যাসিড, নাক্স।

পরিপূরক — বেলেডোনা, রাসটক্স, লাইকোপোডিয়াম, সিলিকা।

চোখের তারার বিস্ফারিত অবস্থায় সালফারের পর, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব উপযোগী। সকলের মেয়েদের উপর যখন পালসেটিলা কাজ করে না, তখন ক্যাল্কেরিয়া কার্ব উপযোগী।

প্রতিবন্ধক — ব্রায়োনিয়া, ক্যাল্কেরিয়ার পরে সালফার কিছুতেই দেবেন না।

তুলনীয় — অ্যাকোয়া ক্যাল্কেরিয়া — লাইম ওয়াটার (১/২ চামচ দুধের সঙ্গে),

ক্যাল্কেরিয়া কষ্ট (পিঠে ও পায়ের গোড়ালিতে, চোয়ালে, চোয়ালের অস্থিতে বেদনা, এছাড়াও ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণসমূহ)।

ক্যাল্কেরিয়া ব্রোম্ — (জরায়ু থেকে প্রদাহিক বস্তু সমূহ বের করে দেয়, শিশুর তন্তু সকল শিথিল, স্নায়বিক ও খিট্‌খিটে তৎসহ পাকাশয়িক ও মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় উত্তেজনা। মস্তিষ্কের রোগ হবার প্রবণতা যুক্ত। অনিদ্রা ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য। ১X বিচূর্ণ দেওয়া হবে)।

সালফার — (গরমে বৃদ্ধি ও পায়ের তলায় গরম, এই খানেই ক্যাল্কেরিয়ার সঙ্গে পৃথক)।

ক্যাল্কেরিয়া ক্যানসিনেটা — ক্যালসিনেড্ অয়েষ্টার সেল - আঁচিলের একটি ঔষধ বিশেষ। ৩X বিচূর্ণ ব্যবহার করা হয়।

ক্যালকেরিয়া ওভোরাম — ওভো টোস্টা (পিঠের বেদনা ও প্রদর স্রাব। মনে হয় পিঠ ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে যাবে, পরিশ্রান্ত, এছাড়াও ক্যান্সার রোগের ক্ষেত্রে উপযোগী।

ক্যাল্কেরিয়া ল্যাক্টিক্ (রক্তাল্পতা, হিমোফিলিয়া, আমবাত, যেখানে রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা হ্রাস পায়, স্নায়বিক মাথার যন্ত্রণা তৎসহ চোখের পাতায়, ঠোঁটে অথবা হাতে শোথ, ১৫ গ্রেন পরিমান ঔষধ দিনে তিনবার, কিন্তু নিম্নতর শক্তি ও একইরকম কার্যকরী)।

ক্যাল্কেরিয়া ল্যাক্টোফস (৫ গ্রেন মাত্রায় দিনে তিন বার, বারে বারে একই জাতীয় বমি ও আধকপালের ক্ষেত্রে)।

ক্যাল্কেরিয়া মিউর — ক্যালসিয়াম ক্লোরেটাম — (১ ভাগ ঔষধ ও ২ ভাগ পরিশ্রুত জলের মিশ্রন, এই মিশ্রনের ১৫ ফোঁটা অর্ধকাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে, দিনে পাঁচবার সেব্য। ফোঁড়া। পেরিগো ক্যাপিটিস। সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয়ের বমন, তৎসহ পাকাশয়িক বেদনা। আমবাত, গ্রন্থিজ স্ফীতি, অ্যান্‌জিয়ো-নিউরোটিক ঈডিমা। প্লুরিসি ও শোথ। শিশুদের একজিমা)।

ক্যাল্কেরিয়া পিক্র্যাটা (মাথার চুলের গোড়ার প্রদাহ, পুরাতন অথবা বারে বারে হওয়া ফোঁড়ার ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী একটি ঔষধ) বিশেষ করে ফোঁড়াগুলি সেইসকল স্থানে হয়, যেস্থান খুব পাতলা পেশীদ্বারা ঢাকা থাকে যেমন, পায়ের দীর্ঘাস্থি বা টিবিয়া, ত্রিকাস্থি, কর্ণনলী। ৩x বিচূর্ণ প্রযোজ্য।

এছাড়াও ক্যাল্কেরিয়ার সঙ্গে তুলনীয় লাইকোপোডিয়াম, সিলিকা, পালসেটিলা, ক্যামোমিলা।

শক্তি — ৬x বিচূর্ণ। ৩০ শক্তি ও উচ্চতর শক্তি। বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি পূনঃ প্রয়োগ করবেন না।

ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়োরিকা — ফ্লুয়োর স্পার

CALCAREA FLUORICA - FLUORSPAR — ফ্লুয়োরাইড অফ্ লাইম

শরীরের তন্তুর উপর কার্যকরী একটি শক্তিশালী ঔষধ বিশেষ। গ্রন্থিসমূহ শক্ত, পাথরের মত, শিরার স্ফীতি ও বিবৃদ্ধি, ও অস্থির অপুষ্টি। স্ত্রীলোকের স্তনের উপর শক্ত গুটিসমূহ। গলগণ্ড। জন্মগত, বংশগত সিফিলিস। কঠিনতা প্রাপ্ত অংশ, যাতে সহজেই পুঁজোৎপত্তি হয়। অনেক ছানি নিঃসন্দেহে এই ঔষধের প্রভাবে ভালো হয়েছে। জন্মগত সিফিলিস, যা প্রকাশিত হয় মুখগহ্বর ও গলার ক্ষতে, বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষয় ও পচন, তৎসহ ছিদ্র করার মত বেদনা উত্তাপের সাহায্যে। আর্টিরিয়ো স্কেলেরোসিস্, জীবনসংশয় জ্ঞাপক সন্ন্যাস রোগ। টিউবার কিউলোসিস। অস্ত্রোপচারের পর ব্যবহৃত হয়, অকারণ তন্তুর জোড়া লাগা রোধ করে।

মন — প্রচণ্ড হতাশা, অর্থনৈতিক ধবংস সম্বন্ধীয় অকারণ ভীতি।

মাথা — মাথার ভিতর কট্‌কট্ শব্দ। সদ্যজাত শিশুর রক্তজ অর্বুদ। মাথার চামড়ায় শক্ত শক্ত উপমাংস সমূহ। মাথার চামড়ায় ক্ষত, তৎসহ ক্ষতস্থানের কিনারা শক্ত।

চোখ — চোখের সামনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ঝলকা দেখতে পাওয়া যায়, কর্ণিয়াতে ছোপ, কন্‌জাংটিভাইটিস্, ছানি। সাবকিউটেনিয়াম প্যাল্‌পিব্রাল্ সিষ্টস্।

কান — কানের পর্দার উপর চুনজাতীয় পদার্থের সঞ্চয়, অসিকিউল্যা ও টেম্পোর্যাল অস্থির পেট্রাস অংশের স্ক্লেরোসিস্ তৎসহ বধিরতা, কানের ভিতর ঝিন্‌ঝিন্ ও গর্জন। মধ্য কর্ণের পুরাতন পুঁজ ঘটিত। কানপাকা।

নাক — মাথায় ঠাণ্ডা লাগা, ঠাণ্ডা লাগা থেকে নাক বন্ধ, শুষ্ক সর্দি, নাকে পচা ঘা, নাক থেকে প্রচুর গাঢ়, সবুজ বর্ণের, দলা দলা হলদেটে শ্লেষ্মা স্রাব। নাকের শীর্ণতা সহ প্রদাহ, বিশেষ করে মামড়ি পড়া যদি মুখ্য হয়।

মুখমণ্ডল — গালে শক্ত স্ফীতি তৎসহ বেদনা অথবা দাঁতের যন্ত্রনা। চোয়ালের অস্থির শক্ত স্ফীতি।

মুখগহ্বর — মাড়ীতে ফোঁড়া তৎসহ চোয়ালের উপর শক্ত স্ফীতি। জিহ্বার ফাটা, তৎসহ বেদনাযুক্ত অথবা বেদনাহীন। জিহ্বার কঠিনতা, প্রদাহের পর শক্ত হওয়া। দাঁতের গোড়া অস্বাভাবিক প্রকৃতির শিথিল, তৎসহ দাঁতের গর্তের ভিতর শিথিল অবস্থায় থাকে। দাঁতের সংস্পর্শে আসলে বেদনা শুরু হয়।

গলা — ঝিল্লীযুক্ত গলক্ষত, টনসিলের ভিতর অবিরত শ্লেষ্মার পিণ্ডসমূহ তৈরী হয়ে থাকে। গলায় বেদনা ও জ্বালা, উষ্ণ পানীয়ে উপশম, ঠাণ্ডা পানীয়ে বৃদ্ধি। টনসিলের বিবৃদ্ধি। আলজিহ্বা শিথিল, সুড়সুড় ভাব কণ্ঠনলী পর্যন্ত যায়।

পাকস্থলী — শিশুদের বমি। অভূক্ত খাদ্যবস্তুর বমন হিক্কা (ক্যাজুপিউটাম, সালফিউরিক অ্যাসিড)। পেট ফাঁপা। হজম শক্তি দুর্বল কিন্তু মুখরোচক খাদ্যের প্রতি স্পৃহা, বমি-বমিভাব এবং অল্প বয়স্ক ছেলেদের আহারের পরে কষ্ট সাধারণতঃ এইসকল ছেলেরা অতিরিক্ত পড়াশুনার চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে হজমশক্তির মারাত্মক ধরনের গোলযোগ। মস্তিষ্কের ক্লান্তি, পেটে প্রচুর বায়ু জমা হয়।

মল ও মলদ্বার — গ্রেন্থি বাতযুক্ত ব্যক্তিদের উদরাময়। মলদ্বারে চুলকানি, এবং অন্ত্রের নীচের তীব্র টাটানি ব্যথাযুক্ত ফাটা। রক্তস্রাত যুক্ত অর্শ। মলদ্বারে চুলকানি, কুচো-ক্রিমি থাকার ফলে যেরকম হয়। মলদ্বারের অভ্যন্তরে ও স্রাবযুক্ত নয় এই অর্শ, তৎসহ পিঠে বেদনা, যা ত্রিকাস্থির বহু নীচে অনুভূত হয় এবং কোষ্ঠকাঠিণ্য। অন্ত্রের নিম্নাংশে প্রচুর বায়ু জমা হয়। গর্ভকালে বৃদ্ধি।

পুরুষের রোগ — হাইড্রোসিল, অণ্ডদ্বয়ের কঠিনতা।

শ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্রসমূহ — স্বরভঙ্গ, ঘুংড়ীকাশি। কাশি তৎসহ ছোট ছোট হলদে রঙের শ্লেষ্মা দলা উঠে। তৎসহ শুয়ে পড়লে গলায় সুড়সুড় করে ও অস্বস্তি। আক্ষেপিক কাশি। ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়োরিকা, হৃদপিণ্ডের এণ্ডোকার্ডিয়ামের চারিপাশের সঞ্চিত ফাইব্রয়েড তন্তু দূর করে এবং এন্ডোকার্ডিয়ামের স্বাভাবিক গঠন ধরে রাখতে সাহায্য করে (ঈলিজি (জোন্স্ এম. ডি.)

রক্ত সংবহন যন্ত্রসমূহ — রক্তবহানলীর অর্বুদের প্রধান ঔষধ তৎসহ প্রসারিত রক্তবহানলী, এবং শিরা স্ফিতাবস্থা বা প্রসারিত অবস্থা। অ্যানিউরিজম। হৃদ্ কপাটিকার রোগ সমূহ। যে অবস্থায় টি. বি. রোগের বিষ হৃদ্‌পিণ্ড ও রক্তবহানলীকে আক্রমন করে, সেই ক্ষেত্রে এই ঔষধ উপযোগী।

ঘাড় ও পিঠ — কোমরের পুরাতন যন্ত্রণা, হাঁটা সুরু করার মুখে বেদনার বৃদ্ধি এবং অবিরাম হাঁটা-চলা বা নড়াচড়ায় উপশম। অস্থিময় অর্বুদ। শিশুদের উরুস্থানের অস্থির বা ফিমারের রিকেটের মত বিবৃদ্ধি। পিঠের নিম্নাংশে বেদনা, তৎসহ জ্বালা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — কব্জির পিছনের অংশে নাড়ীগ্রন্থি অথবা কোষাবৃত অর্বুদ। হাতের আঙ্গুলের সন্ধির গেঁটে বাতজনিত কারণে বিবৃদ্ধি। হাতের আঙ্গুলের অস্থিবৃদ্ধি। হাঁটুর পুরাতন প্রদাহ।

ঘুম — সুস্পষ্ট স্বপ্ন, তৎসহ আসন্ন বিপদ সম্বন্ধীয় অনুভূতি। অতৃপ্তির ঘুম।

চামড়া — চামড়া সুস্পষ্টভাবে সাদা। ক্ষতস্থান জোড়া লাগার তন্তুসমূহ, অস্ত্রোপচারের পর তন্তুসমূহের জোড়া লাগা। ফাটাসমূহ। হাতের তালুর ফাটাসমূহ, অথবা চামড়া শক্ত। মলদ্বারের ফাটা। ফাটা স্থান থেকে পুঁজ নির্গমন, তৎসহ কিনারা শক্ত। আঙ্গুলহাড়া। মলদ্বারে সহজে আরোগ্য হয় না এই জাতীয় নলী ঘা, ক্ষতস্থান থেকে গাঢ় হলুদবর্ণের পুঁজ বেরিয়ে থাকে এবং চারিপাশের চামড়া বেগুনিবর্ণ যুক্ত ও স্ফীত। স্ত্রীলোকের স্তনগ্রন্থি শক্ত ও গুটিযুক্ত। সন্ধিস্থানের গোলাকার পেশীবন্ধনী অথবা কন্যরার স্থান থেকে স্ফীতি অথবা কাঠিণ্যসহ বিবৃদ্ধি। কঠিন হয়ে যাওয়া মাত্র স্থান সমূহ পাথরের মত শক্ত।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, বিশ্রামের সময়, আবহাওয়ার পরিবর্তনে।

উপশম — গরমে, উষ্ণ প্রলেপে।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ কোনিয়াম, লেপিস, ব্যারাইটা মিউর, হেক্‌লা, রাসটক্স, ক্যাল্কেরিয়া সালফ স্টিবিয়েটা (রক্তরোধক এবং জরায়ু পেশীর অর্বুদ নাক্স)। ম্যাঙ্গিফেরা ইণ্ডিকা (শিরা স্ফীতি)।

শক্তি — ৩য় থেকে ১২ শক্তি। একটি "পুরাতন" ঔষধ। এর কাজের প্রভাব পরিলক্ষিত হতে কিছু সময় প্রয়োজন হয়। কিছুতেই পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

ক্যালকেরিয়া আয়োডেটা

CALCAREA IODATA আয়োডাইড্ অফ্ লাইম

গন্ডমালদোষ উপসর্গের চিকিৎসায়, বিশেষ করে গ্রন্থিসমূহ, টনসিলের বিবৃদ্ধি প্রভৃতিতে এই ঔষধ ব্যবহার করে প্রচুর সুফল পাওয়া গিয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালে থাইরয়েড গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। সহজেই সার্দি-কাশি লাগে এই জাতীয় থলথলে শিশুরা। স্রাব হলুদবর্ণেরও পরিমানে প্রচুর হবার প্রবণতা যুক্ত। শিশুদের অ্যাডিনয়েড তন্তুর বিবৃদ্ধি। জরায়ুর অর্বুদ। ঘুংড়ীকাশি।

মাথা — ঠান্ডা বাতাসের প্রতিকূলে ঘোড়ায় চড়ার সময় মাথার যন্ত্রণা। মাথা হাল্কা মনে হয়। সর্দিজ-উপসর্গ ;নাকের গোড়ায় বৃদ্ধি, হাঁচি, অনুভূতি খুবই কম। নাকে ও কানে কোমল অর্বুদ।

গলা — টনসিলের বিবৃদ্ধি এবং টনসিলগুলি ছোট-ছোট গর্তে পূর্ণ।

শ্বাস-প্রশ্বাস — পুরাতন কাশি ; সিফিলিস ও পারদ ঘটিত ঔষধের কুফলে বুকের ব্যথা, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস। (ড ঃ গ্রভোল)। ঘুষঘুষে জ্বর ; সবুজ বর্ণের, পুঁজের মত শ্লেষ্মা. ঘুংড়ীকাশি। নিউমোনিয়া।

চামড়া — সহজে ভালো হয়না এই জাতীয় ক্ষত, তৎসহ শিরাস্ফীতি। সহজেই ঘাম হয়। তামার মত রং যুক্ত ও ফুসকুড়ি জাতীয় উদ্ভেদ সমুহ। মাথার দাদ, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মাথায় মামড়ী যুক্ত এক প্রকার ঘা, গ্রন্থি-সমূহের স্ফীতি, চামড়া ফাটা-ফাটা, মাথার চুল পড়ে যায়।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — অন্ত্র গ্র্যাফিস - ব্লুবেল (অ্যাডিনয়েড তন্তুর স্ফীতি সহ টনসিলের বিবৃদ্ধি। এক্ষেত্রে সালফ, আয়োড, এগ্র্যাফিস ও ক্যালকেরিয়া আয়োডের পরে ভালো কাজ করে। একোন লাইকো - টোনিস (গ্রান্থিসমূহের স্ফীতি, হজকিন্স্ ডিজীজ)।

এছাড়াও তুলনীয় - ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়োর ; সাইলিশিয়া ; মার্ক আয়োড, শক্তি - ২য় ও ৩য় শক্তি।

ক্যাল্কেরিয়া ফসফরিকা

CALCAREA PHOSPHORICA ফসফেট অফ লাইম

তন্তু সকলের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী ঔষধ, এবং, যদিও এই ঔষধের বহু লক্ষণ ক্যালকেরিয়া কার্বে পাওয়া যায়, তথাপি উ ভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে এবং নিজেদের কিছু বৈশিষ্ট্য পূর্ণ লক্ষণ আছে। এই ঔষধটি বিশেষভাবে দেরিতে দাঁত উঠার ক্ষেত্রে নির্দেশিত হয় এবং ঐ সময়ে দেখা দেওয়া উপসর্গ সমূহের ক্ষেত্রে। এছাড়াও অস্থির রোগ সকল, ভাঙ্গা হাড় ঠিকমত জোড়া না লাগলে, এবং তরুণ কোন রোগের পর

অথবা পুরাতন দুর্বলকর রোগের পরে রক্তাল্পতায় প্রযোজ্য। **রক্তহীন শিশু, যারা খিট্‌খিটে; থলথলে, হাত-পা ঠান্ডা ও দুর্বল হজম শক্তি।** এই ঔষধের বিশেষ কাজের ক্ষেত্র হল, যে খানে অস্থিগুলি সীবন সন্ধি ও উপাস্থি সন্ধি দ্বারা সংযুক্ত এবং আবহাওয়ার যে কোন প্রকার পরিবর্তনে রোগের বৃদ্ধি হয়ে থাকে। **অসাড়তা ও সুড়্‌সুড়্‌ যুক্ত অনুভূতি** এই ঔষধের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং ঘাম হবার প্রবণতা যুক্ত ও গ্রন্থিসমূহের বিবৃদ্ধি, এই দুটি লক্ষণের ক্ষেত্রে ক্যালকেরিয়া কার্বের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। গন্ডমালাদোষযুক্ত, ক্লোরোসিস ও থাইসিস।

মন — খিট্‌খিটে, বিস্মৃতি শীল ; মনঃ কষ্ট ও বিরক্তির পর (ঈগ্নেশিয়া ; ফস্‌ফরিক অ্যাসিড) । সর্বদা অন্য কোথাও যেতে চায়।

মাথা — মাথার যন্ত্রণা, **সীবন সন্ধি স্থানের নিকটে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে বৃদ্ধি**, বয়ঃসন্ধিকালে স্কুলে পড়া ছেলে মেয়েদের মাথার যন্ত্রণা। শিশুদের ব্রহ্মতালু দীর্ঘদিন খোলা থাকে, জোড়া লাগেনা। মাথার খুলির অস্থি নরম ও পাতলা। শ্রবণশক্তির বিফলতা। মাথার যন্ত্রণা, তৎসহ পেট ফাঁপা। মাথা উত্তপ্ত, তৎসহ চুলের গোড়ায় বেদনা।

চোখ — চোখে ফোঁড়া হবার পরে কর্ণিয়ার অস্বচ্ছতা।

মুখগহ্বর — টনসিলের বিবৃদ্ধি ; কিছুতেই যন্ত্রণা ছাড়া মুখগহ্বর খুলতে পারে না। দাঁত উঠার সময়ের উপসর্গ সমূহ ; দাঁত খুব ধীরে বাড়তে থাকে ; খুব দ্রুত দাঁতের ক্ষয় হয়। অ্যাডিনয়েড তন্তুর উদ্ভব।

পাকস্থলী — শিশু সর্বদা স্তন্য পাণ করতে চায় এবং খুব সহজেই বমি করে। **শূকরের মাংস, লবণাক্ত মাংসে অথবা ঝল্‌সানো মাংস খাবার অদম্য স্পৃহা।** প্রচুর ক্ষুধা সহ পিপাসা, পেট ফাঁপা টক ঠেকুর উঠার পর সাময়িক উপশম হয়। **পেটে প্রচুর বায়ু সঞ্চয়।** গলা বুক জ্বালা। শিশুরা সহজেই বমি করে।

উদর — **যখন আহারের চেষ্টা করে,** তখনই পেটে শূল বেদনা শুরু হয়। শিথিল ও কোটর গত। নাভীর চারিপাশে শূল বেদনা, টাটানি, ও জ্বালা।

মল — শক্ত মলের পর রক্তল্পতা। রসাল ফল খাবার পর অথবা আপেলের সুরাপানের পরে উদরাময় ; দাঁত উঠার সময় উদরাময়। সবুজ, পিচ্ছিল, **গরম**, জোরে শব্দ করে মল বের হয়, অভুক্ত খাদ্য বস্তু যুক্ত, **তৎসহ দুর্গন্ধ যুক্ত বায়ু** নির্গত হয়। মলদ্বারের নালী – ঘা পর্যায়ক্রমে বুকের উপসর্গ সমূহ।

প্রস্রাব — বৃদ্ধি-প্রাপ্ত, তৎসহ দুর্বলকর অনুভূতি। কোন কিছু তোলার সময় অথবা নাক ঝাড়ার সময় বৃক্ক স্থানে বেদনা।

স্ত্রীরোগ — মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, পরিমাণে প্রচুর এবং কম বয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে **উজ্জ্বল লাল** ; বিলম্বে, রক্ত কালচে বর্ণ যুক্ত ; কোন কোন সময় প্রথমে **উজ্জ্বল লাল**, পরে কালচে **তৎসহ তীব্র কোমরের বেদনা।** শিশুকে স্তন্য দান করার

সময় কামোত্তেজ। কামোন্মাদ, তৎসহ জরায়ু স্থানে অবিরাম বেদনা, চাপ বোধ ও দুর্বলতা। (প্ল্যাটিনা)। বহুদিন ধরে স্তন্যদানের পরে। প্রদরস্রাব, অনেকটা ডিমের সাদা অংশের মত দেখতে। সকালের দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত। শিশু স্তন্য পাণ করতে চায় না ;স্তনের দুধের আস্বাদ লবণাক্ত। দুর্বল স্ত্রীলোকের জরায়ুর স্থানচ্যুতি।

শ্বাস-প্রশ্বাস — অনৈচ্ছিক ভাবে দীর্ঘ শ্বাস। বুকে টাটানি ব্যথা। দম বন্ধ করার মত কাশি; শুয়ে থাকলে উপশম। স্বরভঙ্গ, বামদিকের ফুসফুসের নিম্নাংশ থেকে বেদনা।

ঘাড় ও পিঠ — অতিরিক্ত ঠান্ডা বাতাস লাগানোর ফলে বাত জনিত বেদনা তৎসহ মাথার অসাড়তা ও নিস্তেজভাব। স্যাক্রো-ঈলিয়্যাক স্থানের টাটানি ব্যথা, যেন ভেঙ্গে গেছে। (ইস্কুলাস)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — আড়ষ্টভাব ও বেদনা, তৎসহ শীথিলতা, অসাড়তার অনুভূতি, আবহাওয়ার যে কোন প্রকার পরিবর্তনে বৃদ্ধি। সুড়সুড় ও শীথিলতার অনুভূতি। নিতম্ব স্থান, পিঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযেন ঝিমিয়ে রয়েছে। সন্ধি স্থানে ও অস্থিতে বেদনা। উপরে উঠার সময় ক্লান্তি।

সম্বন্ধ - পরিপূরক - রুটা ; হিপার।

তুলনীয় - ক্যাল্কেরিয়া হাইপো ফসফোরোসা (যখন বারে বারে ফোঁড়া হবার ফলে জীবনী শক্তি ক্রমশ ঃ দুর্বল হচ্ছে, এবং ঐ সময় উপযুক্ত পরিমাণে শরীরে ফসফরাস সরবরাহের প্রয়োজনে এই ঔষধের প্রয়োগ প্রয়োজন। ১× অথবা ২ × বিচূর্ণ দেওয়া হবে। ক্ষুধা কমে যাওয়া, দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়া, রাত্রি কালীন ঘাম ; পুঁজ যুক্ত ব্রণ - চামড়া পান্ডুবর্ণ, সর্বদা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠান্ডা থাকে। থাইসিস - উদরাময় ও কাশি ; বুকের তরুণ বেদনা। মেসেন্ট্রিক টিউবারকিউলোসিস। ফুসফুস থেকে রক্তস্রাব ; হৃদ্ শূল ; হাঁপানী ; ধমনীর উপসর্গ সমূহ। শিরা গুলি চবুকের দড়ির মত ঠেলে বেরিয়ে আসে। খাবার দুই ঘন্টা পরে যন্ত্রণা শুরু হয় (এক দুধ পান করলে অথবা হালকা খাবার খেলে উপশম)।

চিয়্যান্থাস — (আক্কেল দাঁত উঠার সময়ের উপসর্গ সমূহ)।

ক্যাল্কেরিয়া রেনালিস — লেপ্সি রেনালিস - (সন্ধি বাতজনিত অস্থিগুটি। রিগ্স্ ডিজীজ ; দাঁতের উপর দন্তমল জমা হবার প্রবণতা কমিয়ে দেয়; মূত্র থলি ও বৃক্কের পাথুরি)।

কল্‌চিয়ো লিন — ঝিনুক (অস্থি প্রদাহ, অস্থির রোগে এই ঔষধের ব্যাপক কাজ আছে, বিশেষ করে যখন বাড়ন্ত অস্থির অগ্রভাব আক্রান্ত হয়। বেগুনি বর্ণের ছোট-ছোট উদ্ভেদ বিশেষ)। সিলিকা, সোরিনাম ; সালফার, কমা-বড়া — বৃদ্ধি, ভিজে-স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার অথবা বরফ গলার সময় ঠান্ডা লাগালে। উপশম, গ্রীষ্মকালে, উষ্ম ও শুষ্ক আবহাওয়ায়।

শক্তি — ১ম থেকে ৩য় শক্তি। উচ্চতর শক্তি প্রায়ই ভালো কাজ করে।

ক্যাল্কেরিয়া সিলিকেটা

CALCAREA SILICATA **সিলিকেট অফলাইম**

যে সকল উপসর্গ ধীরে প্রকাশ পায় এবং দীর্ঘ সময় পরে যাদের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে, সেই সকল উপসর্গের ক্ষেত্রে একটি গভীর ও দীর্ঘ স্থায়ী কার্যকরী ঔষধ বিশেষ। জলীয় আবহাওয়ায় ও জলা জায়গায় থাকার ফলে যারা রোগ গ্রস্ত হয় এই ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তি। (নেট্রাম সালফ)। ঠান্ডায় অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ। **রোগী দুর্বল, শীর্ণকায়, ঠান্ডা ও শীতকাতুরে কিন্তু অতিরিক্ত গরমে কষ্টের বৃদ্ধি হয়** ; সাধারণভাবে অনুভূতি প্রবণ। শিশুদের শুকিয়ে যাওয়া।

মন — অন্যমনস্ক, খিট্‌খিটে, অস্থির মতি, আত্ম বিশ্বাসের অভাব। **ভয়প্রবন।**

মাথা — মাথাঘোরা, মাথা ঠান্ডা, বিশেষকরে মাথার তালু; নাক ও নাকের পশ্চাৎ অংশের সর্দ্দিজ উপসর্গ, স্রাব গাঢ়, হলুদবর্ণের, শক্ত মামড়ি যুক্ত। কর্ণিয়া থেকে রস ক্ষরণ।

পাকস্থলী — পাকস্থলীতে শীতল অনুভূতি, বিশেষ করে পাকস্থলী যখন খালি থাকে। পাকস্থলীর উপরের অংশ বসে যাচ্ছে এরূপ অনুভূতি। প্রচন্ড পিপাসা। আহারের পর পেট ফাঁপা ও পেটের বিবৃদ্ধি। বমি ও ঢেকুর তোলা।

স্ত্রীরোগ — জরায়ুতে ভারী বোধ, স্থানচ্যুতি, প্রদর স্রাব, যন্ত্রণাদায়ক ও অনিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাব। দুইনি ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী সময়ে স্রাব।

শ্বাস-প্রশ্বাস — ঠান্ডা বাতাসে অনুভূতি প্রবল। কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস। বায়ুনলীর পুরাতন উপদাহ। প্রচুর হলদেটে - সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা। কাশি তৎসহ শীতবোধ, দুর্বলতা, শীর্ণতা, অনুভূতি প্রবণ ও খিট্‌খিটে, ঠান্ডা বাতাসে বৃদ্ধি, বুকের পাঁজরে বেদনা।

চামড়া — চুলকানি, জ্বালা, ঠান্ডা ও নীলচে বর্ণ, অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ। ফুসকুড়ি, মরামাস, সোরাধাতু দোষ জনিত উদ্ভেদ সমূহ।

সম্বন্ধ তুলনীয় - আর্সেনিক ; টিউবারকিউলিনাম ; ব্যারাইটাকার্ব ; আয়োড।

শক্তি — নিম্নতম থেকে উচ্চ তর যে কোন শক্তি।

ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা

CALCAREA SULPHURICA **সালফেট অফ্‌লাইম - প্লাস্টার অফ্ প্যারিস**

একজিমা ও অসাড় গ্রন্থিজ স্ফীতি। সিস্টিক টিউমার সমূহ। ফাইব্রয়েড। পুঁজোৎপত্তির যাবতীয় পদ্ধতি এই ঔষধের অন্তর্গত। শ্লেষ্মা স্রাব হলুদ বর্ণের, গাঢ় ও দলা পাকানো। লুপাস ভাল্গারিস্।

মাথা — শিশুদের মাথায় হওয়ায় উদ্ভেদ বিশেষ, এই ক্ষেত্রে ঔষধটি প্রযোজ্য হবে, যদি ঐ উদ্ভেদ থেকে পুঁজ যুক্ত স্রাব নির্গত হয় অথবা হলুদ বর্ণের পুঁজ যুক্ত মামড়ী দেখা যায়।

চোখ — চোখের প্রদাহ তৎসহ গাঢ়, হলুদ বর্ণের স্রাব। কেবলমাত্র দৃষ্ট বস্তুর অর্ধেক টুকু দেখতে পায়। কর্ণিয়া ঘোলাটে। সদ্যজাত শিশুর চক্ষু প্রদাহ।

কান — বধিরতা, তৎসহ মধ্য কর্ণ থেকে থেকে স্রাব নির্গত হয়, কোন - কোন সময় স্রাব রক্ত মিশ্রিত থাকে। কাণের চারিপাশে ফুসকুড়ি।

নাক — মাথায় ঠান্ডা লাগা, তৎসহ, গাঢ়, হলুদ বর্ণের, পুঁজের মত স্রাব। স্রাবে প্রায়ই রক্তের ছিটে থাকে। নাকের একদিকে থেকে স্রাব। নাকের পশ্চাৎ অংশ থেকে হলুদবর্ণের স্রাব। নাসারন্ধ্রের কিনারাগুলি ক্ষতযুক্ত।

মুখমন্ডল — মুখমন্ডলে ফুসকুড়ি ও পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ। হার্পিসি।

মুখগহ্বর — ঠোঁটের ভিতরের অংশ ক্ষতযুক্ত। জিহ্বা শিথিল, দেখে মনে হয় জিহ্বার উপর শুষ্ক কাদার প্রলেপ দেওয়া রয়েছে। মুখের আস্বাদ অম্লযুক্ত, সাবানের মত, উগ্র। জিহ্বার গোড়ার দিক হলুদ লেপ যুক্ত।

নালা — গলার ক্ষত যুক্ত অবস্থাকে শেষদশা, তৎসহ হলুদ বস্তু যুক্ত স্রাব। টনসিলের প্রদাহ যখন পুঁজোৎপত্তি দশায় পৌঁছায়, যে অবস্থায় ফোঁড়া থেকে পুঁজ নির্গত হয়।

উদর — যকৃৎ স্থানে, ডানদিকের বস্তিকোটরের কিনারায় বেদনা, এরপর দুর্বলতা, বমি-বমিভাব, ও পাকস্থলীতে বেদনা দেখা দেয়।

মল — পুঁজের মত উদরাময় তৎসহ রক্ত মিশ্রিত। মেইপ্ল গাছের রস থেকে তৈরী চিনি খেয়ে ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে উদরাময়। অন্ত্র থেকে পুঁজ যুক্ত, পিচ্ছিল স্রাব। মলদ্বারের চারিপাশে যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়া, যা ভগন্দর রোগে দেখা যায়।

স্ত্রীরোগ — মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের পরে, দীর্ঘস্থায়ী, তৎসহ মাথার যন্ত্রণা, স্পন্দন ও প্রচন্ড দুর্বলতা।

শ্বাস প্রশ্বাস — কাশি তৎসহ পুঁজযুক্ত ও রসানির মত থুথু ও ঘুষঘুষে জ্বর। ফুসফুসে পুঁজোৎপত্তি, পুঁজ ফুস ফুসে অথবা ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর ভিতর তৈরী হয়। পুঁজযুক্ত, রসানির মত শ্লেষ্মা। সর্দি তৎসহ গাঢ়, মন্ডের মত, সাদাটে-হলুদ বর্ণের অথবা পুঁজের মত স্রাব।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — পায়ের তলায় জ্বালাকর চুলকানি।

জ্বর — ঘুষঘুষে জ্বর, পুঁজোৎপত্তি থেকে এই জ্বর হয়ে থাকে। তৎসহ কাশি ও পায়ের তলায় জ্বালা।

চর্ম — কেটে গিয়ে ক্ষত, আঘাত লেগে ক্ষত, থেঁথলিয়ে যাওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, চর্ম অস্বাস্থ্যকর, পুঁজযুক্ত স্রাব ; ক্ষতস্থান খুব সহজে সারেনা। হলুদবর্ণের, পুঁজযুক্ত মামড়ি

অথবা যুক্ত রসক্ষরণ। চামড়ার উপসর্গ তৎসহ হলুদ বর্ণের মামড়ি। চুলের গোড়ায়, শাঁসবিহীন বহু ফুসকুড়ি, আঁচড়লে রক্তপাত হয়। শিশুদের শুষ্ক একজিমা।

সম্বন্ধ - তুলনীয় - হিপার; সিলিকা।

শক্তি — ২ × অথবা ৩ × বিচূর্ণ। লুপাসের ক্ষেত্রে ১২ শক্তি উপযোগী হতে দেখা গেছে।

ক্যালেন্ডুলা অফিসিন্যালিস

CALENDULA OFFICINALIS — মেরিগোল্ড বা গাঁদা

স্থানিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট আরোগ্যকারী বস্তু বিশেষ। মুক্ত ক্ষতস্থান, যে সকল অংশ সুস্থহতে চায়না, ক্ষত, প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপকারী। ক্ষতস্থানে স্বাস্থ্যকর দানাদার কোষের সৃষ্টিকরে এবং প্রথমবারের চিকিৎসায় দ্রুত আরোগ্য করে। দাঁত তোলার পর রক্ত রোধক হিসাবে কাজ করে। বধিরতা, সর্দি জনিত অবস্থা, স্নায়ুর অর্বুদ, ঈরিসিপেলাস রোগে আক্রান্ত হবার প্রবণতা যুক্ত, ধাতুগত দেহাবস্থা। আঘাত প্রাপ্ত স্থানে অত্যধিক বেদনা, এই বেদনার সঙ্গে আঘাতের কোন সামঞ্জস্য থাকে না। **খুব সহজেই ঠান্ডা লাগার প্রবণতা যুক্ত, বিশেষতঃ ভিজে স্যাঁতস্যেঁতে আবহাওয়ার।** সন্ন্যাস রোগের পর পক্ষাঘাত। ক্যান্সার রোগে অপর ঔষধের সঙ্গে মধ্যবর্তী ঔষধ হিসাবে এটি প্রয়োগ করা যায়। স্থানিক রস ক্ষরণ উৎপাদনে এই ঔষধ যথেষ্ট ক্ষমতা শালী এবং ক্ষতস্থানের অংশকে স্বাস্থ্যকর ও জীবানুমক্ত করতে সাহায্য করে। হাতগুলি ঠান্ডা।

মাথা — প্রচন্ড স্নায়বিক, খুব সহজেই ভয় পায়। ছিঁড়ে ফেলার মত মাথার যন্ত্রণা ; মস্তিষ্কে ভারী বোধ। চোয়ালের নিম্নাংশের গ্রন্থি স্ফীতি, স্পর্শে বেদনাদায়ক। ঘাড়ের ডানদিকে বেদনা। মাথার ত্বকের, ছিন্ন অবস্থা।

চোখ — চোখের আঘাত, পুঁজোৎপত্তির প্রকাশ যুক্ত ; চোখেরঅস্ত্রোপচারের পর ; অশ্রুস্রাবী গ্রন্থি থেকে শ্লেষ্মামিশ্রিত স্রাব।

কান — বধিরতা ; আর্দ্র আবহাওয়ার বৃদ্ধি ও তৎসহ কানের চরিপাশে একজিমা। রেল গাড়ীতে ভ্রমণকরার সময় ও দূরের শব্দ ভালো শোনে।

নাক — নাকের একদিকে সর্দি ; তৎসহ প্রচুর সবুজ বর্ণের স্রাব।

পাকস্থলী — **শিশু স্তন্য পান করার পরেই ক্ষুধার্ত হয়ে উঠে। বিকৃত ক্ষুধা। গলা বুক জ্বালা** তৎসহ রোমাঞ্চ। বুকের ভিতর বমি-বমিভাব। বমি। পাকস্থলীর ভিতর খালি-খালি ভাব। পেটের উপরের অংশের প্রসারণ।

শ্বাস-প্রশ্বাস— কাশি, তৎসহ সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা, স্বরভঙ্গ, তৎসহ কুঁচকির ভিতরের অংশে থাকা মুখের প্রসারণ।

স্ত্রীরোগ — যোনিপথের বাইরের মুখে আঁচিল। ধাতুরোগ সহ কাশি। জরায়ু গ্রীবার ভিতরের স্তরের পুরাতন প্রদাহ। জরায়ুর বিবৃদ্ধি বস্তিকোটরে ভারী বোধ ও পূর্ণতার অনুভূতি ;কুঁচকি স্থানের প্রসারণ ও টানবোধ ; হঠাৎ করে নড়াচড়ায় বেদনা। যোনির মুক স্বাভাবিক অবস্থা থেকে নীচের দিকে থাকে। অতিরজঃ।

চামড়া — হলুদবর্ণ যুক্ত ; চামড়া কুঁচকিয়ে থাকে। এই ঔষধ ক্ষতস্থানে চামড়া তৈরী হতে সাহায্য করে তৎসহ খুব সামান্য পুঁজ হয়ে থাকে। ক্ষতস্থানের পচা অংশ, কোষের বিবৃদ্ধি ও উন্নতি কিনারা যুক্ত। চর্মের উপরিস্থিত পুড়ে যাওয়া বা ছ্যাঁকা লাগা। ইরিসিপেলাস। (স্থানিকভাবে ব্যবহার্য্য)।

জ্বর — শীতবোধ, মুক্তবাতাসে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবল; পিঠের দিক থর্‌থর্ করে কাঁপে, চামড়ায় হাত দিলে উষ্ণ অনুভূতি। সন্ধ্যার দিকে জ্বর বাড়ে বা তাপাবস্থা।

কমা-বাড়া— বৃদ্ধি, আর্দ্র আবহাওয়ায়, ভারী, মেঘ যুক্ত আবহাওয়া।

সম্বন্ধ — তুলনীয় হ্যামোমেল; হাইপেরিক; সিম্ফাইটাম ; অর্ণিকা।

বধিরতা তুলনায় ফেরাম পিলকে ; কেলি আয়োড ক্যা ক্রিরিয়া ; ম্যাগ কার্ব গ্র্যাফাইটিস, দোষঘ্ন চেলিডোন ; রিউম। পরিপূরক - হিপার।

শক্তি —স্থানীয় ব্যবহারে - পরিশ্রুত জলমিশ্রিত ক্যালেন্ডুলা (মেরিগ্লোডিন), যে কোন প্রকারের ক্ষতে, সব থেকে ভালো সুস্থকর ঔষধ। প্রদর স্রাবে এই মিশ্রণের ইনজেকশন দেওয়া হয় ;আভ্যন্তরীণ ভাবে, অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি ব্যবহার করা হয়। পুড়ে যাওয়া অংশে, ক্ষতে, ফাটা, থেঁৎলিয়ে যাওয়া প্রভৃতি স্থানে ক্যালেন্ডুলা সিরেট ব্যবহার করা যায়।

ক্যালোট্রপিস

CALOTROPIS **ম্যাডার বার্ক**

সিফিলিস রোগে, মার্কারীজাত ঔষধ ব্যবহারের পর এই ঔষধ ব্যবহার করে খুবই সুন্দর ফল পাওয়া গিয়েছে ;এছাড়াও গোদ, কুষ্ঠ ও তরুণ আমাশয় রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগে ভালো ফল পাওয়া গিয়েছে। নিউমোনিক থাইসিস। টিউবারকিউলোসিস। চামড়ার রক্তের সরবরাহ বৃদ্ধিকরে ;এটি একটি শক্তিশালী ঘর্মকারক ঔষধ। সিফিলিস রোগের দ্বিতীয় দশায় লক্ষণ, যেখানে মার্কারী জাত ঔষধ আর প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছেনা, ঐ অবস্থায় এই ঔষধ শরীরের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে, ক্ষতস্থান সারিয়ে তোলে এবং চামড়ার ফুসকুড়ি ভালোকরে তোলে এবং যথার্থ রোগ আরোগ্য করে। **সিফিলিস রোগে প্রাথমিক রক্তাল্পতা। পাকস্থলীতে গরমবোধ** একটি সুন্দর পথ প্রদর্শক লক্ষণ বিশেষ। স্থূলতা, যেখানে মাংসপেসী ক্ষয় প্রায় এবং পেশী ক্রমশঃ শক্ত হতে থাকে।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — মার্করী ; পটাশ আয়োড ; বার্বারিস একুই ; সার্সাপ্যারিল্যা ; ইপিকাক শক্তি - আরিষ্ট, ১ থেকে ৫ ফোঁটা, দিনে তিন বার।

ক্যাল্‌থা প্যালাস্‌ট্রিস

CALTHA PALUSTRIS কাউশ্লিপ

পেটে বেদনা, বমি, মাথার যন্ত্রণা, কানের ভিতর গুনগুন শব্দ, কষ্টকর প্রস্রাব ও উদরাময়। উদরী।

চামড়া — পোড়া-নারাঙ্গী। ফোস্কা গুলির চারিপাশে একটি গোলাকার দাগ দেখা যায়। তীব্র চুলকানি। মুখমন্ডল অত্যাধিক স্ফীত, বিশেষ করে চোখের চারিপাশ। উরু স্থানে চুলকানি যুক্ত উদ্ভেদ। পুঁজ যুক্ত উদ্ভেদ। জরায়ুর ক্যান্সার।

শক্তি — অরিষ্ট।

ক্যাম্ফোরা

CAMPHORA ক্যাম্ফোর বা কর্পূর

হ্যানিম্যান বলেছেন, "এই বস্তুটির ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা খুবই গোলমেলে ও কষ্টকর কাজ, এমন কি স্বাস্থ্যবান মানুষের শরীরের পরীক্ষা করা হলেও, কারণ ঔষধটি প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া, অন্যান্য ঔষধের থেকে অধিক দ্রুততার সঙ্গে জীবনী শক্তির প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় অথবা পর্যায়ক্রমে প্রকটিত হয়। "এই কারণে এটা নির্ধারিণ করা খুবই কষ্টকর কাজ হয় যে, কোন লক্ষণগুলি জীবনী শক্তির প্রতিক্রিয়ার ফলে দেখা দিয়েছে এবং কোন লক্ষণগুলি ক্যাম্ফরের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার ফলে মাঝে - মাঝে প্রকাশিত হয়েছে।

এই ঔষধের পতনাবস্থা বা হিমাঙ্গ অবস্থায় একঠি পরিষ্কার ছবি পাওয়া যায়। সমগ্র শরীর বরফের মত ঠান্ডা ; হঠাৎ করে শারীরিক শক্তির পতনাবস্থা ;নাড়ী ছোট ও দুর্বল। অস্ত্রো প্রচারের পরে, যদি শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে কম হয়, রক্তের চাপ কম হয়, তিন মাত্রা ক্যাম্পার ১× বিচূর্ণ, ১৫ মিনিট পর পর রোগীকে দেওয়া হবে। এই জাতীয় অবস্থা আমরা কলেরা রোগ দেখতে পাই, এবং এই জাতীয় ক্ষেত্রে ক্যাম্ফার যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। সর্দির প্রথম অবস্থা, তৎসহ শীতবোধ ও হাঁচি। পেশীর কম্পন ও অত্যাধিক অস্থিরতা। সন্ধি স্থানে কট্‌কট্‌ শব্দ। মৃগীরোগের মত আক্ষেপ। পেশী ও ফাসার সঙ্গে ক্যাম্ফরের সরাসরি সম্বন্ধ রয়েছে। শীত প্রধান দেশের স্থানীয় বাত রোগের এই ঔষধ প্রয়োজন হয়। শিরা স্ফীতি। জরুরী কালীন অবস্থায় হৃদ্‌পিন্ডকে শক্তিসালী করতে ক্যাম্ফর একটি সন্তোষজনক ঔষধ বিশেষ। সুগারের সঙ্গে এক ফোটা ঔষধ মিশিয়ে একমাত্রা তৈরী করে, এমনকি প্রয়োজনে পাঁচ মিনিট পর পর ব্যবহার করা চলে।

ক্যাম্ফরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল, রোগী কিছুতেই আবৃত হতে চায়না, এমনকি শরীর বরফের মত ঠান্ডা হলেও। অবসন্ন বা শক্ অবস্থায় একটি প্রধান ঔষধ। যন্ত্রনার কথা

চিন্তা করলে, যন্ত্রনার উপশম হয়। ঠান্ডায় ও স্পর্শে অত্যাধিক অনুভূতি প্রাণ। হামের কুফল।তীব্র আক্ষেপ তৎসহ হিষ্টিরিয়া রোগীর মত উত্তেজনা। টিটেনাস রোগের আক্ষেপ, গন্ডমালা দোষযুক্ত শিশু এবং খিট্‌খিটে, দুর্বল, সুন্দর দেখতে ব্যক্তির উপর এই ঔষধের ক্রিয়া বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়।

মাথা — মাথা ঘোরা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার প্রবণতা যুক্ত, মনে হয় সে যেন মরে যাবে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ; মাথার যন্ত্রণা, তৎসহ সর্দিজ লক্ষণ সমূহ, হাঁচি প্রভৃতি। মস্তিষ্কের সেরিবেলাম স্থানে আঘাত করার মত বেদনা। ঠান্ডা ঘাম। নাক ঠান্ডা ও কুঁচ্‌কালো। জিহ্বা ঠান্ডা, শিথিল, কম্পন যুক্ত। চক্ষুকোটরে ও রগে পরিবর্তনশীল, সুঁচ ফোটার মত বেদনা। মাথায় টাটানি ব্যথা। মাথার পিছনের অংশে দপ্‌দপানি, নাড়ীর স্পন্দনের সঙ্গে একই সঙ্গে দপ্‌দপ্ করে।

চোখ — স্থির, বড়ো বড়ো করে তাকান ; চোখের তারা বিস্ফারিত। দৃষ্ট সকল বস্তু সমূহ উজ্জ্বল ও চক্‌চকে বলে মনে হয়।

নাক — নাক বন্ধ ;হাঁচি। হঠাৎ করে আবহাওয়ার পরিবর্তনে তরল সর্দি। নাক ঠান্ডা ও কুঁচ্‌কানো। মাঝে মাঝে নাক দিয়ে রক্তপাত বিশেষকরে এই সঙ্গে রোগী যদি কুঁচ্‌কানো চর্মযুক্ত হয়।

মুখমন্ডল — ফ্যাকাশে, চক্ষুকোটরগত, আতঙ্কযুক্ত, বিকৃত ;নীলচে, ঠান্ডা। মুখমন্ডলে ঠান্ডা ঘাম।

পাকস্থলী — পাকস্থলীর উপরের অংশে চাপমারার মত বেদনা। শীতল অনুভূতি, পরে জ্বালাকরে।

মল — কালচে বর্ণের ; অসাড়ে; এশিয়াটিক কলেরা, তৎসহ পায়ের ডিমের খিল ধরা, সারা শরীর ঠান্ডা, অসহ্য যাতনা, প্রচন্ড দুর্বলতা, পতনাবস্থা বা হিমাঙ্গ অবস্থা, জিহ্বা ও মুখগহ্বর ঠান্ডা।

প্রস্রাব — জ্বলন ও কষ্টকর প্রস্রাব , তৎসহ প্রস্রাব থলির গ্রীবায় কোঁথ। মূত্ররোধ, তৎসহ প্রস্রাবথলি পূর্ণ।

পুরুষের রোগ — কামেচ্ছার বৃদ্ধি। বেদনাদায়ক লিঙ্গোদেক। বারে বারে লিঙ্গোদ্রেক। রাত্রিকালীন বীর্যস্খলন।

শ্বস-প্রশ্বাস — হৃদ্‌পিন্ডের স্থানের গোলযোগ। বুকের ভিতর চাপা বোধ সহ শ্বাসকষ্ট। হাঁপানি মারাত্মক, শুষ্ক, খুক্‌খুকে কাশি। হৃদ্‌কম্প, শ্বাস-প্রশ্বাস ঠান্ডা। শ্বাস-প্রশ্বাসের বিরতি।

ঘুম — অনিদ্রা, তৎসহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠান্ডা। পেশীর কম্পন ও অস্থিরতা।

অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ — দুই দিকের কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে বাত জনিত বেদনা। কষ্টকর নড়াচড়া। অসাড়তা, সুড়সুড় অনুভূতি ও শীতলতা। সন্ধিস্থলে কট্‌কট্ করে। পায়ের ডিমের খিলধারা। পা দুটি বরফের মত ঠান্ডা, বেদনা যেন মোচকিয়ে গিয়েছে।

জ্বর — নাড়ী ছোট, দুর্বল, ধীর গতি যুক্ত। সমগ্র শরীর বরফের মত ঠান্ডা। ঠান্ডা ঘাম। রক্তাধিক্য সহ শীতবোধ। জিহ্বা ঠান্ডা, শিথিল, কাঁপে।

চামড়া — ঠান্ডা, ফ্যাকাশে, নীলবর্ণযুক্ত, কালচে-নীল বর্ণ। কিছুতেই চাপা গায়ে রাখতে পারে না। (সিকেলি)।

কমা-বাড়া - বৃদ্ধি, নড়াচড়া, রাত্রিতে, সংস্পর্শে, ঠান্ডা বাতাসে।

উপশম, উত্তাপে।

সম্বন্ধ — ক্যাম্ফার প্রায় সকল প্রকার ভেষজ ঔষধের দোষঘ্ন ঔষধরূপে কাজ করে। তামাক, আফিং, ক্রিমি নাশক ঔষধ প্রভৃতি।

ল্যাম্ফা অ্যাকিউট্যাঙ্গিউলা (সমগ্র শরীর বরফের মত ঠান্ডা, তৎসহ অস্থিরতা এবং উদ্বেগ ;জ্বালাকর পিপাসা)।

ক্যাম্ফোরিক অ্যাসিড — (ক্যাথিটার ব্যবহার করার ফলে যে জ্বর দেখা দেয়, এই ঔষধ ঐ জ্বরের প্রতিষেধক রূপে কাজ করে ;প্রস্রাব থলির প্রদাহে, ১৫ গ্রেন মাত্রায় দিনে তিনবার ;এছাড়াও রাত্রি কালীন কমাবার জন্য এই ঔষধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে)।

প্রতিবন্ধক — কেলিনাইট।

পরিপূরক — ক্যান্থারিস।

দোষঘ্ন ওপিয়াম ; নাইট্রি স্পিরিটাস ডালসিস; ফসফরাস।

তুলনীয় — কার্বোভেজ, কুপ্রাম ; আর্সেনিক ; ভিরেট্রাম।

শক্তি — অরিষ্ট, এক ফোঁটা মাত্রায়, বারে বারে পুণঃ প্রয়োগ করা হবে, অথবা ক্যাম্ফরের স্পিরিটের ঘ্রাণ নিলেও হবে। শক্তিকতে ঔষধ একই ভাবে সমান ফলপ্রদ।

ক্যাম্ফোরা মনো-ব্রোমেটা

CAMPHORA MONO-BROMATA — মনো ব্রোমাইড অফ ক্যাম্ফর

স্নায়বিক উত্তেজনা, এই ঔষধের পথ প্রদর্শক লক্ষণ। স্তনের দুধ বন্ধ হওয়া। রাত্রি কালীন শুক্রপাত। যন্ত্রণা দায়ক লিঙ্গোদ্রেক। কম্পন সহ পক্ষাঘাত। শিশুদের কলেরা এবং শিশুদের তড়কা। কুইনিনের কাজ এই ঔষধ প্রবল করে ও আরো স্থায়ীকরে।

মন — দিক সম্বন্ধে ভ্রান্ত অনুভূতি অর্থাৎ উত্তর দিক দক্ষিণ বলে মনে হয় এবং পূর্বদিক পশ্চিম বলে মনে হয়। ভাব বিহ্বল অবস্থা।

শক্তি — ২ × বিচূর্ণ।

ক্যান্‌চালাগুয়া

CANCHALAGUA **ইরিথ্রিয়া ভেনিউস্টা - সেন্ট্যারি**

একটি জ্বর নাশক, তিতো বলকারক (জেন্টিয়ানা), ম্যালেরিয়া নিবারক ও রক্তদুষ্টি নাশক। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে মারত্মক ধরনের সবিরাম জ্বরে এই ঔষধ কার্যকরী হয়ে থাকে; এছাড়াও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে ব্যবহার হয়। টাটানি ব্যথা, যেন সমগ্র শরীর থেঁৎলিয়ে গিয়েছে। রোগীর মনে হয় বিভিন্ন স্থান থেকে ফোঁটা-ফোঁটা করে কি যেন পড়ছে।

মাথা — রক্তাধিক্য। মাথার চামড়ার টান ভাব; মাথা যেন বাঁধা রয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি; চোখের ভিতর জ্বালা; কানের ভিতর বুজ-বুজ শব্দ।

জ্বর — সারা শরীরের শীতবোধ; রাত্রে বিছানায় যাওয়ার পরে বৃদ্ধি। ঠান্ডা বায়ু প্রবাহে অনুভূতি প্রাণ, সারা দেহে টাটানি ও থেঁৎলিয়ে যাওয়ার ব্যথা; বমি-বমি ভাব ও ওয়াক তোলা।

চামড়া — ধোপানীর মত কুঁচকিয়ে যাওয়া চামড়া। মাথার চামড়ায় টানভাব, মনে হয় যেন রবার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা রয়েছে।

শক্তি — অরিষ্ট, এক ফোঁটা মাত্রায়। অবশ্যই তাজা গাছ থেকে অরিষ্ট তৈরী করতে হবে। এই ঔষধের কার্যকরী ক্ষমত শুষ্ক স্থানে থাকলে নষ্ট হয়ে যায়।

ক্যানাবিস ইন্ডিকা

CANABIS INDICA **হ্যাশিশ্ বা গাঁজা**

এই ঔষধ উষ্ণ প্রকৃতির মনোবৃত্তিকে দমন করে রাখে এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কল্পনা শক্তিকে প্রভাবিত করে, এস্বত্ত্বেও নিম্নস্তরের অথবা পশু জাতীয় প্রবৃত্তিকে তেমন ভাবে উত্তেজিত করেনা। ঔষধটি একটি প্রবল উল্লাসকর অবস্থা তৈরী করে। এই সময় সকল উপলব্ধি ও কল্পনা, যাবতীয় অনুভূতি ও আবেগ সবের্বাচ্চ মাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

অর্ধচেতন বা দিগন্তিত চিন্তাধারা। ঐ সময় মনে হয় রোগী দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের নিয়ন্ত্রনাধীন, কিন্তু মূল ব্যক্তিত্ব, দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের কাজ কর্মে বাধা দেয়। এই অবস্থায় দুটি ব্যক্তিত্ব স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না, একটি অপরটির উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে (এক ড্রাম মাত্রায় ঔষধ সেবনকরে ডঃ অ্যালবার্ট, এই জাতীয় লক্ষণগুলি পেয়েছেন।

পরীক্ষকের মনে হয় তিনি গাঁজার স্বপ্নময় জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং তিনি যুক্তি সঙ্গত ভাবে চিন্তা করতে সক্ষম।

এই ঔষধ স্পষ্টরূপে মানসিক বিভ্রান্তি ও কল্পনার সৃষ্টি করে থাকে, **সময়ের ব্যাপকতা ও স্থানের বিস্তৃতি সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারনাই এই ঔষধের মূল বৈশিষ্ট্য।** সময়, স্থানের আয়তন ও স্থান সম্পর্কিত ধারণার লোপ। ভীষণরকমের সুখী, তার কোন কিছুতেই কষ্ট-

দুঃখ হয়না, নিজের সম্পর্কে, কোন কিছুতেই তার কোন অসুবিধা হয় না। পরস্পর চিন্তা ধারার ভিড়। বিভিন্ন প্রকারের স্নায়বিক রোগে এই ঔষধের একটি আরামদায়ক প্রভাব আছে, যেমন, মৃগী, উন্মদনা, বুদ্ধি-বৃত্তির হ্রাস পাওয়া, সকম্প প্রলাপ এবং বিরক্তিকর প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রভৃতি। গলগন্ড, শারীরিক নিস্তেজ ভাব।

মন — খুব বেশী কথা বলে ;অতিরিক্ত উল্লাস বা উৎসাহ। **সময় অত্যন্ত দীর্ঘ বলে মনে হয ; প্রতিটি সেকেন্ড সময় একটি যুগ বলে মনে হয় ; সামান্য কয়েক হাত দূরত্ব, অনেকটা ব্যবধান বলে মনে হয়।** প্রতিনিয়ত নতূন-নতূন সিদ্ধান্ত তৈরী করে। উদ্বেগসহ হতাশ ;পাগল হয়ে যাবে সর্বদা এই জাতীয় ভয়। বাতিক গ্রস্ত, প্রতিনিয়ত নড়াচড়া করে। **অত্যন্ত বিস্মৃতিশীল ; কিছুতেই বাক্য শেষ করতে পারে না।** সর্বদা সুখকর চিন্তা মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। **নিয়ন্ত্রনাধীন নয়, এই জাতীয় হাসি।** কম্পযুক্ত প্রলাপ। দিব্যদৃষ্টি, আবেগপূর্ণ উত্তেজনা ; দ্রুত পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থা। রোগী (স্ত্রী) তার নিজের স্বরূপ কি তা উপলব্ধি কঁরতে পারে না, পুরাতন মাথা ঘোরা, যেন ভেসে বেড়াচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি।

মাথা — **মনে হয় যেন, মাথার উপরের অংশ উন্মুক্ত হচ্ছে ও বন্ধ হচ্ছে এবং মাথার উপরের অংশে যেন, উপর দিকে উঠে যাচ্ছে।** মস্তিষ্কের ভিতর আঘাত (এলো ;কোকা)। রক্তে ইউরিয়ার পরিমাণের বৃদ্ধির ফলে মাথার যন্ত্রণা। মাথার পিছনের অংশে দপ্‌দপ্ করে ও ভার বোধ। মাথার যন্ত্রণা তৎসহ পেট ফাঁপা। অসাড়ে মাথা নড়ে। আধকপালে শুরু হবার পূর্বে অস্বাভাবিক জাতীয় উত্তেজনা ও বাচালতা।

চোখ— দৃষ্টি স্থির। পড়ার সময় অক্ষরগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। দিব্যদৃষ্টি। ভূত সম্পর্কিত বিভ্রান্তি কিন্তু ভয় ভাব থাকেনা।

কান — কানের ভিতর দপ্‌দপ্ করে, বুজ্‌বুজ্ ও ঝিন্‌ঝিন্ শব্দ। কানের ভিতর ফুটন্ত জলের মত শব্দ। শব্দে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবল।

মুখমণ্ডল — নিদ্রালুতা ও বোকার মত মুখ ভঙ্গী। ঠোঁট দুটি আঠা জোড়া লাগার মত। ঘুমের ভিতর দাঁত কড়্‌মড়্ করে। মুখ গহ্বর ও ঠোঁট শুষ্ক। লালা গাঢ়, ফ্যানাযুক্ত ও চট্‌চটে।

পাকস্থলী — খিদে বেড়ে যায়। হৃদপিন্ডের স্থানে পাকস্থলীর অংশে বেদনা ;চাপে উপশম। পাকস্থলীর স্ফীতি। পাকস্থলীর নিম্নাংশের মুখের আক্ষেপ। পেটের রক্তবহানলীগুলিতে প্রচন্ড টানভাবের মত অনুভূতি, মনে হয় ঐগুলি প্রসারিত হতে হতে ফেটে যাবে।

সরলান্ত্র — গুহ্যদ্বারে, একটি বলের উপর বসে থাকার মত অনুভূতি।

প্রস্রাব — প্রস্রাব পিচ্ছিল শ্লেষ্মায় পূর্ণ। প্রস্রাব করার সময় অবশ্যই কোঁথ দিতে হয় ফোঁটা-ফোঁটা করে প্রস্রাব ; প্রস্রাব করার আগে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়। প্রস্রাব নলীতে সূঁচ ফোটার মত জ্বালাকর বেদনা। ডানদিকের বৃক্ক স্থানে অল্প অল্প বেদনা।

পুরুষের রোগ — সঙ্গমের পরে, পিঠের বেদনা। লিঙ্গমুন্ড থেকে সাদা, চক্চকে শ্লেষ্মা চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে। পুরুষের কামোন্মত্ততা। বহুসময় ধরে সঙ্গম সুখের অনুভূতি। যন্ত্রনাদায়ক লিঙ্গোদ্রেক। মূলাধারে অথবা মলদ্বারের নিকটবর্তী অংশে স্ফীতির ন্যায় অনুভূতি, যেন মনে হয় রোগী একটি বলের উপর বসে আছে।

স্ত্রীরোগ — মাসিক ধাতুস্রাব প্রচুর, কালচে, যন্ত্রনাদায়ক, জমাট বাঁধে না। ধাতুস্রাবের সময় কোমরের বেদনা। জরায়ুর বেদনা সহ তীব্র স্নায়বিক উত্তেজনা এবং অনিদ্রা। বন্ধ্যাত্ব (বোরাক্স)। যন্ত্রনাদায়ক মাসিক ধাতুস্রাব তৎসহ কামোচ্ছাস।

শ্বাস-প্রশ্বাস — হাঁপানী। বুকের ভিতর ভারবোধ তৎসহ গভীর, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস।

হৃদপিন্ড — হৃদ্কম্পের জন্য রোগী ঘুম থেকে জেগে উঠে। ফোঁটানোর মত বেদনা সহ হৃদ্পিন্ডে ভারবোধ। **নাড়ীর গতি খুবই ধীর। (ডিজিট্যালিস, ক্যালমিয়া, অ্যাপোসাইনাম)।**

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — **শিরদাঁড়া ও মেরুদন্ডের উপর দিয়ে বেদনা ; সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতে বাধ্য হয় ; সোজা ভাবে কিছুতেই চলাচল করতে পারে না।** বাহু ও হাতের ভিতর দিয়ে এক প্রকার শিহরণ এবং হাঁটুর ভিতর দিয়ে নীচে ন্যমে এই জাতীয় শিহরণ। সমগ্র **নিম্নাংঙ্গের পক্ষাঘাত** ; পায়ের ডিমে ও তলায় বেদনা, হাঁটু ও গোড়ালিতে তীব্র বেদনা ; **সামান্য হাঁটার পরে ভীষন ক্লান্তি বোধ।**

ঘুম — অত্যন্ত নিদ্রালু, কিন্তু ঘুমাতে যেতে পারে না। মারাত্মক ধরনের অনিদ্রা। ইন্দ্রিয় সমূহের শক্তিহীনতার ফলে শরীরের নিস্তেজ ভাব। মৃতদেহের স্বপ্ন দেখে ; ভবিষ্যত বানী সম্পর্কিত। রাত্রে বোবায় ধরা।

কমা-বাড়া —, বৃদ্ধি, সকালে ; কফি, মদ ও ধূমপানে ; ডানদিক চেপে শুলে।

উপশম — মুক্ত বাতাসে, ঠান্ডা জলে ও বিশ্রাম।

সম্বন্ধ — বেলেডোনা, হায়োসায়ামাস, ষ্ট্রামোনিয়াম, ল্যাকেসিস, এগারিকাস, এন্হ্যালেন (সময় সংক্রান্ত ধারনার বিশৃঙ্খলা, সময় সংক্রান্ত ধারনার বহুগুন বৃদ্ধি, ফলে এক মিনিট সময় এক ঘন্টা বলে মনে হয় প্রভৃতি)।

শক্তি — আরম্ভ ও নিম্নশক্তি।

ক্যানাবিস স্যাটাইভা

CANNABIS SATIVA হেম্প্ বা সিদ্ধিবাভা

এই ঔষধটি প্রস্রাব সম্পর্কিত, জননেন্দ্রিয় ও শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় যন্ত্রের উপর কাজ করে। জলের ফোঁটা ঝরছে এই জাতীয় অনুভূতি, এইটি এই ঔষধের বিশেষ অনুভূতি সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য, প্রচন্ড ক্লান্তি, যেন অস্বাভাবিক পরিশ্রম করা হয়েছে, খাওয়ার পর পরিশ্রান্ত। ঢোক গেলার সময় শ্বাসবন্ধের ন্যায় অনুভূতি, ঢোক গেলার সময় মনে হয়,

চর্বিত বস্তু সকল যেন বিপথে নামছে। তোত্‌লামি। চিন্তা ও কথা সম্পর্কিত ভ্রান্তি। কম্পমান বাক্যালাপ। কম্পমান, দ্রুত ও অসংলগ্ন বাক্যালাপ।

মাথা — লেক্টোফোবিয়া। মাথা ঘোরা, মাথার উপর ফোঁটা ফোঁটা করে জল ঝরছে এই জাতীয় অনুভূতি। নাকের গোড়ার দিকে চাপবোধ।

চোখ — **কর্নিয়ার অস্বচ্ছতা।** স্নায়বিক গোলযোগ মদের কুফল ও তামাক সেবনের পর চোখে ছানি। রোগীর মনে হয় গভীর অন্ধতা দেখা দিয়েছে। কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টি। চোখের পিছনের অংশে চাপবোধ। গনোরিয়া থেকে চক্ষুপ্রদাহ। চোখের মনির যন্ত্রণা। গন্ডমালা দোষযুক্ত চোখের রোগ (সালফ ;ক্যালকেরিয়া)।

প্রস্রাব — প্রস্রাব বাধাপ্রাপ্ত, তৎসহ দুর্বল কোষ্ঠকাঠিণ্য। যন্ত্রণাদায়ক বেগ। প্রস্রাব দুটি ধারায় নির্গত হয়। প্রস্রাবনলীতে সূঁচ ফোটার মত বেদনা। প্রদাহের ন্যায় অনুভূতি, তৎসহ স্পর্শে টাটানি। **প্রস্রাব করার সময় জ্বালা, জ্বালা প্রস্রাব থলি পর্যন্ত প্রসারিত হয়।** প্রস্রার করার সময় ঝল্‌সে যাওয়ার মত অনুভূতি; তৎসহ লিঙ্গমুন্ডের অগ্রভাগ আক্ষেপিক বেদনা। গনোরিয়ার, তরুন অবস্থা, প্রস্রাবনলী অত্যন্ত অনুভূতি প্রবল। পা ফাঁক করে চলাচল করে। অন্ডদ্বয়ে টেনে ধরার মত অনুভূতি। মূত্রনালীর ভিতরের বেদনা আঁকাবাঁকা ভাবে প্রসারিত হয়। অতিরিক্ত কামোত্তেজনা। প্রস্রাবনলীতে ছোট ফুসকুড়ির মত মাংসের গ্যাঁজ। (ইউক্যালিপটাস), মুদ্রা বা ফাইমোসিস। শ্লেষ্মা বা পুঁজের দ্বারা প্রস্রাবনলীর মুখবন্ধ হয়ে যায়।

স্ত্রীরোগ — অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমের পরে রজঃরোধ, তৎসহ কোষ্ঠকাঠিণ্য।

শ্বাস-প্রশ্বাস — বুকের ভিতর চাপবোধসহ শ্বাসকষ্ট ও হৃদকম্প ; **রোগী দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়।** বুকের উপর ভারী বোধ ; বুকের ভিতর ঘড়্‌ঘড় সাঁই-সাঁই শব্দসহ শ্বাস-প্রশ্বাস। কাশি, তৎসহ সবুজ বর্ণের, চট্‌চটে, রক্তমিশ্রিত, শ্লেষ্মা।

হৃদ্‌পিন্ড — মনে হয় যেন হৃদ্‌পিন্ড থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে কিছু পড়ছে। যন্ত্রনাদায়ক হৃদস্পন্দন এবং টানভাব তৎসহ হৃদ্‌কম্প। হৃদাবরক বিল্লীর প্রদাহ।

ঘুম — ভয়যুক্ত স্বপ্ন। সকালের দিকে প্রচন্ড ক্লান্তি বোধ। দুপুরের দিকে ঘুমঘুম ভাব।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — মোচ্‌কিয়ে যাওয়ার পর হাতের আঙ্গুলের সংকোচনের ন্যায় বেদনা। উপরের দিকে উঠার সময় প্যাটেলার স্থানচ্যুতি। উপরের দিকে উঠার সময় পায়ের পাতা ভার বলে মনে হয়। পক্ষাঘাতের ন্যায় ছিঁড়ে যাওয়ার মত বেদনা। পায়ের তলার ও পায়ের আঙ্গুলের গোলাকার অংশের উপসর্গ।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, শুয়ে পড়লে ; **উপরের দিকে উঠার সময়।**

সম্বন্ধ — **দোষঘ্ন ক্যাম্ফর ; লেমন জুস।**

তুলনীয় — হেডিস্যারাম - ব্রেজিলিয়ান বারডক্‌ (গনোরিয়া ও পুরুষাঙ্গের প্রদাহ) ; **ক্যান্থারিস ; এপিস ; কোপাইভা ; থুজা ; ক্যালি নাইট্রিকাম।**

শক্তি — আরম্ভ থেকে ৩য় শক্তি। তোত্‌লামিতে ৩০ শক্তি।

ক্যান্থারিস

CANTHERIS **স্প্যানিশ ফ্লাই**

এই শক্তিশালী ঔষধটি প্রাণীর দেহে মারাত্মক গোলযোগের সৃষ্টি করে থাকে, বিশেষ করে প্রস্রাব ও জননেন্দ্রিয় সংক্রান্ত যন্ত্রগুলি আক্রান্ত হয়ে থাকে। ঔষধের দ্বারা আক্রান্ত হবার ফলে যন্ত্রগুলির কাজের মধ্যে বিকৃতি দেখা দেয় এবং মারাত্মক প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে পাগলের মত প্রলাপ বকা দেখা দেয়, যার সঙ্গে জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণাবলীর যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। (এনাগেলিস)। প্রসবান্তিক আক্ষেপ। সমগ্র পাকাশয়িক নলীতে মারাত্মক ধরনের প্রদাহ উৎপন্ন করে থাকে, বিশেষ করে ক্ষুদ্রান্ত্রে। শরীরের সর্বাঙ্গ অতি অনুভূতি প্রবল। উত্তেজনা। হেজে যাওয়ার ন্যায়, জ্বালাকর বেদনা। রক্তস্রাব। **অসহনীয় প্রতিনিয়ত প্রস্রাবের বেগ।** এটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পূর্ণ লক্ষণ। পাকাশয়িক যকৃৎ সম্বন্ধীয় ও উদর সম্বন্ধীয় গোলযোগ, এই গোলযোগ **কফি পানের পর বৃদ্ধি।** গর্ভকালে পাকাশয়িক উপসর্গ। **যন্ত্রনাদায়ক প্রস্রাব** তৎসহ অন্যান্য উপসর্গ সমূহ। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রস ক্ষরনের পরিমানের বৃদ্ধি, শ্লেষ্মা চটচটে। ক্যান্থারিস যে প্রদাহিক অবস্থা তৈরী করে (প্রস্রাব থলি, বৃক্ক, ডিম্বাশয়, মস্তিষ্ক আবরক ঝিল্লী, ফুসফুস আবরক ঝিল্লী ও হৃদাবরক ঝিল্লী প্রদাহ), তার সঙ্গে সাধারণতঃ প্রস্রাব থলির প্রদাহ বর্তমান থাকে।

মন — প্রচন্ড প্রলাপ। উদ্বেগ সহ অস্থিরতা, পরিশেষে দুর্বার ক্রোধ। কান্না, কুকুরের মত শব্দ করে চিৎকার করে ; কণ্ঠনলী স্পর্শ করলে অথবা জলপানে বৃদ্ধি। রোগী সর্বদা কিছু করার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুই করতে পারে না। **তরুন উন্মাদণা**, সাধারন কামোত্তেজনা সম্বন্ধীয় ; প্রণয় সম্পর্কিত ক্রোধোন্মত্ততা ; প্রচন্ড কামোত্তেজনা। ক্রোধ, কান্না, কুকুরের মত চিৎকার করা কিছু সময় পর পর দেখা দেয়। **হঠাৎ করে চেতনার লোপ তৎসহ মুখমন্ডল লালবর্ণ যুক্ত।**

মাথা — মস্তিষ্কের বেদনা। রোগীর মনে হয়, মস্তিষ্কের ভিতর জল ফুটছে। মাথাঘোরা ; মুক্ত বাতাসে বৃদ্ধি।

চোখ — হলদেটে দৃষ্টি (স্যান্টোনাইন)। চোখের দৃষ্টি উত্তেজনাপূর্ণ, উজ্জ্বল ও স্থির দৃষ্টি। চোখের ভিতর জ্বালা।

কান — রোগীর মনে হয় কানের ভিতর দিয়ে বাতাস অথবা গরম বাতাস বেরিয়ে আসছে। কানের চারিপাশের অস্থির বেদনাদায়ক (ক্যাপসিকাম)।

মুখমণ্ডল — ফ্যাকাশে, জঘন্য, মৃতের মত ভাবযুক্ত। মুখমন্ডলে চুলকানি সহ রসযুক্ত ফুস্কুড়ি, স্পর্শকরার সময় জ্বালা। মুখমন্ডলে ইরিসিপেলাস তৎসহ জ্বালা, উত্তাপ ও প্রস্রাব সংক্রান্ত লক্ষনাবলী। উত্তাপ ও লালবর্ণ।

গলা — জিহ্বা রসযুক্ত ফুস্কুড়িতে পূর্ণ ; গভীরভাবে ফাটা ; জিহ্বার কিনারাগুলি লালবর্ণ। মুখগহ্বরে, গলবিলে ও গলায় জ্বালা ; মুখগহ্বরে রসযুক্ত ফুস্কুড়ি। তরল বস্তু গেলা খুবই

কষ্টকর। প্রচন্ড চটচটে শ্লেষ্মা। (ক্যালিবাই)। কণ্ঠনলী স্পর্শ হলেই প্রচন্ড আক্ষেপের পুনরাবৃত্তি মনে হয়। সঙ্কোচন, গলায় সাদাক্ষত (হাইড্রোমিউর ; নাইট্রিক অ্যাসিড)। ঝলসে যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি। অতিরিক্ত গরম খাবার খাওয়ার ফলে গলায় জ্বালা।

বুক — প্লুরিসি, ঠিক যে সময়ে জল জমতে শুরু করে। তীব্র শ্বাসকষ্ট, হৃদ্‌কম্প, বারে বারে শুষ্ক কাশি। **মূর্চ্ছা যাওয়ার প্রবণতা**। ছোট-ছোট, খুক্‌খুকে কাশি, রক্তের ছিটযুক্ত, চট্‌চটে শ্লেষ্মা। বুকের ভিতর জ্বালাকর বেদনা।

পাকস্থলী — খাদ্যনালী ও পাকস্থলীতে জ্বালাকর অনুভূতি। (কার্বো)। খাদ্যবস্তু, পানীয়, ধূমপান সকল কিছুতেই বিরক্ত। জ্বালাকর পিপাসা, তৎসহ সকল প্রকার তরল বস্তুতে বিতৃষ্ণা। অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ, **তীব্র জ্বালা**। বমি সঙ্গে রক্তের ছিট যুক্ত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অংশ উঠে আসে এবং তীব্র ওয়াক তোলা। **কফি পানের পর বৃদ্ধি** ; সামান্য পরিমানে কফি পান করলে প্রস্রাব থলির বেদনা বেড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তা বমি হয়ে উঠে যায় ;অতৃপ্তিকর পিপাসা।

মল — থর্‌থর্ করে কাঁপুনি, তৎসহ জ্বালা। আমাশয় ; শ্লেষ্মাযুক্ত মল, **অনেকটা অন্ত্রের ঝিল্লী চেঁচে বার করলে যেমন দেখায় সেইরকম দেখতে। রক্তযুক্ত, তৎসহ জ্বালা ও কোঁথ এবং মলত্যাগের পর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপুনি।**

প্রস্রাব — অদম্য বেগ এবং কোঁথ। নেফ্রাইটিস তৎসহ রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব। সমগ্র বৃক্ক স্থানে থেকে থেকে কেটে ফেলার মত ও জ্বালাকর বেদনা এবং তৎসহ বেদনাযুক্ত প্রস্রাবের বেগ ;রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব, **ফোঁটা - ফোঁটা** করে বেরোয়। অসহ্য কোঁথ ;প্রস্রাবের আগে, প্রস্রাবের সময় ও প্রস্রাবের পরে কেটে ফেলার মত বেদনা। প্রস্রাব করার সময় **প্রস্রাবনলীতে ঝলসে যাওয়ার মত অনুভূতি এবং প্রস্রাব ফোঁটা - ফোঁটা করে বেরিয়ে থাকে। সর্বদা প্রস্রাবের বেগ।** আঁশের মত ঝিল্লীর টুকরো প্রস্রাবে ভাসে, দেখতে অনেকটা জলের ভিতর ভুষি ভাসার মত। প্রস্রাব জেলির মত, ছোট - ছোট টুকরো যুক্ত।

পুরুষের রোগ — প্রবল ইচ্ছা ; যন্ত্রনাদায়ক লিঙ্গোদ্রেক। লিঙ্গমুন্ডে বেদনা। **(প্রুনাস্ ; প্যারিয়েরা)। গনোরিয়া রোগে স্থায়ী লিঙ্গোদ্রেক।**

স্ত্রীরোগ — প্রস্রাবের পর গর্ভফুল আটকিয়ে থাকে (সিপিয়া); তৎসহ যন্ত্রণাদায়ক প্রস্রাব। জরায়ুতে থাকা মৃত ভ্রূনের টুকরো, ঝিল্লীর টুকরো প্রভৃতি বার করে দেয়। **স্ত্রীলোকের কামোম্মত্ততা**। (প্ল্যাটিনা ; হায়োসায়ামাস ; ল্যাকেসিস ; **ষ্ট্রামোনিয়াম**)। প্রসবান্তিক জরায়ু প্রদাহ, তৎসহ প্রস্রাব থলির প্রদাহ। মাসিক **ঋতুস্রাব** নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে ও পরিমানে প্রচুর হয় ; যোনিকপাটে কালো রঙের স্ফীতি তৎসহ উত্তেজনা। জরায়ু থেকে অবিরাম স্রাব ;ভুল করে পা ফেললে বৃদ্ধি। ডিম্বাশয়ে জ্বালাকর বেদনা ;অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবন। কক্সিসে বেদনা, কেটে ফেলার ও ছিঁড়ে ফেলার মত।

শ্বাস-প্রশ্বাস — ক্ষীণ স্বর ; দুর্বলতাবোধ। বুকের ভিতর সূঁচ ফোঁটার মত অনুভূতি (ব্রায়ো ; ক্যালিকার্ব ; স্কুইল্যা)। প্লুরিসি, তৎসহ **রসক্ষরণ**।

হৃদ্‌পিন্ড — হৃদ্‌কম্প, নাড়ী দুর্বল, অনিয়মিত, মূর্চ্ছা যাওয়ার প্রবণতাযুক্ত। হৃদাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ, তৎসহ রসক্ষরন।

পেঠ — কোমরে বেদনা, তৎসহ অবিরাম প্রস্রাবের বেগ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা। পায়ের তলায় ক্ষতবৎ বেদনা। কিছুতেই পা ফেলতে পারে না।

চামড়া — ডার্মাটাইটিস্ ভেনিন্যাটা তৎসহ ফোস্কা। অন্ডকোষ ও যৌনাঙ্গের চারিপাশে প্রচুর ঘামের পর আনুষঙ্গিক একজিমা। গ্যাংগ্রীণ হবার প্রবণতাযুক্ত। উদ্ভেদ, তৎসহ শস্যের গুঁড়োমত আঁশ। ভার্সিকিউলার উদ্ভেদ, তৎসহ জ্বালা ও চুলকানি। প্রখর সূর্য্যের তাপে ঝলসিয়ে যাওয়া। পুড়ে যাওয়া, ঝলসে যাওয়া, তৎসহ হেজে যাওয়ার মত ও হুলফোটার মত বেদনা, ঠান্ডা প্রয়োগে উপশম, এরপরে তীব্র প্রদাহ। ঈরিসিপেলাস, ফোসকাজাতীয়, তৎসহ প্রচন্ড অস্থিরতা। রাত্রিতে পায়ের তলায় জ্বালা।

জ্বর — হাত-পা ঠান্ডা ; ঠান্ডা ঘাম। পায়ের তলায় জ্বালা। শীতবোধ, যেন রোগীর শরীরের উপর জল ঢালা হচ্ছে।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, স্পর্শে, কেউ রোগীর দিকে গেলে, প্রস্রাব করার সময়, ঠান্ডা জল পান করলে অথবা কফি পান করলে।

উপশম — টিপে দিলে।

সম্বন্ধ - দোষঘ্ন — একোনাইট ; ক্যাম্ফর ; পালসেটিলা।

তুলনীয় - ক্যান্থারাইডিন — (গ্লোমেরুল্যার নেফ্রাইটিস)। ঔষধতত্ত্বানুসারে এই ঔষধের যে কাজ সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পায় তাহলে, এই ঔষধ কৈশিকনলীর উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং এর ফলে পুষ্টিকর তরল পদার্থ এই নলীর ভিতর দিয়ে যেতে বাধা বিশেষ পায় না। এই লক্ষণটি সুস্পষ্টভাবে বৃক্কের কৈশিকনলীর ক্ষেত্রে দেখা যায়।

ভেসিকেরিয়া - (প্রস্রাব ও বৃক্ক সংক্রান্ত ঔষধ। প্রস্রাবনলী এবং প্রস্রাব থলিতে জলফোটার মত, জ্বালাকর অনুভূতি, তৎসহ বারে বারে প্রস্রাব ত্যাগের বেগ, তৎসহ প্রায়ই কষ্টকর প্রস্রাব লক্ষণটি থাকে। প্রস্রাব থলির প্রদাহ। আরম্ভ ৫-১০ ফোঁটা)।

ফাস্চায়না - মদ রঙ করার জন্য এটি ভেজাল দেবার কাজে ব্যবহার হয়। কেমিক্যাল নেফ্রাইটিস্ তৎসহ প্রস্রাবে অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি, ষষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি। কান, মুখগহ্বর লালবর্ণ, মাঢ়ীস্ফীত, গাঢ়, লালরঙের প্রস্রাব ; লালবর্ণের প্রচুর, উদরাময় তৎসহ তীব্র পেটের যন্ত্রণা। এন্ড্রোসাসি ল্যাকটিয়া (প্রস্রাব উপসর্গ, প্রস্রাব বৃদ্ধিকারক ; শোথ)। এপিস ; আর্সেনিক ; মার্ককর।

পরিপূরক — ক্যাম্ফর।

শক্তি — ষষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি। ঔষধটি বারে বারে প্রয়োগ করা যায়। পোড়া স্থানে ও একজিমা স্থানিক ব্যবহার চলে। ১x অথবা ২x হলে অথবা সিরেট হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

ক্যাপ্‌সিকাম

CAPSICUM কেইত্রন্ পেপ্যার

যাদের শরীরের পেশীগুলি কোমল বা শিথিল, ও যারা দুর্বল, তাদের ক্ষেত্রে এই ঔষধ ভালো কাজ করে ;শরীরের তাপমাত্রা কম হয়। এই ঔষধ শিথিল, রক্ত প্রধান ধাতু, মন্থর গতি ও সহজেই ঠান্ডা লাগার প্রকৃতি যুক্ত। শরীরের প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা খুবই কম। এই জাতীয় ব্যক্তিরা সাধারণতঃ ত্রুটিযুক্ত, অলস, শারীরিক পরিশ্রমে অনিচ্ছুক, নিজের দৈনন্দিন কাজের বাইরে কিছুতেই যেতে চায়না, খুব সহজেই বাড়ী ফেরার জন্য কাতর হয়ে পড়ে। **সাধারণভাবে শারীরিক দিক থেকে অপরিস্কার - অপরিচ্ছন্ন।** যে সকল ব্যক্তি মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। এই ঔষধটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর কাজ করে, **সঙ্কোচনের** অনুভূতি তৈরী করে। পেট্রাস অস্থির প্রদাহ। জ্বালাকর যন্ত্রণা ও শীত বোধ। বৃদ্ধব্যক্তি, যাঁরা নিজেদের জীবনীশক্তি শেষ করে ফেলেছেন, বিশেষ করে মানসিক পরিশ্রম করে এবং দরিদ্র জীবন যাপন করে ; চোখের দৃষ্টি ঝাপসা ; যাদের দেহ প্রতিক্রিয়া করতে অক্ষম। সামান্য বায়ু প্রবাহে ভয় কারণ এই সময়ে রোগীর কষ্টের বৃদ্ধি হয়। যে কোন প্রকার প্রদাহিত অবস্থায় পুঁজোৎপত্তির প্রবণতা যুক্ত। মদ্যপায়ী দের দুর্বলতা ও হজম শক্তি দুর্বল। পেশীর বেদনা, পেশীর কন্‌কনানি ও পেশীগুলির মধ্যে ঝাঁকি দেয়।

মন — অত্যধিক খিট্‌খিটে। **নিজের বাড়ীর জন্য মানসিক দুর্বলতা**, তৎসহ নিদ্রালুতা এবং আত্মহত্যার প্রবণতা। একা থাকতে চায়। লঙ্কার মত সহজেই জ্বলে উঠে। **সকম্প প্রলাপ।**

মাথা — **মাথা ফেটে যাবার মত বেদনা** ;কাশিতে, বৃদ্ধি। **মুখমন্ডল উষ্ণ। গাল লালবর্ণ যুক্ত।** মুখমন্ডল লালবর্ণ যুক্ত, তথাপি ঠান্ডা (**এসা ফেটিডা**)।

কানে — কানের ভিতর জ্বালা ও হুল ফোটার মত বেদনা, কানের পিছনের অংশে স্ফীতি ও বেদনা। **ম্যাসটয়েড অস্থির প্রদাহ।** পেট্রাস অস্থির স্পর্শকাতরতা ;তীব্র টাটানি ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা। (অনোসমড়্)। কান পাকা ও ম্যাসটয়েড অস্থির রোগ, রোগাক্রান্ত অংশে পুঁজোৎপত্তির আগে।

গলা — গলার ভিতর গরম অনুভূতি। কর্ণ নলীর নাতি প্রবল প্রদাহ তৎসহ তীব্র বেদনা। **গলায় বেদনা ও শুষ্কতা**, কান পর্যন্ত, প্রসারিত হয়। **ধূমপানকারী ও মদ্যপায়ীদের গলায় টাটানি ব্যথা** গলার ভিতর হুল ফোটার মত বেদনা ;সঙ্কোচনের অনুভূতি। জ্বালাকর সঙ্কোচন, দুটি ঢোক গেলার মধ্যবর্তী সময়ে বৃদ্ধি। আলজিহ্বা ও তালুর প্রদাহ ; **স্ফীত ও শিথিল।**

মুখগহ্বর — হার্পিস লেবিয়্যালিস। (**এক ফোটা অরিষ্ট বাহ্যিক ভাবে প্রয়োগ করা হবে**)। **মুখগহ্বরের প্রদাহ মুখ থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে।**

পাকস্থলী — জিবের অগ্রভাগে জ্বালাকর বেদনা। পাকস্থলীর নিষ্ক্রিয়তার দরুণ অজীর্ণ-রোগ। পেটে প্রচুর বায়ু জমা হয়, বিশেষ দুর্বল ব্যক্তির। উত্তেজক খাদ্য বস্তুর অত্যধিক ঝোঁক। বমি, পাকস্থলীর উপরের অংশে খালি বোধ। **প্রচুর পিপাসা ; কিন্তু পিপাসার ফলে কাঁপুনি দেখা দেয়।**

মল — **রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা, তৎসহ জ্বালা ও কোঁথ** ; মলত্যাগের পরে পিঠের দিকে টেনে ধরার মত বেদনা। **মলত্যাগের পরে তৃষ্ণার্ত তৎসহ ঠক্ ঠক্ করে কাঁপুনি।** রক্তস্রাবী **অর্শ, তৎসহ মলদ্বারে টাটানি ব্যথা।** মলত্যাগের সময় হুল ফোটার মত বেদনা।

প্রস্রাব — বেদনাযুক্ত প্রস্রাব, বারে বারে, প্রায়ই নিষ্ফল বেগ। মূত্রনলীর অগ্রভাগে জ্বালাকর বেদনা। প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব হয়, পরে তীব্র গতিতে প্রস্রাব বেরিয়ে থাকে ; প্রস্রাব থলির গ্রীবার আক্ষেপিক সঙ্কোচন। মূত্রনলীর মুখের উল্টিয়ে থাকা।

পুরুষের রোগ — অন্ডকোষের শীথিলতা, তৎসহ ধবজ ভঙ্গ, অন্ডদ্বয়ের শীর্ণতা, অন্ডদ্বয়ে অনুভূতির অভাব, অন্ড কোমল ও ছোট হয়ে যায়, গনোরিয়া, তৎসহ যন্ত্রণাদায়ক লিঙ্গোদ্বেক, তীব্র জ্বালা প্রস্টেট গ্রন্থির বেদনা।

স্ত্রীরোগ — রজো নিবৃত্তি কালীন আস্থার উপসর্গ সমূহ, তৎসহ জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা। (ল্যাথিরাস)। রজো নিবৃত্তি কালের নিকটবর্তী বয়েসে জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, তৎসহ বমি-বমি ভাব। বাম ডিম্বকোষ স্থানে খোঁচা মারার মত বেদনা।

শ্বাস প্রশ্বাস — বুকের ভিতর **সঙ্কোচন** ; শ্বাসবন্ধ হয়ে আসে, স্বরভঙ্গ। হৃদপিন্ডের অ্যাপেক্স বা চূড়াদেশে বেদনা অথবা পাঁজরা স্থানে, স্পর্শে বৃদ্ধি। শুষ্ক, খুক্‌খুকে কাশি, ফুসফুস থেকে দূর্গন্ধ যুক্ত শ্বাস বেরিয়ে থাকে। শ্বাসকষ্ট। মনে হয় যেন বুক ও মাথা টুকরো - টুকরো হয়ে যাবে। তীব্র শব্দ যুক্ত কাশি। ফুসফুসে গ্যাংগ্রীণ হবে এই জাতীয় আতঙ্ক। **কাশির সময়ে শরীরের দূরবর্তী অংশের বেদনা** — যেমন, প্রস্রাবথলি, পায়ে, কানে প্রভৃতি স্থানে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — নিতম্ব স্থান থেকে পা পর্যন্ত বেদনা। সায়েটিকা, পিছনদিকে ঝুঁকলে বৃদ্ধি ; কাশির পরে বৃদ্ধি। হাঁটুস্থানে টেনে ধরার মত বেদনা।

জ্বর — শীতলতা, তৎসহ খিট্‌খিটে মেজাজ। **জলপানের পর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপুনি।** শীত প্রথমে পিঠের দিক থেকে শুরু হয় ; গরমে, আরাম। পিঠের দিকে সর্বদা নরম কিছু রাখতে হয়। শীতের পূর্বে পিপাসা।

কমা-বাড়া - উপশম - খাবার সময়, গরমে।

বৃদ্ধি — মুক্ত বাতাসে, গায়ের চাপা খুলে দিলে, বায়ু প্রবাহে।

সম্বন্ধ — দোষঘ্ন - সিনা ; ক্যালেডিয়াম।

তুলনীয় — পালসেটিলা ; লাইকোপোডিয়াম ; বেলেডোনা ; সেন্টৌরিয়া (তরুঙ্গায়িত যুক্ত ; বাড়ী ফেরার জন্য কাতর ; সবিরাম জ্বর)।

শক্তি — তয় থেকে উচ্চ শক্তি। সকম্প প্রলাপের ক্ষেত্রে এক ড্রাম অরিষ্ট দুধের সঙ্গে মিশিয়ে একমাত্রা প্রায়োগ করা হবে।

কার্বো এনিম্যালিস

CARBO ANIMALIS **এনিম্যাল চারকোল**

এই ঔষধটি গন্ডমালা ধাতুগ্রস্ত ও শিরা প্রসারণ ধাতু যুক্ত রোগীর পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত, বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং দুর্বলকর কোন রোগের পর, তৎসহ দুর্বল রক্ত সংবহন এবং দুর্বল জীবনী শক্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত। গ্রন্থিসকল কঠিণতা প্রাপ্ত, শিরার স্ফীতি, চামড়া নীলচে বর্ণ। প্লুরিসি রোগের পরে যেখানে সূঁচ ফোটার মত ব্যথা থেকে যায়। ভারী জিনিষ তুললে সহজেই টান ধরে। স্তন্যদায়ী স্ত্রীলোকের দুর্বলতা। ক্ষততা ও পচনাবস্থা। এই ঔষধের সকল স্রাবই দুর্গন্ধ যুক্ত। এই ঔষধ স্থা নেক রক্ত সঞ্চয়ের সৃষ্টি করে কিন্তু ঐ স্থানে উত্তাপ থাকে না।

মন — একা থাকতে পচ্ছন্দ করে, দুঃখিত এবং চিন্তা রত, কথা-বার্তা এড়িয়ে চলে। রত্রিতে উদ্বেগ, তৎসহ রক্তের উত্তেজনা।

মাথা — মাথার যন্ত্রণা, রোগীর মনে হয় মাথাটি যেন টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে গেছে। রক্ত খুব জোরে মাথায় প্রবাহিত হয় তৎসহ মানসিক ভ্রান্তি। রোগীর (স্ত্রী) মনে হয় যে, চোখের উপর কোন কিছু রয়েছে, যার ফলে সে উপরদিকে তাকাতে পারছেনা। গাল ও ঠোঁট দুটি নীলচে বর্ণ যুক্ত। মাথা ঘোরা, তারপর নাক দিয়ে রক্ত স্রাব। নাক স্ফীত, নাকের অগ্রভাগ নীলচে বর্ণ যুক্ত এবং এর উপর ছোট অর্বুদ। কানে শুনতে অসুবিধা হয় ;শব্দ কোন দিক থেকে আসছে তা বলতে পারে না।

পাকস্থলী — আহার রোগীকে ক্লান্ত করে। পাকস্থলীর দুর্বলতা ও শূণ্যতা বোধ। পাকস্থলীর ভিতর জ্বালা ও মোচড় দেয়। দুর্বল পরিপাকশক্তি। পেট ফাঁপা। পচা মাংস বা ঐ জাতীয় কোন খাদ্য বস্তুর পচন থেকে যে উপক্ষার পাওয়া যায় তাই খেয়ে বিষক্রিয়া। চর্বির্বযুক্ত খাদ্যে বিরক্তি। মুখ দিয়ে টক জল উঠে। মুখ দিয়ে জল উঠে।

স্ত্রীরোগ — বমি-বমি ভাব ও গর্ভাবস্থা ;রাত্রে বৃদ্ধি। প্রসবান্তিক স্রাব দুর্গন্ধ যুক্ত। (ক্রিয়োজোট,রাসটক্স ; সিকেল কর) । মাসিক ধাতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, মাঝে-মাঝে স্রাব দেখা দেয়, দীর্ঘস্থায়ী স্রাব, স্রাবের পরে প্রচন্ড ক্লান্তি, এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, রোগীনি কে খুব কষ্ট করে কথা বলতে হয়। (ককিউলাস), স্রাব কেবলমাত্র সকালে দেখা দেয়। (বোরাক্স ; সিপিয়া)। যোনিনলী ও ভগৌষ্ঠ দ্বয়ে জ্বালা। স্তনে বর্শা বা তীর বেঁধার মত বেদনা ;স্তনের যন্ত্রণাদায়ক কঠিণতা, বিশেষকরে ডানদিকের স্তনের। জরায়ুর ক্যানসার, জ্বালাকর যন্ত্রণা উরুস্থান দিয়ে নীচের দিকে নামে।

শ্বাস - প্রশ্বাস — প্লুরিসি, টাইফয়েডের মত চরিত্র যুক্ত, এবং সূঁচ ফোটার মত বেদনার আবিষ্ট থাকা। ফুস ফুসের ক্ষত, তৎসহ বুকের ভিতর শীতল অনুভূতি। কাশি, সবুজ রঙে পুঁজযুক্ত স্রাব।

চামড়া — স্পঞ্জের মত ক্ষত, তামাটে রঙের উদ্ভেদ। মুখমন্ডলে ব্রণ। শীত স্ফোটক, সন্ধ্যায়, বিছানায়, ও ঠান্ডায় বৃদ্ধি। বৃদ্ধব্যক্তির হাতে ও মুখমন্ডলে আঁচিলের মত উদ্ভেদ, তৎসহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নীলচে বর্ণ। **গ্রন্থির কঠিণতা, স্ফীতি, যন্ত্রণা কর, বিশেষকরে ঘাড়, বগল, কুঁচকি ও স্তনগ্রন্থি ;কেটে ফেলার মত, জ্বালাকর যন্ত্রণা। (কনিয়াম ; মার্ক আয়োড ফ্লেভাম)।** জ্বালা, ক্ষতবৎ ও ফাটা ;বাগী।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— কক্সিস স্থানে বেদনা ;স্পর্শ করলে জ্বালাকরে। গোড়ালি সন্ধি সহজেই মোচড়িয়ে যায়। পরিশ্রম ও অতিরিক্ত ভারী জিনিষ উপরের দিকে তুললে, প্রচন্ড দুর্বলতা দেখা দেয়। সন্ধিগুলি দুর্বল। সহজেই রঙ বির্বণ হয়ে যায়। রাত্রে হিপ জয়েন্ট স্থানে বেদনা। রাত্রিকালীন ঘাম দূর্গন্ধ যুক্ত ও প্রচুর। কব্জির বেদনা।

কমা-বাড়া- বৃদ্ধি, দাড়ি কামানো, শরীরের জৈব রসের নিঃসরণে।

সম্বন্ধ— কার্বন জাতীয় সকল ঔষধের স্রাব দুর্গন্ধ যুক্ত ও বাষ্পোদগম। সকল ঔষধই চামড়ার উপর কাজ করে এবং হাজার সৃষ্টি করে। গ্রন্থি সমূহের বিবৃদ্ধি এবং সর্দিজ অবস্থা, পেট ফাঁপা ও শ্বাস রোধক অবস্থা তৈরী করে।

কার্বনটেট্রাক্লোরাইড, মেদযুক্ত যকৃতের কারণ। (ফসফরাস ; আর্সেনিক ; ক্লোরোফর্ম)। হাত ও পায়ের পেশীর পক্ষাঘাত। খুব সুন্দর ফল পাওয়া যায়, হুক্‌ওয়ার্মের চিকিৎসায়। **থাইমলদেখো (সম্বন্ধ)। পরিপুরক - ক্যাল্কেরিয়া ফস।**

দোষঘ্ন - আর্সেনিক ; নাক্স।

তুলনীয় — ব্যাডিয়েগা ; সিপিয়া ; সালফার ; প্লাম্বাম আয়োড়।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি। কানের ভিতরের ছোট অর্বুদের ক্ষেত্রে ৩ x বিচূর্ণ ঔষধ ফুঁদিয়ে প্রয়োগ করা যায়।

কার্বো ভেজিটেবিলিস

CARBO VEGETABILIS **ভেজিটেবল চারকোল**

শরীরের মুল উপাদানের বিকৃত অবস্থা ও অসম্পূর্ণ অম্লজানক্রিয়া এবং এই দুটি বিকৃতির জন্য শরীরের সকল প্রকার যন্ত্রের ক্রিয়া বিকৃতি দেখা দেয়, এই দুইটিই হল এই ঔষধের মূল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। আদর্শ কার্বো রোগী ধীর, চর্বিযুক্ত ও অলস এবং রোগীর উপসর্গ গুলি চিরস্থায়ীতে রূপান্তরিত হবার প্রবণতা যুক্ত । রক্ত চলাচল কৈশিকনালীতে আটকিয়ে যায়, এর ফলে দেহ নীল বর্ণ যুক্ত ও ঠান্ডা হয়ে যায় এবং কালশিরা প্রকাশ পায়। শরীর নীলচে বর্ণ যুক্ত, বরফের মত ঠান্ডা। রোগ জীবাণু গুলি একপ্রকার প্রাণহীণ রক্ত প্রবাহে নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে এবং পচন ও টাইফয়েডের মত অবস্থার সৃষ্টি করে।

জৈবিক তরল পদার্থের অপচয়, বহু ঔষধ খাবার কুফল জনিত কারণে জীবনী শক্তির দুর্বলতা ; অন্যান্য। রোগে ভোগার পর ; বৃদ্ধ ব্যক্তি তৎসহ শিরায় রক্তাধিক্য ; কলেরা, টাইফয়েড রোগের পতনাবস্থা। এইগুলি কয়েকটি অবস্থা, যেখানে কার্বোভেজ বিশেষভাবে কাজ করতে প্রলুব্ধ হয়ে থাকে। মৃতের ন্যায় রোগী, কিন্তু মাথা উত্তপ্ত ; হিমাঙ্গ অবস্থা, শ্বাস - প্রশ্বাস ঠান্ডা, নাড়ী দুর্বল, প্রায় বোঝা যায় না, কষ্টকর ও দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রোগী সর্বদা বাতাস চায়, রোগীকে জোরে জোরে পাখার বাতাস করতে হয়। রোগী যে ঘরে থাকে, সেই ঘরের সমস্ত জানালা খুলে দিতে হয়। এটি কার্বোভেজের একটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণ অবস্থা। রোগী খুব সহজেই মূর্চ্ছা যায়, দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মুক্ত বাতাস চায়। শরীরের যে কোন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীথেকে রক্তস্রাব। প্রচন্ড দুর্বলকর। রোগী এতটাই দুর্বল যে, নিজের হাত-পা ঠিকমত চালনা করতে পারে না। **যে সকল রোগীরা পুর্বে হওয়া কোন রোগের হাত থেকে সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে** পারেনি। মাথার (পিছনের অংশে), চোখে এবং চোখের পাতায়, কানের সামনের অংশ, পাকস্থলীতে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে ভারবোধ ; সকল প্রকার উপসর্গের পচন অবস্থা, তৎসহ জ্বালাকর অনুভূতি দেখা যায়। সাধারণভাবে শরীরের শিরা গুলির ভিতর রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়ে থাকে, এবং ফলে শরীরের চামড়া নীলচে বর্ণ যুক্ত হয়, হাত- পা ঠান্ডা।

মন — অন্ধকারে ভীতি। ভূতের ভয়। হঠাৎকরে স্মৃতিশক্তির লোপ পাওয়া।

মাথা — যে কোন জাতীয় অসংযমী আচরনের ফলে দেখা দেওয়া মাথার যন্ত্রণা। চুলের গোড়ায় টাটানি ব্যথা, **খুব সহজেই চুল উঠে যায়** ; বিছানার গরমে মাথার চামড়ায় চুলকানি। মাথায় কোন কিছু দিয়ে চাপ দেবার মত অনুভূতি, অনেকটা অতিরিক্ত ভারী কিছুর ন্যায় অনুভূতি। মাথায় ভারবোধ, সঙ্কুচিত। বমি-বমি ভাব তৎসহ কানের ভিতরে নানা প্রকার শব্দ। কপালে ও গালে ফুস্কুড়ি।

মুখমন্ডল — স্পীত, লালবর্ণযুক্ত। ফ্যাকাশে, কোটরগত, শীতল তৎসহ শীতল ঘামযুক্ত ;নীল (কিউপ্রাম ওপিয়াম)। গাল নানা বর্ণে চিত্রিত এবং নাক লালচে বর্ণ যুক্ত।

চোখ — কালো রঙের দাগ দেখা যায়। দুর্বল ও বেদনা দায়ক দৃষ্টি। চোখের ভিতর জ্বালা। পেশীর বেদনা।

কান — উদ্ভেদ যুক্ত রোগের পর কানপাকা। কান শুষ্ক। কানের খোলের বিকৃত গঠন, তৎসহ কানের ফুটোর নিকট চর্মরোগ।

নাক — **দৈনিক নাক থেকে রক্তস্রাব, তৎসহ ফ্যাকাসে মুখমন্ডল**। কোন রকম জোর দিলে নাক থেকে রক্তস্রাব, তৎসহ মুখমন্ডল ফ্যাকাসে ;নাকের অগ্রভাগ লালচে ও মামড়িযুক্ত, নাকের শিরার স্ফীতি। নাসারন্ধ্রের পাতার কিনারায় উদ্ভেদ। সর্বদা তৎসহ কাশি, বিশেষকরে আর্দ্র, গরম আবহাওয়ায়। অদম্য হাঁচির ইচ্ছা।

মুখগহ্বর— জিহ্বা সাদা অথবা হলুদ-বাদামীবর্ণের লেপা যুক্ত, **জিহ্বা সাদা ক্ষতে আবৃত**। চিবানোর সময় দাঁত গুলি অত্যন্ত স্পর্শ কাতর ; মাঢ়ী আলগা ও মাঢ়ী থেকে

সহজেই রক্তপাত হয়। দাঁত পরিষ্কার করার সময় মাঢ়ী থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে রক্ত আসে। মাঢ়ী থেকে পূঁজ নিঃসরণ বা পায়োরিয়া।

পাকস্থলী — ঢেকুর উঠা, ভারবোধ, পূর্ণতার অনুভূতি এবং নিদ্রালুতা, পেটে বায়ু জমা হবার ফলে টান ভাব, তৎসহ বেদনা, শুয়ে পড়লে বৃদ্ধি। খাবার পর ও পান করার পর ঢেকুর। বায়ু নিঃসরণে সাময়িক উপশম। পচা, টক অথবা দুর্গন্ধ যুক্ত ঢেকুর। মুক দিয়ে জল উঠে, পেটে বায়ু জমা হবার কারণে হাঁপানীর মত শ্বাস-প্রশ্বাস। সকালে বমি-বমিভাব, পাকস্থলীতে জ্বালা, জ্বালা পিঠে ও শিরদাঁড়া বরাবর প্রসারিত হয়। **বুকের ভিতর সঙ্কোচনের মত বেদনা, তৎসহ পেট ফাঁপা।** পেটের ভিতর শূণ্যতার অনুভূতি, যা খাবার পরেও কম পড়ে না। খিল ধরার মত বেদনা, যার জন্য রোগী সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতে বাধ্য হয়। খাবার আধ ঘন্টা পরে উপসর্গ প্রকাশ পায়। পেটের উপরের অংশের অনুভূতি প্রবণতা। **পরিপাক খুব ধীর গতিতে হয়** ; খাবার হজম হবার আগেই পচে যায়। স্তন্যদায়ী মায়েদের পাকাশয়িক শূল বেদনা, তৎসহ পেটে প্রচুর বায়ু জমা হয়, টক, পচাগন্ধ যুক্ত ঢেকুর। দুধ, মাংস ও **চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যে অনিচ্ছা।** অতি সাধারণ মানের **খাদ্যেও পেটের গোলযোগ।** পেটের উপরের অংশ অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ।

উদর — ভারী বস্তু তোলার ফলে যে রকম ব্যথা হয়, পেটে সেই জাতীয় ব্যথা ; গাড়ীতে চড়ার পর পেটে শূল বেদনা ; প্রচুর দুর্গন্ধ যুক্ত বাতকর্ম। কোমরের ও পেটের চারিপার্শে কিছুতেই কষে বাঁধা জামা-কাপড় সহ্য করতে পারে না। অন্ত্রের নলী ঘা সহ উপসর্গ সমূহ। পেটের অত্যাধিক স্ফীতি ; বাতকর্মের পর উপশম। **পেটে বায়ু জমা হবার ফলে শূল বেদনা।** যকৃতে স্থানে বেদনা।

সরলান্ত্র ও মল — মলদ্বার দিয়ে নিঃসৃত বায়ু গরম, আর্দ্র ও দুর্গন্ধ যুক্ত। সরলান্ত্রে চুলকানি, কামড়ানি ও জ্বালা। **সরলান্ত্র থেকে ঝাঁঝাল, হাজাকর, রসনিঃসরণ।** পচা, আঠালো, রসনিঃসরণ। রাত্রি কালে মূলাধারে টাটানি ব্যথা, চুলকানি তৎসহ ভিজেভাব। **সরলান্ত্র থেকে রক্তস্রাব।**

মলদ্বারে জ্বালা, মলদ্বারের শিরায় জ্বালা (**মিউরেটিক অ্যাসিড**)। বৃদ্ধ ব্যক্তির **যন্ত্রণাদায়ক উদরাময়।** বারে বারে অসাড়ে, পচা মৃত দেহের ন্যায় দুর্গন্ধ যুক্ত মল, এরপরে **মলদ্বারে জ্বালা। শ্বেত অর্শবলী ; মলদ্বারে হাজা, নীলচে, জ্বালাকর অর্শ, মলত্যাগের পর যন্ত্রণা।**

পুরুষের রোগ — মলত্যাগের সময় প্রস্টেট গ্রন্থি থেকে রস নিঃসরণ। উরুস্থানে, অন্ডকোষের নিকট চুলকানি ও আর্দ্রভাব।

স্ত্রীরোগ — ধাতুস্রাব নিয়মিত সময়ের আগে ও পরিমাণে প্রচুর হয় ; রক্ত ফ্যাকাশে বর্ণের। যোনিকপাট স্ফীত ; সাদা ক্ষত ; মূলাধারের শিরার স্ফীতি। মাসিক ধাতু স্রাবের আগে প্রদর স্রাব, স্রাব গাঢ়, সবুজ বর্ণের, দুধের মত ও হাজাকর। (**ক্রিয়োজোট**)। **ধাতুস্রাবের সময় ; হাতে ও পায়ের তলায় জ্বালা।**

শ্বাস - প্রশ্বাস — কাশি, তৎসহ কণ্ঠনলীতে চুলকানি ; আক্ষেপিক কাশি তৎসহ শ্লেষ্মাবমন। হুপিং কাশি, রোগের শুরুতে। গভীর, কর্কশ কণ্ঠস্বর, সামান্য পরিশ্রমে পড়ে যায়। স্বরভঙ্গ ; সন্ধ্যায়, বৃদ্ধি, কথা বললে বৃদ্ধি ; সন্ধ্যার সময় শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, বুকের ভিতর টাটানি ব্যথা ও হাজার মত অনুভূতি। বুকের ভিতর সাঁইসাঁই ও সর্দির ঘড়ঘড় শব্দ। মাঝে-মাঝে অনেক সময় ধরে কাশির ধমক চলে। **কাশি তৎসহ বুকের ভিতর জ্বালা।** সন্ধ্যায়, মুক্তবাতাসে, খাবার পরে ও কথাবললে বৃদ্ধি। আক্ষেপিক কাশি, মুখমন্ডল নীলবর্ণ যুক্ত, দূর্গন্ধ যুক্ত শ্লেষ্মা, অবহেলিত নিউমোনিয়া রোগ। শ্বাস-প্রশ্বাস ঠান্ডা ;সর্বদা বাতাস চায়। ফুসফুস থেকে রক্তস্রাব। বৃদ্ধদের হাঁপানী তৎসহ চামড়া নীলচেবর্ণ যুক্ত।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — ভারবোধ, আড়ষ্ট ;পক্ষাঘাতের ন্যায় অনুভূতি ; হাত-পা যেন ঝিমিয়ে রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি ;পেশীতে শক্তির অভাব ;সন্ধি স্থান দুর্বল। পায়ের সামনের অস্থিতে বেদনা। পায়ের তলায় খিলধরা ; পায়ের পাতার আড়ষ্টতা ও ঘাম হয়। **হাঁটু থেকে নীচের দিকে ঠান্ডা অনুভূতি।** পায়ের আঙ্গুলগুলি লাল, স্ফীত। অস্থিতে ও হাতে পায়ে জ্বালাকর যন্ত্রণা।

জ্বর — শীতলতা, তৎসহ পিপাসা। নিম্নবাহুতে শীতভাব শুরু হয়। শরীরের বিভিন্ন অংশে জ্বালাভাব। আহারের সময় ঘাম। ঘুটঘুটে জ্বর, দুর্বলকর ঘাম।

চামড়া — **নীলচে, শীতল, কালশিরার মত।** শিরার স্ফীতি, চুলকানি, সন্ধ্যায়, বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধি, চামড়া আর্দ্র, **উত্তপ্ত ঘাম**, বার্ধক্যে পচনযুক্ত **ক্ষত,** যা পায়ের আঙ্গুল গুলিতে প্রথম শুরু হয় ; শয্যাক্ষত ; সহজেই রক্তপাত হয়। মাথার চুল উঠে যায়, এক প্রকার সাবির্বক দুর্বলকর অবস্থা। সহজে ভাল হয় না এই জাতীয় ক্ষত, জ্বালাকর যন্ত্রণা। ঝাঁঝাল, দূর্গন্ধ যুক্ত স্রাব ;ক্ষত স্থানের কিনারা গুলিতে গ্যাংগ্রীণ হবার প্রবণতা। শিরাস্ফীতি **জনিত কারণে চামড়ার উপর হওয়া ক্ষত। কার্বাঙ্কল।** (আর্সেনিক : অ্যাথ্রাক্সিনাম)।

কমা - বাড়া - বৃদ্ধি — সন্ধ্যায়, রাত্রে ও মুক্ত বাতাসে ; ঠান্ডায় ; **চর্বিযুক্ত খাদ্যে, মাখন, কফি, দুধ,** উষ্ণ- আর্দ্র আবহাওয়া ;মদ্যপানে।

উপশম — ঢেকুর তুললে, পাখির বাতাসে, ঠান্ডায়।

সম্বন্ধ — দোষঘ্ন - স্পিরিট্স্নাইটার ; ক্যাম্ফর ; এমব্রা ; আর্সেনিক।

তুলনীয় — **কার্বোনিয়াম** - ল্যাম্পব্ল্যাক (আক্ষেপ জিহ্বা থেকে শুরু হয়ে শ্বাসনলী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রসারিত লাইকোপোডিয়াম, আর্সেনিক, চায়না।

পরিপূরক — ক্যালি কার্ব ; ড্রসেরা।

শক্তি — পাকস্থলীর উপসর্গে ১x থেকে ৩x বিচূর্ণ। পুরাতন রোগে ৩০ অথবা **উচ্চতর শক্তি** এবং পতনাবস্থায়।

কার্বোলিকাম অ্যাসিডাম

CARBOLICUM ACIDUM ফেনল-কার্বলিক অ্যাসিড

কার্বলিকঅ্যাসিড একটি শক্তিশালী উত্তেজক ও অনুভূতি নাশক ঔষধ বিশেষ। এটি একটি নিস্তেজ, দুর্গন্ধ যুক্ত, বেদনাহীণ, ধ্বংস কারক ঔষধ বিশেষ। হৃত চেতনা অবস্থা, অনুভূতি শক্তি ও গতিশক্তির পক্ষাঘাত, নাড়ীর গতি ক্ষীণ, ও শ্বাস-প্রশ্বাস দুর্বলকর, শ্বাস-প্রশ্বাস কেন্দ্রের পক্ষাঘাতের কারণে রোগীর মৃতু হয়। প্রাথমিকভাবে ঔষধটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে। ঘ্রাণ সম্পর্কিত স্নায়ুর ক্ষমতার বৃদ্ধি।

এই ঔষধটি শারীরিক ও মানসিক পক্ষাঘাত তৈরী করে, পড়া-শুনায় অনিচ্ছা, তৎসহ মাথা বন্ধনী দিয়ে কষে বাঁধা রয়েছে এই প্রকারে অনুভূতি সহ মাথার যন্ত্রণা। ঘ্রাণশক্তির প্রাবল্য, এই ঔষধের একটি শক্তিশলী পথ নির্দেশক লক্ষণ বিশেষ। পাকস্থলীর লক্ষণাবলী ও বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ, মারাত্মক যন্ত্রণা, যন্ত্রণা আসে এবং চলে যায় হঠাৎ করে। শারীরিক পরিশ্রমের জন্য শরীরের কোন কোন স্থানে ফোঁড়া তৈরী হয়। পচা, দূর্গন্ধযুক্ত স্রাব (ব্যাপ্টি সিয়া)। স্কারলেট জ্বার, তৎসহ শরীরের অভ্যন্তরের কোষের ধ্বংস প্রবণতা, এবং দূর্গন্ধ, আক্ষেপিক কাশি। সন্ধি প্রদাহ (শক্তি দেখ)।

মাথা — মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছা। মাথায় যেন রবারের বন্ধনী কষে বাঁধা রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি (জেলস ;ম্যাহোনিয়া)। ডানদিকের চক্ষু কোটরের শূল বেদনা। মাথার যন্ত্রণা, সবুজ চা পানের পর উপশম হয় ;ধূমপানের সময় কম থাকে।

নাক — ঘ্রাণ শক্তির প্রাবল্য। পচা, দূর্গন্ধযুক্ত স্রাব। নাকের ভিতর পচাক্ষত, তৎসহ দূর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে। ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং এর ফলে দুর্বলতা।

গলা — ঠোঁটের ও গালের ভিতরের অংশে ক্ষত যুক্ত ছোপ। মুখগহ্বর থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত জ্বালা। গল কোষ লাল ও রসে পূর্ণ। আলজিহ্বা সাদাটে ও কুঁচ্কানো। পচাগন্ধ যুক্ত স্রাব। ঢোক গেলা প্রায় অসম্ভব। ডিফ্থিরিয়া, দূর্গন্ধ যুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, ভুক্ত তরল খাদ্য বস্তুর উদগীরণ, কিন্তু যন্ত্রণা সামান্য। (ব্যাপ্টি)। মুখমন্ডল কালচে লাল ;মুখ গহ্বর ও নাকের চারিপাশ সাদাটে। জীবনী শক্তির দ্রুত পতনাবস্থা।

পাকস্থলী — ক্ষুধা কমে যায়। উত্তজেক খাদ্যবস্তু ও ধূমপানের প্রাত আসক্তি। অবিরত ঢেকুর তোলা, বমি বমি ভাব, বমি, কালচে-জলপাই রঙের বমি। খাদ্য নলীর উপর দিয়ে উত্তাপ উঠে থাকে। পেটে বায়ু জমা হবার কারণে পাকস্থলী ও উদরের স্ফীতি। যন্ত্রণাদায়ক বায়ু সঞ্চয় অন্ত্রের কোন একটি অংশে প্রায়ই দেখা যায়। (সালফো

-কার্বনেট অফ্ সোডা)। পেটের ভিতর থাকা ভুক্ত খাদ্যবস্তুর গেঁজে ওঠার ফলে অগ্নিমান্দ্য তৎসহ মুখের আস্বাদ, খারাপ ও শ্বাস-প্রশ্বাস দুর্গন্ধ যুক্ত।

মল — (কোষ্ঠকাঠিণ্য), তৎসহ তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস। রক্ত যুক্ত, দেখতে অনেকটা অন্ত্রের দেওয়ালের মাংসের চাঁচা অংশের মত। প্রচন্ড কোঁথ, উদরাময় ; মল পাতলা, কালো, পচা গন্ধ যুক্ত।

প্রস্রাব — প্রায় কাল। বহুমূত্র রোগ। বৃদ্ধব্যক্তির প্রস্রাব থলির অস্বস্তি তৎসহ রাত্রে বারে বারে প্রস্রাব। অনুমান করা হয় যে, প্রস্টেটের গোলযোগের দরুণ এই জাতীয় অবস্থা দেখা দেয়। (১x বিচূর্ণ প্রযোজ্য)

স্ত্রীরোগ — স্রাব সর্বদা দুর্গন্ধময় (নাইট্রিক অ্যাসিড ; নাক্স সিপিয়া)। যোনিকপাটে পূঁজযুক্ত উদ্ভেদ, পুঁজরক্ত মিশ্রিত। কোমরে কষ্টদায়ক বেদনা, বেদনা আড়াআড়ি ভাবে নিতম্ব স্থানে প্রসারিত হয় এবং নিচের দিকে উরুস্থান বরাবর টেনে ধরার মত অনুভূতি। বামদিকের ডিম্বাশয়ে বেদনা ; মুক্ত বাতাসে হাঁটাচলা করলে বৃদ্ধি। জরায়ুর গ্রীবায় ক্ষত। দুর্গন্ধযুক্ত, হাজাকর স্রাব। শিশুদের প্রদর স্রাব। (ক্যানাবিস স্যাট, মার্ক সল, পালস্, সিপিয়া) । প্রসবান্তিক জ্বর, তৎসহ দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব। উত্তেজক প্রদর স্রাব, এবং এই কারণে চুলকানি ও জ্বালা (ক্রিয়োজোট)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — পায়ের অগ্রভাগের যে অংশ টিবিয়া অস্থির নিকটবর্তী, হাঁটার সময় সেই অংশে খিল ধরা। টিবিয়া অস্থিতে কামড়ানি বেদনা। সন্ধি প্রদাহ।

চামড়া — চুলকানি যুক্ত উদ্ভেদ, তৎসহ জ্বালাকর বেদনা। পোড়া অংশ ক্ষতে পরিণত হবার প্রবণতা।

সম্বন্ধ তুলনীয়— ক্রাইস্যারোবিন — (মাথার চামড়ার দাদে বাহ্যিকভাবে থেকে ১০ শতাংশ গ্লিসারিনে ও অ্যালকোহলে। সামান ভাগে)। **আর্সেনিক ; কার্বোভেজ ; গুয়্যানো** (তীব্র মাথার যন্ত্রণা, যেন মাথার চারিপাশে বন্ধনী দিয়ে কষে বাঁধা রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি। নাসারন্ধ্রে, পিঠে, উরুস্থানে ও যৌনাঙ্গে চুলকানি ; হে ফিভার জাতীয় লক্ষণাবলী।

দোষাঘ্ন — অ্যালকোহল ; ভিনিগার ; চক ; আয়োড গ্লুবার্স সল্ট জলে দ্রবণে।

প্রতিবন্ধক — গ্লিসারিন ও ভেষজ তৈল।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি। গুডনো মতানুসারে ফেমল সন্ধির বাতে। অবশ্যই খাঁটি হওয়া দরকার। কিস্টাল দ্রবণ (২৫%) সমান অংশের জল ও গ্লিসারিন ২০ ফোঁটা ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে দিনে তিন প্রযোজ্য (বার্টলেট)।

কার্বোনিয়াম হাইড্রোজেনিসেটাম

CARBONEUM HYDROGENISATUM — কার্বিউরেটেড হাইড্রোজেন

সন্ন্যাস রোগের যে রূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, তার সঙ্গে এই ঔষধের লক্ষণের সাদৃশ্য আছে। চোয়াল আটকিয়ে থাকার মত আক্ষেপিক অবস্থা। অসাড়ে মলত্যাগ ও প্রস্রাব।

মন — বিহ্বল অবস্থা। অদ্ভুত ধরণের তৃপ্তির অনুভূতি। সকল চিন্তাগুলি মনে হয় কোন এক সময়ে শরীরের ভিতর থাকা কোন দর্পণে দেখা যায়।

চোখ — চোখের অর্ধেক বন্ধ। অক্ষিগোলকের নর্তন। চোখের তারায় আলোকানুভূতি থাকে না।

কার্বোনিয়াম অক্সিজেনিসেটাম

CARBONEUM OXYGENISATUM — কার্বোনাস অক্সাইড

এই ঔষধ হার্পিস জুস্টার, পোড়ানারাঙ্গা ও চোয়ালের আক্ষেপ বা চোয়াল আটকিয়ে থাকার মত লক্ষণ তৈরী করে। শীতলতা, নিদ্রালুতা, অচৈতন্য অবস্থা, এই লক্ষণগুলি এই ঔষধে স্পষ্ট ভাবে বর্তমান থাকে। মাথা ঘোরা।

মাথা — মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ; দৃষ্টি, শ্রবণ ও স্পর্শ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি। গোলাকার ভাবে ঘোরার প্রবণতা। চোয়াল শক্তভাবে আটকিয়ে থাকে। চোয়ালের আক্ষেপ মাথায় ভারী বোধ। দুই দিকের রগে খোঁচামারার মত বেদনা। কানের ভিতর ঘর্ঘর শব্দ।

চোখ — দৃষ্টি শক্তির পক্ষাঘাত, দৃষ্ট বস্তুর অর্ধেক দেখতে পায়, চোখের তারার কাজ সংক্রান্ত গোলযোগ, চোখের স্নায়ুমূল এবং চোখের পেশীর শীর্ণাবস্থা, রেটিনা থেকে রক্তস্রাব।

চামড়া — স্পর্শানুভূতির লোপ ; স্নায়ুর গতিপথে ফোস্কা ; হার্পিস জুস্টার ; পোড়া নারাঙ্গা তৎসহ ছোট ও বড়ো দুই প্রকারের উদ্ভেদ। হাত বরফের মত ঠান্ডা।

ঘুম — গভীর ঘুম। দীর্ঘস্থায়ী ঘুম ; কয়েকদিন ধরে একটানা ঝিমুনিভাব।

শক্তি — ১ম শক্তি।

কার্বোনিয়াম সালফিউরেটাম

CARBONEUM SULPHURATUM — অ্যালকোহল সালফিউরিস্, বাইসালফাইড অফ্ কার্বন

এই ঔষধের লক্ষণাবলী বিচার করলে দেখা যায় যে, এই ঔষধের কাজ অত্যন্ত গভীর ও বিধবস্তকারী এবং এই ঔষধের কাজ অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে থাকে। মদ

খাওয়ার কুফলে ভগ্ন স্বাস্থ্য রোগীর ক্ষেত্রে খুব ভাল কাজ করে। অনুভূতি প্রবন রোগী ঠান্ডায় বৃদ্ধি, পেশীর ক্ষয় ও চামড়া এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অনুভূতির লোপ। চোখের উপর বিশেষ প্রভাব আছে। পুরাতন বাতরোগ, অনুভূতি প্রবণ ও ঠান্ডা সহ্য হয় না। শরীরের তাপমাত্রার স্বল্পতা। উদরাময় প্রতি চার থেকে ছয় সপ্তাহ পর পর। স্নায়ুকেন্দ্রে তীব্র রক্তাধিক্য সহ পক্ষাঘাত। শারীরিক ক্ষয় বা টেবিজ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুভূতির গোলযোগ।

ধ্বজভঙ্গ — সাইয়েটিকা এই ঔষধের রোগজ অবস্থার মধ্যে পড়ে। পুরাতন সীসা বিষাক্ততা হেতু উপসর্গ। বাজু, হাত ও পায়ের অনুভূতি শক্তির হ্রাস পাওয়া। শরীরের প্রান্তীয় স্নায়ুর প্রদাহ।

মন — খিটখিটে, উদ্বেগ গ্রস্ত, সহ্য শক্তির অভাব, হৃত চেতন । মানসিক ক্রিয়ার শিথিলতা। দৃষ্টি ও শ্রবণ সম্পর্কিত বিভ্রান্তি। পরিবর্তনশীল মনোভাব। পর্যায়ক্রমে মানসিক শক্তির হ্রাস ও উত্তেজনা।

মাথা — মাথার যন্ত্রণা ও মাথা ঘোরা। যন্ত্রণা, যেন মনে হয় মাথায় কষে টুপি থাকার মত অনুভূতি। কান বন্ধ হয়ে রয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি। মাথার ভিতর শব্দ। ঠোঁটে ক্ষত, মুখগহ্বর ও জিহ্বার অনুভূতি শক্তির লোপ।

চোখ — সাইয়োপিয়া, দৃষ্টি শক্তির স্বল্পতা, অক্ষি পটের গোলাকার স্থান ঘোলাটে এ দৃষ্টি সম্পর্কিত স্নায়ুর শীর্ণতা। হাল্কা, লাল ও সবুজ রঙ দেখতে অসুবিধা কিন্তু সাদা রঙ চিনতে পারে। দৃষ্টি সম্পর্কিত স্নায়ুর প্রদাহ এবং ক্রমশঃ স্নায়ুর শীর্ণতা দেখা দেয়। ধমনী ও শিরায় রক্তাধিক্য। রেটিনাতে রক্তাধিক্য ; রেটিনা বা অক্ষিপটস্থ গোলাকার স্থানের মলিনতা। সব কিছুই কুয়াশাচ্ছন্ন দেখায়। দৃষ্টিশক্তি যথেষ্ট কমে যায়। রঙ চিনতে অক্ষমতা।

কান — শ্রবণ শক্তি স্বল্পতা। কানের ভিতর ঝাঁই ঝাঁই ও গানের শব্দ। কানের ভিতর শব্দ।

উদর — যন্ত্রণা সহ ভ্রাম্য মানস্ফীতি যেন ঐ অংশে বায়ু জমা হয়েছে। প্রসারণ, তৎসহ টাটানি ব্যথা এবং পেটের ভিতর গুড়গুড় শব্দ।

পুরুষের রোগ — কামেচ্ছায় হ্রাস, যৌনাঙ্গের শীর্ণতা। বারে বারে, প্রচুর বীর্যস্খলন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — হাতের পিছনের অংশে হার্পিস। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে টাটানি ব্যথা, থেঁৎলিয়ে যাওয়ার ন্যায় ; বাহু ও হাতের স্পর্শানুভূতির লোপ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের খিল ধরা। হাতের আঙ্গুল গুলি স্ফীত, অনুভূতি শক্তি হীন, শক্ত, আড়ষ্ট। টলমনে চলন ভঙ্গি ; অন্ধকারে বৃদ্ধি। পাগুলি অনুভূতি হীন। সাইয়েটিকা ; যন্ত্রণা ঘুরে বেড়ায়, নির্দিষ্ট সময়ে, দীর্ঘ সময় পরে ফিরে আসে। নিম্নাঙ্গের বেদনা, তৎসহ খিল ধরা ও ঝিন্‌ঝিন্ অনুভূতি। স্নায়ুশূল।

ঘুম — সকালের দিকে গভীর ঘুম তৎসহ উদ্বেগ ও বিরক্তিকর স্বপ্ন।

চামড়া — স্পর্শানুভূতি হীন ; জ্বালা ; চুলকানি ; ক্ষত; সামান্য আঘাত ক্ষতে পরিণত হয়। ক্যান্সার রোগের বৃদ্ধি এই ঔষুধ ঠেকিয়ে রাখে। পুরাতন চর্মরোগ তৎসহ তীব্র চুলকানি।

কমা-বড়া — **উপশম** - মুক্ত বাতাস।

বৃদ্ধি — প্রাতঃ রাশের পরে ; স্নানে। উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়ায় অনুভূতি প্রবণ।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — **পটাশ** জ্যান্‌টেট্ (কাজের মধ্যে সাদৃশ্য আছে।) কোন যন্ত্রের কটেক্সের উপর কাজ করে ; স্মৃতি শক্তি হ্রাস; রক্ত কোষের ধবংস প্রাপ্তি ; ধবজ ভঙ্গ ও বার্ধক্য।

টিউবারকিউলিন ; রেডিয়াম ; কার্বোভেজ ; সালফার ; কস্টিকাম ; স্যালিসিলিক অ্যাসিড ; সিঙ্কোনা ; চোখের উপসর্গে তুলনীয় — **বেঞ্জিন ডাইনাইট্রিক ; থাইরয়ডিন** (ক্রমশঃ দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়া ও রঙ চিন্‌তে অসুবিধা হওয়া)।

শক্তি — ১ম শক্তি। স্থানিক ভাবে মুখমন্ডলীয় স্নায়ুশূল ও সাইয়েটিকা।

কার্ডুয়াস মেরিয়েনাস

CARDUS MARIANUS

সেন্ট মেরিস্ থিসল্

এই ঔষধের কাজ মূলতঃ যকৃৎ ও যকৃৎ ধমনী মন্ডলের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয় এবং এর ফলে ঐ স্থানে টাটানি ব্যথা, যন্ত্রণা ও জন্ডিস দেখা দেয়। রক্তবহা নলীর উপর এই ঔষধের বিশেষ কাজ আছে। মদ জাতীয় পানীয় গ্রহণের কুফল, বিশেষ করে বিয়ার পানের কুফল। শিরাস্ফীতি ও ক্ষত। খনি শ্রমিকদের রোগ, তৎসহ হাঁপানি। শোথ জাতীয় অবস্থা, যদিও এই অবস্থা যকৃতের রোগের উপর নির্ভর শীল এবং এছাড়া যখন বস্তি কোটরের রক্তাধিক্য অবস্থা দেখা যায়। চিনির বিপাকক্রিয়ার গোলযোগ। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে যখন সকৃৎ আক্রান্ত হয়। দুর্বলতা। রক্তস্রাব, বিশেষত, যে ক্ষেত্রে যকৃতের রোগ থাকে।

মন — বিষন্নতা ; ভুলে যাওয়া প্রবণতা যুক্ত, উদাসীন।

মাথা — দুই চোখের ভুর উপরে সঙ্কোচনের অনুভূতি। নিস্তেজ, ভারী বোকার মত, তৎসহ ক্লেদপূর্ণ জিহ্বা। মাথা ঘোরা, তৎসহ সামনের দিকে পড়ে যাওয়ার প্রবণতা। চোখে জ্বালা ও চাপ বোধ। নাক থেকে রক্তপাত।

পাকস্থলী — মুখের আস্বাদ তিতো। লবনাক্ত মাংসে অনিচ্ছা। খিদে কম ; জিহ্বা ফাটা ; বমি-বমি ভাব ; ওয়াক তোলা ; সবুজ বর্ণের, আম্লিক তরল পদার্থের বমন। প্লীহার নিকটে, পাকস্থলীর বামদিকে সুঁচফোটার মত বেদনা (সিয়েনোথাস)। পিত্তথলির পাথুরি তৎসহ যকৃতের বিবৃদ্ধি।

উদর — যকৃৎ স্থানে বেদনা। যকৃতের বাম খন্ড অন্যন্ত অনুভূতি প্রবণ। পূর্ণতার অনুভূতি ও টাটানি, তৎসহ চামড়া গার্ড। কোষ্ঠ কাঠিণ্য ;ফলশক্ত, কষ্টকর, গুটলে গুটলে; পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠ কাঠিণ্য ও উদরাময়। মল উজ্বল হলুদ বর্ণের। পিত্তথলির স্ফীতি তৎসহ বেদনাদায়ক স্পর্শকাতরতা। যকৃতে রক্তাধিক্য, তৎসহ জন্ডিস। যকৃতের শুষ্ক অবস্থা বা সিরোসিস, তৎসহ শোথ।

সরলান্ত্র — রক্তস্রাবী অর্শ, অর্শবলী অথবা সরলান্ত্রের নির্গমন, মলদ্বার ও সরলান্ত্রে জ্বালাকর যন্ত্রণা, মলশক্ত ও গুটলে গুটলে, কাদার মত দেখতে। সরলান্ত্রের ক্যান্সারের ফলে প্রচুর উদরাময়। ১০ ফোটা মাত্রায় (ওয়াপ্‌লার)।

প্রস্রাব — ঘোলাটে ; সোনালি বর্ণের।

বুক — বুকের ডানদিকের নিচের পঞ্জরাস্থিতে সূঁচফোটার মত বেদনা ; নড়াচড়া ও ঘোরা ঘুরিতে বৃদ্ধি। হাঁপানির মত শ্বাস-প্রশ্বাস । বুকে বেদনা, বেদনা ঘাড়ে, কোমরে, ও পেট পর্যন্ত প্রসারিত হয়, তৎসহ প্রস্রাবের বেগ।

চামড়া — রাত্রে শোয়ার পরে চুলকানি। শিরাস্ফীতি জনিত কারণে ক্ষত । (ক্লিমেটিস্ ভিটামিন)। বুকাস্থির নীচের অংশে উদ্ভেদ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — হিপ-জয়েন্ট স্থানে বেদনা, বেদনা সমগ্র নিতম্ব অংশের ছড়িয়ে পড়ে এবং নীচের দিকে উরুস্থান পর্যন্ত নামে ; সামনের দিকে ঝুঁকলে বৃদ্ধি। উঠতে কষ্ট। পায়ে দুর্বলতা অনু-ভব,, বিশেষ করে বসার পরে।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — কার্ডুয়াস বেনেডিকটাস্ (চোখের উপর-শক্তিশালী কাজ আছে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে সঙ্কোচনের অনুভূতি ; পাকস্থলীর লক্ষণে সাদৃশ্য আছে) ;

চেলিডোনিয়াম ; সিয়োন্যান্থেস ; মার্ক ; পডোফাইলাম ; ব্রাইয়োনিয়া ; এলো ।

শক্তি — অরিষ্ট ও নিম্নশক্তি।

কার্লসব্যাড

CARLSBAD

দ্য ওয়াটার অফ্ দ্য
স্প্রুডেন স্প্রিংস্

যকৃতের উপর কাজে ও স্থূলকায়, বহুমূত্র ও গেঁটে বাত রোগের চিকিৎসায় এই ঔষধ বিখ্যাত। শক্তিকতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকল যন্ত্রের দুর্বলতায়, কোষ্ঠকাঠিণ্য, প্রচন্ড ঠান্ডা লাগার প্রবণতা প্রযোজ্য। নির্দিষ্ট সময় পর পর রোগের ফিরে আসা, এই ঔষধের কাজের ফল দুই থেকে চার সপ্তাহ পর প্রকাশ পায়। (অক্সালিক অ্যাসিড ; সালফার ;)। সমস্ত শরীর থেকে আগুনের হল্কা বেরিয়ে থাকে। শরীরের বিভিন্ন অংশের চুলকানি।

মন — ঘর-গৃহস্থলীর কাজ-কর্ম অপচ্ছন্দ ও উদ্বেগ।

মাথা — বেদনা, তৎসহ রগের দিকের শিরার স্ফীতি (স্যাঙ্গুই) ; নড়াচড়ায়, মুক্ত বাতাসে উপশম।

মুখমন্ডল — হলুদ বর্ণের ; বিবর্ণ; লালচে ও উত্তপ্ত ; হাইগোম্যাটিক প্রসেস স্থানে বেদনা ; মনে হয় যেন, মাকড়সার জাল আটকিয়ে রয়েছে।

পাকস্থলী — জিহ্বা সাদালেপ যুক্ত। মুখগহ্বর থেকে দূর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে। লোম জাতীয় কিছু থাকার মত অনুভূতি। টক অথবা লবনাক্ত আস্বাদ। হিক্কা ও হাই তোলা। গলা-বুক জ্বালা। (কার্বোভেজ)।

প্রস্রাব — প্রস্রাবের ধারা নিস্তেজ ও ধীর ; পেটের পেশী গুলির উপর চাপ দিলে তবেই কেবলমাত্র প্রস্রাব বেরিয়ে থাকে।

সরলান্ত্র — জল ভিতর দিকে ঢুকে যায়। মল খুব ধীরে বেরিয়ে থাকে এবং কেবলমাত্র পেটের পেশীতে অধিক মাত্রায় চাপ দেবার পর মল নির্গত হয়। সরলান্ত্র ও গুহ্যদ্বারে জ্বালা। রক্তস্রাবী-অর্শ।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — নেট্রাম সালফ ; নাক্স।

শক্তি — নিম্নশক্তি।

ক্যাসকারা স্যাগরেড়া - র‍্যামনাস পুর্সিয়ানা

CASCARA SAGRADA-RAAMNUS PURSHIANA — **স্যাকরেড বার্ক**

কোষ্ঠকাঠিণ্য সাময়িক উপশম দিতে ব্যবহার হয়ে থাকে (অহোমিওপ্যাথিক), কেবলমাত্র ১৫ ফোঁটা অরিষ্টে বলকারক কাজের সাহায্যে অন্ত্রের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠাকরে থাকে, কিন্তু এই ঔষধের কাজের পরিধি ব্যাপক, যা সুষ্ঠভাবে প্রুভিং করলে দেখা যায়। পুরাতন অজীর্ণ রোগ, যকৃতের শুষ্কতা ও জন্ডিস। অর্শ ও কোষ্টকাঠিণ্য। পাকাশয়িক কারণে মাথার যন্ত্রণা। চওড়া, থলথলে জিহ্বা ; দূর্গন্ধ যুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস।

প্রস্রাব — প্রস্রাব ধারা শুরু হবার আগে প্রথমে কয়েক মিনিট অবশ্যই অপেক্ষা করতে হয়, প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব শুরু হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — পেশী ও সন্ধির বাত, তৎসহ দুর্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিণ্য।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — হাইড্রসটিস ; নাক্স ; র‍্যামনাস্ ক্যালিফোর্নিকা (অরিষ্ট কেবলমাত্র কোষ্ঠকাঠিণ্যে ; কর্ণনলীর প্রদাহ, ও অ্যাপেন্ডিসাইটিস এবং বিশেষ করে বাতরোগে)।

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্যাসকেরিলা

CASCARILLA **সুইট বার্ক**

পাকাশয়িক নলীর উপর এই ঔষধ কাজ করে থাকে ; কোষ্ঠকাঠিণ্য। তামাকের গন্ধে বিরক্তি। বমিকরার প্রবণতা যুক্ত, এই ঔষধের একটি বৈশিষ্ট্যি পূর্ণ লক্ষণ বিশেষ।

পাকস্থলী — আহারের পর ক্ষুধার্ত। উত্তপ্ত পাণীয়ের প্রতি স্পৃহা। বমি - বমি ভাব ও বমি। হঠাৎ আঘাত লাগলে যে রকম হয়, পাকস্থলীতে ঐ জাতীয় বেদনা। চাপের মত শূল বেদনা।

সরলান্ত্র — কোষ্ঠকাঠিণ্য ; মলশক্ত, শ্লেষ্মা মিশ্রিত। (গ্র্যাফাইটিস)। উজ্বল লালবর্ণের রক্ত তৎসহ মন। পর্যায়ক্রমে উদরাময় তৎসহ শক্ত, বড়ো পিন্ডের মত জল, তৎসহ পিঠের যন্ত্রণা এবং অবসাদভাব, এবং শূলবেদনা। সরলান্ত্রের উপর দিকে কামড়ানি বেদনা।

শক্তি — ১ম থেকে ৩য় শক্তি।

কার্সিনোসিন

CARCINOSIN **এ নসোড ফ্রম কার্সিনোমা**

এটি দাবী করা হয়ে থাকে যে, যে সকল ক্ষেত্রে ক্যান্সারের ইতিহাস থাকে এবং ক্যান্সার রোগের লক্ষণাবলী বর্তমান থাকে, সেই সব ক্ষেত্রে কার্সিনোসিন খুব ভালো ভাবে কাজ করে থাকে। (জে. এইচ ক্লার্ক এম. ডি.)।

স্তন্য গ্রন্থির ক্যান্সার তৎসহ মারাত্মক বেদনা ও গ্রন্থির কঠিণতা ; জরায়ুর ক্যানসার, দুর্গন্ধ যুক্ত স্রাব, রক্তস্রাব এবং যন্ত্রণা অনেকটা কমিয়ে থাকে।

অজীর্ণ, পাকস্থলী ও অন্ত্রে বায়ু সঞ্চয় ; বাতরোগ - ক্যান্সার রোগাক্রান্তের ন্যায় শারীরিক বিকৃতি।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — বিউফো ; কোনিয়াম ; ফাইটোলক্কা ; এস্টারিয়াস।

শক্তি — ৩০ থেকে ২০০ শক্তি, রাত্রে একমাত্রা অথবা এর থেকেও দীর্ঘসময় পরে।

ক্যাষ্টেনিয়া ভেস্কা

CASTANEA VESCA **চেষ্টনাট লীভ্স**

হুপিং কাশির একটি ভালো ঔষধ, বিশেষ করে রোগের প্রাথমিক অবস্থায়, তৎসহ শুষ্ক, ঝন্ঝন্কর, তীব্র, আক্ষেপিক, কাশি। গরম পাণীয়ের প্রতি স্পৃহা। প্রচন্ড তৃষ্ণার্ত। ক্ষুধা কমে যাওয়া। উদরাময়। গাঢ় প্রস্রাব।

কোমরের বেদনা, পিঠের দুর্বলতা, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে খুব কষ্ট হয়।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — পার্টুসীন - হুপিং কাশি (যখন লক্ষণাগুলি কমে যাওয়ার পরে, আবার দেখা দেয়)। ড্রসেরা ; মেফাইটিস ; ন্যাফ্‌থেলিন ; এমন ব্রোস।

শক্তি — অরিষ্ট।

ক্যাষ্টর ইক্যুই

CASTOR EQUI রুডিমেন্টরি থাম্ব-নেইল অফ্ দ্য হর্স

এই ঔষধের মূলকাজ হল, পুরুচর্ম ও ত্বকের উপর। জিহ্বাতে সোরিয়্যাসিস জাতীয় উদ্ভেদ। ডাঃ হেরিং ও তাঁর অনুগত প্রভার সকল রোগী চিকিৎসা করার সময় যে, জ্ঞানার্জন করেছেন তা থেকে দেখা যায় যে, এই ঔষধটি অত্যন্ত ভালো কাজ করে, ফাটা ও ক্ষত যুক্ত স্তন বৃন্তের উপর। প্রধাণতঃ এই ঔষধ স্ত্রী অঙ্গের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করে। নখ ও অস্থির উপর কাজ করে। ডানদিকের টিবিয়া অস্থি ও কক্সিস্ বা চঞ্চু অস্থির বেদনা। কপালে আঁচিল। স্তনের উপর আঁচিল। হাত ফাটা-ফাটা।

বুক — স্তনবৃন্ত ফাটা, টাটানি ব্যথা যুক্ত, অত্যন্ত স্পর্শকাতর। স্তন্য গ্রন্থির স্ফীতি। স্তনে তীব্র চুলকানি, স্তনের কালো অংশ বা অ্যারিয়োলা লালবর্ণ যুক্ত।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — গ্র্যাফাইটিস ; হিপ্পোনেন্স ; ক্যাল্কেরিয়া অকজ্যালিকা।

শক্তি — ৬ষ্ঠ থেকে ১২ শক্তি।

ক্যাস্‌টোরিয়াম

CASTOREUM দ্য বিভার

হিস্টিরিয়া রোগের একটি মহৌষধ। দূর্বলতা সুস্পষ্টভাবে থাকে। হিস্টিরিয়া সংক্রান্ত লক্ষণাবলী। দিনের বেলা চোখে দেখতে পায় না ; আলো কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। দুর্বলচিত্তের স্ত্রীলোক, যিনি পূর্বেকার কোন রোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি, কিন্তু রোগী সর্বদাই খিটখিটে এবং দুর্বলকর ঘামে কষ্ট পায়। দূর্বলকর কোন রোগের পর, আক্ষেপিক লক্ষণাবলী। অবিরাম হাই তোলে। অস্থির নিদ্রা তৎসহ ভয় যুক্ত স্বপ্ন ও ঘুমের ভিতর চমিকিয়ে উঠে।

জিহ্বা — স্ফীত। জিহ্বার কেন্দ্রস্থলে মোটরের দানার আকৃতির ন্যায় একটি গোলাকার উদ্ভেদ, তৎসহ জিহ্বার কেন্দ্র থেকে জিহ্বামূলাস্থি পর্যন্ত টেনে ধরার মত অনুভূতি।

স্ত্রীরোগ — বাধক বেদনা ; রক্তস্রাব ফোঁটা-ফোঁটা করে তৎসহ কোঁথ থাকে। মধ্য উরুস্থান থেকে যন্ত্রণা শুরু হয়। রজঃলোপ, তৎসহ যন্ত্রণাদায়ক পেট ফাঁপা।

জ্বর — শীত ভাবের প্রাধান্য। শীত ভাব আক্রমণের লক্ষণাবলী সহ পিঠ বরফের মত ঠান্ডা।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — এমব্রা ; মস্কাস ; মিউরিয়েটিক ; অ্যাসিড ; ভ্যালেরিয়ানা।

দোষঘ্ন — কলচিকাম।

শক্তি — অরিষ্ট, এবং নিম্নশক্তি সমূহ।

ক্যাটেরিয়া নেপেটা

CATARIA NEPETA **ক্যাটনিপ্**

শিশুদের শূলবেদনার ইহা একটি ঔষধ বিশেষ, এছাড়াও স্নায়বিক মাথার যন্ত্রণা ও হিস্টিরিয়া, পৈটের উপসর্গ সমূহ বেদনা, উরু ভাঁজ করে থাকে, শরীর মোচড়াতে থাকে, রোগী কাঁদে। ক্যামোমিলা ও ম্যাগ্‌ফসের সদৃশ্য ঔষধ।

শক্তি — ৫ থেকে ১০ ফোঁটা অরিষ্ট।

কলোফাইলাম

CAULOPHYLLUM **ব্লুকোহাম**

এটি একটি স্ত্রীলোকেদের ঔষধ। জরায়ু পেশী সমূহের শক্তি হীণতা। প্রসবকালে, যখন বেদনা সম্পূর্ণ ভাবে হয় না এবং যখন রোগীনী ক্লান্ত ও খিটখিটে হয়ে পড়ে। এইগুলির পাশাপাশি ঔষধটি ছোট-ছোট সন্ধির উপর বিশেষ আকর্ষণ আছে। মুখক্ষত বা ধাশ, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ভাবে প্রয়োগ করা যায়।

:পাকস্থলী — পাকস্থলী হৃদ্‌পিন্ড স্থানে শূল বেদনা, পাকস্থলীর আক্ষেপিক। অজীর্ণ তৎসহ আক্ষেপিক লক্ষণাবলী।

স্ত্রীরোগ — জরায়ুর মুখটি অদ্ভূত রকমের শক্ত (বেলেডোনা, জেলস, ভিরেট্রাম ভিরিডি)। আক্ষেপিক এবং তীব্র বেদনা, যা শরীরের সর্বদিকে ঘুরে বেড়ায় ; রোগীনি ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে, অথচ প্রসব বিষয়ে কোন পরিবর্তন বা উন্নতি দেখা যায় না। ভুল প্রসব বেদনা। এই ঔষধ পুনরায় প্রসব বেদনা তোলে ও ক্রমশঃ প্রসব বেদনার উন্নতি ঘটে। যন্ত্রনার পরে। প্রদর স্রাব, তৎসহ কপালে ছোপ। জরায়ুর দূর্বলতার জন্যে প্রকৃতিগত ভাবে গর্ভপাত প্রবল। (হেলোনিয়াম ; পালসেটিলা ; স্যাবাভিলা)। জরায়ু গ্রীবায় সূঁচ ফোটার মত বেদনা। বাধক বেদনা, তৎসহ বেদনা শরীরের অন্যান্য অংশে ছুটে বেড়ায়। বাধাপ্রাপ্ত প্রসবান্তিক স্রাব ; জরায়ু পেশীর অত্যন্ত দুর্বলতা। মাসিক ধাতুস্রাব ও প্রদর পরিমানে প্রচুর হয়।

চামড়া — স্ত্রীলোকের চামড়ার বিকৃতি তৎসহ মাসিক ধাতুস্রাব ও জরায়ুর গোলযোগ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — মারাত্মক টেনে ধরার মত, ভ্রমণশীল, বেদনা ও আড়ষ্টতা বিশেষতঃ শরীরের ছোট সন্ধি সমূহ, হাত-পায়ের অঙ্গুল, গোড়ালি প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। কব্জির কন্‌কনানি। হাতমুঠো করলে কেটে ফেলার মত বেদনা। ভ্রমণশীল বেদনা, কয়েকমিনিট পরে পরে যন্ত্রণার স্থান পরিবর্তন হয়।

সম্বন্ধ- পতিবন্ধক — কফিয়া।

তুলনীয় — ভাইয়োলা ওডর (কারপাল ও মেট্যাকার্‌পাল সন্ধির বাত)। সিমিসি, সিপিয়া, পালসেটিলা ; জেলস।

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

কষ্টিকাম

CAUSTICUM

হ্যানেম্যান্‌স্ টিঙ্কাটিউরা
অ্যাট্রিস সাইন ক্যালি

এই ঔষধটির কাজের প্রভাব বিশষভাবে দেখা যায়, পুরাতন বাত রোগ, সন্ধি বাত ও পক্ষাঘাত সংক্রান্ত উপসের্গ, পেশীতে, ফাইব্রাস তন্তুতে ছিঁড়েফেলার মত, টেনে ধরার মত বেদনা, তৎসহ সন্ধির বিকৃতির দ্বারা নির্দেশিত হয় ;ক্রমশঃ পেশীর ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে, পেশী বন্ধনীর সঙ্কোচন। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে বার্ধক্যের মত অবস্থা। শ্বাসনলীর সর্দি জনিত অবস্থা এবং এই জাতীয় ক্ষেত্রে এই ঔষধ কালো, দৃঢ় পেশীবহুল ব্যক্তির উপর ভালো কাজ করে। রাত্রে অস্থিরতা, তৎসহ সন্ধিস্থলে ও অস্থিতে ছিঁড়ে যাওয়ার মত বেদনা ও মূর্চ্ছা যাওয়ার মত দেহের শক্তি অবশ হয়ে আসে। এই দুর্বলতা ধীরে-ধীরে বাড়তে থাকে এবং এর শেষ পরিণতি পক্ষাঘাত, যত সময় পক্ষাঘাত দেখা না দেয় তত সময় দুর্বলতা বাড়তে থাকে। স্থানিক পক্ষাঘাত যেমন স্বরতন্ত্রীর পক্ষাঘাত, গলাধঃকরনের পেশীর পক্ষাঘাত, জিহ্বার, চোখের পাতার, মুখমন্ডল, প্রস্রাব থলি ও অঙ্গ -প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাত দেখা দেয়। শিশু দেরিতে হাঁটতে শেখে। কষ্টিকামের রোগীর চর্ম মলিনসাদাটে তৎসহ আঁচিল বিশেষ করে মুখমন্ডল। রোগাজনিত কারণে শীর্ণতা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি থেকে শীর্ণতা এবং এই শীর্ণতা দীর্ঘকাল থাকে। জ্বালাকর, ক্ষতবৎ, এবং টাটানি ব্যথা এই গুলি এই ঔষদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণা সমূহ।

মন— শিশু কিছুতেই একা বিছানায় যেতে চায় না। সামান্য জিনিসেই সে কাঁদে। দুঃখিত আশাহত। অত্যন্ত সহানুভূতি সম্পন্ন। দীর্ঘকালীণ কোন দুঃখ, হঠাৎ মানসিক আবেগ থেকে অসুস্থতা। রোগের কথা চিন্তা করলেই বৃদ্ধি, বিশেষ অর্শ।

মাথা — রোগীর মনে হয় কপাল ও মস্তিষ্কে মধ্যবর্তী অংশটুকু খালি আছে। কপালের ডানদিকের প্রবর্দ্ধিত অংশে বেদনা।

মুখমন্ডল — ডানদিকের মুখমন্ডলের পক্ষাঘাত। আঁচিল। মুখমন্ডলীয় অস্থির বেদনা। দাঁতে নলী ঘা। চোয়ালের বেদনা, তৎসহ মুখগহ্বর খুলতে কষ্ট হয়।

চোখ — ছানি তৎসহ চোখের মোটর স্নায়ু সম্পর্কিত গোলযোগ। চোখের পাতার প্রদাহ ; ক্ষত। চোখের সামনে আগুনের স্ফুলিঙ্গ এবং কালো-কালো ছোপ যুক্ত বস্তু দেখে। চোখের পাতা অর্ধ বোঁজা (জেলস)। দৃষ্টির অস্বচ্ছতা বা দৃষ্টির স্বল্পতা, রোগীর মনে হয় চোখের সামনে একটা ফিল্ম রয়েছে। ঠান্ডালাগার পর চোখের পেশীর, বিশেষ করে দৃষ্টি সম্পর্কিত পেশীর পক্ষাঘাত।

কান — কানের ভিতর ঝিন্‌ঝিন্‌, গর্জন, দপ্‌দপানি, তৎসহ বধিরতা ; শোনা কথার শব্দ এবং হাঁটার সময় পায়ের শব্দ কানের ভিতরে খোলের জমা হওয়া।

নাক — সর্দি, তৎসহ-**স্বরভঙ্গ**। নাকের ভিতর আঁশের মত চামাটি। নাসারন্ধ্র ক্ষতযুক্ত। **ফুস্কুড়ি ও আঁচিলসমূহ।**

মুখমন্ডল — চর্বনের **সময়** গালের ভিতরের অংশ কামড়ে ফেলে। জিহ্বার পক্ষাঘাত, **তৎসহ অস্ফুট কথা। নিম্ন চোয়ালের সন্ধি স্থানের বাত। মাঢ়ী থেকে সহজেই রক্ত পাত হয়।**

পাকস্থলী — মুখের আস্বাদ চর্বির মত। মিষ্টি দ্রব্যে অনিচ্ছা। রোগীর মনে হয় পেটের ভিতর চুন ফুটছে। তাজা মাংস খাবার পরে বৃদ্ধি ; কষা মাংস পছন্দ করে। বলের মত গোলাকার কোন বস্তু গলার উপর ঠেলে আসছে, এই জাতীয় অনুভূতি। অম্ল, অজীর্ণ।

মল — নরম ও অল্প অল্প। (**ফসফরাস**) শক্ত, শ্লেষ্মা জড়িত ; চর্বির মত চক্‌চকে ; ছোট-ছোট টুকরার মত ; মল ত্যাগকালে প্রচন্ড কোঁথ দিতে হয়, অথবা কেবলমাত্র দাঁড়িয়ে মলত্যাগ করতে হয়। মলদ্বারে চুলকানি। সরলান্ত্রের আংশিক পক্ষাঘাত। সরলান্ত্রের টাটানি ব্যথা ও জ্বালা। নলী ঘা ও অর্শ।

প্রস্রাব — কাশির সময়, হাঁচির সময় অসাড়ে প্রস্রাব (পালস) খুব ধীরে ধীরে প্রস্রাব হয় এবং কোন- কোন সময় বাধা প্রাপ্ত। রাত্রে ঘুমের প্রথমাবস্থায় বিছানায় প্রস্রাব ; এছাড়াও সমান্য। উত্তেজনীায় প্রস্রাব করে ফেলে। অস্ত্রোপচারের পর **মূত্ররোধ**। প্রস্রাব করার সময় অনুভূতির আভাব।

স্ত্রীরোগ — প্রসবকালে জরায়ুর নিষ্ক্রিয় অবস্থা। মাসিক ঋতুস্রাব রাত্রে বন্ধ থাকে ; **কেবলমাত্র** দিনের বেলায় স্রাব হয়। (সাইক্লামেন ; পালস)। রাত্রে প্রদরস্রাব, তৎসহ প্রচন্ড দুর্বলতা। (**নেট্রাম মিউর**)। ধাতুস্রাব দেরি করে হয়। (কোনিয়াম); **গ্র্যাফাইটিস ; পালস**)।

শ্বাস-প্রশ্বাস — স্বরভঙ্গ, তৎসহ বুকের বেদনা ; **স্বরলোপ**। কন্ঠনলীর টাটানি ব্যথা, কাশি, তৎসহ বুকের ক্ষততার অনুভূতি। সামান্য শ্লেষ্মা উঠে ; **অবশ্যই শ্লেষ্মা গিলে নেয়। কাশি, তৎসহ নিতম্ব সন্ধি বা হিপজয়েন্টে বেদনা**, বিশেষকরে বাম দিকে, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি ; **ঠান্ডা জলপানে উপশম ;** বিছানার গরমে বৃদ্ধি। শ্বাসনলীর ভিতর দিয়ে নীচের দিক বরাবর একটি টাটানি ব্যথার রেখা। বুকাস্থির ঠিক নীচে শ্লেষ্মা, যা রোগী **কেশে ভার করে**

তুলতে পারে না। বুকে বেদনা, তৎসহ হৃদ কম্প। রাত্রে কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারে না। কণ্ঠস্বরের প্রতিধবনি হয়। নিজের গলার স্বর কানের ভিতর গর্জন করে এবং যা বিরক্তিকর। গায়ক ও বক্তাদিগের কণ্ঠস্বর সম্পর্কিত কষ্ট (রয়্যাল)।

পিঠ — দুই দিকের ঘাড়ের মধ্যবর্তী অংশের আড়ষ্টতা। গ্রীবার পিছনের অংশে মৃদু বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — বামদিকের সাইয়েটিকা, তৎসহ অসাড়তা। একাঙ্গীন পক্ষাঘাত। হাত ও বাহুতে ছিঁড়ে ফেলার মত, মৃদু বেদনা। ভারবোধ ও দুর্বলতা। সন্ধিস্থানে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা। অগ্রবাহু ও হাতের পেশীর দৃঢ়তার অভাব। অসাড়তা ; হাতে অনুভূতির জ্ঞানের লোপ। পেশীবন্ধনীতে সঙ্কোচন, গোড়ালির দূর্বলতা। কষ্ট না করে, কিছুতেই হাঁটতে পারে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাতজনিত কারণে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা ; উত্তাপে উপশম, বিশেষকরে বিছানার গরমে। সন্ধি স্থানে জ্বালা। দেরিতে হাঁটতে শেখে। টলমলে হাঁটা-চলা এবং খুব সহজেই পড়ে যায়। রাত্রে পায়ের অস্থিরতা। হাঁটুর ভিতর কট্‌কট্‌ শব্দ ও টেনে ধরার মত অনুভূতি ; হাঁটুর সন্ধির গর্তগুলিতে আড়ষ্টতা। পায়ের পিছনের অংশে চুলকানি।

চামড়া — চামড়ার ভাঁজে-ভাঁজে, কানের পিছনের অংশে, দুটি উরুর মধ্যবর্তী অংশে টাটানি ব্যথা। আঁচিল-গুলি বড়ো, খাঁজকাটা, খুব সহজেই আঁচিল থেকে রক্তপাত হয়, হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে ও নাকে আচিঁল দেখায়। পুরাতন পোড়া ঘা যা কিছুতেই ভালো হয় না এবং পোড়ার কু ফল সমূহ। পুড়ে যাবার পরে যন্ত্রণা। ক্ষতের দাগ গুলি তাজা হয়ে উঠে ; পুরাতন আঘাত প্রাপ্ত স্থান নতুন করে জেগে উঠে। দাঁত উঠার সময় গায়ের ত্বক হাজা যুক্ত হয়।

ঘুম — প্রচন্ড ঝিমুনিভাব ; খুব কষ্ট করে জেগে থাকতে হয়। রাত্রি কালীন জাগরিত অবস্থা, তৎসহ গায়ের চামড়া শুষ্ক ও উত্তপ্ত, অস্থিরতা।

সম্বন্ধ — বেস্‌ল শহরের ডাঃ ওয়াগনারের সর্তকতাপূর্ণ গবেষনা থেকে জানা যায় যে, কষ্টিকাম, এমন কষ্টিকাম ৪ x এর সমতূল্য। কষ্টিকামের সঙ্গে ফসফরাসের প্রতিবন্ধক সম্পর্ক ; এই দুটি ঔষধ কখনই একটির পরে অপরটি ব্যবহার করা যাবে না। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগে কষ্টিকামের পারে, ডিফথিরিনাম ঔষধটি ভালো কাজ করে।

দোষঘ্ন — সীসা থেকে পক্ষাঘাতের ক্ষেত্রে।

পরিপূরক — কার্বোভেজ ; পেট্রোসেল।

তুলনীয় — রাসটক্স ; আর্সেনিক ; এমন ফস (মুখমন্ডলের পক্ষাঘাত)।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, শুষ্ক, ঠান্ডা বাতাসে, পরিষ্কার ঝকঝকে আবহাওয়ায়, ঠান্ডা বাতাসে ; গাড়ীতে চলার সময়।

উপশম — ভিজে-স্যাঁতস্যেঁতে আবহাওয়া ; উত্তাপে। বিছানার গরমে।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি। পুরাতন রোগে এবং বিশেষ করে পক্ষাঘাত অবস্থায়, উচ্চতর শক্তি সপ্তাহে বা দুই সপ্তাহ অন্তর একমাত্রা।

সিয়েনোথাস

CEANOTHUS নিউহার্সিটী

এই ঔষধটির সঙ্গে প্লীহার একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। ম্যালেরিয়া রোগে প্লীহা একটি কেকের মত বড়ো হয়ে উঠে। সাধারণত শরীরের বাম দিকে ঔষধটি কাজ করে। রক্তাল্পতায় রোগী, যেখানে যকৃৎ ও প্লীহার বিকৃতি রয়েছে। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগ তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে। রক্তের উচ্চচাপ স্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে, শক্তি কমিয়ে দেয়। এটি সক্রিয়ভাবে একটি রক্তরোধক ঔষধ বিশেষ, বস্তুগতভাবে ঔষধটি রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

উদর — প্লীহার ব্যাপক বিবৃদ্ধি। **প্লীহার প্রদাহ ; পেটের বামদিকের উপরের অংশে** যে বেদনা। পেটের বাম দিকের উপরের অংশের গভীরে বেদনা, প্লীহায় বিবৃদ্ধি। লিউকিমিয়া। তীব্র শ্বাসকষ্ট। মাসিক ঋতু স্রাবের পরিমাণ প্রচুর ও দুর্বলকর, হলুদবর্ণের প্রদর স্রাব। বামদিক চেপে শুতে পারে না। যকৃৎ ও পিঠের বেদনা।

সরলান্ত্র - উদরাময় ; পেটে ও সরলান্ত্র থেকে নীচের দিকে কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসার মত অনুভূতি।

প্রস্রাব - অবিরাম প্রস্রাবের বেগ। সবুজ ; ফ্যালা - ফ্যালা ; প্রস্রাবে পিত্ত ও চিনি থাকে।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — **টিনোস্‌পোরা কর্ডিফোলিয়া** (পুরাতন জ্বর ও প্লীহার বিবৃদ্ধিতে, এটি হিন্দুস্থানে প্রচলিত একটি ঔষধ বিশেষ)।

পলিম্‌নিয়া ইউভেদ্যালিয়া — (প্লীহার তরুণ প্রদাহ, তৎসহ পেটের বাম দিকের উপরের অংশের স্পর্শকাতরতা ; প্লীহা স্ফীত, শক্ত কেকের মত। রক্ত বহানলীর স্বাভাবিক ক্ষমতার স্বল্পতা, তন্তু ভিজা, শিথিল ও স্থিতিস্থাপকতার অভাব। গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ; সকল প্রকার অনাল গ্রন্থির উপর কাজ করে)।

সিয়েনোথাস থ্রাইসিফ্লোরাস — ক্যালীফোর্নিয়া লিল্যাক - (গলবিলের প্রদাহ, টনসিলের প্রদাহ, নাকে সর্দি, ডিফ্‌থিরিয়া। অরিষ্ট খাবার জন্য এবং গার্গলকরার জন্য)।

তুলনীয় — বার্বেরিস ; সাইরিকা, সিড্রন, এগ্যারিকাস, (প্লীহা)।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি- নড়াচড়ায়, বামদিক চেপে শুলে।

শক্তি - ১ম শক্তি। বাহ্যিক ভাবে চুলের উপর বল কারক হিসাবে কাজ করে।

সিড্রন - সিম্যারিউবা ফেরোজিনিয়া

CEDRAN -SIMARU-BAFERROGINEA র‍্যাটলস্নেকবীন্

নির্দিষ্ট সময়ে রোগের ফিরে আসা, এই ঔষধে সুস্পষ্টভাবে থাকে এবং এটিই এই ঔষধের সব থেকে সুস্পষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই ঔষধটি বিশেষভাবে উপযোগী গ্রীষ্মপ্রধাণ অথবা জলা, ভিজে-স্যাঁত স্যেঁতে আবহাওয়ার প্রাধান্য যুক্ত দেশ সমুহে। এটা দেখা গেছে যে, ঔষধটি ম্যালেরিয়া জাত উপসর্গ সমুহে ভালো কাজ করে, বিশেষকরে স্নায়ুশূলে। ইন্দ্রিয়সেবী, উত্তেজিত, ও স্নায়বীয় ব্যক্তির উপর ভালো কাজ করে। সর্প বিষের বিরুদ্ধে কাজ করার ক্ষমতা আছে এবং পতঙ্গের হুল ফোটার বিরুদ্ধে কাজ করে। এই ঔষধের তাজা অরিষ্ট বাহ্যিক ভাবে ক্ষতস্থানে ব্যবহার করা চলে। উন্মাদ রোগ।

মাথা — আড়াআড়িভাবে, চোখের উপর দিয়ে যন্ত্রণা একদিকের রগ থেকে অপর দিকে রগে যায়। মুখমন্ডলের ডান দিকের সমগ্র অংশে বেদনা, সকাল ৯ টায় বেদনার শুরু হয়। কপালের উপর যন্ত্রণায় পাগলের মত হয়ে যায়, অন্ধকারে কাজ করলে, বৃদ্ধি। কুইনাইনের কুফলে কানের ভিতরের গর্জন। সমগ্র শরীরে অসাড়তার অনুভুতি তৎসহ মাথার যন্ত্রণা।

চোখ — বাম দিকের চোখে তীর বেঁধার মত যন্ত্রণা। চোখের তারায় তীব্র বেদনা তৎসহ চোখের চারিপার্শে ঘুরে বেড়ানোর মত যন্ত্রণা, নাকে তীর বেঁধার মত বেদনা। ঝলসে যাওয়ার মত অশ্রুস্রাব। চক্ষু কোটরেব উপরের অংশেক স্নায়শূল, বেদনা নির্দিষ্ট সময়ে দেখা দেয়। উপতারার প্রদাহ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — সন্ধি স্থানে ছুরিদিয়ে কাটার মত বেদনা ; হাতে ও পায়ে বেশি হয়। ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুলের গোলাকার অংশে হঠাৎ করে বেদনা শুরু হয়, বেদনা উপরের দিকে বাহু ও ঘাড় পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ডানপায়ের গোলাকার অংশে বেদনা, বেদনা হাঁচুপর্যন্ত প্রসারিত হয়। হার্পিস জুস্টার, তৎসহ ছড়িয়ে পড়া বেদনা। হাঁটু সন্ধির শোথ।

জ্বর — সন্ধ্যার দিকে শীত ভাব ; এরপর কপাল অংশের বেদনা, বেদনা মাথার প্যারাইটাল অংশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। চোখ গুলি লাল। উত্তাপ, তৎসহ চোখে চুলকানি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসাড়তা।

সম্বন্ধ - দোষঘ্ন-ল্যাকেসিস।

তুলনীয় — আর্সেনিক ; চায়না।

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

সেন্‌ক্রিস কন্‌টর্‌ট্রিক্‌স্‌-অ্যান্‌সিস্টোড্রন্‌

ENCHRIS CONTORTRIX-ANCISTRODON **কপারহেড স্নেক**

অন্যান্য সর্পবিষের মত, এই ঔষধটিও শরীরের সমগ্র তন্ত্রের উপর গভীর ভাবে কাজ করে। অর্সেনিকের মত, এই ঔষধে শ্বাসকষ্ট, মানসিক ও শারীরিক অস্থিরতা, অল্প অল্প করে বারে - বারে জল পাণের তৃষ্ণা আছে, আবার ল্যাকেসিসের মত, পরিধেয় বস্ত্র ঢিলে - ঢালা পচ্ছন্দকরে। সুস্পষ্টভাবে অদ্ভুত পরিবর্তনশীল মনোভাব দেখা যায় ;সুস্পষ্ট স্বপ্ন। এটি একটি আশ্চর্যরকমের শরীরের রক্ষক ও গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ বিশেষ। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের কমেচ্ছার বৃদ্ধি। হেলান দিয়ে শোয়ার ব্যর্থ চেষ্টা। ডানদিকের ডিম্বাশয়ের স্থান বেদনাদায়ক।

মাথা — বিস্মৃতিশীল, অন্য মনস্ক, পরিবর্তনশীল মনোভাব। বামদিকের কপালের প্রবর্দ্ধিত অংশে কন্‌কনানীর মত বেদনা এবং বাম দিকের দাঁতের যন্ত্রণা। চোখের চারিপাশের স্ফীতি, কন্‌কনানী ও চুলকানি, দুটি চোখের মধ্যে।

হৃদ্‌পিন্ড — মনে হয় হৃদ্‌পিন্ডটি বড়ো হয়ে গেছে, মনে হয় হৃদ্‌পিন্ডটি সমগ্র বুক জুড়ে রয়েছে, যেন ঐটি পেটের ভিতরে পড়ে যাবে। তীক্ষ্ন, সূঁচ ফোটার মত বেদনা বাম স্কন্ধাস্থির নীচে।

ঘুম — স্বপ্নগুলি ভীতিপ্রদ ও সুস্পষ্ট ;কামেচ্ছার সঙ্গে সম্পর্কিত স্বপ্ন সমুহ।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি - চাপে ;শুয়ে পড়লে; বিকালের দিকে এবং রাত্রে।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — আর্সেনিক ; ল্যাকেসিস ; ক্রোথো অ্যারিকট্যান্‌স্‌ প্রচুর স্ফীতি এই লক্ষণটি যেখানে মুল লক্ষণ হিসাবে দেখা দেয়, ঐ প্রকার বহু ক্ষেত্রে খুবই ভালো কাজ করে (জেন এইচ। ক্লার্ক, এম. ডি)।

শক্তি — ৬ষ্ঠ শক্তি।

সিরিয়াস বোনপ্ল্যান্ডি

CEREUS BONPLANDII **এনাইট ব্লুমিং সিরিয়ার্স**

মন — কাজ করতে খুবই পচ্ছন্দ করে এবং সর্বদা কিছু প্রয়োজনীয় কাজ করতে চায়।

মাথা — মাথার পিছনের অংশের বেদনা এবং বেদনা অক্ষিগোলকের ও অক্ষিকোটরের ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পনে। (সিড্রন ; জনাস) । মস্তিষ্কের আড়াআড়ীভাবে বেদনা, বাম থেকে ডানদিকে। ডানদিকের গালের অস্থি থেকে বেদনা শুরু হয়ে রগ পর্যন্ত যায়।

বুক — হৃদপিন্ডে আক্ষেপিক বেদনা, মনে হয় হৃদপিন্ডটি বিদ্ধ হচ্ছে। হৃদপিন্ডের ভিতর দিযে সমগ্র বাকে বেদনা, তৎসহ বেদনা প্লীহা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। বাম দিকের বুকের পেশীর বেদনা এবং বাম দিকের নিম্ন পঞ্জারাস্থির পেশীর বন্ধনীর বেদনা। হৃদ্‌পিন্ডে খুব বেশি ভার চাপানো এইরূপে অনুভূতি তৎসহ কিছু ফোঁটার মত বেদনা। হৃদ্‌পিন্ডের বিবৃদ্ধি। কষ্টকর, দীর্ঘশ্বাসের মত শ্বাস-প্রশ্বাস, যেন বুকের উপর ভার চাপানো আছে।

চামড়া — চামড়ার চুলকানি (ডলিকস্‌ ; সালফার)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — ঘাড়ে, পিঠে, কাঁধে, বাহুতে, হাতে ও হাতের আঙ্গুলে বেদনা। হাঁটু ও নিম্নাঙ্গের সন্ধিস্থানে বেদনা।

সম্বন্ধ -তুলনীয় — ক্যাক্টাস ; স্পাইজেলিয়া ; ক্যালমিয়া ; সিরিয়াম সারপেন্‌টাইনাস (খুবই খিটখিটে তৎসহ অভিশাপ দেবার প্রবণতা যুক্ত ;বন্যের মত ক্রুদ্ধ ও মানবিকতায় নিম্নস্তরের। কথা বলায় গোলযোগ ; লেখার সময় শেষ শব্দটি লিখতে ভুলে যায়। পক্ষাঘাতের অনুভূতি। হৃদ্‌পিন্ডের বেদনা এবং কামেচ্ছা ধীরে ধীরে কমে যায়। বীর্যপাত, এর পরে অন্ডদ্বয়ে বেদনা)।

সিরিয়াম অক্‌জ্যালিকাম

CERIUM OXALICUM অক্‌জ্যালেট অফ্‌ সিরিয়াম

প্রতিক্ষিপ্ত কাজের ফলে আক্ষেপিক বমন ও আক্ষেপিক কাসি এই ঔষদের কাজের ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে। গর্ভকালে বমি এবং অর্ধভুক্ত খাদ্যের বমন। হুপিং কাশি, তৎসহ বমি এবং রক্তপাত। মাংসল, সুঠামদেহের স্ত্রীলোকের বাধক বেদনা। যখন স্রাব শুরু হয় তখন বেদনার উপশম হয়।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — ইঙ্গলিউকিন - গর্ভকালে বমি ; পাকস্থলী সম্বন্ধীয় স্নায়ুর গোলযোগ। শিশুদের বমি ও উদরাময়। ৩x বিচূর্ণ।

অ্যামিগড্যাল ; ল্যাক্‌টিক্‌ অ্যাসিড ; ইপিকাক।

শক্তি - ১ম শক্তি।

ক্যামোমিলা

CHAMOMILLA জার্মানক্যামোমাইল

মন ও আবেগ কেন্দ্রীক লক্ষণগুলিই এই ঔষধের প্রধান পথ নির্দেশক লক্ষণ, যা এই ঔষধটিকে বহু রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে শিশুদের রোগে ঘন-ঘন ব্যবহার হয়ে থাকে, যেখানে খিট্‌খিটেভাব, অস্থিরতা ও শূল বেদনা থাকে, এইগুলিই প্রয়োজনীয় লক্ষণ সমূহ। যদি অবস্থা কোমল, শান্ত ও ভদ্রচিত হয় এবং অন্ত্রগুলি যদি শিথিল হয় এবং কোষ্ঠ কাঠিণ্য যদি থাকে, সে ক্ষেত্রে ক্যামোমিলা ব্যবহার নিষেধ।

ক্যামোমিলা রোগী, অনুভূতি প্রবল, খিট্‌খিটে, তৃষ্ণার্থ, উত্তপ্ত ও অসাড়। অতিরিক্ত কফি ও মাদকজাতীয় ঔষধের কুফলে রোগী অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবল হয়ে পড়ে। যন্ত্রণা সহ্য করা যায় না, এর সঙ্গে অসাড়ভাব বর্তমান থাকে। রাত্রিকালীন ঘাম।

মন — ঘ্যানঘ্যানানি সহ অস্থিরতা। শিশু বহু জিনিষ চায়, আবার পরক্ষণেই তা প্রত্যাখ্যান করে। শিশু সর্বদা ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদে কারণ যে যা চায় তা পায় না বলে। শিশু কেবলমাত্র ঠান্ডা থাকে তাকে কোলে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ালে এবং অবিরাম আদর করলে অধৈর্য, কেউ তার সঙ্গে কথা বললে অথবা তার কথার মাঝে কথা বললে বিরক্ত হয় ;সকল প্রকার যন্ত্রণায় অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ ;সর্বদা অভিযোগ করে। বিদ্বেষ পরায়ণ, খুব খারাপ ভাবে কথার উত্তর দেয়। রাগ ও বিরক্তি থেকে রোগের উৎপত্তি। মানসিক প্রশান্তি ক্যামোমিলার সঙ্গে মাননসই নয়।

মাথা — মস্তিষ্কের একদিকের অংশে দপ্ দপ্ কর বেদনা। রোগী সর্বদা মাথা পিছন দিকে বেঁকিয়ে রাখতে চায়। কপালে ও মাথার চামড়ার উষ্ণ ও চটচটে ঘাম।

কান — কানের ভিতর ঝিন্‌ঝিন্ শব্দ। কানের বেদনা তৎসহ টাটানি ব্যথা ;স্ফীতি ও উত্তাপ রোগীকে পাগল করে তোলে। সূঁচ ফোটার মত বেদনা। মনে হয় কানে তালা লেগেছে।

চোখ — চোখের পাতায় হুল ফোটার মত বেদনা। চোখের সাদা অংস হলুদ বর্ণ হয়ে যায়। আক্ষেপের দরুণ চোখের পাতা গুলি বন্ধ থাকে।

নাক — সর্বপ্রকার গন্ধে অনুভূতি প্রবণ। সর্দি, তৎসহ ঘুমাতে পারে না।

মুখমন্ডল — গালের একদিকের অংশে লাল ও উত্তপ্ত ; এবং অপর দিক ফ্যাকাশে ও ঠান্ডা। চোয়ালে সূঁচ ফোটার মত বেদনা, বেদনা কানের ভিতরের দিকে ও দাঁত পর্যন্ত প্রসারিত হয়। গরম পাণীয়, পানকরার পরে দাঁতের যন্ত্রণার বৃদ্ধি ;রাত্রে, কফি পাণের পর বৃদ্ধি। বেদনার কারণে রোগী পাগলের মত করে। জিহ্বা ও মুখমন্ডলের পেশীর ঝাঁকুনি। দঁত উঠার সময়ে শিশুদের উপসর্গ। (ক্যাল্কেরিয়া ফস ; টেরিবিন্থ)।

গলা — কর্ণমূল ও চোয়ালের নিম্নস্থগ্রন্থির স্ফীতি। সঙ্কোচনের অনুভূতি ও গোঁজ ফুটে থাকার মত বেদনা।

মুখগহ্বর — দাঁতের যন্ত্রণা, যদি কোন কিছু গরম বস্তু মুখে নেওয়া হয়, কফি পাণের পরে, প্রসবকালে। রাত্রিকালীন লালা স্রাব।

পাকস্থলী — দুর্গন্ধ যুক্ত ঢেকুর। কফি পাণের পরে বমি-বমি ভাব। আহারের পরে বা পান করার পরে ঘাম। জিহ্বা হলুদবর্ণের। মুখের আস্বাদ তিতো। গরম পাণীয়ে অনিচ্ছা। পিত্ত বমন। মুখে টক জল উঠে ;ভুক্ত খাদ্য বস্তু উঠে আসে। তিতো, পিত্ত বমন। চাপ দেবার মত পাকস্থলীর শূল বেদনা, যেন পাথর দিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি (ব্রাইয়োনিয়া ; এবিসনাইগ্রা)।

উদর — স্ফীত। নাভীর কাছে মোচড়ানি এবং কোমরে বেদনা। ক্রুদ্ধ হবার পরে, পেটে বায়ু সঞ্চয় জনিত কারণে শূল বেদনা, তৎসহ **গাল লালবর্ণ এবং গরম ঘাম হয়**। যকৃতের শূল বেদনা। ডিওড়িনামের তরুণ প্রদাহ (ক্যালিবাই (পুরাতন ক্ষেত্রে)

মল — উত্তপ্ত, **সবুজ বর্ণের**, জলের মত, দুর্গন্ধ যুক্ত, **পিচ্ছিল** তৎসহ শূলবেদনা। মল ডিম ও শাকের কুচি মেশানোর মত দেখতে। মলদ্বারে টাটানি ব্যথা। দাঁত উঠার সময় উদরাময়। অর্শ তৎসহ মলদ্বারে যন্ত্রণাদায়ক ফাটা সমূহ।

স্ত্রীরোগ — জরায়ু থেকে রক্তস্রাব। প্রচুর জমাট বাঁধা, **কালচে বর্ণের রক্ত স্রাব, তৎসহ প্রস্রব বেদনার মত বেদনা**। অক্ষেপিক প্রসব বেদনা ; উপরের দিকে ঠেলা মারে। (জেলস) রোগী বেদনা সহ্য করতে পারে না। (**কলোফাইলাম ; কষ্টিকাম ; জেলস ; হায়োসায়েমাস** ; পালসেটিলা ;) স্তন বৃন্তের প্রদাহ ; অত্যন্ত স্পর্শ কাতর। **শিশুর স্তন** স্পর্শ কাতর। হলুদ, হাজাকর প্রদর স্রাব (**আর্সেনিক ; সিপিয়া ; সালফার**)।

শ্বাস - প্রশ্বাস — স্বরভঙ্গ, গলা খাঁকার দিতে হয়, **কণ্ঠনলীর ক্ষততা। অস্বস্তিকর, শুষ্ক, সুড় সুড়কর কাশি** ; বুকের ভিতর শ্বাস বন্ধ হবার মত কষ্টভাব, তৎসহ দিনের বেলা তিতো স্বাদ যুক্ত শ্লেষ্মা উঠে। শিশুর বুকের ভিতর সর্দি ঘড়ঘড় করে।

পিঠ — কোমরে ও নিতম্ব স্থানে অসহ্য বেদনা। **কোমরের বেদনা**, ঘাড়ের পেশীর আড়ষ্টতা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — রাত্রে ; তীব্র বাতের যন্ত্রণায় রোগীকে বিছানা থেকে উঠে পড়তে বাধ্য করে ; বেদনার কারণে রোগী চলাফেরা করতে বাধ্য হয়। রাত্রে পায়ের তলায় জ্বালা। (সালফ)। বিকালের দিকে পায়ের গোড়ালি আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। রাত্রের দিকে পক্ষাঘাতের ন্যায় পায়ের ক্ষমতার লোপ, পায়ের উপর ভর দিয়ে পা ফেলতে পারে না।

ঘুম — ঝিমুনিভাব তৎসহ ঘ্যানঘ্যানানি, করুণ সুরে কাঁদা এবং ঘুমের ভিতর ফুঁপিয়ে কাঁদে ; উদ্বেগ, ভয়পূর্ণ স্বপ্ন, তৎসহ ঘুমের সময় চোখের অর্ধেকটা খোলা থাকে।

কমা-বাড়া- বৃদ্ধি — গরমে, রেগে গেলে, মুক্ত বাতাসে, বায়ু প্রবাহে, রাত্রে।

উপশম — কোলে করে ঘুরে বেড়ালে, উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়া।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — **সাইপ্রিপেড** ; স্যান্থেসিন্ ; একোনাইট পালসেটিলা ; কফিয়া ; বেলেডোনা ; স্ট্যাফি ; ঈগ্নেশিয়া।

শিশুদের রোগের ক্ষেত্রে ও আফিম সেবনের কুফলে বেলেডোনার পর এই ঔষধটি ভালো কাজ করে।

রিউবাস ভিলোসাস্ — ব্ল্যাকবেরী - (শিশুদের উদরাময় ; মল জলের মত পাতলা এবং কাদার মত দেখতে)।

দোষঘ্ন — ক্যাম্ফার ; নাক্স ; প্যালসেটিলা।

পরিপূরক — বেলেডোনা ; ম্যাগকার্ব।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

চ্যাপারো অ্যামারগোসো

CAAPARRO - AMARGOSO গোট-বুশ

পুরাতন উদরাময় ; যকৃৎ স্থান স্পর্শ কাতর। মল ত্যাগের সময় সামান্য বেদনা কিন্তু প্রচুর শ্লেষ্মা থাকে। আমাশয়। বলকারক ও পালানাশক হিসাবে কাজ করে।

তুলনীয় — ক্যালিকার্ব ; কুপ্রাম আর্স ; ক্যাপসিকাম।

শক্তি — ৩য় শক্তি।

চেলিডোনিয়াম ম্যাজাস

CHELIDONIUM MAJUS সিলেন্ডাইন্

এটি যকৃতের রোগের একটি বিশিষ্ট ঔষধ, যকৃতকে কেন্দ্র করে শরীরের বিভিন্ন অংশে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, তার প্রায় সব গুলিই এই ঔষধের মধ্যে প্রকাশ পায়। জন্ডিস রোগাক্রান্ত চামড়া এবং বিশেষ করে ডানদিকের স্কন্ধাস্থির নিম্নাংশে অবিরাম বেদনা, এই গুলি এই ঔষধের নিশ্চিত লক্ষণাবলী। শরীরের একটি অংশে পক্ষাঘাতের মত টেনে ধরা ও খঞ্জতা। প্রচন্ডভাবে সবর্বাঙ্গীন নিস্তেজ ভাব এবং প্রচন্ড ভাবে শ্রম বিমুখ এই ঔষধের সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। আবহাওয়ার পরিবর্তনে উপসর্গ প্রকাশ পায়। রক্তাম্বুস্রাবী ঝিল্লী থেকে রস নিঃসরণ। হাইড্রোসিল। গর্ভকালে পিত্তসম্বন্ধীয় উপসর্গ।

মাথা — গ্রীবার পিছনের অংশ থেকে মাথার পিছনের অংশের প্রায় সবটাই বরফের মত ঠান্ডা ; সীসার মত ভারী বলে মনে হয়। ভারবোধ, নিস্তেজভাব ;ঝিমুনিভাব খুব স্পষ্ট ভাবে থাকে, তৎসহ সবর্বাঙ্গীণ অসাড়তা ; মাথা ঘোরা, তৎসহ যকৃৎ সংক্রান্ত উপসর্গ। সামনের দিকে পড়ে যাওয়ার প্রবণতা যুক্ত। ডান দিকের মাথার যন্ত্রণা, নীচের দিকে কানের পিছনের অংশে ও স্কন্ধাস্থি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ডানদিকের চোখে স্নায়ুশূল, ডানদিকের গালের হাড়ে ও ডান দিকের কানে শূল বেদনা, তৎসহ প্রচুর অশ্রুস্রাব। এর আগে যকৃকের বেদনা শুরু হয়।

নাক — নাসিকার পাখা দুটি পাখার মত দুলতে থাকে (লাইকোপোডিয়াম)।

চোখ — চোখের সাদা অংশ, মলিন হলুদ বর্ণ যুক্ত হয়। উপরের দিকে তাকালে টাটানি ব্যথা। চোখের জল প্রবল বেগে বেরিয়ে আসে, ডান দিকের চক্ষু কোটরের স্নায়ুশূল, তৎসহ প্রচুর অশ্রু স্রাব ; চোখের তারার সংকোচন, চাপ দিলে উপশম।

মুখমন্ডল — হলুদ ;নাকে ও গালে হলুদ রঙের প্রাধান্য দেখা যায়। চামড়া শুষ্ক।

পাকস্থলী — জিহ্বা হলুদ, তৎসহ দাঁতের ছাপ যুক্ত ;বৃহৎ এবং থলথলে। (মার্কসল ; হাইড্রাষ্টিস)। আস্বাদ তিতো ও লেইয়ের মত। মুক থেকে দূর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে। গরম খাবার ও পাণীয় পছন্দ করে। বমি - বমি ভাব, অত্যাধিক গরম জল পাণে উপশম।

বেদনা পাকস্থলী থেকে পিঠ ও ডান দিকের স্কন্ধাস্থি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পাকাশয়িক শূল বেদনা। আহার সাময়িকভাবে উপশম দেয় বিশেষ করে যেখানে পাকাশয়িক গোলযোগের সঙ্গে যকৃতের উপসর্গ থাকে।

উদর — মূলতঃ হেপাটিক ও পিত্ত-থলির প্রতিবন্ধকতার জন্যে জন্ডিস দেখা দেয়। পিত্ত-শূল বেদনা। স্ফীতি। পেটের ভিতর গাঁজলা উঠে ও অন্ত্রের শিথিলতা। পেটের একদিক থেকে অপর দিক পর্যন্ত সঙ্কোচন, যেন দড়ি দিয়ে বাধা রয়েছে, এরূপ অনুভূতি। যকৃতের বিবৃদ্ধি। পিত্ত পাথুরি (**বার্বেরিস**)।

প্রস্রাব — প্রচুর, ফেনাযুক্ত, হলুদ বর্ণের প্রস্রাব, অনেকটা বিয়ারের মত দেখতে (**চেনোপোডিয়াম**), কালচে, ঘোলাটে।

মল — কোষ্ঠ কাঠিণ্য ; মল শক্ত, গোলাকার বলের মত, অনেকটা ভেড়ার মলের মত, উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের, লেইয়ের মত ; কাদার মত; মল জলের উপর ভাসে ; **পর্যায়ক্রমে ও উদরাময় ও কোষ্ঠকাঠিণ্য**। মলদ্বারে চুলকানি ও জ্বালা (**র‍্যাটেনহিয়া ; সালফার**)।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় — মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরেও প্রচুর পরিমাণে হয়।

শ্বাস - প্রশ্বাস — খুব দ্রুত ও ছোট-ছোট শ্বাস নেয় ; গভীরভাবে শ্বাস নিলে ব্যথা পায়। শ্বাস কষ্ট। ছোট ছোট, ক্লান্তি কর কাশি। শ্বাসযন্ত্রে ধুলা রয়েছে। এই জাতীয় অনুভূতি এবং কাশির পরেও কমে না। হুপিং কাশি ; আক্ষেপিক কাশি ; তরল, ঘড়ঘড়ে ; শ্লেষ্মা তুলতে কষ্ট হয়। বুকের **ডানদিকে** বেদনা এবং ডানদিকের কাঁধে তৎসহ শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। কাশির সময় ছোট শ্লেষ্মার দলা ছুটে বেরিয়ে আসে। বিকালের দিকে স্বরভঙ্গ। বুকের সঙ্কোচন।

পিঠ — গ্রীবার পিছনের অংশে বেদনা। ঘাড় আড়ষ্ট, মাথা বাম দিকে টেনে ধরে। **ডানদিকের স্কন্ধাস্থির ভিতরের দিকে এবং নিম্নাংশে স্থির বেদনা**। বাম দিকের স্কন্ধাস্থির নিম্নাংশে বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে — বাহু, কাঁধ, হাত, হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে বেদনা। **হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ বরফের মত শীতল** ; কব্জিতে টাটানি ব্যথা, মেটাকারপ্যাল অস্থিতে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা। সমগ্র মাংসপেশী অত্যন্ত স্পর্শকাতর। নিতম্ব ও উরুস্থানে বাত জনিত বেদনা ; গোড়ালিতে অসহ্য যন্ত্রণা, যেন খুব সরু জুতো পায়ে দেওয়া হয়েছে এরূপ অনুভূতি ; ডানদিকের গোড়ালীতে বেশী হয়। পক্ষাঘাতের মত অনুভূতি। নিম্নাঙ্গের আংশিক পক্ষাঘাত, তৎসহ পেশীর আড়ষ্টতা।

চামড়া — চামড়া শুষ্ক, উত্তপ্ত ; চুলকায়, **হলুদবর্ণ যুক্ত**। যন্ত্রণাদায়ক, লালচে বর্ণের ফুসকুড়ি ও পুঁজ যুক্ত উদ্ভেদ। পুরাতন, ছড়িয়ে পড়ে, দূর্গন্ধ যুক্ত ক্ষত, চামড়া শুষ্ক। মলিন, ঠান্ডা, চটচটে।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি - ডানদিক, নড়াচড়ায়, স্পর্শে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে, খুব সকালে।

উপশম — রাত্রে খাবার পরে, চাপে।

সম্বন্ধ — চেলিডোনিন্ (শরীরের সর্বত্র মসৃণ পেশীর আক্ষেপ, অন্ত্রের শূল, জরায়ুর শূল, শ্বাসনলীর আক্ষেপ, নাড়ীর গতির বৃদ্ধি, প্রভৃতি)।

বোল্ডো — বোল্ডোয়া ফ্র্যাগ্র্যান্স্ (প্রস্রাব থলির নিষ্ক্রিয়তা, পিত্তথলির প্রদাহ এবং পিত্ত পাথুরি। আস্বাদ তিতো, খিদে একেবারেই থাকেনা ; কোষ্ঠকাঠিন্য ; যকৃতের রক্তাধিক্য ; যকৃৎ ও পাকস্থলীতে জ্বালাকর ভারবোধ। যন্ত্রণাদায়ক যকৃতের রোগ সমূহ। ম্যালেরিয়া রোগের পরে যকৃতের গোলযোগ।

সালফার, প্রায়ই এই ঔষধের কাজ সমাপ্ত করে।

পরিপূরক — লাইকোপোডিয়াম ; ব্রাইয়োনিয়া।

দোষঘ্ন — ক্যামোমিলা।

তুলনীয় — নাক্স ; সালফার ; ব্রাইয়োনিয়া ; লাইকোপোডিয়াম ; ওপিয়াম ; পডোফাইলাম ; স্যাঙ্গুইনেরিয়া ; আর্সেনিক ।

শক্তি — অরিষ্ট এবং নিম্নশক্তি।

চেনোপোড়িয়াম অ্যান্থেলমিন্টিকাম

CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM — জেরুজালেম ওক্

স্কন্ধাস্থির বৈশিষ্ট্য পূর্ণ বেদনা, খুবই স্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে। সন্ন্যাস রোগের যত লক্ষণাবলী, একাঙ্গীণ পক্ষাঘাত ও বাক্রোধ। কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস। (ওপিয়াম)। হঠাৎ করে মাথাঘোরা। কানের স্নায়ুর উপসর্গ সমূহ। (নেট্রাম স্যালিসিল)। চেনো পোডিয়ামের তেল হুকওয়ার্ম ও রাউন্ড ওয়ার্মের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে।

কান — শ্রবণ সম্পর্কিত স্নায়ুর অসাড়তা। উচ্চস্বরের শব্দ খুব ভালো শুনতে পায়। তুলনামূলকভাবে কণ্ঠস্বরের শব্দে বধিরতা কিন্তু গাড়ী চলাচলের শব্দে প্রচন্ড অনুভূতি প্রবণ এবং এছাড়াও নিম্নস্বরের শব্দ কানের ভিতর গ্রাহ্য হয় না। কানের ভিতর বুজ্বুজ্ শব্দ। টনসিলের বিবৃদ্ধি। শ্রবণেন্দ্রিয়র বিফলতার কারণে মাথাঘোরা।

পিঠ — শিরদাঁড়ার নিকটে, দুটি স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্তী স্থানে তীব্র বেদনা এবং বুকের ভিতর দিয়ে তীব্র বেদনা।

প্রস্রাব — প্রচুর, হলুদবর্ণের, ফেনা যুক্ত প্রস্রাব, তৎসহ প্রস্রাব নলীতে হাজাকর অনুভূতি। প্রস্রাবে হলুদ বর্ণের তলানি পড়ে (চেলিডোনিয়াম)।

সম্বন্ধ — তুলনীয় - ওপিয়াম ; চায়না ; চেলিডোনিয়াম।

শক্তি — ৩য় শক্তি। হুকওয়ার্মের ক্ষেত্রে চেনোপোডিয়ামের তেল, ১০ ফোঁটা মাত্রায় প্রতি দুই ঘন্টা অন্তর তিন মাত্রা। এছাড়াও কার্বণ টেট্রা ক্লোরাইড।

চেনোপডি গ্লসি এফিস

CHENOPODI GLAUCIAPHIS — প্ল্যান্ট-লাইস ফ্রম চেনোপোডিয়াম

যে উদ্ভিদ খেয়ে এই জাতীয় পোকাগুলি জীবনধারণ করে, মূলতঃ সেই উদ্ভিদের গুনাবলী এরা ধারণ করে থাকে।

মাথা — বিষন্ন ; কন্‌কন্‌করে, নড়াচায় বৃদ্ধি। মস্তিষ্কের ভিতর জলতরঙ্গের মত এদিক-ওদিক ধাক্কার অনুভূতি। সর্দি তৎসহ নাসারন্ধ্রে জ্বালাকর অথবা কামড়ানির মত বেদনা। কানের ভিতর শব্দ, যেন মনে হয় কামানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মুখমন্ডল হলুদবর্ণের। ডানদিকের চক্ষু কোটরে স্নায়ুশূল, তৎসহ প্রচুর অশ্রুস্রাব। দাঁতের যন্ত্রণা, সাধারণভাবে গরম ঘামে উপশম। (ক্যামোমিলা)। দাঁতের যন্ত্রণা, কান, রগ ও গালের অস্থিপর্যন্ত প্রসারিত হয়। (প্ল্যান্টাগো)।

পাকস্থলী — মাংস ও রুটি খাবার জন্য কোন ক্ষুধা থাকে না। জিহ্বার শেষপ্রান্তে ফোস্কা জাতীয় উদ্ভেদ। প্রচুর শ্লেষ্মা। শূল বেদনা, তৎসহ পেটের প্রচুর গুড়্‌গুড়্ শব্দ এবং নিষ্ফল মলত্যাগের ইচ্ছা।

মল — শক্ত ও গুট্‌লে - গুট্‌লে। সকালের দিকে উদরাময়, তৎসহ বেদনা দায়ক বেগ এবং গুহ্যদ্বারে জ্বালা এবং সরলান্ত্রে ও প্রস্রাব থলিতে চাপবোধ।

প্রস্রাব — লিঙ্গমুন্ডে কামেচ্ছার মত অনুভূতি। প্রস্রাব নলীতে জ্বালা। বারে - বারে প্রস্রাব, প্রচুর, ফেনাযুক্ত।

পিঠ — বাম স্কন্ধাস্থির নিম্নাংশের ভিতরের দিকে তীব্র বেদনা, বেদনা বুক পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

জ্বর — সমস্ত শরীর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে ; হাতের তালুতে জ্বালা ; বিছানায় শোয়ার পরে উষ্ণ ঘাম।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — নেট্রাম সালফ ; নাক্স।

শক্তি — ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি।

চিলোন

CHELONE — স্নেকহেড

যকৃতের উপসর্গের একটি ঔষধ বিশেষ, তৎসহ যকৃতের বাম খন্ডে বেদনা বা টাটানি ব্যথা এবং বেদনা নীচের দিকে প্রসারিত হয়। যে জাতীয় কম্পজ্বরে রোগী বোবা হয়ে যায়। শরীরের বাইরের অঙ্গে টাটানি, ব্যথা, যেন ঐ অংশের চামড়া উঠে গেছে, দূর্ব্বলতা। অবিরাম জ্বরের পর, আলস্যভাব। অজীর্ণ তৎসহ যকৃতের নিষ্ক্রিয়তা। জন্ডিস। গোল এবং ফিতাকৃমি। মানুষের শরীরে যত প্রকার কৃমি-দেখা যায়, এই ঔষধটি প্রতিটির শত্রু বিশেষ।

শক্তি — অরিষ্ট, এক থেকে পাঁচ ফোঁটা মাত্রায়।

চিম্যাফিলা আমবেলেটা

CHIMAPHILA UMBEILATA পিপ্‌সিসেওয়্যা

প্রধাণতঃ বৃক্ক ও জননেন্দ্রিয় এবং প্রস্রাব সম্বন্ধীয় যন্ত্রের উপর কাজ করে ;এছাড়াও লাসিকাগ্রন্থি, মেসেন্ট্রিকগ্রন্থি ও স্ত্রীলোকের স্তন গ্রন্থির উপর এই ঔষধ কাজ করে। অল্পবয়স্কা, রক্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট স্ত্রীরোগ যাদের মধ্যে প্রস্রাব সম্বন্ধীয় কষ্ট দেখা যায়। যে সকল স্ত্রীলোকের স্তন দ্বয় বৃহৎ। যকৃৎ ও বৃক্ক সম্বন্ধীয় কারণে শোথ ;পুরাতন মদ্যপ। সবে শুরু হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান দৃশন।

এটি এমন একটি ঔষধ, যার লক্ষণগুলি প্রস্রাবথলির উপসর্গে প্রয়োগকরার মত, বিশেষ করে ছানি, নতুন অথবা পুরাতন। **প্রস্রাব স্বল্প এবং প্রস্রাবে দড়ির মত দেখতে পুঁজ-শ্লেষ্মা মিশ্রিত তলানি পাওয়া যায়। প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি।**

মাথা —কপালের বাম দিকের প্রবর্দ্ধিত অংশে বেদনা। আলোর চারিদিকে জ্যোর্তিমন্ডল দেখে। চোখের পাতায় চুলকানি। বাম চোখে ছুরি মারার মত বেদনা তৎসহ অশ্রু স্রাব।

মুখগহ্বর — দাঁতের যন্ত্রণা, পরিশ্রম এবং আহারের পর বৃদ্ধি। ঠান্ডা জলে উপশম। যন্ত্রণায় মনে হয় যে, দাঁতগুলি ধীরে ধীরে টানা হচ্ছে।

প্রস্রাব— প্রস্রাবের বেগ। প্রস্রাব ঘোলাটে, দুর্গন্ধযুক্ত, দড়ির মত অথবা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা এবং, প্রচুর পরিমাণে তলানি জমা হয়। প্রস্রাব করার সময় জ্বালা, ঝলসে যাওয়ার মত এবং প্রস্রাবের পরে কোঁথ। প্রস্রাবের ধারা গুলি শুরু হবার পূর্বে অবশ্যই কোঁথ দিতে হয়। প্রস্রাব স্বল্প। প্রস্টেটের তরুনপ্রদাহ, মূত্ররোধ এবং **মূলাধারে একটি বল থাকার ন্যায় অনুভূতি। ক্যানাবিস ইন্ডিকা** বৃক্কস্থানে পাখা চালানোর মত অনুভূতি। **প্রস্রাবে চিনি। পা দুটি ফাঁক করে, না দাঁড়িয়ে, কিছুতেই প্রস্রাব করতে পারে না এবং শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে।**

স্ত্রী রোগ— ভগৌষ্ট প্রদাহিত, স্ফীত, যোনিনলীতে বেদনা, গরম হল্কা। **স্তন গ্রন্থিতে বেদনাদায়ক অর্বুদ**, ক্ষতি হয় না, তৎসহ অপ্রয়োজনীয় দুগ্ধ খাবেন। স্তন গ্রন্থি দ্রুত গজিয়ে যায়। স্ত্রীলোক তৎসহ **অতিরিক্ত বৃহৎ স্তন** এবং স্তন গ্রন্থির অর্বুদ তৎসহ এতে **কেটে ফেলার মত তীক্ষ্ম বেদনা।**

পুরুষের রোগ— মূত্রথলির গ্রীবাদেশ থেকে মূত্রনলীর ছিদ্র পর্যন্ত জলফোটার মত বেদনা। গনোরিয়া জনিত কারণে পুরাতন প্রস্রাবনলীর প্রদাহ বা গ্লীট। প্রস্টেট গ্রন্থির তরল পদার্থের ক্ষারণ। প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি তৎসহ অস্বস্তি।

চামড়া—গণ্ডমালা দোষ যুক্ত ক্ষত। গ্রন্থিজ বিবৃদ্ধি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—বামদিকের হাঁটুতে একটি বন্ধনী কষে রয়েছে এই জাতীয় অনুকৃতি।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— ভিজে স্যাঁত সেঁতে আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা পাথরের উপর বা মেঝের উপর বসলে; বামদিকে, কানবন্ধ তুলনীয়- চিম্যাফিলা ম্যাকিউলেটা (দংশন করার মত প্রচন্ড ক্ষুধা; জ্বালাকর জ্বর; বগলের নীচে স্ফীতির ন্যায় অনুভূতি।)

ইউভা; লিডাম; এপিজি।

শক্তি - অরিট থেকে ৩য় শক্তি।

চিনিনাম আর্সেনিকোসাম

CHININUM ARSENICOSUM — আর্সেনাইট অফ্ কুইনাইন

এই ঔষধের সার্বিক **ক্লান্তি ও অবসন্নতা** এই লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করে, এই সম্পর্কিত ঔষধটির যোগ্যতার কথা বিবেচনা করে, হোমিওপ্যাথিক মতানুসারে ঔষধটিকে সাধারণ বলদায়ক ঔষধ বা টনিক হিসাবে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, এটি থেকে প্রায়ই সুস্পষ্টভাবে এবং খুব দ্রুত ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। ডিফথিরিয়া, তৎসহ প্রচণ্ড দুর্বলতা, এবং বিশেষভাবে রোগটা যদি অনেকদিন ধরে চলতে থাকে এবং ম্যালেরিয়া উপসর্গে, স্নায়ুমূল, প্রকৃতিতে দেখা গেছে যে, এই ঔষধ ঐ রোগগুলি আরোগ্য করতে সক্ষম। হাঁপানীর অ্যাকসন, যা নির্দিষ্ট সময় পর পর দেখা দেয়, তৎসহ প্রচন্ড দুর্বলতা, চামড়া বরফের মত ঠাণ্ডা। স্নায়ুমণ্ডলের উপর চাপবোধ, তৎসহ মেরুদণ্ডের শিরঁদাড়ায় স্পর্শকাতরতা।

মাথা— ক্লান্তির অনুভূতি। মাথা অরিরিক্ত পূর্ণ বলে মনে হয়। দপ্দপানি। প্রচণ্ড উদ্বেগ। অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনা। মাথা ঘোরা; উপরের দিকে তাকালে বৃদ্ধি। মৃদু, ভারবোধযুক্ত মাথার যন্ত্রণা, মাথায় কপাল অংশে ও মাথার পিছনের অংশে। তীরবেঁধার মত যন্ত্রণা, উপরের দিক থেকে মাথার ভিতরে প্রবেশ করে।

চোখ— প্রচণ্ড আলোকাতঙ্ক ও অক্ষিকোটরের আক্ষেপ; উষ্ণ অশ্রুস্রাব বেগে বেরিয়ে আসে। চোখের সামনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখে তৎসহ বেদনা ও অশ্রুস্রাব।

মুখগহ্বর—জিহ্বার উপর পুরু লেপ, দেখতে অনেকটা পশুর লোমের মত; হলুদ; পিচ্ছিল প্রলেপ। মুখের আস্বাদ তিতো। ক্ষুধা থাকে না।

পাকস্থলী— পর্যায়ক্রমে অতিরিক্ত অম্ল এবং অম্লের পরিমানের স্বল্পতা। অতিরিক্ত পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসরণ হয়ে থাকে। **(রোবিনিয়া; আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম: ওরেক্সন ট্যানেট)।**

জলপানের জন্য তৃষ্ণা, কিন্তু জলপানে কষ্টের উদ্ভব। **অক্ষুধা; ডিম খেলে উদরাময় দেখা দেয়।**

হৃদপিণ্ড—হৃদকম্প। রোগীর মনে হয় যেন হৃদপিণ্ড থেমে যাবে। শ্বাসবন্ধ হবার মত অবস্থা, যা নির্দিষ্ট সময় পর পর দেখা দেয়া। মুক্ত বাতাস রোগীর অবশ্যই চাই।

উপরের দিকে উঠার সময় শ্বাসকষ্ট।; হৃদপিণ্ডের গোলযোগের কারণে শ্বাসকষ্ট; তরুণ সংক্রমণ রোগের পরে রক্ত সংবহন তন্ত্রের কাজের গোলযোগ। মায়োকার্ডিয়্যাল ডিজেনেরেশনের প্রাথমিক অবস্থা।

ঘুম— স্নায়বিক কারণে অনিদ্রা (৫ম ও ৬ষ্ট শক্তি একটি মাত্রা)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্বল। হাত, পা, হাঁটু, ও প্রত্যঙ্গ গুলি শীতল। ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা।

জ্বর—একটানা জ্বর থাকে, তৎসহ দুর্বলতা। শারীরিক দুর্বলতা।

সম্বন্ধ-তুলনীয়- চিনিনাম; এছাড়াও **ফেরাম সাইট্রিকাম** (নেফ্রাইটিস তৎসহ প্রচণ্ড রক্তাল্পতা; অম্ল সহ অজীর্ণ)।

চিনিনাম মিউর— চোখের চারিপাশে তীব্র স্নায়ুমূল তৎসহ শীতবোধ, মদ ও তামাকে অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবণ; দুর্বলতা ও অস্থিরতা।

ঈনোথেরা— (বেদনা ছাড়াই উদরাময় তৎসহ স্নায়বিক দুর্বলতা)।

ম্যাক্রোজেমিয়া স্পাইরেলিস— (কোন রোগের পরে প্রচণ্ড দুর্বলতা; পতনাবস্থা)।

শক্তি— ২য় এবং ৩য় শক্তি।

চিনিনাম সালফিউরিকাম

CHININUM SULPHURICUM সালফাইট ও কুইনাইন

উচ্চতর শক্তির একমাত্রা চিনিনাম সালফ কোন কোন সময় চাপা পড়া ম্যালেরিয়া রোগ ফিরিয়ে আনতে পারে এবং রোগের আক্রমণ কাল ফিরে আসে। ম্যালিরিয়া রোগের উপর এই ঔষধের প্রভাব সন্দেহাতীত, হোমিওপ্যাথিতে এই ঔষধ তখনই নির্দেশিত হবে, যখন সুস্থভাবে নির্দিষ্ট সময় পর পর রোগ গলক্ষণের প্রকাশ এবং শির দাঁড়ায় অনুভূতি প্রবণতা লক্ষণ দুটি পাওয়া যাবে। **তরুণসন্ধিবাত**। বহুসন্ধির গেঁটে বাত। চুলকানি ও সরলান্ত্রের রক্তপার্থক্য। **পুরাতন নেফ্রাইটিস রোগের লক্ষণাবলী**। চক্ষু গোলকের পশ্চাৎ অংশের স্নায়ুশূল এবং হঠাৎ করে দৃষ্টিশক্তির লোপ। রক্তবহানলী সূতার মত। হিক্কা।

রক্ত— অত্যন্ত দ্রুতগতিতে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ কমাতে থাকে এবং এই সংঙ্গে হিমোগ্লবিনের পরিমাণ কমতে থাকে তৎসহ শরীর থেকে ক্লোরাইডের নিঃসরণের পরিমাণের বৃদ্ধি। রক্তে বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত শ্বেতকণিকার আধিক্য দেখা যায়।

মাথা—কপালে ও রগের দিকে বেদনা। দুপুরের দিকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ম্যালেরিয়া রোগজনিত কারণে মাথার যন্ত্রণা, তৎসহ মাথাঘোরা ও মাথার ভিতর দপ্দপানি। বামদিকে বেশী হয়। রাস্তায় চলাফেরার সময় পড়ে যায়। পুনরায় উঠে দাঁড়াতে অক্ষম। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণ।

কান— কানের ভিতর প্রচণ্ড ঝিন্ ঝিন্, বুজ বুজ, ও গর্জনের মত শব্দ, তৎসহ বধিরতা।

মুখমণ্ডল— চোখের নীচের অংশ থেকে স্নায়শূল শুরু হয়; চোখের ভিতর এবং চোখের চারিপাশে প্রসারিত হয়। ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে বেদনা ফিরে আসে;চাপে উপশম।

মেরুদণ্ড— পিঠের উপর থাকা শির দাঁড়ায় কশেরুকাগুলি অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবণ; চাপ দিলে বেদনা। শেষ গ্রীবা কশেরুকা অনুভূতি প্রবণ। বেদনা মাথা ও ঘাড় পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

প্রস্রাব— রক্তমিশ্রিত। ঘোলাটে, পিচ্ছিল, কাদার মত রঙ। চর্বির মত তলানিযুক্ত। সামান্য পরিমাণে ইউরিয়া ও ফসফরিক অ্যাসিড তৎসহ অতিরিক্ত পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিড ও ক্লোরাইডের আধিক্য দেখা যায়। তৎসহ শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে কম হয়। প্রচুর প্রস্রাব। প্রস্রাবে অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি।

চামড়া— চুলকায়; লালবর্ণের উদ্ভেদ, আমবাত, জন্ডিস, ফোস্কা, পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ, পাপিউরা। অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবল, চামড়া কুঁচকানো।

জ্বর— শীতভাব দৈহিক বিকাল তিনটার সময় দেখা দেয়। শীতকরার সময় শরীরের বিভিন্ন অংশে বেদনাযুক্ত শিরাস্ফীতি। এমনকি গরম ঘরের ভিতর থাকলেও কাঁপুনি হয়। দুঃসহ যন্ত্রণা। শরীরের তাপমাত্রা স্নায়বিক অবস্থার থেকে কম।

সম্বন্ধ-তুলনায়-চিনিনাম স্যালিসিল (বধিরতা, কর্ণনলীর প্রদাহ)। **আর্সেনিক; ইউপেটোরিয়াম; মিথাইলব্লু; ক্যাম্ফর-মোনো-ব্রোমাইড** (বলা হয় এই ঔষধটি কুইনিনের কাজ বাড়িয়ে দিয়ে থাকে এবং এই কাজকে অধিক মাত্রায় স্থায়ী হতে সাহায্য করে।

বাজা— এটি একটি পূবর্ব ভারতীয় ঔষধ বিশেষ (বলা হয় যে সকল প্রকার সবিরাম জ্বর এই ঔষধের আয়ত্তের মধ্যে পড়ে। দপ্ দপ্ করে মাথার যন্ত্রণা, চক্ষুরক্তবর্ণ, মুখমণ্ডলে থেকে আগুনের হল্কা বেরুতে থাকে। যকৃৎ ও প্লীহায় বিবৃদ্ধি। শোথ। এছাড়াও প্যামবোট্যানো, সবিরাম জ্বর, মেক্সিকোদেশের ঔষধ বিশেষ।

ঔষধ — পার্থেনিয়াম; নেট্রামমিউর; ল্যাকেসিক; আর্নিকা; পালসেটিলা।

শক্তি— ১x থেকে৩x বিচুর্ণ;এছাড়াও ৩০ শক্তি এবং উচ্চতর।

চিয়োন্যান্থাস

CHIONANTHAS ফ্রিরঞ্জ-ট্রী

এই ঔষধটি বহুপ্রকারের মাথায় যন্ত্রণা, স্নায়বিক দুর্বলতা, **নির্দিষ্ট সময় অন্তর রোগাবস্থা,** মাসিক ঋতুস্রাবের গোলযোগ, ও-পিণ্ডঘটিত গোলযোগে প্রায়ই উপকারে আসে। বেশ কয়েক সপ্তাহ ঔষধটি খেতে হয়, একফোঁটা মাত্রায়, অধিক পানে মাথার যন্ত্রণা, যা রোগীকে মাঝে মাঝেই কষ্ট দেয় প্রায়ই কমিয়ে থাকে। কপালে বেদনা, মূলতঃ চোখের

উপরে। চোখের তারায় প্রচণ্ড বেদনা, তৎসহ নাকের গোড়ায় চাপাবোধ। যকৃতের ন্যায় বৈকল্য। জন্ডিস। প্লীহার বিবৃদ্ধি (সিয়্যানোথাস)। জন্ডিস, তৎসহ মাসিক ঋতুস্রাব বাধাপ্রাপ্ত। এটি যকৃতের একটি বিশিষ্টি ঔষধ বিশেষ। পিত্তপাথুরি বাধারিস, কোলেষ্টারিনাম, ক্যালকেরিয়া।) ডায়াবেটিস সেলিটান্। থেকে থেকে পেটের যন্ত্রণা।

মাথা—নিস্তেজ, উদাসীন। মাথার কপাল অংশে মৃদু বেদনা। নাকের গোড়ার উপর, রগের ভিতর দিয়ে বেদনা, সামনের দিকে ঝুঁকলে, নড়াচড়ায়, ঝাঁকুনিতে বৃদ্ধি। কন্‌জাংটিভা হলুদ বর্ণ যুক্ত।

জিহ্বা — চওড়া, তৎসহ পুরু হলুদ বর্ণের, লেপের মত প্রলেপ।

মুখগহ্বর— যুগের ভিতরে শুষ্কতার অনুভূতি জলপানের পরেও কমে না, এছাড়াও প্রচুর লালাস্রাব।

উদর ও যকৃৎ— নাভীস্থানে কন্ কন্ করে, মোচড়ানি। রোগীর মনে অন্ত্রের চার পাশে একটি দড়ি ফাঁস দিয়ে বাঁধা রয়েছে, এই বাঁধন যেন হঠাৎ করে জমে বাঁধা হয়েছে এবং এরপর ধীরে ধীরে আল্‌গা করে দেওয়া হচ্ছে। টাটানি, যকৃতের বিবৃদ্ধি তৎসহ জন্ডিস এবং কোষ্ঠকাঠিণ্য। কাদার রঙের মত মন, এছাড়াও নরম, হলুদবর্ণ এবং লেইয়ের মত। জিহ্বা অত্যাধিক লোপযুক্ত। ক্ষুধা একেবারেই নেই। পিত্তঘটিত শূলবেদনা। যকৃৎস্থান স্পর্শকাতর। অগ্ন্যাশয় ঘটিত রোগ এবং অপরাপরগ্রন্থিজরোগ।

প্রস্রাব— পরিমানে প্রচুর তৎসহ উচ্চ আক্ষেপিক গুরুত্বযুক্ত;বারে বারে প্রস্রাব;প্রস্রাবে পিত্ত ও চিনির উপস্থিতি। প্রস্রাব প্রচণ্ডকালো।

চামড়া— হলুদ;সুস্পষ্টভাবে চামড়া আর্দ্র। পাণ্ডুবর্ণ, সবুজ, চুলকায়।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-সিঙ্কোনা, সিয়্যানোথাস, চেলিডোনিয়াম, কার্ডুয়াস, পোডোফাইলাম, লেপ্টান্ড্রা।

শক্তি— অরিষ্ট ও ১ম শক্তি।

ক্লোরালাম

CHIORALUM **ক্লোরাল হাইড্রেট**

এই ঔষধটি যে পরিমাণে ব্যবহার করলে শরীরের উপর কাজ করতে পারে, সেই পরিমাণে ব্যবহার করা হলে ঔষধটি নিদ্রাকারক ও হৃদপিণ্ডকে দুর্বল নিস্তেজ, করার কাজ করে থাকে। চামড়ার উপর ঔষধটির সুস্পষ্টভাবে কাজ আছে, লালবর্ণের উদ্ভেদ, কালশিরা উৎপন্ন করে থাকে, এই লক্ষণাবলীর উপর নিভর করে হোমিওপ্যাথিক মতানুসারে ঔষধ প্রয়োগ করে বহু রোগের ক্ষেত্রে ভালো পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ করে আমবাতের চিকিৎসায়। আবেগজনিত উত্তেজনা, মানসিক, বিভ্রান্তি। শিশুদের রাত্রিকালীণ ভীতি। পেশীর দুর্বলতা।

মাথা— সকালের দিকে মাথার যন্ত্রণা, কপালে, এছাড়াও মাথার পিছন অংশে বেশী হয়। নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। মুক্ত বাতাসে উপশম। মস্তিষ্কে অপ্রবল রক্তাধিক্য (৩০ শক্তি প্রযোজ্য) মনে হয় একটি গরম বন্ধনী কষে বাঁধা আছে ও রগের একদিক থেকে অপরদিকে টেনে ধরছে।

চোখ— চোখ রক্তবর্ণ ও জলপূর্ণ। আলোর চারিদিকে, কালো ছোপ দাগ। চোখ বন্ধ করলে অথবা রাত্রে ভ্রান্ত দৃষ্টি। দৃষ্টি অস্বচ্ছ। কন্‌জাঙটিভাইটিস, চোখ ও চোখের পাতায় জ্বালা; চোখের তারা মনে হয় অনেকটা বড়ো হয়ে গেছে; সবকিছু সাদা দেখে।

চামড়া— লালচে উদ্ভেদ, অনেকটা হামের মত দেখায়। আমবাত, মদ জাতীয় পানীয়ে, গরম পানীয়ে বৃদ্ধি। লালচে বর্ণের উদ্ভেদ, মদ্যপানে বৃদ্ধি, তৎসহ হৃদকম্প; পেশীবন্ধনী ও প্রসারক পেশীর বেদনা। প্রচণ্ড চুলকায়। শরীরের উপরিভাগ পাথরের মত ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা লাগলেই লাল চাকা-চাকা দাগ দেখা দেয়; গরমে উপশম। প্যাপিউরা (ফসফরাস; ক্রোট্যাল)।

শ্বাস-প্রশ্বাস— তীব্র শ্বাসকষ্ট তৎসহ বুকের উপর ভার বোধ ও সঙ্কোচনের অনুভূতি। হাঁপানী, তৎসহ অনিদ্রা।

ঘুম— অনিদ্রা, মানসিক বিভ্রান্তি, ভয়াবহ স্বপ্ন। নিদ্রালুতা।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি- গরম পানীয় পান করার পরে, উত্তেজক বস্তুতে, আহারে রাত্রে।

সম্বন্ধ— দোষঘ্ন—এসোন; এট্রোপিন; ডিজিট্যালিস; মনকান।

তুলনীয়-বেলেডোনা; ওপিয়াম; এপিস; ভেরোন্যালি (একটি মারাত্মক ঔষধ, ইউরিয়ার উপর অ্যালকোহলের বিক্রিয়া দ্বারা এই ঔষধটি তৈরী করা হয়েছে এবং মদপানে যে রকম লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়, সেই একই অবস্থা এই ঔষধে দেখা যায়। একজন ব্যক্তি তাহা মদপান করার যেরকম অবস্থায় পৌঁছায়, এই ঔষধ ঠিক ঐ একই জাতীয় অবস্থা তৈরী করে। কথা জড়িয়ে যায়, কিছুতেই গলা করে দাঁড়াতে পারে না। (ডাঃ ভার্‌নি) লালচে ছোপ, ডাম্যাটাইটিস্, লিঙ্গমুণ্ড ও লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া চুলকায়; আঙ্গুলের সন্ধিতে গোলাকার ছোপ।)

লুমিন্যাল— (অনিডা তৎসহ আধকপালে রোগে চামড়ার লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়।) অসুস্থাবস্থা, অনেকটা এপিডেমিক এনসেফ্যালাইটিস রোগের মত। (ডাঃ-রয়্যাল)

শক্তি— আমবাতে ১x বিচূর্ণ, এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে উচ্চতর শক্তি। বাহ্যিকভাবে, দুর্গন্ধযুক্ত পায়ের ঘাম, ১। মিশ্রণে স্নানকরা হবে। ভেষজ গুনের জন্য ১৫ থেকে ২০ গ্রেণ মাত্রায়। খুব সাবধানে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

ক্লোরোফরমাম্

CHLOROFORMUM ক্লোরোফর্ম

সাধারণভাবে এটি একটি স্পর্শলোপকারক, আক্ষেপ রোধক ঔষধ বিশেষ। পেশীর সম্পূর্ণশিথিলতা। দুর্বল ও দ্রুত নারী, গভীর ও কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস। আক্ষেপ, বৃক্কজনিত অথবা পিত্তজনিত কারণে শূলবেদনা। পাকাশয়িক শূল, লক্ষণাবলী ডাঃ ডি. ম্যাক্‌ফারলন্-এর ৬ষ্ট শক্তি প্রুভিং থেকে পাওয়া গিয়েছে। প্রচণ্ড দুর্বলতা, বিশেষ করে ডানদিকের। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রচণ্ড দুর্বলতা, হাঁটু থেকে নীচের দিকে। সমগ্র মুখমণ্ডল ও বুকে প্রচুর ঘাম; ঝিমুনীও মাথাঘোরা। ঠোঁট ও গলা শুষ্ক; রাত্রে শুষ্ক, সুড়, সুড়, কর কাশি। পেট ফাঁপা, ভুক্ত খাদ্য বস্তু মুখে চলে আসে; পাকস্থলীতে টাটানিও থেঁৎলানোর মত অনুভূতি, হৃদপিণ্ডের চারিপাশে ফিকব্যথা। যখন রোগী গভীর শ্বাসনেবার চেষ্টা করে; তখন বুকের ভিতর তীক্ষ্ণবেদনা অনুভূতি করে, পরিশ্রমের সময় ছোট-ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস।

মাথা— যেখানে মারাত্মক ভাব ও উত্তেজনা। প্রধানভাবে বর্তমান থাকে, সেখানে প্রলাপ দেখা যায়। মাথা ঘাড়ের দিক থেকে নীচের দিকে টেনে ধরে, চোখ দ্রুত গেলেও বন্ধ করে, চোখের তারায় সঙ্কোচন, মুখমণ্ডলে, পেশীতে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দ্রুত আক্ষেপিক নড়াচড়া।

সম্বন্ধ-ঈর্থয়ি-অস্ত্রোপচারের পরে ব্রঙ্কাইটিস (অধ্যাপক বায়ার)

স্পিরিটাম ঈথারিস কম্পোজিটান (হেফ্‌ম্যান্‌স্ অ্যানোডাইন্)-(পেট ফাঁপা; হৃদশূল। মাত্র পাঁচ ফোঁটা থেকে ১ ড্রাম পর্যন্ত)।

শক্তি—উচ্চতর শক্তি অথবা ৬ষ্ট শক্তি। **ফসফরাস** একমাত্র ঔষধ যা ক্লোরোফর্মজনিত নেশায় ব্যবহার করা চলে।

ক্লোরাম

CHLORUM ক্লোরাইনগ্যাস ইন ওয়াটার

শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত যন্ত্রগুলির উপর এই ঔষধের সুস্পষ্ট কাজ আছে, শ্বাসনলীর দ্বারের আক্ষেপ উৎপন্ন করে, এটিই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। হাঁপানীতে এই ঔষধ প্রয়োগ করা হলে, শ্বাসনালীর দ্বারের আক্ষেপের উপশম হয়। গ্যাংগ্রীনের ক্ষেত্রে খাওয়ার জন্য এবং বাহ্যিকভাবে এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

মল- পাগল হয়ে যাবে এই জাতীয় ভয়। সুস্পষ্টভাবে সব স্মৃতি শক্তির কমে যাওয়ার লক্ষণ থাকে, **বিশেষ করে নাম-গুলি ভুলে যায়।**

শ্বাস-প্রশ্বাস- ঝুল, ধোঁয়া পূর্ণ নাসারন্ধ্র। সর্দি তৎসহ হঠাৎ করে তীক্ষ্ণ ক্ষয়কারক তরল পদার্থ বেগে বেরিয়ে আসে, এর ফলে নাকের ভিতরে ও নাসাপক্ষে টাটানি ব্যথা। **সঙ্কোচন, তৎসহ শ্বাসরোধের মত অবস্থা। শ্বাসনালীর দ্বারপ্রান্তে আক্ষেপ।** ঈঁপিগ্লটিস, কণ্ঠনালী ও শ্বাসনালীর অস্বস্তি। ভিজে-স্যাঁত সেঁতে বাতাস লাগার ফলে কণ্ঠস্বরের লোপ। **কণ্ঠনালীর আক্ষেপ থেকে হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়**, তৎসহ চোখ দুটি বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে, মুখমণ্ডল নীলচে বর্ণ। ঠাণ্ডা ঘাম, নাড়ী ক্ষুদ্র। **শ্বাসনিতে কষ্ট হয় না কিন্তু শ্বাসছাড়তে কষ্ট হয়। মেফাইটিস)** মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ। দীর্ঘস্থায়ী, জোরে জোরে বাঁশির মত শব্দ যুক্ত ঘড়ঘড়ানি। জিহ্বায় প্রচণ্ড শুষ্কতা।)

শক্তি— (ক্লোরিন ওয়াটার, যখন পূর্ণশক্তিতে প্রয়োজন হয়, অবশ্যই তাজাভাবে তৈরী করে দেবে। ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেলোষ্টিনাম

CHOLESTERINUM

কোলেস্টরাইন-দ্যা প্রক্সি নেট প্রিন্সিপ্যাল। ফার্নিশড্ বাই দ্য এপিথিলিয়াম লাইনিং অফ্ গল ব্লাডার এন্ড দ্য লার্জার ডাক্টস

যকৃতের ক্যান্সার। **যকৃতে দুর্দমনীয় জাতীয় রক্তাধিক্য।** শরীরের পাশের দিকে জ্বালাকর যন্ত্রণা; হাঁটার সময় হাতদুটি শরীরের ধার থেকে সরিয়ে রাখে, নইলে তীব্র আঘাত লাগে। চোখের দৃষ্টির অস্বচ্ছতা, জন্ডিস; পিত্ত পাথুরি। কোলেস্টেরাইন, লিসিথিনের বিপরীত ধর্মী। অনুমান করা হয় উভয় ঔষধই, শরীরের অজানা অংশের হওয়া অর্বুদের উপর কাজ করে। পিত্তপাথুরি ও অনিদ্রা।

সম্বন্ধ-তুলীয়-টিউরোকোলেট অফ সোড়া-হোমিওপ্যাথিতে ডাঃ আই. পি. টেসিয়াং তাঁর এক অত্যন্ত আকর্ষক অনুসন্ধ্যানে দেখেছেন যে, পিত্ত এবং এর বিভিন্ন ধরণের লবণ, যকৃতের উপসর্গসমূহ প্রকৃতির উপর বেশ কয়েকবার পরীক্ষাকরে দেখেছেন যে টিউরোকোলেট অফ সোড়া, হোমিও প্যাথির একটি উল্লেখযোগ্য ঔষধ বিশেষ করে হাইপোগ্লোবিউলার অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে। এই ঔষধের বিষাক্ততা, পরিষ্কার করে তা প্রমান করে দেয়, এবং এছাড়াও এটি প্লীহার বিবৃদ্ধির একটি ঔষধ বিশেষ। তিনি তাঁর জ্ঞান থেকে আমাদের আরো বলেছেন যে, এই ঔষধটি শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের তরুন শোথ, এবং প্রচন্ড জোরে-জোরে হৃদস্পন্দন উৎপন্ন করে।

শক্তি—৩য় শক্তি।

ক্রোমিকাম অ্যাসিডাম

CHROMICUM ACIDUM ক্রোমিকঅ্যাসিড

ডিপথিরিয়া নীচের পিছনের অংশের অর্বুদ জিহ্বার এপিথেলিওম্যা এই ঔষধের দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। রক্তমিশ্রিত, দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব ও স্রাব। লক্ষণগুলি আসে এবং **হঠাৎ করে** এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফিরে আসে; দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব।

নাক— নাকে ক্ষত ও মামড়ি। দুর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে। ক্ষতবৎ বেদনা। নাকে পচা ঘা (অরামি)।

গলা— ডিফ্থিরিয়া; গলানি টাটানি। শক্ত শ্লেষ্মা, তৎসহ শ্লেষ্মাটুকু গিলে ফেলার প্রবণতা; ঢোক গিললে বৃদ্ধি, ফলে গলা খাঁকর দিতে হয়। নাকের পিছনের অংশের অর্বুদ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্বস্থি। স্কন্ধাস্থি ও ঘাড়ের পিছনের অংশে বেদনা। হাঁটু দুটিতে ও পায়ের গোলাকার অংশে বেদনা। হাঁটার সময় পায়ের তলায় টেনে ধরার মত অনুভূতি।

মল— জলের মত, বারে বারে, পরিমাণে প্রচুর তৎসহ বমি বমি ভাব ও মাথা ঘোরা। অর্শ, মলদ্বারের অভ্যন্তরে ও রক্তস্রাব। কোমরের দুর্বলতা।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ক্যালি বাই; রাসটক্স; ক্রোমিয়াম সালফেট (লোকোমোটর অ্যাটাক্সিয়া, গলগণ্ড, প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। হার্পিস পাপিউটিয়্যালিস। ঘাড় একদিকে বাঁকা। এছাড়াও চোখদুটি ঠেলে বেরিয়ে আসে, নাড়ীর বর্দ্ধিত গতির উপশম করে। স্নায়বিক দুর্বলতার ক্ষেত্রে স্নায়ুবলকারক হিসাবে কাজ করে। ফাইব্রয়েড অর্বুদ। শিশুদের পক্ষাঘাত। বড়োদের মাত্রা তিন থেকে পাঁচ গ্রেণ পরিমাণ খাবার পরে ও শোবার সময়)

শক্তি— হোমিওপ্যাথিতে ৩x থেকে ৬x বিচূর্ণ।

ক্রাইস্যারোবিনাম

CARYSAROBINUM গোয়া পাউডার

এই ঔষধটি চামড়ার উত্তেজক হিসাবে কাজ করে এবং খুব ভালোভাবে চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় বিশেষ করে, দাদ, সেরিয়্যাসিস, হার্পিস ও —রক্তাভিব্রনে ক্ষেত্রে। ফোস্কাসমূহ অথবা আঁশযুক্তক্ষত, তৎসহ দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব এবং মামড়ী পড়া, মামড়ী গুলি সংযুক্ত হবার প্রবণতা যুক্ত এবং পরিশেষে সমগ্র অংশ সমূহে একটি মামড়িতে পরিণত হয়। (বার্নেসটিন)। তীব্র চুলকানি উরুস্থানে পায়ে এবং কানে। শুষ্ক, আঁশযুক্ত উদ্ভেদ বিশেষ করে চোখ ও কানের চারিপাশে, মামড়ি পড়ে ও মামড়ির নীচে পুঁজ জমা হয়(মেজেরিয়াম।)

চোখ— চোখের পাতার প্রদাহ, কনজাংটিভাইটিস, কেরাটাইটিস। তীব্র আলোকাতঙ্ক চোখের স্পর্শকাতরতা।

কান— কানের পিছনের অংশে একজিমা। নোংরা, মামড়িযুক্ত অবস্থা তৎসহ পুরু আবরণ বা ছাল সৃষ্টি হবার প্রবণতা যুক্ত। সমগ্রকান ও তার চারিপাশের ত্বক সমূহ নিয়ে যেন একটি মামড়ির সৃষ্টি হয়।

সম্বন্ধ— ক্রাইস্যারবিনানে, ক্রাইসোফ্যান আছে, যা অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে ক্রাইসোফোনিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। এটি রিউবার্বও সেন্নার ভিতরেও আছে।

শক্তি— বাহ্যিকভাবে ৪ থেকে ৮ গ্রেণ ঔষধ ১ আউন্স ভেস্‌লিনের সঙ্গে মিশিয়ে মলম হিসাবে ব্যবহার করা হবে। ৩য় থেকে ৬ষ্ট শক্তি আভ্যন্তরীণভাবে ব্যবহার করা চলে। বাহ্যিক ভাবে ব্যবহার করার সময় অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত। কারণ এই ঔষধের প্রদাহ তৈরী করার ক্ষমতা আছে।

সিকিউটা ভিরোসা

CICUTA VEROSA **ওয়াটার হেমলক্**

স্নায়বিক তন্ত্রের উপর কাজ করে, এই ঔষধ আক্ষেপ সম্পর্কিত উপসর্গ তৈরী করে থাকে, যেমন, হিক্কা, মুখমণ্ডলীয় পেশীর আক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কার এবং আক্ষেপ এই অবস্থাগুলিই এই ঔষধের রোগজনিত ছবি এবং এই সকল ক্ষেত্রে এই ঔষধটি বিশেষভাবে উপযোগী হয়ে থাকে, বিশেষ করে যদি এই সকল ক্ষেত্রে এই ঔষধের আরো কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ বর্তমান থাকে। এই লক্ষণগুলির মধ্যে **মাথা, ঘাড়, এবং মেরুদন্ড পিছনদিকে বেঁকে যায়** এবং রোগীর সার্বিক অবস্থা খুবই মারাত্মক যা, তৎসহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভীতিপ্রদ মোচড়ানি। মারাত্মক, অদ্ভুত ধরণের ইচ্ছা। শরীরের ভিতরে স্ফীতভাব। বিলাপ ও আর্তনাদ করা। অস্বাভাবিক জাতীয় কাজ করে। চর্মের উপর স্পষ্টভাবে কাজ আছে।

মন— প্রলাপ তৎসহ গান করা, নাচকরাও মজাদার অঙ্গভঙ্গী করা। প্রতিটি বস্তুই রোগীর কাছে অদ্ভুত ও ভয়ংকর বলে মনে হয়। বর্তমান ও অতীতের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলা; শিশুর মত অনুভূতি। বোকার মত অনুভূতি। বিষন্নতা তৎসহ হতাশা। অবিশ্বাস প্রবণতা, মৃগী; বিলাপি ও ঘ্যান ঘ্যানানি। প্রানবন্ত স্বপ্নসমূহ।

মাথা— **মাথা একদিকে ঘোরানো অথবা দ্বিভাঁজ অবস্থায় থাকে। সেরিব্রো-স্পাইন্যাল-মেনিন্‌জাইটিস।** মাথাঘোরা, তৎসহ পাকাশায়িক শূল এবং পেশীর আক্ষেপ। মাথার ভিতর হঠাৎ করে এবং মারাত্মক ধরণের ধাক্কা অনুভব করে। দৃষ্টবস্তুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। মস্তিষ্কে আঘাত জনিত কারণে আক্ষেপ। মাথায় পুরু, হলুদ বর্ণের মামড়ি। বায়ু নিঃসরণে মাথায় কষ্টের উপশম হয়।

চোখ— পড়ার সময় অক্ষরগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। চোখের তারা বিস্ফারিত, আলোকে অনুভূতিহীণতা ট্যারা দৃষ্টি। দৃষ্টবস্তু সমূহ সরে যায়; এগিয়ে আসে, এবং দুটি বলে মনে হয়। একদৃষ্টিতে তাকান। মাথা নীচের দিকে ঝোঁকালে, চোখের তারা উপরের পাতার

পিছনদিকে সরে যায়। বরফের ঠাণ্ডায় চোখ সোজা রাখা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার কুফল। চোখ ও চোখের উপাঙ্গ সমূহের আক্ষেপিক উপসর্গসমূহ। দৃষ্টিট্যারা; নির্দিষ্ট সময় অন্তর, আক্ষেপিক, চোখে আঘাত লাগা বা পড়ে যাওয়ার কুফল।

কান— শুনতে কষ্ট হয়। হঠাৎ করে ভয়ঙ্কর শব্দে বিস্ফোরণ, বিশেষ করে ঢোক গেলার সময়। **কান থেকে রক্ত স্রাব।**

মুখমণ্ডল— পুঁজ যুক্ত উদ্ভেদ। মুখমণ্ডল, মাথা, মুখের কোনা এবং চিবুকে দেখা যায় তৎসহ পুরু, হলুদ রঙে র মামড়ি সহ জ্বালাকর যন্ত্রণা। **মুখমণ্ডল লালচে।** মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপ, দাঁত জড়সড় করার প্রবণতা যুক্ত।

গলা— শুষ্ক। মনে হয় একটি জায়গা থেকে সংযুক্ত অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে। অন্ননালীর আক্ষেপ; কিছুতেই ঢোক গিলতে পারে না। ধারালো হাড়ের টুকরো গেলার কুফলে অন্ননলীর উপসর্গ।

পাকস্থলী— পিপাসা; জ্বালাকর চাপ; হিক্কা, পাকস্থলীর উপরের অংশে দপ্‌দপ্‌কর অনুভূতি, এই অংশ সুটির আকারে ফুলে উঠে। অস্বাভাবিক বস্ত খাবার স্পৃহা। যেমন কয়লা (এল্যুমিনিয়াম, ক্যালকেরিয়া কার্ব)। অজীর্ণ, তৎসহ অনুভূতির অভাব, মুছে ফেলা।

উদর— পেট ফাঁপা তৎসহ উদ্বেগ ও বদ্‌মেজাজ। পেটের ভিতর গুড়্ গুড়্ শব্দ। পেট স্ফীত এবং যন্ত্রণাদায়ক, পেটের শূলবেদনা, তৎসহ আক্ষেপ।

সরলান্ত্র— সকালে উদরাময়, তৎসহ প্রস্রাবের অসহ্য বেগ, সরলান্ত্রে চুলকায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস— বুকের ভিতর কষে আছে বলে মনে হয় খুব কষ্টকর শ্বাসনিতে হয়। বুকের পেশীসমূহের অবিরাম আক্ষেপ। বুকের ভিতর উত্তপ্ত।

পিঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ঘাড়ের পিছনের অংশের পেশীর আক্ষেপ ও খিলধরা, এবং মাথার পিছনের অংশে আক্ষেপ সহ মনোভাব। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাঁকা অবস্থায় থাকলে টেনে সোজা করে এবং সোজা অবস্থায় থাকলে বাঁকা করা যায় না। **পিট ধনুকের মত পিছনদিকে বেঁকে যায়।** ত্রিকাস্থিতে ঝাঁকানি, ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা, বিশেষ করে ঋতুস্রাব কালীণ অবস্থায়।

চামড়া— একজিমা; চুলকায় না, রসানি জমে **একটি শক্ত, লেবুর রঙের মামড়িতে পরিণত হয়।** উদ্ভেদ চাপা পড়ার সুফলে মস্তিষ্কের রোগ। বড়ো বড়ো উদ্ভেদ, আকারে মটরের দানার মত। পুরাতন পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, স্পর্শে, বায়ুপ্রবাহে, আঘাতে ধূমপানে।

সম্বন্ধ-দোষঘ্ন-ওপিয়াম; আর্সেনিক।

তুলনীয়-সিকিউটা ম্যাকিউলেটা— ওয়াটার হেমলক (এই ঔষধের কাজগুলি সদৃশপূর্ণ; এই ঔষধের সব থেকে সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি হল; অজ্ঞান হবার প্রবণতা যুক্ত, সবিরাম অথবা অবিরাম আক্ষেপ। সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়। মৃগী ও ধনুষ্টঙ্কার রোগে এই ঔষধের প্রয়োগের কথা বিবেচনা করা যায়। অরিষ্ট ও নিম্নশক্তি ব্যবহার্য।) **হাইড্রোসাইয়েনিক অ্যাসিড, ক্লোরিয়াম; ওন্যান্থ; ষ্ট্রিকনিয়া, বেলেডোনা।**

শক্তি— ৬ষ্ট থেকে ২০০ শক্তি।

সাইনেক্স-একান্থিয়া

CIMEX-ACANTHIA **বেডবাগ**

সবিরাম জ্বরে এই ঔষধের ব্যবহার হয়ে থাকে, তৎসহ ক্লান্তি ও শরীর টান্-টান্ করার ইচ্ছা। জঙ্ঘার পেশীগুলি ছোট হয়ে গেছে এরূপ অনুভূতি (এমোনমিউর)। ফ্লেক্সর বা সঙ্কোচক পেশী সমূহ বেশী আক্রান্ত হয়। বাহুর পেশী বন্ধনীতে সঙ্কোচনের অনুভূতি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টান করা বা আড়ামোড়া ভাঙ্গা।

মাথা— পান করার পর তীব্র মাথার যন্ত্রণা। প্রচণ্ড রাগ; শীতাবস্থার পূর্বে প্রচণ্ড উদ্দীপনা। প্রতিটি জিনিষ টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলার ইচ্ছা হয়। ডানদিকের কপালাস্থির নিম্নাংশের বেদনা।

স্ত্রী-রোগ— তীর বেঁধার ন্যায় বেদনা যোনিনলী থেকে বামদিকের ডিম্বাশয় পর্যন্ত।

জ্বর— সারা শরীরে শীতভাব। মনে হয় হাঁটার উপর দিয়ে যেন বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। **অকল সন্ধিতে বেদনা, যেন পেশী বন্ধনীগুলি ছোট হয়ে গেছে, এই জাতীয় অনুভূতি।** বিশেষতঃ হাঁটুর সন্ধি গুলিতে। শীত; শুয়ে পড়লে বৃদ্ধি। জ্বর যে সময় থাকে না সেই অবস্থায় পিপাসা, কিন্তু শীতাবস্থায় সামান্য পিপাসা; তাপবস্থায় পিপাসা আরো কম হয় এবং ঘর্মবস্থায় পিপাশা একেবারেই থাকে না। ছাতাপড়ার মত গন্ধযুক্ত, দুর্গন্ধিযুক্ত ঘাম।

অন্ত্রসমূহ— কোষ্ঠকাঠিণ্য, মলশুষ্ক ও ছোট ছোট বলের ন্যায় (**ওপিয়াম, প্লম্বাম, থুজা**)। এবং শক্ত। সরলান্ত্রে ক্ষত।

শক্তি— ৬ষ্ট থেকে ২০০ শক্তি।

সিমিসিফিউগা রেসিমোসা (একটিয়া রেসিমোসা)

CIMICIFUGA RACEMOSA- **ব্ল্যাকস্নেক রুট**
(ACTAEA RACEMOSA)
(MACROTYS)

সেরিব্রোস্পাইন্যাল ও পেশী মণ্ডলের উপর এই ঔষধের বিরাট কাজ আছে, এছাড়াও জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের উপর এই ঔষধের যথেষ্ট কাজ আছে। বিশেষকরে উপযোগী বাতরোগযুক্ত, স্নায়বিক ব্যক্তি তৎসহ ডিম্বাশয়ের উপসর্গ, জরায়ুর আক্ষেপ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ যেখানে পাওয়া যায়। পেশী সমূহের খিলধরা বেদনা, প্রাথমিকভাবে স্নায়ুঘটিত রোগ সমূহ থেকে এই অবস্থায় উৎপন্ন হয়, শরীরের প্রায় সর্বাঙ্গে লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় এবং এই লক্ষণগুলি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

উত্তেজনা ও যন্ত্রণা— এই ঔষধকে নির্দেশ করে। শরীরের এখানে ওখানে যন্ত্রণা, অনেকটা বিদ্যুতের শক লাগার ন্যায়। অধিক পানে। বস্তিকোটরীয় যন্ত্রসমূহের লক্ষণাবলী

সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। এই ঔষধটি নাড়ীর দ্রুতগতি ও শক্তি কমিয়ে দেয়। যন্ত্রণায় শান্তি ঘটায় এবং উত্তেজনা কমিয়ে থাকে।

মানসিক— রোগিনীর মনে হয় একখন্ড মেঘ ক্রমশ; তাকে ঢেকে ফেলছে। প্রচণ্ড হতাশা, তৎসহ **আসন্ন অমঙ্গলের স্বপ্ন**। বন্ধ গাড়ীতে চড়তে ভয়, এত ভয় যে, রোগীর মনে হয় গাড়ীর ভিতর থেকে লাফিয়ে পড়তে হবে। অবিরাম কথা বলতে থাকে। বড়ো ইঁদুর অথবা ছোট ইঁদুর প্রভৃতির কাল্পনিক দর্শন। সকম্প প্রলাপ; নিজেকে আঘাত করতে চেষ্টা করে। স্নায়ুমূল অদৃশ্য হলে উন্মাদ রোগ দেখা দেয়।

মাথা— মস্তিষ্কের ভিতর অসংযত বা উত্তেজনার অনুভূতি। মানসিক উত্তেজনা, অতিরিক্ত পড়াশুনা অথবা জরায়ু রোগের প্রতিবর্তক্রিয়া হিসাবে মাথায় তীর বেঁধার ন্যায় এবং দপ্ দপ্ করে যন্ত্রণা। তরঙ্গের ন্যায় অনুভূতি অথবা **মস্তিষ্কের ভিতর খোলা এবং বন্ধ হবার মত অনুভূতি**। মস্তিষ্ক অনেকটা বড়ো হয়ে গেছে বলে মনে হয় **বাহিরের দিকে ঠেলা মারার মত বেদনা**। কান গুলি অনুভূতি প্রবণ, সামান্য শব্দ সহ্য হয় না।

চোখ— দৃষ্টিহীন, তৎসহ বস্তিকোটরীয় উপসর্গ সমূহ। চোখের গভীরে দপ্‌দপ্‌কর এবং **তীরবিদ্ধবৎ** বেদনা তৎসহ কৃত্রিম আলোকে আলোকাতঙ্ক। **চোখের তারায় তীব্র, কন্‌কনানি। চোখ থেকে মাথার উপরের অংশ পর্যন্ত বেদনা।**

পাকস্থলী— মেরুদন্ড ও গ্রীবা দেশে চাপ দিলে বমি বমিভাব, বমি। পেটের উপরের অংশে খালি-খালিভাব। **(সিফিয়া; সালফার)**। **দংশনবৎ বেদনা**। জিহ্বার অগ্রভাগ **সূঁচানো** ও কম্পমান।

স্ত্রী রোগ— রক্তঃলোপ (ম্যাক্রোটিন ব্যবহার করা অধিক ভালো)। ডিম্বাশয় দেশে বেদনা। উরুদেশের সামনের অংশ থেকে বেদনা তীর বেগে উঠা-নামা করে। মাসিক ঋতুস্রাব শুরুর ঠিকপূর্ব মুহূর্তে বেদনা। ঋতুস্রাব প্রচুর, কালো, **জমাটবাঁধা**, দূর্গন্ধযুক্ত তৎসহ-কোমরের বেদনা, এবং দুর্বলচিত্ত। ঋতুস্রাব সর্বদা অনিয়মিত। ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল। অস্তিকোটরে আড়াআড়িভাবে বেদনা, একদিকের নিম্নস্থান থেকে অন্যদিকের নিম্নস্থান বরাবর। বেদনার পর অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবণতা এবং **বেদনা সহ্য করতে পারে না**। স্তন্যগ্রন্থির নিম্নাংশে বেদনা, বামদিকে বেশী হয়। কমবয়সী স্ত্রীলোকের মুখের উপর দাগ।

শ্বাস-প্রশ্বাস—গলার ভিতর সুড়সুড়ি। শুষ্ক, ছোট-ছোট কাশির চমক, **কথাবলার সময়** রাত্রিতে বৃদ্ধি। কাশি, যখন শ্লেষ্মা উঠার পরিমান কম হয়— আক্ষেপিক, শুষ্ক, তৎসহ পেশীসমূহের টাটানি ও স্নায়বিক উত্তেজনা দেখা যায়।

হৃদপিণ্ড— অনিয়মিত, মন্থর ও কম্পমান নাড়ী। স্পন্দনশীলতা। অ্যান্‌জাইনা পেক্টোরিস বা হৃদশূল। বাম বাহুর অসাড়তা, মনে হয় বামদিকে আবদ্ধ রয়েছে। হৃদপিণ্ডের স্পন্দন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায়। শ্বাসরোধ দেখা দেয়। বামদিকের স্তন্যগ্রন্থির নিম্নাংশে বেদনা।

পিঠ— মেরুদন্ড অত্যন্ত অনুকৃতি প্রবন, বিশেষকরে উপরের অংশ। **ঘাড় ও পিঠের আড়ষ্টতা ও সঙ্কোচন**। পন্ডরাস্থির মধ্যবর্তী অংশের বাত রোগ। পিঠ ও ঘাড়ের পেশীর বাতজ বেদনা। কোমর ও ত্রিকাস্থিস্থানে বেদনা, নিম্ন প্রদেশ হয়ে যন্ত্রণা নীচের দিকে উরুস্থান পর্যন্ত নামে। পিঠে পেশীর ফিক ব্যথা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্বস্তি, অস্থিরতা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের **কন্‌কনানি ও পেশীর টাটানি**। পেটের পেশীর বাতজ উপসর্গ, বিশেষ করে বড়ো পেশীগুলির। পেশীর নর্তন তৎসহ বাতজ উপসর্গ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঝাঁকানি। গোড়ালি স্থানের বৃহৎ পেশী বন্ধনীর আড়ষ্টতা। নিম্নাঙ্গের ভারীবোধ। ভারীবোধ, কন্‌কনানি ও টেনে ধরার মত বেদনা।

ঘুম— অনিদ্রা, দন্তোদগমকালে শিশুদের মস্তিষ্কের উত্তেজনা।

চামড়া— আইভি (রাসটক্স) বিষক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে এই ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, সকালে, ঠাণ্ডায় (কেবলমাত্র মাথার যন্ত্রণা ছাড়া), ঋতুস্রাব চলাকালীন অবস্থায়, যত বেশী স্রাব হয়, ততবেশী যন্ত্রণা হয়। **উপশম**, উষ্ণতায়, আহারে।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-র‍্যামনাস ক্যালিফোর্নিয়া (পেশীর বেদনা, কোমরের বেদনা, বক্ষাবরক ঝিল্লীর বেদনা, তরুন বাতরোগ।

ডেরিস পিন্নেট্যা (বাতজনিত কারণ থেকে উদ্ভুদ স্নায়বীয় মাথার যন্ত্রণা।)

অ্যারিষ্টোলোকিয়া মিলহোনেন্স (গোড়ালি স্থানের সব থেকে বড়ো পেশী বন্ধনীর বেদনা, বহুমূত্র রোগ। **কলোফাইলাম, পালসেটিলা, লিলিয়াম টিগ, এগারিকাস, ম্যাক্রোটিন** (বিশেষ করে কোমর প্রদেশীয় স্থানের বেদনা।)

শক্তি— ১ম থেকে ৩০ শক্তি,৩য় শক্তি প্রায়ই ব্যবহার হয়ে থাকে।

সিনা

CINA

ওয়ারম সীড

এটি শিশুদের ক্ষেত্রে বেশী ব্যবহার হয়, এই জাতীয় একটি ঔষধ বিশেষ। এই জাতীয় শিশুরা আকারে বড়ো, মেদবহুল, গায়ের রঙ গোলাপি বর্ণের, গণ্ডমালা দোষ যুক্ত, অন্ত্রঘটিত গোলযোগের জন্য বহু উপসর্গের প্রকাশ যেমন ক্রিমি ও ক্রিমি ঘটিত উপসর্গ সমূহ। মেজাজ খিট্‌খিটে, পরিবর্তনশীল ক্ষুধা, দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ বা দাঁত কড়্ কড়্ করা। এবং এমনকি আক্ষেপ-দেখা যায় তৎসহ হঠাৎ করে চিৎকার, এবং হাত-পায়ের তীব্র ঝাঁকানি, এই ঔষধের কাজের মধ্যে পড়ে। সিনা রোগী ক্ষুধার্ত, খিটখিটে, কুৎসিত, এবং তাকে সর্বদা দোল দেওয়া হোক এইরূপ ইচ্ছা। **আকস্মিকআঘাতের মত বেদনা দেখা দেয়।** চর্ম অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

মন—অভদ্র। শিশু **অত্যন্ত খিটখিটে**, কেহ তাকে স্পর্শ করুক, শিশু তা চায় না অথবা বদ্‌মেজাজী অথবা কেউ তাকে কোলে করুক তা পছন্দ করে না। বহুকিছু পেতে

চায় কিন্তু যেই তাকে তা দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখান করে। অস্বাভাবিক জাতীয় জ্ঞানের উদ্ভব, রোগীর মনে হয় সে কোন পাপপূর্ণ বা অসৎ কাজ করেছে।

মাথা— মাথার যন্ত্রণা, তৎসহ পর্যায়ক্রমে পেটের বেদনা। সামনের দিকে ঝুঁকলে উপশম। (মেজেরিয়াম)। চোখের পরিশ্রমে মাথার যন্ত্রণা।

চোখ— চোখের তারা বিস্ফারিত; দৃষ্ট বস্তু হলুদ দেখে। হস্ত মৈথুনের ফলে দুর্বল দৃষ্টিশক্তি। পেটের উপসর্গ জনিত কারণে ট্যারাদৃষ্টি। চোখের কষ্ট, বিশেষ করে বার্ধক্যজনিত কারণে যখন দৃষ্টি শক্তি কমতে শুরু করে। **হৃদয়ের পেশীর স্পন্দন।**

কান— কানের ভিতর গর্ত করার মত ও আঁচড়ানোর মত বেদনা।

নাক— সর্বদা নাকের ভিতর চুলকায়। **সর্বদা নাক খোঁটায় বা নাক ডলার প্রবণতা।** রক্ত পাত না হওয়া পর্যন্ত **নাক খোঁটে।**

মুখমণ্ডল— গালের উপর দিকটা লালরঙের গোলাকার দাগ দেখা যায়। **ফ্যাকাশে, উষ্ণ তৎসহ কালচে বর্ণের গোলাকার রিং চোখের চারিপাশে।** ঠাণ্ডা ঘাম। **মুখগহ্বরের চারিপাশ সাদাটে ও নীলচে বর্ণযুক্ত।** ঘুমের মধ্যে দাঁত কড়্‌কড়্‌ করে। **হাত ও মুখমণ্ডলের পেশীর স্পন্দন।**

পাকস্থলী— খাবার অল্প সময় পরেই **ক্ষুধা পায়। ক্ষুধাও,** পাকস্থলীর ভিতর খুঁড়ে ফেলার মত, দংশন করার মত অনুভূতি। পেটের উপরের অংশের বেদনা, সকালে ঘুম থেকে প্রথম জাগার সময় ও আহারের পূর্বে বৃদ্ধি। কিছু আহার করার পরে বা পান করার সঙ্গে সঙ্গে বমি ও উদরাময়। বমি তৎসহ জিহ্বা পরিষ্কার। একই সঙ্গে অনেক ও বিভিন্ন প্রকারের জিনিষ পেতে ইচ্ছা। মিষ্টি খেতে ভালোবাসে।

উদর— **নাভির চারিপাশে মোচড়ানোবৎ বেদনা।** (স্পাইজেলিয়া)। পেট ফোলা ও শক্ত।

মল—**মল সাদা শ্লেষ্মায় পূর্ণ,** দেখতে অনেকটা ভাজা ভুট্টার টুকরো থাকার মত। মলত্যাগের পূর্বে পেটের ভিতর চিমটি কাটার মত শূলবেদনা। **গুহ্যদ্বারের চারিপাশে চুলকানি (টিউক্রিয়াম)।** ক্রিমি। স্যোবাডিলা; ন্যাপ্‌থেলিন; নেট্রামফস।

প্রস্রাব— ঘোলাটে সাদা; প্রস্রাব কিছুটা সময় রেখে দেবার পর সাদাবর্ণযুক্ত হয়। রাত্রে অসাড়ে প্রস্রাব।

স্ত্রীরোগ— বয়সন্ধি কালের পূর্বে জরায়ু থেকে রক্ত স্রাব।

শ্বাস-প্রশ্বাস— সকালের দিকে কাশির ধমকে শ্বাসবন্ধের মত অবস্থা। হুপিং কাশি। মাঝে-মাঝেই তীব্র কাশির ধমক দেখা দেয়। কাশির শেষে আক্ষেপ। কাশি এত তীব্র যে কাশির ধমকে চোখ দিয়ে ও জল বেরিয়ে আসে এবং বুকাস্থিতে বেদনা শুরু হয়। রোগীর মনে হয় কোন কিছু ছিঁড়ে গেছে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাশি; বসন্তকালে রোগ ফিরে আসে এবং এর পরে কমে যায়। কাশির পর শ্লেষ্মা গিলে ফেলে। **কাশির পরে গলা থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত গলগল শব্দ হয়।** কাশির ধমক দেখা দিতে পারে এই ভয়ে শিশু কথা বলতে ও ঘুরে বেড়াতে চায় না। কাশির পরে করুনস্বরে কান্না, উদ্বেগ, বাতাসের জন্য হাঁফাতে থাকে, এবং ফ্যাকাশে বর্ণযুক্ত হয়ে উঠে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঝাঁকুনি, বিকৃতি ও কম্পন। আকস্মিক আঘাতের ন্যায় পক্ষাঘাতের সদৃশ অবস্থা। রোগী হঠাৎ করে লাফিয়ে উঠে যেন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছে। শিশু এক দিক থেকে অপরদিকে হাত ছোঁড়ে। রাত্রিকালীন আক্ষেপ। ডানহাতের আঙ্গুলের হঠাৎ করে ভিতরের দিকে ঝাঁকুনি দেখা দেয়। শিশু আক্ষেপ অবস্থার মত পাগুলিকে টান করে রাখে। বাম পা সর্বদা আক্ষেপ যুক্ত ও গতিশীল।

ঘুম— শিশু ঘুমের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে; পেটের উপর চাপ দিয়ে শুয়ে থাকা। শিশুদের রাত্রিকালীন ভয় কান্না করে, চিৎকার করে, ভয় পেয়ে মুখ থেকে জেগে উঠে। হাই তোলার সময় কষ্ট। ঘুমের ভিতর কথা বলে ও চিৎকার করে। দাঁত কড়্মড়্ করে।

জ্বর— শীত সামান্য। প্রচণ্ড তাপ, তৎসহ জিহ্বা পরিষ্কার। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত; মূলবেদনা; শীতভাব সহ তৃষ্ণা কপালে, হাতে ও নাকে ঠাণ্ডা ঘাম। সিনার জ্বরের প্রকৃতি হল, মুখমন্ডল ঠাণ্ডা ও হাতগুলি গরম।

কমাবাড়া-বৃদ্ধি— কোন বস্তুর দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকলে, ক্রিমি থেকে রাত্রে, সূর্যের উত্তাপে ও গ্রীষ্মকালে।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-স্যান্টোনাইন- (প্রায়ই ক্রিমিজনিত উপসর্গে ব্যবহার হয়; সিনার মত একই লক্ষণযুক্ত; সিনার মত আকস্মিক সংঘাত তাপ বেদনা। দৃষ্টি সম্বন্ধীয় বিভ্রান্তি, দৃষ্টবস্তু হলুদ দেখে; বেগুনি বর্ণের আলোক চিনতে পারে না, রঙগুলির পার্থক্য বুঝতে পারে না। প্রস্রাব গাঢ় জাফ্রান্ রং বিশিষ্ট। আক্ষেপ ও নূতন পুরাতন পাকাশয়িক ও অন্ত্রঘটিত গোলযোগ, কোন কোন সময় একমাত্রা ঔষধে কমে যায়। (ফিজিওলজিক্যাল)।

হেলমিন্টো কর্টোস্-ওয়ারম্ মস (অন্ত্রের ক্রিমির উপর খুবই শক্তিশালী ঔষধ হিসাবে কাজ করে, বিশেষ করে লুম্বিকয়েডের উপর। টিউক্রিয়াম ইগ্নেশিয়া; ক্যামোমিলা; স্পাইজেলিয়া।

দোষঘ্ন-ক্যাম্ফর; ক্যাপ্‌সিকাম।

শক্তি— ৩য় শক্তি। স্নায়বিক, উত্তেজনা প্রান শিশুদের ক্ষেত্রে ৩০ ও ২০০ শক্তি উপযোগী।

স্যান্টোনাইন ১x (খুবই সর্তকতার সঙ্গে) ৩x বিচূর্ণ প্রযোজ্য।

সিঙ্কোনা অফিসিন্যালিস

CINCHONA OFFICINALIS **পেরুভিয়ান বার্ক-চায়না**

ক্লান্তিকর স্রাব, জৈব তরল প্দার্থের ক্ষয় থেকে উদ্ভুদ দুর্বলতা তৎসহ ধাতুদোষজনিত স্নায়বিক উত্তেজনায় এই ঔষধটি নির্দেশিত হয়। নির্দিষ্ট সময় পর-পর রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই লক্ষণটি সুস্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে। বায়ু প্রবাহে অনুভূতি প্রবন। কোন তরুণ

রোগের প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ প্রায়ই কাজে আসে না। **পুরাতন** গেঁটে বাত। বৃক্কনলীর পুরাতন পুঁজযুক্ত প্রদাহ। অস্ত্রোপচারের পর পেটে বায়ু সঞ্চয় হেতু বেদনা, বায়ু নিঃসরণেও উপশম হয় না।

মন — উদাসী, হতাশ, অবাধ্য স্বল্পভাষী, নৈরাশ্য। মনের ভিতর ভাবসমূহ জমে থাকে ; ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। অন্য লোকের অনুভূতিতে আঘাত দেবার প্রবণতা যুক্ত। হঠাৎ করে কেঁদে উঠে এবং এদিক - ওদিক করতে থাকে।

মাথা — যেন মনে হয় মাথার খুলিটি ফেটে যাবে। মনে হয় মস্তিষ্ক এদিক - ওদিক করে মাথার ভিতরের সমতা রক্ষা করছে এবং মাথার খুলিতে ধাক্কা খেয়ে যথেষ্ট বেদনা অনুভব করছে। **(সালফার, সালফিউরিক এ্যাসিড)** মাথার ও রগের ধমনীদ্বয়ে তীব্র দপ্‌দপানি । মাথার তালুতে আক্ষেপ যুক্ত বেদনা, তৎসহ পরে বেদনা অনুভব হয়, যাতে রোগীর মনে হয় মাথার দুইদিকে থেঁৎলিয়ে গিয়েছে। রক্তস্রাবের পরে অথবা অতিরিক্ত যৌন সঙ্গম অথবা শরীরের প্রয়োজনীয় তরল পদার্থের অতিরিক্ত নিঃসরণের কারণে মুখমন্ডল লালচে বর্ণযুক্ত হয়। চাপে ও উষ্ণ ঘরে উপশম। মাথার চামড়া অনুভূতি প্রবণ ; মাথার চুল আঁচড়ালে বৃদ্ধি। কন্‌কনে ব্যথা মুক্ত বাতাসে বৃদ্ধি; ব্যথা, রগের একদিক থেকে অপর দিক পর্যন্ত প্রসারিত হয়। স্পর্শে, বায়ু প্রবাহে ও পা ফেলার সময় বৃদ্ধি। চলার সময় মাথা ঘোরে।

চোখ — চোখের চারিপাশে নীলচে দাগ। চোখ কোটর গর্ত। চোখের সাদা অংশ বা স্কেলেরা হলুদ বর্ণযুক্ত। কালো দাগ সমূহ, উজ্জ্বল, ঝক্‌ঝকে দৃষ্টি ভ্রান্তি ; অক্ষিপট বা রেটিনার রক্তাল্পতার জন্য রাতকানা। চোখের সামনে ছোপ - ছোপ দাগ দেখে। আলোকাতঙ্ক। চোখের তারার বিকৃতি। মাঝে - মাঝে চোখের সিলিয়্যারি পেশীর স্নায়ুশূল। **চোখে চাপ বোধ**। দৃষ্টিক্ষীণ ; ঝলসে যাওয়ার ন্যায় অশ্রুস্রাব।

কান - কানের ভিতর **ভোঁ - ভোঁ শব্দ**। কানের বাইরের অংশ স্পর্শ কাতর। শব্দে শ্রবণ শক্তি অনুভূতি প্রবণ। কানের লতি গুলি লালচে ও স্ফীত।

নাক — বাধাপ্রাপ্ত সর্দ্দি। নাক থেকে খুব সহজেই রক্ত স্রাব, বিশেষকরে উঠার সময়। সর্দ্দি, হাঁচি, জলের মত পাতলা স্রাব। তীব্র, শুষ্ক, হাঁচি। নাকের চারিপাশে ঠান্ডা ঘাম।

মুখমন্ডল — ফ্যাকাশে বর্ণ। মুখমন্ডল স্ফীত ; লালবর্ণ।

মুখগহ্বর — দাঁতের যন্ত্রণা ; দাঁতে - দাঁতে খুব জোরে চাপ দিলে ও গরমে উপশম। জিহ্বা লেপযুক্ত, ময়লা, অগ্রভাগে জ্বালা এবং জ্বালার পরে লালাস্রাব হয়। মুখের আস্বাদ তিতো। খাদ্যবস্তু অতিরিক্ত নোন্‌তা বলে মনে হয়।

পাকস্থলী — স্পর্শকাতর, শীতল। অজীর্ণ খাদ্যবস্তুর বমন। হজমশক্তি দুর্বল। আহারের পরে পেটে ভারী বোধ। চা পানের কুফল। ক্ষুধা ছাড়ায় ক্ষুধার্থ। বিস্বাদ। তলপেটের একদিক থেকে অপরদিকে আড়াআড়িভাবে তীর বেঁধার মত বেদনা। দুধ অপছন্দ।

খাবারের জন্য প্রচুর ক্ষুধা, কিন্তু খাদ্য বস্তু পাকস্থলীতে অজীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকে। পেট ফাঁপা ; তিতো জলের ঢেকুর উঠে অথবা ভুক্ত খাদ্য বস্তুর ঢেকুর উঠে, ঢেকুরে উপশম হয় না ; ফলখেলে বৃদ্ধি। হিক্কা। উদর স্ফীতি চলা ফেরায় উপশম।

উদর — পেটে প্রচুর বায়ু সঞ্চয় হেতু শূল বেদনা ;দ্বিভাঁজ অবস্থায় থাকলে উপশম। বায়ুপূর্ণ উদর। পেটের ডানদিকের উপরের অংশে বেদনা। পিত্ত পাথুরি হেতু শূল বেদনা। (ট্রিয়াম ফেট্টা সেমিট্রাইলোবা)। প্লীহা ও যকৃৎ স্ফীত এবং বিবৃদ্ধি। জন্ডিস। পাকস্থলী ও তলপেটের ভিতরে ঠান্ডাভাব। পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রদাহ।

জল — অজীর্ণ, ফেনাযুক্ত, হলুদ, যন্ত্রণাহীন, রাত্রে, আহারের পরে, উষ্ণ আবহাওয়ায়, ফল খেলে, দুধে ও বিয়ারে বৃদ্ধি। অত্যন্ত দুর্বলকর তৎসহ পেটে প্রচুর বায়ু জমা হয়। নরম মলও কষ্ট করে বার করতে হয়। (অ্যালুমিনা ; প্ল্যাটিনা)।

পুরুষের রোগ — উত্তেজনাপূর্ণ, কামসম্বন্ধীয় কল্পনা। বারে বারে শুক্রপাত, তৎপরে প্রচন্ড দুর্বলতা। অন্ডপ্রদাহ।

স্ত্রীরোগ — মাসিক ধাতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে। কালচে জমাট বাঁধা এবং তলপেটের স্ফীতি। প্রচুর ধাতুস্রাব তৎসহ বেদনা। তীব্র কামেচ্ছা। রক্তযুক্ত প্রদর স্রাব। এই জাতীয় প্রদর স্রাব স্বাভাবিক ধাতুস্রাব বলে মনে হয়। বস্তি কোটরে ভারী বোধ সহ বেদনা।

শ্বাস - প্রশ্বাস — ইনফ্লুয়েঞ্জা, তৎসহ দুর্বলতা। কিছুতেই মাথা নীচু করে শ্বাস নিতে পারে না। কষ্টকর, মন্থর, শ্বাস-প্রশ্বাস ;অবিরাম শ্বাসরোধ। শ্বাসরোধ যুক্ত সর্দি ; বুকের ভিতর ঘড়ঘড় শব্দ ; গলার ভিতর সুড়সুড় কর তীব্র কাশি, প্রতিবার আহারের পরে। ফুসফুস থেকে রক্তস্রাব। শ্বাসকষ্ট, বাম ফুসফুসে তীব্র বেদনা। হাঁপানি ;ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় বৃদ্ধি।

হৃদ্‌পিন্ড — অনিয়মিত, তৎসহ দুর্বল, দ্রুত স্পন্দন, এর পরেই প্রবল ও শক্ত ধরণের স্পন্দন। শ্বাসরোধক আক্রমণ, মূর্চ্ছা ;রক্তাল্পতা ও শোথ।

পিঠ — বৃক্কে তাড়াতাড়িভাবে তীক্ষ্ণ বেদনা; নড়াচড়ায় ও রাত্রে বৃদ্ধি। পিঠের চারিপাসে ছুরিদিয়ে আঘাত করার মত বেদনা। (ডিং ম্যাকফারলন)।

অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ — অঙ্গ - প্রত্যঙ্গে ও সন্ধিস্থানে বেদনা, যেন মোচকিয়ে গিয়েছে এরূপ অনুভূতি ;সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি ; খুব জোরে চাপ দিলে উপশম। অঙ্গের চারিপাশে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি। সন্ধিস্থান স্ফীত ;অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ, তৎসহ স্পর্শ অথবা মুক্ত বাতাসের ভয়। প্রচন্ড দুর্বলতা, কম্পন, তৎসহ অসাড়তার অনুবৃতি। পরিশ্রমে অনিচ্ছা ;স্পর্শকাতর। সন্ধি স্থানের ক্লান্তি ;সকালে ও বসে থাকার সময় বৃদ্ধি।

চামড়া - অত্যন্ত স্পর্শকাতর — কিন্তু চাপে উপশম, শীতলতা ; প্রচুর ঘাম। একটি হাত বরফের মত ঠান্ডা, অপরটি গরম। সর্বাঙ্গীন শোথ। (আর্সেনিক ; এপিস)। চামড়ার প্রদাহ। ইরিসিপেলাস, গ্রন্থিসমূহের কঠিণতা ;গন্ডমালাদোষ যুক্ত ক্ষত ও অস্থিক্ষত।

ঘুম — ঝিমুমিভাব। অবিরাম অচেতনভাব। ঘুব ভোরে জেগে উঠে। বহুকালের অনিদ্রা। উদ্বেগ, ভয়পূর্ণ স্বপ্ন তৎসহ ঘুম থেকে উঠার পরে ভ্রান্তি জনক অজ্ঞান অবস্থা, এর ফলে স্বপ্নকে ছাড়া যায় না এবং স্বপ্নের ভয় একই রকম থেকে যায়। নাক ডাকা, বিশেষতঃ শিশুদের।

জ্বর — সবিরাম, আক্রমণকাল এগিয়ে আসে ; প্রতি সপ্তাহে জ্বর দেখা দেয়। জ্বরের সকল অবস্থা খুবই স্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে। শীত সাধারণতঃ বিকালের দিকে দেখা দেয়, স্তন তেকে শুরু হয় ; শীতের পূর্বে পিপাসা, অল্প ও বারে বারে। রাত্রি কালীন দুর্বলকর ঘাম। সামান্য পরিশ্রমে প্রচুর ঘাম, বিশেষকরে শরীরের একটি অঙ্গে। হে-ফিভার, জলের মত সর্দি, রগে বেদনা।

কমা-বাড়া - বৃদ্ধি, সামান্য স্পর্শে, বায়ুপ্রবাহে, প্রতি একদিন অন্তর , জৈব তরল পদার্থের অপচয়; রাত্রে; আহারের পরে ; সামনের দিকে ঝুঁকলে।

উপশম — দ্বি ভাঁজ অবস্থায় থাকলে ; খুব জোরে চাপদিলে ; মুক্ত বাতাসে ; গরমে।

সম্বন্ধ - দোষঘ্ন -— আর্ণিকা ; আর্সেনিক ; নাক্স ; ইপিকাক।

তুলনীয় — কুইনিডিন (নির্দিষ্ট সময় অন্তর দ্রুত নাড়ী স্পন্দন ও হৃদ্‌পিন্ডের নর্তন। হৃদ্‌স্পন্দন মন্থর $\frac{1}{2}$ গ্রেণ মাত্রায় দিনে তিনবার প্রযোজ্য)।

সেফ্যাল্যান্‌থাস্ - বাটন বুশ — (সবিরাম জ্বর, গলায় ক্ষত, বাতজিনত উপসর্গ, প্রাণবন্ত স্বপ্ন সমূহ)।

আর্সেনিক ; সিড্রন ; নেট্রামসালফ ; সিডোনিয়া ভাল্গারিস। (যৌনাঙ্গ ও পাকস্থলীর শক্তি বৃদ্ধি হয়, এইরূপ ধারণার চলন)।

পরিপূরক — ফেরাম ; ক্যাল্কেরিয়া ফস ;

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ৩০ শক্তি।

সিনেরেরিয়া

CINERARIA ডাস্টিমিলার

চোখের ছানি ও কনীণিকার অস্বচ্ছতা আরোগ্য করে বলে এই ঔষধের কিছুটা খ্যাতি আছে। এই ঔষধটি বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয়, এক ফোঁটা করে ঔষধ দিনে চার থেকে পাঁচবার চোখের ভিতর পেলে দেওয়া হয়। এইভাবে অনেক মাস পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। আঘাত লেগে, চোখের উপসর্গে খুব ভালো কাজ করে।

ছানিতে তুলনীয় — ফসফরাস ; প্ল্যাটেনাম ; ক্যানাবিস ; কষ্টিকাম ; ন্যাপথেলিন ; লিডাম ; নেট্রাম মিউর ; সিলিকা।

সিন্নাবারিস - মার্কিউরিয়াস সালফিউরেটাসরিউবার

CINNABARIS - MERCURIUS– SULPHURATUS RUBER

মার্কিউরিক সালফাইড

কোন - কোন প্রকারের অক্ষিপেশীর স্নায়ুশূলে এবং সিফিলিস জনিত কারণের ক্ষতে, এই ঔষধটি খুবই ভালো কাজ করে। রাত্রে নিদ্রাহীণতা।

মাথা — মাথায় রক্তাধিক্য ; মুখমন্ডল লালচে বেগুনীবর্ণের।

চোখ — অশ্রুনলীর থেকে চোখের চারিধার দিয়ে রগ পর্যন্ত এবং চোখের ভিতরের কোন থেকে ভ্রু দ্বয়ের উপর দিয়ে কান পর্যন্ত বেদনা প্রসারিত হয়। চক্ষু কোটরের অস্থির ভিতর তীর বিদ্ধবৎ তীব্র বেদনা, যন্ত্রণা বিশেষ করে চোখের ভিতরের কোনের অস্থি থেকে বাইরের কোনের অস্থি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সমগ্র চক্ষু লালচে বর্ণ। চোখের পাতায় দানাদার কোষ সমূহ ; চোখের কোনগুলি ও পাতাগুলি লালবর্ণ যুক্ত।

নাক — নাকের উপর চাপবোধ, ভারী কোন চশমা পরে থাকার মত অনুভূতি। নাকের গোড়ার চারিপাশে বেদনা ; দুই দিকের অস্থি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। (অরাম মেটালিকাম ; কেলিহাইড্রো)।

গলা — নাকের পিছনের অংশ থেকে গলা পর্যন্ত দড়ির মত শ্লেষ্মা বেরিয়ে থাকে। মুখগহ্বর ও গলার শুষ্কতা ; মুখগহ্বর অবশ্যই ধুতে হয়। মুখের ভিতরে ও গলায় আগুনের মত লালবর্ণের ক্ষত।

পুরুষের রোগ — লিঙ্গের অগ্রভাগের চর্মের স্ফীতি ; এই চর্মের উপর আঁচিল, যা থেকে সহজেই রক্তপাত হয়। অন্ডদ্বয়ের বিবৃদ্ধি ; বাগী ; উপদংশ রোগের প্রাথমিক ক্ষত বা শ্যাঙ্কার, ক্ষতস্থান ভয়াবহ দেখতে। সিফিলিস রোগ যুক্ত, আঁশযুক্ত এবং ফোস্কা যুক্ত উদ্ভেদ বা ক্ষত।

স্ত্রীরোগ — প্রদর স্রাব। যোনি নলীতে চাপবোধ।

অঙ্গ - প্রত্যঙ্গ — কনুই থেকে অগ্রবাহু পর্যন্ত বেদনা, বেদনা হাত পর্যন্ত প্রসারিত হয়। শরীরের বড়ো - বড়ো অস্থিতে বেদনা ; সন্ধিস্থানের শীতলতা।

চামড়া - বিধ্বংসী — আগুনের মত লালবর্ণের ক্ষত। পায়ের সামনের অস্থির উপর, অস্থি গুলম। আঁচিল জাতীয় অর্বুদ, যা থেকে সহজেই রক্তপাত হয়।

কমা - বাড়া - বৃদ্ধি —ডানদিক চেপে সূলে (রোগীর মনে হয় শরীরের ভিতরে থাকা যন্ত্রসমূহ যেন ঐ দিকে টেনে ধরে)।

সম্বন্ধ —তুলনীয় - হিপার ; নাইট্রিক অ্যাসিড ; থুজা ; সিপিয়া।

দোষঘ্ন - হিপার ; সালফার

শক্তি — ১ x থেকে ৩x বিচূর্ণ।

সিন্নামোনাম

CINNAMONUM — সিন্নামন্

ক্যান্সার, যেখানে যন্ত্রণা ও দূর্গন্ধ বর্তমান থাকে। খুব ভালো কাজ করে যখন চর্ম বজায় থাকে। রক্ত স্রাবে এই ঔষধের কার্যকারিতা বহুবার রোগী চিকিৎসার সময় প্রমাণিত হয়েছে। নাক থেকে রক্তস্রাব। অন্ত্র থেকে, ফুসফুস প্রভৃতি থেকে রক্ত স্রাব। কোমরের কষ্ট অথবা চলার সময় ভুল ভাবে পা পড়ে আঘাত লাগলে, প্রচুর উজ্বল বর্ণের রক্তস্রাব হয়ে থাকে। প্রসবান্তিক রক্তস্রাব। পেট ফাঁপা ও উদরাময়। দুর্বল ও শিথিল রক্ত সঞ্চালন যুক্ত রোগী।

স্ত্রীরোগ — জরায়ু থেকে নীচের দিকে যেন কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসার ন্যায় অনুভূতি। মাসিক ধাতুস্রাব সময়ের আগে, পরিমাণে প্রচুর, দীর্ঘস্থায়ী ও উজ্জ্বল লালবর্ণের স্রাব। ঘুম - ঘুমভাব। কোন কিছুতেই আগ্রহ নেই। হাতের আঙ্গুলগুলি স্ফীত বলে মনে হয়। প্রসবের পরে কোন ভারী জিনিষ উপরে তোলার ফলে জরায়ু থেকে রক্তস্রাব ; অতিরজ।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — ইপিকাক ; সাইক্লিসিয়া ; ট্রিলিয়াম। দোষঘ্ন - একোনাইট।

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে, ঔষধের কড়া কাল প্রযোজ্য, দিনে $\frac{১}{২}$ পাইন্ট মাত্রায়। সিন্নামন তৈল। পরিশ্রুত জলের সঙ্গে মিশিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবাণুনাশক হিসাবে বাহ্যিক ভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই ঔষধের তিন থেকে চার ফোঁটা দুই কোয়ার্ট জলের সঙ্গে মিশিয়ে ডুস হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

সিস্‌টাস ক্যানাডেন্‌সিস্

CISTUS CANADENSIS — রকরোজ

এটি একটি গভীর ক্রিয়াশীল অ্যান্টিসোরিক ঔষধ বিশেষ, তৎসহ গ্রন্থির উপসর্গ, দদ্রু জাতীয় উদ্ভেদ, পুরাতন স্ফীতি সমূহের উপর সুস্পষ্ট কাজ আছে। বিশেষতঃ রোগী ঠান্ডায় অতি অনুভূতি প্রবণ হয়। শরীরের বিভিন্ন অংশে শীতল অনুভূতি। গন্ডমালা দোষযুক্ত এক্ষু প্রদাহ। বিষাক্ত ক্ষত, দংশন, গলিত ক্ষত। গ্রীবা দেশের গ্রন্থির ম্যালিগ্‌ন্যান্ট জাতীয় রোগ সমূহ। নাসিকা সম্পর্কিত গলবিলের উপর সিস্‌টাসের আকর্ষণ আছে। নাসারন্ধ্রের পিছনের অংশ, যে সর্দিতে আক্রান্ত হয়, সেই সকল উপসর্গের শুরুতেই সিস্‌টাসতা বিনষ্ট করে। জোরে জোরে শব্দ করে শ্বাস নেওয়া।

মুখমন্ডল — ডানদিকের গন্ডাস্থির প্রবর্দ্ধিত অংশের উপর চুলকানি, জ্বালা ও মামড়ি পড়ে। লুপাস, অস্থিক্ষত, মুক্ত, রক্তস্রাবী ক্যান্সার। নাকের অগ্রভাগ বেদনাদায়ক।

মুখগহ্বর — স্কার্ভি রোগের কারণে মাঢ়ী স্ফীতি। মুখগহ্বরের ভিতর ঠান্ডা অনুভূতি ; পচা দুর্গন্ধযুক্ত, দূষিত শ্বাস-প্রশ্বাস। পাইয়োরিয়া বা মাঢ়ী থেকে পুঁজস্রাব। (মার্ক কর ; কষ্টিকাম ; স্ট্যাফিসাগ্রিয়া ; ক্রিয়োজোট)। জিহ্বা বার করতে কষ্ট হয়।

কান — জলের মত স্রাব ; এছাড়াও দূর্গন্ধ যুক্ত পুঁজ। কানের ভিতর ও কানের চারিপাশে চর্মরোগ, এই চর্মরোগ কানের ছিদ্র পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

গলা — স্পঞ্জের মত অনুভূতি ; **অত্যন্ত শুষ্ক এবং ঠান্ডা বাতাস কোন অংশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে যন্ত্রণার উদ্ভব হয়।** শ্বাস - প্রশ্বাস, জিহ্বা, ও গলায় ঠান্ডা অনুভূতি। আলজিহ্বা ও টনসিলের স্ফীতি। গলার ভিতর একটি ছোট, শুষ্ক ছোপ বিশেষ ; বারে বারে এক চুমুক এক চুমুক করে জল পান করে। গলা খাঁকার জিয়ে শ্লেষ্মা বার করে দিতে হয়। গলায় থাকা গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি ও পুঁজোৎপত্তি। ঘাড়ের স্ফীতির কারণে মাথা এক দিকে বেঁকে যায়। সামান্য **ঠান্ডা বাতাস** গ্রহণ করার ফলে গলার ভিতর টাটানি ব্যথা। গলার ভিতর উষ্ণতা ও চুলকায়।

পাকস্থলী — খাবার আগে ও পরে পাকস্থলীর ভিতর **ঠান্ডা অনুভূতি।** সমগ্র উদরে **ঠান্ডার অনুভূতি।** পণির খাবার ইচ্ছা।

মল — কফি পানের পর ও ফল খাবার পরে উদরাময়, মল পাতলা, হলুদ বর্ণের, হঠাৎ করে জোরে বেগ ; সকালে বৃদ্ধি।

বুক — বুকের ভিতর ঠান্ডা অনুভূতি। ঘাড়ের চারিপাশ ছোট - ছোট বোতামের মত অর্বুদে ঢাকা থাকে। ফুসফুস থেকে রক্তপাত।

অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ — কব্জিতে মোচকিয়ে যাওয়ার মত বেদনা। হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ ঠান্ডায় অনুভূতি প্রবণ। যাতে চর্মরোগ। পা ঠান্ডা। নিম্নাঙ্গে সিফিলিটিক ক্ষত, তৎসহ ক্ষতস্থানের চারিপাশে শক্ত স্ফীতি। সাদা স্ফীতি।

ঘুম — গলার ভিতর ঠান্ডা অনুভূতির জন্য কিছুতেই ঘুমাতে পারে না।

স্ত্রীরোগ — স্তন্যগ্রন্থির কঠিণতা ও প্রদাহ। ঠান্ডা বাতাসে অনুভূতি প্রবণ। দূর্গন্ধ যুক্ত প্রদর স্রাব।

শ্বাস - প্রশ্বাস — শুয়ে পড়ার পর হাঁপানীর মত অবস্থা। (শ্বাসনলী সংকীর্ণ বলে মনে হয়), হাঁপানীর আগে সুড়্সুড়ির মত অনুভূতি।

চামড়া — সারা শরীর চুলকায়। ছোট - ছোট, বেদনাদায়ক ফুসকুড়ি সমূহ ; লুপাস। **গ্রন্থিসমূহ - প্রদাহিত ও গ্রন্থিসমূহের কঠিণতা।** পারদ ও উপদংশ ঘটিত ক্ষত। হাতের চামড়া শক্ত, পুরু, শুষ্ক ও ফাটা - ফাটা, গভীর ফাটা সমূহ। স্ফীত হাত ও বাহুতে চুলকানি , সববর্ঙ্গীণ চুলকানি যা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। আধ কপালে।

কমা-বাড়া — **বৃদ্ধি** — সামান্য ঠান্ডা বাতাস লাগালে ; মানসিক পরিশ্রমে, উত্তেজনায়।

উপশম — আহারের পরে।

সম্বন্ধ — **দোষঘ্ন - রাসটক্স ; সিপিয়া।**

তুলনীয় — **কোনিয়াম ; কার্বভেজ ; ক্যাল্কেরিয়া ; আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম।**

শক্তি — ১ম থেক ৩০ শক্তি। বাহ্যিক ভাবে দূর্গন্ধ যুক্ত স্রাব রোধের জন্য এই ঔষধ দ্বারা স্থানটি ধুয়ে দেওয়া চলে।

সাইট্রাস ভাল্গারিস

CITRUS VULGARIS **বিটার অরেঞ্জ**

মাথা যন্ত্রণা তৎসহ বমি-বমি ভাব, বমি ও মাথা ঘোরা, মুখমন্ডলীয় স্নায়ুর শূল বেদনা, বিশেষ করে ডান দিকের। বুকের ভিতর শ্বাস রোধের ন্যায় অবস্থা। বারে বারে এবং অতৃপ্তিকর হাই তোলা। ব্যাঘাত প্রাপ্ত ঘুম।

সম্বন্ধ — **সাইট্রাস ডেকিউম্যানা** - গ্রেপ্‌ফ্রুট। (কানের ভিতর ঝন্‌ঝন্ শব্দ, মাথার ভিতর শব্দ এবং কানের ভিতর ভোঁ - ভোঁ শব্দ। রগ স্থানে চাপবোধের অনুভূতি)।

অর‍্যান্টিয়াম — অরেঞ্জ (স্নায়ুশূল ও চর্মের উপসর্গ সমূহ। হাতে চুলকানি, লালবর্ণ যুক্ত ও স্ফীতি। বৃদ্ধদের রোগ সমূহ তৎসহ শীতলতা শীতবোধ। কমলা লেবুর শুষ্ক খোসা ফুটিয়ে পান করলে অন্ত্রগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠে। প্রচুর পরিমাণে পিত্তের নিঃসরণ, যা কয়েক ঘন্টা ধরে চলে। এই ঔষধ পিত্তের নিঃসরণ ব্যবস্থা ও অন্ত্রের পেরিস্‌টল্‌সিস্ এই উভয় বাহুকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে)।

তুলনীয় — **সাইট্রাস লিমোনাস** (স্কার্ভিরোগ গ্রস্ত, গলায় টাটানি ব্যথা, এবং ক্যান্সার রোগের বেদনা ; অত্যধিক মাসিক ধতুস্রাব এই ঔষধে রোধ হয়)। **সাইট্রিক অ্যাসিড** - স্কার্ভে রোগ, ও পুরাতন বাত রোগ এবং রক্তস্রাবে ভালো কাজ করে। সকল প্রকারের শোনে সাইট্রিক অ্যাসিডে এবং লেবুর রসে উপকার হয়, এক চামচ পরিমাণে প্রতি তিনচার ঘন্টা পর পর প্রযোজ্য। জিহ্বার ক্যান্সার থেকে যন্ত্রণা। বাহ্যিক হিসাবে ব্যবহার করা যায় এবং মুখগহ্বরের ভিতর ধোয়ার জন্য ব্যবহার করা যায়। এক ড্রাম পরিমাণে ঔষধ, আট আউন্স জলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ ক্যান্সার রোগের বেদনায় এই ঔষধ প্রায়ই ব্যবহার হয়ে থাকে)।

ক্লিমেটিস ইরেকটা

CLEMATIS ERECTA ভার্জিনিস্ বাওয়ার

গন্ডমালা দোষ যুক্ত, বাতরোগ যুক্ত, গনোরিয়া ও সিফিলিস রোগ যুক্ত রোগী। বিশেষকরে চামড়া, **গ্রন্থি সমূহ** ও জননেন্দ্রিয় ও প্রস্রাব সম্বন্ধীয় যন্ত্র, বিশেষ করে অন্ডদ্বয়ের উপর কাজ করে। বাধাপ্রাপ্ত ঘুম ও শরীরের বিভিন্ন অংশের **স্নায়ুশূলের** উপর ভালো কাজ দায়ক একটি ঔষধ বিশেষ। এই ঔষধের বেশির ভাগ যন্ত্রণা ঘামে উপশম হয়। পেশী শিথিল অথবা পেশীর নর্তন। অত্যধিক শীর্ণতা। প্রচন্ড **ঝিমুনিভাব**। সমগ্র শরীরের স্পন্দন অনুভূত হয়।

মাথা — রগের উপর যেন ছিদ্র করা হচ্ছে এই জাতীয় যন্ত্রণা। **বিভ্রান্তি কর অনুভূতি ; মুক্ত বাতাসে উপশম**। মাথার পিছনের অংশে, চুলের গোড়ায় উদ্ভেদ, উদ্ভেদ পুঁজযুক্ত, অনুভূতি প্রবণ ও চুলকায়।

চোখ — চোখের ভিতর উত্তাপ এবং বাতাসে অনুভূতি প্রবণ ; চোখ বন্ধকরে থাকতে বাধ্য হয়। পুরাতন অক্ষিপত্র প্রদাহ, তৎসহ মিবোমিয়ান গ্রন্থি সমুহের টাটানি ও স্ফীতি। আইরাইটিস, তৎসহ ঠান্ডা কিছুতেই সহ্য হয় না। চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে উঠে। পুঁজযুক্ত কন্‌জাইটিভাইটিস্, তৎসহ দাদ। চোখ প্রদাহিত ও ঠেলে বেরিয়ে আসার ন্যায়।

মুখমন্ডল — মুখমন্ডল ও নাকের উপর সাদা রঙের ফোস্কা সমূহ, যেন সূর্যের তাপে ঝলসে গেছে। চোয়ালের নিম্নাস্থ গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি, তৎসহ শক্ত গুটি সমূহ ;দপ্‌দপানি, স্পর্শে বৃদ্ধি। ডান দিকের মুখমন্ডল থেকে চোখ, কান ও রগ পর্যন্ত বেদনা ;মুখের ভিত্র ঠান্ডা জল ধরে রাখলে উপশম।

দাঁত — কন্‌কনানি ; রাত্রে ও তামাকে বৃদ্ধি। দাঁত গুলি মনে হয় আয়তনে বড়ো হয়ে যাচ্ছে।

পাকস্থলী — আহারের পরে সকল অঙ্গের দুর্বলতা ও ধমনীর স্পন্দন।

পুরুষের রোগ— বস্তিকোটর ও অন্ডকোষ সম্বন্ধী স্নায়ুশূল বেদনা।অন্ডদ্বয়ের কঠিনতা তৎসহ থেঁৎলিয়ে যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি। অন্তকোষের স্ফীতি (অকাইটিস্) কেবলমাত্র ডানদিকের অংশ। গনোরিয়া রোগ চাপা পড়ার কুফল। তীব্র লিঙ্গোদ্রেক তৎসহ প্রস্রাব নলীতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। অন্ডদ্বয় ভারী হয়ে ঝুলতে থাকে অথবা ভিতরের দিকে ঢুকে থাকে, তৎসহ রেতঃ রজ্জু বরাবর বেদনা, ডানদিকে বেশী হয়।

প্রস্রাব সম্পর্কিত যন্ত্রনা— প্রস্রাব করার পরে কিছু সময় ধরে প্রস্রাব নলীর ভিতর সুড় সুড় করে। বারে বারে, অল্প অল্প প্রস্রাব, প্রস্রাব নলীর মুখের দিকে জ্বালা। প্রস্রাবের ধারা বাধাপ্রাপ্ত। প্রস্রাবনলীতে সঙ্কোচনের অনুভূতি। ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব হয়। সম্পূর্ণ প্রস্রাব ত্যাগে অসমর্থ। প্রস্রাব করার পরে ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব হয়। যন্ত্রনা রাত্রে বৃদ্ধি পায়। রেত রজ্জু বরাবর বেদনা। মুত্রনলীর সঙ্কোচনের প্রাথমিক অবস্থা।

চামড়া— লাল, জ্বালাকর, ফোস্কাযুক্ত, আঁশযুক্ত ও মামড়িযুক্ত। প্রচণ্ড চুলকায়, ঠান্ডা জলে ধুলে বৃদ্ধি। হাতে ও মুখমন্ডলে বেশী হয় এবং মাথার পিছনের অংশের চামড়া বেশী আক্রান্ত হয়। গ্রন্থিসমূহ উষ্ণ, যন্ত্রনাদায়ক ও স্ফীত; কুঁচকির গ্রন্থিবেশী আক্রান্ত হয়। গ্রন্থিসমূহের কাঠিন্য ও গঠন গ্রন্থির অর্বুদ। শিরাস্ফীতির জন্য ক্ষত সমূহ।

কমা-বাড়া— উপশম-শুদ্ধবাতাস।

বৃদ্ধি— রাত্রে ও বিছানার গরমে ঠাণ্ডা জলে ধুলে, অমাবস্যায়-(মাসিক বৃদ্ধি)।

সম্বন্ধ—তুলনীয়-ক্লিমেটিস ভিটাব্রক (শিরাস্ফীতি ও অন্যান্য ক্ষত); সাইলেশিয়া; স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া, পেট্রোলিয়াম; ওলিয়েন্ডার; সার্স্যাপ্যারিলা; ক্যান্থারিস; ফসফেরিক অ্যাসিড; পালসেটিলা, দোষঘ্ন, ব্রায়োনিয়া, ক্যাম্ফর।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

কোবাল্টাম

COBALTUM **দ্য মেটাল কোবাল্ট**

মেরুদন্ড সম্বন্ধীয় স্নায়ু দৌর্বল্যে এই ঔষধ ভালো কাজ দেয়। যৌন সম্পর্কিত গোলযোগ। ক্লান্তি, উত্তেজনা ও অস্থির বেদনা, সকালে বৃদ্ধি।

মন— সকল প্রকার মানসিক উত্তেজনায় রোগীর কষ্টবৃদ্ধি পায়। অবিরাম মানসিকজ্বরের বিপরীত ধর্মী পরিবর্তন।

মাথা—কনকনানি, মাথা সামনের দিকে ঝোঁকালে বৃদ্ধি। ঘনচুলযুক্ত মাথার চামড়ায় ও দাড়িতে চুলকানি।

দাঁত— দাঁতগুলি আকারে বড়ো হয়ে যাচ্ছে, এই জাতীয় অনুভূতি। দাঁতের যন্ত্রণা। জিহ্বায় আড়াআড়িভাবে ফাটা সমূহ। জিহ্বা সাদা লেপ যুক্ত এন্টিম কড।

উদর— যকৃৎ স্থানে তীর বিদ্ধবৎ বেদনা। প্লীহার বেদনা।

সরলান্ত্র— মলদ্বার দিয়ে অবিরাম ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ে, কিন্তু মলের সঙ্গে রক্ত থাকে না।

পুরুষের রোগ— ডানদিকের অন্ত্রে বেদনা; প্রস্রাবের পর ভালো বোধ। লিঙ্গোদ্রেক ব্যাতিরেকে বীর্যপাত। ধবজ ভঙ্গ। কোমর প্রদেশ স্থানে পিঠের যন্ত্রণা, ও পা গুলির দুর্বলতা। কামোত্তেজনা স্বপ্ন। প্রস্রাবনলীর শেষপ্রান্তে বেদনা; সবুজবর্ণের স্রাব; যৌনাঙ্গে ও উদরে বাদামী রঙের ছোপ।

পিঠ— পিঠে ও ত্রিকাস্থি স্থানে বেদনা; বসে থাকলে বৃদ্ধি; হাঁটাচলায় অথবা শুয়ে থাকলে উপশম। বীর্যপাতের পরে পাদুটির দুর্বলতা ও পিঠের বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ- কব্জির সন্ধিতে কন্‌কনানি। যকৃৎ থেকে উরুস্থান পর্যন্ত তীরবিদ্ধবৎ বেদনা। হাঁটুদ্বয়ের দুর্বলতা। অঙ্গুলির কম্পন। পাগুলির ঝিন্‌ঝিনি। পা গুলির ঘাম, বিশেষ করে পায়ের দুটি আঙুলের মধ্যবর্তী স্থানে।

ঘুম— ক্লান্তিদূর হয় না এইরূপ ঘুম; কমোত্তেজনা হয় স্বপ্নের জন্য ঘুমের ব্যাঘাত।

চামড়া—শুষ্ক ও ফুসকুড়িযুক্ত। পাছা, চিবুক ও মাথার চামড়ায় ঘন চুলযুক্ত অংশের ফুসকুড়িসমূহ।

সম্বন্ধ—তুলনীয়-ক্যানাবিস ইন্ডিকা, সিপিয়া, সিঙ্কোনা, এগনাস, সেলেনিয়াম।

শক্তি— ৬ষ্ট থেকে ৩০ শক্তি।

কোকা-ইরিথ্রোজাইলেন্ কোকা

COCA-ERYTHROXYLON COCA

দ্য ডিভাইন্ প্ল্যান্ট অফ্ দ্য ইঙ্কাস

এটি পর্বতারোহীদের ক্ষেত্রে উপকারী একটি ঔষধ বিশেষ। পর্বতারোহন কালে দেখা দেওয়ায় বিভিন্ন উপসর্গে এটি কাজ করে, যেমন হাড়কম্প, শ্বাসকষ্ট, উদ্বেগ ও অনিদ্রা। দাঁতের ক্ষত। কণ্ঠস্বরের লোপ, প্রতিআধঘন্টা পর পর পাঁচ থেকে ছয় ফোঁটা প্রযোজ্য। বক্তৃতা দেওয়া বা ঐ জাতীয় কোন কাজের দুই ঘন্টা আগে থেকে ব্যবহার করলেই হবে। রাত্রিকালীন প্রস্রাব। এম্ফাইসিমা (ক্যুইব্রেকো)।

মন—বিমর্ষ;লাজুক, লোক সমাজে আশ্বাসিত, খিটখিটে, নির্জনে ও গোপনে থাকতে ভালো বাসে। ভাল-মন্দের বিচার ক্ষমতার অবলুপ্তি।

মাথা— পর্বতারোহনের ফলে মূর্চ্ছা। মাথার পিছন থেকে কষ্ট শুরু হয়। তৎসহ মাথা ঘোরা। কানের ভিতর শব্দ। মাথার যন্ত্রনা তৎসহ মাথাঘোরা, যন্ত্রনার পূর্বে আলোর ঝলক দেখতে পাওয়া। মনে হয় যেন কপালের উপর আড়াআড়ি ভাবে একটি সম্বন্ধ রয়েছে। দ্বিত্ব দৃষ্টি। জিহ্বার উপর প্রলেপ। অতি উঁচুস্থানে উঠার ফলে মাথার যন্ত্রনা। কানের ভিতর ঝিন্‌ঝিন্ শব্দ।

পাকস্থলী— মুখগহ্বরে লঙ্কার মত জ্বালা অনুভূত হয়। মদ জাতীয় পানীয় ও তামাক খাবার প্রবল স্পৃহা। বহু সময় ধরে প্রচন্ড তৃপ্তির অনুভূতি। কোন স্থানে বায়ু জমার পরে অবরুদ্ধ অবস্থা, খুব জোরে এবং শব্দ করে বায়ু উঠে আসে, যেন মনে হয় অন্ননলী ফেটে যাবে। বায়ু সঞ্চয় জনিত কারণে উদরে স্ফীতি। ক্ষুধা একেবারেই থাকে না। কিন্তু মিষ্টি খাবার ইচ্ছা।

হৃদপিণ্ড— হৃদকম্প তৎসহ দুর্বল হৃদপিন্ড ও শ্বাসকষ্ট।

পুরুষের রোগ— বহুমূত্র রোগ, তৎসহ ধবজভঙ্গ (ফসফোরিক অ্যাসিড)।

শ্বাস-প্রশ্বাস—গলা খাঁকার দিলে অল্প পরিমানে, স্বচ্ছ শ্লেষ্মা উঠে আসে। স্বরতন্ত্রের দুর্বলতা। স্বরভঙ্গ, কথা বলার পরে বৃদ্ধি। শ্বাস নিতে চায়, শ্বাস-প্রশ্বাস ছোট-ছোট। বিশেষ করে বৃদ্ধ খেলোয়াড় ও মদ জাতীয় পানীয়ের ব্যবহারকারী গনের। ফুসফুস থেকে রক্ত আসে। হাঁপানী, আক্ষেপিক জাতীয়।

ঘুম—কোন স্থানে একটু বিশ্রাম পায় না, ঘুম ঘুম ভাব। দাঁত উঠার সময় স্নায়বিক প্রকৃতির ও রাত্রিতে অস্থিরতা।

কমা-বাড়া— উপশম, মদে, গাড়ীতে চড়লে, মুক্ত বাতাসে দ্রুত হাঁটা চলা করলে।

বৃদ্ধি— উপরের দিকে উঠার সময়ে, অতি উচুস্থানে থাকার সময়।

সম্বন্ধ—তুলনীয়-আর্সেনিক, পাউলিন, সাইলে, ক্যামোমিলা।

দোষঘ্ন—জেলস্।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

কোকেইনা

COCAINA

অ্যান অ্যালকালয়েড ফ্রম
ইরিথ্রোজাইলন্ কোকা

স্থানিক স্পর্শজ্ঞান লুপ্ত কারক ঔষধ গিলতে কোকেনের ব্যবহার ছাড়াও, হোমিও প্যাথিতে কোকেনের নির্দিষ্ট কিছু ব্যবহার আছে। যদি এই ঔষধের লক্ষণগুলি চিকিৎসাকালে পাওয়া গিয়েছে।

ছোট ছোট বাইরের বস্তু অথবা কিমিসমূহ চামড়ার ঠিক নীচে রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি।

মন— বাচাল। সর্বদা- কোন মহৎ কাজ করার ইচ্ছা। **বিরাট শক্তিদায়ক, দুঃসাহসিক কাজ করার ইচ্ছা মনের মধ্যে পোষন করে।** মস্তিষ্কের উদ্দীপনা। ভীতিজনক বিভ্রান্তিসমূহ; ছারপোকা ও ক্রিমি সমূহ রোগী দেখে ও অনুভূব করে। নিজের চেহারার প্রতি অবহেলা। রোগী মনে করে তার বিরুদ্ধে বলা খারাপ কথাবার্তা সে শুনতে পাচ্ছে। শ্রবণ সম্বন্ধীয় বিভ্রান্তি। অসঙ্গত হিংসা। অনিদ্রা।

মাথা— দপ্‌দপ্ করে ও ফেটে যাবার মত অনুভূতি। চোখের তারা বিস্ফারিত। শ্রবন ক্ষমতার বৃদ্ধি। মাথার ভিতর গর্জন ও শব্দ হয়।

চোখ— গ্লোকোমা, চোখের ভিতর টেনে ধরার মত অনুভূতি। কনীনিকার অনুভব ক্ষমতার স্বল্পতা, এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, দৃষ্টি ভাবলেশহীন।

গলা— শুষ্ক, জ্বালাকর, সুড়সুড় করে, সঙ্কোচন, ঢোক গেলায় **পেশী সমূহের** পক্ষাঘাত। কথা বলতে কষ্ট হয়।

পাকস্থলী— শক্ত খাবার, যাওয়ার জন্য ক্ষুধার অভাব। **মিষ্টি পছন্দ করে।** অনত্র, পাকস্থলী থেকে রক্তপাত।

স্নায়ুতন্ত্র— নর্তন, সকম্প, পক্ষাঘাত;মদ্যপানজনিত কম্পন ও বার্ধক্যজনিত কম্পন, স্থানিক সংবেদনাহীন স্নায়ুর পক্ষাঘাত। হাত ও অগ্রবাহুর সুড়সুড়ি ও পক্ষাঘাত।

ঘুম— অস্থিরতা, শোয়ার পরে বহু সময় ধরে ঘুম আসে না।

জ্বর—শীতলতা তৎসহ প্রচন্ড ফ্যাকাশে ভাব।

সম্বন্ধ— তুলনীয়-সেটাভেইন (একটি ব্যথানিরোধক, ভ্যাসোমোটার প্রসারক।

অনেক সময় চামড়ায় অথবা মাঢ়ীতে কোকেন ইন্‌জেকশন্ করা হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে এক ফোঁটা নাইট্রো-গ্লিসারের ১/দ্রবন প্রযোজ্য।

শক্তি— নিম্নশক্তি সমূহ। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপর বাহ্যিক ভাবে ২-৪ প্রযোজ্য।

কোক্কিনেল্লা সেপ্‌টেম্‌পাঙ্‌টেটা

COCCINELLA SEPTEMPUNCCTATA লেডি বাগ

স্নায়ুশূলে এই ঔষধটিকে স্মরণ করা প্রয়োজন, যেমন দন্তশূল, মাঢ়ীর শূলবেদনা, মুখ-গহ্বরের শূলবেদনা প্রভৃতি। মুখের ভিতর প্রচুর লালাজমা হয়ে ঘুম ভেঙ্গে যায়। আলজিহ্বা অনেক বড়ো বলে মনে হয়। জলাতঙ্কের লক্ষণ সমূহ; যে কোন প্রকার উজ্বল বস্তু দেখলে বৃদ্ধি।

মাথা— কপালে, ডানদিকের চোখের উপর বেদনা, স্পর্শ কাতর, ফোলা দাঁত থেকে কপাল পর্যন্ত যন্ত্রনার প্রসারণ। রগে ও মাথার পিছনের অংশে কন্‌কণানি। মুখমন্ডলে রক্তাধিক্য (সিস্‌টাস্)। মাঝে-মাঝে কপালের স্নায়ুশূল। যন্ত্রনাকালে কিছুতেই চোখ খুলতে পারে না। যে কোন প্রকারের উজ্বলবস্তুতে যন্ত্রনা বৃদ্ধি, ঘুমিয়ে থাকলে উপশম।

পাকস্থলী— হিক্কা ও পাকস্থলীতে জ্বাল।

পিঠ— বৃক্কস্থানে ও কোমরে বেদনা। বরফের মত ঠান্ডা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

সম্বন্ধ—তুলনীয়-ক্যান্থারিস; ম্যাগ কার্ব।

শক্তি— ৩য় শক্তি।

ককিউলাস

COCULUS ইন্ডিয়ান কক্‌ল

ককিউলাসের কাজের মধ্যে বহু প্রকারের আক্ষেপিক ও আংশিক পক্ষাঘাত জনিত রোগ সমূহ পড়ে। বিশেষ করে শরীরের অর্ধাংশ আক্রান্ত হয়। এই জাতীয় রোগ সমূহ। এই ঔষধটি সেরিব্রাম বা গুরু মস্তিষ্কের উপর কাজ করে, কিন্তু সুষুম্না কান্ড সম্পর্কিত বা সুষুম্নাকান্ডকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত রোগ সমূহ এই ঔষধ আরোগ্য করতে পারে না। (এ. ঈ.হিন্‌স্‌ডেল)। যন্ত্রনা দায়ক সঙ্কোচন, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ধড়ে;ধনুষ্টঙ্কার। রাত্রিজাগার জন্য উদ্ভূত বহু প্রকার উপসর্গ এই ঔষধ উপশম করে। এই ঔষধ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, এই ঔষধ হাল্কা রঙের চুল বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের উপর বিশেষভাবে কাজ করে, বিশেষ করে গর্ভবিস্থায়, এই সময়ে স্ত্রীলোকের প্রচুর বমি-বমিভাব ও পিঠের বেদনা থাকে। অবিবাহিতা ও সন্তানহীনা স্ত্রীলোক, অত্যন্ত অনুভূতি প্রবন স্ত্রীলোক ও ভাবাবেগ সম্পন্ন স্ত্রীলোক প্রকৃতির উপর ভালো কাজ করে। গাড়ী অথবা জাহাজে চড়লে সকলকষ্টের বৃদ্ধি;এই কারণে এই ঔষধটি সামুদ্রিক বমন বা সামুদ্রিক অসুস্থতায় ব্যবহার হয়ে থাকে। শরীরের ভিতরটা ফাঁপা বা শূন্য বলে মনে হয়। যেন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ঘুমিয়ে রয়েছে এরূপ অনুভূতি। খুব জোরে কথা বললে প্রচন্ড দুর্বলতা বোধ।

মন— খেয়ালি; বোকা ও অকর্মণ্য। **সময় খুব দ্রুত চলে যায়।** এই জাতীয় অনুভূতি। অলীক কল্পনায় মগ্ন থাকে। গান করার অদম্য ইচ্ছা। কোন কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। মানসিক আচ্ছন্নতা।

প্রচন্ড বিষন্নতা— প্রতিবাদ বা বিতর্ক সহ্য করতে পারে না। খুব দ্রুত কথা বলে। অন্যের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অত্যন্ত চিন্তিত।

মাথা— মাথাঘোরা, বমি-বমিভাব, **বিশেষ করে গাড়ীতে চড়ার সময়** অথবা বসে থাকলে, মাথার ভিতর খালিবোধ। গ্রীবা দেশেও মাথার পিছনের অংশে বেদনা; মাথার পিছনদিক চেপে শুলে বৃদ্ধি। গাড়ীতে চড়ার সময় বমি-বমিভাবের সঙ্গে মাথার যন্ত্রনা, কিছুতেই মাথার পিছনদিক চেপে শুতে পারে না। চোখের তারাগুলি, সঙ্কুচিত। পর্যায়ক্রমে খুলছে এবং বন্ধ হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি, বিশেষ করে, মাথার পিছনের অংশে। মাথার কম্পন। চোখের ভিতর বেদনা, যেন মনে হয় চোখগুলি মাথার ভিতর থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে।

মুখমন্ডল— মুখমন্ডলীয় পেশী সমূহের স্নায়ুগুলি পক্ষাঘাতগ্রস্ত। চর্বন পেশীতে খিলধরার মত বেদনা।

মুখ খোলার সময় বৃদ্ধি। বিকেলের দিকে মুখমন্ডলের স্নায়ুর শূলবেদনা, তৎসহ বহুদূর ব্যাপিযন্ত্রনার প্রসারণ।

পাকস্থলী— গাড়ীতে অথবা নৌকায় চড়লে বমি বমি ভাব অথবা চলমান নৌকা দেখলে বমি বমি ভাব। শরীর ঠান্ডা হলে অথবা ঠান্ডালেগে সর্দ্দি প্রভৃতি হলে বৃদ্ধি। বমি-বমিভাব তৎসহ মূর্চ্ছা এবং-বমি। খাবারে, পানীয় ও তামাকে **অনিচ্ছা। মুখের আস্বাদ ধাতুর ন্যায়।** পেশী সমূহের পক্ষাঘাত, বাধাপ্রাপ্ত গলাঃধকরণ, অন্ননলীর শুষ্কতা। সামুদ্রিক অসুস্থতা। (রেসোরসিন 1X) আহারের সময় ও পরে পাকস্থলীর ভিতর আক্ষেপ। হিক্কা ও আক্ষেপিক হাইতোলা। ক্ষুধা কমে যাওয়ায়। শীতল পানীয়ের স্পৃহা, বিশেষ করে বিয়ার, মদ প্রভৃতি। পাকস্থলীর ভিতর এরূপ অনুভূতি যেন, দীর্ঘকাল রোগী খাদ্যাভাবে থেকে বর্তমানে তার ক্ষুধা চলে গেছে। খাবারের গন্ধ বিরক্তিকর (কলচিকাম)।

উদর— স্ফীত, তৎসহ বায়ুসঞ্চয় এবং **চলাফেরা করার সময় মনে হয় যেন পেটের ভিতর ধারালো পাথর ঘুরে বেড়াচ্ছে।** এক পাশে ফিরে শুলে উপশম। **তলপেটের গোলাকার অংশে** বেদনা, যেন মনে হয় অস্থান থেকে কোন কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসছে। **পেটের পেশীর দুর্বলতা;** মনে হয় যেন অন্ত্রবৃদ্ধি বা হানিকর হবে।

স্ত্রীরোগ-বাধক বেদনা, তৎসহ প্রচুর কালো ঋতুস্রাব। সময়ের অনেক আগে ঋতুস্রাব দেখা দেয়, রক্ত জমাট বাঁধা, তৎসহ আক্ষেপিক শূলবেদনা। জরায়ুর স্থানে বেদনাদায়ক চাপবোধ, তারপরে অর্শ দেখা দেয়। দুর্বল ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে প্রদর স্রাব, স্রাব হুসহুস করে বেরোয়, স্রাব পুঁজযুক্ত, **প্রচন্ডদুর্বলতা**, দুর্বলতার জন্য কথা বলতেও কষ্ট হয়। ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, প্রায় দাঁড়াতে পারে না। বললেই চলে।

শ্বাস-প্রশ্বাস—বুকের ভিতর খালিবোধ ও খিল ধরা। শ্বাসনলীর সঙ্কোচনের জন্য শ্বাসকষ্ট, যেন ধোঁয়ার সংস্পর্শে আসার জন্য শ্বাসনলীর উত্তেজনা, এরূপ অনুভূতি। অন্ননলীর উপরের অংশে শ্বাসরুদ্ধকর সঙ্কোচন। কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস ও কাশির সৃষ্টি হয়।

পিঠ— মাথা ঘোরাবার সময়, গ্রীবাদেশীয় কশেরুকার ভিতর কট্‌কট্‌ শব্দ। কোমরে পক্ষাঘাতের ন্যায় যন্ত্রনা। ঘাড়ে ও বাহুতে থেঁৎলিয়ে যাবার মত বেদনা। স্কন্ধাস্থি স্থানে ও গ্রীবাদেশে চাপবোধ। ঘাড় ঘোড়াবার সময়, ঘাড়ের আড়ষ্টতা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— অজ্ঞাতাবোধ, ঝাক্‌লে বৃদ্ধি। অঙ্গে কম্পন ও বেদনা। বাহুদ্বয় যেন ঘুমিয়ে পড়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি। একাঙ্গীন পক্ষাঘাত; ঘুমের পরে বৃদ্ধি। হাতগুলি পর্যায়ক্রমে গরম ও ঠাণ্ডা; অসাড়তা ও ঠাণ্ডা ঘাম, কোন সময় এই হাতে, আবার কোন সময় অপর হাতে। অসাড়তা ও অস্থির। হাঁটার সময় হাঁটুর ভিতর কট্‌কট্‌ শব্দ হয়। নিমাঙ্গে অত্যন্ত দুর্বল। হাঁটুর পদাহ জনিত স্ফীতি। তীব্র বেদনাদায়ক, পক্ষাঘাত সদৃশ টেনে ধরা। অঙ্গগুলি টান টান করে সোজা থাকে। ভাঁজকরার সময় বেদনা হয়।

ঘুম— আক্ষেপিক হাইতোলা। চোখ খোলা অবস্থায় অচৈতন্যভাব। সর্বদা ঝিমুনি বা নিদ্রালু ভাব। রাত্রিজাগা, রোগীর সেবাজনিত কারনে রাতজাগা প্রভৃতিকারণে এই অবস্থা দেখা দেয়।

জ্বর— শীতবোধ, তৎসহ পেট ফাঁপা জনিত কারণে শূলবেদনা, বমি- বমিভাব, মাথাঘোরা, নিমাঙ্গের শীতলতা ও মাথা উত্তপ্ত। সর্বাঙ্গে ঘাম। স্নায়বিক উত্তেজনাসহ খুষখুষে জ্বর। শীতভাব তৎসহ ঘাম ও চর্মের উত্তাপ।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— আহারে, ঘুমের সময়ে না ঘুমালে, শুষ্ক বাতাসে, ধূমপানে, গাড়ীতে চড়লে, সাঁতার কাটলে, স্পর্শে, শব্দেও ঝাঁকুনিতে; বিকালে, মাসিক ঋতুস্রাবকালীন। আবেগ সম্পর্কিত গোলযোগ।

সম্বন্ধ - দোষঘ্ন-কফিয়া; নাক্স।

তুলনীয় - পিকোটক্সিন - কমিউলাসের উপক্ষার দাঁড়ালে রোগাক্রমন, হার্নিয়া, লোকোমোটর অ্যাটাক্সি, রাত্রিকালীন ঘাম।

সিম্‌ফরি কার্পাস (সকালে বমি বমিভাব); **পেট্রোলিয়াম; পালসেটিলা, ঈগ্নেশিয়া।**

শক্তি- ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

কোক্কাস ক্যাক্টাই

COCCUS CACTI **কচিনীল**

রোগীর লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসাকালে এটাই প্রমানিত হয়েছে যে, যে সকল ঔষধ আক্ষেপিকও হুপিং কাশি এবং মূত্রথলির প্রদাহিক অবস্থায় কাজ করে এটি সেই জাতীয় একটি ঔষধ, বৃক্কের আক্ষেপিক যন্ত্রনা, তৎসহ, পেটের ভিতর কুন্থন। প্রস্রাব বন্ধ, সর্বাঙ্গ হীন শোথ ও উদরী।

মন— খুব সকালে ও বিকালের দিকে বিষন্নতা।

মাথা— মাথার পিছনের নিম্নাংশে টাটানি ব্যথা; পরিশ্রমের ও ঘুমের পরে বৃদ্ধি। চিৎ হয়ে শুলে মাথার যন্ত্রনা বৃদ্ধি, মাথা উচুঁ করে রাখলে উপশম, সকালের দিকে ডানদিকের চোখের উপরের অংশে বেদনা। চোখের উপরের পাতা ও চোখের অপর মধ্যবর্তী অংশে বাহিরের কোন বস্তু রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি। চোখের ভিতর অঙ্গার থাকার জন্য কষ্ট।

শ্বাস-প্রশ্বাস— আল জিহ্বার বিবৃদ্ধি জন্যে সর্বদা গলা খাঁকারি দিতে হয়। সর্দি তৎসহ গলাকোষের প্রদাহ, মুখের ভিতর গাঢ়, চটচটে শ্লেষ্মা জমা হওয়া, যা খুব কষ্ট করে তুলে ফেলতে হয়। কণ্ঠনলীর সুড়সুড়ি। কণ্ঠনলীর পিছনের অংশে এক টুকরো রুটি রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি এবং এই কারণে সর্বদা ঢোক গেলার প্রবনতা, দাঁত মাজার সময় কাশি। গলকোষ অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ। শ্বাসরোধক কাশি। ঘুম ভাঙ্গার প্রথমেই বৃদ্ধি তৎসহ চটচটে সাদা শ্লেষ্মা, এতে গলা বন্ধ হয়ে আসে। সকালের আক্ষেপিক কাশি। হুপিং কাশির ধমক শেষ হয় চটচটে শ্লেষ্মা বমনের পরে। পুরাতন ব্রংকাইটিসরোগ, যা মূত্র পাথুরির সঙ্গে মিলিত হয়ে জটিল অবস্থা প্রাপ্ত হয়; প্রচুর পরিমানে অ্যালবিউমিন যুক্ত, চটচটে শ্লেষ্মা উঠে। বায়ুপ্রবাহের প্রতিকূলে চলার সময় দমবন্ধ হয়ে আসে।

হৃদপিন্ড— মনে হয় যেন সবকিছু হৃদপিন্ডের দিকে চেপে রয়েছে।

প্রস্রাব—প্রস্রাবের বেগ; লালচে ইঁটের রঙের তলানি। প্রস্রাব পাথুরি, রক্ত প্রস্রাব, ইউরেট যুক্ত এবং ইউরিক অ্যাসিড; বৃক্ক থেকে মূত্রথলি পর্যন্ত ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার মত তীব্র বেদনা। গাঢ় রঙের, ঘন প্রস্রাব। কষ্টকর প্রস্রাব।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, প্রচুর, কালোবর্ণের ও গাঢ়; কালোজমাট বাঁধা, তৎসহ কষ্টকর প্রস্রাব। থেমে থেমে ঋতুস্রাব; কেবলমাত্র সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে স্রাব দেখা দেয়। প্রস্রাব ত্যাগের সময় বড়ো বড়ো রক্তের ঢেলা বার হয়। ভগোষ্টগুলি প্রদাহযুক্ত।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, বামদিকে, ঘুমেরপরে, স্পর্শে জামা-কাপড়ের চাপে, দাঁত মাজার সময়, সামান্য পরিশ্রমে।

উপশম— হাঁটাচলায়।

সম্বন্ধ— তুলনীয়-ক্যান্থারিশ, ক্যাকটাস, সাস্যাপেরিলা।

শক্তি— নিম্নশক্তির বিচূর্ণ।

কক্‌লেরিয়া আরমোরেসিয়া-অফ্‌মোরেসিয়া স্যাটাইভা

COCHLEARIA ASRMORACIA-ARMORACIA SATIVA **হর্স-ব্যাডিশ**

কপালাস্থি, ও এই অস্থির গহ্বর বা সাইনাস, অ্যান্ট্যাম ও লালাস্যাবি গ্রন্থি সমূহের উপর এই ঔষধ বিশেষভাবে কাজ করে। স্ফীতির অনুভূতি। জীবনীশক্তির বৃদ্ধি করে এই ঔষধ। স্কার্ভিরোগের মত মাঢ়ী ও গলার ব্যথায় এই ঔষধের সাহায্যে গার্গল করা হয়। স্বরভঙ্গ ও গলাকোষের শিথিলতা। গনোরিয়া অভ্যন্তরীণভাবে প্রয়োগ হয়। পাকস্থলীর দুর্বলতায় এই ঔষধ আচার রূপে ব্যবহার করা হলে ভালো ফল পাওয়া যায়। আপেলের রসের সঙ্গে এই ঔষধ মিশ্রিত করে, শোথে ব্যবহার করা হয়। এর ফলে প্রস্রাবের পরিমান বৃদ্ধি পায়। বাহ্যিক প্রয়োগে মাথার খুস্কি দূর হয়।

মাথা— চিন্তা করা খুবই কষ্টের। উদ্বেগ, যন্ত্রনার কষ্টে রোগী হতাশ হয়ে পড়ে। চাপ দেবার মত ও ছিদ্র করার মত বেদনা, যেন মনে হয় কপালের অস্থিটি ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবে। গ্রীবা মাথায় যন্ত্রনা তৎসহ বমি, হ্রাসপ্রাপ্ত শ্রবন শক্তি।

চোখ— টাটানি ব্যথা যুক্ত ও গন্ডমালা দোষযুক্ত। আঘাত জনিত কারণে চোখের প্রদাহ, ঝাপসা দৃষ্টি ও চোখে ছানি। চোখ থেকে প্রচুর পরিমানে অশ্রুস্রাব।

পাকস্থলী— পিঠের দিকে বেদনা;পিঠের দিকে শির দাঁড়ার উপর চাপ দিলে উপশম। ঢেকুর তোলা ও খিল ধরা, শূলবেদনা তৎসহ পিঠের যন্ত্রনা। **প্রচন্ড খিলধরা, খিল ধরা পাকস্থলীর ভিতর থেকে শুরু হয়ে, উরুর পাশ দিয়ে পিঠ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। নাভির চারিপাশে মোচড়ানি।**

পিঠ— কোন স্থানে জমা হওয়া বায়ুর জন্য পিঠের বেদনা, মনে হয় এই বেদনা **পেটের ভিতর থেকে শুরু হয়ে পিঠ পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে এবং নীচের দিকে ত্রিকাস্থি পর্যন্ত বেদনা প্রসারিত হয়।**

শ্বাস-প্রশ্বাস— শুষ্ক, খুক্‌খুকে, কণ্ঠনলী থেকে উদ্ভুত কাশি, এছাড়াও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের পরে কাশি, শুষ্ক ও তরল, শুয়ে পড়লে বৃদ্ধি। বুক স্পর্শকরনে বেদনা অনুভূতি হয়। সর্দি তৎসহ স্বরভঙ্গ। শ্লেষ্মাযুক্ত হাঁপানি। ফুসফুসের শোথ। গলার ভিতর কর্কশও চিরে যাওয়ার মত অনুভূতি।

প্রস্রাব— প্রস্রাবের আগে, প্রস্রাবের সময় ও প্রস্রাবের পরে লিঙ্গমুন্ডে জ্বালা ও কেটে ফেলার ন্যায় তীব্র বেদনা। বারে বারে প্রস্রাব।

কমা-বাড়া- সন্ধ্যায় ও রাত্রে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ক্যানাবিস, সিন্যাপিস, ক্যাপসিকাম।

শক্তি— ১ম থেকে ৩য় শক্তি।

কোডিনাম

CODEINUM অ্যান অ্যালকালয়েড অফ্ ওপিয়াম বা আফিং এর উপক্ষার

সারা শরীর কম্পন। বাহু ও নিম্নাঙ্গ পেশীর অনৈচ্ছিক স্পন্দন। চুলকানি, তৎসহ উষ্ণতায় অনুভূতি, অসাড়তা, খোঁচামারার মত অনুভূতি, বহুমূত্র রোগ বা ডায়েবেটিস।

মাথা—মাথার পিছনের অংশ থেকে ঘাড় পর্যন্ত বেদনা। স্নায়ুশূলের পরে মুখমন্ডল ও মাথার খুলির চামড়ায় স্পর্শকাতর।

চোখ— অসাড়ে চোখের পাতার স্পন্দন (এগারিকাস)।

পাকস্থলী— পাকস্থলীর উপরের অংশে আক্ষেপিক বেদনা। ঢেকুর প্রচন্ড পিপাসা, তৎসহ তিতোবস্তু খাবার প্রবণতা।

শ্বাস-প্রশ্বাস—ছোট ছোট ধমকেও অস্বস্তিকর কাশি; রাত্রিতে বৃদ্ধি। প্রচুর, পুঁজং রক্ত শ্লেষ্মা। ক্ষয়রোগে রাত্রিকালীন কাশি।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ওপিয়াম, এগারিকাস্, হায়োসায়েমাস; এমন ব্রোম।

শক্তি— ১ গ্রেনের চারভাগে এক ভাগ হল এক মাত্রা। এ থেকে ১ বিচূর্ণ পর্যন্ত।

কফিয়া ক্রুডা

COFFEACRUDA আনরোস্টেড কফি

এই ঔষধটি শরীরের সকল যন্ত্রের কার্যপদ্ধতিকে সতেজ করে তোলে, স্নায়ু ও রক্তবহনালীর কার্য ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটায়। বৃদ্ধবয়েসে কফিপানে শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমানের বৃদ্ধি ঘটে। এবং এল ফলে বৃক্কের গোলযোগ দেখা দেয়। পেশী ও সন্ধির বেদনা। এবং তৎসহ বৃদ্ধ ব্যক্তিদের কফি ও চা পানের ফলে ঔ ব্যক্তিরা কফিও চায়ের উত্তেজক ক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং অকারণে এই বয়সে কফি ও চা পানের পরিমান কমিয়ে দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন অথবা ঐ গুলি শরীরের উপর যে ক্রিয়া করে তা সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রচন্ড স্নায়বিক উত্তেজনা এবং অস্থিরতা, অতিরিক্ত মাত্রায় অনুভূতি প্রবণ হয়ে পড়া এই ঔষধের একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ। শরীরের বিভিন্ন অংৰে স্নায়ুশূল; সর্বদা প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনা এবং **বেদনা সহ্য** করতে পারে না। এবং রাগী হতাস হয়ে পড়ে। মন ও শরীরের **অস্বাভাবিক কার্যতৎপরতা** দেখা যায়। আকস্মিক ভাবাবেগ, বিস্ময়, আনন্দ প্রভৃতির কুফল। স্নায়বিক হৃদকম্প। গনরিয়া খুব কালো খাটো দীর্ঘকায়, রোগা, সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা দেহবিশিষ্ট তৎসহ কালো রঙ ও পিত্ত ও রক্তপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। চামড়া অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবণ।

মন—হাসিখুশি, সহজ বোধগম্য, খিটখিটে, উত্তেজনা, তীক্ষ্ণঅনুভূতি। মন খুব সহজেই আকৃষ্ট হয়, বিশেষকরে আনন্দদায়ক ব্যাপারে। কল্পনায় পরিপূর্ণ মন, দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে। শারীরিক যন্ত্রনার কারণে মন ছট ফট করে (একোনাইট)।

মাথা— কষে ধরার ন্যায় বেদনা, শব্দ, গন্ধে ও মাদক দ্রব্যে বৃদ্ধি। রোগীর মনে হয় মস্তিষ্কটি টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাবে, যেন **মস্তিষ্কের ভিতর একটি পেরেক ঠুকে ঠুকে প্রবেশ করানো হচ্ছে।** মুক্ত বাতাসে বৃদ্ধি। **শ্রবনশক্তির তীক্ষ্ণতা।**

মুখমন্ডল— শুষ্ক উত্তাপ, তৎসহ গালদুটি লালবর্ণ। মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল, বেদনা, চর্ব্বনদন্ত, দুটি কান, কপাল ও মাথার খুলির চর্ম পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

মুখগহ্বর— দাঁতের যন্ত্রনা, মুখের ভিতর বরফ জল ধরে রাখলে, সাময়িক উপশম হয় (ম্যাঙ্গেনাম এসেটিকাম-বিপরীত)।

পাকস্থলী—প্রচন্ড ক্ষুধার্ত। কসে থাকা জামা কাপড় অসহ্য। মদ ও সুরাপানের কুফল।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের পরেও দীর্ঘস্থায়ী। বাধক বেদনা। বড়ো-বড়ো কালো জমাট বাঁধা রক্তের ঢেলা। **যোনিকপাট ও যোনিনলী অত্যাধিক মাত্রায় অনুভূতিপ্রবন।** কমোদ্দীপক চুলকানি।

ঘুম—সজাগ নিদ্রা; অবিরাম স্থান পরিবর্তন করে। রাত্রি ৩টে পর্যন্ত ঘুম হয় এবং তার পরে কেবল ঝিমিয়ে থাকে বা সামান্য তন্দ্রাভাব থাকে। চমকে জেগে উঠে, স্বপ্ন ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। **মানসিক কাজের জন্য, অনিদ্রা, মনের ভিতর কল্পনার প্রবাহ তৎসহ স্নায়বিক উত্তেজনা।** গুহ্যদ্বারের চুলকানি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস—স্নায়বিক, দুর্বল প্রকৃতির শিশুদের হাম থেকে উৎপন্ন ক্ষনস্থায়ী শুষ্ক কাশি।

হৃদপিন্ড—তীব্র, অনিয়মিত হৃদকম্প বিশেষ করে অতিরিক্ত আনন্দ বা আকস্মিক বিস্ময়ের পরে। দ্রুতগতিশীল নাড়ী তৎসহ প্রস্রাব রোধ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— পায়ের স্নায়ুশূল। চলাফেলায়, বিকালের দিকে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি, চাপে উপশম।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— অত্যাধিক ভাবাবেগ, মাদক দ্রব্য। ঝাঁঝাল গন্ধ, শব্দ, মুক্তবাতাস, ঠাণ্ডা ও রাত্রি।

উপশম— উষ্ণতা, শুয়ে পড়লে, মুখের ভিতর বরফ রাখলে।

সম্বন্ধে— প্রতিবন্ধক, ক্যাম্ফর, ককিউলাস, পরিপূরক, একোনাইট।

তুলনীয়—কফিয়া টোস্টা (কফি ভাজা হলে তাতে কয়েক প্রকার ভিটামিন জাতীয় বস্তুর উদ্ভব হয় (পি. টি. ম্যাটী)। যে সকল পায়রা, মসৃন করা চাল খেত, দেখা গেছে তাদের শরীরের অপুষ্টিজনিত কারণে এক প্রকার স্নায়ুশূল ও পক্ষাঘাত সদৃশ লক্ষণের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সকল পায়রাগুলিকে **কফিয়াটোস্টার,** ৫%। কাথ ৮ সি. সি. পরিমানে খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানোর পরে দেখা গেছে যে ঐ সকল লক্ষণসমূহ ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আনরোস্টেড্ কফির দ্বারা কোন সুফল পাওয়া যায় না।)

ক্যাফিন (কফির একটি উপক্ষার—সরাসরি হৃদ্‌পিন্ড উত্তেজক ও প্রস্রাব বৃদ্ধিকারক ঔষধ বিশেষ। হৃদ্‌পিন্ডের গোলযোগের কারণে সর্বাঙ্গীন শোথ। হৃদপেশীর ক্ষয়। নিউমোনিয়া ও অন্যান্য প্রকারের সংক্রামক রোগে হৃদপিন্ডের কার্যক্ষমতার হ্রাস। এই ঔষধ ঐ সময় রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে, নাড়ীর গতি বাড়িয়ে দেয় এবং হৃদপেশীকে উত্তেজিত করে ফলে হঠাৎ করে পতনাবস্থার উন্নতি ঘটায়। শ্বাস-প্রশ্বাস কেন্দ্র, স্নায়ুকেন্দ্রকে সতেজ করে এবং প্রস্রাবের বৃদ্ধি ঘটায়। ভেসো-মোটর কেন্দ্রের উজ্জীবিত করার একটি মোখ্য ঔষধ বিশেষ। ফুসফুসের তরুন শোথ। বাহুর স্নায়ুশূল, এবং অন্যান্য স্নায়ুর শূল বেদনা, রাত্রিকালীন বৃদ্ধি, এই ঔষধের একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ, হাউসেট সমপরিমান ক্যাফিন ও স্যাক্যাম ল্যাকটিস ব্যবহার করতেন। তিন গ্রেন পরিমাণ ঔষধ সমান ভাগে-ভাগ করে প্রতি একদিন অন্তর প্রযোজ্য। চামড়ার নীচে $^{১}/_{৪}$ গ্রেন প্রযোজ্য। ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁত থেকে, মুখমন্ডলীয় স্নায়ুর তীব্রশূল বেদনার প্রযোজ্য।

একোনাইট, ক্যামোমিলা, নাক্স, সাইপ্রিপেডিয়াম, ক্যাফিন এবং যে সকল উদ্ভিদের ভিতর এটি পাওয়া যায় যেমন **কোলা**, থিয়া প্রভৃতি। কড়া, কালো কফি, যতদূর সম্ভব গরম পান করা যায়, ঐ অবস্থায় পান করলে তা বহু প্রকার বিষাক্রিয়ার, বিশেষ করে সংজ্ঞাবাহক বা নারকোটিক্‌স্ পয়জনের ক্রিয়ানাশক রূপে কাজ করে। মারাত্মক জাতীয় পতনাবস্থায় গরমকফি সরলান্ত্র দিয়ে প্রয়োগ করা হলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

দোষঘ্ন—নাক্স, ট্যাবেকাম।

শক্তি— ৩য় থেকে ২০০ শক্তি।

কলচিকাম

COLCHICUM **মেডৌস্যাফ্রন**

এই ঔষধটি পেশীতন্তু সকল, অস্থি আবরক ঝিল্লী ও সন্ধিস্থানের স্নেহস্যানী ঝিল্লী সমূহের উপর বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়। এই ঔষধের একটি নির্দিষ্ট কাজ হল, গেঁটে বাতজনিত রোগের চরম অবস্থায় উপশম প্রদান করা। সন্ধিস্থানের পুরাতন বাত রোগে এটি আরো ভাল কাজ করে বলে মনে করা হয়। আক্রান্ত অংশ লালচে, উত্তপ্ত ও স্ফীত। ছিঁড়ে ফেলার মত যন্ত্রণা; সন্ধ্যায়, রাত্রে ও স্পর্শে বৃদ্ধি, কোন কিছুর উপর পায়ের বুড়ো আঙুলদিয়ে ঠোক্কর মারলে তীব্র বেদনা অনুভব করে। **সর্বদা প্রচন্ড দুর্বলতা।** আভ্যন্তরীণ শীতলতা এবং হিমাঙ্গ পতনাবস্থার প্রবনতা। প্রচন্ড পড়াশুনা ও রাত্রি জাগার কুফল সমূহ। শরীরের একদিক দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের ন্যায় সংঘাত। ঘাম বসে যাওয়ার কুফল সমূহ। ছোট ইঁদুরের স্বপ্ন দেখে।

মাথা— মাথার যন্ত্রনা, প্রধানতঃ কপাল ও রগের দিকে, কিন্তু এছাড়াও মাথার পিছনের অংশে ও গ্রীবা দেশে বেদনা হয়। বিকালের দিকেও সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

চোখ— চোখের তারা দুটি অসমান; বামদিকের চোখের তারা সঙ্কুচিত। দৃষ্টিশক্তির ক্ষমতা বিভিন্ন প্রকারের। মুক্ত বাতাসে অশ্রুস্রাবের বৃদ্ধি; চোখে তীব্র ছিঁড়ে ফেলার মত যন্ত্রনা। পড়ার পরে অস্বচ্ছ দৃষ্টি। চোখের সামনে ছোপ ছোপ দাগ সমূহ।

কান— কানদুটির ভিতরে চুলকানি, ডানদিকের কানের পাতায় নিম্নাংশে তীব্র তীরবিদ্ধবৎ বেদনা।

মুখমন্ডল— মুখমন্ডলের পেশী সমূহের বেদনা, বেদনা চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। সুড়সুড় করেও শোথ যুক্ত স্ফীতি; গাল লালচে, উত্তপ্ত ও ঘামে ঢাকা থাকে। যন্ত্রনা তৎসহ প্রচন্ড খিটখিটে। ক্যামোমিলা, ডানদিকের নিম্নচোয়ালের পিছনের অংশে বেদনা।

পাকস্থলী— মুখ গহ্বর শুষ্ক, জিহ্বায় জ্বলন, মাঢ়ী ও কাঁধে যন্ত্রনা। পিপাসা; পাকস্থলীর বেদনা তৎসহ পেট ফাঁপা। খাবারের গন্ধে বমি-বমিভাব, এমনকি রোগী মূর্চ্ছা পর্যন্ত যায়, বিশেষ করে মাছের গন্ধ। প্রচুর লাল স্রাব। শ্লেষ্মা, পিত্ত ও অভুক্ত খাদ্যবস্তুর বমন, যে কোন প্রকার নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। পাকস্থলীর ভিতর প্রচন্ড ঠাণ্ডা ভাব। বহু প্রকারের খাদ্যবস্তুর জন্য স্পৃহা। কিন্তু যে সকল খাদ্যবস্তুর গন্ধ পায় সেই গুলি প্রত্যাখ্যান করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বমি বমিভাব দেখা দেয়। গেঁটে বাতযুক্ত পাকাশয়িক শূলবেদনা। পাকস্থলীতে জ্বালা অথবা বরফের মত ঠাণ্ডা অনুভূতি। এবং সমগ্র পেটে বুজ্‌বুজ্‌ করে ওঠে এবং মদ জাতীয় পানিয়ের জন্য পিপাসা। অন্ত্রের আড়াআড়ি অংশ বা ট্রানভার্স কোলনের বেদনা।

উদর— উদর স্ফীতি তৎসহ বায়ুসঞ্চয়, পাগুলি সোজা করে প্রসারিত করতে পারে না। পেট ডাকা, যকৃত স্থানে বেদনা। অন্ত্রের অগ্রবর্তী অংশ বা অ্যাসেন্ডিং কোলন ও সিকাম অংশের ব্যাপক স্ফীতি। পেটপূর্ণ ও অবিরাম পেটের ভিতর গুড়গুড় শব্দ। উদরী।

মল— যন্ত্রনাদায়ক, অল্প, স্বচ্ছ, জেলির মত শ্লেষ্মা যুক্ত; যন্ত্রনা, যেন মনে হয় মলদ্বার ছিদ্র করে খোলা হয়েছে। তৎসহ মলদ্বারের নির্গমন। শরৎকালীন আমাশয়; মলের ভিতর ছোট-ছোট সাদা রঙের ফালির মত টুকরো প্রচুর পরিমাণে থাকে। বারে বারে মলদ্বারে চাপ বা কোঁথ দেয়। মনে হয় মলদ্বারে মল রয়েছে। কিন্তু কিছুতেই তা বার করতে পারে না।

স্ত্রীরোগ— যৌনাঙ্গের চুলকানি। শাসক ঋতুস্রাবের পরে উরুস্থানে ঠাণ্ডা অনুভূতি। যোনি কপাট ও ভগাঙ্কুরে স্ফীতির অনুভূতি।

প্রস্রাব— কালো, অল্প অথবা মূত্র রোধ। রক্তমিশ্রিত, বাদামি বর্নের, কালো, কালির মত দেখতে। প্রস্রাবে পচারক্তের জমাট বাঁধা ঢেলা। অ্যালবিউমিন ও সুগার থাকে।

হৃদপিন্ড— হৃদপিন্ড স্থানে উদ্বেগ। হৃদস্পন্দন অনুভব করা যায় না। হৃদাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ, তৎসহ তীব্র বেদনা। শ্বাসরোধ ও শ্বাসকষ্ট, নাড়ীসূতার মত। হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দ ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে, নাড়ীর গতি মন্থর।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— বাম বাহুর উপর দিয়ে তীক্ষ্ম বেদনা নীচের দিকে নেমে আসে। অঙ্গে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা বিশেষ করে উষ্ণ আবহাওয়ায় এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় হুল ফোটার মত বেদনা। হাতে এবং কব্জিতে চিন্‌চিন্‌ করে, হাতের আঙ্গুলের ডগা অসাড়। উরুস্থানের সামনের দিকে বেদনা। ডানদিকের পায়ের প্রসারক পেশীর প্রসারণ ক্ষমতার লোপ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খঞ্জ, দুর্বল ও সুড়্‌ সুড়্‌ করে। যন্ত্রনা সন্ধ্যায় ও উষ্ণ আবহাওয়ায় বৃদ্ধি

পায়। সন্ধিস্থান আড়াল ও জ্বর জ্বর ভাব; পরিবর্তনশীল বাতরোগ; বেদনা রাত্রে বৃদ্ধি পায়। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের প্রদাহ। গোড়ালির গেঁটে বাত। **কিছুতেই ঐ স্থান স্পর্শ করতে চায় না বা নড়াচড়া করতে চায় না।** হাতের নখের ভিতর সুড়সুড় করে। হাঁটুগুলি পরস্পর জড়িয়ে যায় এবং এর জন্য রোগী প্রায় হাঁটতেই পারে না। শোথ যুক্ত স্ফীতি এবং পা দুটি ও পায়ের পাতার শীতলতা।

পিঠ— কোমর প্রদেশে ও কোমর ও ত্রিকাস্থি স্থানে কন্‌কনানি। কোমরে আড়াআড়ি ভাবে মৃদু বেদনা। কোমরের বেদনা। বিশ্রাম ও চাপে উপশম।

চামড়া— মুখমন্ডল ছোট ছোট ফুসকুড়িতে ঢাকা থাকে। গোলাপি রঙের ছোপ ছোপ দাগ পিঠে, বুকে ও উদর স্থানে। আমবাত।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়কাল; নড়াচড়া, ঘুম কমে যাওয়া, সন্ধ্যায় খাবারের গন্ধে, মানসিক পরিশ্রমে।

উপশম— সামনের দিকে ঝুঁকলে।

সম্বন্ধে-দোষঘ্ন-থুজা, ক্যাম্ফর, ককিউলাস, নাক্স, পালসেটিলা।

তুলনীয়— কলচিসাইন-(অন্ত্রের প্রদাহ, তৎসহ ফালি ফালি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর টুকরো বেরিয়ে নাকে; ডান দিকের হাতে আক্ষেপের মত ঝাঁকুনি; বাতজ জ্বর, গেঁটে বাত, এন্ডো পেরিকার্ডাইটিস, প্লুরিসি, আর্থাইটিস বা সন্ধিপ্রদাহ, সন্ধিবাতের ক্ষেত্রে সন্ধিস্থানের বিকৃতি ঘটায় প্রথমাবস্থায়; বাতরোগের তীব্র বেদনায় ৩x বিচূর্ণ প্রযোজ্য)। **এছাড়াও কার্বোভেজ, আর্নিকা, লিলিয়াম, আর্সেনিকাম, ভিরেট্রাম।**

শক্তি- ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

কলিনসোনিয়া ক্যানাডেন্সিস

COLLINSONIA CANADENSIS **ষ্টোন-রুট**

অস্থিকোটর ও যকৃত শিরার রক্তাধিক্য, যার ফলে অর্শ ও কোষ্ঠকাঠিণ্য দেখা দেয়, বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের। ধমনীর টানভাব কমে যায়, পেশীতন্তুর দুর্বলতা। **নাক, পাকস্থলী ও গলবিলের পুরাতন প্রদাহ,** কারণ যকৃৎ শিরায় রক্ত প্রবাহে বাধা সৃষ্টির থেকে এই অবস্থার উদ্ভব হয়। হৃদ্‌রোগ থেকে শোথ। গর্ভাবস্থায় চুলকানি, তৎসহ-অর্শ। **অন্ত্রের পেশীয় ক্রিয়াহীনতার কারণে শিশুদের কোষ্ঠকাঠিণ্য।** সরলান্ত্রের রোগে অস্ত্রোপচারের আগে এই ঔষধ ব্যবহার করা হলে ভাল ফল পাওয়া যায়, এরূপ বলা হয়ে থাকে। ভারী ও সঙ্কোচনের অনুভূতি। শিরাস্ফীতি।

মাথা— কপালাস্থি স্থানে মৃদু বেদনা। অর্শ চাপা পড়ার কুফল থাকে। পুরাতন সর্দি, হলুদ লেপাবৃত জিহ্বা। মুখের আস্বাদ তিতো কলচিকাম, ব্রায়োনিয়া।

সরলান্ত্র—সরলান্ত্রে তীক্ষ্ণ কাঠি রয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি। **সঙ্কোচনের অনুভূতি।** সরলান্ত্রের রক্তবহা নলীর স্ফীতি। **মলশুষ্ক।** অত্যন্ত কঠিন প্রকারের **কোষ্ঠকাঠিণ্য,** ঠেলে

বাইরে আসার ন্যায় বাগিযুক্ত অর্শ। গুহ্যদ্বারেও তলপেটে কন্‌কনানি। গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিণ্য, প্রস্রাবের পরে, বাধক বেদনা তৎসহ জরায়ু ঝিল্লী থেকে স্রাবের সঙ্গে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ফালিসমূহ নির্গত হয়। (নাক্স)। যন্ত্রনাদায়ক ও রক্তস্রাবযুক্ত অর্শ। আমাশয়, তৎসহ কোঁথ, **পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠকাঠিণ্য ও উদরাময়** এবং পেটে প্রচুর বায়ু জমা হয়। **গুহ্যদ্বারে চুলকানি (টিউক্রিয়াম, র‍্যাটানহিয়া)।**

স্ত্রীরোগ— বাধক বেদনা; **যোনি কপাটের চুলকানি;** জরায়ুর স্থানচ্যুতি; যৌনাঙ্গ স্ফীত ও কালচে লালবর্ণ যুক্ত; বসে থাকলে বেদনা। বাধক বেদনার সঙ্গে স্রাবের মধ্যে জরায়ু ঝিল্লীর ফালি-ফালি টুকরো থাকে। তৎসহ কোষ্ঠ-কাঠিণ্য। চুলকানি। মাসিক ঋতুস্রাবের পরে উরুস্থানে ঠাণ্ডা অনুভূতি। ভগৌষ্ট ও ভাগাঙ্কুরে স্ফীতির অনুভূতি।

শ্বাস-প্রশ্বাস- **অতিরিক্ত কথা বলার জন্যে কাশি;** অতিরিক্ত বক্তৃতা দেবার জন্য মন্ত্রীদের গলায় টাটানি ব্যথা। কণ্ঠনলীতে তীক্ষ্ণ বেদনা। স্বরভঙ্গ। কষ্টদায়ক, শুষ্ক কাশি।

হৃদপিন্ড— হৃদকম্প, হৃদস্পন্দন দ্রুত কিন্তু দুর্বল। শোথ। হৃদপিন্ডের লক্ষণ সমূহের উপশমের পরে, অর্শ বা ঋতুস্রাব ফিরে আসে। পর্যায় ক্রমে বুক ব্যথা তৎসহ অর্শ। শ্বাসরোধ, মূর্চ্ছা ও শ্বাসকষ্ট। **(একোনাইট ফে রস্ক)।**

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— সামান্য মানসিক আবেগ অথবা উত্তেজনা, ঠাণ্ডায়।

উপশম— গরমে।

সম্বন্ধ-দোষঘ্ন-নাক্স

তুলনীয়-ইস্কিউলাস; এলো; হ্যামামেনিস; লাইকোপাস; নিগাভো; সালফার; নাক্স।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি। যেখানে হৃদপিন্ডের যান্ত্রিক ত্রুটি থাকে, সেক্ষেত্রে উচ্চতর শক্তি প্রযোজ্য।

কলোসিন্থিস

COLOCYNTHIS **বিটার কিউক্যামব্যার**

এই ঔষধটি প্রায়ই ঋতু পরিবর্তনকালে বেশি ব্যবহার হয়, যখন বাতাস ঠাণ্ডা থাকে কিন্তু সূর্য তখনও রক্তকে যথেষ্ট উত্তপ্ত করতে সক্ষম।

এই ঔষধের অধিকাংশ লক্ষণগুলিই উদর ও মাথাকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়ে থাকে, এই কারণে তীব্র, স্নায়ুশূল দেখা দেয়। ঔষধটি বিশেষভাবে উপযোগী খিটখিটে ব্যক্তি যারা সহজেই রেগে যায় এবং এর কুফল জনিত কারণে উপসর্গ সমূহে ভালো কাজ করে। যে সকল স্ত্রীলোকের প্রচুর ঋতুস্রাব হয় এরা যারা বসে-বসে সময় কাটায়। যে সকল ব্যক্তিদের ভিতর মোটা হবার প্রবণতা দেখা যায়। স্নায়ুশূল-প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাপে কম পড়ে। পেশীর খিলধরা, পেশীর নর্তন ও পেশীগুলি খর্ব হয়ে যায়। সঙ্কোচন ও সেঁটেধরার মত অনুভূতি। কোন যন্ত্রের মুখের অস্ত্রোপচারের পরে, প্রস্রাবথলির আক্ষেপ। (হাইপেরিকাম)। ঘামে প্রস্রাবের গন্ধ **(বার্বেরিস, নাইট্রিক অ্যাসিড)। পেটের**

ভিতর মোচড় দেবার মত বেদনা। যার ফলে রোগী দ্বিভাঁজ অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়, এটি একটি চরিত্রগত লক্ষণ। অনুভূতিসমূহ, কেটে ফেলার মত, মোচড়ানোর মত, পিষে ফেলার মত, সঙ্কোচনের মত এবং থেঁৎলিয়ে যাওয়ার মত; **যেন লোহার বন্ধনী দ্বারা চেপে ধরা হয়েছে।**

মন— অত্যন্ত খিট্‌খিটে। **কোন প্রশ্ন** জিজ্ঞাসা করার সময় রেগে যায়। খারাপ কাজের জন্য মতস্তাপ। রাগ, তৎসহ রাগ না হওয়া।

মাথা— মাথা বামদিকে ফেরাবার সময় মাথাঘোরা। মাথার এক পাশে কেটে ফেলার মত বেদনা, তৎসহ বমি-বমিভাব, বমি। যন্ত্রনা (উপশম চাপে ও গরমে), তৎসহ মাথায় চামড়ায় টাটানি জ্বালাকর যন্ত্রনা, গর্তকরার মত, ফেটে যাওয়ার মত ও ছিঁড়ে ফেলার মত। মাথার সামনের অংশে বা কপালাস্থি স্থানে বেদনা; বৃদ্ধি, সামনের দিকে ঝুঁকলে, চিৎ হয়ে শুলে এবং চোখের পাতা ঘোরালে।

চোখ— যন্ত্র তীক্ষ্ন, ছিদ্র করার মত, **চাপে উপশম**। সামনের দিকে ঝুঁকলে মনে হয়ে চোখ যেন ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসবে। চোখের বাতজ উপসর্গ সমূহ। চোখের তারায় তীব্র বেদনা, যা গ্লকোমা রোগের প্রথমাবস্থায় দেখা দেয়।

মুখমন্ডল— ছিঁড়ে ফেলার ন্যায়, তীরবিদ্ধবৎ বেদনাও স্ফীতি; বাম দিকে প্রচন্ড টাটানি, চাপে আরাম পায়। (চায়না) স্নায়ুশূল, **তৎসহ শীতভাব;** দাঁতগুলি যেন আকারে বড়ো হয়ে যাচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি। **শব্দ কানের ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয়।** পাকস্থলীতে বেদনা, দাঁতে ও মাথায় সর্বদা বেদনা।

পাকস্থলী— অত্যন্ত তিতো আস্বাদ। জিহ্বা খসখসে, যেন বালি দিয়ে ঘষা হয়েছে এবং ঝলসে যাওয়ার মত অনুভূতি। কুকুরের ক্ষুধার মত ক্ষুধা। পাকস্থলীর ভিতর এরূপ অনুভূতি, যাতে মনে হয় কোন কিছু পথ আটকিয়ে রয়েছে; টেনে ধরার মত বেদনা।

উদর— উদরে কেটে ফেলার মত বেদনা, বেদনার জন্য **রোগী দ্বিভোজ অবস্থায় থাকতে বাধ্য হয়** এবং পেটের উপর চাপ দেয়। মনে হয় যেন পেটের ভিতর পাথর ভাঙ্গা হচ্ছে এবং পেট যে কোন সময়ে ফেটে যেতে পারে। অন্ত্রে থেঁৎলিয়ে যাওয়ার মত অনুভূতি। পায়ের ডিমে খিলধরা তৎসহ শূলবেদনা। পেটের ভিতর কেটে ফেলার মত বেদনা, বিশেষ করে রেগে যাওয়ার পরে। থেকে- থেকে শূল বেদনা যখন দেখা দেয়, তখন সর্বাঙ্গে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং তলপেটের নিম্নাংশ থেকে শুরু হয়ে একটি ঠাণ্ডাভাব সারা গালে ছড়িয়ে পড়ে। নাভির নীচে সামান্য একটু অংশে বেদনা। **আমাশয়ের মল, প্রতিবার সামান্য পরিমানে খাবার খেলে বা পানীয় পান করলে বেগ ফিরে আসে। জেলির মত মল।** ছাতা পড়ার মত গন্ধ। স্ফীতি।

স্ত্রীরোগ— **ডিম্বাশয়ে ছিদ্র করার মত বেদনা। রোগী শরীরটি দ্বিভাঁজ করে ফেলতে বাধ্য হয়, তৎসহ প্রচন্ড অস্থিরতা।** ডিম্বাশয়ে ছোট, গোলাকার অর্বুদ সমূহ। পেট কোনকিছু দিয়ে চেপে বেঁধে রাখার ইচ্ছা। যোনিপথের ভিতরে খিলধরা, যার ফলে রোগীনী দ্বিভাঁজ হয়ে থাকতে বাধ্য হয়।

প্রস্রাব— মলত্যাগের সময় প্রস্রাব নলী বরাবর তীব্র জ্বালা, প্রস্রাব থলির প্রদাহ, তাজা ডিমের সাদা অংশে ক্ষত স্রাব। **চট্‌চটে। (ফসফোরিক অ্যাসিড)**। দূর্গন্ধযুক্ত; অল্প অল্প প্রস্রাব, তৎসহ বারে বারে বেগ। মূত্রনলীর ছিদ্রের মুখে চুলকানি। লালচে, শক্তদানা সমূহ, যা প্রস্রাব করার পাত্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আটকিয়ে থাকে। প্রস্রাব থলির কোঁথ। প্রস্রাব করার সময় **সারা পেটে বেদনা**।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-পেশীর সঙ্কোচন। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে টানভাব। ডানদিকের ডেল্টয়েড পেশীতে বেদনা। (গুইয়েকাম)। **নিতম্ব বা হিপ স্থানে খিল ধরার মত বেদনা**; রোগাজনিত দিক রোগী চেপে শুয়ে থাকে; নিতম্ব স্থান থেকে হাঁটু পর্যন্ত যন্ত্রনা। হিপ-জয়েন্টের আপনা-আপনি স্থানচ্যুতি। বামদিকের সাইয়েটিকার বেদনা, টেনে ধরার ন্যায়, ছিঁড়ে ফেলার ন্যায়;উপশম, **চাপে এবং গরমে**; বৃদ্ধি সামান্য স্পর্শে পেশীর সঙ্কোচন। ডানদিকের উরুস্থান থেকে বেদনা নীচের দিকে যায়; পেশী ও কন্ডরাগুলি অত্যন্ত ছোট বলে মনে হয়;অসাড়তা তৎসহ বেদনা (ন্যাফেলিয়াম)। বাম দিকের হাঁটুতে বেদনা।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— রাগে।

উপশম— দ্বিভাঁজ হয়ে থাকলে, জোরে চাপদিলে, উষ্ণতায়, মাথা সামনের দিকে ঝাঁকিয়ে শুলে।

সম্বন্ধ-দোষঘ্ন-কফিয়া, ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া, ক্যামোমিলা, কলোসিস্থ হলো সীসা বিষ নষ্ট করার সবথেকে ভালো ঔষধ।

তুলনীয়-লোবেলিয়া এরিনাস পেটে স্ক্রু দিয়ে ছিদ্র করার মত তীব্র বেদনা।

ডাইপোডিয়াম পাঙ্কটেটাম (অঙ্গের মোচড় দেওয়া।)

মৃত সাপের মত দেহ পাকিয়ে রাখে। অনিদ্রা। **ডায়াস্কোরিয়া; ক্যামোমিলা; ককিউলাস; মার্টিউরিয়াম; প্লাম্বাম; ম্যাগ ফস**।

শক্তি— ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি।

কোমোক্ল্যাডিয়া ডেন্ট্যাটা

COMOCLADIA DENTATA

গুয়াও

চোখ ও চামড়ায় লক্ষণ গুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অস্থিময় গহ্বর বা অ্যান্ট্রাসের উপসর্গ সমূহ। ত্রিকাস্থি সম্পর্কিত কোমর অংশে ও পেটে বেদনা। **দপ্‌দপ্ কর যন্ত্রনা, গরমে বৃদ্ধি**। সন্ধিস্থানে ও গোড়ালিতে বেদনা।

চোখ—অক্ষিপেশীয় স্নায়ুশূল তৎসহ চোখদুটি মনে হয় আয়তনে বড়ো হয়ে যাচ্ছে এবং ঠিকরে বেরিয়ে আসবে এই জাতীয় অনুভূতি, বিশেষ করে ডানদিকের চোখে। **উত্তপ্ত স্টোভের নিকটে বৃদ্ধি**; মনে হয় চোখ দুটি ঠেলে বেরিয়ে আসছে। বামদিকের চোখের সাহায্যে কেবলমাত্র মিট মিটে আলো দেখতে পায়। গ্লকোমা, চোখে পূর্ণতার অনুকৃতি; **চোখের তারাগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় থেকে অনেক বড়ো বলে মনে হয়**। চোখের নড়াচড়ায় বৃদ্ধি।

মুখমন্ডল— স্ফীত, তৎসহ চোখদুটি ঠেলে বেরিয়ে আসে।

চামড়া— চুলকায়, লাল ও ফুসকুড়িযুক্ত। আরক্ত জ্বরের মত, সর্বাঙ্গ লালবর্ণযুক্ত, ইরিসিপেলাস। গভীর ক্ষত, তৎসহ ক্ষতস্থানের কিনারাগুলি শক্ত। কুষ্ঠ। চামড়ার উপর লাল-লাল দাগ কাটা। (**ইউফর্বিয়াম**)। একজিমা (ফুসকুড়িযুক্ত) ধড়ের উপর এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, এছাড়াও পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ।

বুক— বামদিকের স্তনগ্রন্থিতে তীব্র বেদনা। বুকের ডান দিকে বেদনা, বেদনা বাহু থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। কাশি তৎসহ বামস্তনের নিম্নাংশে বেদনা, বেদনা বাম স্কন্ধাস্থি পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

কমা-বাড়া- উপশম- মুক্ত বাতাসে, চুলকালে, নড়া চড়ায়।

বৃদ্ধি— স্পর্শে, গরমে, বিশ্রামে, রাত্রে।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-রাসটক্স, এনাকার্ডিয়াম, ইউফর্বিয়াম।

শক্তি— ১ম থেকে ৩০ শক্তি।

কন্ডুর‍্যাঙ্গো

CONDURANGO **কন্ডুর প্ল্যান্ট**

পাকাশয়িক ক্রিয়ার উন্নতি ঘটায় এই ঔষধ এবং এর ফলে শরীরের সাবির্বক উন্নতি ঘটে। ক্যান্সার সহ পাকস্থলীর শূল বেদনায় এই ঔষধ উপশম প্রদান করে। পাকাসয়িক গ্রন্থি সমূহের রস ক্ষরনের পরিমানের উন্নতি সাধন করে শিরাস্ফীতি জনিত ক্ষত। লুপাস।

মুখগহ্বরের কোনগুলিতে যন্ত্রনাদায়ক ফাটা, এই লক্ষনটি এই ঔষধের একটি পথপ্রদর্শক লক্ষণ বিশেষ। পাকাশয়িক প্রদাহ, সিফিলিস ও ক্যান্সার। অর্বুদসমূহ, অন্ননলীর সংকীর্ণতা। এই ঔষধের সারাংশ বা অ্যাক্টিভ প্রিন্স্যাপল্ (কন্ডুর‍্যাঙ্গিণ) লোকোমোটর অ্যাটাক্সিয়া রোগ তৈরী করে থাকে।

পাকস্থলী— পাকস্থলী যন্ত্রনাদায়ক উপসর্গ, **ক্ষততাভুক্ত খাদ্য বস্তুর বমন ও ভনিতা।** অবিরাম জ্বালাকর যন্ত্রনা। খাদ্যনলীর সংকীর্ণতা, তৎসহ বৃক্কাস্থির পিছনের অংশে জ্বালাকর যন্ত্রনা। যেখানে খাবার আটকিয়ে আছে বলে মনে হয়। খাদ্যবস্তুর বমন এবং পেটের উপরের অংশের বামদিকের কঠিণতা তৎসহ অবিরাম জ্বালাকর বেদনা।

চামড়া— চামড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মিলনস্থলে থাকা নির্গমনদ্বারে ফাটা সমূহ। ঠোঁটে অথবা মলদ্বারে এপিথিলিয়েম্যা। ক্যান্সার রোগে ক্ষতাবস্থায় যখন ফাটা সমূহ দেখা দেয়।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-এষ্টারিয়াস্, কোনিয়াম; হাইড্রাসটিস, আর্সেনিক।

শক্তি— অরিট অথবা ছাল, পাঁচ গ্রেন মাত্রায় প্রতি বার খাবার আগে জলের সঙ্গে মিশিয়ে। অর্বুদের ক্ষেত্রে ৩০ শক্তি।

কোনিয়াম

CONIUM **পয়জন হেমলক**

এটি একটি অতি পুরাতন ঔষধ বিশেষ। প্রাচীন কালে সক্রেটিসের মৃত্যু ঘটাবার জন্য এই বিষাক্ত ঔষধের প্রয়োগ বিষয়ে প্লেটো এক সুচিত্রিত বর্ণণা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। **উর্ধ্বগামী পক্ষাঘাত** এই ঔষধ তৈরী করে, এবং সবশেষে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রোগীর মৃত্যু হয়, এই ঔষধের প্রুভিং-এর সময় এইরূপ বহু শেষাবস্থার লক্ষণ পাওয়া যায়, যেখানে কোনিয়াম একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ হিসাবে বিবেচিত হয়, যেমন কষ্টকর পদচালনা, কম্পন, হাঁটার সময় হঠাৎ করে শরীরের শক্তি লোপ পায়, পায়ের যন্ত্রনাদায়ক আড়ষ্টতা প্রভৃতি। এই জাতীয় অবস্থা প্রায়ই বৃদ্ধাবস্থায় দেখা দেয়। যে সময় দুর্বলতার সময় বলে বিবেচিত হয়। অবসন্নতা, স্থানিক রক্তসঞ্চয় এবং শিথিলতা দেখা যায়। এটিই কোনিয়ামের উপযুক্ত পরিবেশ, যেখানে কোনিয়াম খুব ভালো কাজ করে থাকে। এই অবস্থার বৈশিষ্ট্য হল দুর্বলতা, চিত্তম্মত্ততা, প্রস্রাবের গোলযোগ। দুর্বল স্মৃতিশক্তি, ও কামেচ্ছা বিষয়ক দুর্বলতা প্রভৃতি। রক্তেনিবৃত্তি কালের, অবিবাহিত, বৃদ্ধা মহিলা ও অবিবাহিত বৃদ্ধ পুরুষদের উপসর্গ সমূহ। অর্ব্বুদের ক্ষেত্রে কোনিয়ামকে স্মরণ করা যেতে পারে। সর্বাঙ্গে আঘাতের ফলে থেঁৎলিয়ে যাওয়ার মত অনুভূতি। সকালে বিছানায় থাকাকালীন অবস্থায় প্রচন্ড দুর্বলতা। **শরীর ও মনের দুর্বলতা, কম্পন** ও হৃদকম্প। ক্যান্সার রোগ হবার প্রবণতা যুক্ত। আর্টিরিয়ো-স্কেলেরোসিস্। বুকাস্থির ক্ষত। গ্রন্থিসমূহের বিবৃদ্ধি। গ্রন্থি তন্ত্রের উপর কাজ করে, গ্রন্থির স্ফীতিও কঠিণতা, এই ঔষধ তৈরী করে, গ্রন্থির গন্ডমালা ঋতুদোষ ও ক্যান্সার রোগ গ্রস্থের মত গ্রন্থির পরিবর্তন সাধন করে এই ঔষধ। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের পরে এই ঔষধ বলকারক হিসাবে কাজ করে। শরীরের বহু স্নায়ুর শূলবেদনা হেতু অনিদ্রা।

মন— উত্তেজনা মানসিক অবসাদ তৈরী করে। হতাশ ভীরু, সমাজের প্রতি বিরুপ মনোভাবাপন্ন এবং একাথাকতে ভয়। ব্যবসা অথবা পড়াশুনা কোন কাজেই মন লাগে না। কোন বিষয়েই মন আকৃষ্ট হয় না। স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, মানসিক পরিশ্রম সহ্য হয় না।

মাথা— **বিছানায় শুয়ে থাকলে অথবা শোয়া অবস্থায় পাশ ফিরলে মাথাঘোরা,** যখন মাথা এদিক-ওদিক ঘোরায়, অথবা চোখ ফেরাবার সময়ে মাথাঘোরা। মাথা নাড়লে, সামান্য শব্দে, অথবা অপরের বাক্যালাপে বৃদ্ধি, বিশেষতঃ বাম দিকে। মাথার যন্ত্রনা, বুদ্ধিনাশকারক তৎসহ বমি-বমিভাব ও শ্লেষ্মাবমন, তৎসহ মনে হয় বাইরের কোন বস্তু মাথার খুলির নীচে রয়েছে। মাথার উপরে ঝলসে যাওয়ার মত অনুভূতি। ডানদিকের রগে কষে ধরা মত চাপবোধ। **খাবার পরে বৃদ্ধি, (জেনস্, ট্রোপিন)**। একদিকের অর্ধাংশে থেঁৎলিয়ে যাবার মত বেদনা। সকালে ঘুম থেকে উঠার সময় মাথার পিছনের অংশে মৃদু বেদনা।

চোখ— **আলোকাতঙ্ক ও অতিরিক্ত অশ্রুস্রাব**। কণ্ঠনালীর পুঁজোৎপত্তি। দৃষ্টি ঝাপসা; কৃত্রিম আলোকে বৃদ্ধি। চোখ বন্ধ করলেই, ঘাম হয়। চোখের পেশীর পক্ষাঘাত। (কষ্টিকাম)। সামান্য ধরনের চক্ষু প্রদাহ। **সামান্য ক্ষতে বা সামান্য ছাল উঠে গেলে সুতীব্র আলোকাতঙ্কের সৃষ্টি হয়।**

কান— বিকৃতি শ্রবনশক্তি। কান থেকে রক্তের রঙে র স্রাব।

নাক— সহজেই রক্তস্রাব হয়। ক্ষতযুক্ত হয়। নাকে কোমল অর্বুদ।

পাকস্থলী— জিহ্বার গোড়ায় ক্ষত। তীব্র বমি-বমিভাব, ঝাঁঝাল **বুকজ্বালা** এবং অম্ল ঢেকুর, **বিছানায় শুতে যাবার সময় বৃদ্ধি।** পাকস্থলীর বেদনাদায়ক আক্ষেপ।
উপশম এবং খাবার কয়ের ঘন্টা পরে বৃদ্ধি, অম্ল ও জ্বালা, বুকাস্থি স্থানে বেদনাদায়ক স্থান।

উদর— যকৃতে ও যকৃতের চারিপাশে তীব্র কন্‌কনানি যুক্ত বেদনা। পুরাতন জন্ডিস এবং পেটের উপরের ডানদিকে বেদনা। স্পর্শকাতর, থেঁৎলিয়ে যাওয়ার মত, স্ফীত, ছুরি দিয়ে কাটার মত যন্ত্রনা। কষা ভাব যুক্ত বেদনা।

মন— বারে বারে বেগ। শক্ত তৎসহ কোঁথ। **প্রতিবার মলত্যাগের পরে কম্পন সহ দুর্বলতা। ভিরেট্রাম, আর্সেনিক, আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম)।** মলত্যাগের সময় সরলান্ত্রে উত্তাপ ও জ্বালা।

প্রস্রাব— প্রস্রাব ত্যাগ করা ভীষণ কষ্টকর। **প্রস্রাবের ধারা প্রবাহিত হয় এবং আবার বন্ধ হয়ে যায় (লিডাম)। বাধাপ্রাপ্ত স্রাব। ক্লিমেটিস)।** বৃদ্ধদের ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব (কোপাইভা)।

পুরুষের রোগ— কামেচ্ছায় বৃদ্ধি, যৌনশক্তির হ্রাস। যৌন ইচ্ছা সংক্রান্ত স্নায়বিক উত্তেজনা, তৎসহ দূর্বল লিঙ্গোদ্রেক। **যৌন ক্ষুধা চেপে রাখার কুফল সম্পর্কিত উপসর্গ সমূহ।** অন্ডদ্বয় শক্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

স্ত্রীরোগ— বাধকবেদন, তৎসহ উরুস্থান থেকে নীচের দিকে টেনে ধরা ভাব। স্তন্যগ্রন্থি শিথিল ও সঙ্কুচিত, শক্ত, স্পর্শ করলে বেদনা হয়। **স্তনের বোঁটায় সূঁচ ফোটার মত বেদনা।** হাত দিয়ে খুব শক্ত করে স্তন গ্রন্থি চেপে রাখতে ইচ্ছা করে। মাসিক ঋতুস্রাব বাধাপ্রাপ্ত ও স্বল্প, অঙ্গুলি অনুভূতি প্রবন। **স্তনদ্বয়ের বিবৃদ্ধি ও বেদনাদায়ক হয়,** মাসিক ঋতুস্রাবের আগেও ঋতুস্রাবের সময়ে। **(ক্যালকেরিয়া কার্ব, ল্যাক ক্যানাইনাম)** ঋতুস্রাবের পূর্বে উদ্ভেদ। যৌনাঙ্গের চারিধারে চুলকায়। অপ্রাপ্ত, গর্ভাবস্থা, জরায়ু মুখ ও জরায়ু গ্রীবার কঠিণতা। ডিম্বাশয়ের প্রদাহ, ডিম্বাশয়ের বিবৃদ্ধি, কঠিণতা, ছুরি দিয়ে কাটার মত বেদনা। **কামেচ্ছা চেপে রাখা অথবা চাপা পড়া মাসিক ঋতুস্রাবের কুফল অথবা অতিরিক্ত সম্ভোগের কুফল।** প্রস্রাবের পরে প্রদরস্রাব।

শ্বাস-প্রশ্বাস— একটানা শুষ্ক কাশি, খুকখুকে ধরণের কাশি; রাত্রে এবং সন্ধ্যায়, বৃদ্ধি, **কণ্ঠনলীতে একটি শুষ্ক স্থান থাকার কারনে কাশি দেখা দেয়** তৎসহ গলা ও বুকে **চুলকানি, যখন শুয়ে থাকে,** কথা বলার সময় অথবা হাসির সময় এবং **গর্ভাবস্থায়।** দীর্ঘসময় ধরে

কাশির পরে কেবলমাত্র শ্লেষ্মা উঠে। সামান্য শারীরিক পরিশ্রমে হাঁপায়, বুকের ভিতর সঙ্কোচন, বুকের ভিতরে বেদনা।

পিঠ—দুটি কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে পিঠের বেদনা। থেঁৎলিয়ে যাওয়ার কুফল ও মেরুদন্ডে আঘাত লাগার কুফল। মেরুদন্ডীয় কশেরুকার অস্থি প্রদাহ। কোমর প্রদেশে ও ত্রিকাস্থি স্থানে মৃদু কন্‌কনানি ব্যথা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ভারবোধ, পরিশ্রান্ত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, কম্পন, হাতদুটির স্থিরতা থাকে না;হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের অসাড়তা। পেশীর দূর্বলতা, বিশেষ করে নিম্নাঙ্গে। **হাতে ঘাম হয়। চেয়ারের উপর পা দুটি তুলে রাখলে বেদনার উপশম হয়।**

চামড়া— **বগলের গ্রন্থির বেদনা তৎসহ নীচের দিকে বাহু পর্যন্ত** অসাড়তা। আঘাত লাগার পরে কঠিনতা। চামড়া হলুদ বর্ণযুক্ত, তৎসহ ফুসকুড়িযুক্ত উদ্ভেদ, হাতের নখগুলি হলুদ। **গ্রন্থি সমূহের বিবৃদ্ধি ও কঠিণতা,** অন্ত্রের গ্রন্থিগুলিও। গ্রন্থিগুলির ভিতর দিয়ে প্রবাহমান সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। অর্বুদ সমূহ, কেটে ফেলার মত বেদনা;রাত্রে বৃদ্ধি। পুরাতন ক্ষত তৎসহ দূর্গন্ধযুক্ত স্রাব। ঘুমিয়ে পড়ার **সঙ্গে সঙ্গে ঘাম শুরু হয়** অথবা এমনকি চোখ দুটি বন্ধ করলেই শুরু হয়। রাত্রিকালীন ও প্রাতঃকালীন ঘাম, তৎসহ দূর্গন্ধ ও চামড়ার তীব্র বেদনা।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, শুয়ে পড়লে, **পাশ ফিরলে** অথবা বিছানায় উঠলে, **অবিবাহিত জীবনে,** মাসিক ঋতুস্রাবের আগে ও ঋতুস্রাবের সময়ে,ঠাণ্ডা লাগালে, শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রমে।

উপশম— উপোস করে থাকলে, অন্ধকারে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝুলিয়ে রাখলে, নড়াচড়ায় ও চাপে।

কমা-বাড়া-তুলনীয়-সিরিনাম— ক্যান্সার রোগবিষ থেকে প্রস্তুত ঔষধ (ক্যান্সার রোগ প্রবণ ধাতু;গ্রন্থিসমূহের বিবৃদ্ধি; স্তন গ্রন্থির ক্যান্সার, ক্রিমি)। **ব্যারাইটাকার্ব, হাইড্রাসটিস, আয়োডিনাম, ক্যালিফস, হায়োসায়ামাসকিউব্যারী।**

শক্তি— উচ্চতর শক্তিতে ভালো কাজ করে, সেক্ষেত্রে অনেকটা সময় পর পর ব্যবহার করা প্রয়োজন, বিশেষ করে কোন প্রকার অর্বুদ, আংশিক পক্ষাঘাত প্রভৃতি। অন্যথা ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি প্রযোজ্য।

কন্‌ভ্যালেরিয়া ম্যাজ্যালিস

CONVALLARIA MAJALIS **লিলি অফ্ দ্য ভ্যালি**

হৃদপিন্ডের একটি ঔষধ বিশেষ। হৃদপিন্ডের কাজের শক্তির বৃদ্ধি ঘটায় এবং হৃদপিন্ডের কাজকে নিয়মিত করে। যে সময়ে হৃদপিন্ডের নিলয় প্রকোষ্ঠ অতিরিক্ত পূর্ণ থাকে এবং যে সময়ে নিলয়ের বিবৃদ্ধি শুরু হয় এবং যখন অন্যান্য প্রকোষ্ঠের বিবৃদ্ধি অনুপস্থিত থাকে, এবং সুস্পষ্টভাবে শিরাস্ফীতি দেখা যায় তখন ব্যবহৃত হয়। **শ্বাসকষ্ট,** শোথ, স্নায়বিক শক্তিহীণতা। সর্বাঙ্গীন শোথ।

মন ও মাথা— বুদ্ধি দুর্বল। সহজেই দুঃখ পায় । মৃদু মাথার যন্ত্রনা, উপরের দিকে উঠার সময় ও গলা খাঁকারি দিলে বৃদ্ধি। মাথার চামড়া অনুভূতি প্রবন। খিট্‌খিটে প্রবন। হিস্টিরিয়া রোগের লক্ষণ সমূহের প্রকাশ।

মুখমন্ডল— নাক ও ঠোঁটের উপর ঘামাচি, কাঁচাভাবও টাটানি ব্যথা যুক্ত। নাক দিয়ে রক্তপাত। প্রায় তিন ইঞ্চি স্কোয়ার পরিমাপের কাল্পনিক ধূসর রঙের ছাপ দেখে।

মুখ গহ্বর— সকালে দাঁত কড়মড় করে। তামাটে আস্বাদ। জিহ্বা স্পর্শকাতর ও ঝলসে যাবার মত অনুভূতি; জিহ্বা মোটা, ও পুরু তৎসহ ভারী, ময়লা লেপ যুক্ত।

গলা— শ্বাস নেয়ার সময় গলার পিছনের অংশে ক্ষতের মত অনুভূতি।

উদর— অনুভূতি প্রবণ। জামা কাপড় খুব কষে রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি। পেটের মধ্যে গুড় গুড় শব্দ ও গভীর শ্বাস নিয়ে পেটে বেদনা। শিশুর সৃষ্টির মত কিছু পেটের ভিতর নড়াচড়া করে, এই জাতীয় অনুভূতি। শূল বেদনা

প্রস্রাব সম্পর্কিত যন্ত্রাদি— প্রস্রাব থলির কন্‌কনানি, প্রস্রাব থলি স্ফীত এই জাতীয় অনুভূতি। বারে বারে প্রস্রাব, দুর্গন্ধযুক্ত, স্বল্প প্রস্রাব।

স্ত্রীরোগ— **জরায়ু স্থানে অত্যন্ত টাটানি ব্যথা তৎসহ হৃদকম্প**। স্যাক্রো-ইলিয়াক সন্ধিস্থানে বেদনা, নিচের দিকে পা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। প্রস্রাব নলীর মুখে ও যোনিনলীর মুখে চুলকায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস— ফুসফুসে রক্তাধিক্য। শুয়ে থাকা অবস্থায় শ্বাসকষ্ট। শ্বাসকষ্ট, হাঁটাচলার সময়। গলায় ভিতর উষ্ণতার অনুভূতি।

হৃদ্‌পিন্ড— মনে হয় যেন সারা বুক জুড়ে হৃদ্‌স্পন্দন হচ্ছে। এন্ডোকার্ডাইটিস, তৎসহ তীব্র শ্বাসকষ্ট। **মনে হয় যেন হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছে, তারপর হঠাৎ করে স্পন্দন শুরু হয়**। সামান্য পরিশ্রমে হৃদকম্প। তামাক সেবনের কুফল জনিত অবস্থায় হৃদপিন্ডের, মত হৃদ্‌পিন্ড, এর কারণ বিশেষ করে সিগারেটের সাহায্যে ধূমপান। প্রচন্ড দ্রুত ও অনিয়মিত নাড়ী। **পিঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ** কোমর প্রদেশে বেদনা ও কন্‌কনানি; পা দুটিতে কন্‌কনানি; পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে। হাতের কম্পন। কব্জি ও গোড়ালির কন্‌কনানি।

জ্বর— পিঠের দিকে শীতবোধ, শিরদাঁড়া বরাবর নীচের দিকে নামে, এর পরে জ্বর দেখা দেয়। সামান্য ঘাম হয়। পিপাসা এবং মাথার বেদনা শীতবোধের সময়। জ্বরের সময় শ্বাসকষ্ট।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ডিজিট্যালিস; ক্রাটেগাস;

লিলিয়াম; এডোনিস (কেবল মাত্র হৃদ্‌পিন্ডের কার্যনাত গোলযোগের ক্ষেত্রে)।

কমা-বাড়া-উপশম, মুক্ত বাতাসে।

বৃদ্ধি— উত্তপ্ত ঘরে।

শক্তি— ৩য় শক্তি এবং হৃদ্‌পিন্ডের ক্রিয়া বিপর্যয়ের লক্ষণ যেখানে প্রকাশ পায়, অরিষ্ট, এক থেকে পনের ফোঁটা পরিমানে।

কোপাইভা

COPAIVA বালসাফ্ অফ্ কোপাইভা

এই ঔষধটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর খুব জোরালোভাবে কাজ করে বিশেষ করে প্রস্রাব যন্ত্র সম্পর্কিত, শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত যন্ত্রসমূহ এবং চামড়ার উপর, এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট লক্ষণ যুক্ত আমবাতের সৃষ্টি হয়। সর্দ্দি ও শ্লেষ্মা।

মাথা — অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবন; মাথার পিছনের অংশে বেদনা। মৃদু, কপালের উপর বেদনা, বেদনা মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং অস্থান থেকে পুনরায় ফিরে আসে, তৎসহ দপ্‌দপানি, ডানদিকে ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। মাথার চামড়া স্পর্শকাতর। তীক্ষ্ণ শব্দে অনুভূতি প্রবন।

নাক — নাসারন্ধ্রের ক্ষততা ও টাটানি ব্যথা তৎসহ নাক বন্ধ হয়ে আসার মত অনুভূতি; নাকের পিছনের অংশের শুষ্কতা। প্রচুর পরিমানে, গাঢ়, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হয় নাক থেকে, রাত্রে এই স্রাব গলায় ভিতর দিয়ে নীচের দিকে নামে। জ্বালা ও শুষ্কতা, নাকের অস্থিতে মামড়ী। শ্বাস যন্ত্রের উপরের অংশে সুস্পষ্ট সর্দির লক্ষণ বর্তমান থাকে।

পাকস্থলী — খাদ্যবস্তু লবনাক্ত বলে মনে হয়। মাসিক ঋতুস্রাবের সময় পাকাশয়িক গোলযোগ অথবা আমবাতের পরে। অন্ত্রে বায়ুসঞ্চয়, মলত্যাগের বেগ এবং কষ্টে মলত্যাগ ও বেদনা।

প্রস্রাব — জ্বালাকর চাপবোধ; যন্ত্রনাদায়ক ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব। প্রস্রাব বাধাপ্রাপ্ত, তৎসহ প্রস্রাবথলি, মলদ্বারে ও সরলান্ত্রে বেদনা। প্রস্রাব থলির প্রদাহিক অবস্থা; কষ্টকর প্রস্রাব। প্রস্রাব নলীর ছিদ্রের স্ফীতি। অবিরাম প্রস্রাব করার ইচ্ছা। প্রস্রাব ভায়োলেট ফুলের গন্ধ যুক্ত। সবুজ, ঘোলাটে বর্ণের; অদ্ভুত ধরণের ঝাঁঝাল গন্ধযুক্ত।

সরলান্ত্র— বৃহদন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ। মন শ্লেষ্মায় ঢাকা থাকে তৎসহ শূলবেদনা ও শীতবোধ। অর্শের জন্যে মলদ্বারে চুলকানি ও জ্বালা।

পুরুষের রোগ— অন্তদ্বয় অনুভূতি প্রবন ও স্ফীতি।

স্ত্রীরোগ— যোনিকপাট ও মলদ্বারে চুলকানি, তৎসহ পুঁজ রক্ত মিশ্রিত স্রাব। প্রচুর, ও তীব্র গন্ধযুক্ত মাসিক ঋতুস্রাব, তৎসহ বেদনা নিতম্বস্থানে ছড়িয়ে পড়ে, ও বমি বমি ভাব।

শ্বাস-প্রশ্বাস— কাশি, তৎসহ প্রচুর, ধূসরবর্ণের, পুঁজযুক্ত শ্লেষ্মা। কণ্ঠনালী, শ্বাসনলী ও বায়ুনলীর ভিতর সড়্‌সুড়্ করে। বায়ুনলীর প্রদাহ, তৎসহ প্রচুর, দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মাস্রাব।

চামড়া-আমবাত, তৎসহ জ্বর ও কোষ্টকাঠিণ্য। গোলাপী বর্ণের উদ্ভেদ। ইরিসিপেলাস সদৃশ প্রদাহ, বিশেষ করে যে চারিপাশে। গোলাকার। ছোপ-ছোপ দাগসমূহ, তৎসহ চুলকানি, নানাবর্ণে চিত্র বিচিত্র চামড়া। শিশুদের পুরাতন আমবাত। ফোস্কাযুক্ত উদ্ভেদ।

সম্বন্ধ-দোষঘ্ন-বেলেডোনা; মার্কিউরিয়াম। তুলনীয়-স্যানট্যালাম (বৃক্কের কন্‌কনানি), ক্যান্থারিস, ব্যারোসমা, কিউবেব, এপিস, এরিজেরেন, সেনেসিও, সিপিয়া।

শক্তি— ১ম থেকে ৩য় শক্তি।

কোর্‌য়্যালিয়াম

CORALLIUM রেড কোর‍্যাল

কোর‍্যাল বা লাল প্রবল প্রুভিং করে দেখা গেছে যে, এই ঔষধটি প্রচুর পরিমানে সর্দ্দি ও নাক থেকে রক্তস্রাব এবং এমনকি নাসিকাছিদ্রে ক্ষত তৈরী করে থাকে। হুপিং কাশি ও যাবতীয় আক্ষেপিক কাশির ক্ষেত্রে এই ঔষধের কথা চিন্তা করা হয় বিশেষকরে যখন রোগাক্রমন শুরু হয় **অতিদ্রুত কাশির সঙ্গে** এবং কাশির ধমক এত দ্রুততার সঙ্গে একের পর এক আসে যেন মনে হয় একটি অপরটির সঙ্গে প্রায় মিলিতভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। প্রায়ই কাশির আগে **শ্বাসবন্ধ** হবার মত অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং কাশির পরে ক্লান্তি ভাব। রাত্রে খাবার পরে **মুখমন্ডলে রক্তাধিক্য**। রোগীর মুখমন্ডল যেগুলি বর্ণধারন করে। আক্রমণকালের তীব্রতা এমনকি কাশির সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে। মনে হয় যেন ঠাণ্ডা বাতাস মাথার খুলি ও বায়ু চলাচলের পথের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অনাবৃত অবস্থায় ভীষণ শীতভাব এবং আবৃত অবস্থায় অত্যন্ত গরম অনুভূতি; কৃত্রিম উত্তাপে উপশম।

মাথা—মনে হয় মাথাটি আয়তনে অনেকটা বেড়ে গেছে। তীব্রবেদনা, যেন মনে হয় পার্শ্ব কপালাস্থি দুটি ঠেলে ভেঙে বেরিয়ে যাবে; মাথা সামনের দিকে ঝোঁকালে বৃদ্ধি। চোখ উত্তপ্ত ও বেদনাদায়ক। কপালের গভীর বেদনা তৎসহ চোখের তারার পিছনের অংশে তীব্র বেদনা। নাক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস নিলে বেদনার বৃদ্ধি হয়।

নাক— খাওয়া, পেঁয়াজ প্রভৃতি গন্ধ পায়। নাসারন্ধ্রে বেদনাদায়ক ক্ষত। **নাকের পিছনের অংশে থাকা সর্দ্দি। প্রচুর শ্লেষ্মার নির্গমন, সর্দ্দি নাকের পিছনের অংশ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে পরে**; বাতাস ঠাণ্ডা বলে মনে হয়, শুষ্ক সর্দ্দি; নাক বন্ধ হয়ে যায় ও নাকে ক্ষত। নাক থেকে রক্তপাত।

মুখগহ্বর—খাবারে করাতের গুঁড়ের মত আস্বাদ। রুটিতে গুড়ের মত আস্বাদ। বিয়ারে মিষ্টিস্বাদ। বামদিকের নিম্নচোয়ালের সন্ধিস্থানে বেদনা। লবন খাবার ইচ্ছা।

শ্বাস-প্রশ্বাস— গলা খাঁকারি দিলে প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে। গলা প্রচন্ড অনুভূতি প্রবন বিশেষ করে বাতাসে। নাকে প্রচুর সর্দ্দি। শ্বাসনেবার সময় বাতাস ঠাণ্ডা বলে মনে হয়। (সিস্টাম্)। **নাকের পিছনের অংশ থেকে প্রচুর পরিমানে শ্লেষ্মা ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে। শুষ্ক, আক্ষেপিক, শ্বাসরোধক কাশি**; খুব দ্রুত কাশির ধমক, স্বল্পক্ষনস্থায়ী, কুকুরের ডাকের মত কাশি। কাশি তৎসহ বায়ু চলাচল পথের অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবণতা, **গভীর শ্বাস নিলে ঠান্ডায় অনুভূতি**। অবিরাম হিস্টিরিয়া রোগের মত কাশি। হুপিং কাশির পরে শ্বাসরোধক অবস্থার মত **অনুভূতি** এবং প্রচন্ড দুর্বলতা।

পুরুষের রোগ— লিঙ্গমুন্ডের ও লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়ার ক্ষত, তৎসহ হলুদবর্ণের কষানি শুক্রক্ষয় ও যৌন শক্তির দুর্বলতা। যৌনাঙ্গে প্রচুর ঘাম।

চামড়া—লালবর্ণ, সমতল ক্ষত সমূহ। প্রবাল রঙের, এর পরে কালচে লালবর্ণের ছোপ, অবশেষে তামাটে রঙ ধারণ করে। হাতের তালুতে ও পায়ের তলায় সোরিয়াসিস্।

কামা-বাড়া-বৃদ্ধি— মুক্ত বাতাসে, উষ্ণ ঘর থেকে ঠাণ্ডা ঘরে গেলে।

সম্বন্ধ— পরিপূরক-সালফার।

তুলনীয়—বেলেডোনা, ড্রসেরা, নেফ্রাইটিস; কষ্টিকাম।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি

কোরালোরিজা

CORALLORIHIZA **ক্রলী রুট**

ঘুষঘুষে জ্বর, সকাল ৯টা থেকে ১০ টার মধ্যে জ্বর আসে, এবং মধ্যরাত্রি পর্যন্ত জ্বর স্থায়ী হয়। প্রচন্ড স্নায়বিক এবং ছটফটে, হাতের তালু ও পায়ের তলায় জ্বালা। পিপাসা, শীতবোধ বা ঘাম কোনটাই থাকে না। কেবলমাত্র সামান্য আবৃত অবস্থায় থাকতে পারে।

করনাস সার্সিনেটা

CORNUS CIRCINATA **রাউন্ডলীভড্ ডগউড**

পুরাতন ম্যালেরিয়া, জন্ডিস ও হেপাটাইটিস রোগ্। সকালে দুর্বলতা, পাকস্থলীর উপরের অংশে বেদনা, তৎসহ পেটের প্রসারণ। ফোস্কাযুক্ত উদ্ভেদ তৎসহ পুরাতন যকৃতের রোগ অথবা মুখগহ্বরের প্রদাহ সহ সাদা ঘা।

মুখগহ্বর— জিহ্বা, মাড়ী ও মুখগহ্বরের ক্ষত, মুখে সাদা, ঘা, মুখ গহ্বর, গলা ও পাকস্থলীতে জ্বলন।

মল— পাতলা, বায়ু নিঃসরণ, কালোবর্ণের মল, দুপুরের খাবার সঙ্গে সঙ্গে। মলদ্বারে জ্বালা। কালো, দূর্গন্ধযুক্ত পিত্তযুক্ত, উদরাময়, তৎসহ ফ্যাকাশে বর্ণ।

চামড়া—শিশুদের মুখমন্ডলে ফোস্কাযুক্ত একজিমা, তৎসহ স্তন্যপান জনিত কারণে মুখের ঘা।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-করনাস্ অল্টা রনিফোলিয়া (দুর্বল ও ক্লান্ত, ব্যঘাতপ্রাপ্ত, ঘুম, জ্বর, অস্থিরতা, একজিমা, চামড়া ফাটা-ফাটা, বুকের ভিতর ঠাণ্ডা বলে মনে হয়। যেন বরফে পূর্ণ);

করনাস ফ্লোরিডা— (পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগ; অজীর্ণ ও কষ্টকর গলা বুক জ্বালা; জৈব তরল পদার্থের অপচয় ও রাত্রিকালীন ঘামের জন্য সাবির্বক দুর্বলতা, বাহুদ্বয়, বুক ও

ধড়ে স্নায়ুশূল এবং রোগীর মনে হয় আক্রান্ত অংশ গুলি ভেঙে দুটুকরো হয়ে যাবে; সবিরাম জ্বর, তৎসহ নিদ্রালুতা, রোগী ঠাণ্ডা অনুভব করে কিন্তু স্পর্শ করলে শরীরের উত্তাপ বোঝা যায়;মাঝে মাঝে প্রচন্ড পরিশ্রান্ত;সারা শরীরের চট্‌চটে ঘাম। শীতের পূর্বে ঝিমুনিভাব, এবং উত্তাপ অবস্থায় ঝিমুনিভাব। কুইনাইন খাবার পরে মাথায় যন্ত্রনা।)

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৬ষ্ট শক্তি।

করিড্যালিস (ডাইসেন্ট্রা ক্যানাডেন্সিস্)

CORYDALIS **ট্যারকী-পী**

(DICENTRA CANADENSIS)

সিফিলিস জনিত উপসর্গ। মুখগহ্বর ও গোলকোষের ক্ষত। ক্যান্সার রোগের জন্য ধাতুবিকৃতি, এই লক্ষনটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সিফিলিস রোগ জনিত কারনে অর্বুদ ও রাত্রিকালীন বেদনা। পুরাতন রোগসমূহ, তৎসহ পেশীর দুর্বলতা, জিহ্বা পরিষ্কার, চওড়া, ও ভরাট, তন্তু সমূহ থল্‌থলে। কোমল ও শীতল। পাকাশয়িক প্রদাহ। (হাইড্রাসটিস্), চামড়া সুষ্ক, বৃদ্ধব্যক্তির মুখমন্ডলের উপরে আঁশের মত মামড়ী, নাসিকাগ্রন্থির স্ফীতি,

সম্বন্ধ-নাইট্রিক অ্যাসিড, ক্যালি আয়োড, ফ্লুরিক অ্যাসিড

শক্তি— অরিষ্ট, দিনে তিন বার ২০ ফোঁটা করে।

কোটিলেডন

COTYLEDON **পেনীওয়ার্ন**

হৃদ্‌পিন্ডের উপর সুস্পষ্ট কাজ আছে, বুকের ভিতর চাপবোধ;গলায় পূর্ণতার অনুভূতি। মৃগী। ফাইব্রাস তন্তু ও পেশীর তন্তুর ভিতর আড়ষ্ট করার মত কন্‌কনানী। সায়েটিকা, স্তন গ্রন্থি থেকে স্কন্ধাস্থি পর্যন্ত সুস্পট বেদনা দেখা যায়। কণ্ঠনালী ও শ্বাসনলীর প্রদাহ।, হিস্টিরিক্যাল জয়েন্ট।

মন— বিস্মৃতি প্রবন; বিভ্রান্তিকর অনুভূতি। ঘুমের থেকে উঠার পরে কিছু সময় পরিষ্কার করে কথা বলতে পারে না। মাথায় তালুতে চাপবোধ যুক্ত বেদনা। ভাবাবেগ চাপা পড়ার কুফল সমূহ। রোগীর মনে হয় যেন শরীরের কোন একটি অংশ অনুপস্থিত রয়েছে।

স্তন— বামদিকের স্তনের বোঁটার নীচে বেদনা এবং ডান দিকের স্তনে কন্‌কনানী। বামদিকের স্তন থেকে স্কন্ধাস্থি পর্যন্ত টানা বেদনা। স্কন্ধাস্থির কোনগুলিতে বেদনা। হৃদ্‌পিন্ডের কাজে বাধাপ্রাপ্ত থেকে উদ্ভুত প্রপূর্ণতা ও ফেটে যাবার মত অনুভূতি। গলার ভিতর শ্বাসরোধক, পূর্ণতার অনুভূতি। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— পিঠে ও উরুস্থানে কন্‌কনানি। শরীরের সকল সন্ধিস্থানে কন্‌কনানি। চামড়া অনুভূতি প্রবন, পা জামায় ঘর্ষনে তীক্ষ্ন হুলফোটার মত অনুভূতি। পা গুলি ও বাহু দ্বয়ে ভারবোধ ও টাটানি ব্যাথার ন্যায় অনুভূতি।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-এম্ব্রা, এসাফেটিডা, হিপ্যাটিকা; ইগ্নেশিয়া; ল্যাকেসিস।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

ক্র্যাটেগাস

CRATAEGUS

হথর্ন বেরীজ

এই ঔষধটি মাথাঘোরা, দুর্বল নাড়ী, বাতাস গ্রহণ করার অদম্য স্পৃহা ও রক্তের চাপ কম করা, প্রভৃতি উৎপন্ন করে থাকে। হৃদপেশীর উপর কাজ করে এবং **এটি একটি হৃদ্‌পিন্ড সম্পর্কিত বলকারক ঔষধ।** এন্ডোকার্ডিয়ামের উপর এই ঔষধটির কোন প্রভাব নেই।

মায়োকাডাইটিস। হৃদপিন্ডের **অনিয়মিত কাজ।** ধমনীর উপসর্গে আক্রান্ত রোগীদের অনিদ্রা, রক্তাল্পতা, শোথ, চামড়ায় শীতবোধ। ধমনীর উচ্চটান ভাব। রুক্ষ, খিট্‌খিটে মেজাজের রোগী, যারা হৃদপিন্ডের উপসর্গে কষ্ট পায়, তাদের ক্ষেত্রে এটি একটি নিদ্রাকারক ঔষধ বিশেষ।

হৃদপিন্ডের পুরাতন রোগ, তৎসহ প্রচন্ড দুর্বলতা, হৃদপিন্ডের কাজ অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির ও অনিয়মিত। সর্বাঙ্গীন শোথ। অত্যন্ত স্নায়বিক, তৎসহ মাথার পিছনের অংশে ও ঘাড়ে বেদনা। টাইফয়েড রোগে পতনাবস্থা। অন্ত্র থেকে রক্তক্ষরণ। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠান্ডা, ফ্যাকাশে বর্ণ;নাড়ী ও শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়মিত।** বুকের বামদিকে কণ্ঠাস্থির নীচে যন্ত্রনাদায়ক চাপের অনুভূতি। অজীর্ণ ও স্নায়বিক দুর্বলতা, তৎসহ, হৃদপিন্ডের অচলাবস্থা। বাতরোগের পরে যখন হৃদপিন্ডের ক্ষত শুরু হয় তখন প্রযোজ্য। **আর্টিরিয়ো স্কেলেরোসিস এরূপ বলা হয়ে থাকে যে, এই ঔষধটি ধমনীর ভিতর থাকা শুষ্ক, শক্ত মামড়ি অথবা ক্যালসিয়াম ঘটিত সঞ্চিত শক্ত পদার্থ গলিয়ে বার করে দেয়।**

মাথা— আশঙ্কাযুক্ত হতাশ। অত্যন্ত স্নায়বিক প্রকৃতির এবং খিট্‌খিটে তৎসহ মাথার পিছনের অংশেও ঘাড়ে বেদনা। মানসিক অবসাদ, কন্‌জাইটিভার প্রদাহ, ও নাসিকা থেকে স্রাব।

প্রস্রাব—ডায়েবিটিস, বিশেষত শিশুদের।

হৃদপিন্ড— হৃদ্‌পিন্ডের রোগের জন্য শোথ। মেদ সঞ্চয় জনিত কারণে হৃদ্‌পিন্ডের অধঃ পতন অবস্থা। ধমনীঘটিত রোগ সমূহ। সামান্য পরিশ্রমে প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট, যদিও এই সঙ্গে নাড়ীর গতি সেভাবে বৃদ্ধি পায় না। হৃদ্‌পিন্ডের স্থানে ও বামকণ্ঠাস্থির নীচে বেদনা। হৃদপেশী শিথিল ও ক্ষয়প্রাপ্ত বলে মন হয়। কাশি। হৃদ্‌পিন্ডের বিবৃদ্ধি; প্রথম হৃদস্পন্দনের শব্দ দুর্বল। নাড়ীর গতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, **অনিয়মিত, দুর্বল, থেমে-থেমে স্পন্দন।** হৃদপ্রকোষ্ঠ

থেকে উদ্ভুত অপরিস্ফুট ধবনি বা মারসারস্; হৃদশূল। চামড়ায় শীত বোধ হাত-পায়ের আঙ্গুল নীলচে বর্ণ; সকল উপসর্গ পরিশ্রমে বা উত্তেজনায় বৃদ্ধি পায়। সংক্রামক রোগে এই ঔষধটি হৃদ্‌পিন্ডের কাজকে স্বাভাবিক রাখে।

চামড়া— প্রচুর ঘাম। চামড়ায় উদ্ভেদসমূহ।

ঘুম—ধমনীর রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অনিদ্রা।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি-গরম ঘরে

উপশম— বিশুদ্ধ বাতাসে; চুপচাপ এবং বিশ্রামে।

সম্বন্ধ- ট্রোফান্থিস; ডিজিট্যালিন, আইবেরিস, ন্যাজা, ক্যাক্‌ট্রাস্।

শক্তি— তরল কাথ বা অরিষ্ট, এক থেকে পনের ফোঁটা মাত্রায়। অবশ্যই ভাল ফল পাবার জন্য কিছু সময় ধরে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

ক্রোকাস স্যাটাইভা

CROCUS SATIVA স্যাফ্রন

কালো ও দড়ির মত রক্তস্রাবে এই ঔষধ প্রায়ই ব্যবহার হয়ে থাকে। শরীরের বিভিন্ন অংশে সুড়সুড় করে। নতুন রোগও হিস্টিরিয়া রোগের উপসর্গ সমূহ। অনুভূতি সম্পর্কিত ও মানসিক অবস্থা, বারে বারে ও চরম আকারের পরিবর্তন হয়ে থাকে। রাগ তৎসহ উগ্রভাগ, এর পরেই অনুতাপ। হাসিবার প্রবল ইচ্ছা। নিদ্রালুতা ও অবসন্নতা,সাহিত্য চর্চা বিষয়ক পরিশ্রমে উপশম,

মন— ইতস্তত করার অভ্যাস; আনন্দ পূর্ণ উন্মত্ততা, গান করে ও হাসে। সুখী ও স্নেহশীল, এরপরে ক্রুদ্ধভাব। হঠাৎ করে উল্লাস থেকে বিষন্নতা পরিবর্তন। গান-বাজনা বা আগে শুনেছিল সেই সম্পর্কিত স্পষ্ট স্মৃতির উদয় **(লাইকোপোডিয়াম)**।

মাথা— রজোনিবৃত্তিকালে মাথাদপ্ দপ্ করে ও স্পন্দন; ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে বৃদ্ধি।

চোখ— বিদ্যুতের ঝিলিক দেখে। চোখের ভিতর জল বা শ্লেষ্মা জাতীয় কিছু আছে এই জাতীয় অনুভূতি এবং রোগী এই কারণে চোখ দুটি মুছতে বাধ্য হয়।

প্রচন্ড কান্নার পরে চোখে যে জাতীয় অনুভূতি হয়, সেই জাতীয় অনুভূতি। রোগিনীর মনে হয় সে যেন কোন তীক্ষ্ণ কাঁচযুক্ত চশমার ভিতর দিয়ে দেখছে। **চোখের ভিতর ধোঁয়া রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি।** চোখের তারাগুলি বিস্ফারিত ও মন্থর প্রতিক্রিয়া। চোখের পাতায় ভারবোধ। চোখের পেশীর স্নায়ুশূল, চোখ থেকে মাথায় তালু পর্যন্ত যন্ত্রনা। মনে হয় যেন ঠান্ডা বাতাস খুব জোরে চোখের ভিতর প্রবেশ করছে। (ফ্লুরিক অ্যাসিড; সিফিলিনাম) ক্ষীনদৃষ্টি তৎসহ তীব্র আলোকাতঙ্ক। গ্লকোশাভীতি।

নাক— নাক থেকে রক্ত স্রাব। কালো, দড়ির মত, জমাট বাঁধা। কালো, দড়ির মত রক্ত নাক থেকে নীচের দিকে ঝুলে থাকে।

উদর— দুর্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিণ্য, মূলতঃ যকৃতশিরার স্তিমিত রক্তচলাচলের জন্যে। শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য। মলদ্বারে সুড় সুড় করে ও সুঁচ ফোটার মত বেদনা। পেট, পাকস্থলী প্রভৃতি মধ্যে জীবন্ত কিছু রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি, বিশেষ করে বামদিকে। (ক্যালেন্ডুলা)। উদরস্ফীত, কোন ভারী কিছুর অনুভূতি।

স্ত্রীরোগ— গর্ভস্রাবের আশঙ্কা। বিশেষ করে যখন রক্তস্রাব কালো ও দড়ির মত। জননেন্দ্রিয়ের উপর দিয়ে রক্তের দ্রুত সঞ্চালন। মাসিক ঋতুস্রাব কালো, চটচটে, বারে বারে- দেখা দেয়, এবং পরিমানে প্রচুর, কালো ও পিচ্ছিল। জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, জমাট তৎসহ লম্বা দড়ির মত বস্তু; সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায়। বামদিকের স্তনের ভিতরে ঝাঁকুনি দেবার মত বেদনা, যেন মনে হয় দড়ির সাহায্যে পিঠের দিকে টেনে ধরে রয়েছে। (ক্রোটনটিগ)। লাফ দেবার মত অনুভূতি, যেন মনে হয় ডানদিকের স্তনের ভিতর জীবন্ত কিছু রয়েছে।

শ্বাস-প্রশ্বাস— সাঁই-সাঁই শব্দযুক্তকাশি, তৎসহ ফেনাযুক্ত শ্লেষ্মা, শ্লেষ্মার ভিতর সরু পাকানো সূতার মত বস্তু দেখা যায়; শুয়ে পড়লে বৃদ্ধি। শ্বাস-প্রশ্বাস দুর্গন্ধ যুক্ত, বমি উঠে আসে। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের মনে হয় আলজিহ্বাটি বড়ো হয়ে গিয়েছে।

পিষ্ঠ— হঠাৎ করে পিঠের দিকে ঠাণ্ডা অনুভূতি, যেন ঐ স্থানের উপরে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে; বরফের মত ঠাণ্ডা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— আক্ষেপিক সঙ্কোচন এবং এক গুচ্ছ পেশীর ভিতর স্পন্দন। নর্তন ও হিস্টিরিয়া, তৎসহ মনোভাবের ব্যাপক পরিবর্তন সমূহ। উধর্বদেশের যাবতীয় অংশ যেন ঘুমিয়ে রয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি। হিপজয়েন্ট ও হাঁটু স্থানে কট্‌কট্ শব্দ। হাঁটু ও পায়ের দুর্বলতা। গোড়ালি ও পায়ের তলায় বেদনা।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— শুয়ে পড়লে, গরম আবহাওয়ায়, উষ্ণ ঘরে, সকালে, উপোস করলে, প্রাতঃরাশের পরে, কোন একটি বস্তুর দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকলে।

উপশম— মুক্ত বাতাসে।

সম্বন্ধ-দোষঘ্ন-ওপিয়াম, বেলেডোনা,

তুলনীয়-ইপিকাক, ট্রিলিয়াম, প্লাটিনা; চায়না; স্যাবাইনা।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩০ শক্তি।

ক্রোটেলাস হরিডাস

CROTALUS HORRIDUS **র‍্যাটেল স্নেক**

সাপের বিষগুলি রাসায়নিক দিক থেকে সোডা অথবা অন্যান্য লবনের সায়ান হাইড্রেট্স্। এই লবনগুলি সুরাসারে দ্রবনীয় এবং সুরাসার এই গুলির ক্রিয়ানাশক। পুটিসাধন সম্পর্কে এই ঔষধের কাজ আছে। বৃদ্ধ বয়েসে পুটি সম্পর্কিত গোলযোগে। অপ্রবল পচন অবস্থা। সাধারণভাবে রক্তের বিকৃত অবস্থা, রক্তস্রাব ও জন্ডিস।

ক্রোটেলাসের উপর ক্রোটেলিন, ইন্‌জেক্‌শন করা হলে রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা হ্রাস পায়। মৃগী রোগে এই প্রক্রিয়ার প্রাবল্য, গড় স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অনেক বেশী। রক্তের পচন, রক্তস্রাব (কালো, জলের মত, জমাট বাঁধে না), কার্বঙ্কল, ম্যালিগন্যান্ট স্কারলেটিনা, পীতজ্বর, প্লেগ, কলেরা, প্রভৃতি হবার প্রবণতা এবং জাতীয় রোগে এই ঔষধটির কিছু কাজ আছে। রক্তস্রাব যুক্ত ধাতুবিকৃতি। নিদ্রাকারক হিসাবে কাজ করে। ঘুমের মধ্যে রোগলক্ষনের বৃদ্ধি। ডানদিকের এই ঔষধের কাজের প্রাধান্য দেখা যায়।

মন— ক্রন্দন প্রবণ ; জ্ঞান ও স্মৃতি শক্তির আচ্ছন্ন অবস্থা; অধীর। বাচাল, তৎসহ পলায়ন প্রবণ। দুঃখিত মস্তিষ্কের ক্ষয় সম্পর্কিত বিভ্রান্তি।

মাথা— মাথাঘোরা, তৎসহ দুর্বলতা ও কম্পন। মৃদু, ভারবোধের ন্যায়, মাথার পিছনের অংশে বেদনা, মাথার ডানদিকেও ডানচোখের উপর বেদনা। বামদিকে চেপে শুলে মাথার যন্ত্রনা সহ হৃদ্‌পিন্ডের বেদনা। মাথার যন্ত্রনা, ডিঙ্গি মেরে হাঁটে যাতে— শরীরে ঝাঁকুনি না লাগে।

চোখ— আলোতে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবন, বিশেষত ল্যাম্পের আলোতে। চোখদুটি হলুদবর্ণ। ভ্রান্তি সমূহ, নীল রঙ সমূহ দেখে। চোখের স্নায়ুশূল; ছিঁড়ে ফেলার মত, ছিদ্র করার মত বেদনা, মনে হয় যেন চোখের চারিধারে কাটা হয়েছে। চোখের ভিতরে হওয়া রক্তস্রাব শোষন করার কাজে এই ঔষধ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বিশেষ করে, রেটিনার, অপ্রদাহিক রক্তস্রাব বেশী উপকারী। দ্বিত দৃষ্টি।

কান— শ্রবন কাজের দরুন মাথা ঘোরা। কান দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। ডানদিকের কান বন্ধ হয়ে গেছে এই জাতীয় অনুভূতি।

নাক— নাক থেকে রক্তস্রাব, রক্ত কালো ও দড়ির মত, নাকে পচা ঘা, উদ্ভেদ জাতীয় রোগ অথবা সিফিলিস জাতীয় রোগের পরে এই জাতীয় অবস্থা দেখা দেয়।

মুখমন্ডল— ব্রন, ঠোঁট দুটি স্ফীত ও অসাড়। সীসার মত রঙ যুক্ত ও মুখমন্ডল হলুদ বর্ণ। লক্‌-জ।

মুখগহ্বর— জিহ্বা লাল ও ছোট, কিন্তু স্ফীত বলে মনে হয়। জিহ্বা আগুনের মত লাল, কেন্দ্রস্থল শুষ্ক, মসৃন ও চক্‌চকে। মুখ থেকে ছাতা পড়ার গন্ধ বেরিয়ে থাকে। মুখ গহ্বর লালা স্রাবে পূর্ণ। জিহ্বা ঠেলে বার করার সময় ডানদিকে বেঁকে যায়। রাত্রে আক্ষেপিক দাঁত কড়মড়ানি। জিহ্বা ক্যান্সার তৎসহ রক্তস্রাব।

গলা— শুষ্ক, স্ফীত, কালচে লাল। অন্ননলীর আক্ষেপ, কিছুতেই কোন শক্ত খাবার গিলতে পারে না। বেশ কষা জাতীয় সঙ্কোচন। গ্যাংগ্রীন, তৎসহ যথেষ্ট ফোলাভাব।

পাকস্থলী— পেটের চারিপাশে পোষাকের চাপ অসহ্য। পাকস্থলীর ভিতর কোন কিছু ধরে রাখতে পারে না; ভুক্ত খাদ্যবস্তুর তীব্র বমন; পিত্ত বমন, রক্ত বমন। অবিরাম বমি-বমিভাবও প্রতিমাসে ঋতুস্রাবের পরে বমি। কিছুতেই ডানদিকে পাশ ফিরে শুতে পারে না। ডানদিকে চেপে শুলেই কালচে সবুজ বর্ণযুক্ত বমি। কালো অথবা কফির রঙের মত

বমি। পাকস্থলীর ক্যান্সার, তৎসহ রক্তমিশ্রিত, পিচ্ছিল বমি। পেটের উপরের অংশের কেন্দ্রস্থলে কম্পন ও ডানা ঝটকানোর মত শব্দ হয়। পেটের উপরের অংশের কেন্দ্রস্থলে জামা কাপড়ের চাপ অসহ্য। মূর্চ্ছা ও পাকস্থলীর ভিতর খালিবোধ। পাকস্থলীর ক্ষত। পাকস্থলী দুর্বলতা হেতু অজীর্ণরোগ। পুরাতন মদ্য পায়ীদের পাকাশয়িক প্রদাহ। ক্ষুধার্ত, উৎসুক বস্তুর জন্য স্পৃহা, চিনি খেতে চায়; মাংসে অনিচ্ছা।

উদর—প্রসারিত, উত্তপ্ত ও স্পর্শকাতর। যকৃৎস্থানে বেদনা।

মল— কালো, পাতলা, দুর্গন্ধযুক্ত, অনেকটা কফির মত দেখতে। অন্ত্রের রক্তস্রাব। রক্তকালো, জলের মত, জমাট বাঁধে না। দাঁড়িয়ে থাকলে অথবা হাঁটা চলার সময় সরলান্ত্র দিয়ে রক্ত চুঁয়ে চুঁয়ে গড়িয়ে পড়ে।

স্ত্রীরোগ— দীর্ঘস্থায়ী মাসিক ঋতুস্রাব। বাধক বেদনা; যন্ত্রনা নীচের দিকে উরুস্থান পর্যন্ত প্রসারিত হয়, তৎসহ হৃদ্‌পিন্ড স্থানে কন্‌কনানি। জরায়ু থেকে রক্তক্ষরণ তৎসহ পাকস্থলীর অবসন্নতা। প্রসবান্তিক জ্বর; দুর্গন্ধযুক্ত প্রসবান্তিক স্রাব। জরায়ু যেন খসে পড়বে এই জাতীয় অনুভূতি। জরায়ু বন্ধনীতে যন্ত্রনাদায়ক টানভাব। কিছুতেই পা দুটি স্থির রাখতে পারে না।

প্রস্রাব—কালো, রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব। প্রস্রাবে তলানি। বৃক্ক প্রদাহিত। অ্যালবিউমিনযুক্ত, কালো, অল্প (মার্ক,কর)।

হৃদপিন্ড— দুর্বল কাজ, অকম্প নাড়ী। হৃদ্‌কম্প, বিশেষ ঋতুস্রাবের সময়। হৃদপিন্ডে কম্পন অনুভূতি।

শ্বাস-প্রশ্বাস— কাশি, তৎসহ রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা। কণ্ঠনলীর ভিতর একটি শুষ্ক স্থানে সুড় সুড় কর অনুভূতি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—হাত দুটি কাঁপে, স্ফীত। নিম্নাঙ্গ খুব সহজেই ঝিমিয়ে পড়ে। ডানদিকের পক্ষাঘাত।

জ্বর— রক্তস্রাবযুক্ত অথবা পচনশীলতা যুক্ত, ম্যালিগন্যান্ট জাতীয় জ্বর। অপ্রবল, পিত্ত, সবিরাম জ্বর। পীত জ্বর। রক্তযুক্ত ঘাম। সেরিব্রো-স্পাইন্যাল মেনিন্‌জাইটিস (সিকিউসা; কুপ্রাম এসেটিকাম)। ঠান্ডা ঘাম।

চামড়া— স্ফীতি ও বিবর্ণতা, চামড়ায় সেঁটে থাকা ভাব, চামড়ার উপর নানা প্রকার রঙ দেখা যায়, তৎসহ তীব্র বেদনা। ফোস্কাযুক্ত। পান্ডুবর্ণ। সমগ্র শরীর হলুদ বর্ণ। শরীরের ডানদিকের চামড়া অত্যন্ত অনুভূতি প্রবন। পারপিউরা হেমোরেজিকা। শরীরের সকল অংশ থেকে রক্তস্রাব। রক্তমিশ্রিত ঘাম। শীত স্ফোটক, আঙ্গুল হাড়া। শরব্যবচ্ছেদ জনিত কারণে ক্ষত সমূহ। পুঁজ যুক্ত উদ্ভেদ। পোকামাকড় হুল ফোটালে। টীকা নেবার পরে দেখা দেওয়া উদ্ভেদ সমূহ। টীকা নেবার কুফল সমূহ। লসিকাগ্রন্থির প্রদাহ ও রক্তদুষ্টি বা সেপিটসিমিয়া। ফোঁড়া, কার্বাঙ্কল, ও উদ্ভেদ সমূহের চারিপাশ বেগুনি বর্নের, চর্ম নানাবর্ণে চিত্র-বিচিত্র ও শোথ। অ্যান্‌থ্রাক্স, টাটানি অনুভূতি চাপে উপশম।

ঘুম— মৃতদেহের স্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যে চমকিয়ে উঠে। হাইতোলা। জেগে থাকার সময় শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, ডানদিকে, মুক্ত বাতাস, সন্ধ্যা ও সকালে; বসন্তকালে, গরম পড়ার মুখে, বাৎসরিক, ঘুম থেকে জাগার সময়, ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া; ঝাঁকুনি।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-বোথ্রোপস্; ন্যাজা— (অতিরিক্ত স্নায়বিক উত্তেজনামূলক); ল্যাকেসিস- (সুস্পটভাব বাম দিকে বৃদ্ধি, এই লক্ষনটি থাকে); ঈলাপ্স- (কানে পুঁজ ও ডানদিকের ফুসফুসের উপসর্গে বেশী ব্যবহৃত হয়); ক্রোটেলাস কাস্কাভেলা- (মৃত্যুর স্বপ্ন দেখে ও চিন্তা করে। সন্ধিস্থানের পক্ষাঘাত, অর্ধচেতনভাব। একজাতীয় সম্মোহিত অবস্থা তৈরী হয়। চোখের তারা চারিপাশে কেটে ফেলার মত অনুভূতি); বাঙ্গেরাম-ক্রেট-(পালওমায়েলাইটিস)।

দোষঘ্ন— ল্যাকেসিস; সুরাসার; বিচ্ছুরিত তাপ; ক্যাম্ফর।

শক্তি— ৩ থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

ক্রোটনটিগলিয়াম

CROTON TIGLIUM ক্রোটন অয়েল সীড

উদরাময়, গ্রীষ্মকালীন উপসর্গও চামড়ার উপসর্গে এটি একটি মূল্যবান ঔষধ বিশেষ। এই উপসর্গ গুলি পর্যায়ক্রমে একটির পরে আর একটি দেখা দিতে পারে। সর্বাঙ্গে কষাভাব, এই জাতীয় অনুভূতি। রাসবিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি ক্রিয়ানাশক ঔষধ হিসাবে ব্যবহার হয়। এই জাতীয় ক্ষমতা যে এই ঔষধের ভিতরে আছে, তা চামড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর ঔষধটির ব্যাপক কাজ থেকে বুঝতে পারা যায়, কারণ এই জাতীয় কাজের থেকে উত্তেজনাও প্রদাহ তৈরী হয়। তৎসহ ফোস্কা তৈরী হয় ও শ্লেষ্মা স্রাব নির্গত হয়। মুখমন্ডলের চামড়া ও বর্হি জননেন্দ্রিয়ের উপর, এই স্থানদুটি বেছে নিয়ে এই ঔষধটি কাজ করে। খাদ্য নলীর ভিতর জ্বালা।

মাথা— কপালে চাপ দেবার মত বেদনা, বিশেষত। চক্ষু কোঠরের ভিতর।

চোখ— চোখের পাতা দানাযুক্ত; কনানিকায় পুঁজ যুক্ত উদ্ভেদ। লাল ও কাঁচা বর্ণযুক্ত। পিছনদিকে টেনে ধরার মত অনুভূতি। চোখের চারিপাশে উদ্ভেদ। ডানদিকের চক্ষু কোটরে উপরে টেনে ধরার মত যন্ত্রনা।

মল— প্রচুর, জলের মত মল, তৎসহ ব্যাপক বেগ; সর্বদা মল প্রবলবেগে বার হয়। তৎসহ অন্ত্রের ভিতর গুড় গুড় শব্দ; সামান্য পরিমানে কিছু পান করলে বৃদ্ধি অথবা এমনকি খাবার সময়ে। অবিরাম মলত্যাগের বেগ, এরপরে হঠাৎ করে মল বেরিয়ে আসে। অন্ত্রের ভিতর জল পড়ার মত অনুভূতি।

প্রস্রাব— রাত্রির প্রস্রাব ফেনাযুক্ত। কালো, কমলা লেবুর মত বড়; প্রস্রাব ঘোলাটে বর্ণের হয়, কিছু সময় রেখে দেবার পরে। প্রস্রাবের উপর তৈলাক্ত পদার্থের মত কনা ভেসে বেড়ায়। দিনের বেলায় প্রস্রাব ফ্যাকাসে, তৎসহ সাদা তলানিযুক্ত।

বুক— বামদিকের বুকের ভিতর দিয়ে পিঠ পর্যন্ত টেনে ধরার মত বেদনা। তৎসহ কাশি, কিছুতেই বুক প্রসারিত করতে পারে না। স্তন্যদায়ী স্ত্রীলোক;প্রতিবার শিশুর চোষার সঙ্গে সঙ্গে স্তনের বোঁটা থেকে পিঠের দিকে পর্যন্ত বেদনা। স্তন প্রদাহিত, কাশি; মাথা বালিশের উপর রাখার সঙ্গে-সঙ্গে কাশি শুরু হয় এবং উঠে পড়তে বাধ্য হয়। নাভীর শ্বাস-প্রশ্বাসে অনুভূতি প্রবন।

চামড়া— গায়ের চামড়া যেন শরীরের উপর সেঁটে আছে, এই জাতীয় অনুভূতি। তীব্র চুলকানি; কিন্তু চুলকালে ব্যথা করে। পুঁজ যুক্ত উদ্ভেদ বিশেষ করে মুখমন্ডল ও যৌনাঙ্গে। তৎসহ ভয়াবহ চুলকানি, এর পরে জ্বালাকর যন্ত্রনা। ফোস্কা সমূহ; ফোস্কার জল গড়িয়ে আসে। ফোস্কাযুক্ত ইরিসিপেনান, তীব্র চুলকানি। হার্পিস জুস্টার;হুলফোটার মত, তীব্র বেদনা উদ্ভেদের উপর।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, সামান্য আহারে বা পান করলে;গ্রীষ্মকালে, স্পর্সে, রাত্রি ও সকালে, ধোবার পরে।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-মোমর্ডিকা ক্যারানশিয়া- হেয়ারী-মর্ডিকা (ব্যাপক ধবাংসাত্বক ক্ষমতাযুক্ত, শূলবেদনা, বমি-বমিভাব, বমি, কলেরা মত লক্ষণ, পেট তরল পদার্থে পূর্ণ এই জাতীয় অনুভূতি, প্রচুর পরিমানে স্যাব্র, পাতলা, জলের মত, হলুদ বর্ণের প্রভৃতি উপসর্গ উৎপন্ন করে। প্রচন্ড পিপাসা। রাসটক্স, এনাগেলিস; এনাকার্ডিয়াম, সিপিয়া।

দোষঘ্ন—এন্টিম টার্ট।

শক্তি— ৬ষ্ট থেকে ৩০ শক্তি।

কিউবেবা

CUBEBA **কিউবেব্‌স্‌**

সার্বিকভাবে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সকল, বিশেষ করে প্রস্রাব সম্পার্কত পথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীকে বেশী প্রভাবিত করে এই ঔষধ। স্নায়বিক কারণে বারে বারে প্রস্রাবের বেগ। ছোট বালিকাদের প্রদরস্রাব।

প্রস্রাব— প্রস্রাবনলীর প্রদাহ, তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মা, বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের। প্রস্রাবের পরে কেটে ফেলার মত অনুভূতি তৎসহ সঙ্কোচন। রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব প্রস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ, তৎসহ গাঢ়, হলুদবর্ণের স্রাব। প্রস্রাব থলির প্রদাহ।

শ্বাস-প্রশ্বাস— নাক ও গলার সর্দ্দি, তৎসহ দূর্গন্ধ বার হয় ও শ্লেষ্মা নির্গমন। নাকের পিছনের অংশে শ্লেষ্মা ফোটা ফোটা করে পড়ে। গলার ভিতর ক্ষতের মত অনুভূতি ও স্বরভঙ্গ।

সম্বন্ধ-তুলনীয়—কিউকার্টিয়া, কোপাইভা; পাইপার মেথ; স্যান্ডেল।

শক্তি— ২য় থেকে ৩য় শক্তি।

কিউবেবা

CUCURBITA PEPO পাম্পকিন সীড

খাবার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বমি-বমিভাব। গর্ভাবস্থায় বমি। সমুদ্রপথে বমি-বমিভাব। ফিতাকৃমি বার করার সর্বাপেক্ষা ভালো ও কম অনিষ্টকর ঔষধ বিশেষ।

সম্বন্ধ—তুলনীয়-ফিলিক্স; কিউপ্রাস অক্সাইড নাইগ্রা।

শক্তি—অরিষ্ট। ফিতাকৃমির জন্য এটির বীজগুলি মূল্যবান ঔষধ। বীজগুলি, ভেজে ঠান্ডা করে নিয়ে খোলা ছাড়িয়ে নিতে হবে, ভিতরের সবুজ শাঁসটি ব্যবহার করা হয়।

শক্তি— ২ আউন্স বীজের শাঁস, দুধের সরের সঙ্গে মিশিয়ে পায়েসের মত ব্যবহার করা হয়। বার ঘন্টা উপোস করার পরে সকালে খেতে হবে এবং এটি খাবার দুই ঘন্টা পরে ক্যাস্টর অয়েল খেতে হবে।

কিউকার্বিটা সাইট্রুলাস

CUCURBITA CITRULLUS সীড্‌স্ অফ্ ওয়াটার মেলন

এই ঔষধের কাজ বেদনা দায়ক প্রস্রাব তৎসহ সঙ্কোচনের অনুভূতি ও পিঠের বেদনায় প্রযোজ্য।

কিউফিয়া

CUPHEA ফ্লাক্স-উয়ীড্

অজীর্ণ খাদ্যবস্তুর বমন। শিশুদের কলেরা, প্রচুর অম্ল;বারে বারে সবুজ, জলের মত, অম্ল মল। কোঁথ ও তীব্র বেদনা। উচ্চস্বর, অস্থিরতা ও অনিদ্রা। দুর্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিণ্য।

সম্বন্ধ— তুলনীয়-ইথুজা; কোটো-প্যারা- কোকো-প্যারা-কোলোবার্ক- (অন্ত্রের প্রদাহ, পুরাতন, প্রচুর, হানিকর উদরাময় ও আমাশয়;যক্ষ্মা ও পুরাতন উদরাময় প্রচুর ঘর্ম স্রাব।)।

ট্যাইফা ল্যাটিফোলিয়া—ক্যাট টেল ফ্ল্যাসি (উদরাময়, আমাশয়, শিশুদের গ্রীষ্মকালীন উপসর্গ সমূহ। অরিষ্ট ও ১ম শক্তি)।

শক্তি— অরিষ্ট।

কিউপ্রাম এসেটিকাম

CUPRUM ACETICUM এসিটেট্ অফ্ কপার

হে-ফিভার, তৎসহ, হাজাকর অনুভূতি সহ জ্বালা, থেকে-থেকে কাশি; শক্ত, চট্‌চটে শ্লেষ্মা, ও শ্বাস বন্ধ হবার ভয়। দীর্ঘস্থায়ী প্রস্রব বেদনা। পুরাতন সোরিয়্যাসিস্ ও কুষ্ঠ।

মাথা— কপালে তীব্র দপ্‌দপানি ও ছুরি দিয়ে কাটার মত বেদনা। বাম দিকের ভ্রুতে কম্পন। মস্তিষ্ক খালি বলে মনে হয়। মুখ হাঁকরে কাঁদার প্রবণতা। জ্ঞান হারিয়ে ফেলে; উচ্চ প্রকোষ্ট বিশিষ্ট ঘরে মাথা ঘোরে। অবিরাম জিহ্বার বাইরে বার করেও ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়। (ল্যাকেসিস)। স্নায়ুমূল তৎসহ মাথায় ভারীবোধ, রগে ও কপালের উপর জ্বালা করে। হুল ফোটার মত, এবং, সূঁচফোটার মত বেদনা।

মুখমন্ডল— ঠাণ্ডা ও কোটর গত। গালের অস্থিতে, উপরের চোয়ালে ও ডানদিকের কানের পিছনের অংশে স্নায়ুশূল। চিবালে উপশম। চাপ ও বাহ্যিক গরমভাব।

পাকস্থলী— পাকস্থলী ও তলপেটে তীব্র আক্ষেপিক বেদনা। বমি। পিচ্ছিল, বাদামীবর্ণের উদরাময়। প্রচন্ড কোঁথ। কলেরা।

শ্বাস-প্রশ্বাস— উত্তেজনার সময় হৃদশূলের অ্যাকসন দেখা দেয়। তীব্র আক্ষেপিক কাশি। ছোট, ছোট, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস। বুকের ভিতর আক্ষেপিক সঙ্কোচন, শ্বাসকষ্ট।

চামড়া— কুষ্টের মত উদ্ভেদ, চুলকানি থাকে না। সমগ্র শরীরে এই জাতীয় উদ্ভেদ, ছোপগুলি বিভিন্ন আকারের হয়।

কমা-বাড়া—বৃদ্ধি, ভাবাবেগ, স্পর্শ।

উপশম, চিবালে, চাপে, রাত্রে, রোগাজনিতদিক চেপে শুলে ও গরমে।

সম্বন্ধ— কিউপ্রাম মেটালিকারের ন্যায় সদৃশ কার্যবিলী, কিন্তু এটির কাজের গতি খুব মারাত্মক।

শক্তি— ৩য় থেকে ৬ষ্ট শক্তি।

কিউপ্রাম আর্সেনিটাম

CUPRUM ARSENITUM আর্সেনাইট অফ্ কপার

এই ঔষধটি বৃক্কের ক্রিয়া বিকল; নানা প্রকারের অন্ত্রের উপসর্গ, কলেরা, মর্বাস ও শিশুদের কলেরা, এন্টারো কোলাইটিস, উদরাময় ও আমাশয় সংক্রান্ত লক্ষণ গুলির জন্য বিখ্যাত। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও টাইফয়েড রোগে পাকস্থলী ও অন্ত্র সম্পর্কিত গোলযোগ। রক্তে অতিরিক্ত ইউরিয়া সঞ্চয়ের ফলে আক্ষেপ। মাথার যন্ত্রনা, মাথাঘোরা ও মস্তিষ্কের শোথাবস্থা থেকেঅচৈতন্য অবস্থা। গর্ভাবস্থায় নেফ্রাইটিস। আক্ষেপের আগে, পাকস্থলী

অন্ত্রঘটিত লক্ষনাবলীর প্রকাশ। ক্লোরোসিস। হাঁপানী ও এম্‌ফাইসিমা বা বায়ুকোষের স্থায়ী স্ফিতি। পুঁজযুক্ত এন্ডোকার্ডাইটিস (রফ্যাল)। যন্ত্রনাদায়ক স্নায়ুপ্রদাহ। প্রলাপ ও কম্পন।

মুখগহ্বর— জিহ্বা পুরু লেপাবৃত, ময়লা বাদামী বর্ণের, সাদা ধাতব আস্বাদ, পিপাসা। মুখগহ্বর শুষ্ক।

হৃদ্‌পিন্ড— ত্রুটিজনিত নির্গমনের জন্যে হৃদপিন্ডের কাজের ছন্দ ও গতির পরিবর্তন হয়।

উদর— গ্যাস্ট্রো এন্টেরাইটিস্। পেটে তীব্র বেদনা। যক্ষ্মায় উদরাময় কলেরা (আর্সেনিক, ভিরেট্রাম, ক্যাম্ফর)। পেটের গুড়্‌গুড়্ শব্দ ও তীক্ষ্ম কেটে ফেলার মত বেদনা। কালো, পাতলা মল।

পিঠ— পিঠে দৃঢ় খঞ্জতাবোধ। কোমর প্রদেশেও বাম স্কন্ধাস্থির নিম্নাংশে বেদনা; বুকে কষাভাব।

প্রস্রাব— বৃক্কের কাজের শিথিলতা ও রক্তে ইউরিয়ার সঞ্চয়। প্রস্রাবে রসুনের মত গন্ধ, ডায়াবেটিস। উচ্চ ঘনত্বের প্রস্রাব, অ্যাসিটোন ও ডাইএসেটিক অ্যাসিডের পরিমানের বৃদ্ধি।

পুরুষের রোগ— অন্ডকোষে ঘাম; অন্তকোষে অবিরাম ভিজাভাব। অন্তকোষে ফোঁড়া। প্রস্রাব নলীদিয়ে গাঢ়, সাদা বর্ণের স্রাব; প্রস্রাব নলীতে সুড়্ সুড়্ করে ও জ্বালা। প্রস্টেটগ্রন্থির বেদনা। পুরুষাঙ্গের বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—পায়ের ডিমে খিল ধরা, মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি, কেবলমাত্র বিছানার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে উপশম। ক্ষতসমূহ, গ্যাংগ্রীন।

চামড়া— বরফের মত ঠান্ডা। ঘাম, এমনকি চামড়া যখন শুষ্ক থাকে। সবিরাম প্রকৃতির ঠাণ্ডা, চট্‌চটে ঘাম। মুখে ব্রন, পুঁজযুক্ত ফুস্কুরী। শ্যাঙ্কারের মত দেখতে ক্ষত সমূহ। গ্যাংগ্রীন, কার্বাঙ্কল।

শক্তি—৩x বিচূর্ণ।

কিউপ্রাম মেটালিকাম

CUPRUM METALLICUM **কপার**

আক্ষেপিক রোগসমূহ, খিলধরা, তড়কা, শুরু হয় হাত ও পায়ের আঙ্গুল থেকে, তীব্র, সঙ্কোচন বৎ এবং থেমে থেমে বেদনা, এইগুলি হল কিউপ্রামের কয়েকটি বিশেষ অভিব্যক্তি; এই কারনে কিউপ্রামের আরোগ্য ক্ষমতার মধ্যে দীর্ঘ ও ক্ষনস্থায়ী আক্ষেপ, সঙ্কোচন, এবং মৃগীজনিত রোগাক্রমণ। ভয় থেকে উদ্ভুত নর্তন। বমি-বমিভাব যে কোন ঔষধের থেকে এই ঔষধে অধিক মাত্রায় থাকে। মৃগীরোগের ক্ষেত্রে অরো শুরু হয়।

হাঁটুদ্বয় থেকে এবং তলপেট পর্যন্ত আসে;এরপরে রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে, মুখ দিয়ে ফেনা উঠে এবং পড়ে যায়। লক্ষণগুলি সময় অন্তর এবং দলবদ্ধভাবে প্রকাশ পায়। উপসর্গ শুরু হয় বামদিকে (ল্যাকেসিস)। ফিতাকৃমি (এক্ষেত্রে কিউপ্রাম ৩x বিচূর্ণ প্রযোজ্য।)

যখন স্কারলেট ফিভার প্রভৃতি উদ্ভেদগুলি শরীরের ভিতরে প্রকাশ পায়, সেই সময় কিছু উপসর্গ দেখা দেয়, যেমন অতিরিক্ত বমি, অচৈতন্য অবস্থা, আক্ষেপ, প্রভৃতি লক্ষণগুলি এই ঔষধের আরোগ্য ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। বেদনা নড়াচড়ায় ও স্পর্শে বৃদ্ধি পায়।

মাথা—বদ্ধ ধারনাসমূহ, ঈর্ষাপরায়ন ও বিষন্ন। যেসকল কথা বলা উচিত নয়, সেইগুলিই যে বলে। ভয় পায়। শূন্যতার অনুভূতি। মাথায় বেগুনীবর্ণের অথবা লালবর্ণের স্ফীতি তৎসহ আক্ষেপ। মস্তিষ্কে থেঁৎলিয়ে যাবার মত বেদনা এবং চোখ ঘোরালে ঐ জাতীয় বেদনা। মেনিন্‌জাইটিস। মাথার উপর যেন ঠাণ্ডা জল ঢালা হচ্ছে, এই জাতীয় অনুভূতি। মাথাঘোরা, তৎসহ বহুপ্রকার উপসর্গসমূহ, মাথাটি বুকের উপর ঝুলে পড়ে।

চোখ— চোখের কন্‌কনানি। দৃষ্টিস্থির, কটমট করে চেয়ে থাকে, কোটর গত, চক্‌চক্ করেও চোখগুলি উপরদিকে উঠে যায়। চোখের তারাগুলি দ্রুত ঘুরতে থাকে তৎসহ চোখগুলি বন্ধ।

মুখমন্ডল— বিকৃত, ফ্যাকাসে, নীলচে বর্ণ, তৎসহ ঠোঁট দুটি নীলবর্ণ। চোয়ালের সঙ্কোচন, তৎসহ মুখে ফেনা।

নাক— নাকে তীব্র রক্তসঞ্চয়ের অনুভূতি (মেলিলোটাস)।

মুখগহ্বর—মুখের আস্বাদ কড়া ধাতব প্রকৃতির ও পিচ্ছিল, তৎসহ লালাস্রাব। সাপেরমত সর্বদা জিহ্বা বার কারে ও ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়। (ল্যাকেসিস) জিহ্বা পক্ষাঘাত। তোৎলামি।

পাকস্থলী—আক্ষেপের আগে হিক্কা। বমি বমিভাব বমি, ঠাণ্ডা জলপানে উপশম; তৎসহ শূলবেদনা, উদরাময়, আক্ষেপ, কড়ধাতব আস্বাদ। (রাসটক্স) যখন রোগী কোন তরল বস্তু পান করে, ঐ তরল পদার্থ গুড়্‌গুড়্ শব্দ করে নীচের দিকে নামে। (লরোসারেসাম্)। ঠাণ্ডা জল পানের তীব্র ইচ্ছা।

উদর— টান, উত্তপ্ত ও স্পর্শকাতর, সঙ্কোচন বৎ। পেটের ভিতর থাকা যন্ত্রসমূহের স্নায়ুশূল।

শূলবেদনা, তীব্রও সবিরাম প্রকৃতির। অন্ত্রবরোধ।

মল—কালো, যন্ত্রনাদায়ক, রক্তযুক্ত তৎসহ কোঁথ ও দুর্বলতা। কলেরা, তৎসহ উদরের ও পায়ের ডিমের খিলধরা।

স্ত্রীরোগ—ঋতুস্রাব নির্দি- সময়ের অনেক পরে, বাধাপ্রাপ্ত। খিলধরা, বুক পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সাধারণত, খিলধরা ঋতুস্রাবের আগে, ঋতুস্রাবের সময় অথবা ঋতুস্রাব

চাপা পড়ার পরে দেখা দেয়। এছাড়া পায়ের ঘাম বসে গিয়েও দেখা দেয়। (সাইলেসিয়া)। রক্ত যেন টগ্‌বগ্ করে ফুটছে; হৃদ্‌কম্প। ক্লোরোসিস। বেদনার পরে।

হৃদ্‌পিন্ড— হৃদ্‌শূল। নাড়ীর গতি মন্থর; অথবা কঠিন, পূর্ণ ও দ্রুত। হৃদ্‌কম্প, হৃদ্‌স্থানে উদ্বেগ, ও বেদনা। মদ সঞ্চয় জনিত কারণে অপকৃষ্ট (ফাইটোলক্কা)

শ্বাস-প্রশ্বাস— কাশিবার সময় গল্‌গল্ শব্দ হয়, ঠান্ডা জল পানে উপশম। রাত্রি তিনটার সময় শ্বাসরোধক অবস্থার বৃদ্ধি। (এমোনিয়াম কার্ব)। বুকের ভিতর আক্ষেপ ও সংকীর্ণতার অনুভূতি। আক্ষেপিক হাঁপানী, পর্যায়ক্রমে আক্ষেপিক বমি। হুপিং কাশি, জল গিললে উপশম। তৎসহ বমি এবং আক্ষেপ, মুখমন্ডল কৃষ্ণবর্ণ। শ্বাসনলীর দ্বারে আক্ষেপ। শ্বাসকষ্ট তৎসহ পেটের উপরের অংশের কেন্দ্রস্থলে অস্বস্তি। মাসিক ঋতুস্রাবের আগে আক্ষেপিক শ্বাসকষ্ট। হৃদ্‌শূল তৎসহ হাঁপানীর মত লক্ষণ এবং খিলধরা (ক্লার্ক)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ঝাঁকুনি, পেশীর মোচড়ানি। হাত দুটি ঠাণ্ডা। অঙ্গগুলি পরিশ্রান্ত। পায়ের ডিমে ও পায়ের তলায় খিলধরা। মৃগী; অরো হাঁটু থেকে শুরু হয়। হাতের বুড়ো আঙ্গুলগুলি ভিতরের দিকে মুচড়িয়ে থাকে। ক্ষানিক আক্ষেপ, হাতের ও পায়ের আঙ্গুল থেকে শুরু হয়।

চামড়া—নীলচে ও অনেকটা মার্বেল পাথরের মত দেখতে। ক্ষত সমূহ, চুলকানিযুক্তস্থান, এবং সন্ধিস্থানের ভাঁজের স্থানে ফুস্কুড়ি। পুরাতন সোরিয়্যাসিস ও কুষ্ঠ (হিউজেস)।

ঘুম— গভীর নিদ্রা, তৎসহ শরীরে ধাক্কা লাগে। ঘুমের সময় অবিরাম পেটের ভিতর গুড়্‌গুড়্ শব্দ।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি ঋতুস্রাবের আগে, বমি হলে, সংস্পর্শে।

উপশম— ঘামের সময়, ঠান্ডা জল পান করলে।

সম্বন্ধ-দোষঘ্ন— বেলেডোনা, হিপার, ক্যাম্ফর, ডালকামরা, স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া, কোনিয়াম, ছাড়াও কিছু উদ্ভিদের ভিতর তামা দেখতে পাওয়া যায়।

পরিপূরক—ক্যাল্কেরিয়া।

তুলনীয়-কিউপ্রাম সালফ (মাথার চাঁদিতে জ্বালা; অবিরাম আক্ষেপিক কাশি; রাত্রে বৃদ্ধি, জিহ্বা ও ঠোঁট নীলচে বর্ণ, বাহ্যিকভাবে কিউপ্রাম সালফ, ১-৩। মিশ্রন যে সকল সারকোমার অস্ত্রোপচার করা হয় না)।

কিউপ্যাম সায়েন (মেনিন্‌জাইটিস),

কোলাস টেরাপিনা (পায়ের ডিমেরও পায়ের প্াতায় খিলধরা, বাত তৎসহ খিলধরার মত বেদনা)।

প্লাম্বাম; নাক্স; ভিরেট্রাম।

কিউপ্রাম অক্সিডেটাম নাইগ্রাম ১x যে কোন প্রকারের ক্রিমি, এমনকি ফিতাকৃমি, ডাঃ Zopfy's ৬০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

কুরারী

CURARE অ্যারো পয়জন্

পেশী সমূহের পক্ষাঘাত, এতে অনুভব শক্তিও চৈতন্য নষ্ট হয় না। শ্বাস-প্রশ্বাস পেশীপক্ষাঘাত। প্রতিবর্ত ক্রিয়া ও হ্রাসপ্রাপ্ত। বৃদ্ধদের দুর্বলতা। (ব্যারাইটা) এবং শরীরের জৈব তরলের অপচয়ের দরুন দুর্বলতা। ক্যাটালেপ্সি। স্নায়বিক দুর্বলতা। দাঁতকপাটি বা ট্রিসমান। মধুমেহ রোগ তৎসহ মোটর স্নায়ুর পক্ষাঘাত। কুরারী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এড্রিন্যালিনের পরিমান কমিয়ে দেয়। যকৃতের সিরোসিসে পিত্ত বমন। ডায়েবিটিস মেলিটাস, ৪র্থ শক্তি (ডাঃ বার্কহার্ড)

মন— সিদ্ধান্ত হীনতা। চিন্তা করতে অথবা নিজের স্ত্রীর জন্য কোন কাজ করতে ইচ্ছা করে না।

মাথা— সারা শরীরের ছুরি দিয়ে কাটার মত বেদনা। মাথা পিছন দিকে টেনে ধরে। মাথার চুল পড়ে যায়। মস্তিষ্ক তরল পদার্থে পূর্ণ এই জাতীয় অনুভূতি।

চোখ— ডানদিকের চোখে তীক্ষ্ন, সুঁচ ফোটার মত বেদনা, দৃষ্টিপথে কালো-কালো ছোপ দেখে। ডানদিকের চোখের পাতা পড়ে থাকে।

কান— কানের ভিতর গোলমাল;অসহ্য কানের যন্ত্রনা। কান থেকে ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার মত যন্ত্রনার শুরু, নীচের দিকে পা পর্যন্ত যন্ত্রনা প্রসারিত হয়। কানের লতিগুলির স্ফীতি।

নাক— পচা ঘা। নাকের উপর গুটি। দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজের দলা।

মুখমন্ডল— মুখমন্ডলও মুখগহ্বরের পক্ষাঘাত। জিহ্বা ও মুখগহ্বরে টেনে ধরার মত অনুভূতি। মুখমন্ডল লালবর্ণ। জিহ্বা ও মুখগহ্বর ডানদিকে টেনে ধরে।

স্ত্রী-রোগ— বাধক বেদনা। মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের আগে, মাসিকের সময়, শূলবেদনা, মাথার যন্ত্রনা, বৃক্কের বেদনা। প্রদর স্রাব, গাঢ়, পুঁজযুক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত।

শ্বাস-প্রশ্বাস— ঘুমের পড়ার আগে শ্বাসক্রিয়া পক্ষাঘাত গ্রস্ত হবে এইজাতীয় আশঙ্কা। ছোট-ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস। শুষ্ক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাশির ধমক;কাশির ধমকে বমি, এর পরে মূর্চ্ছা। বুকের উপরে চাপদিলে টাটানি ব্যথা। খুবই কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— মেরুদন্ডের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত কষ্টকর বেদনা। বাহুর দুর্বলতা, ভারীবোধ। কিছুতেই হাতের আঙ্গুলগুলি তুলতে পারে না। পি নো বাদকের হাত ও হাতের আঙ্গুলগুলির দুর্বলতা। পাগুলি কাঁপে;চলার সময় দুর্বলতা;প ঘাত। ক্যাটালেপ্সি। পায়ের কড়া বাড়িয়ে দেয়। প্রতিক্রিয়া কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়।

চামড়া— কুষ্ঠ, চামড়া ময়লাবর্ণ। ফোঁড়া, নাকের উপর গুটি। যকৃতের দোষজনিত কারণে ছোপ-ছোপ দাগ সমূহ। চামড়া থেকে রক্তপাত। চুলকানি।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, স্যাঁতসেতে স্থানে, ঠান্ডা আবহাওয়ায়, ঠান্ডা বাতাসে; রাত্রি ২টার সময়; ডানদিকে।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-সিস্টিসিন্ (মোটর স্নায়ুর পক্ষাঘাত); কোনিয়াম; কষ্টিকাম, ক্রোটেলাস, নাক্স, কুরারী ট্রিকনাইনের ক্রিয়া নাশ করে।

শক্তি— ৬ষ্ট থেকে ৩০ শক্তি।

সাইক্লামেন

CYCLAMEN **সো-ব্রেড**

অধিক মাত্রায় এই ঔষধ বমি ও বাহ্যে উৎপন্ন করে; হজমের গোলযোগ তৎসহ লালা স্রাব লবনাক্ত। রক্তাল্পতা ও ক্লোরোটিক অবস্থা। জরায়ুর উপসর্গ সমূহ। পাকাশয় অন্ত্র ঘটিত ও প্রস্রাব যন্ত্র ঘটিত উপসর্গ সমূহ, এর ফলে আনুষঙ্গিক রক্তাল্পতা ও আরোও বিভিন্ন প্রকারের রোগ সমূহ দেখা দেয়। নিদ্রালুতা, বিষন্নতা ও অবসাদ। রাত্রে ঘুমের মধ্যে কাশি, এতে ঘুম জেগে উঠে না। বিশেষতঃ শিশুরা আক্রান্ত হয় (ক্যামোমিলা, নাইট্রিক অ্যাসিড)।

মাথা— বিবেক দংশনের ভীতি। কর্তব্যে অবহেলার দরুন দুঃখিত। হতাশ, তৎসহ ক্রন্দন প্রবন, একা থাকতে ভালোবাসে। সকালে কন্‌কনানি, তৎসহ চোখের সামনে আগুনের ঝিলিক দেখে; হাঁচি তৎসহ কানের ভিতর চুলকায়। মাথাঘোর; পদার্থসমূহ চক্রাকারে ঘোরে; ঘরের ভিতর ভালো থাকে; মুক্ত বাতাসে বৃদ্ধি। একদিকের মাথায় যন্ত্রনা। বারে-বারে হাঁচি তৎসহ কানের যন্ত্রনা

চোখ— অস্বচ্ছ দৃষ্টি, ঘুম থেকে জাগার পরে বৃদ্ধি, তৎসহ চোখের সামনে দাগ দেখে। নানাবর্ণের আগুনের ঝিলিক দেখে। একস্থানাভিমুখী ট্যারা দৃষ্টি। অগনিত তারা সমূহ দেখে। দ্বিত দৃষ্টি। দৃষ্টির গোলযোগ, তৎসহ পাকাশয়িক গোলযোগ।

পাকস্থলী— মুখের আস্বাদ লবনাক্ত, হিক্কার মত ঢেকুর, চর্বিযুক্ত খাদ্যে বৃদ্ধি। প্রতি কাপ কফি পানের পরে উদরাময়, হিক্কা। কয়েক গ্রাম খাবার খাওয়ার পরে তৃপ্তি। মাংসের বিরক্তি, বিশেষকরে শূকরের মাংসে। লেমনেড খাবার ইচ্ছা। সারাদিন পিপাসাহীন।

সরলান্ত্র— মলদ্বারের চারিপাশে বেদনাও পেরিনিয়ামের চারিপাশে, বসার সময় অথবা হাঁটাচলার সময় বৃদ্ধি। যেন মনে হয় ঐ স্থানের একটি অংশ পেকে গিয়ে পুঁজ যুক্ত হয়েছে।

স্ত্রীরোগ— ধাতুস্রাব প্রচুর, কালো, জরায়ু ঝিল্লীর টুকরো যুক্ত, জমাট বাঁধা, নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, তৎসহ প্রসব বেদনার মত ব্যথা। কোমর থেকে বস্তিকোটর পর্যন্ত। ঘুরে বেড়াবার সময় স্রাবের পরিমান কমে যায়। মাসিক ঋতুস্রাবের অনিয়মিত তৎসহ আধকপালে ও দৃষ্টিহীনতা অথবা দৃষ্টি পথে আগুনের মত ঝিলিক দেখে।

গর্ভাবস্থায় হিক্কা— প্রসবান্তিক রক্তস্রাব তৎসহ ভিতর থেকে কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসার মত শূল বেদনা। তৎসহ গল্‌গল্‌ করে রক্তস্রাব হলে উপশম। মাসিক ঋতুস্রাবের পরে, স্তনের স্ফীতি তৎসহ দুধের মত পদার্থের নিঃসরণ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— যেখানে অস্থিগুলি শরীরের বাইরের অংশে নিকটে অবস্থিত, সেইস্থানে বেদনা। পায়ের গোড়ালিতে জ্বালাকর, টাটানি ব্যথার ডানদিকের বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জনীতে খিলধরায় সঙ্কোচন। অস্থি আবরকের বেদনা। শীতস্ফোটক।

চামড়া— যুবতী স্ত্রীলোকের ব্রণ, চুলকালে আরাম এবং ঋতুস্রাব দেখা দিলে উপশম।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, মুক্ত বাতাসে, সন্ধ্যায়, বসে থাকলে, দাঁড়িয়ে থাকলে ও ঠাণ্ডা জলে।

উপশম— মাসিক ঋতুস্রাবের শুরু হলে, ঘুরে বেড়ালে, আক্রান্ত অংশ টিপলে, গরম ঘরে, লেমনেড খেলে।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-এম্‌ব্রা, পালসেটিলা; সিঙ্কোনা,

শক্তি-৩য় শক্তি।

সাইপ্রিপেডিয়াম

CYPRIPEDIUM ইয়েলো লেডিস স্লিপার

এই ঔষধের চামড়ার লক্ষণগুলি রাসটক্স বিষাক্ততার লক্ষনের মত, এই কারণে এই ঔষধটি রাসটক্স বিষাক্ততার একটি উল্লেখযোগ্য ঔষধ। শিশুদের স্নায়বিক দুর্বলতা। দাঁত উঠা ও অন্ত্রের গোলযোগ থেকে উদ্ভুত। গেঁটে বাতের পরে দুর্বলতা। **মস্তিষ্কের শোথের** মত লক্ষণ প্রকাশ পায়, কারণ দীর্ঘকালীন দুর্বলকর উদরাময়। **নিদ্রাহীণতা।**

মাথা—শিশু রাত্রিতে কেঁদে উঠে রাত্রে জেগে থাকে এবং হাসেও খেলা করে। **বয়স্ক** ব্যক্তির মাথার যন্ত্রণা এবং রজোনিবৃত্তিকালে বেদনা।

সম্বন্ধ—তুলনীয়-এম্‌ব্রা, ক্যালি ব্রোম, স্কুটেলেরিয়া, ভ্যালেরিয়ানা, ইগ্নেশিয়া, চর্মসংক্রান্ত সদৃশতা গ্রিন্ডোলিয়া, এনাকার্ডিয়াম।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৬ষ্ট শক্তি। পয়জন ওকের ক্ষেত্রে, পাঁচফোঁটা অরিষ্ট এক মাত্রা, এছাড়াও বাহ্যিকভাবে।

ড্যাফ্‌নি ইন্ডিকা

DAPANE INDICA স্প্যার্জলর‍্ল্

এই ঔষধটি শরীরের নিম্নাশের তন্তুসমূহ, পেশী সমূহ, অস্থিসমূহ ও চামড়ার উপর কাজ করে। হঠাৎ হঠাৎ করে শরীরের বিভিন্ন অংশে, বিদ্যুতের মত বেগে ঝাঁকি দেয়। তামাক সেবনের ইচ্ছা। পাকস্থলীর ভিতর জ্বালা। শরীরের অঙ্গগুলি পৃথক হয়ে রয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি। (র‍্যাপ্টি শিয়া)। দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রস্রাব ও ঘাম।

মাথা— মনে হয় যেন মাথার খুলিটি ফেটে যাবে;শরীর থেকে মাথাটি যেন পৃথক হয়ে গিয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি। মাথা উত্তপ্ত, বিশেষতঃ মাথার চাঁদি। জিহ্বা কেবল মাত্র একদিকে লেপাবৃত। (রাসটক্স)। প্রচুর পরিমানে, গরম ও দুর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাব।

প্রস্রাব—ঘন, ঘোলাটে, হলুদ, অনেকটা পচা ডিমের মত দেখতে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ডানদিকের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল স্ফীত, যন্ত্রনাদায়ক। বেদনা, উপরের দিকে তীর বেগে অগ্রসর হয়ে পেটে ও হৃদ্পিন্ডের ভিতর প্রবেশ করে। উরুস্থানে ও হাঁটুতে বাতের বেদনা। পাছায় ঠান্ডা অনুভূতি। তীরবিদ্ধবৎ বেদনা, বেদনা খুব দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে। ঠাণ্ডা বাতাসে, বৃদ্ধি।

ঘুম— নিদ্রা যেতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম, কোন কোন সময় অস্থি সমূহের কন্‌কনানি এই অবস্থার কারণ। স্বপ্নসমূহ, তৎসহ রাত্রে বোবায় পাওয়া। বিড়াল, কালো বিড়াল সমূহের স্বপ্ন দেখে। ঘুম আসায় উপক্রমহলে রোগী চমকিয়ে উঠে তৎসহ শীত বোধ ও শরীরের ভিজে ভাব।

সম্বন্ধ-দোষঘ্ন-ব্রায়োনিয়া, রাসটক্স।

তুলনীয়—ফ্লুরিক অ্যাসিড, অরাম, মেজোরিয়াম; স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া।

শক্তি— ১ম থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

ডিজিট্যালিস

DIGITALIS **ফক্সগ্লোভ**

সর্বপ্রকার রোগে, যেখানে প্রাথমিকভাবে হৃদপিন্ড আক্রান্ত হয়, যেক্ষেত্রে নাড়ীর গতি দুর্বল, অনিয়মিত, সবিরাম, অস্বাভাবিক রকমের মন্থর এবং যেখানে শরীরের ভিতরের ও বাইরের অঙ্গে শোথ দেখা দেয়, সেইসবক্ষেত্রে এই ঔষধটি কাজ করে থাকে। মায়োকার্ডিয়াম বা হৃদপেশীর মধ্যান্তরের দুর্বলতা ও বিবৃদ্ধি। এই ঔষধের প্রধান পথপ্রদর্শক লক্ষণ হল, হৃদপিন্ডের কোন অংশের ক্ষতির পূরন হয় না ও যখন অরিকিউল্যার ফিব্রিলেশন দেখা দেয়। অর্ধশায়িত অবস্থায় নাড়ীর গতি মন্থর কিন্তু বসে থাকলে অনিয়মিত এবং একই সঙ্গে দুইবার স্পন্দন হয়। অরিকিউল্যার ফ্লাটার ও ফিব্রিলেশন, বিশেষ করে যেখানে বাতজ্বরের পরে হৃদপিন্ডের অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয়। হার্টব্লক বা হৃদ্পিন্ডের যান্ত্রিক বিপর্যয়ের, দরুন প্রতিবন্ধকতার, নাড়ীর গতি অত্যন্ত মন্থর। হৃদ্পিন্ডের যান্ত্রিক বিপর্যয়ের অন্যান্য লক্ষণ সমূহ যেমন, প্রচন্ড দুর্বলতা, ক্রমশঃ শক্তিহীণতা, মূর্চ্ছা, চামড়া ঠান্ডা এবং অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস;তামাক সেবনের ফলে হৃদ্পিন্ডের উত্তেজনা ও চোখের গোলযোগ সমূহ, যকৃতের কঠিণতা থেকে জন্ডিস এবং যকৃতের বিরুদ্ধে, এই জাতীয় ক্ষেত্রে প্রায়ই ডিজিট্যালিসের প্রয়োজন হয়। জন্ডিস তৎসহ হৃদ্পিন্ডের রোগ। অবসন্নতা, যেন মারা যাবে। মুখমন্ডল, নীলচোখ, হৃদ্পেশীর ক্রিয়াহীনতার ফলে যেক্ষেত্রে অ্যাসিস্টোল দেখা দেয়া। এই ঔষধ হৃদ্পেশীকে সক্রিয় করে, হৃদ্পিন্ডের সঙ্কোচন বা সিস্টোলের শক্তি

বাড়িয়ে থাকে এবং সিস্টোলের স্থায়িত্বকালের সময়ও বৃদ্ধি করে। সামান্য পরিশ্রমে দুর্বলতা। হিমাঙ্গ অবস্থা।

মন— বিষন্নতা, গীতিপূর্ণ; ভবিষ্যত সম্পর্কে **উদ্বিগ্ন**। অনুভূতি ক্ষীন। যে কোন প্রকার আঘাত পেটের উপরের অংশে আঘাত করে। দুঃখিত, শক্তিহীণতা, অলস, নাড়ীর গতি মন্থর।

মাথা— হাঁটা চলার সময় ও উপরে উঠার সময়, হৃপিন্ডও যকৃৎ সংক্রান্ত উপসর্গের সঙ্গে মাথা ঘোরা। ঠাণ্ডা জল পান করার পরে অথবা আইসক্রীম খাবার পরে। মাথার কপাল অংশে তীক্ষ্ণ, তীরবিদ্ধবৎ বেদনা, বেদনা নাক পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মাথায় ভারীবোধ, তৎসহ মাথাটি পিছন দিকে পড়ে যাবে এই জাতীয় অনুভূতি, মুখমন্ডল নীলবর্ণযুক্ত। মাথায় বিভ্রান্তিবোধ, পূর্ণতার অনুভূতি এবং মাথার ভিতর শব্দ। সামান্য তন্দ্রাকালে কট্‌কট্ শব্দ শুনতে পায়। জিহ্বা ও ঠোঁট দুটি নীলবর্ণ।

চোখ— চোখের পাতাদুটির রঙ নীল। চোখের সামনে মাছির মত কাল কাল পদার্থ সমূহ দেখতে পায়। **বিভিন্ন প্রকারের সবুজবর্ণ বিচার করার তীক্ষ্ম ক্ষমতার প্রকাশ**। দৃষ্ট বস্তু হলুদ অথবা সবুজ দেখায়। চোখের তারার অস্বাভবিক প্রসারণ, চোখের পাতার কিনারাগুলি লালচে, স্ফীত, সকালে জুড়ে যায়। রেটিনার বিচ্ছিন্ন অবস্থা। দৃষ্টি ঝাপসা, চোখের তারার অস্বাভাবিকতা, দ্বিত দৃষ্টি।

পাকস্থলী— মুখের আস্বাদ মিষ্ট তৎসহ প্রচুর লালাস্রাব। **প্রচন্ড বমি-বমিভাব**, বমিকরার পরেও কমে না। অবসন্নতা, **পাকস্থলীর ভিতর অত্যন্ত দুর্বলতার অনুভূতি**। পাকস্থলীর ভিতর জ্বলন, জ্বালা অন্ননলী পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ঠান্ডা জল পানের পরে অথবা আইসক্রিম খাবার পরে কপালে তীক্ষ্ণ, তীর বেঁধার মত বেদনা, বেদনা নাক পর্যন্ত প্রসারিত হয়। নড়াচড়ার পরে অবসন্নতা ও বমি। সামান্য পরিমাণে খাবার পবে, অথবা খাদ্যবস্তুর গন্ধে অথবা দৃশ্যে অস্বস্তি হয়। **পেটের উপরের অংশে স্পর্শকাতরতা**। প্রচুর লালাস্রাব। **পাকস্থলীর স্নায়ুশূল**,যদিও খাবার সঙ্গে সম্পর্কযুক্তহীন।

উদর— পেটে বেদনা, যা মনে হয় অন্ত্রের নীচের দিকে প্রসারিত অংশে এবং উপ পঞ্জরাস্থির নীচ অনুভূত হয়। পেটের তীব্রবেদনা, পেটের বৃহৎ ধমনীর স্পন্দন এবং পেটের উপর অংশের সংকীর্ণতা, যকৃতের **বিবৃদ্ধি**, টাটানি ব্যথা ও যন্ত্রনা।

মল— **সাদা চকের মত, ছাইয়ের মত, আঠার মল**। জন্ডিসের সময় উদরাময়।

প্রস্রাব— অবিরাম বেগ, ফোঁটা-ফোঁটা করে প্রস্রাব, কালো, উত্তপ্ত, জ্বালাকর অনুভূতি, তৎসহ তীক্ষ্ণ কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা অথবা প্রস্রাব থলির গ্রীবাদেশে **দপ্‌দপ্ কর বেদনা, যেন একটি খড় ভিতরে ঢুকছে ও বাইরে বেরিয়ে আসছে** এই জাতীয় অনুভূতি; রাত্রে বৃদ্ধি। মূত্ররোধ। প্রস্রাব ঘোলাটে ও অ্যামোনিয়ার গন্ধযুক্ত। **প্রস্রাব নলীর প্রদাহ**, ফ্লাইমোসিস, প্রস্রাবনলীর পাথুরী। প্রস্রাব করার পরে প্রস্রাব থলিতে পূর্ণতার অনুভূতি। মূত্রনলীর সঙ্কোচন ও জ্বালা, মনে হয় যেন, মূত্রনলী সরু হয়ে গিয়েছে। প্রস্রাবে ইটের গুড়োর মত তলানি।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাবের আগে পেটে ও পিঠে প্রস্রাব বেদনার মত যন্ত্রনা। জরায়ু থেকে রক্তস্রাব।

পুরুষের রোগ— রাত্রিকালীন শুক্রস্খলন (ডিজিট্যালিস), তৎসহ সঙ্গমের পরে পুরুষাঙ্গে অত্যন্ত দুর্বলতা। হাইড্রোসিস;অন্ডকোষের বিবৃদ্ধি, যেন একটি ব্লাডার, গনোরিয়া, লিঙ্গমুন্ডের প্রদাহ (মার্কিউরিয়াম), তৎসহ লিঙ্গাগ্রভাগের চামড়ার শোথ। শোথের ন্যায় লিঙ্গস্ফীতি। গোলাকার। প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। **শ্বাস-প্রশ্বাস** গভীর শ্বাসনেবার অদম্য ইচ্ছা। শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত, কষ্টকর, দীর্ঘ-নিশ্বাস। কাশি, তৎসহ বুকের ভিতর হাহাকর, টাটানি ব্যথার অনুভূতি। শ্লেষ্মা মিষ্টিস্বাদযুক্ত। বৃদ্ধ বয়েসে নিউমোনিয়া। বুকের ভিতর প্রচন্ড দুর্বলতা। **শ্বাসকষ্ট,** অবিরাম গভীর শ্বাস নেবার ইচ্ছা। ফুসফুসে চাপের অনুভূতি। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস;ফুসফুসে অপ্রবণ রক্তসঞ্চয় এবং হৃদ্‌পিন্ডের পেশীসমূহের ক্রিয়াহীনতার ফলে শ্লেষ্মার সঙ্গে রক্ত আসে। **কিছুতেই কথাবলা সহ্য হয় না।** ফুসফুস থেকে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে তৎসহ হৃদ্‌পিন্ডের দুর্বলতা।

হৃদ্‌পিন্ড— সামান্য নড়াচড়ায় তীব্র হৃদ্‌কম্প এবং নড়লে চড়লে হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে, এই জাতীয় অনুভূতি। (জেলসিমিয়ামের, বিপরীত), প্রায়ই হৃদ্‌পিন্ডে সূঁচ ফোটার মত বেদনা। হৃদ্‌পিন্ডের অনিয়মিত কাজ, **বিশেষ করে** মাইট্রাল ভালবের রোগে, নাড়ীর গতি অত্যন্ত মন্থর। **সবিরাম স্পন্দন, দুর্বল।** শরীর নীলবর্ণ। নাড়ীর স্পন্দনের অস্বাভাবিকতা, হঠাৎ করে যেন হৃদপিন্ড **থেকে গেল, এই জাতীয়** অনুভূতি। নাড়ীর গতি **মন্থর** এবং সামান্য নড়াচড়ায় অত্যন্ত দ্রুত হয়। হৃদাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ, তৎসহ প্রচুর রক্তাম্বুস্রাব। হৃদপিন্ডের বিবৃদ্ধি। হৃদ্‌পিন্ডের অবসন্নতা, অনিয়মিত স্পন্দন তৎসহ মন্থর ও দুর্বল নাড়ী। হৃদ্‌পিন্ডের বিবৃদ্ধি সহ প্রসারন। জ্বরের পরে, হৃর্দপিন্ডের ক্রিয়াহীণতা। হৃদ্‌পিন্ডের শোথ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— পায়ের পাতার স্ফীতি, হাতের আঙ্গুল খুব সহজেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। হাত ও পা শীতল। সন্ধিস্থানে বাতের বেদনা। সন্ধিস্থানগুলি স্ফীত, চক্‌চকে ও সাদা। পেশীর অবসন্নতা। রাত্রি কালে হাতের আঙ্গুলের স্ফীতি। **একটি গরম,** জ্বলন্ত লালতার হঠাৎ করে পায়ের ভিতর **দিয়ে** চলে গেল, এইজাতীয় অনুভূতি (ডাজেন্স)। ঘুম আতঙ্কের **সঙ্গে ঘুমের মধ্যে চমকিয়ে উঠে,** যেন সে কোন উচুঁ স্থান থেকে পড়ে যাচ্ছে। অবিরাম তন্দ্রালুতা।

জ্বর— হঠাৎ করে উত্তাপের ঝলক অনুভূত হয়, এর পরে প্রচন্ড স্নায়বিক দুর্বলতা।

চামড়া— উদ্ভেদ গাঢ় লাল বর্ণ, পিঠের দিকে বেশী হয়। অনেকটা হামের মত দেখতে। চোখের পাতায়, কানে, ঠোঁটে, ও জিহ্বার উপর নীলবর্ণের স্ফীত শিরাসমূহ। **শোথাবস্থা।** চুলকানি ও জন্ডিস।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, যখন সোজাভাবে বসে থাকে;আহারের পরেও সঙ্গীতের পরে।

উপশম— যখন পাকস্থলী খালি হয়; মুক্ত বাতাসে।

সম্বন্ধ-দোষঘ্ন-ক্যাম্ফর, সার্পেন্টারিয়া। প্রতিবন্ধক-চায়না।

তুলনীয়—নেরিয়াম ওডোরাম (হৃদ্‌পিন্ডের উরুর ডিজিট্যালিসের মতই কাজ করে কিন্তু এছাড়াও সুষুম্নাকান্ডের উপর ট্রিকনিয়ার মত কাজ আছে। শরীরের উপরের অংশে মূলতঃ আক্ষেপ দেখা দেয়। হৃদকম্প; দুর্বল হৃদ্‌পিন্ডের এই ঔষধের সাহায্যে বলবর্দ্ধক হয়। দাঁত-কপাটি বা লক্‌জ)।

এডোনিয়া, ক্র্যাটেগাস (একটি প্রকৃত হৃদপিন্ডের বলকারক ঔষধ; **ক্যালমিস্তয়া, স্পাইজেলিয়া, লিয়েট্রিস।**

এছাড়াও তুলনীয় **ডিজিটক্সিনাম** (ডিজিট্যালিস, ক্লোরোফর্মের মধ্যে তলিয়ে তৈরী করা হয়; এই ঔষধের হলুদ দৃষ্টি এবং অস্বস্তিকর বমি-বমিভাব সুস্পষ্টভাবে থাকে। শ্যামপেইন ও বায়ুপূর্ণ জলপানে বৃদ্ধি)।

নাইট্রি স্পিরিটাস ডালসিস্‌— ডিজিট্যালিসের ক্রিয়াবর্দ্ধক।

কন্‌ভ্যালেরিয়া (হৃদ্‌পিন্ডের রোগতৎসহ মাথাঘোরা এবং পাকাশয়িক গোলযোগ)।

কুইনিডিন (অরিকিউল্যার ফিব্রিলেশনের ক্ষেত্রে হৃদ্‌পিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সাহায্য করে। প্রায় ডিজিট্যালিসের কাজে সাহায্য করে। তিন গ্রেন পরিমানে দুইমাত্রা, তিন ঘন্টা পর পর যদি সিঙ্কোনার কোন লক্ষণ প্রকাশ না পায়, সেক্ষেত্রে ছয় গ্রেন পরিমানে চার মাত্রা, দৈনিক একমাত্রা করে প্রযোজ্য। (সি. হারল্যান ওয়েলস্)। মাঝে মাঝে নাড়ীর বর্দ্ধিত স্পন্দন বা ট্যাকিকার্ডিয়া। সাময়িক ভাবে হলেও এই ঔষধ হৃদ্‌স্পন্দন স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে)।

শক্তি— যে ক্ষেত্রে ঔষধটি হোমিওপ্যাথিক তত্বানুসারে নির্দেশিত হয়, সেক্ষেত্রে ৩য় শক্তি থেকে ৩০ শক্তিই প্রতিক্রিয়া করে থাকে; কিন্তু সাময়িক উপশমের জন্যে যান্ত্রিক মাত্রায় ঔষধটি প্রযোজ্য। এই ক্ষেত্রে তাজা উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত অরিষ্ট, ৫ থেকে ২০ ফোঁটা মাত্রায়, যে ক্ষেত্রে হৃদপিন্ডকে উত্তেজিত করা প্রয়োজন, অথবা $১^১/_২$ %। কাথ প্রযোজ্য। মাত্রা, যেক্ষেত্রে প্রস্রাব বর্দ্ধক হিসাবে ব্যবহার হবে যেক্ষেত্রে $^১/_২$ আউন্স থেকে ১ আউন্স মাত্রায় প্রযোজ্য। অরিষ্ট চিনির সঙ্গে অথবা রুটির সঙ্গে দেওয়া চলে, এবং এই ঔষধ ব্যবহারের কুড়িমিনিট আগে এবং কুড়ি মিনিট পরে কোন প্রকার তরল বস্তু পান করা যাবে না। উদ্ভিদের পাতার গুড়ো $^১/_২$ থেকে ২ গ্রেণ পরিমানে ক্যাপসুল হিসাবে ব্যবহার করা চলে। ডিজিটক্সিন ১ থেকে ২৫০ গ্রেন। ডিজিট্যালিস যে কোন ভাবেই প্রয়োগ করা হউক না কেন, নাড়ীর স্পন্দনের গতি প্রতি মিনিটে ৮০তে নেমে এলে এবং নাড়ীর স্বাভাবিক ছন্দ আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে ঔষধের মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে একটি ভালো নিয়ম হল যে, ঔষধের মাত্রা অর্ধেক করে দিতে হয় এবং প্রস্রাবের পরিমান কোন সময় হঠাৎ করে জমে গেলে ঔষধের পরিমান আরো অর্ধেক করে দিতে হয়।

ডায়োসকোরিয়া ভিলোসা

DIOSCOREA VILLOSA **ওয়াইল্ড ইয়্যাম্**

এটি বহু প্রকারের যন্ত্রনার, বিশেষ করে, মূল বেদনা এবং উদর ও বস্তি কোটরের যন্ত্রসমূহের তীব্র যন্ত্রনাদায়ক উপসর্গের ঔষধ বিশেষ। এটি মেটেরিয়া মেডিকার বহু রোগ আরোগ্যকর ঔষধের সমপর্যায়ভুক্ত। যে সকল ব্যক্তির দুর্বল পাকাশয়িক শক্তি;অতিরিক্ত চা-পান করে তৎসহ পেট ফাঁপা। **পিত্ত পাথুরী জনিত শূলবেদনা।**

মন— পদার্থসমূহ ভুল নামে বলে।

মাথা— মাথার দুইদিকের রগে মৃদু বেদনা;চাপে উপশম কিন্তু এরপরে বৃদ্ধি। মাথার ভিতর ভন্‌ভন্‌শব্দ।

পাকস্থলী— মুখগহ্বর সকালে শুষ্ক ও তিতো আস্বাদ যুক্ত, জিহ্বা লেপাবৃত, তৃষ্ণাহীণ। প্রচুর পরিমানে দুর্গন্ধ গ্যাসযুক্ত ঢেকুর। পাকস্থলীর শূলবেদনা। পাকস্থলীর উপরের অংশে খালি-খালিভাব, মুখ দিয়ে জল উঠে। বুকাস্থি বরাবর বেদনা, এবং বেদনা বাহুজনিত প্রসারিত হয়। টক, তিতো আস্বাদযুক্ত বায়ুর ঢেকুর, তৎসহ হিক্কা। পেটের উপরের অংশে তীক্ষ্ম বেদনা, খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে উপশম।

উদর— যন্ত্রনা হঠাৎ করে শরীরের বিভিন্ন অংশে স্থানান্তরিত হয়; বেদনা শরীরের দূরবর্তীস্থানে উপস্থিত হয়, যেমন, হাত ও পায়ের আঙ্গুলে। পেটের ভিতর গুড়্‌গুড়্ শব্দ, তৎসহ প্রচুর বায়ুনিঃসরণ। তলপেটের মধ্যাংশে মোচড় দেবার মত, কেটে ফেলার মত বেদনা। তৎসহ থেকে থেকে পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে কেটে ফেলার মত বেদনা। শূলবেদনা; চারিদিকে ঘুরে বেড়ালে উপশম। বেদনা পেট থেকে পিঠ, বুক, ও বাহু, পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়; শুয়ে পড়লে ও সামনের দিকে ঝুঁকলে বৃদ্ধি। যকৃৎ স্থানে তীক্ষ্ণ বেদনা, বেদনা উপরের দিকে ডান স্তনের বোঁটা পর্যন্ত তীরের মত ছুটে যায়। পিত্ত থলি থেকে বুক, পিঠ ও বাহুদ্বয় পর্যন্ত বেদনা। বৃক্কশূল, তৎসহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা। মলত্যাগের জন্য দ্রুত বেগ।

হৃদপিন্ড— হৃদশূল; বুকাস্থির পিছনের অংশ থেকে বাহুদ্বয় পর্যন্ত বেদনা; কষ্টকর শ্বাস- প্রশ্বাস, দুর্বল হৃদক্রিয়া। তৎসহ বিশেষ করে পেটে বায়ু সঞ্চয় ও বুকের ভিতর বেদনা এবং বুকের ভিতর কষ্টভাব লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে।

সরলান্ত্র— অর্শ, তৎসহ যকৃৎ পর্যন্ত তীর বেঁধার মত বেদনা; দেখতে অনেকটা একগুচ্ছ আঙুর অথবা লাল চেরিফলের মত; মলত্যাগের পরে অর্শবলী বাইরে বেরিয়ে আসে, তৎসহ মলদ্বারে বেদনা। উদ রাময় সেকালে বৃদ্ধি। হলুদবর্ণ, পরে অবসন্নতা, যেন পেটের ভিতর থাকা বায়ু ও মন উভয়ই উত্তপ্ত। পুরুষের রোগ পুরুষাঙ্গের শিথিলতা ও শীতলতা। বৃক্কস্থান থেকে অন্ডদ্বয়ের ভিতর বেদনা তীরের ন্যায় আসে। অন্ডকোষে ও বস্তিস্থানে ঝাঁঝাঁল গন্ধ যুক্ত ঘাম। ঘুমের মধ্যে বীর্যস্খলন অথবা যৌনশক্তির দুর্বলতা তৎসহ হাঁটুর দুর্বলতা।

স্ত্রীরোগ— জরায়ুর শূলবেদনা; বেদনা জরায়ু থেকে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। সুস্পষ্ট স্বপ্ন সমূহ।

শ্বাস-প্রশ্বাস— সম্পূর্ণ বৃক্কাস্থি বরাবর কষা ভাব। শ্বাসনেবার সময় বুক সঠিকভাবে প্রসারিত হচ্ছে না বলে মনে হয়। ছোট-ছোট শ্বাসপ্রশ্বাস।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— পিঠের খঞ্জতা, সামনের দিকে ঝুঁকলে বৃদ্ধি। সন্ধি স্থানের কন্‌কনানিও আকৃষ্ঠতা। সায়েটিকা; বেদনা উরুস্থান থেকে নীচের দিকে তীরের মত বেগে নামে; ডানদিকে বৃদ্ধি, সম্পূর্ণ ভাবে স্থির অবস্থায় থাকলে উপশম। আঙ্গুল হাড়ার প্রাথমিক অবস্থায়, যে সময় কিছু ফুটছে এই জাতীয় বেদনা প্রথম অনুভূত হয়। নখ ভঙ্গুর হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের সঙ্কোচন পেশীর খিলধরা।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— সন্ধ্যায় ও রাত্রে, শুয়ে পড়লে এবং দ্বিভাঁজ হয়।

উপশম, খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে, মুক্ত বাতাসে চলাফেরায়; চাপে।

সম্বন্ধ-দোষঘ্ন—ক্যামোমিলা; ক্যাম্ফর।

তুলনীয়— কলোসিম্থ (কমা-বাড়ার ক্ষেত্রে পৃথক্); নাক্রুভমিকা, ক্যামোমিলা, ব্রায়োনিয়া।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

ডায়োস্‌মা লিঙ্কারিস্

DIOSMA LINCARIS — বুকু-ফ্রম কেপ্ অফ্ গুড হোপ

রোগতত্ত্বের দিক থেকে এই ঔষধটি যেসকল লক্ষণ উৎপন্ন করে তা হলঃ নিদ্রালুতা; স্নায়বিক কারণজনিত অনিদ্রা; রাত্রিকালীন ঘাম। ভ্রমণশীল বেদনা, তৎসহ মেজাজ রুক্ষ, সর্বদা কাঁদার ইচ্ছা অথবা রোগের ভয়। তীব্র মাথাঘোরা। মাথার বেদনা, মূলতঃ কপাল অংশে, মাথার পিছন পর্যন্ত প্রসারিত হয়। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, তৎসহ অশ্রুস্রাব অথবা চুলকায়, এইগুলির সঙ্গে এক প্রকার সংজ্ঞাহীনতা অবস্থা বর্তমান থাকে, তৎসহ কানে কম শোনা অথবা কানের ভিতর চাপ বৃদ্ধির ফলে এক জাতীয় শব্দ শোনা যায়। ফ্যাকাশে মুখমন্ডল, তৎসহ বিক্ষিপ্তভাবে হওয়া গোলাপী রঙের উদ্ভেদ। বমি-বমিভাব, দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস তৎসহ শূন্যতাবোধ। পেট ফেঁপে থাকে তৎসহ প্লীহাতে হুলফোটার মত বেদনা। পেটে বেদনাদায়ক অনুভূতি, তৎসহ বস্তি কোটরে চাপবোধ, পরিধেয় জামা-কাপড়ের চাপ সহ্য হয় না, তৎসহ গাঢ় রঙ যুক্ত, রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব। বারে বারে হলুদ রঙের উদরাময়, রাত্রে বৃদ্ধি। প্রচুর ঋতুস্রাব, নির্দিষ্ট সময়ের আগে, কোন কোন সময় মেট্রোরেজিয়া বা অতিরজের ন্যায় স্রাব; খাবার খাওয়ার পরে খিল ধরার মত বেদনা। হাতে গরম অথবা ঠান্ডার অনুভূতি তৎসহ হাতের আঙ্গুলের আক্ষেপিক নড়াচড়া। পায়ের দুর্বলতা, বসে থাকলে বৃদ্ধি।

রোগী চিকিৎসার সময়ে, এই লক্ষণগুলি **মস্তিষ্কের** উপসর্গে উপযোগী তৎসহ নিস্তেজভাব অথবা সংজ্ঞাহীন অবস্থা; আক্ষেপিক অথবা মৃগীর মত রোগাক্রমনে; হিস্টিরিয়ার ক্ষেত্রে, **হেপাটাইটিস;** রক্ত প্রস্রাব তৎসহ ডিম্বাশয় অথবা জরায়ুর রোগ প্লীহার প্রদাহে, উৎকর্ষতায় এই ঔষধটির সিয়েনোথাসকে অতিক্রম করা উচিত। স্নায়বিক অথবা তপস্বী জাতীয় ব্যক্তিদের মানসিক গোলযোগ, বিশেষকরে যেক্ষেত্রে অবিরাম মৃত্যুভয় থাকে, অথবা কামোত্তেজনা থাকে অথবা উন্মাদনার ভাব থাকে। **পাকাশয়িক** শূলবেদনা। পাকাশয়স্ত অন্ত্রের **প্রদাহ**। হঠাৎ করে ভয় পাওয়া, তৎসহ **কম্পন** ও পা দুটির দুর্বলতা। (ডাঃ সি. লিন্‌লা রোটা)।

ডিফ্‌থিরিনাম

DIPHTHERINUM **পোটেন্‌টাইজড্‌ ডিফ্‌থিরাইটিক ভাইরাস**

যে সকল রোগী শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ হেতু সর্দ্দি কাশি প্রকৃতিতে কষ্ট পায় এবং **গন্ডমালা** ধাতুদোষ যুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। ডিফ্‌থিরিয়া, কণ্ঠনালীর ডিফ্‌থিরিয়ার, **ডিফ্‌থিরিয়া রোগাক্রমনের পরবর্তীকালে হাওয়া পক্ষাঘাত।** রোগের শুরুতেই ম্যালিগন্যান্সির প্রবণতা। গ্রন্থি-স্ফীতি, জিহ্বা লাল, স্ফীত; শ্বাস-প্রশ্বাস ও স্রাব তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত। ডিফ্‌থিরিয়া রোগের ঝিল্লী পুরুষ, কালোবর্ণের। নাক দিয়ে রক্তস্রাব। প্রচন্ড দুর্বলতা। ঢোকগেলার সময় বেদনা হয় না, কিন্তু তরল বস্তু বমি হয়ে যায় অথবা নাক দিয়ে বার হয়ে যায়।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ডিফ্‌থিরোটক্সিন (পুরাতন ব্যঙ্কাইটিস তৎসহ বুকের ভিতর ঘড়্‌ ঘড়্‌। কাটিয়ার মতানুসারে, বৃদ্ধদের ভেগাস স্নায়ুর পক্ষাঘাতের দরুন ব্রঙ্কাইটিস রোগে অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের পরে টক্সিক ব্রঙ্কাইটিস রোগে এই ঔষধটি ভালো কাজ করে।

শক্তি— ৩০ শক্তি, ২০০ শক্তি, অথবা সি.এম. শক্তি। কোন আস্থাতেই পুনঃ পুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করা হবে না।

ডানকম প্রুরিয়েন্স মিউকিউনা

DOLICHOS PURIENS **কাউহেজ**

MUCUNA

এটি শরীরের ডানদিকে কার্যকরী ঔষধ, তৎসহ যকৃৎ এ চামড়ার প্রকষ্ট লক্ষনাবলী থাকে। উদ্ভেদ ছাড়াই **সবর্বাঙ্গীন তীব্র চুলকানি।** স্নায়বিক উল্লাসপূর্ণ অনুভূতি। বার্ধ্যকের চুলকানি। অর্শপ্রবন ধাতু।

গলা— গলায় বেদনা, ঢোক গিললে বৃদ্ধি, ডানদিকের চোয়ালের নিম্নাংশের কোনে বেদনা, যেন মনে হয় ঐস্থানে কোন গোঁজের টুকরো খাড়াভাবে রয়েছে। মাড়ীর যন্ত্রনা, ঘুমের ব্যঘাত ঘটায়।

উদর— পা ভিজাবার পরে পেটের শূলবেদনা। **কোষ্টকাঠিণ্য; উদর স্ফীত।** মল সাদা, যকৃতের স্ফীতি, **অর্শ**, তৎসহ জ্বালা কর **অনুভূতি।**

চামড়া— **তীব্র চুলকানি,** তৎসহ কোন স্ফীতি বা উদ্ভেদ থাকে না; **কাঁধের উপর** বৃদ্ধি, এছাড়াও কনুই, হাঁটুও শরীরের লোমশ অংশে বৃদ্ধি। জন্ডিস। **হলুদ ছোপ;** রাত্রে তীব্র চুলকানি। হার্পিস জুস্টার **(আর্সেনিক)।**

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— রাত্রে, আঁচড়ালে, ডানদিকে।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-রাসটক্স, বেলেডোনা, **হিপার সালফ, নাইট্রিক অ্যাসিড, ক্যাগোপির।**

শক্তি— ৬ষ্ঠ শক্তি। অরিষ্ট অর্শে একফোঁটা মাত্রায়।

ডোরিফোরা

DORYPHORA **কোলোরাডো পট্যাটো-বাগি**

এই ঔষধের কাজের **মূলকেন্দ্র প্রস্রাব সম্পর্কিত যন্ত্রসমূহের** উপর **বলে মনে হয় এবং** এই কারণে গনোরিয়া ও গ্লীট রোগে এই ঔষধ ব্যবহার হয়ে থাকে। স্থানিক **উত্তেজনার** কারণে শিশুদের প্রস্রাবনলীর প্রদাহও গ্লীট। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তীব্র কম্পন, **দুর্বলতা, শরীর** স্ফীত। জ্বালাকর **অনুভূতি।**

প্রস্রাব যন্ত্র— কষ্টকর প্রস্রাব। প্রস্রাবনলী প্রদাহিত, তৎসহ প্রস্রাবের **সময় তীব্র** বেদনা। পিঠে ও কোমরে বেদনা। অঙ্গে প্রচন্ড কম্পন।

সম্বন্ধ-দোষঘ্ন-ষ্ট্যামোনিয়াম।

তুলনীয়—এগারিকাস; এপিস; ক্যান্থারিস, ল্যাকেসিস; কক্সিডন্।

শক্তি— ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি।

ড্রসেরা

DROSERA **সানডিউ**

সুস্পষ্টভাবে **শ্বাস-প্রশ্বাস** যন্ত্রের উপর এই ঔষধের প্রভাব আছে **এবং হ্যানিম্যান** বলেছেন যে, এটি **হুপিং** কাশির প্রধান ঔষধ। যক্ষার জীবানুকে প্রতিহত **করার শক্তি এই** ঔষধনাশ করে **এবং এই কারণে ঐ শক্তি** বাড়াবার **ক্ষমতাও এই ঔষধের আছে (ডাঃ ফাইলার)।** কণ্ঠনলীর ক্ষয়রোগে এই ঔষধের দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। **ফুসফুসের** ক্ষয়রোগ, কাশির সঙ্গে **ভুক্তখাদ্যবস্তু বমি হয়ে উঠে যায় তৎসহ পাকাশয়িক গোলযোগ** ও প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে। **হিপ** জয়েন্টের চারিধারে বেদনা। টিউবার কিউলার **দোষযুক্ত** গ্রন্থিসমূহ।

মাথা— মুক্ত বাতাসে বেড়াবার সময় মাথা ঘোরা, তৎসহ বামদিকে পড়ে যাবার প্রবনতা যুক্ত। মুখমন্ডলের বাম অর্ধ শীতল তৎসহ হুল ফোটার মত বেদনা এবং ডানদিকের অর্ধে শুষ্ক উত্তাপ।

পাকস্থলী— বমি বমি ভাব। অম্ল অনিচ্ছা এবং অম্লজাতীয় বস্তু খাবার কুফল সমূহ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— আক্ষেপিক, শুষ্ক, উত্তেজনা, সৃষ্টিকারক কাশি, অনেকটা হুপিং কাশির মত, **কাশির ধমক রূপ আক্রমন গুলি পর পর খুব দ্রুত সংঘটিত হয়**; খুব কষ্টকর শ্বাস নিতে হয়; শ্বাসরোধক অবস্থা। কাশি অত্যন্ত গভীর ও স্বরভঙ্গযুক্ত; মধ্যরাত্রির পরে বৃদ্ধি। শ্লেষ্মা হলুদবর্ণ, তৎসহ নাক ও মুখগহ্বর থেকে রক্তস্রাব, ওয়াকতোলা। **গভীর ও স্বরভঙ্গযুক্ত গলার স্বর; স্বরভঙ্গ**, কণ্ঠনলীর প্রদাহ। গলকোষের ভিতরে খসখসে, চেঁচে ফেলার মত অনুভূতি এবং তালুর কোমল অংশে। গলার ভিতর রুটির টুকরো থাকার মত অনুভূতি, কণ্ঠনলীর ভিতর পালক থাকার মত অনুভূতি। কণ্ঠনলীর ক্ষয়রোগ, তৎসহ দ্রুত শীর্ণাবস্থা। শিশুদের বিরক্তিকর ও খুসখুসে কাশি কিন্তু সারাদিন ধরে এই কাশি থাকে না, কিন্তু রাত্রে যেই বালিশে মাথা রেখে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাশি শুরু হয়। ধর্মপ্রচারকের গলক্ষত, তৎসহ খস্‌খসে, ছিঁড়ে যাওয়ার মত, শুষ্ক অনুভূতি গোলকোষের ভিতরে। গলার স্বরভাঙ্গা, স্বর গভীর, সুর বিহীন চিরে যাওয়ার মত স্বর এবং কথা বলতে গেলে পরিশ্রম করতে হয়। **কথা বলার সময় হাঁপানী** তৎসহ প্রতিটি কথা উচ্চারণের সময় গলা সঙ্কুচিত হয়ে আসে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— কোমর ও উরুর নিকটবর্তী সন্ধি ও উরুস্থানে পক্ষাঘাতের ন্যায় বেদনা। পায়ের সন্ধিস্থানের আড়ষ্টতা। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খঞ্জতার অনুভূতি। বিছানা অত্যন্ত শক্ত বলে মনে হয়।

জ্বর— শরীরে অভ্যন্তরে শীতভাব, কম্পন, তৎসহ **মুখমন্ডল উত্তপ্ত**, হাতগুলি ঠান্ডা, তৃষ্ণাহীন। সর্বদা অত্যন্ত শীতল, এমনকি বিছানাতে থাকার সময়েও।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, মধ্যরাত্রির পরে, শুয়ে পড়লে, বিছানার গরমে, পান করলে, গান করলে হাসলে।

সম্বন্ধ-দোষঘ্ন-ক্যাম্ফর।

তুলনীয়— **ক্লোরোফর্ম** (২% জলের মিশ্রন, ২-৪ ফোঁটা রোগাক্রমণ কালের পরে, নির্দিষ্টভাবে হুপিং কাশির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

উয়াবেইন— আরো পয়জন্ (শ্বাস-প্রশ্বাস পথের আক্ষেপ হুপিং-কাশির প্রাথমিক অবস্থায় রোগাক্রমনকালের সময় কমিয়ে দেয় এবং আক্রমণকালের প্রত্যাবর্তনের সময় কমায় এবং দ্রুত আরোগ্য করে)।

চেলিডোনিয়াম; কোরালিয়াম; কিউপ্রাম, ক্যাটেনিয়া, আর্জেন্টাম, ম্যানিয়্যানম্ভেস।

শক্তি— ১ম থেকে ১২ শক্তি।

ডিউবয়াসিয়া

DUBOISIA

কর্কউড্ এলাম

প্রধাণত স্নায়ুতন্ত্র, চোখ ও শ্বাস-প্রশ্বাসযন্ত্রের উর্দ্ধভাগের উপর এই ঔষধটি কাজ করে। গলবিল প্রদাহ, তৎসহ কালো, দড়ির মত শ্লেষ্মা উঠে, এই জাতীয় এই ঔষধ ব্যবহারের কথা বলা হয়। এটি চোখের তারাগুলিকে প্রসারিত করে। মুখগহ্বর শুষ্ক করে, ঘাম বন্ধ করে। মাথার যন্ত্রনা ও তন্দ্রালুতা উৎপন্ন করে, চোখের উপর এই ঔষধটি এট্রোপিয়া অপেক্ষা দ্রুত কাজ করে, চোখের তারার প্রসারক হিসাবে এই ঔষধ এট্রোপিয়া অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী। **দৃষ্টিপথে লাল লাল ছোপ যুক্ত বস্তু ভেসে বেড়ায়।** শূন্যস্থানের উপর পা ফেলা হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি। **মাথা ঘোরা তৎসহ মুখমন্ডল ফ্যাকাশে;** পাকাশয়িক ক্রিয়ার গোলযোগ থেকে উৎপন্ন হয়। স্কারলেট ফিভার বা আরক্ত জ্বর; লোকোমোটর ট্যাক্সিয়া। যে গলগন্ড রোগে চোখের মনি বাইরে ঠেলে বেরিয়ে আসে, সেই রোগে এই ঔষধ উপশম দেয়।

মন— অন্যমনস্ক, অসামঞ্জস্য কথাবার্তা, **নির্বোধ ও অর্থহীন** কথাবার্তা, স্মৃতিশক্তি দুর্বলতা।

মাথা— চোখ বন্ধ করে দাঁড়ানো অসম্ভব, পিছন দিকে পড়ে যাবার প্রবণতা।

চোখ—**কন্‌জাঙটিভাইটিস,** অ্যাকিউট ও ক্রনিক। দৃষ্টিসন্নিবদ্ধ কারন পেশী সমূহের পক্ষাঘাত। অক্ষিপটে রক্তাধিক্য, তৎসহ দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা, রক্তবহানলী সমূহ পরিপূর্ণও আঁকাবাঁকা; চোখের তারার প্রসারন, তৎসহ অস্বচ্ছ দৃষ্টি। **চোখের উপর বেদনা,** চোখ ও ভ্রূর মধ্যবর্তী স্থানে বেদনা।

শ্বাস-প্রশ্বাস— **কণ্ঠনালী** শুষ্ক, কণ্ঠস্বর, ভাঙ্গা, শব্দ উচ্চারন কষ্টকর। শুষ্ককাশি তৎসহ শ্বাসরুদ্ধকর শ্বাসক্রিয়া।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তির অভাব, চলার সময় টল্‌মল্ করে, মনে হয় যেন শূন্য স্থানে পা ফেলছে। কম্পন, অসাড়তা ও দুর্বলতা।

সম্বন্ধ— এটি মাস্কারিনের প্রতিবন্ধক ঔষধ। **ডিউয়াসিন সালফেট**-(১-১০০ গ্রেন, **উম্মত্ত রোগে নিদ্রাকারক।** ২ থেকে ৪ মিলিগ্রাম এক দিনে। পাগলের মোটর স্নায়ুর অস্থিরতা। এট্রোপিয়ার বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যায়, ১-২০ গ্রেন পরিমানে চাম্‌ড়ার নীচে ইন্‌জেকশন করে)।

দোষঘ্ন— মর্ফিয়া; পিলোকার্প।

তুলনীয়— বেলেডোনা; ষ্ট্রামোনিয়াম; হয়োসায়েমাস।

শক্তি— ৩য় থেকে ১২ শক্তি।

ডালকামারা

DULCAMARA — বিটার সুইট্

গ্রীষ্মের শেষভাগে, যখন দিনের বেলায় গরম ও রাত্রে ঠান্ডা থাকে এই জাতীয় আবহাওয়া, এই ঔষধের কাজের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ এবং ভিজে, স্যাঁসেঁতে আবহাওয়ায় যে সকল ঔষধ কাজ করে এটি ঐগুলির মধ্যে একটি, আর্দ্র জলবায়ুতে ভিজার পরে ঠান্ডা লাগা, বিশেষ করে উদরাময়ে ভালো কাজ করে। চামড়া, **গ্রন্থিসমূহ** ও পাকাশয় তন্ত্রের, উপর এই ঔষধটির বিশেষ কাজ আছে, **শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী** থেকে প্রচুর স্রাব অথচ চামড়া নিষ্ক্রিয় থাকে। ভিজে আর্দ্র জলবায়ুতে বাতজনিত **কষ্ট**সমূহ এবং কষ্ট আবহাওয়ায় শীতল পরিবর্তন বৃদ্ধি এবং ঘুরে বেড়ালে কষ্টের কিছুটা উপশম হয়। ভিজে, স্যাঁতসেতে মেজের উপর থেকে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের উপসর্গে। বরফের মত ঠান্ডা। একাঙ্গীন আক্ষেপ তৎসহ বাক্‌রোধ। একাঙ্গীন পক্ষাঘাত। রক্তসঞ্চয়জনিত কারনে মাথার যন্ত্রনা, তৎসহ স্নায়ুশূল ও নাসিকা শুষ্ক। রোগী ভিজে স্যাঁতসেতে মেজের উপর থাকে বা কাজ করে। **(নেট্রাম সালফ)।** মাসিক ঋতুস্রাবের সময় হাতে, বাহুতে ও মুখমন্ডল উদ্ভেদ সমূহ।

মাথা—মানসিক বিভ্রান্তি। মাথার পিছনের অংশে বেদনা, বেদনা ঘাড় থেকে উপরের দিকে উঠে। বাক্যালাপে মাথার যন্ত্রনার উপশম হয়। যে সব জিনিষ রোগী চায়, তাই সে প্রত্যাখ্যান করে। ঠান্ডা আবহাওয়ায় মাথার পিছনের অংশে শীতবোধ, ভারীবোধ ও কন্‌কন্ করে। মাথার চামড়ায় দাদ। **ছেঁকো দেওয়ার ন্যায় মাথা, পুরু বাদামী রঙের মামড়ি,** আঁচড়ালে রক্ত আসে, মাথার ভিতর কন্‌কন্ করে।

নাক— শুষ্ক সর্দি। নাক সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে। ঠান্ডা **বৃষ্টিতে নাক বন্ধ হয়ে যায়।** গাঢ়, হলুদ বর্ণের শ্লেষ্মা, রক্তাক্ত মামড়ী। প্রচুর সর্দি, সর্বদা নাক গরম রাখতে চায়, সামান্য ঠান্ডা বাতাসে নাকবন্ধ হয়ে যায়। সদ্যজাত শিশুর সর্দি।

চোখ— প্রতিবার ঠান্ডা লাগার সময় চোখ আক্রান্ত হয়। গাঢ়, হলুদবর্ণের স্রাব; চোখের পাতায় দানা-দানা উদ্ভেদ দেখা যায়। হাই-ফিভার; প্রচুর, জলের মত স্রাব, মুক্ত বাতাসে বৃদ্ধি।

কান— কানের বেদনা, কানের ভিতর ভোঁ-ভোঁ করে, সূঁচ ফোটার মত বেদনা, এবং কর্ণমূলগ্রন্থির স্ফীতি। মধ্য কর্ণের প্রদাহ **(মার্ক ডাল; ক্যালিমিউর)।**

মুখমন্ডল— গালে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা, বেদনা কান, চক্ষুকোটর ও চোয়াল পর্যন্ত প্রসারিত হয়, **বেদনা শুরু হবার আগে আক্রান্ত অংশ ঠান্ডা হয়ে যায়,** তৎসহ **কুকুরের ন্যায় ক্ষুধা থাকে।** গালে ও মুখমন্ডলে আর্দ্র উদ্ভেদ সমূহ।

মুখগহ্বর— লালা চট্‌চটে ও সাবানের মত। শুষ্ক, খস্‌খসে জিহ্বা, গলা খস্‌খসে, চেঁচে ফেলার মত, ভিজে আবহাওয়ায় ঠান্ডা লাগার পরে। ঠোঁটের উপর ঠান্ডা লেগে ক্ষত। মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল; **সামান্য ঠান্ডা লাগলে বৃদ্ধি।**

পাকস্থলী— সাদা, চটচটে শ্লেষ্মা বমন। খাদ্যে বিতৃষ্ণা। ঠান্ডা জলপানের জ্বালাকর পিপাসা। গলাবুকজ্বালা। মলবেগের সঙ্গে বমি বমিভাব। বমির সময় শীতবোধ।

উদর— ঠান্ডা লেগে শূলবেদনা। নাভীপ্রদেশের চারিদিকে বেদনা। নাভির চারিদিকে কেটে ফেলার মত বেদনা। কুঁচকি স্থানের গ্রন্থিজ স্ফীতি (মার্কিউরিয়াম)

মল— সবুজ,জলের মত, পিচ্ছিল, রক্তযুক্ত, শ্লেষ্মা, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে, যখন হঠাৎ করে আবহাওয়া ঠান্ডা হয়ে যায়; ভিজে স্যাঁত সেতে, ঠান্ডা আবহাওয়া ও উদ্ভেদ বসে যাওয়া।

প্রস্রাব— ঠান্ডা লাগলেই প্রস্রাব করতে বাধ্য হয়। কষ্টকর প্রস্রাব। ঠান্ডা লাগার ফলে প্রস্রাব থলির প্রদাহ। প্রস্রাব গাঢ়, শ্লেষ্মা যুক্ত, পুঁজের মত তলানি যুক্ত, ঠান্ডা জলের উপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটার ফলে মূত্র রোধ।

স্ত্রীরোগ— ঠান্ডা অথবা ভিজে আবহাওয়ায় মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। ঋতুস্রাব দেখা দেবার পূর্বে, চামড়ায় একপ্রকার উদ্ভেদ দেখা যায় অথবা যৌন উত্তেজনা দেখা যায়। বাধক বেদনা, তৎসহ সমগ্র শরীরে ফুস্কুড়ি বেরিয়ে থাকে; স্তন্যগ্রন্থিতে রক্তাধিক্য এবং টাটানি, অল্পতেই আঘাত লাগে। ঠান্ডায় অনুভূতি প্রবণ।

শ্বাস-প্রশ্বাস— কাশি ঠান্ডা, ভিজে আবহাওয়ায় বৃদ্ধি, তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব, কণ্ঠনলীর ভিতর সুড়্‌সুড়্ করে। কাশি, স্বর ভঙ্গ আক্ষেপিক। হুপিং কাশি তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মা নিঃসরণ। শীতকালে শুষ্ক, বিরক্তিকর কাশি। হাঁপানী তৎসহ শ্বাসকষ্ট। তরল, ঘড়্‌ঘড়ে কাশি; ভিজে আবহাওয়ায় বৃদ্ধি। বহু সময় ধরে কাশির পরে তবে শ্লেষ্মা উঠে। শারীরিক পরিশ্রমের পরে কাশি।

পিঠ— ঘাড়ের আড়ষ্টতা। কোমরের বেদনা, অনেকক্ষণ ধরে ঝুঁকে থাকার পরে যেরূপ বেদনা হয় সেই জাতীয় বেদনা। ঘাড় ও কাঁধের আড়ষ্টতা ও খঞ্জতা, ঠান্ডা লাগার অথবা আর্দ্রতার পরে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—পক্ষাঘাতঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পা বরফের মত ঠান্ডা, হাতের উপর আঁচিল। পর্যায়ক্রমে বাত ও উদরাময়। পায়ের টিবিয়া অস্থিতে বেদনা। তরুন চর্মোদ্ভেদের পরে বাতজনিত লক্ষন সমূহের উদ্ভব।

চামড়া— গ্রন্থির প্রদাহ। চুলকানি, সর্বদা ঠান্ডা, আর্দ্র আবহাওয়ায় বৃদ্ধি। হার্পিস জুস্টার, পোড়ানারাঙ্গা। ঠান্ডা লেগে গ্রন্থির স্ফীতি ও কঠিনতা। ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ। অনুভূতি প্রবন, রক্তস্রাব যুক্ত ক্ষত সমূহ। ছোট-ছোট ফোঁড়া। লাল-লাল ছোপ, আমবাত, ঠান্ডা লাগার পরে অথবা অম্ল হবার পরে দেখা দেয়। মুখমন্ডল, যৌনাঙ্গ, হাতে প্রভৃতিস্থানে আর্দ্র উদ্ভেদ সমূহ। আঁচিল, বড়ো বড়ো, মসৃন, মুখমন্ডলেও হাতের তালুতে। সর্বাঙ্গীন শোথ। পুরু, বাদামী হলুদ বর্ণের মামড়ি, আঁচড়ালে রক্ত বার হয়।

জ্বর— সারা শরীরের শুষ্ক, জ্বালাকর, উত্তাপ। সন্ধ্যার দিকেশীতবোধ, বিশেষ করে, পিঠের দিকে। বরফের মত ঠান্ডা, তৎসহ বেদনা। শুষ্ক উত্তাপ ও চামড়ায় জ্বালাকর অনুভূতি। শীতবোধ তৎসহ পিপাসা।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, রাত্রে; সাধারণভাবে ঠান্ডায়, **ভিজে, বৃষ্টিযুক্ত** আবহাওয়ায়।

উপশম, ঘরে বেড়ালে, বাহ্যিক উষ্ণতায়।

সম্বন্ধ— দোষঘ্ন-ক্যাম্ফার, কিউপ্রাম।

পরিপূরক- ব্যারাইটা কার্ব।

প্রতিবন্ধক— বেলেডোনা, ল্যাকেসিস।

তুলনীয়—পিম্পিনেলো- (বাইবারনেল)-শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ঠান্ডায় অনুভূতি প্রবন, মাথার পিছনের অংশে ও ঘাড়ে ঠান্ডা অনুভূতি ও বেদনা। সারা শরীর দুর্বল; মাথায় ভারীবোধ ও তন্দ্রালুতা; কোমরে বেদনা ও ঘাড় আড়ষ্ট; ঘাড় থেকে কাঁধ পর্যন্ত বেদনা; শীতবোধ।

রাসটক্স, সিমিসিফিউগা; ক্যাল্কেরিয়া কার্ব; পালসেটিলা; ব্রায়োনিয়া; নেট্রাম সালফ।

শক্তি— ২য় থেকে ৩০ শক্তি।

ইচিনেসিয়া-রাডবেকিয়া

ECHINACEA RUDBECKIA **পার্পেল কোন্ ফ্লাওয়ার**

বিভিন্ন চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে সারগ্রাহী চিকিৎসকগনের কাছে, আমরা এই মূল্যবান "রক্ত দোষমুক্তকারী ঔষধ"টি পেয়ে তাঁদের নিকট ঋনী। ব্যক্তির নিজের শরীরের সংক্রামক বিষ থেকে সংক্রেমণ জনিত কারণে তরুন রোগ সমূহ। **রক্তবিষাক্ততার লক্ষণসমূহ সাধারনতঃ রক্তের পচনশীল বা সেপ্টিক অবস্থা।** সান্নিপাতিক জ্বর বা টাইফয়েড রোগে উদরাময়। গনোরিয়া। ফোঁড়া **সমূহ। ইরিসিপেলাশ** ও দূর্গন্ধ ক্ষত সমূহ। **গ্যাংগ্রীন।** গলগন্ড, তৎসহ চোখ দুটি বাইরে ঠেলে বেরিয়ে আসার ন্যায়, পূর্ণমাত্রায়, এছাড়াও থাইরয়েড় গ্রন্থিতে ৫ থেকে ১০ ফোঁটা মাত্রায় সরাসরি ইন্‌জেকশন করা হয়। প্রবল ও নাতিপ্রবল রোগ সমূহের উৎকট (ম্যালিগন্যান্ট) পরিনতি। ক্যান্সার রোগের শেষাবস্থায় এই ঔষধ যন্ত্রনার উপশম করে। সাপের বিষ দ্বারা সংক্রমণ। সেরিব্রো স্পাইন্যাল মেনিন্‌জাইটিস। প্রসবান্তিক সংক্রমক রোগ সমূহ। **ক্লান্তির অনুভূতি।** অর্শ। পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ সমূহ। অ্যাপেন্‌ডিক্সের উপর এই ঔষধটি কাজ করে, এই কারণে এটি অ্যাপেন্‌ডিসাইটিস রোগে ব্যবহার হয়ে থাকে, কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই ঔষধের পুঁজোৎপত্তি করার ক্ষমতা আছে এবং পুঁজ যুক্ত অ্যাপেন্‌ডিসাইটিস রোগ, যার সঠিক চিকিৎসা করা হয় নি, এই রুপ অবস্থায় যদি এই ঔষধটি প্রয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে আক্রান্ত অংশটি সম্ভবতঃ ফেটে যাবে। লসিকাগ্রন্থির প্রদাহ, ক্যাশ ইন্‌জুরি। **সাপের কামড়** এবং সাধারণভাবে যাবতীয় কামড় ও হুলফোটানো। দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব তৎসহ শীর্ণতা ও প্রচন্ড দুর্বলতা।

মাথা— বিভ্রান্ত, অবসাদ গ্রস্ত। কন্‌কনানি ব্যথা, তৎসহ এক প্রকার বৈশিষ্ট্য পূর্ণ, সময় অন্তর দেখা দেওয়া মুখমন্ডলের আরক্ততা, এমনকি এই অবস্থা ঘাড়েও দেখা যায়; মাথাঘোরা ও প্রচন্ড দুর্বলতা।

নাক— দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, ঝিল্লী গঠিত পদার্থ সমূহ বাইরে ঠেলে বেরিয়ে আসে। নাকের পিছনের অংশে সর্দি তৎসহ ক্ষত তৈরী হয় ও দুর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে। নাক বন্ধ হয়ে গেছে, এই জাতীয় অনুভূতি, ডানদিকের নাসারন্ধ্রে ক্ষত, রক্তপাত।

মুখগহ্বর— মুখক্ষত; মাড়ী থেকে সহজেই রক্তপাত হয়। মুখ ও ঠোঁটের কোনগুলি ফাটা। জিহ্বা শুষ্ক ও স্ফীত; টাটানি ব্যথা; ময়লা, বাদামীবর্ণের। জিহ্বা, ঠোট ও গলকোষে সুড়্‌সুড়্ করে, তৎসহ হৃদপিন্ড সম্পর্কিত ভয় ভাব। **(একোনাইট)**। জিহ্বার উপর সাদা লেপ, তৎসহ কিনারা লালবর্ণ। এই ঔষধ লালাস্রাব বাড়িয়ে থাকে।

গলা— টনসিলদ্বয় বেগুনি অথবা কালোবর্ণের, ধূসরবর্ণের রস নিঃসরণ যা নাকের পিছনের অংশ ও শ্বাসনলী পর্যন্ত প্রসারিত হয়। গলার ক্ষতযুক্ত প্রদাহ।

পাকস্থলী— টক ঢেকুর ও বুকজ্বালা। বমি-বমি ভাব; শুয়ে থাকলে উপশম।

বুক— বুকের ভিতর ও বুকাস্থির নীচে একটি পিন্ড আটকিয়ে থাকার ন্যায় বেদনা। বুকের পেশীসমূহের বেদনা (অ্যারিষ্টোলোকিয়া)।

প্রস্রাব— অ্যালবিউমিন যুক্ত, অল্প, বারে বারে এবং অসাড়ে প্রস্রাব।

স্ত্রীরোগ— **প্রসবান্তিক রক্ত দূষণ বা সেপ্টি সিমিয়া**; স্রাব চাপা পড়ে যায়; পেট অনুভূতি প্রবল ও পেটে বায়ু সঞ্চয়জনিত কারণে স্ফীতি; দুর্গন্ধযুক্ত, হাজাকর প্রদর স্রাব।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কন্‌কনানি এবং সর্বাঙ্গীন অবসাদ।

চামড়া— বারে বারে ফোঁড়া হয়। কার্বাঙ্কল। পোকা মাকড়ের কামড় ও বিষাক্ত উদ্ভিদের সংস্পর্শে উত্তেজনা। নাসিকাগ্রন্থিসমূহের বিবৃদ্ধি। টিবিয়া অস্থির পুরাতন ক্ষত। গ্যাংগ্রীণ।

জ্বর— শীতবোধ তৎসহ বমি-বমিভাব। সারাপিঠে শীতবোধ। **ম্যালেরিয়া জ্বর।**

সম্বন্ধ— তুলনীয়-বেপ্টোপস্; আর্সেনিক; ল্যাকেসিস; ব্যাপ্টি সিয়া; রাসটক্স; সিস্টাস্; হিপার; ক্যালেন্ডুলা।

শক্তি— অরিষ্ট, ১ থেকে ১০ ফোঁটা মাত্রায়, প্রতি দুই ঘন্টা অন্তর এবং প্রয়োজনে অধিকমাত্রায়।

বাহ্যিকভাবে— পরিষ্কার করার জন্য ও পচা-গলিত অংশ ধোওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

ইল্যাপ্স কোরালিনাস

ELAPS CORALLINUS **কোরাল-স্নেক**

সাধারণভাবে সর্প বিষ থেকে প্রস্তুত ঔষধের লক্ষণাবলীর সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। অল্প প্রকার **স্রাবকালোবর্ণের,** এটি ঔষধের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। **শীতল বস্তু অপচ্ছন্দ।** চিনি দেওয়া ঘোল পান করার ইচ্ছা। বমি-বমিভাব ও বমি। ক্ষয়রোগে দুর্বলকর উদরাময়। পাকস্থলীতে অন্নের সঞ্চয় তৎসহ অবসন্নতা। হঠাৎ করে পাকস্থলীর বেদনা শুরু হয়। অন্ননলীর আক্ষেপ; গলবিনের সংকীর্ণতা; খাদ্যবস্তু এবং তরল বস্তু হঠাৎ করে গলায় আটকিয়ে যায় এবং এরপর হঠাৎ করে খুব জোরে পাকস্থলীতে গিয়ে পড়ে। আক্ষেপের পরে আংশিক **পক্ষাঘাত।** **পাকস্থলীর ভিতর** ঠান্ডা অনুভূতি। ফল এবং বরফ জল পাকস্থলীর ভিতর গিয়ে আরো ঠান্ডা হয়ে বসে যায়। **ডান দিকের পক্ষাঘাত।** দোল খাবার অদম্য ইচ্ছা। বাত রোগ গ্রস্ত ধাতু। কান, নাক ও গলার লক্ষণগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

মন— অবসন্নতা; কেউ যেন কথা বলছে এই জাতীয় কল্পনা; একা থাকতে ভয় করে। **বৃষ্টির ভয়।** কথা বলতে পারে কিন্তু কথা বুঝতে পারে না। সন্ন্যাস রোগের ভয়।

মাথা— তীব্র মাথার যন্ত্রণা, বেদনা কপাল থেকে মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়; প্রথমে একটি চোখে বেদনা, পরে অপরটিতে শুরু হয় কানে বেদনা। মাথাঘোরা তৎসহ সামনের দিকে পড়ে যাবার প্রবণতা। কপালে ভারীবোধ ও বেদনা। মাথায় পূর্ণতার অনুভূতি।

চোখ—আলোকে বিরক্তি; পড়ার সময় একটি অক্ষরের উপর আর একটি অক্ষর চেপে থাকে এই জাতীয় অনুভূতি। চোখের সামনে পর্দা রয়েছে বলে মনে হয়। চোখের পাতায় জ্বলন। সকালে চোখের চারিদিকে ফোলাভাব। চোখের সামনে আগুনের মত, বৃহৎ ছোপ দেখা যায়।

কান— কানের ময়লা **কালোবর্ণের** ও শক্ত, তৎসহ কষ্টকর শ্রবন, অথবা সবুজ বর্ণের স্রাব, দুর্গন্ধযুক্ত; কানের ভিতর ভন্‌ভন্‌ শব্দ ও শ্রবন সম্পর্কিত বিভ্রান্তি। হঠাৎ করে রাত্রিকালীন বধিরতা দেখা দেয়, তৎসহ কানের ভিতর গর্জন ও কট্ কট্ শব্দ। ঢোক গেলার সময় কানের ভিতর কট্‌কট্ শব্দ। কানের ভিতর অসহ্য চুলকানি।

নাক— **পুরাতন নাকের সর্দ্দি, তৎসহ দুর্গন্ধ এবং সবুজ বর্ণের মামড়ি।** নাকের ভিতর পচাক্ষত; হলুদ সবুজ বর্ণের স্রাব। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী কোঁকড়ানো; নাকের ফুঁলো বন্ধ তৎসহ শুষ্ক। ঢোক গেলার সময় নাক থেকে কান পর্যন্ত বেদনা। **নাক সম্পূর্ণ বন্ধ।** নাক থেকে রক্ত স্রাব। নাকের গোড়ায় বেদনা। নাকের চারিধারে উদ্ভেদ।

গলা— পুরু; **তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত, শুষ্ক,** সবুজ হলদেটে বর্ণের মামড়ি, গলার পিছনের অংশে এবং **তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস।** **অন্ননলীর** আক্ষেপিক সঙ্কোচন; তরল বস্তু আটকিয়ে যায়।

বুক— পান করার পরে বুকের ভিতর ঠান্ডা অনুভূতি। বুকের ভিতর থেকে রক্তস্রাব, স্রাব কালির মত কালো এবং জলের মত; ডানদিকে ফুসফুসের চূড়া বা এপেক্সে সূঁচ ফোটার মত বেদনা। সামনের দিকে ঝোঁকার ফলে মূর্চ্ছা। উপরের দিকে উঠার সময় শ্বাসরোধক অবস্থা। হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলি থেকে ছাল উঠে। কাশি, তৎসহ ফুসফুসে তীব্র বেদনা। ডানদিকে বৃদ্ধি এবং কালোবর্ণের রক্ত উঠে। অন্ননলীর ভিতর স্পঞ্জ থাকার ন্যায় অনুভূতি।

পাকস্থলী ঠান্ডা অনুভূতি। গেলার সময় মনে হয় যেন, খাদ্যবস্তু পেঁচানো স্ক্রুর মত ঘুরে ঘুরে নামছে। মিষ্টিযুক্ত ঘোল খাবার ইচ্ছা। প্রতি গ্রাম খাবার পর অম্ল।

স্ত্রীরোগ— বাধকবেদনা, তৎসহ স্রাব কালোবর্ণের। দুটি ঋতুকালের মধ্যবর্তীসময়ে কালোবর্ণের রক্তস্রাব। যোনিকপাটও যোনিপথে চুলকানি।

ঘুম— মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধীয় স্বপ্ন দেখে।

চামড়া— বগলের গ্রন্থিসমূহ ও চামড়া আক্রান্ত হয়; চুলকানিসহ উদ্ভেদ। হাতের আঙ্গুলের ডগার ছাল উঠে। বগলে উদ্ভেদযুক্ত চুলকানি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— পা বরফের মত ঠান্ডা পায়ের পাতায় ফোস্কাযুক্ত উদ্ভেদ। বাহুদ্বয় ও হাতের নীলচে স্ফীতি। হাঁটুর সন্ধিতে মোচকিয়ে যাবার মত অনুভূতি। নখের তলায় কিছু ফোটার মত অনুভূতি।

জ্বর—সারা শরীরে ঠান্ডা ঘাম। টাইফয়েড বা সন্নিপাতিক জ্বর, যে ক্ষেত্রে ক্ষত তন্তুগুলি খেয়ে ফেলে এবং কালো বর্ণের রক্তস্রাব হয়।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, ফল খেলে, ঠান্ডা পানীয়ে; ভিজে আবহাওয়ায়।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—কিনো—পেঁট্রোকার্পাস থেকেপ্রস্তুত (ফুসফুস থেকে রক্ত উঠে এবং অস্ত্র থেকে রক্তপাত)।

ইউক্যালিপ্‌টাস রস্‌ট্রেটা (ডানদিকের কান থেকে দূর্গন্ধযুক্ত কালো স্রাব)।

ক্রোটেলাস; এলুমেন; কার্বোভেজ; আর্সেনিক, ল্যাকেসিস।

শক্তি— ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি।

ইলেটেরিয়াম এক্‌বেলিয়াম

ELATERIUM-ECBALIUM **স্কুইরিটিং কিউক্যাম্‌ব্যার**

মারাত্মক ধরনের উদরাময় ও বমির ক্ষেত্রে এটি একটি বিশেষ মূল্যবান ঔষধ, বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে মল প্রচুর ও জলের মত। এটি কয়েক প্রকারের শোথে অতীব কার্যকরী ঔষধ বিশেষ অত্যধিক মাত্রায় হাইতোলা ও হাত পা টানটান করে। বেরিবেরি; কলেরার মত অবস্থা; আমবাত ও মানসিক গোলযোগ, ম্যালেরিয়া রোগ চাপা পড়ার ফলে দেখা দেয়। রাত্রি বেলা শরীর থেকে দূরে ভ্রমন করার অদম্য ইচ্ছা। ভিজে স্যাঁতসেতে আবহাওয়ার কুফলসমূহ।

পাকস্থলী— বমি বমি ভাব ও বমি, তৎসহ প্রচন্ড দুর্বলতা। অন্ত্রের ভিতর মোচড় দেবার মত বেদনা।

মল— জলের মত, প্রচুর, তীব্র বেগে বেরিয়ে আসে। উদরাময়ে মল পিচকারীর ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসার মত; ফেনাযুক্ত। জলপাইয়ের মত সবুজ বর্ণের তৎসহ পেটে কেটে ফেলার মত বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— হাতের আঙ্গুল ও বুড়ো আঙ্গুল, হাঁটু, পায়ের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুল ও পায়ের সামনের অংশে তীক্ষ্ণ বেদনা। পায়ের বুড়ো আঙ্গুঁলে গেঁটে বাত জনিত বেদনা। অঙ্গঁ-প্রত্যঙ্গেঁর উপর দিয়ে বেদনা, বেদনা নীচের দিকে নামে;হিপজয়েন্টে বেদনা তৎসহ উদরাময়। সন্ধিবাতজনিত গুলি।

চামড়া— তীব্র হুলফোটার মত বেদনা, এবং জ্বলন। শোথের মত অবস্থা। সবিরাম জ্বর চাপাপড়ার ফলে আমবাত। চামড়া, কমলালেবুর বর্ণের।

জ্বর— শীতবোধের সঙ্গে অত্যাধিক হাইতোলা ও মোড়ামুড়ি দেওয়া, সমগ্র শীতাবস্থা পর্যন্তও এই অবস্থা বর্তমান থাকে। অঙ্গঁ-প্রত্যঙ্গেঁ বেদনা, বেদনা হাত ও পায়ের আঙ্গুঁলে তীরের মত প্রসারিত হয়। শীতবোধ ও জ্বর, তৎসহ উদরাময়, মল চারিদিকে ছড়িয়ে যায়।

কমা-বাড়া— স্যাঁতসেতে মেঝেতে থাকার পরে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ব্রায়োনিয়া; ক্রোটনটিগ্, গ্যাম্বোজিয়া।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

ইয়োসিন

EOSIN

ক্যান্সার ও শরীরের বিভিন্নস্থানের সন্ধিপ্রদাহে, এটি একটি কার্যকরী ঔষধ বিশেষ। ডাঃ বি, সি, উড়নরী, শক্তিতে ঔষধটির প্র-ভিং করেছেন। ঔষধটির লক্ষণগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইলঃ হাতের আঙ্গুলে ও পায়ের আঙ্গুলের নিম্নাশে ও পায়ের তলায় জ্বলন। মালাই চাকির **চুলকানি** ও লালচে বর্ণ। হাতের তালু **লালচে বর্ণ।**

জিহ্বা লালচে বর্ণ তৎসহ জ্বালা ও অসাড়তা। রোগীর মনে হয় তার শরীরটি লম্বা হয়ে গেছে, এই জাতীয় অদ্ভুত ধরণের অনুভূতি, তৎসহ মাথাঘোরার প্রবণতা। চামড়ার বহু জায়গায় জ্বালা।

চুলকালে জ্বালাকরা অংশের পরিবর্তন ও উপশম।

শক্তি— ২য় দশমিক শকিতেঁ (১। দ্রবণ)

এপিজিয়া রিপেন্স

EPIGEA REPENS ট্রেইনিং আরবিউটাস

মূত্রথলির পুরাতন প্রদাহ, তৎসহ কষ্টকর প্রস্রাব; প্রস্রাবের পরে কোঁথ; শ্লেষ্মামিশ্রিত পুঁজ ও ইউরিক অ্যাসিডের দানা সমূহ, পাথুরী, বৃক্ক পাথুরী, প্রস্রাবে বাদামী রঙের সূক্ষ্ম বালুকনা দেখা যায়। প্রস্রাব করার সময় প্রস্রাব থলির গ্রীবা দেশে জ্বালাকর অনুভূতি এবং প্রস্রাবের পরে কোথ। বৃক্ক প্রদাহ, প্রস্রাব চেপে রাখতে পারে না। অন্ত্রের ভিতর কর্কশ ও গুড় গুড় শব্দ।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ইউভা; চিম্যাফিলা; লাইকোপোডিয়াম; প্যারিয়েরা; এপিজিয়াতে আরবিউটিন ও ফরমিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।

শক্তি— অরিষ্ট, ৫ থেকে ১০ ফোঁটা প্রতি তিন ঘন্টা অন্তর।

এপিফেগাস-ও রোব্যাঞ্চ

EPIPHEGUS-OROBANCHE বীচড্রপ

ঋতু দুর্বলতা, স্নায়বিক গোলযোগের জন্য মাথার যন্ত্রনা, বিশেষ করে স্ত্রীলোকেদের, পরিশ্রমের পরে এই অবস্থার সৃষ্টি হয় অথবা বৃদ্ধি পায় অথবা বাজারহাট করার ফলে দেখা দেয় অথবা বৃদ্ধি হয়। জিহ্বা হলুদ বর্ণের লেপযুক্ত; মুখের আস্বাদ তিতো। আহারের পরে ঝিমুনি। পাতলা মন। জরায়ুর সামান্য বিবৃদ্ধি, তৎসহ যন্ত্রনাদায়ক মাসিক ঋতুস্রাব ও রক্তাধিক্য।

মাথা— রগের উপর চাপ দেবার ন্যায় বেদনা, বেদনা বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে প্রসারিত, বামদিকে বৃদ্ধি। আঠার মত লালাস্রাব, অবিরাম থুথু ফেলার ইচ্ছা। দুর্বলতার জন্য মাথার যন্ত্রনা, সাধারণতঃ স্বাভাবিক কাজ থেকে বিরত হলে অথবা স্বাভাবিক কাজ থেকে অন্যপ্রকার কাজ করার ফলে দেখা দেয়। মানসিক অথবা শারীরিক পরিশ্রমের ফলে স্নায়বিক ক্লান্তির জন্য মাথার যন্ত্রনা দেখা দেয়,যন্ত্রনার পূর্বে ক্ষুধা পায়।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, মুক্ত বাতাসে কাজ করার ফলে উপশম, ঘুমে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—আইরিস; মেলিলোটাস; স্যাঙ্গুইনেরিয়া

ফেগাস-বীচ নাটস্ (মাথার বেদনা ও লালাস্রাব;মুখ গহ্বরের স্ফীতি;জলে ভয়)।

শক্তি— ১ম থেকে ৩য় শক্তি।

ইক্যুইজেটাম

EQUISETUM **স্কাউরিঙ রাশ্**

এই ঔষধটির প্রধান কাজ প্রস্রাবথলির উপর অসংযত প্রস্রাব ও প্রস্রাব কৃচ্ছতা।

প্রস্রাব সংক্রান্ত যন্ত্রসমূহ— তীব্র, অস্বস্তিকর বেদনা এবং প্রস্রাব থলিতে পূর্ণতার অনুভূতি এবং প্রস্রাবকরার পরেও উপশম হয় না। বারে বারে প্রস্রাবের বেগ তৎসহ প্রস্রাব শেষ হবার মুখে বেদনা। ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব। প্রস্রাব করার সময়, প্রস্রাব নলীতে তীক্ষ্ণ, জ্বালাকর কেটে ফেলার মত বেদনা।

শিশুদের অনিচ্ছায় প্রস্রাব, তৎসহ স্বপ্ন দেখে অথবা প্রস্রাব করার সময় রাত্রে বোবায় ধরা। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের এর সঙ্গে অসাড়ে মলত্যাগ। গর্ভবিস্থায় প্রস্রাবরোধ ও প্রস্রাবকৃচ্ছতা এবং প্রস্রাবের পরে; প্রস্রাবের সঙ্গে প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত হয়। প্রস্রাবে অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি। অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

বৃক্ক— ডানদিকের বৃক্কস্থানের গভীরে বেদনা, বেদনা তলপেট পর্যন্ত প্রসারিত হয়, তৎসহ প্রস্রাবের তীব্র বেগ। ডানদিকের কোমর প্রদেশ বেদনাদায়ক।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— ডানদিক;নড়াচড়া, চাপে, স্পর্শে। বসে থাকলে।

উপশম— বিকালের দিকে শুয়ে থাকলে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়— হাইড্র্যান্‌জিয়্যা; ফেরাম ফস, এপিস, ক্যান্থ্যারিস; চিমাফিল্যা। ইকুইজেটামে উপযুক্ত পরিমানে সিলিকা থাকে।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি। ঔষধের ক্কাথ ১চামচ পরিমাণ মাত্রায় অথবা অরিষ্ট সংযজনের সঙ্গে, দেখা গেছে প্রস্রাব পথের উপদাহ, পাথুরী, প্রস্রাব কৃচ্ছতা প্রভৃতিতে উপকারী। এছাড়াও কক্ষাবরক ঝিল্লীর শোথ ও সর্বাঙ্গীন শোথে উপকারী।

ইরেক্‌থাইটিস

ERECHTHITES **ফায়ার উয়ীড**

এটি রক্ত স্রাবের একটি ঔষধ;নাকদিয়ে উজ্জ্বল রক্তস্রাব। শরীরের যে কোন অংশ থেকে রক্তস্রাব বিশেষ করে ফুসফুস থেকে রক্তস্রাব; সর্দ্দি রক্তস্রাবের সঙ্গে সংবহনের উত্তেজনা থাকে। শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে আগুনের হাল্কা এবং শীতলতা। প্রস্রাব অল্প, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোথ।

চামড়া— রাসটক্স বিষক্রিয়ার অনুরূপ লক্ষণ সমূহ।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ইরিজিয়ন; মিলিফোলিয়াম; হ্যামামেলিস; রাসটক্স।

শক্তি— অরিষ্ট। স্থানিকভাবে পয়জন ওক্।

ইরিজিয়ন-লেপ্‌টিলেনে ক্যানাডেন্সি

ERIGERON-LEPTILON CANADENSE **ফ্লীবেন**

এই ঔষধটি ঔষধ উ ৎপন্ন ও আরোগ্য করে। প্রস্রাব থলি থেকে একটানা প্রস্রাব। জরায়ু থেকে রক্তস্রাব তৎসহ বেদনাদায়ক প্রস্রাব। **প্রচুর উজ্জ্বল রক্ত।** বামডিম্বাশয়ে বেদনা এবং হিপ জয়েন্ট স্থানে। পুরাতন গনোরিয়া তৎসহ জ্বালাকর প্রস্রাব; অবিরাম ফোঁটা-ফোঁটা করে প্রস্রাব। আমাশয়, তৎসহ টাটানি ও জ্বালা প্রস্রাব থলিতে। **পেটে বায়ুসঞ্চয় বা পেট ফাঁপা।**

স্ত্রীরোগ— জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, তৎসহ সরলান্ত্র ও প্রস্রাবথলির তীব্র উপদাহ এবং জরায়ুর স্থানচ্যুতি। উজ্জ্বল লাল বর্ণের স্রাব। অতিরজঃ প্রচুর প্রদর স্রাব; **সামান্য নড়াচড়ায় রক্তযুক্ত প্রসবান্তি স্রাব দেখা দেয়;** ঝলকে ঝলকে আসে; দুটি ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে, **প্রদরস্রাব তৎসহ প্রস্রাব সংক্রান্ত অস্বস্তি;** গর্ভাবস্থা কালীন স্ত্রীলোক, তৎসহ, জরায়ুর দুর্বলতার সামান্য পরিশ্রমে একপ্রকার রক্তস্রাব। রক্তস্রাবী অশ; ঋতুস্রাবের পরিবর্তে নাক থেকে রক্তস্রাব (ব্রায়োনিয়া)

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, বামদিক।

সম্বন্ধ— টেরিবিন্থিনার সদৃশ্য

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি। ইরিজিরনের তেল ১x শক্তিতে পেট ফাঁপায় অভ্যন্তরীনভাবে প্রযোজ্য। একড্রাম পরিমান তেল তৎসহ ডিমের হলুদ অংশ ও এক পাঁইট দুধ মিশ্রন করে এনিমা হিসাবে ব্যবহার করা হলে মারাত্মক ধরনের পেট ফাঁপায় উপশম হয়ে থাকে।

এরিয়োডিক্টিয়ন

ERIODICTYON **ইয়াধা স্যান্টা**

হাঁপানী ও শ্বাসনলী সংক্রান্ত একটি ঔষধ। শ্বাসনলীর ক্ষয় রোগ, তৎসহ রাত্রিকালীন ঘাম ও শীর্ণতা। হাঁপানী শ্লেষ্মা উঠলে উপশম। **ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের পরে কাশি।** বক্ষাবরক ঝিল্লীর অভ্যন্তরে জমা হওয়া রস শোষনে সাহায্য করে। ক্ষুধামান্দ্য ও দুর্বল পরিপাক শক্তি। হুপিং কাশি।

মাথা— মাথা ঘোরা, মাতালের মত অনুভূতি। ভিতর থেকে বাইরের দিকে চাপ বোধ; মাথার পিছনের অংশে চাপবোধ বেশি মনে হয়। কানের ভিতর যন্ত্রনা। সর্দ্দি। গলার ভিতর জ্বালা, সকালে মুখের ভিতর দুর্গন্ধ। সর্দ্দি তৎসহ মাথাঘোরা ও হাঁচি।

শ্বাস-প্রশ্বাস—বুকের ভিতর সাঁই সাঁই শব্দ। হাঁপানী ও তৎসহ সর্দ্দি ও শ্লেষ্মা নিঃসরণ। ডানদিকের ফুসফুসে অল্প অল্প বেদনা। গোলকোষে জ্বলন। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কিয়্যাল টিউবারকিউলোসিস; তৎসহ প্রচুর ও সহজেই উৎপন্ন হওয়া বায়ুনলীর স্রাব। এতে উপশম হয়।

পুরুষের রোগ— তন্ত্রের ভিতর টাটানি ও টেনে ধরার মত অনুভূতি। কিছুতেই কোন প্রকার চাপ সহ্য করতে পারে না; হালকা করে তুলে ধরলে উপশম।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-গ্রিন্ডেলিয়া; এ্যারালিয়া; ইউক্যালিপ্‌টাস; ইপিকাক।

শক্তি— অরিষ্ট, ২ থেকে ২০ ফোঁটা এবং শক্তিকৃত ঔষধ।

এরিঞ্জিয়াম একোয়াটিকাম

ERYNGIUM AQUATICUM বাটন্ স্নেক-রুট

এটি প্রস্রাব সংক্রান্ত গোলযোগের একটি ঔষধ বিশেষ। কষ্টকর প্রস্রাব প্রভৃতি তৎসহ ঋতুদোষ জনিত স্নায়বিক উত্তেজনা। **গাঢ়, হলুদ বর্ণের শ্লেষ্মা স্রাব।** ইনফ্লুয়েঞ্জা, ইউরিয়াযুক্ত ঘাম, সন্ধ্যায় প্রস্রাবের গন্ধযুক্ত ঘাম।

শ্বাস-প্রশ্বাস—কাশি, তৎসহ সঙ্কোচনের অনুভূতি। গলা ও কণ্ঠনলীর ভিতর হুলফোটার মত বেদনা।

প্রস্রাব— প্রস্রাব থলি ও প্রস্রাব নলীর ভিতর কোঁথ। কষ্টকর ও বারে বারে প্রস্রাব। বস্তিকোটরের পিছনে বেদনা। আক্ষেপিক ষ্ট্রিক্‌চার। বৃক্কশূল। (প্যারেরিয়া; ক্যাল্কেরিয়া কার্ব)। বৃক্কে রক্তাধিক্য, তৎসহ বৃক্কস্থানে মৃদু বেদনা, বেদনা ইউরেটার হয়ে নিম্নাঙ্গের দিকে প্রসারিত হয়। প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধির জন্যে প্রস্রাবথলির অস্বস্তি অথবা জরায়ুর চাপের জন্যে প্রস্রাব থলির অস্বস্তি।

পুরুষের রোগ— সামান্য কারনে প্রস্টেটগ্রন্থির স্রাব নিঃসরণ। লিঙ্গোদ্রেক ছাড়াই বীর্যপাত, তৎসহ অবসাদ। (ডায়োস্কোরিয়া; ফসফোরিক অ্যাসিড)।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-কোনিয়াম; ক্যানাবিস; ডায়োস্কোরিয়া; ওসিমাম; ক্লিম্যাটিস।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

এসকোল্‌টজিয়া ক্যালিফর্নিকা

ASCHSCHOLTZIA CALIFORNICA ক্যালিফর্নিয়া পপী

জন্তুর শরীরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই উদ্ভিদে মর্ফিন আছে এবং এটি মর্ফিনের থেকে অধিক শক্তিতে কাজ করে। এই ঔষধটি সর্বাঙ্গীন দুর্বলতা, নিশ্চলতা, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেঁর সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত তৈরী করে। রক্ত সংবহনের গতি মন্থর করে।

এই ঔষধটি গভীর নিদ্রা আনয়ন করে ও এটি ক্ষতিকারক নয়। অরিষ্ট প্রযোজ্য।

ইউক্যালিপটাস গ্লোবিউলাস

EUCALYPTUS GLOBULUS

ব্লু গাম-ট্রী

ইউক্যালিপটাস একটি শক্তিশালী জীবানুনাশক ও নিম্নস্তরের জীব ধ্বংসকারক, একটি শ্লেষ্মা নিঃসারক এবং একটি কার্যকরী ঘর্মকারক ঔষধ বিশেষ। পরিপাক ক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশীর সমূহের দুর্বলতা হেতু অগ্নিমান্দ্য, পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী থেকে শ্লেষ্মা স্রাব নিঃসরণ পদ্ধতির উপর এই ঔষধের সুস্পষ্ট কাজ আছে, ম্যালেরিয়া ও অন্ত্রের কাজের উপরেও সুস্পষ্ট কাজ আছে। **ইনফ্লুয়েঞ্জা। প্রত্যাবর্তনশীল জাতীয় জ্বর।** এই ঔষধ প্রস্রাব পরিমান ও প্রস্রাবে ইউরিয়ার পরিমান বাড়িয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ ও স্থানিক রক্তস্রাব। **(হ্যামামেলিস)। টাইফয়েড।** ক্লান্তি ও রক্তবিষ দুটির লক্ষণ সমূহ। বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীসংক্রান্ত প্রস্রাব সম্পর্কিত যন্ত্রসমূহ এবং পাকাশয় অন্ত্রনলীর যন্ত্রসমূহের উপসর্গ। এই ঔষধ পাকাশয় ও অন্ত্রের উপদাহ তৈরী করে এবং অন্ত্র ও পাকস্থলীর বেদনা, যা আহারের পরে কয়েকঘন্টা ধরে চলে।

মাথা— উল্লাস। ব্যায়াম করার ইচ্ছা। রক্তাধিক্যজনিত মৃদু বেদনা। সর্দ্দি; গলঃক্ষত। চোখের ভিতর হুলফোটার মত বেদনা ও জ্বালা।

নাক— নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত অনুভূতি; পাতলা, জলের মত সর্দিস্রাব; নাক থেকে সর্বদা সর্দি ঝরে, কিছুতেই থামতে চায় না; নাসিকা দন্ডের উপর কষাভাব। **পুরাতন সর্দ্দি, পুঁজ যুক্ত ও দূর্গন্ধযুক্ত স্রাব।** ঈথ্‌জয়েড ও ফ্রন্ট্যাল সাইনাস আক্রান্ত হয়।

গলা— শিথিল, গলা ও মুখগহ্বরের ভিতর সাদা ক্ষত। প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব। গলায় জ্বালা ও পূর্ণতার অনুভূতি। অবিরাম গলার ভিতর সর্দি আছে এই জাতীয় অনুভূতি। টনসিলের বিবৃদ্ধি ও ক্ষততা এবং গলায় প্রদাহ। (স্থানিকভাবে অরিষ্ট প্রযোজ্য)।

পাকস্থলী— হজমক্রিয়া মন্থর। প্রচুর দূর্গন্ধযুক্ত বায়ুসঞ্চয়। পেটের ভিতরে দপ্‌দপানি ও শূন্যতাবোধ, তৎসহ পেটের উপরের অংশের ধমনীর স্পন্দন। প্লীহাশহ ও সঙ্কুচিত। পেটের উপরের অংশের বেদনা, খাবার পরে উপশম। পাকস্থলীর উৎকট বা ম্যালিগন্যান্ট জাতীয় রোগ তৎসহ রক্ত বমন ও টক জল উঠে।

উদর—তরুন উদরাময়। অন্ত্রের ভিতর কন্‌কনানি তৎসহ উদরাময় শুরু হবে এই জাতীয় অনুভূতি, আমাশয় তৎসহ সরলান্ত্রের ভিতর উত্তাপ; কোঁথ; রক্তস্রাব। উদরাময়; মল পাতলা, জলের মত, উদরাময়ের আগে পেটে তীক্ষ্ণ বেদনা। টাইফয়েড হেতু উদরাময়।

প্রস্রাব সম্পর্কিত যন্ত্রসমূহ—বৃক্কের তরুন প্রদাহ, তৎসহ ইনফ্লুয়েঞ্জা সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে জটিল আকার ধারন করে। প্রস্রাবে পুঁজের উপস্থিতি এবং ইউরিয়ার পরিমানের

স্বল্পতা। জ্বালা ও কোঁথ; প্রস্রাব থলির প্রদাহ; **প্রস্রাবটি; মূত্রনলীর মাংসাঙ্কুর**। মূত্রনলীর আক্ষেপিক সংকীর্ণতা বা ট্রিক্চার; গনোরিয়া।

শ্বাস-প্রশ্বাস—হাঁপানী তৎসহ তীব্র শ্বাসকষ্ট ও হৃদ্‌কম্প। ঘড়ঘড়ানীযুক্ত হাঁপানী। শ্লেষ্মা সাদা, ঘন। বয়স্কদের ব্রঙ্কাইটিস রোগ। প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব বা ব্রঙ্কোরিয়া (ব্যাল্‌স্‌পেরু) প্রচুর, দুর্গন্ধযুক্ত ও পুঁজমিশ্রিত শ্লেষ্মাস্রাব। বিরক্তকরকাশি। রিকেট রোগাক্রান্ত শিশুদের হুপিং কাশি। দুর্গন্ধযুক্ত ব্রঙ্কাইটিস, বায়ুনলীর প্রস্রাবন ও ফুসফুসের স্থায়ী প্রসারন বা এম্‌ফাইসিমা।

স্ত্রীরোগ— প্রদরস্রাব, হাজাকর, দুর্গন্ধযুক্ত। প্রস্রাবনলীর ছিদ্রের চারিপাশে ক্ষত।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—বাতজনিত বেদনা; রাত্রে, ভ্রমনে অথবা কোন কিছু বহন করলে বৃদ্ধি। আড়ষ্টভাব, পরিশ্রান্ত। খোঁচামারার মত অনুভূতি, এর পরে বেদনাদায়ক কন্‌কনানি। মেটাকার্পাস ও মেটাটারস্যাল সন্ধির উপর গুটি যুক্ত স্ফীতি।

চামড়া— গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও সন্ধিস্থানে গুটিযুক্ত স্ফীতি। দুর্গন্ধযুক্ত ও সহজে ভালো হয়। না এই জাতীয় ঘা। হার্পেটিক উদ্ভেদ সমূহ।

জ্বর— গাত্রোত্তাপের বৃদ্ধি। অবিরাম ও টাইফয়েড জাতীয় জ্বর। স্কারলেট ফিভার। স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত। উচ্চ গাত্রোত্তাপ, নাড়ীর গতির বৃদ্ধি কিন্তু নাড়ী কঠিন নয়। অরিষ্ট প্রযোজ্য।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-অয়েল অফ্ ইউক্যালিপটাস (সুস্পষ্টভাবে শারীরিক ক্লান্তি, নড়াচড়ার কোন ইচ্ছা থাকে না। সত্যিকারের কোন মানসিক পরিশ্রমে, পড়াশুনা প্রভৃতিতে অক্ষম, ইত্যাদি উপসর্গ সমূহ এই ঔষধটি উৎপন্ন করে। সর্দ্দিজাতীয় উপসর্গে বিশেষ করে যখন পুঁজাৎপত্তি বা পচনশীলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন এই ঔষধের স্থানিক প্রয়োগের নিয়ম আছে)।

ইউক্যালিপটাস টেরোটিকোরিস (ঋতুস্রাবকালীন কাশি এবং দুর্বলতা)।

ইউক্যালিপটল— (সুস্থ শরীরের তাপ মাত্রায় কুইনিনের থেকে অধিক মাত্রায় কমিয়ে থাকে; বৃক্কের উপর টেরিবিন্থের মত কাজ করে।)।

এনাকার্ডিয়াম; হাইড্রাসটিস, ক্যালিসালফ। ইউক্যালিপটাস, ষ্টিকনিনের খারাপ প্রভাব ব্যর্থ করে দেয়।

এঙ্গোফোরা— রেডগাম-(আমাশয়, বেদনা, কোঁথ, উপুড় হয়ে শুলে উপশম; দুর্দমনীয় কোষ্টকাঠিণ্য।

ইউক্যালিপটাস রসট্রেট্যা, কিনো।

শক্তি—অরিষ্ট ১ থেকে ২০ ফোঁটা মাত্রায় এবং নিম্নতর শক্তিতে। এছাড়াও ইউক্যালিপটাস তেল ৫ ফোঁটা মাত্রায়।

ইউজেনিয়া জ্যাম্বোস-জ্যম্বোসা ভালগ্যারিস

EUGENIA JAMBOS-JAMBOSA VULGARIS রোজ অ্যাপেল

ইউজেনিয়া, সুরার মত একপ্রকার মাদকতাপূর্ণ অবস্থা তৈরী করে। প্রতিটি জিনিসই সুন্দর ও বড়ো বলে মনে হয়; উত্তেজনা খুব সহজেই হতাশায় পরিণত হয়। ব্রন, সাধারন ও কাঠিন্যপ্রাপ্ত। ফুস্কুড়িগুলি, চারিধারের কিছুটা অংশ পর্যন্ত বেদনাপূর্ণ। মুখমন্ডলে রক্তাভ ব্রণ। বমি বমিভাব। ধূমপানে উপশম। কমিডোনেস্।

মাথা— মাথার বেদনা, মনে হয় যেন মাথার ডানদিক একটি শক্ত তক্তা রয়েছে। বাচাল। গরম অশ্রস্রাব। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। পায়ের তলায় রাত্রিকালীন খিলধরা। কিউপ্রাম, জিঙ্ক)। পায়ের আঙ্গুলের চারিপাশের চামড়া ফাটা। পায়ের দুটি আঙ্গুলের মধ্যবর্তীস্থানে ফাটা। নখগুলি থেকে চামড়া সরে যায় এবং পুঁজোৎপত্তি হয়।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-' ইউজেনিয়া চিকুন (পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস) ও এন্টিম; বার্বারিস একুইফো লিয়াম।

ইউয়োনিমাস এট্রোপার্পিউরিয়া

EUONYMUS ATROPURPUREA ওয়াহু বানিং-বুশ

শ্যামবর্ণা স্ত্রীলোকেরা এই ঔষধের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়; এই ঔষধ ঔ স্ত্রীলোকেদের শরীরে মাথার যন্ত্র না, মানসিক গোলযোগ, এবং যকৃৎ ও বৃক্ক স্থানে ব্যাপক গোলযোগ উৎপন্ন করে; প্রস্রাবে অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি। অধিক পানে বা মাইগ্রেন। নিষ্ক্রিয় রক্তাধিক্য ও যকৃতের ক্রিয়াহীণতা; পাকস্থলী ও অন্ত্রের পুরাতন প্রদাহ। হৃদপিন্ড দুর্বল। পুরাতন বাত ও সন্ধিবাত।

মন—মানসিক বিভ্রান্তি, হতাশ, খিটখিটে; স্মৃতি শক্তিহীণতা, খুব পরিচিত নাম মনে করতে পারে না।

মাথা—কপাল অংশে ভারযুক্ত বেদনা। টাটানি ব্যথা, ক্লান্তিবোধ, মাথার চামড়ায় থেঁৎলিয়ে যাবার মত অনুভূতি। ডানদিকের চোখে বেদনা, বেদনা মাথার ভিতর দিয়ে পিছন দিক পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পিত্তাধিক্যজনিত মাথার বেদনা; জিহ্বা লেপাবৃত, মুখের আস্বাদ খারাপ কোষ্ঠকাঠিণ্য। মাথাঘোরা, দৃষ্টি অস্বাচ্ছ, ও পাকাশয়িক গোলযোগ। তৎসহ প্রস্রাবে অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি। ভ্রুস্থানের উপর মাথার বেদনা।

পাকস্থলী— মুখগহ্বর শুষ্ক, আঠার মত আস্বাদ, তৃষ্ণার্ত, পাকস্থলী পূর্ণতার ও অস্বস্তিকর অনুভূতি।

উদর—বায়ুনিঃসরণ ও বেদনা। মলদ্বার অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও জ্বালা করে। কোষ্ঠকাঠিণ্য তৎসহ অর্শ ও তীব্রমাথার বেদনা। উদরাময়, মল পরিবর্তনশীল ও প্রচুর রক্তমিশ্রিত। নাভী প্রদেশের চারিধারে বেদনা।

প্রস্রাব সংক্রান্ত যন্ত্রনা— প্রস্রাব স্বল্প, গাঢ় রঙযুক্ত, অম্লের পরিমাণের বৃদ্ধি, প্রস্রাবখুব দ্রুত নির্গত হয়।

পিঠ— দুটি কাঁধের মধ্যবর্তী অংশে মৃদু বেদনা এবং বৃক্কস্থানের চারিদিকে ও প্লীহাস্থানের চারিদিকে মৃদু বেদনা; কোমর প্রদেশে বেদনা, শুয়ে থাকলে উপশম।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— সকল সন্ধিস্থানে কন্‌কনানি, বিশেষ করে গোড়ালি সন্ধিতে।

কমা-বাড়া-উপশম— ঠান্ডা বাতাসে, চাপে।

বৃদ্ধি— সন্ধ্যায়।

সম্বন্ধ—ইউয়োনিমাস ইউরোপিয়া— স্পিন্ডল ট্রী (যকৃতের গোলযোগ, পিত্তাধিক্য, কোমরের বেদনা, পাকাশায়িক গোলযোগ তৎসহ প্রস্রাবে অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি। চরর্বন অস্থি, জিহ্বা, লিঙ্গ থেকে প্রস্রাব থলি পর্যন্ত (কেটে ফেলার মত বেদনা।)

পডোফাইলাম; এমন পিক্রিকাম; চেলিডোনিয়াম; ইউয়োনিমিন ১x বিচূর্ণ। (অ্যালবিউমিনিউরিয়া)।

শক্তি— অরিষ্ট ও নিম্নতর শক্তিসমূহ।

ইউপেটোরিয়াম এরোম্যাটিকাম

EUPATORIUM AROMATICUM — পুল-রুট

ঋতুদোষজনিত স্নায়বিক উত্তেজনা; অস্থিরতা ও রোগজনিত কারণে অস্বাভাবিক সর্তকতা। হিষ্টিরিয়া ও নর্তন। সামান্য জ্বর তৎসহ প্রচন্ড অস্থিরতা। মুখের ক্ষতযুক্ত রোগ। স্তনের বোঁটা ফাটা। শিশুদের মুখগহ্বরের ক্ষত। পিত্তবমন, পাকস্থলীর বেদনা, মাথার যন্ত্রনা ও জ্বর।

সম্বন্ধ-ল্যাপাসানা কমিউনিস্— স্তনের বোঁটার আঁচিল স্তনের বোটার ক্ষতে ও অর্শে উপযোগী। হায়োসায়ামাস; প্ল্যাসিক্লোরা, হাইড্রাসটিসমিউর।

শক্তি—অরিষ্ট, মুখগহ্বরের ক্ষতে ও স্তনের বোঁটার ফাটায় স্থানিকভাবে। অভ্যন্তরীণ ভাবে অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

ইউপেটোরিয়াম প্যাফোলিয়েটাম

EUPATORIUM PERFOLIATUM **থোরোওয়ার্ট**

এই ঔষধটি "বোন-সেট" বা হাড়জোড়া নামে পরিচিত। কারণ এই ঔষধটি খুব সহজেও অতিদ্রুত, কিছুজ্বর জাতীয় রোগ যথা ম্যালেরিয়া, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি ক্ষেত্রে থাকা অস্থি ও পেশীর বেদনার উপশম করে থাকে। ইউপেটোরিয়াম মূলতঃ পাকাশয় ও যকৃৎ সংক্রান্ত যন্ত্রসমূহ ও বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর কাজ করে। জলা-জঙ্গল প্রভৃতি এলাকার কাছে এটি একটি বর বিশেষ এবং যে সকল অবস্থায় **অস্থিবেদনা** প্রকাশ পায় সেই সব ক্ষেত্রেও এটি একটি বর বিশেষ। পুরাতন পিত্তাধিক্যজনিত সবিরাম জ্বরের জন্য ঋতুবিকৃতি। মদ্যপান জনিত ভেঙ্গে পড়া স্বাস্থ্য। সকল যন্ত্র ও সকল প্রকার কাজের শিথিলতা। সর্বাঙ্গীন ও তীব্র; অস্থিবেদনা, টাটানি ব্যথা। নির্দিষ্ট সময় পর পর রোগ প্রকাশ পায়, এই লক্ষণটি সুস্পষ্টভাবে থাকে **(আর্সেনিক, চায়না, সিড্রন)**।

মাথা— দপ্‌দপ্‌কর বেদনা। মাথায় চাপবোধ, যেন মনে হয় একটি সিলভাব টুপী দ্বারা সমগ্র মাথায় চাপ দেওয়া হচ্ছে। মাথা ঘোরা, **বাম দিকে** পড়ে যাবে এই জাতীয় অনুভূতি। পিত্তবমন। মাথার তালু ও পিছনে বেদনা ও **চোখের তারায় টাটানি ব্যথা।** নির্দিষ্ট সময় পর পর মাথার বেদনা, বেদনা প্রতি তিনদিন ও সাতদিন পর পর দেখা দেয়। **শুয়ে পড়ার পরে মাথার পিছনের অংশে বেদনা তৎসহ মাথায় ভারবোধ।**

মুখগহ্বর—মুখ গহ্বরের কোনগুলি ফাটা, হলুদ লেপ যুক্ত জিহ্বা, পিপাসা।

পাকস্থলী— জিহ্বা হলুদ। মুখের আস্বাদ তিতো। যকৃৎ প্রদেশে টাটানি ব্যথা। প্রচুর পিপাসা। পিত্ত বমন ও বাহ্যি, এটি সবুজ রঙের তরল পদার্থ, প্রতিবার কয়েক লিটার করে বেরিয়ে যায়। বমির আগে পিপাসা। **হিক্কা। (সালফিউরিক অ্যাসিড), হাইড্রোসাইয়েনিক অ্যাসিড)।** কষা জামা-কাপড় পরিহার করে।

মল— বারে বারে সবুজ, জলের মত। খিলধরা, কোষ্ঠকাঠিণ্য, তৎসহ যকৃতে টাটানি।

শ্বাস-প্রশ্বাস— সর্দ্দি তৎসহ, হাঁচি, **স্বরভঙ্গ ও কাশি, তৎসহ বুকে টাটানি ব্যথা;** কাশির সময় বুকে হাত দিয়ে কাশে। **ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা,** তৎসহ পেশী ও অস্থি সমূহে প্রচন্ড টাটানি ব্যথা। **পুরাতন** তরল কাশি, বুকে টাটানি ব্যথা; রাত্রে বৃদ্ধি, হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকলে কাশির উপশম।

জ্বর— ঘামে সকল কষ্টের উপশম কেবলমাত্র মাথার যন্ত্রনা ছাড়া। শীত সকাল ৭টা থেকে ৯টার মধ্যে শুরু হয়। **শীতের পূর্ব্বে পিপাসা তৎসহ পেশী ও অস্থিসমূহের টাটানি ব্যথা ও প্রচন্ড কন্‌কনানি।** বমি বমি ভাব, শীতাবস্থা বা উত্তাপ অবস্থার শেষাবস্থায় **পিত্তবমন;** দপ্‌দপ্‌ কর মাথার যন্ত্রনা। **রোগী বুঝতে পারে এই বার তার শীত করা শুরু হবে, কারণ এই সময় সে যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করতে পারে না।**

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— পিঠে কন্‌কনানি বেদনা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থিতে কন্‌কনানি তৎসহ পেশীসমূহের টাটানি। বাহু ও কব্জিতে কন্‌কনানি। বামপায়ে বুড়ো আঙ্গুলের স্ফীতি। গেঁটেবাতের মত টাটানি ও সন্ধিস্থানে অস্থিগুটি সমূহের প্রদাহ, তৎসহ মাথার বেদনা। শোথ যুক্ত স্ফীতি।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, নির্দিষ্ট সময় পর পর।

উপশম, আলাপ-আলোচনায়, হামাগুড়ি দিয়ে থাকলে,

সম্বন্ধ-তুলনীয়- ব্রায়োনিয়া, সিপিয়া, নেট্রাম মিউর; চেলিডোনিয়াম;

নিক্ট্যান্থেস্ আর্বর-ট্রিষ্টিস (পিত্তাধিক্যজনিত জ্বর; অতৃপ্তকর পিপাসা; শীতাবস্থার, শেষাবস্থায় তিতো বমি, এছাড়াও শিশুদের কোষ্ঠকাঠিণ্য।)

শক্তি— অরিষ্ট্য থেকে ৩য় শক্তি।

ইউপেটোরিয়াম পারপিউরিয়াম

EUPATORIUM PURPUREUM — **কুইন অফ্ দ্যা মেডো**

প্রস্রাবে অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি, ডায়েবিটিস, কষ্টকর প্রস্রাব, **প্রস্রাব থলির অস্বস্তি**, প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, এইগুলি হল, এই ঔষধের বিশেষ কার্য ক্ষেত্র। বৃক্কজনিত শোথে খুব ভাল কাজ করে। শীতবোধ ও বেদনা উপরের দিকে প্রসারিত হয়। ধবজভঙ্গ বন্ধ্যাত্ব। গৃহকাতরতা।

মাথা— **বামদিকের মাথায় যন্ত্রনা তৎসহ মাথাঘোরা**। বমি কাঁধ থেকে মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত বেদনা। অসুস্থজনিত মাথার বেদনা সকালে শুরু হয়, বিকালে, সন্ধ্যায় ও ঠান্ডা বাতাসে বৃদ্ধি।

প্রস্রাব সংক্রান্ত যন্ত্র সমূহ— বৃক্কের গভীরে, মৃদু বেদনা। প্রস্রাব করার সময় প্রস্রাব থলি ও প্রস্রাব নলীতে জ্বালা। অপ্রচুর মূত্রস্রাব; দুধের মত। কষ্টকর প্রস্রাব। রক্তপ্রস্রাব। অবিরাম বেগ; প্রস্রাব থলিতে পূর্ণতার অনুভূতি। বেদনাদায়ক প্রস্রাব। **স্ত্রীলোকের প্রস্রাব থলির অস্বস্তি**। ডায়োবিটিসি নেসিপিডাস।

পিঠ— কোমর স্থানে ও পিঠে ভারী বোধ।

স্ত্রীরোগ— বাম ডিম্বাশয়ের চারিপাশে বেদনা। গর্ভস্রাবের আশঙ্কা। জননেন্দ্রিয়ের বাইরের অংশ ভিজে বলে মনে হয়।

জ্বর— শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে না কিন্তু তীব্র মাথার বেদনা থাকে। **শীতাবস্থা পিঠের দিক থেকে শুরু হয়**। তীব্র কম্পন, কিন্তু সেই তুলনায় ঠান্ডা ভাব কম থাকে। অস্থি সমূহের বেদনা।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—সেনিসিও, ক্যানাবিস স্যাট, হেলোনিয়াম, ফসফোরিক অ্যাসিড, ট্রিটিকাম, এপিজিয়া।

শক্তি— ১ম শক্তি।

ইউফার্বিয়া ল্যাথিরিস

EUFORBIA LATHYRIS **গোফের-প্ল্যান্ট**

এই উদ্ভিদের তাজা দুধের মত রস চামড়ার উপর লাগলে তীব্র হাজাকর এবং এই উদ্ভিদের ফল তীব্র উদরাময়কারক ও বিষাক্ত। এই উদ্ভিদের রস লালচে ভাব, চুলকানি, ফুস্কুড়ি সমূহ এবং কোন-কোন সময় গ্যাংগ্রীন উৎপন্ন করে। এই ঔষধের লক্ষণগুলি থেকে দেখা যায় যে, এটি ইরিসিপেলাস, বিষাক্ত চর্মরোগ প্রভৃতিতে কাজ করে। বিশ্রামের সময় বাতজ বেদনা। পক্ষাঘাত গ্রস্ত, সন্ধিস্থানের দুর্বলতা।

মন— প্রলাপ ও মানসিক বিভ্রান্তি, আচ্ছন্নভাব ও গভীর নিদ্রা।

চোখ— চোখের পাতার শোথাবস্থার কারণে চোখ প্রায় বন্ধ অবস্থায় থাকে।

নাক— নাকের শেষাংশের বাইরের দিক তীব্র, প্রদাহযুক্ত। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অত্যন্ত অনুভূতি প্রবন ও শোথ যুক্ত তৎসহ ক্ষতযুক্ত।

মুখমন্ডল—মুখমন্ডল প্রথমে লাল উজ্বল, পরে মৃতের মত ফ্যাকাশে। কপালে মালার মত দেখতে বিন্দু-বিন্দু ঠান্ডা ঘাম। লাল, ফোলাভাব ও স্থানে স্থানে পুঁজোৎপত্তি। উদ্ভেদ, প্রথমে মুখমন্ডলে প্রকাশ পায়, ধীরে ধীরে শীরের কেশাবৃত অংশে প্রকাশ পায় এবং এর পরে সমগ্র শরীরের উদ্ভেদ প্রকাশ পায়, মোট আটদিন সময় লাগে; উদ্ভেদগুলি চক্চকে, খস্খসে শোথযুক্ত তৎসহ জ্বালা ও হুলফোটার মত বেদনা; স্পর্শে ও ঠান্ডা বাতাসে বৃদ্ধি। বদ্ধ ঘরেও মিষ্টিগন্ধযুক্ত তেলের প্রলেপে উপশম, সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ভূষির মত আঁশ। মাকড়সার জলের মত অনুভূতি। মুখমন্ডল স্পর্শ করলে হুলফোটানো বেদনা ও জ্বালা করে।

মুখগহ্বর— জিহ্বা লেপাবৃত, পিচ্ছিল, ঝাঁঝাল আস্বাদ। শ্বাস-প্রশ্বাস ঠান্ডা, ছাতা পড়ার মত গন্ধ।

পাকস্থলী— বমি-বমিভাব ও প্রচুর পরিষ্কার জলের মত বমি তৎসহ সাদা জিলেটিনের মত পদার্থ মিশ্রিত থাকে।

মল— এই ঔষধ অধিক পরিমানে ব্যবহার করা হলে প্রচুর বাহ্যি হয়। সামান্য মাত্রায় মৃদু বিবেচক হিসাবে কাজ করে; কয়েক সপ্তাহ ব্যবহারের পরে দুর্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিণ্য দেখা দেয়। মল সাদা, স্বচ্ছ, জিলেটিনের মত শ্লেষ্মাযুক্ত, পরে রক্তমিশ্রিত হয়।

প্রস্রাব— প্রচুর প্রস্রাবের ধারা।

পুরুষের রোগ— অন্ডকোষের প্রদাহ, ফলতঃ গভীর ও ক্ষয়কর ক্ষতে পরিণত হয়। তৎসহ তীব্র চুলকানি ও জ্বালা থাকে; স্পর্শ করলে বা ঐ অংশটি ধুলে বৃদ্ধি।

শ্বাস-প্রশ্বাস— কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস। শ্বাসপ্রশ্বাস ঠান্ডা, ছাতা পড়ার গন্ধযুক্ত। কাশি; প্রথমে খুক্খুকে, গন্ধকের ঘ্রান নেবার পরে যে রকম কাশি হয়; পরবর্তী কালে, থেকে-থেকে প্রবল আক্রমণ, অনেকটা হুপিং কাশির মত, কাশির আক্রমণ নির্দিষ্ট সময় পর পর

দেখা দেয়, কাশির আক্রমণ কাল শেষ হয় বমি ও উদরাময়ের মাধ্যমে, তৎসহ দুটি আক্রমণ কালের মাঝে নিদ্রালুতা।

হৃদ্‌পিন্ড— দুর্বল ও ডানা ঝাপটানোর মত শব্দ করা হৃদ্‌স্পন্দন। নাড়ী প্রতি মিনিটে ১২০, পূর্ণ, লম্পমান, কিছুটা অনিয়মিত।

ঘুম—রাত্রে অস্থিরতা। ঘুমের ব্যাঘাত, উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্ন সমূহ।

জ্বর— তাপমাত্রার বৃদ্ধি। সারা শরীর প্রচুর ঘামে ভিজে যায়। এই ঘাম কপালে বিন্দু বিন্দু মালার মত দেখায়; শেষে, কপালে ঠান্ডা, চটচটে ঘাম।

চামড়া— উদ্ভেদ, প্রথমে শরীরের যে সকল অংশ ঢাকা থাকে না, সেই সব অংশে, মুখমন্ডলে প্রকাশ পায় এবং সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে; চক্‌চকে; খস্‌খসে, শোথযুক্ত তৎসহ জ্বালা ও হুলফোটার মত বেদনা। উদ্ভেদ দেখা দেবার পরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভূষির মত আঁশ উঠে। উদ্ভেদ খস্‌খসে, আঁশযুক্ত, হুলফোটার মত বেদনা ও জ্বালা; আঁচড়ালে গভীর ক্ষত তৈরী হয়; চামড়ার যে অংশে ক্ষত দেখা দেয়, সেই অংশ লালবর্ণযুক্ত হয়।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি—স্পর্শেও ঠান্ডাবাতাসে;

উপশম—বদ্ধ ঘরে ও মিষ্টিগন্ধযুক্ত তেলের প্রলেপে

সম্বন্ধ—রাসটক্সের দ্বারা এই ঔষধের ক্রিয়ানাশ হয় (চর্মের লক্ষণসমূহ), **ভিরেট্রাম এল্বাম** (বমি, বাহ্যি, কাশি ও গভীর নিদ্রা)।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

ইউফর্বিয়াম

EUPHORBIUM — **দ্য রেসিনাস জুস অফ্ ইউফররিয়া রেসিনিফেরা**

চামড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে এই ঔষধ উপদাহ সৃষ্টি করে। অস্থিসমূহের ভিতর জ্বালাকর বেদনা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেদনা ও সন্ধিগুলিতে পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা। শ্বাস-প্রশ্বাস ও চামড়ার লক্ষণসমূহ গুরুত্বপূর্ণ। তীব্র জ্বালাকর বেদনা। ক্যান্সার রোগের বেদনা। প্রতিটি বস্তুই স্বাভাবিক থেকে বড়ো বলে মনে হয়।

মাথা— তরুন উন্মাদ অবস্থা। তীব্র চাপবোধযুক্ত মাথার বেদনা।

মুখমন্ডল— ইরিসিপেলাস; হলুদ ফোস্কাসমূহ। গালে জ্বালা, বামদিকে বেশী হয়। চোখ প্রদাহিত ও সকালে চোখ জুড়ে যায়। গালের উপর লালবর্ণের স্ফীতি। নাকের চুলকানি তৎসহ নাসিকা গলনলীয় অংশ থেকে শ্লেষ্মাস্রাব।

পাকস্থলী— প্রচন্ড ক্ষুধার্ত; প্রচুর লবনাক্ত লালাস্রাব। মুখে জলকাটে। ঠান্ডা পানীয় পানের তীব্র ইচ্ছা।

উদর— পেটে গোলের ভিতর ঢোকা;আক্ষেপিক, পেট ফাঁপাজনিত শূলবেদনা। গাঁ জলাযুক্ত মল, প্রচুর কাদার মত। পেটের ভিতরে শূন্যবোধ।

শ্বাস-প্রশ্বাস— বাধাপ্রাপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, মনে হয় যেন বক্ষঃগহ্বর যথেষ্ট মাত্রায় প্রসারিত হতে পারছে না। আক্ষেপিক, শুষ্ক কাশি, দিনে ও রাত্রে, তৎসহ হাঁপানী। তীব্র, তরল সর্দি, তৎসহ জ্বালা ও কাশি। অবিরাম কাশি, তৎসহ পাকস্থলীর উপরের অংশ থেকে বুকের দুই ধারে সূঁচ ফোটার মত বেদনা। ঘুংড়িকাশি, শুষ্ক, ফাঁপা ধরণের শব্দযুক্ত কাশি। বুকের ভিতর গরমবোধ, যেন মনে হয় গরম খাবার খেয়েছে। এই জাতীয় অনুভূতি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— পক্ষাঘাতের বেদনা। হিপজয়েন্ট ও চক্ষু অস্থিতে বেদনা।

চামড়া— ইরিসিপেলাস জাতীয় প্রদাহ, বিশেষ করে গালে। দংশন এবং হুল ফোটার মত বেদনা। লাল, স্ফীত। **ফোস্কা যুক্ত ইরিসিপেলাস**। কার্বাঙ্কল, পুরাতন, সহজে সারতে চায় না এই জাতীয় ক্ষত তৎসহ দংশনের মত, ছুরি দিয়ে কাটার মত বেদনা। পুরাতন ক্ষত, তৎসহ পুঁজ যুক্ত উদ্ভেদ, গ্যাংগ্রীণ (ইচিনেসিয়া, সিকেলি)। ক্ষতযুক্ত ক্যান্সার ও চর্মের ক্যান্সারজনিত অর্বুদ।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ইউফর্বিয়া এমিন্ড্যানয়েডস (অস্থিময় গহ্বরের বেদনা, গন্ধ সম্পর্কিত বিভ্রান্তি, ইঁদুরের গন্ধ। আস্বাদ শক্তি কমে যাওয়া উদরাময়; মলকষ্টকর তৎসহ মলদ্বারে বেদনাদায়ক আক্ষেপ।)

ইউফর্বিয়া কোরোল্যাটা— লার্জফ্লাউয়ারিং স্পর্জি—(এটি একটি ঘর্মকারক ও শ্লেষ্মা নিঃসারক ঔষধ বিশেষ মৃত্যুসূচক বমি-**বমিভাব** ও পাকাশয় অন্ত্রের গোলযোগে। পুরাতন পদ্ধতির চিকিৎসকেরা এই ঔষধটি বিবেচক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ভুক্ত খাদ্যবস্তুর বমি, জল ও শ্লেষ্মাযুক্ত এবং প্রচুর বাহ্যি। আক্রমন সমূহ অল্পসময় পর পর প্রত্যাবর্তন করে। পাকাশয়ের ভিতর থাবা দিয়ে আঁকড়িয়ে থাকার মত অনুভূতি;ঠান্ডা ঘাম)। **ভিরেট্রাম এল্বাম)।**

ইউফর্বিয়া মার্গিনেটা— স্নোঅন দ্য মাউন্টেন— (এই উদ্ভিদের ফুলের মধু বিষাক্ত, উত্তপ্ত ও ঝাঁঝাল আস্বাদযুক্ত। দুধের মত রস **রাসটক্সের** চামড়ার লক্ষনের মত লক্ষণ প্রকাশ করে।)।

ইউফর্বিয়া পিলুলিফেরা— পিলবিয়ারিং স্পার্জ— (ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত হাঁপানী, হৃদপিন্ডের ক্রিয়াবৈকল্য হেতু শ্বাসকষ্ট, হে-ফিভার ও ব্রঙ্কাইটিস। মূত্রনলীর প্রদাহ তৎসহ, প্রস্রাব করার সময় তীব্র বেদনা এবং তীব্র বেগ। হাজাকর প্রদর স্রাব;সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। সূর্যের উত্তাপ লাগার ফলে রক্তস্রাব ও আঘাতজনিত রক্তস্রাব)।

এছাড়াও **তুলনীয়-সোরালিয়া**- কলম্বো দেশের উদ্ভিদ বিশেষ—(ক্যান্সার ও ক্ষতের বেদনা। দুর্গন্ধযুক্ত প্রদরস্রাব। চুলকানি। জরায়ুর অর্বুদ)। **ক্রোটনটিগ; জ্যাট্রোফা; কলচিকাম।**

দোষঘ্ন-ক্যাম্ফর; ওপিয়াম।

শক্তি— ৩য় থেকে ৬ষ্ট শক্তি।

ইউফ্রেসিয়া

EUPHRASIA আইব্রাইট

এই ঔষধটি বিশেষ করে চোখের কন্‌জাঙটিভা অংশের প্রদাহ উৎপন্ন করে, এছাড়াও প্রচুর অশ্রুস্রাব উৎপন্ন করে। রোগীমুক্ত বাতাসে উপশমবোধ করে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সর্দ্দিজনিত প্রদাহ বিশেষ করে চোখ ও নাকের প্রচুর হাজাকর অশ্রুস্রাবও প্রচুর অনুত্তেজক নাসিকা স্রাব; সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। গলা খেঁকারী দিলে দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা উঠে।

মাথা— মাথায় ফেটে যাবার মত যন্ত্রনা তৎসহ চোখ ঝলসিয়ে যায়। **সর্দ্দিজনিত মাথার বেদনা** তৎসহ নাক ও চোখ দিয়ে প্রচুর স্রাব।

নাক— প্রচুর, তরলসর্দ্দি তৎসহ প্রচন্ড কাশিও প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব নির্গত হয়।

চোখ— সর্দ্দিজনিত কন্‌জাউটিভাইটিস; হাজাকর স্রাব। **চোখ দিয়ে সর্বদা জলঝরে।** হাজাকর অশ্রুস্রাব; অনুত্তেজক সর্দ্দি। **(এলিয়াম সেপার বিপরীত)** স্রাব গাঢ় ও হাজাকর (মার্কিউরিয়াস পাতলা ও হাজাকর।) চোখের পাতায় জ্বালা ও স্ফীতি। বারে বারে চোখ মিট্‌মিট্ করে। কনীনিকার উপর চট্‌চটে শ্লেষ্মা; এই শ্লেষ্মা বার করার জন্য চোখ মিট্‌মিট্ করতে বাধ্য হয়। চোখের ভিতর চাপবোধ। কনীনিকার উপর ছোট ছোট ফোস্কা। অস্বচ্ছতা। বাতজনিত কারণে উপতারার প্রদাহ। চোখের পাতায় পড়ে থাকা বা চোসিস। (জেনস; **কটিকাম**)।

মুখমন্ডল— গাল লাল ও উত্তপ্ত। উপরের ঠোঁটের আড়ষ্টতা।

পাকস্থলী— গলা খেঁকার দিয়ে শ্লেষ্মা বার করার সময় বমি। বমি ধূমপানের পরে বমি-বমিভাব ও মুখের আস্বাদ তিতো।

পাকস্থলী—আমাশয়। মলদ্বারের স্থানচ্যুতি। বসে থাকার সময় মলদ্বারের ভিতর দিয়ে নীচের দিকে ঠেলামারার মত চাপবোধ। কোষ্ঠকাঠিণ্য।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাব বেদনাদায়ক। স্রাব কেবলমাত্র একঘন্টা বা একদিন স্থায়ী হয়; ঋতুস্রাব নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে, অল্প ও ক্ষণস্থায়ী, রজঃ রোধ-তৎসহ চোখউঠা।

পুরুষের রোগ— জননেন্দ্রিয়ের আক্ষেপিক সঙ্কোচন, তৎসহ বস্তিকোটরের অস্থিস্থানে চাপবোধ। আঁচিলের ন্যায় অর্বুদ ও সাইকোসিস্ দোষজনিত গুটি। **প্রস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ।** প্রস্রাবথলির রাত্রিকালীন অস্বস্তি; প্রস্রাব ফোঁটা-ফোঁটা করে হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস— মুক্ত বাতাসে ভ্রমনকরার সময় বারে বারে হাইতোলে। সকালে প্রচুর, তরল সর্দ্দিজস্রাব তৎসহ প্রচুর কাশি ও শ্লেষ্মা উঠে। ইনফ্লুয়েঞ্জা। সকালে গলা পরিষ্কার করার সময় শ্বাসবন্ধ হয়ে আসে। হুপিং কাশি কেবলমাত্র দিনের বেলায় হয় তৎসহ প্রচুর অশ্রুস্রাব।

চামড়া— হাড়ের প্রথমাবস্থা; চোখের লক্ষনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে। বাইরের আঘাতজনিত কুফল।

ঘুম—মুক্ত বাতাসে ভ্রমণের সময় হাইতোলা। দিনের বেলা নিদ্রালুতা।

জ্বর— শীতবোধ ও ঠান্ডা। ঘাম, অধিকাংশ যুবকের উপর হয়। রাত্রে এবং ঘুমের মধ্যে।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— সন্ধ্যায়, ঘরের ভিতরে, উষ্ণতায়; দক্ষিনাবাতাসে, আলোতে।

উপশম— কফি পানে, অন্ধকারে।

সম্বন্ধ— দোষঘ্ন—ক্যাম্ফর, পালসেটিলা,

তুলনীয়— হাইড্রোফাইলাম- (চোখের সর্দ্দিজনিত প্রদাহ; উত্তপ্ত অশ্রুস্রাব তৎসহ চুলকানি, চোখের পাতার স্ফীতি, মৃদু মাথার বেদনা; এছাড়াও পয়জন ওকের বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে); সেপা, আর্সেনিক, জেলস, ক্যালি হাইড্রো, স্যাবাডিলা।

শক্তি— ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

ইউপিয়ন

EUPION উড-চার ডিস্টিলেশন্

স্ত্রীরোগের লক্ষণাবলী ও পিঠের যন্ত্রনা সুস্পষ্টভাবে থাকে। জরায়ুর স্থান চ্যুতির একটি ঔষধ বিশেষ। পিঠের বেদনা, এর পরে অনুত্তেজক প্রদর স্রাব। মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেও প্রচুর পরিমাণে হয়; স্রাব পাতলা। সামান্য পরিশ্রমে প্রচুর ঘাম। বিরক্তিকর স্বপ্নসমূহ। মনে হয় যেন, সমগ্র শরীর জেলি দিয়ে তৈরী হয়েছে।

মাথা— মাথাঘোরা। বিছানায় উঠে বসলে চারিদিকের সকল জিনিষ ঘুরতে থাকে। মাথার তালু উত্তপ্ত; মাথার তালুতে সুঁচ ফোটার মত অনুভূতি। এই জাতীয় অনুভূতি পেটও যৌনাঙ্গের ভিতর দিয়ে নীচের অঙ্গে নামে। মাথার টাটানি ব্যথাযুক্ত, বেদনাদায়ক স্থান সমূহ। কপালে বেদনাদায়ক নাড়ীস্পন্দন।

স্ত্রীরোগ— ডানদিকের ডিম্বাশয়ে জ্বালা। প্রদর স্রাব গলগল করে বেরিয়ে থাকে। জরায়ুনলীর পুরাতন রোগ। জরায়ুর ব্যথা। মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেও প্রচুর পরিমানে হয়। ঋতুস্রাব চলাকালীন খিটখিটে ভাব ও কথা বলতে অনিচ্ছা; বুকের ভিতর ও হৃদপিন্ডে জ্বালা ও সুঁচ ফোটার মত অনুভূতি। ঋতুস্রাবের পরে, হলুদ প্রদর স্রাব তৎসহ তীব্র পিঠের বেদনা। যখন পিঠের বেদনা কমে যায়। তখন স্রাব গল্‌গল্ করে হয়। প্রস্রাব করার সময় ভগৌষ্টদ্বয়ের মধ্যবর্তীস্থানে টাটানি। মূলাধারে চুলকানি; ভগৌষ্টের স্ফীতি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—পায়ের ডিমে খিলধরা; রাত্রে বৃদ্ধি।

পিঠ— ত্রিকাস্থির বেদনা, যেন ভেঙ্গে যাবে বলে মনে হয়। তীব্র পিঠের বেদনা; পিঠের অবলম্বন হিসাবে কোন কিছুতে যে ঠেস দিয়ে বসতে বাধ্য হয়। বস্তিকোটর পর্যন্ত বেদনা প্রসারিত হয়।

সম্বন্ধ— ক্রিয়োজোট; গ্র্যাফাইটিস: ল্যাকেসিস।

শক্তি— ৩য় শক্তি।

ফেবিয়ানা ইম্‌ব্রিৎকেটা

FABIANA IMBRICATA পিচি

এটি দক্ষিণ আমেরিকার গুল্ম বিশেষ, যা দক্ষিণ ক্যালিফোনিয়াতে চাষ করা হয়। এটি তার্পিনযুক্ত মূত্রকারক ঔষধ বিশেষ এই ঔষধের বলকারক ও পিত্তনিঃসারকগুলি আছে।। এটি নাকের সর্দ্দি, জন্ডিস, অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবহার হয় এবং পিত্ত নিঃসরনের পরিমান বাড়িয়ে থাকে। ইউরিক অ্যাসিডযুক্ত ঋতুদোষে, প্রস্রাব থলির প্রদাহে, গনোরিয়া, প্রস্টেট গ্রন্থির প্রদাহে, কষ্টকর প্রস্রাবে, প্রস্রাবে থলির প্রদাহ তৎসহ প্রস্টেট গ্রন্থির পুঁজোৎ পত্তিতে এই ঔষধটি ব্যবহার হয়ে থাকে; গনোরিয়া রোগের পরে, প্রস্রাব সংক্রামন যন্ত্রসমূহের অসুস্থতা; পিত্তপাথুরী ও যকৃতের উপসর্গ। প্রস্রাবের পরে প্রস্রাবথলির কোঁথ-ও জ্বালা। হাজাকর প্রস্রাব ও পাথুরী।

শক্তি—১০ থেকে ২০ ফোঁটা অরিষ্ট।

ফ্যাগোপাইরাম

FAGOPYRUM বাকহুয়িট

চামড়ার উপর কাজ করে এই ঔষধ চুলকানি উৎপন্ন করে, যা সুস্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে। ধমনীর স্পন্দন দেখা যায়। তরল সর্দি, দূর্গন্ধযুক্ত স্রাব। চুলকানিযুক্ত উদ্ভেদ। বার্ধক্যজনিত চুলকানি। নাকের পিছনের অংশের প্রদাহ; শুষ্ক মামড়িযুক্ত, নাকের পিছনের অংশে দানা-দানাবস্তু দেখা যায় তৎসহ চুলকানি।

মাথা— পড়াশুনা করতে অথবা কোনকিছু স্মরণ করতে অক্ষম। হতাশ ও খিটখিটে। চোখ ও কানের চুলকানি। মাথার গভীরে বেদনা, তৎসহ উপরের দিকে চাপবোধ। চোখ ও কানের ভিতরে ও চারিপাশে চুলকানি। মাথা গরম, মাথা পিছনদিকে ঝুঁকলে উপশম, তৎসহ ঘাড়ের ক্লান্তি। ফেটে যাবার মত বেদনা। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য।

নাক— ক্ষতযুক্ত, লাল, প্রদাহিত। তরল সর্দি, তৎসহ হাঁচি, এর পরে শুষ্কতা ও মামড়ি উৎপন্ন হয়।

চোখ— চুলকানি ও হুলফোটার মত বেদনা, স্ফীতি, উত্তপ্ত ও টাটানি ব্যথা।

গলা— ক্ষততাবোধ ও হাজাকর অনুভূতি, গলবিলের গভীরে। আলজিহ্বা লম্বা হয়ে যায়, টনসিলের বিবৃদ্ধি।

পাকস্থলী— ঢেকুরের সঙ্গে ঝলসিয়ে যাবার মত, উত্তপ্ত। জলের মত বস্তু উঠে; কফিপানে উপশম। সকালে মুখের খারাপ আস্বাদ। সকালে, অবিরাম বমি-বমিভাব। লাল পড়া।

হৃদপিন্ড— হৃদ্‌পিন্ডের চারিধারে বেদনা, চিৎ হয়ে শুলে উপশম, বেদনা বাম ঘাড় ও বাহু পর্যন্ত প্রসারিত হয়। শুয়ে পড়ার পরে সকল ধমনীতে দপ্‌দপানি শুরু হয়। হৃদকম্প তৎসহ শ্বাসরোধক অবস্থা। নাড়ী অনিয়মিত, সবিরাম, দ্রুত। বুকের ভিতর হাল্কাবোধ।

স্ত্রীরোগ— যোনি কপাটে চুলকানি, তৎসহ হলুদ প্রদর স্রাব, বিশ্রামে বৃদ্ধি। ডানদিকের ডিম্বাশয়ে জ্বালা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ঘাড়ের পেশীর আড়ষ্ঠতা ও থেৎলিয়ে যাবার মত অনুভূতি, তৎসহ মনে হয় যে, ঘাড় যেন মাথাটি ধরে রাখতে পারবে না। কাঁধের বেদনা, তৎসহ হাতের আঙ্গুলের উপর দিয়ে বেদনা। বাহুদ্বয়ে ও পাদুটিতে তীব্র সুখকর চুলকানি; সন্ধ্যার মুখে বৃদ্ধি। পায়ের পাতার অসাড়তা ও খোঁচামারার মত অনুভূতি। বাহু ও পা দুটিতে আঁকাবাঁকাভাবে বেদনা হয়।

চামড়া— চুলকানি, ঠান্ডা জলে স্নানে উপশম; আঁচড়ালে, স্পর্শ করলে ও শুয়ে পড়লে বৃদ্ধি। টাটানি ব্যথাযুক্ত লাল ফুসকুড়ি সমূহ। ফোঁড়া, যাতে পুঁজ হয় না। হাটুদ্বয়, কনুইদ্বয় ও শরীরের লোমযুক্ত অংশের চুলকানি। হাতের গভীরে চুলকানি। ফোস্কাযুক্ত, পুঁজযুক্ত অথবা পুঁজপূর্ণ চর্মপ্রদাহ, চামড়া উত্তপ্ত, স্ফীত।

কমা-বাড়া-উপশম, ঠান্ডা জলে, কফি পানে, বৃদ্ধি, বিকালে;সূর্যালোকে ও আঁচড়ালে।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ডালিকস; বোভিস্টা; আর্টিকা।

শক্তি— ৩য় শক্তি ও ১২ x বিচূর্ণ।

ফেলটাউরি

FEL TAURI **অক্স-গল্**

এই ঔষধটি ডিওডিনামের রস নিঃসরণের পরিমান বৃদ্ধি করে, চর্বিকে গলিয়ে দেয় এবং অন্ত্রের ধমন ক্রিয়া বা পেরিষ্টলসিস বাড়িয়ে দেয়। পিত্তকে তরল করে এবং বিবেচক ও পিত্ত নিঃসরণ ক্রিয়ার উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। হজমক্রিয়ার গোলযোগ, উদরাময়, এবং ঘাড়ের গ্রীবা দেশে বেদনা; এই গুলি এই ঔষধের প্রধান লক্ষন সমূহ। পিত্তনলীর পথের অবরুদ্ধতা। পিত্ত পাথুরী। জন্ডিস।

পাকস্থলী— ঢেকুর, পাকস্থলীর ভিতর ও পেটের উপরের অংশে গুড়গুড় শব্দ। অন্ত্রের ধমন ক্রিয়ার তীব্রতা। আহারের পরে ঘুমাবার প্রবণতা।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-মার্ক ডালসিস; কোলেষ্টারিন। পিত্ত পাথুরীতে চায়না। ক্যালকিউলিবাইলি- পিত্ত পাথুরীর বিচূর্ণ- ১০-১২ x (পিত্ত পাথুরী)।

শক্তি— নিম্নশক্তির বিচূর্ণ। বিশুদ্ধ অক্সগল ১ থেকে ১০ গ্রেন মাত্রায়।

ফেরাম আয়োডেটাম

FERRUM IODATUM **আয়োডাইড অফ্ আয়রন**

গন্ডমালা ঋতুদোষগ্রস্ত, গ্রন্থিজ স্ফীতি এবং অর্বুদের ক্ষেত্রে এই ঔষধের কাজ আছে। ছোট-ছোট দলবদ্ধ ফোঁড়া। উদ্ভেদ উৎপন্নকারী রোগের পরে, বৃক্কের তরল প্রদাহ। জরায়ুর স্থানচ্যুতি। শরীরের শীর্ণতা, রক্তাল্পতা, মাসিক ঋতুস্রাব চাপা পড়ে গলগন্ডরোগ হতে চোখ বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে। জীবনীশক্তির উপর ক্ষয়কর কাজের ফলে দুর্বলতা। গালে মামড়ীযুক্ত ঘা।

পাকস্থলী—মনে হয় যেন ভুক্ত খাদ্য বস্তু ঠেলে গলার দিকে উঠে আসছে, যেন ঐ খাদ্য বস্তু গেলা হয় নি এই জাতীয় অনুভূতি।

উদর— এমনকি সামান্য পরিমানে খাবার গ্রহনের পরেও পেটের ভিতর পূর্ণতার অনুভূতি; পেটের ভিতর যেন খাবার ঠান্ডা রয়েছে। এই জাতীয় অনুভূতি, এই কারনে সে (স্ত্রী) সামনের দিকে ঝুঁকতে পারে না।

গলা— গলায় টাটানি ব্যথা, যেন গোঁজ ফুঁটে রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি। ঐ গলার বিভিন্ন অংশে তীরের মত বিদ্ধ হয়। স্বরভঙ্গ।

শ্বাস-প্রশ্বাস— সর্দ্দি; নাক, শ্বাসনলী ও কন্ঠনলী দিয়ে সর্দ্দিজ স্রাব। বুকাস্থির নীচে চাপবোধ। গন্ডমালা দোষযুক্ত নাকের স্ফীতি। বুকের ভিতর শ্বাসরোধের মত অবস্থা। রক্ত কাশ।

প্রস্রাব সম্পর্কিত যন্ত্র সমূহ— প্রস্রাব কালচে। মিষ্টগন্ধযুক্ত। **মূত্রনলী ও সরলান্ত্রে সুড়সুড় অনুভূতি।** মনে হয় যেন, প্রস্রাব ফসানেভিকিউল্যারিসে আটকিয়ে রয়েছে। প্রস্রাব ধরে রাখতে কষ্ট হয়। রক্তাল্পতাযুক্ত শিশুদের অনিচ্ছায় প্রস্রাব।

স্ত্রীরোগ— বসে থাকলে মনে হয় যেন, **যোনিপথের ভিতর দিয়ে উপরের দিকে কিছু ঠেলে উঠছে।** নীচের দিকে তীব্র ঠেলাবোধ। জরায়ুর পিছনদিকে ঘুরে যাওয়া ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি। সিদ্ধ করা বার্লির মত দেখতে প্রদর স্রাব। মাসিক ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ ও অল্প পরিমানে হয়। যোনি কপাট ও যোনিনলীর ভিতর চুলকানি ও টাটানি।

শক্তি— ৩x বিচূর্ণ। ঔষধের মাত্রা বেশীসময় ধরে কার্যকরী থাকে না।

ফেরাম ম্যাগনেটিকাম

FERRUM MAGNETICUM **লোডস্টোন**

অন্ত্রের উপর এই ঔষধের সুস্পষ্ট কাজ আছে। ঘাড়ের গ্রীবা দেশে বেদনা। পক্ষাঘাতের মত দুর্বলতা। হাতের উপর ছোট **ছোট** আঁচিল।

পাকস্থলী— আহারের সময় পেটে বায়ুসঞ্চয়; আহারের পরে অবসাদ, কথা বলতে অনিচ্ছা এবং পেটের উপরের অংশ উত্তপ্ত, বেদনা, বিশেষ করে শ্বাস নেবার সময়।

উদর— পেটের ভিতর নড়াচড়া ও গুড়্‌গুড়্ শব্দ। তরল মল তৎসহ প্রচুর বায়ুসঞ্চয়, বিশেষ করে পেটের বামদিকে, তৎসহ পাদুটিতে টান ধরে। প্রচুর ও বারে বারে দূর্গন্ধযুক্ত বায়ুনিঃসরণ।

শক্তি— ৩য় শক্তি।

ফেরাম মেটালিকাম

FERRUM METALLICUM **আয়রন**

খুব ভালোকাজ করে যুবক, দুর্বল ব্যক্তি, রক্তাল্পতা ও শীর্নকায় তৎসহ রক্তপ্রাধান্য, যাদের মুখ-চোখ খুব সহজেই লাল আভাযুক্ত হয়ে উঠে;অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠান্ডা, অতি অনুভূতি প্রবণতা; যে কোন প্রকার সক্রিয় কাজ-কর্মের পরে বৃদ্ধি। সামান্য কথাবার্তা বা হাঁটাচলার পরে **দুর্বলতা**, যদিও **দেখলে খুব শক্তিশালী** বলে মনে হয়। পর্যায়ক্রমে চামড়া, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, মুখমন্ডলের ফ্যাকাশে ভাব ও রক্তিমভাব। মুখমন্ডল, বুক, মাথার, ফুসফুস প্রভৃতিতে রক্তাধিক্য, অসম রক্ত বন্টন। অলীক রক্তাধিক্য। পেশী থলথলে ও শিথিল।

মন— খিটখিটে। **সামান্য শব্দ অসহ্য**। সামান্য প্রতিবাদে উত্তেজিত হয়ে উঠে। আশাপূর্ণ মানসিক প্রকৃতি।

মাথা— প্রবহমান জলের দিকে থাকলে মাথা ঘোরে। হুলবিদ্ধ বৎ মাথার বেদনা। মাসিক ঋতুস্রাবের পূর্বে কানের ভিতর ঝিন্-ঝিন্ শব্দ। হাতুড়ীর ঘা মারার মত। নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায়, রক্তাধিক্যযুক্ত মাথার বেদনা; বেদনা দাঁত পর্যন্ত প্রসারিত হয়, তৎসহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীতল। মাথার পিছনের অংশে বেদনা, তৎসহ ঘাড়ের ভিতর গর্জন। মাথার চামড়া বেদনাদায়ক। মাথার চুলগুলি নীচু করে দিতে বাধ্য হয়।

চোখ— জলপূর্ণ, ঈষৎ লালবর্ণ;আলোকাতঙ্ক, অক্ষরগুলি একটি আর একটির উপর সংলগ্ন থাকে।

মুখমন্ডল—আগুনের মত লাল এবং সামান্য বেদনায়; মানসিক আবেগে অথবা পরিশ্রমে রক্তিমাভ হয়ে উঠে। লাল অংশগুলি সাদা হয়ে উঠে, রক্তহীণতা ও স্ফীতি।।

নাক— শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী শিথিল, নরম, রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে।

মুখগহ্বর— দাঁতগুলির ভিতরে বেদনা; বরফের মত ঠান্ডা জলে উপশম। মাটির মত, আঠার মত আস্বাদ, অনেকটা পচা ডিমের মত।

পাকস্থলী— পেটুকের মত ক্ষুধা অথবা সম্পূর্ণ ক্ষুধাহীণতা। টক জাতীয় বস্তু খাবার অনিচ্ছা। খাবার খেতে শুরু করলে উদরাময় দেখা দেয়। তরল ভর্ত্তি খাবার থু থু করে ফেলে দেয় (ফসফরাস)। আহারের পরে, বমনোদ্বেগ, ছাড়াই খাদ্যবস্তু উঠে যায়। আহারের

পরে বমি বমিভাব ও বমি। **খাবার সঙ্গে সঙ্গে বমি। মধ্যরাত্রে বমি। ডিম সহ্য** হয় না। খাবার পরে পাকস্থলীর প্রসারণ ও চাপবোধ। পাকস্থলীর ভিতর উত্তাপ ও জ্বালা। উদর প্রাচী টাটানি ব্যথা। বায়ুসঞ্চয়যুক্ত অগ্নিমান্দ্য।

মল— অজীর্ণ খাদ্যবস্তু যুক্ত, রাত্রিকালে, আহার বা পান করার **সময়, বেদনাহীণ**। অতৃপ্তিকর বেগ, মন শক্ত, এর পরে পিঠের বেদনা অথবা সরলান্ত্রে খিলধরার মত বেদনা; সরলান্ত্রে স্থানচ্যুতি; মলদ্বারে চুলকানি, বিশেষতঃ বাড়ন্ত শিশুদের।

প্রস্রাব— অসাড়ে প্রস্রাব; দিনের বেলায় বৃদ্ধি। প্রস্রাবনলীর ভিতর সুড়সুড়ি, প্রস্রাব থলি পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

স্ত্রী-রোগ— ঋতুস্রাব দুই বা একদিন বন্ধ থেকে আবার ফিরে আসে। স্রাবের সঙ্গে জরায়ু থেকে বড়ো- বড়ো টুকরো আগে। যে সকল স্ত্রীলোক দুর্বল, ক্ষীণ, ফ্যাকাশে, তথাপি মুখমন্ডল আগুনের মত লাল বর্ণযুক্ত, তাদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, পরিমানে প্রচুর ও দীর্ঘস্থায়ী; ফ্যাকাশে, জলের মত। যোনিনালী অনুভূতি প্রবণ। গর্ভস্রাব হবার প্রবণতা। যোনীনলীর স্থানচ্যুতি।

শ্বাস-প্রশ্বাস—বুকের ভিতর **ভারীবোধ; কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস**। বুকের ভিতর রক্তের জমা হওয়া। স্বরভঙ্গ। কাশি শুষ্ক, আক্ষেপিক। রক্ত কাশি **(মিলিফোলিয়াম)** কাশির সঙ্গে মাথার পিছনের অংশে বেদনা।

হৃদপিন্ড— হৃদকম্প, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। ভারীবোধ। অ্যানিমিক মার্‌মার্। নাড়ী **পূর্ণ কিন্তু নরম ও নমনীয়; এছাড়াও ক্ষুদ্র ও দুর্বল। হৃদপিন্ড হঠাৎ করে রক্তবহা** নাড়ী গুলির **ভিতর রক্ত প্রবাহ** করে এবং আবার হঠাৎ করে রক্ত ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং এর ফলে শরীর ফ্যাকাশে বর্ণ হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— কাঁধের বাত। শরীর জৈবিক তরল পদার্থের অপচয় হেতু শোথ। কোমরের বেদনা; ধীরে ধীরে হাঁটলে উপশম। হিপজয়েন্ট, টিবিয়া অস্থি; পায়ের তলা ও গোড়ালিতে বেদনা।

চামড়া— ফ্যাকাশে; সহজেই রক্তবর্ণ হয়; টিপলে গর্ত হয়ে যায়।

জ্বর— সবর্বাঙ্গের শীতলতা; মাথা ও মুখমন্ডল উত্তপ্ত। ভোর চারটের সময় **শীতভাব** শুরু হয়। হাতের তালু ও পায়ের তলা উষ্ণ। প্রচুর, দুর্বলকর ঘাম।

কমা-বাড়া-উপশম, ধীরে ধীরে চারি ধারে হাঁটলে। বিছানা থেকে উঠার পরে উপশম।

বৃদ্ধি— ঘামের সময়; চুপচাপ বসে থাকলে, ঠান্ডা জলে ধোওয়ার পরে এবং অতিরিক্ত উত্তপ্ত হলে। মধ্যরাত্রিকালীন **বৃদ্ধি**।

সম্বন্ধ-দোষঘ্ন-আর্সেনিক; হিপার।

পরিপূরক—চায়না, এলুমিনিয়া, হ্যামামেলিস।

তুলনীয়-রিউমেক্স (শ্বাস ও পরিপাক ক্রিয়া সম্পর্কে সদৃশ এবং এতে লোহা আছে)।

ফেরাম অ্যাসিটিকাম— (তরুন রোগসমূহে অ্যালকালিযুক্ত প্রস্রাব। ডানদিকের ডেল্টয়েড পেশীর বেদনা। নাক দিয়ে রক্তস্রাব; বিশেষ করে রোগা, ফ্যাকাশে, দুর্বল শিশুদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে, যারা খুব দ্রুত বাড়ে এবং খুব সহজেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে; পায়ের শিরার স্ফীতি; প্রচুর পরিমানে সবুজ পুঁজ নিঃসরণ ;হাঁপানী, চুপচাপ বসে থাকলে ও শুয়ে পড়লে বৃদ্ধি;ক্ষয়রোগ, অবিরাম কাশি, আহারের পরে খাদ্যবস্তুর বমন, রক্তকাশি।

ফেরাম আর্সেনিকাম (যকৃৎ ও প্লীহার বিবৃদ্ধি তৎসহ জ্বর;অজীর্ণ খাদ্যবস্তু যুক্ত মন; প্রস্রাবে অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি)। সাধারণ ও উৎকট জাতীয় রক্তল্পতা, ও ফ্যাকাশে বর্ণ। চামড়া শুষ্ক। একজিমা, সোরিয়্যাসিস্, মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ। ৩x বিচূর্ণ প্রযোজ্য)।

ফেরাম ব্রোমেটাম— (চট্‌চটে, হাজাকর প্রদরস্রাব;জরায়ু ভারী ও স্থানচ্যুতি, মাথার চামড়ার অসাড়তা)।

ফেরাম সায়েনেটাম (স্নায়ুঘটিত রোগসমূহ তৎসহ উত্তেজনা সৃষ্টিকারক দুর্বলতা এবং অতি অনুভূতিপ্রবণ, বিশেষ করে নির্দিষ্ঠ সময় পর পর দেখা দেয়;এরূপ জাতীয়; মৃগী; হৃদশূল তৎসহ বমি-বমিভাব, পেটফাঁপা, পর্যায়ক্রমে কোষ্টকাঠিণ্য ও উদরাময়;নর্তন)।

ফেরাম ম্যাগনেটিকাম (হাতের উপর ছোট- ছোট আঁচিল)।

ফেরাম মিউরিয়েটিকাম (বাধাপ্রাপ্ত ঋতুস্রাব;বয়ঃসন্ধিকালে বীর্যস্খলন প্রবণতা অথবা বারে বারে প্রচুর প্রস্রাব;ভীষণকালো, জলের মত মন;ডিফ্‌থিরিয়া;ফোস্কাযুক্ত ইরিসিপেলাস; বৃক্কের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ;কাশির সঙ্গে রক্ত আসে, রক্ত কালচে, জমাট বাঁধা;কষ্টকর সঙ্গম; ডানদিকের কাঁধের ডানদিকের কনুইয়ের বেদনা এবং সুস্পষ্টভাবে তখন ধরার প্রবণতাযুক্ত এবং গানের উপর লাল-লাল গোলাকার ছোপ;প্রস্রাবে উজ্জ্বলবর্ণের তলানি। রক্তাল্পতা, ৩x বিচূর্ণ, আহারের পরে। বৃক্কের পুরাতন প্রদাহে, অরিষ্ট ১ থেকে ৫ ফোঁটা মাত্রায় দিনে তিন বার প্রযোজ্য)।

ফেরাম সালফিউরিকাম (জলের মত ও বেদনাহীনমন); অতিরজঃ দুটি ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে মাথায় চাপ দেবার ন্যায়, দপ্ দপ্ করার ন্যায় বেদনা তৎসহ রক্তাধিক্য। ধাতৃদোষজনিত উত্তেজনা। (পিত্তথলির বেদনা; দাঁতের বেদনা; অম্ল; মুখভর্তি হয়ে ভুক্ত খাদ্যবস্তুর ঢেকুর উঠে);

ফেরাম টার্টারিকাম (হৃদশূল), বুকের কাছে পাকস্থলীর ছিদ্রে উত্তাপ বোধ)।

ফেরাম পারনাইট্রিকাম (কাশি তৎসহ মুখমন্ডল রক্তিমাভা।

ফেরাম প্রোটোঅক্সালেটাম (রক্তাল্পতা)। ১x বিচূর্ণ ব্যবহার করা হবে।

এছাড়াও তুলনীয় **গ্যাফাইটিস, ম্যাঙ্গেনাম; কিউব্যাম।**

শক্তি— দুর্বলকর অবস্থা, যেখানে রক্তে হেমাটিনের পরিমাণ কমে যায় সেক্ষেত্রে বস্তুগত মাত্রায় ঔষধ দেবার প্রয়োজন;রক্তাধিক্য, রক্তস্রাব প্রবণ, সেক্ষেত্রে সামান্য মাত্রায় প্রযোজ্য। ২য় থেকে **৬ষ্ট শক্তি।**

ফেরাম ফসফেরিকাম

FERRUM PHOSPHORICUM ফসফেট অফ্ আয়রন

জ্বরের প্রাথমিক অবস্থায়; এই ঔষধটি একোনাইট ও বেলেডোনার প্রবল ক্রিয়া ও জেলসেমিয়ামের অপ্রবলক্রিয়া ও দুর্বলতার মধ্যবর্তী স্থান অবলম্বন করে। আদর্শ ফেরামফস রোগী সম্পূর্ণ রক্তপূর্ণ ও শক্তিশালী নয়; কিন্তু স্নায়বিক, অনুভূতি প্রবণ, রক্তাল্পতা তৎসহ অলীক রক্তবর্ধিক্য ও সহজেই রক্তিমাভ। দুর্বলতা সুস্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে; মুখমন্ডল জেলসেমিয়ামের থেকে বেশী মাত্রায় সতেজ। এই ঔষধের বাহ্যিক রক্তিমাভা; জেলসেমিয়ামের মত কৃষ্ণাভি রক্তবর্ণের নয়। নাড়ী কোমল ও প্রবহমান, একোনাইটের মত উদ্বেগপূর্ণ অস্থিরতা দেখা যায় না। বুকের রোগে আঁক্রান্ত হবার প্রবণতা যুক্ত। বাড়ন্ত শিশুদের ব্রঙ্কাইটিস। টি.বি. রোগের তরুন উচ্ছাসের ক্ষেত্রে এটি একটি উপশমকারী ঔষধবিশেষ। গ্রভোলের অক্সিজিনয়েড ঋতুর সমকক্ষ। প্রদাহিত অবস্থা, জ্বর, শীর্ণতা, ক্ষয়প্রাপ্তিযুক্ত ক্ষয় রোগ এই ঔষধের মধ্যে দেখা যায়।

সকল প্রকার জ্বর অবস্থার প্রথম ঔষধ এবং রসনিঃসরনের পূর্বে প্রদাহিক অবস্থা; বিশেষতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের সর্দিজ অবস্থা। ফেরাম ফস ৩x বিচূর্ণ রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়িয়ে থাকে। ফ্যাকাসে, রক্তাল্পতা যুক্ত ব্যক্তি, তৎসহ তীব্র স্থানিক রক্তাধিক্য। শরীরের যেকোন মুখ থেকে রক্তস্রাব হোক, তা উজ্বল লাল বর্ণের হয়ে থাকে।

মাথা—স্পর্শে, ঠান্ডা, শব্দে ও ঝাঁকুনিতে মাথায় টাটানি। মাথায় রক্তাধিক্য। সূর্যের উত্তাপের কুফল। দপ্‌দপ্‌কর অনুভূতি। মাথাঘোরা। মাথায় যন্ত্রনা ঠান্ডা প্রলেপে উপশম।

চোখ— লাল, প্রদাহিত, তৎসহ জ্বালাকর অনুভূতি। চোখের পাতার নীচে বালুকনা থাকার ন্যায় অনুভূতি। কনীনিকার রক্তাধিক্য, তৎসহ ঝাপসা দৃষ্টি।

কান— কানের ভিতর শব্দ। দপ্‌দপানি। কানের প্রদাহের প্রাথমিক অবস্থা। টিমপ্যানিক মেমব্রেন লাল ও ফোলা। কানের তরুন প্রদাহ; যে ক্ষেত্রে বেলেডোনা পারে না। যেখানে ফেরাম ফস পুঁজোৎপত্তি রোধ করে।

নাক— মাথায় ঠান্ডা লাগার প্রথমাবস্থা সর্দি লাগার প্রবণতা যুক্ত। নাক দিয়ে রক্তস্রাব; উজ্বল, লালবর্ণের রক্ত।

মুখমন্ডল— রক্তিমাভ; গাল লালবর্ণ ও উত্তপ্ত। গায়ের বর্ণ রক্তিমাভ। মুখমন্ডলীয় স্নায়ুশূল; মাথা নাড়ালে ও মাথা ঝোঁকালে বৃদ্ধি।

গলা— মুখগহ্বর উষ্ণ; গলকোষ লাল, প্রদাহিত। গলায় ক্ষতযুক্ত টাটানি। টনসিলদ্বয় লাল ওস্ফীত, কর্ণনল প্রদাহিত। গায়কদের গলক্ষত। কণ্ঠনলীর নাতি প্রবন জাতীয় প্রদাহ তৎসহ গলকোষ প্রদাহিত ও লালবর্ণ (২x)। গলা ও নাকের অস্ত্রোপচারের পরে রক্তস্রাব

বন্ধ করার জন্য এবং টাটানি ব্যথা কমাবার জন্য এই ঔষধ ব্যবহার হয়। ডিফ্‌থিরিয়া রোগের প্রথমাবস্থা। রক্তপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তির জিহ্বার অর্বুদ।

পাকস্থলী— মাংস ও দুধে অনিচ্ছা। উত্তেজক জাতীয় খাদ্যবস্তুর প্রতি আগ্রহ। অজীর্ণ খাদ্যবস্তুর বমন। উজ্জ্বল লাল বর্ণের রক্ত বমন। টক ঢেকুর।

উদর— অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহের প্রথমাবস্থা। অর্শ। মল জলের মত, রক্ত ও অজীর্ণ খাদ্যবস্তু যুক্ত। আমাশয়ের প্রথমাবস্থা, তৎসহ রক্ত স্রাব।

প্রস্রাব সম্বন্ধীয় যন্ত্রসমূহ— প্রতিবার কাশির সময় প্রস্রাব ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে। অনিচ্ছায় প্রস্রাব। প্রস্রাব থলির গ্রীবাদেশে অস্বস্তি। প্রচুর প্রস্রাব। দিনের বেলা অসাড়ে প্রস্রাব।

স্ত্রীরোগ— প্রতি তিন সপ্তাহ পর পর প্রস্রাব তৎসহ নীচের দিকে কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসার ন্যায় অনুভূতি এবং মাথার তালুতে বেদনা। যোনিপথের আক্ষেপ। যোনিপথ শুষ্ক ও উষ্ণ।

শ্বাস-প্রশ্বাসযন্ত্রসমূহ— সকল প্রদাহিক অবস্থার প্রথমাবস্থা। ফুসফুসের রক্তাধিক্য। কাশির সঙ্গে রক্ত আসে। ছোট ছোট, যন্ত্রনাদায়ক, সুড়্‌সুড়্ কর কাশির ধমক। ঘুংড়ি কাশি। কঠিন, শুষ্ক কাশি, তৎসহ বুকের টাটানি। স্বরভঙ্গ। নিউমোনিয়া রোগে তাজা রক্ত উঠে। (মিলিফোলিয়াম)। কাশি, রাত্রে উপশম।

হৃদপিন্ড— হৃদ্‌কম্প, নারী দ্রুত। হৃদরোগের প্রথমাবস্থা। নাড়ী ক্ষনস্থায়ী, দ্রুত ও কোমল।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ঘাড়ের আড়ষ্টতা। সন্ধিজাত। পিঠের হঠাৎ আড়ষ্টতা। কাঁধে বাতজ বেদনা; বেদনা বুক ও কব্জি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। আঙ্গুল হাড়া। হাতের তালু গরম। হাতগুলি স্ফীত ও বেদনাদায়ক।

ঘুম— অস্থিরতা ও নিদ্রাহীণতা। উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্ন। রক্তকল্প ব্যক্তিদের রাত্রিকালীন ঘাম।

জ্বর— দৈনিক দুপুর ১টার সময় শীতবোধ। সকল প্রকার সর্দ্দিজ ও প্রদাহিক জ্বর; প্রথমাবস্থা।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— রাত্রে, ভোর ৪টে থেকে সকাল ৬টা স্পর্শে, ঝাঁকুনি, নড়াচড়া, ডানদিকে।

উপশম— ঠান্ডা প্রলেপে।

সম্বন্ধ-তুলনীয়— (অক্সিজিনয়েড ধাতু)। একোনাইট, চায়না, আর্সেনিক, গ্র্যাফাইটিস, পেট্রোলিয়াম। ফেরাম পাইরোফসফরাস, (মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য এবং মাথার বেদনা, প্রচুর রক্তপাতের পরে; একোনাইট; জেলসিমিয়াম; চায়না।

শক্তি— ৩য় থেকে ১২ শক্তি।

ফেরাম পিক্রিকাম

FERRUM PICRICUM **পিক্রেট অফ্ আয়রন**

অপরাপর ঔষধের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য এটি একটি মহৌষধ রূপে পরিগণিত হয়। পরিশ্রমের ফলে শরীরের কোন যন্ত্র যদি কাজের শক্তি হারিয়ে ফেলে, সেই ক্ষেত্রে এই ঔষধটি বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। যেমন বক্তৃতা করার পরে স্বরের অক্ষমতা। খুব ভাল কাজ করে কাল চুলবিশিষ্ট, রক্তপ্রধান ঋতুযুক্ত, তৎসহ অনুভূতি প্রবন যকৃতযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। আঁচিল ও এপিথিলিয়্যান টিস্যুর অর্বুদ;কড়া, হলুদবর্ণযুক্ত। বৃদ্ধ বয়েসে প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। নাক থেকে রক্তস্রাব। গেঁটে বাত জনিত কারণে পুরাতন বধিরতা ও কানের ভিতর নানা প্রকারের শব্দ। কানের ছিদ্র শুষ্ক। সিউডো-লিউকিমিয়া।

কান — ঋতুস্রাবের পূর্বে বধিরতা। কানের ভিতর কটকট শব্দ ও শব্দ কম শোনে। রক্তবহানলীর ক্রিয়াহীনতার ফলে উদ্ভূত বধিরতা। দাঁতের স্নায়ুশূল। চোখ ও কান পর্যন্ত প্রসারিত হয়। টেলিগ্রাফের তারের শব্দের মত শব্দ কানের ভিতর অনুভূত হয়। কানের ভিতর নানাপ্রকার শব্দ শোনা যায়।

পাকস্থলী— বদহজম, ফাটা জিহ্বা, আহারের পরে মাথার বেদনা, বিশেষতঃ পিত্তপ্রধান, কালো চুলযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে।

প্রস্রাব সংক্রান্ত যন্ত্রসমূহ— সমগ্র প্রস্রবনলী বরাবর বেদনা। রাত্রে বারে বারে প্রস্রাব তৎসহ পূর্ণতার অনুভূতি এবং সরলান্ত্রে চাপবোধ। প্রস্রাবথলির গ্রীবাদেশে ও পুরুষাঙ্গে হুল ফোটার মত বেদনা (ব্যারোসমা)। প্রস্রাবরোধ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ডানদিকের ঘাড়ে বেদনা পুরু বেদনা ডান বাহু বরাবর নীচের দিকে নামে। লোকোমোটর টাক্সি। হাত দুটি আঁচিলে পূর্ণ।

শক্তি— ২য় ও ৩য় শক্তির বিচূর্ণ।

ফিকাস রিলিজিয়োসা

FICUS RELIGIOSA **অশ্বত্থ**

এই জাতীয় ঔষধটি নানা প্রকারের রক্তস্রাব উৎপন্ন করে ও আরোগ্য করে। রক্তবমি, অতিরজ, রক্তকাশ প্রভৃতি। রক্তযুক্ত প্রস্রাব।

মাথা— বিষন্ন স্থির; মাথার তালুতে জ্বালা; মাথা ঘোরা ও সামান্য মাথার বেদনা।

পাকস্থলী— বমি বমিভাব, উজ্বল লালবর্ণের রক্তবমন; পাকস্থলীতে বেদনা ও বমি-বমিভাব।

শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় যন্ত্রসমূহ— কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস; কাশি, তৎসহ রক্তবমি, নাড়ী প্রচন্ড দুর্বল।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-অ্যাকালাইফা, মিলিফোলিয়াম; য্যাম্পিবার্সা, ইপিকাক।

শক্তি— ১ম শক্তি।

ফিলিক্স মাস-এস্পিডিয়াম

FILIX MAS-ASPIDIUM মেইল ফার্ন

ক্রিমির লক্ষনের একটি ঔষধ বিশেষ, বিশেষ করে তৎসহ কোষ্ঠকাঠিন্যের ক্ষেত্রে। ফিতা ক্রিমি। গভীর নিদ্রাবস্থা। লাস্কাগ্রন্থির নিষ্ক্রিয় প্রদাহ। (বিশুদ্ধ শিকড় থেকে ম্যাসেবেশন্ পদ্ধতিতে প্রস্তুত ঔষধ)। যুবক রোগীর ফুসফুসের টি. বি. জ্বর থাকে না, তৎসহ ফুসফুসে সামান্য ক্ষত দেখা যায়, আগে এটি গন্ডমালা শ্রেণীতে পড়ত।

চোখ— অন্ধতা, চোখের দুর্বলতা।

উদর— স্ফীত, কামড় মারার মত বেদনা; মিষ্টি খাবার পরে বৃদ্ধি। উদরাময় ও বমি। ক্রিমিজনিত শূলবেদনা, তৎসহ নাক চুলকায়, মুখমন্ডল ফ্যাকাসে, চোখের চারিপাশে নীলচে গোলাকার দাগ। বেদনাহীন হিক্কা।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-এস্পিডিয়াম অ্যালহ্যাম্যানটিকাম-পন্না তিন মাত্রা, দুগ্রাম পরিমানে প্রতিটি, উপবাস করার পরে, আধা ঘন্টা পর পর এক গ্লাস দুধের সঙ্গে। স্বাদহীন এবং ফিতা বার করে দেয়। সিনা; গ্র্যানেটাম; কোসো।

শক্তি— ১ম থেকে ৩য় শক্তি। ফিতা ক্রিমি বার করার জন্যে ১/২ থেকে ১ ড্রাম পরিমানে, উপবাস করার পরে।

ফ্লুয়োরিকাম অ্যাসিডাম

FLUORICUM ACIDUM হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিড

উপদংশ ও পারদের কুফল যে সকল পুরাতন রোগ সমূহ উৎপন্ন হয়, বিশেষ করে সেই সকল ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। **দুটি ভ্রুর মধ্যবর্তী স্থানের স্ফীতি**। শরীরের নিম্নাংশের তন্তু সমূহের উপর বিশেষভাবে কাজ করে এবং গভীর ধবংসাত্বক পদ্ধতিতে, শয্যাক্ষত, ক্ষতসমূহ, শিরাস্ফীতি প্রভৃতিতে নির্দেশিত হয়। রোগী উদ্যম সহকারে চলাফেরা করতে বাধ্য হয়। বৃদ্ধ বয়েসের উপসর্গ সমূহ অথবা অকাল বার্ধক্য, তৎসহ দুর্বলতা, রক্তবহানাড়ীর প্রসারণ। মদ্যপদের, ঘোড়ার খুরের নালে লাগাবার মাথামোটা জাতীয় পেরেকের মত যকৃৎ। গলগন্ড। (ক্যালি ফ্লুয়োরিড কুকুরের ব্রঙ্কোসিল তৈরী করে)। দাঁতের অকাল পচন। পুরাতন রাত্রি কালীন জ্বর, জ্বর নির্দিষ্ট সময় পর পর আসে।

মন— যাদের এক সময় সব থেকে বেশি ভালোবাসত তাদের প্রতি উদাসীনতা; নিজের দায়িত্ববোধ বুঝতে অক্ষম; প্রফুল্লতা; মানসিক আনন্দ।

মাথা— মাথায় টাক বা চুলপড়ে যাওয়া। চামড়ার ক্ষত। মাথার দুইদিকে, ভিতর থেকে বাইরের দিকে চাপবোধ। ম্যাসটয়েড অস্থির ক্ষত, তৎসহ প্রচুর স্রাব; উষ্ণতায় বৃদ্ধি। (সিলিকা; ঠান্ডায় বৃদ্ধি। অস্থিবৃদ্ধি।

চোখ— মনে হয় চোখের ভিতর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে, এই জাতীয় অনুভূতি। অশ্রুস্রাবী গ্রন্থির নলী ঘা। চোখের ভিতরের কোনের তীব্র চুলকানি।

নাক— নাকের পুরাতন সর্দ্দিজ অবস্থা তৎসহ নাসারন্ধ্র ভেদকের ক্ষত, নাক বন্ধ এবং কপালে মৃদু, ভারী বোধ যুক্ত বেদনা।

মুখগহ্বর— দাঁতের নলী ঘা, তৎসহ অবিরাম রক্তযুক্ত লবনাক্ত স্রাব। গলায় উপদংশ জনিত ক্ষত, যা ঠান্ডায় অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবন। দাঁত গুলিতে উ ষ্ণতার অনুভূতি ! উপরের চোয়ালের দাঁত ও অস্থিগুলি আক্রান্ত হয়।

পাকস্থলী— পাকস্থলীর ভিতর ভারীবোধ। আহারের পূর্বে পাকস্থলীর ভিতর উত্তাপ। টক ঢেকুর। কফি পানে অনিচ্ছা, মুখরোচক খাবারের প্রতি স্পৃহা। পাকস্থলীর লক্ষনসমুহ কষা জামা-কাপড় পরলে উপশম। অতিরিক্ত পরিমানে সুস্বাদু খাবার খাওয়ার ইচ্ছা। ঠান্ডা জলপানের তীব্র ইচ্ছা, ক্ষুধার্ত। উষ্ণ জলপানে উদরাময় দেখা দেয়।

উদর— যকৃত স্থানের উপর টাটানি। বায়ুনিঃসরণ ও ঢেকুর।

মল— পিত্তযুক্ত উদরাময়, তৎসহ কফিপানে অনিচ্ছা।

পুরুষের রোগ— প্রস্রাবনলীর জ্বলন। কামভাব ও সঙ্গমেচ্ছার বৃদ্ধি, তৎসহ রাত্রে ঘুমের মধ্যে লিঙ্গোঁদ্রেক। অন্ডকোষের স্ফীতি।

প্রস্রাব— অল্প, ঘোলাটে। শোথাবস্থায় বারে বারেও বাধাহীনভাবে প্রচুর প্রস্রাব তৎসহ যথেষ্ট উপশমবোধ।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাব প্রচুর, বারে বারে ও দীর্ঘস্থায়ী। জরায়ু ও জরায়ু মুখে ক্ষত। প্রচুর ও হাজাকর প্রদরস্রাব। কামোন্মত্ততা।

শ্বাস-প্রশ্বাসে যন্ত্র সমূহ— বুকের ভিতর চাপবোধ, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট। ফুসফুসের ভিতর জল জমা বা ফুসফুসের শোথ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— হাতের আঙ্গুলের সন্ধির প্রদাহ। হাতের নখের নীচে গোঁজ ফুঁটে থাকার মত অনুভূতি। নখ ভঙ্গুর। বিশেষ করে বড়ো বড়ো অস্থির ক্ষত ও পচন। চঞ্চু অস্থির বেদনা। টিবিয়া অস্থির উপর ক্ষত।

চামড়া—শিরা স্ফীতি। জড়ুল। ক্ষতসমূহ, কিনারা লাল ও ফোস্কা সমূহ। শয্যাক্ষত; উষ্ণতায়, বৃদ্ধি। উপদংশজনিত ক্ষত। ক্ষতচিহ্নের উপর চুলকানি। লোমকূপগুলি থেকে জ্বালাকর বাষ্প বেরুবার ন্যায় অনুভূতি। বিশেষ করে শরীরের যাবতীয় রন্ধ্রের চুলকানি। এবং ছোপসমূহ, উষ্ণতায় বৃদ্ধি। নখ খুব দ্রুত বাড়ে। অস্থি আবরকের ফোঁড়া। প্রচুর, টক ও দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম। উপদংশজনিত গুটি। বৃদ্ধ, দুর্বল ব্যক্তির অঙ্গের শোথ। কৈশিক নলী ও শিরাতন্ত্রের শক্তিহীনতা। তন্তু সমূহের স্ফীতি।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, উষ্ণতা, **সকালে,** গরম পানীয়।

উপশম— ঠান্ডায় ভ্রমনকালে।

সম্বন্ধ-তুলনীয়— থিয়োসাইন্যামাইনাম (ক্ষতস্থান জোড়া দেওয়া তন্তুর উপর কাজ করে; জুড়ে যাওয়া, সংকীর্ণতা বা ষ্ট্রিক্চার, অর্বুদ সমূহ)।

পরিপূরক— সিলিকা।

শক্তি— ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি।

ফর্ম্যালিন

FORMALIN

অ্যাকোয়াস সলিউশন (৩৫%)
অফ্ ফর্ম্যালডিহাইড গ্যাস

এটি একটি প্রচন্ড ক্ষমতাশালী সংক্রমন নিবারক ও দুর্গন্ধনাশক; একটি ক্ষমতাযুক্ত বিষ। প্রায় সকল প্রকার রোগ জীবানুর বংশবৃদ্ধিরোধ করে ও তাদের ধবংস করে। ম্যালিগন্যান্ট জাতীয় অর্বুদ এই ঔষধ ভিতরে ভিতরে খেয়ে ফেলে বলে মনে করা হয় এবং ঐ অর্বুদগুলি নষ্ট হবার পরে তার চারিপাশে থাকা তন্তুসমূহ সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় থাকে ও জ্বলে যায় না। একদলাতুলা ফর্ম্যালডিহাইডের ২০ শতাংশ দ্রবনে ভিজিয়ে নিয়ে, অর্বুদের উপর কয়েক ঘন্টা রেখে দিলে, একটি পচা খোসার সৃষ্টি হয়, পরের বার প্রয়োগের আগে ঔ খোসা চেঁচে সরিয়ে ফেলা হবে; নচেৎ এটি শক্ত হয়ে যাবে।

হুপিং কাশির ক্ষেত্রে, গরমজলের ভিতর ফর্ম্যালিন দিয়ে তার বাষ্প। একটি মূল্যবান চিকিৎসা পদ্ধতি, এছাড়াও ক্ষয়রোগ ও উপরের বায়ুনলীর সর্দ্দিজ অবস্থায় একই ভাবে প্রয়োগ করা যায়।

মন— **ভুলে যাওয়া প্রবন**। উদ্বেগ অচৈতন্য।

মাথা— সর্দ্দি, চোখ দিয়ে জল পড়ে; **মাথাঘোরা**।

মুখগহ্বর— লালাস্রাব, লালা ঘন; মুখের আস্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

পাকস্থলী— মনে হয় পাকস্থলীর ভিতর খাদ্যবস্তু একটি বলের আকার ধারন করে রয়েছে। মুখগহ্বর ও পাকস্থলীর জ্বলন।

উদর— বারে বারে তীব্র মলত্যাগের বেগ, মল জলের মত।

প্রস্রাব সংক্রান্ত যন্ত্রসমূহ— প্রস্রাব সম্পূর্ণভাবে বন্ধ; প্রস্রাব অ্যালবিউমিনযুক্ত।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— **শ্বাসকষ্ট, কণ্ঠনলীর আক্ষেপ**। হুপিং কাশি।

জ্বর— দুপুরের দিকে শীতবোধ। তারপরে দীর্ঘস্থায়ী জ্বর। সম্পূর্ণ রোগাক্রমন কাল জুড়ে অস্থিবেদনা। জ্বরের সময় রোগী ভুলে যায় কোথায় সে রয়েছে।

চামড়া— চামড়ার উপর গোলাকার দাগ; কুঁচকানো; আঁশ উঠে। ক্ষতস্থানের নিকটবর্তী অংশে একজিমা। ডান দিকের উপরের অঙ্গে আর্দ্রঘাম বিশেষভাবে দেখা যায়।

সম্বন্ধ-দোষঘ্ন-এমোনিয়া ওয়াটার।

তুলনীয়-এমোনিয়াম ফর্ম্যালডিহাইড, বানিজ্যিক নাম সিস্টোজেন। (শক্তি ৫ থেকে ৭ গ্রেন মাত্র দুই থেকে চার বার দৈনিক গরম জলে গুলে, আহারের পরে প্রযোজ্য। প্রস্রাব থলি, বৃক্ক ও বৃক্কনলী বা ইউরেটারের ভিতরে প্রস্রাবের পচন রোধ করে। ঘোলাটে প্রস্রাব এই ঔষধ পরিষ্কার করে এবং পায়ের জেনিক ব্যাকট্রিয়ার বংশ বৃদ্ধি রোধ করে।)।

এছাড়া ইউরেট্রপিন (একটি প্রস্রাববর্দ্ধক ও ইউরিক অ্যাসিড দ্রাবক ঔষধ বিশেষ; প্রস্রাব থলির প্রদাহ সহ্ পচনের উপশম করে। ৩ থেকে ৫ গ্রেন মাত্রায় তরল করে। ব্যবহারের পরে প্রায় সবক্ষেত্রে এটি সেরিব্রো-স্পাইন্যাল ফ্লুয়িডে পৌঁছায় এবং এই কারনে মস্তিষ্ক আবরক ঝিল্লীর সংক্রমনে ব্যবহারে কথা বলা হয়)।

শক্তি— শ্বাস-প্রশ্বাসের উপসর্গে বাষ্প হিসাবে প্রযোজ্য; ১% স্প্রে অন্যথায় ৩x বিচূর্ণ।

ফর্মিকা রুফা

FORMICA RUFA — ক্রশেড লীভ অ্যান্টস্

এটি সন্ধিবাতের একটি ঔষধ। গেঁটে বাত ও সন্ধিজ বাত; বেদনা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি; চাপে উপশম, ডানদিক বেশী আক্রান্ত হয়। পুরাতন গেঁটেবাত ও সন্ধির আড়ষ্টতা। গেঁটেবাতের তীব্র আতিশয্য, বিশেষ করে যখন স্নায়ুশূলের রূপ ধারন করে। টি.বি, ক্যান্সার ও লুপাস;পুরাতন বৃক্কপ্রদাহ, অধিক ভারোত্তোলন হেতু রোগ সমূহ। সন্ন্যাসরোগ। **কোমল অর্বুদের সৃষ্টির উপর প্রতিরোধক কাজ আছে।**

মাথা— মাথা ঘোরা। মাথার যন্ত্রনা তৎসহ বামকালের ভিতর কট্‌কট্ শব্দ। মস্তিষ্ক অতিরিক্ত ভারী ও বৃহৎ বলে মনে হয়। কপালের ভিতর একটি বুদ্ বুদ্ ফেটে গেছে এই জাতীয় অনুভূতি। সন্ধ্যার দিকে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা। **সতেজ ও প্রফুল্লতার অনুভূতি।** **সর্দি ও নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার** অনুভূতি। বাতজনিত উপতারা প্রদাহ। **নাকের কোমল অর্বুদ।**

কান— কানের ভিতর ঘন্টাধবনি ও বুজ বুজ শব্দ। বামকানের ভিতর কট্‌কট্ শব্দ তৎসহ মাথার যন্ত্রনা। কানের চারিপাশের অংশ স্ফীত বলে মনে হয়। কোমল অর্বুদ।

পাকস্থলী— বুকের কাছে পাকস্থলীর ছিদ্রে অবিরাম চাপরোধ এবং ঐ স্থানে জ্বালাকর বেদনা। **বমি-বমিভাব**, তৎসহ মাথার বেদনা এবং হলুদবর্ণের তিতো শ্লেষ্মাবমন; বায়ু কিছুতেই বের হয় না।

উদর ও মল— সকালে, খুব সামান্য পরিমানে ও কষ্টকর বায়ু নিঃসরণ। এর পরে সরলান্ত্রে উদরাময়ের মত তীব্ররোগ। মলত্যাগের পূবের্ব অন্ত্রে বেদনা, তৎসহ সকম্প শীতবোধ। মলদ্বারের সঙ্কোচন। নাভির **চারিদিকে**। টেনে ধরার মত বেদনা মলত্যাগের পূবের্ব।

প্রস্রাব— রক্তমিশ্রিত, অ্যালবিউমিনযুক্ত তৎসহ তীব্রবেগ। প্রস্রাবে প্রচুর ইউরেটের উপস্থিতি।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— স্বরভঙ্গ, তৎসহ শুষ্ক গলঃ ক্ষত, কাশি রাত্রে বৃদ্ধি, তৎসহ কপালে কন্‌কনানি এবং বুকে সঙ্কোচন বৎ বেদনা; বক্ষাবরক ঝিল্লীর বেদনা।

জননেন্দ্রিয়— বীর্য স্খলন; দুর্বলতা। সঙ্গম বিষয়ে অলসতা;

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— বাতজ বেদনা; সন্ধিসমূহ আড়ষ্ট ও সঙ্কুচিত। পেশীতে মোচড়িয়ে যাবার মত অনুভূতি এবং পেশীগুলি উহাদের সংযুক্তির স্থান থেকে ছিঁড়ে যাবে এই জাতীয় অনুভূতি। **নিম্নাঙ্গের দুর্বলতা।** নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত। হিপজয়েন্টের বেদনা। **বাতের ব্যথা হঠাৎ করে ও অস্থিরতার সঙ্গে উপস্থিত হয়। ঘামে উপশম হয় না।** মধ্যরাত্রির পরেও টিপে দিলে উপশম।

চামড়া— **লাল, চুলকানিযুক্ত ও জ্বালা।** আমবাতের মত উদ্ভেদ। সন্ধির চারিপাশে অস্থিগুটি। **(এমোন ফস)।** প্রচুর ঘাম কিন্তু উপশম হয় না।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— ঠান্ডা ও ঠান্ডা দ্বারা ধুলে, আর্দ্রতা, তুষার ঝড়ের পূর্বের্ব।

উপশম— উষ্ণতায়, চাপে, টিপে দিলে। চুল আঁচড়ালে।

সম্বন্ধ-তুলনীয়—ফর্মিক অ্যাসিড (পেশীর পুরাতন বেদনা। পেশীর বেদনা ও টাটানি। গেঁটে বাত ও সন্ধিবাত, যা হঠাৎ করে প্রকাশ পায়। বেদনা সাধারণতঃ ডানদিকে বেশী হয় ও নড়াচড়ায় বৃদ্ধি এবং চাপে উপশম। **দৃষ্টিশক্তির ক্ষীনতা।** পেশীর শক্তির বৃদ্ধি এবং পেশীর ক্লান্তি রোধ করে। সাধারণভাবে হাঁটার সময় রোগীর মনে হয় তার শক্তি অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। সুস্পষ্ট প্রস্রাব বর্দ্ধক হিসাবে কাজ আছে, যে সকল বস্তু শরীরে পরিপাক হয় না, সেইগুলিকে এই ঔষধের বের করে দেবার ক্ষমতা আছে, বিশেষ করে ইউরিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে। কম্পন। টি.বি, পুরাতন বৃক্ক প্রদাহ; ক্যান্সার, লুপাস প্রভৃতি। ফর্মিক অ্যাসিডের ইন্‌জেকশনের সাহায্যে খুব ভালোভাবে চিকিৎসা করা হয়েছে। এছাড়াও শিরা স্ফীতি, কোমল অর্বুদ, সর্দ্দি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ডাঃ জে. এইচ্. ক্লার্কের মতে ফর্মিক অ্যাসিডের একভাগের সঙ্গে ১ভাগ পরিশ্রুত জল মিশিয়ে; ঐ মিশ্রনের ছোট চামচের একচামচ ও বড়ো চামচের এক চামচ জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাবার পরে দিনে একবার অথবা দুবার ব্যবহার করতে হয়। তুষার ঝড়ের পূর্বের্ব মাথা, কাঁধ ও ঘাড়ের পেশীর বেদনা। **রাসটক্স; ডালকামরা, আর্টিকা ইউরেন্স ও জুনিপারাস-এ ফর্মিক অ্যাসিড আছে**)। পুরাতন সন্ধি প্রদাহে ফর্মিক অ্যাসিডের বিশেষ কাজ আছে। ফিলাডেলফিয়ার হ্যানিম্যান মেডিক্যাল কলেজের হেরিং গবেষনাগারে বহু সন্ধি প্রদাহে ফর্মিক অ্যাসিড প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, ফর্মিক অ্যাসিড বন্ধনী, সন্ধিগুলির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী কোষ ও স্নেহস্রাবী কোষের উপর ভালোভাবে কাজ করেছে। এই জাতীয় রোগে এই ঔষধ ব্যবহার করে খুব সহজেই ভাল ফল পাওয়া যায়।

শক্তি— ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি।

ফ্র্যাগেরিয়া

FRAGARIA উড-ষ্ট্রবেরী

পরিপাক ক্রিয়া ও মেসেন্ট্রিকা গ্রন্থির উপর এই ঔষধ কাজ করে। পাথুরীর সৃষ্টিতে বাধা দেয়। দাঁতের ছোপ দূর করে, এবং গেঁটে বাতের আক্রমনে বাধা দেয়। এই উদ্ভিদের ফলের তাপনাশক গুন আছে। কোন-কোন অনুভূতি প্রবন ব্যক্তির উপর এই উদ্ভিদের ফল বিষক্রিয়ার লক্ষনপ্রকাশ করে যেমন আমবাতজনিত উদ্ভেদ সমূহ। এই জাতীয় ক্ষেত্রে ফ্র্যাগেরিয়া উচ্চতর শক্তিতে দেওয়া হবে। শীতস্ফোটক, উষ্ণ আবহাওয়ায় বৃদ্ধি। স্তন্যগ্রন্থির নিঃসরনের স্বল্পতা, স্প্রু বা সিলোসিস।

মুখ গহ্বর— জিহ্বার স্ফিতি; ষ্ট্রবেরী-জিহ্বা চামড়া-আমবাত; রক্তের ছোপযুক্ত ও ইরিসিপেলাস জাতীয় উদ্ভেদসমূহ। সমগ্র শরীরের স্ফীতি।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-এপিস; ক্যাল্কেরিয়া।

ফ্র্যান্কিসিয়া

FRANCISCEA ম্যানাকা

পেশীর পুরাতন আড়ষ্টভাব। গনোরিয়া জনিত বাতরোগ, উপদংশ ও বাত, সারা শরীরে প্রচন্ড উত্তাপ, তীব্র কন্‌কনানি, ঘামে উপশম। মাথার পিছনেও কশেরুকার উপর বেদনা;মাথার চারপাশে কষে বাঁধার ন্যায় অনুভূতি। হৃদাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ ও বাতরোগ। পায়ের পাতায় ও পায়ের নিম্নাংশে বাতজ বেদনা। প্রস্রাবে ইউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতি।

শক্তি— অরিষ্ট অথবা ক্বাথ ১০ থেকে ৬০ ফোঁটা মাত্রায়।

ফ্র্যাক্সিনাস আমেরিকানা

FRAXINUS AMERICANA হোয়াইট অ্যাশ্‌

জরায়ুর বিবৃদ্ধি। জরায়ুর ফাইব্রাম জাতীয় বৃদ্ধি, ও জরায়ুর স্থানচ্যুতি। জরায়ুর অর্বুদ, তৎসহ নীচের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসার ন্যায় অনুভূতি। জ্বর, ঠোঁটের ক্ষত। পায়ের খিলধরা। ঠান্ডা সুড় সুড়ি ও উত্তপ্ত হল্কা সমূহ। শিশুদের এক্‌জিমা।

মাথা— মাথার পিছনের অংশের দপ্‌দপ্‌কর বেদনা। হতাশা, তৎসহ স্নায়বিক অস্থিরতা, উদ্বেগ। মাথার উপরে উত্তপ্ত স্থান।

স্ত্রীরোগ— জরায়ুর বিবৃদ্ধি ও উন্মুক্ত। জলের মত, অনুত্তেজক প্রদর স্রাব। জরায়ুর অর্বুদ, তৎসহ নীচের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসার মত অনুভূতি, পায়ের খিলধরা, বিকালে ও রাত্রে বৃদ্ধি। বাধক বেদনা।

উদর— বাম কুঁচকি স্থানে স্পর্শকাতরতা;নীচের দিকে ঠেলামারার মত বেদনা, উরুস্থান পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

শক্তি— ১০ থেকে ১৫ ফোঁটা অরিষ্ট, দিনে তিন বার প্রযোজ্য।

ফিউলিগো লিগ্নি

FULIGO LIGNI **সূট**

এই ঔষধটি গ্রন্থিজতন্ত্র, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, এবং সহজে সারতে চায় না এই জাতীয় ক্ষতসমূহ। এক্‌জিমা প্রভৃতির উপর কাজ করে। মুখগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন উপদাহ; যোনি কপালের চুলকানি; জরায়ুর রক্তস্রাব; ক্যান্সার, বিশেষ করে অন্ডকোষের- বিশেষ করে চিমনী পরিষ্কার কারকদের; এপিথিলিয়্যাম ক্যান্সার; জরায়ুর ক্যান্সার তৎসহ অতিরজ; বিষন্নতা, আত্মহত্যার চিন্তা।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ক্রিয়োজোট।

শক্তি— ৬x বিচূর্ণ।

ফিউকাস ভেসিকিউলোসাস

FUCUS VESICULOSUS **স্ত্রী কেল্প**

মেদাধিক্য ও **নন্-টক্সিক গয়টার** রোগের একটি ঔষধ বিশেষ; এছাড়া গলগন্ডসহ চোখ বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে, সেই ক্ষেত্রেও উপযোগী। পরিপাক শক্তি বাড়িয়ে দেয় ও পেটে বায়ুসঞ্চয়ের পরিমান কমিয়ে দেয়। দুর্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিণ্য; একটি গোলাকার লোহার রিংয়ের সাহায্যে কপালের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি স্থুলকায় ব্যক্তিদের থাইরয়েড গ্রন্থির বিবৃদ্ধি।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ফাইটোলাক্কা; থাইরয়ডিন; ব্যডিয়েগা; আয়োডাম।

শক্তি—অরিষ্ট, ৫ থেকে ৬০ ফোঁটা দিনে তিনবার; আহারের আগে।

ফাক্সিনা-ম্যাজেন্টা

FUCHSINA-MAGENTA **এক প্রকার রঙ জাতীয় পদার্থ, যা মদে ভেজাল দেবার কাজে ব্যবহার করা হয়**

কানের লালচে ভাব, মুখ গহ্বরের গভীর লাল রঙ, মাঢ়ীর স্ফীতি, তৎসহ জ্বালা ও লালা স্রাবের প্রবণতা এই ঔষধ উৎপন্ন করে; প্রস্রাব গাঢ় লাল, অ্যালবিউমিনযুক্ত এবং হাল্কা লালবর্ণ, **প্রচুর** উদরাময়, তৎসহ পেটের বেদনা। বৃক্কের কর্টেক্স অংশের ডিজেনারেশন। কটিক্যাল নেফ্রাইটিস তৎসহ অ্যালবিউমিনযুক্ত প্রস্রাবের উপকারী।

শক্তি— ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি।

গ্যাল্যান্থাস নিভ্যালিস

GALANTHUS NIVALIS স্নো-ড্রপ

ডাঃ হুইটিং ভ্যাঙ্কুভার এই ঔষধটির প্রুভিং করেছেন। মূর্চ্ছা, অবসন্ন জাতীয় অনুভূতি। শুষ্ক গলঃ ক্ষত তৎসহ মৃদু মাথার বেদনা। অর্ধচৈতন্যযুক্ত অবস্থা ও ঘুমের সময় অস্থিরতা জাতীয় অনুভূতি। নাড়ী খুবই অনিয়মিত, দ্রুত, প্রচন্ড হৃদ্‌কম্প। হৃদ্‌পিন্ডের এপেক্সস্থানে সিস্টোলিক মার্‌মার্ পাওয়া যায়। মাইট্রাল রিগারজিটেশনে সহ ভেঙে পড়াস্বাস্থ্য, এই অবস্থায় ভালো কাজ করে। মায়োকার্ডাইটিস।

শক্তি— ১ম থেকে ৫ম শক্তি।

গেলিয়াম এপারাইন

GALIUM APARINE গুস-গ্র্যাস

গেলিয়াম প্রস্রাব সংক্রান্ত যন্ত্রসমূহের উপর কাজ করে, এটি একটি প্রস্রাববর্দ্ধক ঔষধ এবং শোথ ও মূত্র পাথুরীতে ব্যবহার হয়। কষ্টকর প্রস্রাব ও প্রস্রাব থলির প্রদাহ। ক্যান্সার রোগের কাজকে স্থগিত রাখতে অথবা সংযত করার ক্ষমতা, এই ঔষধের আছে। ক্যান্সার জনিত ক্ষতসমূহে এবং গুটিযুক্ত জিহ্বার অর্বুদের চিকিৎসায় এই ঔষধের ক্ষমতার প্রমান রোগী চিকিৎসার সময় পাওয়া গিয়েছে। বদ্ধমূল চর্মরোগ ও স্কার্ভি। ক্ষতযুক্ত স্থানে সুস্থ মাংসাঙ্কুর গজাতে সাহায্য করে।

শক্তি— এই ঔষধের তরল ক্বাথ; অর্ধড্রাম পরিমান মাত্রায়, এক কাপ জল অথবা দুধের সঙ্গে, দিনে তিনবার।

গ্যালিকাম অ্যাসিডাম

GALLICUM ACIDUM গ্যালিক অ্যাসিড

থাইসিস বা ক্ষয়রোগের চিকিৎসার সময় অবশ্যই এই ঔষধের কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। এই ঔষধ ক্ষতিকারক স্রাবসমূহ প্রতিরোধ করে, পাকস্থলীর স্বাভাবিক ছন্দ ফিরিয়ে আনে এবং ক্ষুধা বাড়িয়ে থাকে। অপ্রবল রক্তস্রাব যখন নাড়ী দুর্বল এবং কৈশিক নলী গুলি শিথিল, চামড়া ঠান্ডা। রক্তপ্রস্রাব, হিমোফিলিয়া। চামড়ার চুলকানি। মুখে জল উঠা বাপাইরোসিস।

মন— রাত্রে প্রচন্ড প্রলাপ; প্রচন্ড অস্থির, বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে; ঘাম; একা থাকতে ভয় করে; কর্কশ স্বভাব ও প্রত্যেককে গালাগালি করে।

মাথা— মাথার পিছনে ও ঘাড়ে বেদনা। নাক থেকে গাঢ়, সূতার মত স্রাব; আলোকাতঙ্ক, তৎসহ চোখের পাতায় জ্বালা।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র সমূহ— ফুসফুসের বেদনা। ফুসফুস থেকে রক্তস্রাব; প্রচুর শ্লেষ্মা উর্দ্ধে। সকালে গলায় প্রচুর শ্লেষ্মা জমা হয়; রাত্রে শুষ্ক।

প্রস্রাব সংক্রান্ত যন্ত্রসমূহ— বৃক্ক বেদনাদায়ক, ইউরেটার থেকে প্রস্রাব থলি পর্যন্ত কষ্ট। প্রস্রাব থলিতে মৃদু, ভারবোধের ন্যায় বেদনা, সরাসরি বস্তি কোটরের উপরে। প্রস্রাব পুরু, মাখানের মত শ্লেষ্মায় পুর্ণ।

সরলান্ত্র— প্রচুর মল; মলদ্বারে সঙ্কোচনের অনুভূতি। মলত্যাগের পরে মূর্চ্ছার ন্যায় অন্যভূতি। পুরাতন শ্লেষ্মা স্রাব।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-আর্সেনিক; আয়োডাম; ফসফরাস।

শক্তি— ১ম বিচূর্ণ ও তাজা অ্যাসিড ২-৫ গ্রেন মাত্রায়।

গ্যাম্বোজিয়া

GAMBOGIA গামি গাট্টি

হোমিওপ্যাথিতে ঔষধের ব্যবহার অন্নবহানলীর উপর এটির কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঔষধটি ক্রোটনটিগের মত অনুরূপ উদরাময় তৈরী করে। এই ঔষধের রোগসৃষ্টিতত্ত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পাকাশয় ও অন্ত্রের উপর ঔষধটির সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত কাজ আছে।

মাথা— ভারীবোধ; তৎসহ নিষ্ক্রিয় ও নিদ্রালুতা। চোখের ভিতর চুলকানি ও জ্বালা; চোখের পাতা জুড়ে যায়। তৎসহ **হাঁচি। পাকাশয় অন্ত্রের লক্ষনাবলী —**দাঁতের কিনারাগুলিতে ঠান্ডার অনুভূতি। পাকস্থলীর প্রচন্ড উপদাহ; জিহ্বা ও গলায় জ্বালা, হুলফোটার মত অনুভূতি ও শুষ্কতা। আহরের পরে পাকস্থলীর বেদনা। পেটের উপরের অংশে স্পর্শকাতরতা। পেটে বায়ুসঞ্চয়ের পরে বেদনা ও প্রসারন, মলত্যাগের পরে। পেটের **গুড় গুড় শব্দ ও কিছু গড়িয়ে যাওয়ার মত** অনুভূতি। আমাশয় তৎসহ ত্রিকাস্থিস্থানে বেদনা। উদরাময়. তৎসহ **হঠাৎ করে ও সজোরে** পিত্তযুক্ত মলত্যাগ। **মলত্যাগের পরে কোঁথ, তৎসহ-মলদ্বারে জ্বালা।** ঈলিয়ো-সিক্যাল প্রদেশ চাপে অনুভূতি প্রবন। উষ্ণ আবহাওয়ায় প্রচুর, জলের মত উদরাময়, বিশেষ করে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের। চঞ্চু অস্থি প্রদেশে বেদনা।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, সন্ধ্যার দিকে ও রাত্রে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়-ক্রোটন টিগ, এলো, পডোফাইলাম।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি। ফুসফুসের টি.বি. রোগে এই ঔষধ বুকের উপর মালিস করা হলে, তা ডাঃ এ্যাব্রামন্ এর মতে অব্যর্থ। প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগে কয়েক সপ্তাহ লক্ষানুযায়ী এই **ঔষধ প্রয়োগ** করা হলে, রোগ আরোগ্য হয়ে যায়।

গলথেরিয়া

GAULTHERIA উইনট্যার গ্রীণ

প্রদাহিক বাত বেদনা, বক্ষাবরক ঝিল্লীর বেদনা, সায়েটিকা এবং অন্যান্য প্রকারের স্নায়ুশূল, এই ঔষধের কাজের সীমার মধ্যে পড়ে। প্রস্রাব থলি ও প্রস্টেট গ্রন্থির উপদাহ, অস্বাভাবিক যৌন উত্তেজনা এবং বৃক্কের প্রদাহ।

মাথা— মাথা ও মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল।

পাকস্থলী— পাকস্থলীর তরুন প্রদাহ, পেটের উপর অংশে তীব্র বেদনা; দীর্ঘস্থায়ী বমি। পাকস্থলীর উপদাহ সত্ত্বেও প্রচন্ড ক্ষুধা। স্নায়বিক অবসন্নতা হেতু পাকাশয়িক শূল বেদনা। (১x তেল ৫ ফোঁটা প্রযোজ্য)।

চামড়া— হুল ফোটানোর মত, ও জ্বালাকর বেদনা। প্রচুর উদ্ভেদ, ঠান্ডা জলে স্নানে বৃদ্ধি;জলপাইয়ের তেল মাখালে ও শরীরের উপর দিয়ে ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেলে উপশম।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—স্পাইরিয়া। গলথেরিয়ার ভিতর আরবিউটিন আছে। স্যালিসিলিক অ্যাসিড। মিথাইলিয়াম স্যালিসিলিকাম (এক প্রকার কৃত্রিম গলথেরিয়া তেল বাতের বেদনায়, বিশেষ করে যখন স্যালিসিনেট ব্যবহৃত হবে না। চুলকানিতে স্থানিকভাবে) পুড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ক্যান্থারিসের পরে।

শক্তি—অরিষ্ট ও নিম্নশক্তি প্রযোজ্য।

জেলসেমিয়াম

GELSEMIUM ইয়েলো জেসমিন

এই ঔষধটির মূল কাজ স্নায়ুতন্ত্রের উপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ফলতঃ গতিবিষয়ক কাজ করে যেসকল স্নায়ু তাদের পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। সার্বিক দুর্বলতা। মাথাঘোরা, তন্দ্রালুতা, স্ফুর্তিহীণতা এবং কম্পন। নাড়ীর গতি মন্থর, ক্লান্তি কর অনুভূতি, মানসিক উদাসীনতা। চোখ, গলা, বুক, কণ্ঠনলী, রন্ধ্রসংকোচক পেশী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি পেশী গুচ্ছের পক্ষাঘাত। পেশীর দুর্বলতা। সম্পূর্ণ শিথিলতা ও দুর্বলতা। পেশী সমূহের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব। সূর্যের উত্তাপ লাগার ফলে সর্বাঙ্গীন অবসাদ। ঠান্ডা ও আর্দ্রতায় বহু উপসর্গের উৎপত্তি। শিশুরা পড়ে যাবে বলে ভীতিগ্রস্ত, হঠাৎ করে ধাত্রী অথবা দোলনা জড়িয়ে ধরে। রক্তসংবহনের শিথিলতা। সিগারেট প্রস্তুতকারকদের নানা প্রকারের স্নায়বিক উপসর্গ। ইনফ্লুয়েঞ্জা। হাম। পেলেগ্রা।

মন— চুপচাপ থাকতে ভালোবাসে, একাকী থাকতে চায়, নিস্তেজ, অবশভাব, উদাসীনতা। সমগ্রবোধশক্তি যেন অবসাদ গ্রস্ত। নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে উদাসীনতা। কিছুমাত্র ভয় বোধ থাকে না। ঘুম আসার সময় প্রলাপ বকে। মানসিক উত্তেজনা, ভয়

প্রভৃতি থেকে শারীরিক উপসর্গসমূহ। **ভীতি,** ভয়, উত্তেজনা সৃষ্টিকারক সংবাদ সমূহের কুফল। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ভয়। **শিশু চমকিয়ে উঠে** এবং ধাত্রীকে জড়িয়ে ধরে, এবং কেঁদে উঠে যেন পড়ে যাবে। **(বোরাক্স)।**

মাথা—মাথা ঘোরা, মাথার পিছনের অংশ থেকে ছড়িয়ে পড়ে। মাথার ভারী বোধ; মাথার চারিপাশে **শক্ত করে কষে বাঁধার** মত অনুভূতি এবং **মাথার পিছনের অংশে** বেদনা। মৃদু, ভারীবোধের ন্যায় বেদনা তৎসহ চোখের পাতায় ভার বোধ; থেঁৎলিয়ে যাবার মত অনুভূতি; চাপ দিলে ও শুয়ে থেকে মাথার উঁচুতে তুলে ধরলে উপশম। রগে **বেদনা, বেদনা কান** এবং নাকের পাখা ও চিবুক পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মাথার যন্ত্রনা, তৎসহ ঘাড় ও কাঁধের পেশীর টাটানি। মাথার যন্ত্রনা শুরু হবার আগে অন্ধত্ব প্রাপ্তি; প্রচুর **প্রস্রাবে উপশম।** মাথার চামড়া স্পর্শকাতর। ঘুমের মধ্যে প্রলাপ বকে। মাথা বালিশ থেকে উপরে উঠিয়ে রাখতে চায়।

চোখ—চোখের পাতা পড়ে থাকে; চোখের পাতাগুলি ভারী বলে মনে হয়; রোগীকে খুব কষ্ট করে ঐ খুলতে হয়। দৃষ্টি দ্বিত। চোখের পেশীর বিকলতা। এমনকি সঠিকভাবে চশমার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও, চোখের ঝাপসা দৃষ্টি ও অস্বাচ্ছন্দ থেকে যায়। দৃষ্টি ঝাপসা, যেন ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দেখছে **(সাইক্লামেন; ফসফরাস)। অস্পষ্ট দৃষ্টি,** চোখের তারা বিস্ফারিত ও আলোকে অনুভূতিহীনতা। **চক্ষুকোটরে স্নায়ুশূল, তৎসহ চোখের পেশীসমূহের সঙ্কোচন ও নর্তন।** চক্ষুকোটরের পিছনের অংশে থেঁৎলিয়ে যাবার মত বেদনা। চোখের একদিকের তারা বিস্ফারিত ও অপরদিকের তারা সঙ্কুচিত। গভীর প্রদাহ, তৎসহ চোখের কাঁচ অংশের ঝাপসাভাব। **রক্তাম্বু স্রাবযুক্ত প্রদাহ।** এলবুমিনিউরিয়া থেকে উৎপন্ন রেটিনাইটিস। রেটিনার বিচ্যুতি, গ্লকোমা। **হিস্টিরিয়া থেকে উৎপন্ন ক্ষীণ দৃষ্টি।**

নাক— হাঁচি, নাকের গোড়ার অংশে পূর্ণতার অনুভূতি। নাকের পর্দার শুষ্কতা। নাসিকা ভেদকঅস্থির স্ফীতি। জলের মত হাজাকর স্রাব। তরুন সর্দ্দি, তৎসহ মৃদু মাথার বেদনা ও জ্বর।

মুখমন্ডল— উত্তপ্ত, থমথমে, রক্তিমাভ, হতবুদ্ধির মত। (ব্যাপ্টিসিয়া; ওপিয়াম)। মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল। মুখের উপর কালোবর্ণের ছায়া তৎসহ মাথাঘোরা ও অস্পষ্ট দৃষ্টি। মুখমন্ডলের পেশীর সঙ্কোচন, বিশেষ করে মুখগহ্বরের চারিপাশের পেশীর। চিবুকের কম্পন। নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ে।

মুখগহ্বর— পচা আস্বাদ ও শ্বাস-প্রশ্বাসে পচা গন্ধ। জিহ্বা অসাড়, পুরু, লেপযুক্ত, হলুদবর্ণ, কম্পন, পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

গলা— ঢোক গেলাকষ্টকর, বিশেষ করে গরম খাদ্যবস্তু। তালুর কোমল অংশে ও নাস্কি-গলবিলীয় অংশে চুলকানি ও সুড়্ সুড়্ কর অনুভূতি। স্টারনো-ক্লিডো-ম্যাসটয়েড পেশী ও কর্নমূল গ্রন্থির পিছনের অংশে বেদনা। টনসিলের স্ফীতি। গলা কর্কশ বলে মনে হয়, জ্বালা করে। ডিফ্থিরিয়া পরবর্তী পক্ষাঘাত। টনসিলের প্রদাহ। কানের ভিতর তীক্ষ্ণ তীরবিদ্ধবৎ বেদনা। **গলার ভিতর একটি** পিন্ড থাকার মত অনুভূতি, যা কিছুতেই গিলতে

পারে না। স্বরলোপ। ঢোক গেলার জন্য কানে বেদনা। হিপার, নাক্স। কষ্টকর ঢোক গেলা। গলা থেকে কান পর্যন্ত বেদনা।

পাকস্থলী— জেলসেমিয়ামের রোগীর সাধারণতঃ কোন পিপাসা থাকে না। হিক্কা; সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। পাকস্থলীর উপরের অংশে দুর্বলতা ও শূন্যতাবোধ অথবা ভারী বোঝা থাকার মত অনুভূতি।

মল—মানসিক আবেগজনিত উত্তেজনা, ভীতি, এবং দুঃসংবাদ থেকে উদরাময়। (ফসফোরিক অ্যাসিড)। বেদনাহীন মল অথবা অসাড়ে মলত্যাগ। ক্রিমের মত রঙ যুক্ত মল (ক্যাল্কেরিয়া), সবুজ চাপাতার ন্যায় রঙ। সরলান্ত্র ও মলদ্বাররোধক পেশীর আংশিক পক্ষাঘাত।

প্রস্রাব—প্রচুর, স্বচ্ছ, জলের মত তৎসহ শীতবোধ ও কাঁপুনী। কষ্টকর প্রস্রাব। প্রস্রাব থলির আংশিক পক্ষাঘাত; থেমে থেমে প্রস্রাবের ধারা। ক্লিমেটিস)। প্রস্রাব রোধ।

স্ত্রীরোগ— জরায়ুর মুখ শক্ত (বেলেডোনা), যোনিপথের আক্ষেপ। কৃত্রিম প্রস্রাব বেদনা; বেদনা পিঠ থেকে উপরের দিকে উঠে। বাধক বেদনা, তৎসহ স্রাব অল্প; ঋতুস্রাব দেরি করে দেখা দেয়। বেদনা পিঠ ও হিপ জয়েন্ট স্থানে প্রসারিত হয়। ঋতুকালে স্বরভঙ্গ ও গলঃক্ষত। জরায়ু যেন নিংড়ান হচ্ছে, এই জাতীয় অনুভূতি। (ক্যামোমিলা, নাক্সভমিকা, আষ্টিল্যাগো)।

পুরুষের রোগ—লিঙ্গোদ্রেক ছাড়াই বীর্যপাত। যৌনাঙ্গ শীতল ও শিথিল। (ফসফোরিক অ্যাসিড)। অন্ডকোষে অবিরাম ঘর্মস্রাব। গনোরিয়া রোগের প্রথমাবস্থা; স্রাব অল্প, স্রাব থেকে হাজা হবার প্রবণতা; সামান্য বেদনা, কিন্তু প্রচুর উত্তাপ; লিঙ্গমুন্ডে হুলফোটার মত বেদনা।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র সমূহ— শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি মন্থর তৎসহ প্রচন্ড দুর্বলতা। বুকের উপর ভারবোধ। কাশি শুষ্ক তৎসহ, বুকে টাটানি এবং তরল সর্দি। শ্বাস-নলীর দ্বারে আক্ষেপ। স্বরভঙ্গ; অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস, শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুত গতি, ফুসফুসও মধ্যচ্ছদা পেশীর আক্ষেপ।

হৃদ্‌পিন্ড—অবিরাম নড়াচড়া করার প্রয়োজন এই জাতীয় অনুভূতি, নচেৎ হৃদ্‌পিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে হয়। নাড়ী মন্থর (ডিজিট্যালিস; ক্যালমিয়া; এপোসাইনাম ক্যান।)। হৃদ্‌কম্প; নাড়ী কোমল, দুর্বল, পূর্ণ ও প্রবহমান। চুপচাপ থাকলে নাড়ীর গতিমন্থর, কিন্তু নড়াচড়া করলে নাড়ীর গতি বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধ বয়েসে নাড়ীর গতি মন্থর, দুর্বল।

পিঠ— মৃদু এবং ভারীবোধযুক্ত বেদনা। সমগ্র পেশীতন্ত্রের শিথিলতা। অবসন্নতা; পেশীসমূহে থেঁৎলিয়ে যাবার মত অনুভূতি। অতি সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তিবোধ। ঘাড়ের বেদনা, বিশেষতঃ ষ্টারনো-ক্লিডো পেশীর উপরের অংশে। কোমর ও ত্রিকাস্থিস্থানে মৃদু, কন্‌কনানীর মত বেদনা, বেদনা উপরের দিকে প্রসারিত হয়। পিঠ, হিপ জয়েন্টের, ও নিম্নাঙ্গের পেশীসমূহের বেদনা, বেদনা বিশেষকরে গভীর স্থানে হয়ে থাকে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— পেশীসমূহকে নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতারলোপ। বাহুর অগ্রভাগের পেশীসমূহের খিলধরা। পেশাগত কারনে খিলধরা। লেখকের খিলধরা। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অতিরিক্ত কম্পন ও দুর্বলতা। হিষ্টিরিয়া রোগীর মত আক্ষেপ। সামান্য পরিশ্রমের পরে ক্লান্তিবোধ।

ঘুম— কিছুতেই সম্পূর্ণভাবে ঘুমাতে পারে না। ঘুম আসার সময়ে প্রলাপ। পরিশ্রমের পরে অনিদ্রা; চিন্তা সংযত না হওয়ায় অনিদ্রা; ধূমপানে অনিদ্রা। হাইতোলা। স্নায়বিক উত্তেজনা থেকে অনিদ্রা। (কফিয়া)।

জ্বর— রোগীর এত কাঁপুনী হয় যে, সে চায় কেউ তাকে চেপে ধরুক। নাড়ী মন্থর, পূর্ণ, কোমল, চাপদিলে ডেবে যায়। পিঠের উপরও নীচের দিকে শীতবোধ। উত্তাপ ও ঘর্মাবস্থা, দীর্ঘস্থায়ী ও ক্লান্তিকর। ডাম্ এইগিউ (Dumb ague) তৎ পেশী সমূহের প্রচন্ড টাটানি, প্রচন্ড দুর্বলতা এবং তীব্র মাথার বেদনা। স্নায়বিক শীতবোধ। পিত্তাধিক্যযুক্ত অল্প বিরামজ্বর, তৎসহ অচৈতন্য অবস্থা, মাথাঘোরা ও মূর্চ্ছা, তৃষ্ণাহীন, দুর্বলতা। শীতবোধ শির দাঁড়ার ভিতর অনুভূত হয় তৎসহ তৃষ্ণাহীণতা;শীতবোধ তরঙ্গের মত প্রবাহিত হয়। ত্রিকাস্থি থেকে মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়।

চামড়া—উত্তপ্ত, শুষ্ক, চুলকায়, হামের মত উদ্ভেদযুক্ত। ইরিসিপেলাস। হাম, সর্দ্দির লক্ষণ সমূহ; এই ঔষধটি উদ্ভেদ বাহিরে প্রকাশ করার কাজে সাহায্য করে। ছড়িয়ে পড়ে, তৎসহ কালশিরার মত ছোপ সমূহ। স্কারলেট জ্বর সহ অচৈতন্য অবস্থা এবং মুখমন্ডল রক্তিমাভ।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— আর্দ্র আবহাওয়া, কুয়াশা, বজ্রপাতের পূর্বে, আবেগ অথবা উত্তেজনা, দুঃসংবাদ, ধূমপান, রোগের কথা চিন্তা করলে; সকাল ১০টায়।

উপশম— সামনের দিকে ঝুঁক্‌লে, প্রচুর প্রস্রাবের পরে, মুক্ত বাতাসে, অবিরাম নড়াচড়ায়, উত্তেজক বস্তুতে।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ইগ্নেশিয়া (সিগারেট প্রস্তুত কারকদের পাকাশয়িক উপসর্গ), **ব্যাপটিশিয়া, ইপিকাক, একোনাইট, বেলেডোনা, সিমিসিফিউগা, ম্যাগফস** (জেলসেমিয়ামের মধ্যে কিছু ম্যাগফস পাওয়া যায়।)

কিউলেক্স— (নাক থেকে সর্দ্দিস্রাব তৎসহ মাথাঘোরা তৎসহ কানগুলির ভিতর পূর্ণতার অনুভূতি।

দোষঘ্ন— চায়না; কফিয়া; ডিজিট্যালিস। যে সকল ক্ষেত্রে জেলসেমিয়াম উপযোগী, সেই সকল ক্ষেত্রসমূহে সুরাসার ঘটিত উত্তেজক ঔষধের দ্বারা উপসর্গ সমূহের উপশম হয়।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩০ শক্তি; ১ম থেকে ৩য় শক্তি প্রায়ই ব্যবহার হয়।

জেন্টিয়ানা লিউটিয়া

GENTIANA LUTEA ইয়েলো জেন্‌শিয়ান

সুস্পষ্ট পাকস্থলীর লক্ষণসমূহ। বলবর্দ্ধক ঔষধরূপে কাজ করে, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক।

মাথা— মাথা ঘোরা, উঠলে অথবা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি;মুক্ত বাতাসে বৃদ্ধি। মাথার কপাল অংশে বেদনা, আহারে অথবা মুক্ত বাতাসে উপশম। মস্তিষ্ক শিথিল বলে মনে হয়, মাথা স্পর্শকাতর। চোখের ভিতর কন্‌কনানী।

গলা— শুষ্ক লাল গাঢ়।

পাকস্থলী— অম্লের বৃদ্ধি, রাক্ষুসে ক্ষুধা, বমি-বমিভাব, পাকস্থলীতে কন্‌কনানী ও ভারীবোধ, পাকস্থলী ও উদরের স্ফীতি ও টেনে ধরার ন্যায় অনুভূতি। (পোয়োম)। শূলবেদনা, নাভীস্থান স্পর্শকাতর। পেট ফাঁপা।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-জেন্টিয়ানা ক্যুইনিক্ ফ্লোরা (সবিরাম জ্বর;অগ্নিমান্দ), কলেরা ইন্‌ফ্যান্টম ও দুর্বলতা।

জেন্টিয়ানা ক্রুশিয়েটা— (গলা ও পাকস্থলীর লক্ষণাবলী সদৃশ্য যুক্ত; বেদনাদায়ক গলঃধকরণ; মাথাঘোরা তৎসহ মাথার বেদনা; চোখের ভিতর চাপবোধ, গলা, মাথা ও উদরের সঙ্কোচনের অনুভূতি। উদরের স্ফীতি, উদরের ভিতর পূর্ণতা ও কষে থাকার মত অনুভূতি)। হাইড্র্যাষ্টিস;নাক্স।

শক্তি— ১ম থেকে ৩য় শক্তি।

জেরেনিয়াম ম্যাকিউলেটাম

GERANIUM MACULATUM ক্রেইন্‌স্ বিল

নিয়মগত আধকপালে। ফুসফুস ও শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রচুর রক্তস্রাব। রক্ত বমি। পাকস্থলীর ক্ষত। নিস্তেজ ও দূষিত ক্ষত। গ্রীষ্মকালীন উপসর্গ।

মাথা— মাথা ঘোরা তৎসহ দ্বিত দৃষ্টি;চোখবন্ধ করলে উপশম। চোখের পাতা বুঁজে থাকে ও বিস্ফারিত চক্ষুতারা। আধকপালে।

মুখগহ্বর— শুষ্ক;জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা। ফ্যারিনজাইটিস।

পাকস্থলী—পাকাশয়িক প্রদাহ তৎসহ প্রচুর স্রাব, ক্ষতে পরিণত হবার প্রবণতা এবং নিষ্ক্রিয় রক্তস্রাব। এই ঔষধ পাকস্থলীর ক্ষতে বমি কমিয়ে দেয়।

মল— অবিরাম মলত্যাগের বেগ, তৎসহ কিছুসময় ধরে সামান্য পরিমানে ও কিছু ত্যাগ করতে পারে না। পুরাতন উদারাময় তৎসহ দূর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা। কোষ্ঠকাঠিণ্য।

স্ত্রী-রোগ— ঋতুস্রাব প্রচুর। প্রসবান্তিক রক্তস্রাব। স্তনের বোঁটায় ক্ষত। (ইউপেটোরিয়া এ্যারোম্যাটিকাম)।

সম্বন্ধ-তুলনীয়—(জেরেনিন ১x-বৃদ্ধব্যক্তিরা সর্বদা গলা খাঁকার দেয় ও থুথু ফেলে।

ইরোডিয়াম— হেমলক-ষ্ট্রোক্স্ বিল (রাশিয়া দেশের একটি জনপ্রিয় রক্ত রোধক ঔষধ বিশেষ এবং বিশেষভাবে অতিরজঃ— এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়);

হাইড্র্যাস্টিনিন; সিঙ্কোনা; স্যাবাইনা।

শক্তি— পাকস্থলীর ক্ষতের ক্ষেত্রে অরিষ্ট, $^1/_2$ ড্রাম মাত্রায়। সাধারণভাবে অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি। ক্ষতের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ভাবে প্রয়োগ করা হলে পুঁজ যুক্ত ঝিল্লী এই ঔষধ ধবংস করে থাকে।

গেটিস্‌বার্গ ওয়াটার

GETTYYSBURG WATER

নাকের পিছন অংশ থেকে ও গলা থেকে দড়ির মত শ্লেষ্মা, কাঁচাক্ষত, ঘাড়ের পেশীর আড়ষ্টতা, সন্ধিস্থানের দুর্বলতা । কিছুতেই কোন বস্তু উপরের দিকে তুলতে পারে না। পেশীর বন্ধনীর আড়ষ্টতা। নাতিপ্রবল গেঁটে বাতের অবস্থা। এই জল বাষ্পাকারে শুকিয়ে ফেলা হয় ও অবশিষ্টাংশ ৬x বিচূর্ণ পর্যন্ত শক্তি তৈরী করা হয়। এই ঔষধটি নাতি প্রবল ও পুরাতন বাত রোগে ব্যবহার করা হয়। জিহ্বা সাদা লেপ যুক্ত। প্রস্রাব গাঢ় রঙ যুক্ত তৎসহ লাল বালুকনার মত তলানি। আড়ষ্টতার অনুভূতি, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। বিশেষ করে কোমর প্রদেশ, হিপজয়েন্ট, কাঁধ ও কব্জির সন্ধিতে। চুপচাপ বসে থাকলে কিছু বুঝতে পারে না। সকালের দিকে বেশি হয়। কিছুতেই একভাবে বেশি সময় ধরে থাকতে পারে না। নড়াচড়ায় পেশীসমূহের আড়ষ্টতা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি।

উপশম— বিশ্রামে (পেশীবন্ধনী ও পেশী সমূহের আড়ষ্টতায়)।

শক্তি— নিম্নশক্তির বিচূর্ণ। এছাড়াও ৩০ শক্তি।

জিনসেঙ্গ

GINSENG

এর‍্যালিয়া কুইনকিউফোলিয়া-ওয়াইল্ড
জিনসেঙ্গ-প্যান্যাক্স

বলা হয়ে থাকে যে, এটি স্রাব উৎপন্নকারী গ্রন্থিসমূহের পক্ষে একটি উত্তেজক ঔষধ বিশেষ করে লালাস্রাবী গ্রন্থির ক্ষেত্রে। সুষুম্নাকান্ডের নিম্নাংশের উপর কাজ করে। কোমরের বেদনা, সায়েটিকা ও বাত। পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্বলতা। হিক্কা। চামড়া লক্ষনাবলী, ঘাড়ে ও বুকে চুলকানি যুক্ত ফুস্কুড়ি।

মাথা— মাথা ঘোরা, তৎসহ চোখের সামনে ধূসরবর্ণের গোলাকার ছোপ সমূহ দেখে; কপালের একদিকে বেদনা; মাথার পিছনের অংশে বেদনা; চোখের পাতাগুলি খুলতে কষ্ট হয়। বস্তুসমূহ দুটি দেখে।

গলা— টনসিলের প্রদাহ, ঠিক বেলেডোনার মত। কিন্তু রোগাকান্ত ব্যক্তির গায়ের রঙ কালো।

উদর— টানভাব, বেদনাপূর্ণ, গুড়গুড়, শব্দ হয়। পেটের ডানদিকে বেদনা। ঈলিয়োসিক্যাল স্থানে জোরে জোরে গড় গড় শব্দ হয়।

পুরুষের রোগ— পুনঃ পুনঃ বীর্যপাতের পরে বাতের বেদনা।

যৌনাঙ্গের দুর্বলতা। প্রস্রাবথলির শেষভাগে কামোদ্দীপক সুড়সুড়ি। কামোত্তেজনা। অন্ডদ্বয়ে চাপবোধ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— হাতদুটিতে ফুলে যাবার মত অনুভূতি। চামড়ায় কষে থাকার মত অনুভূতি। সঙ্কোচন। পিঠে ও শিরদাঁড়ায় শীতল অনুভূতি। কোমরে ও উরুস্থানে থেঁৎলিয়ে যাবার মত বেদনা; রাত্রে ডানদিকের নিমাঙ্গ থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত খোঁড়া হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি। হাতের আঙ্গুলগুলির ডগায় জ্বালাকর উত্তাপ। উরুস্থানের উপরের অংশের ভিতরের দিকে উদ্ভেদ। সন্ধিগুলিতে আড়ষ্টতা ও সঙ্কোচনের অনুভূতি, নিমাঙ্গে ভারীবোধ। সন্ধিস্থানে কট্‌কট্ শব্দ। পিঠের আড়ষ্টতা।

সম্বন্ধ— তুলনীয়-এর‍্যালিয়া; কোকা;

হেডেরা-আইভি— মানসিক অবসন্নতা ও চামড়ার উপদাহে।

দোষঘ্ন— গানপাউডার

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

গ্লোনোইন

GIONOINE=GL. GLYCERINE. **(নাইট্রো-গ্লিসারিন)**

(গ্লিসারিন) **(স্পিরিটস্ গ্লিসারিনাস নাইট্রেট)**

O=OXYGEN

(অক্সিজেন)

N=NITROGEN

(নাইট্রোজেন)

সম্প্রতি জার্মানীতে এই ঔষধের যে প্রুভিং হয়েছে, তা থেকে পূর্ব্বে হওয়া আমেরিকান প্রুভিং ও রোগী চিকিৎসার লক্ষনাবলীর সত্যতা প্রমানিত হয়েছে, এছাড়াও এই প্রুভিং থেকে এই ঔষধের স্নায়বিক গোলযোগের লক্ষনাবলী সমূহ প্রকাশিত হয়েছে। প্রচন্ড অবসন্নতা, কাজ করার কোন ইচ্ছা থাকে না; প্রচন্ড খিটখিটে, সামান্য বিরোধিতায় খুব সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। উত্তেজনার সমাপ্তিতে রক্তাধিক্য জনিত মাথার যন্ত্রনা প্রকাশ পায়। কেবলমাত্র এই ঔষধের ৬ষ্ঠ শক্তি সমগ্র শরীরে চুলকানির প্রকাশ ঘটিয়েছে, তৎসহ পরে ব্রণ ও ফোঁড়ার উৎপত্তি হয়েছিল, এছাড়াও বিকৃত ক্ষুধাও দেখা দিয়েছিল।

রক্তাধিক্য জনিত কারণে মাথার যন্ত্রনা অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম লাগানোর ফলে মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য, এই দুই ক্ষেত্রে এই ঔষধটি মহৌষধ হিসাবে কাজ করে। মস্তিষ্কে অথবা রজঃ সম্পর্কিত গোলযোগ অথবা রজঃরোধের ক্ষেত্রে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বিশেষ। শিশুরা মুক্ত বাতাসে কিছু সময় থাকার পরে রোগাক্রান্ত হয়। মস্তিষ্ক ও হৃদ্‌পিন্ডে রক্তাধিক্য। হঠাৎ করে ও তীব্রভাবে রক্ত সংবহনের গোলযোগ দেখা দেবার প্রবণতা। তীব্র আক্ষেপ; তৎসহ মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য। সমগ্র শরীরের নারী স্পন্দনের ন্যায় অনুভূতি। কিছুতেই কোথায় সে আছে এটা বুঝতে পারে না। সায়েটিকা তৎসহ অঙ্গের শীতলতা ও শিথিলভাব; সামুদ্রিক অসুস্থতা।

মাথা— বিভ্রান্তি, তৎসহ মাথাঘোরা, সূর্যের উত্তাপ লাগাবার কুফল সমূহ; মাথা উত্তপ্ত; যেন গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলো নীচে থেকে কাজ করার ন্যায়। **মাথা ভারী বলে মনে হয় না, কিন্তু কিছুতেই মাথার বালিশের উপর রাখতে পারে না।** মাথা খোলা রাখলে উপশম বোধ। দপ্‌দপ্‌কর মাথার বেদনা। মাথা ও মুখমন্ডলের অ্যান্‌জিও প্লাস্‌টিক নিউর‍্যালজিয়া। ভীষণ খিটখিটে। সোজা খাড়াভাবে থাকতে গেলেই মাথা ঘোরে। মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য। মাথাটা প্রচুর বড়ো হয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি। যেন মাথার খুলিটা মস্তিষ্কের তুলনীয় অত্যন্ত ছোট বলে মনে হয়। সূর্যের উত্তাপ লাগার পরে মাথার বেদনা; এ ক্ষেত্রে সূর্য যত মাথার উপরে উঠতে থাকে তত বেদনার বৃদ্ধি হয় এবং সূর্য যত নীচের দিকে হেলে পড়ে তত বেদনা কমতে থাকে। মাথায় আঘাত লাগার মত অনুভূতি, এই জাতীয় অনুভূতি নারী স্পন্দনের সঙ্গে সমানভাবে হয়। মাসিক ঋতুস্রাবের পরিবর্তে মাথার বেদনা। গর্ভস্থ স্ত্রীলোকের মাথায় রক্তাধিক্য। সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হবার মত অবস্থা। মেনিন জাইটিস।

চোখ— প্রতিটি বস্তুর অর্ধেকটা আলোকযুক্ত ও অর্ধেকটা ছায়া দেখায়। অক্ষরগুলি ছোট দেখায়। চোখের সামনে আগুনের ঝলকানি দেখে।

মুখগহ্বর— দপ্‌দপ্‌কর মাথার বেদনা।

কান— দপ্‌দপ্‌ কর; হৃদপিন্ডের প্রতিটি শব্দের স্পন্দন কানের ভিতর শোনা যায়; পূর্ণতার অনুভূতি।

মুখমন্ডল— রক্তিমাভা, উত্তপ্ত; কালোবর্ণ, ফ্যাকাশে; ঘামযুক্ত; নাকের গোড়ায় বেদনা, মুখমন্ডলের বেদনা। কালো বর্ণযুক্ত মুখমন্ডল।

গলা— ঘাড়ে পূর্ণতার অনুভূতি। জামার কলার খুলে না দিয়ে থাকতে পারে না। কানের নিম্নাংশে, গলা ফুলে যায় ও বন্ধ হয়ে আসে।

পাকস্থলী— রক্তাল্পতার রোগীদের পাকাশয়িক শূলবেদনা তৎসহ মন্থর সংবহন। বমি-বমিভাব ও বমি। পাকস্থলীর উপরের অংশের অবসন্নতা, কামড়মারা ও খালিবোধ। অস্বাভাবিক প্রকৃতির ক্ষুধা।

উদর— কোষ্ঠকাঠিন্য, তৎসহ চুলকানিও বেদনাদায়ক অর্শ, তৎসহ মলত্যাগের আগেও পরে পেটে চিমটিকাটার মত অনুভূতি। উদরাময়; প্রচুর, কালোবর্ণের, পিন্ডের মত মল।

স্ত্রীরোগ— ঋতুস্রাব দেরি করে অথবা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় তৎসহ মাথায় রক্তাধিক্য। রজঃলোপকালে মুখমন্ডল রক্তিমাভ।

হৃদপিন্ড—ক্লান্তি উৎপাদক কাজ। পাখা ঝাপটানোর মত শব্দ। হৃদকম্প তৎসহ শ্বাসকষ্ট। কিছুতেই পাহাড়ের উপরে উঠতে পারে না। যে কোন প্রকার পরিশ্রম করলেই হৃদ্‌পিন্ডে রক্তাধিক্য এবং অবসন্নতা দেখা দেয়। সারা শরীরে আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত দপ্‌দপানি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— সারা শরীরে চুলকানি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেশি। বামদিকের বাইসেপ্‌স্‌পেশীর বেদনা। সমগ্র অঙ্গে টেনে ধরার মত বেদনা। পিঠের বেদনা।

কমা-বাড়া— উপশম— মদ পান করলে।

বৃদ্ধি— রৌদ্রে, সূর্যকিরণে, খোলা আগুনের বা গ্যাসের কাছে থেকে কাজ করলে; ঝাঁকুনি, সামনের দিকে ঝুঁকলে, মাথার চুলকাটলে। পীচ ফল খেলে, উত্তেজক বস্তুতে, শুয়ে পড়লে, সকাল ৬টা থেকে দুপুর পর্যন্ত; বামদিকে।

সম্বন্ধ— দোষঘ্ন-একোনাইট।

তুলনীয়—এমিল নাইট্রেট; বেলেডোনা, ওপিয়াম; স্ট্র্যামোনিয়াম, ভিরেট্রাম ভিরিডি।

শক্তি— ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি।

সাময়িক উপশমার্থে (অ-হোমিওপ্যাথিক), হৃদশূল, হাঁপানী, হৃদপিন্ডের কাজের ব্যর্থতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বস্তুগত মাত্রায় অর্থাৎ ১-১০০ ফোঁটা মাত্রায়-অবশ্যই দেওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় জরুরীকালীন ঔষধ। যে সকল অবস্থায় এই ঔষধের নাম স্মরণ করা হয়, সেক্ষেত্রে নাড়ীর গতি মন্থর ও ছোট ছোট স্পন্দন, ফ্যাকাশে বর্ণ, ধমনীর আক্ষেপ, মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা, পতনাবস্থা, হৃদস্পন্দন দুর্বল, মূর্চ্ছা, নাড়ীর দুইটি স্পন্দন, মাথাঘোরা—হোমিওপ্যাথিক মতানুসারে ঔষধ নির্বাচনের ঠিক বিপরীত লক্ষনসমূহ। প্রায়ই পুরাতন বৃক্ক প্রদাহ রোগে ধমনীর চাপ কমাবার উদ্দেশ্যে এই ঔষধটি ব্যবহার হয়ে থাকে।

গ্লিসারিনাম

GLYCERINUM **গ্লিসারিন**

এই ঔষধটি হোমিওপ্যাথিক তত্ত্বানুসারে ব্যবহৃত হয়। শক্তিকৃত গ্লিসারিন মনে হয় গভীর ভাবে ও দীর্ঘকাল সময় ধরে কাজ করে, তন্তু গঠনে কাজ করে এবং এই কারণে ঔষধটি শীর্ণতাপ্রাপ্তি রোগ, মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা, ডায়েবেটিস প্রভৃতি রোগে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। ঔষধটি প্রাথমিক ক্রিয়ার পাকাশয়িক গোলযোগ দেখা দেয় এবং কিন্তু গৌন ক্রিয়া শুরু হলে সার্বিক পুষ্টির উন্নতি করে থাকে। (Dr, Wm, B. Griggs.)

মাথা— পূর্ণতার অনুভূতি দপ্‌দপ্ করে। মানসিক বিভ্রান্তি। মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হবার দুইদিন আসে মাথার যন্ত্রনা শুরু হয়। মাথার পিছনের অংশে পূর্ণতার অনুভূতি।

নাক— বন্ধ, হাঁচি, হাজাকর সর্দ্দি। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে সুড়্‌সুড়্‌কর অনুভূতি। নাকের পিছনের অংশ থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে সর্দ্দি ঝরে।

বুক— শুষ্ক কাশি তৎসহ দুর্বলতার অনুভূতি। বুকের ভিতর পূর্ণতার অনুভূতি। ইনফ্লুয়েঞ্জা জনিত নিউমোনিয়া।

পাকস্থলী— পাকস্থলীর ভিতর খাদ্যবস্তুর গেঁজে উঠা, পাকস্থলী ও অন্ননলীর ভিতর জ্বলন।

প্রস্রাব যন্ত্রসমূহ— প্রচুর ও পুনঃ পুনঃ প্রস্রাব। প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও শর্করা পরিমানের বৃদ্ধি। ডায়েবিটিস।

স্ত্রীরোগ— প্রচুর, দীর্ঘস্থায়ী ঋতুস্রাব, তৎসহ্ জরায়ুতে নীচের দিকে ঠেলে্ বেরিয়ে আসার মত অনুভূতি ও ভারী বোধ। সাবির্বক ক্লান্তি অনুভূতি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— স্বল্পবিরাম জাতীয় বাত বেদনা। পায়ের পাতা বেদনাদায়ক ও উত্তপ্ত, বিবৃদ্ধির ন্যায় অনুভূতি।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ল্যাকটিক অ্যাসিড, জেলসেমিয়াম, ক্যাল্কেরিয়া।

শক্তি— ৩০ শক্তি ও উচ্চতর খাঁটি গ্লিসারিন এক চামচ মাত্রায় দিনে তিনবার লেবুর রসের সঙ্গে মিশিয়ে, পার্নিশ্বাস অ্যানিমিয়ার প্রযোজ্য।

ন্যাফেলিয়াম

GNAPHALIUM **(কার্ড-উয়ীড)—ওল্ড বাল্‌সাম্**

সায়েটিকা রোগে এই ঔষধের উপকারিতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না, যদি দেখা যায় যে, বেদনার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত অংশের অসাড়তা অনুভব হয়। বাত ও প্রাতঃকালীন উদরাময়। প্রচুর প্রস্রাব।

মুখমন্ডল— উভয় দিকের সুপিরিয়র ম্যাক্সিল্যারী অস্থির সবিরাম বেদনা।

উদর— পেট ডাকা, শূলবেদনা, পেটের বিভিন্ন অংশে বেদনা। প্রস্টেট গ্রন্থির উপদাহ। শিশুদের কলেরা রোগের প্রথমাবস্থায়, বমি ও বাহ্যি।

স্ত্রীরোগ— বস্তিকোটরে ভারীবোধ ও পূর্ণতার অনুভূতি।

বেদনাদায়ক ঋতু, তৎসহ স্বল্প ও যন্ত্রনাপূর্ণ ঋতুস্রাব।

পিঠ— কোমর প্রদেশে পুরাতন পিঠের বেদনা;পিঠের উপর চাপ দিয়ে বিশ্রাম নিলে উপশম। কোমরের বেদনা তৎসহ পিঠের নিম্নাংশের অসাড়তা ও বস্তিকোটরে ভারী বোধ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— বিছানায় থাকার সময় পায়ের ডিমেও পায়ের পাতায় খিলধরা। (গোড়ালিতে ও পায়ে বাতবেদনা। সায়েটিকা স্নায়ু বরাবর তীব্র বেদনা, পর্যায়ক্রমে অসাড়তা ও বেদনা। পুনঃ পুনঃ পায়ের ডিমে ও পায়ের পাতায় বেদনা। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে গেঁটে বাতজনিত কারনে বেদনা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি উপরের দিকে তুলে ধরলে অথবা উরুদুটি পেটের উপর ভাঁজ করা অবস্থায় রাখলে উপশম। গেঁটেবাত থেকে উদ্ভুত শক্ত পদার্থসমূহ। (এমন বেঞ্জোয়িকাম)। জঙঘার সামনের স্নায়ুর শূলবেদনা। (ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া)। সন্ধিস্থানগুলিতে বেদনা, মনে হয় যেন ঐ সকল স্থানে তেলের অভাব আছে। পিঠ ও ঘাড়ের পেশীর পুরাতন বাতরোগ।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ম্যন্থাক্সিলাম, ক্যামোমিলা; পালসেটিলা।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

গোলোন্ড্রিনা

GOLONDRINA **ইউফর্বিয়া পলিকারপা**

এটি সাপের বিষের একটি ক্রিয়ানাশক ঔষধ। এই ঔষধ ব্যবহারের ফলে শরীরের সাপের বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায় এবং এই কারণে এটি সাপের বিষের একটি প্রতিষেধক ঔষধ বিশেষ। (ইভিগো)।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ইউফর্বিয়া সমূহ।

ইউফর্বিয়া প্রোস্ট্যাটা— (আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা বিষাক্ত পোকা-মাকড় ও সাপের বিষের বিশেষতঃ ব্যাটন সাপের বিষক্রিয়ার নাশ করার কাজে এই ঔষধটি ব্যবহার করা হয়; এই জাতীয় ক্ষেত্রে ঔষধটি মহৌষধ হিসাবে কাজ করে)।

প্লামেরিয়া সেলিনাস— এই ঔষধের অরিষ্ট অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে সাপের বিষের ক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর ব্যবহার করা হয়। (ডাঃ ফোরিয়া)। সিড্রন

মাইকেনিয়া গুয়্যাচো— সাপের বিষ আরোগ্যকারী ব্রাজিলদেশীয় ঔষধ বিশেষ।

সেল্যাগিনেল্লা— (সাপের বিষ ও মাকড়সার কামড়ে এই ঔষধ দুধের সঙ্গে সিক্ত করে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করা হয়।)

আয়োডিয়াম— এই ঔষধের অরিষ্ট বাহ্যিক ভাবে ব্যাটন সাপের কামড়ে এবং প্রতি ১০ মিনিট অন্তর ১ ফোঁটা মাত্রায় অভ্যন্তরীণভাবে।

জিমনেমা সিলভেষ্টার (তিতো বস্তুর তিতো আস্বাদ নষ্ট করে; এই ঔষধে স্বাভাবিক আস্বাদের পরিবর্তন হয়; এই ঔষধের মূলের বিচূর্ণ সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

সিসিরিন্‌চিয়াম— নীলচোখ খাস ১০ থেকে ১৫ ফোঁটা মাত্রায় অরিষ্ট (ব্যাটল স্নেক কামড়ের ক্ষেত্রে)।

গসিপিয়াম

GOSSYPIUM **কটন প্ল্যান্ট**

এটি একটি ক্ষমতাশালী রজো নিঃসারক ঔষধ বিশেষ;বস্তুগত মাত্রায় ঔষধটি ব্যবহার করা হয়। হোমিওপ্যাথিক মতানুসারে এই ঔষধের অনেক প্রকার প্রতিবর্ত ক্রিয়া আছে। এই প্রতিবর্ত ক্রিয়া সমূহ জরায়ুর গোলযোগও গর্ভাবস্থায় উপর নির্ভর করে উদ্ভব হয়ে থাকে। গসিপিয়াম বিলম্বিত ঋতুস্রাবের উপশম করে থাকে, বিশেষ করে যেখানে মনে হয় যে স্র্যাব শুরু হবার উপক্রম হয়েছে অথচ স্র্যাব শুরু হয় না। দীর্ঘকায়, রক্তহীণ রোগীসমূহ, তৎসহ স্নায়বিক শীতবোধ।

মাথা— গ্রীবাদেশে বেদনা তৎসহ মাথা পিছনদিকে টেনে ধরে রাখার প্রবনতা তৎসহ স্নায়বিক প্রকৃতি।

পাকস্থলী— বমি-বমিভাব, তৎসহ প্রাতঃকালে আহারের আগে বমি করার প্রবণতা। অক্ষুধা, তৎসহ ঋতুকালে পেটের উপরের অংশে অস্বস্তিকর অনুভূতি।

স্ত্রী-রোগ— যোনি কপাট স্ফীতি ও চুলকায়। **ডিম্বাশয়ে সবিরাম বেদনা।** গর্ভফুল আটকিয়ে থাকে। স্তনগ্রন্থির অর্বুদ তৎসহ বগলের গ্রন্থির স্ফীতি। সকালের দিকে বমি-বমিভাব তৎসহ জরায়ু প্রদেশ অনুভূতি প্রবন। ঋতুস্রাব রুদ্ধ। ঋতুস্রাব জলের মত। পিঠের বেদনা, বস্তিকোটরে ভারীবোধ ও টেনে ধরার মত অনুভূতি। জরায়ুর অর্বুদ, তৎসহ পাকস্থলীর বেদনা ও দুর্বলতা।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—সতেজ সবুজ মূল থেকে প্রস্তুত আর্গটের ক্রিয়ার, এই ঔষধের ন্যায় একই জাতীয়। **লিলিয়াম; সিমিসিফিউগা; স্যাবাইনা।**

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

গ্র্যানেটাম

GARNATUM **পমগ্র্যানিট**

ক্রিমিনাশক ঔষধ হিসাবে এই ঔষধটি ফিতাকৃমি বের করে থাকে, এবং হোমিওপ্যাথিক মতানুসারে নিম্নালিখিত লক্ষণসমূহ বিবেচ্য। লালাস্রাব তৎসহ বমি-বমিভাবও মাথাঘোরা শ্বাসনলীর দ্বারে আক্ষেপ।

মাথা — মাথার ভিতর শূন্যবোধ। চক্ষুকোটর গত; চোখের তারা দুটি বিস্ফারিত; দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। মাথাঘোরা একভাবে থাকে।

পাকস্থলী— অবিরাম খিদে লেগেই থাকে। দুর্বল পরিপাক শক্তি। শরীরের মাংস ক্ষয় পায়। রাত্রে বমি।

উদর— পাকস্থলী ও উদরে বেদনা; নাভির চারিদিকে বেশি হয়। (ককিউলাস; নাক্সমস্কেটা; প্লাম্বাম)ঃ অতৃপ্তির মলবেগ, মলদ্বারে চুলকানি। যোনি প্রদেশে টেনে ধরার মত অনুভূতি, যেন মনে হয় ঐ স্থান দিয়ে হার্নিয়া ঠেলে বেরিয়ে আসবে। নাভিস্থানে হার্নিয়ার মত স্ফীতি।

বুক— ভারীবোধ তৎসহ দীর্ঘশ্বাস। দুটি কাঁধের মধ্যবর্তী অংশে বেদনা;জামা-কাপড়ের চাপে ও শ্বাসরোধক অবস্থা।

চামড়া—হাতের তালুতে চুলকানি। মনে হয় ফুস্কুড়িসমূহ বের হবে। জন্ডিসের মত চামড়ার বর্ণ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— কাঁধের চাপে পাশে বেদনা, যেন মনে হয় প্রচন্ড ভারী কিছু বহন করা হয়েছে। হাতের সকল অঙ্গুলি সন্ধিতে বেদনা। হাঁটু-সন্ধিতে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা। আক্ষেপিক নড়াচড়া।

সম্বন্ধ—তুলনীয়— পেলেটাইয়েরিন্ (এই ঔষধটির অন্তর্গত একটি উপাদান বিশেষ -এক প্রকার ক্রিমিনাশক, বিশেষ করে ফিতাকৃমি নাশক); সিনা; কুস্মো।

শক্তি— ১ম থেকে ৩য় শক্তি।

গ্র্যাফাইটিস

GRAPHITES (ব্ল্যাক্-লেড্)-প্লাম্বাগো

অন্যান্য কার্বন জাতীয় ঔষধের মত, এটিও একটি ব্যাপক শক্তিশালী (সোরা দোষ নাশক ঔষধ) কিন্তু বিশেষভাবে সেই সকল রোগ সমূহের উপর বিশেষভাবে কাজ করে যারা মোটা ধরণের, গায়ের রঙ ফর্সা, চর্মরোগ ও কোষ্ঠকাঠিণ্যের প্রবণতাযুক্ত, **মেদবহুল, শীতকাতুরে ও কোষ্ঠবদ্ধতা যুক্ত,** তৎসহ যাদের মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে দেখা দেয়। খুব সহজেই ঠান্ডা লাগে। শিশুরা নির্লজ্জ, বেহায়া প্রকৃতির, বকা-বকি করলেও হাসতে থাকে। শরীরের অভ্যন্তরীণ উপসর্গ সমূহের চর্মের উপর প্রকাশিত হবার প্রবণতাযুক্ত। **বারে বারে ইরিসিপেলাস হবার প্রবণতা ধ্বংস করে।** রক্তাল্পতা তৎসহ মুখমন্ডল রক্তিমবর্ণযুক্ত। মোটা হবার প্রবণতা যুক্ত। যৌনাঙ্গের স্ফীতি। প্রদরস্রাব হুস্ হুস্ করে নির্গত হয়। ক্ষত আরোগ্য হবার পরে ঐ স্থানে তৈরী হওয়া শক্ত তন্তু সমূহের পরিপোষনে সাহায্য করে। তন্তুর কঠিনতা। পাইলোরাসের ক্যান্সার। ডিওডিনামের ক্ষত।

মন— হঠাৎ করে চমকিয়ে উঠার প্রবণতা। ভীরু। কোন কিছু সিদ্ধান্ত করতে পারে না। কাজ করার ইচ্ছার অভাব। বসে কাজ করার সময় অস্থিরতা ও চঞ্চলতা। **গান-বাজনা শুনলে কান্না পায়।** আতঙ্কগ্রস্ত স্বভাব, হতাশা, ও সিদ্ধান্ত করতে অক্ষমতা।

মাথা— মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য তৎসহ মুখমন্ডল রক্তিমাভ তৎসহ নাক দিয়ে রক্তস্রাব এবং উদর স্ফীতি পেটে বায়ুসঞ্চয়। সকালে ঘুম থেকে উঠার পরে মাথার যন্ত্রনা, বিশেষভাবে মাথার একদিকে, তৎসহ বমি করার প্রবণতাযুক্ত। কপালের উপর মাকড়সার জালের মত অনুভূতি। অসাড়তার অনুভূতি। মাথার একদিকে বাতজনিত বেদনা, বেদনা

দাঁত ও ঘাড় পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মাথার তালুতে জ্বালাবোধ। মাথার চামড়ার চুলযুক্ত অংশে আর্দ্র ও চুলকানিযুক্ত উদ্ভেদ, উদ্ভেদগুলি থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে।

চোখ— চোখ উঠা, তৎসহ কৃত্রিম আলোক সহ্য হয় না। চোখের পাতাদ্বয় লালচে ও স্ফীত। অক্ষিপুট প্রদাহ। চোখের পাতার শুষ্কতা। চোখের পাতায় একজিমা। ফাটাযুক্ত।

কান— কানের ভিতরের অংশের শুষ্কতা। আহারের সময় কানের ভিতর কট্‌কট্‌ করে শব্দ হয়। কানের পিছনের অংশে ভিজাভাব ও উদ্ভেদসমূহ। গোলযোগের ভিতর ভালো শুনতে পায়। ভাল শুনতে পায় না। কানের ভিতর হুস্‌ হুস্‌ শব্দ। কানের ভিতর বন্দুকের শব্দ শুনতে পায়। কানের ভিতরের পর্দার উপর পাতলা, সাদারঙের আঁশের মত আবরণ। কানের ভিতরে ও বাইরে ফাটা।

নাক— নাক ঝাড়ার সময় টাটানি ব্যথা; ভিতরের অংশ বেদনাদায়ক; ঘ্রান শক্তি অস্বাভাবিক রকমের তীব্র নাসিকা ছিদ্রে মামড়ি ও ফাটা সমূহ।

মুখমন্ডল— মনে হয় মুখের উপর মাকড়সার জাল জড়িয়ে রয়েছে। নাকে একজিমা। চুলকানিযুক্ত ফুস্কুড়িসমূহ। মুখগহ্বর ও চিবুকের চারিপাশে আর্দ্র প্রকৃতির একজিমা। ইরিসিপেলাস, জ্বালা ও হুল ফোটার মত বেদনাযুক্ত।

মুখগহ্বর— মুখগহ্বর থেকে পচাগন্ধ বেরিয়ে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রস্রাবের মত গন্ধ। জিহ্বার উপর জ্বালাকর ফোস্কাসমূহ, লালাস্রাব, টক ঢেকুর।

পাকস্থলী— মাংসের অনিচ্ছা। মিষ্টি খাবারে বমি আসে। গরম পানীয় অপছন্দ। প্রতিবার আহারের পরে বমি-বমিভাব ও বমি। ঋতুকালে সকালে বমি-বমি ভাব। পাকস্থলীতে চাপবোধ। পাকস্থলীর ভিতর জ্বালা করে, এর ফলে ক্ষুধাপায়। ঢেকুর তুলতে কষ্ট হয়। পাকস্থলীর ভিতর সঙ্কোচনের অনুভূতি। পুনঃ পুনঃ পাকস্থলীর শূলবেদনা। বায়ুসঞ্চয়। পাকস্থলীর বেদনা আহারে, গরম পানীয় বিশেষ করে গরম দুধে ও শুয়ে পড়লে সাময়িকভাবে উপশম হয়।

উদর— পেটের বমি হবার মত অনুভূতি। পেটের ভিতর পূর্ণতার ও কঠিনতার অনুভূতি, যেন মনে হয় পেটের ভিতর কোন স্থানে বায়ু জমে রয়েছে; পরা জামা-কাপড় ঢিলা করতে বাধ্য হয়; পেটের গোলাকার অংশে বায়ুবেদনাদায়ক ভাবে চাপ দেয়। পেটের ভিতর কন্‌কন্‌ শব্দ হয়। কুঁচকি স্থান অনুভূতিপ্রবণ, স্ফীত। রোগী যেদিক চেপে শুয়ে থাকে, তার বিপরীত দিকে বায়ু জমে বেদনা হয়। পুরাতন উদরাময়, মল বাদামীবর্ণের, তরল, অভুক্ত খাদ্যবস্তু যুক্ত, দূর্গন্ধযুক্ত। তীব্র, দূর্গন্ধযুক্ত বায়ু নির্গমন হয়। বায়ু নির্গমনের পূর্বে শূলবেদনা।

মল— কোষ্ঠকাঠিণ্য, মলবৃহৎ, কষ্টকর, গুটলে প্রকৃতির, যা শ্লেষ্মাদ্বারা সংযুক্ত থাকে। জ্বালাকর অর্শ। সরলান্ত্রের স্থানচ্যুতি, উদরাময়; বাদামী বর্ণের তরল মল, মলের সঙ্গে অভুক্ত খাদ্যবস্তু মিশ্রিত থাকে, তীব্র, দূর্গন্ধযুক্ত, টক গন্ধ। মলত্যাগের সময় মলদ্বারে বেদনা, টাটানি ব্যথা ও চুলকায়। পিন্ডের মত মল, শ্লেষ্মা সূতা দিয়ে সংযুক্ত থাকে। সরলান্ত্রের শিরা স্ফীতি। মলদ্বারে ফাটা। (র‍্যাটান্‌হিয়া, পিয়োনিয়া)।

প্রস্রাব— ঘোলাটে, তৎসহ তলানি থাকে। টকগন্ধযুক্ত।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাব **অত্যন্ত দেরী করে,** তৎসহ কোষ্ঠকাঠিণ্য; ফ্যাকাশে ও অল্প তৎসহ পেটের উপরের অংশে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা এবং ঋতুস্রাবের আগে **চুলকানি**। ঋতুস্রাবকালে কাশি, সর্দ্দি, স্বরভঙ্গ, ঘাম ও সকালে বমি-বমিভাব দেখা দেয়। প্রদরস্রাব, **ফ্যাকাশে,** পাতলা, **প্রচুর, সাদাবর্ণের, হাজাকর** তৎসহ পিঠের দুর্বলতা। স্তনগ্রন্থি স্ফীত ও কঠিন। ডিম্বাশয়, জরায়ু ও স্তনগ্রন্থির কঠিনতা। স্তনের বোঁটায় ক্ষত, ফাটা-ফাটা, ও ফোস্কাযুক্ত। সঙ্গমে বিরক্তি।

পুরুষের রোগ— যৌনক্রিয়া বিষয়ে দুর্বলতা তৎসহ কামেচ্ছার বৃদ্ধি; সঙ্গমে অনিচ্ছা, শীঘ্র-শীঘ্র বীর্যস্খলন অথবা মোটেও বীর্যনির্গত হয় না; যৌনাঙ্গে হার্পিসের মত উদ্ভেদ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— বুকের ভিতর সঙ্কোচনের অনুভূতি; আক্ষেপিক হাঁপানী, শ্বাসরুদ্ধ করার ন্যায় রোগাক্রমণ, রোগী ঘুম থেকে জেগে উঠে; অবশ্যই কিছু আহার করতে হয়। বুকের মাঝখানে বেদনা, তৎসহ কাশি, চেঁচে ফেলার মত অনুভূতি ও টাটানি ব্যথা। পুরাতন স্বরভঙ্গ তৎসহ চামড়ার উপসর্গ সমূহ। স্বরযন্ত্রের কাজ নিজের আয়ত্তের বাইরে; গান করার আগে স্বরভঙ্গ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ঘাড়ে, কাঁধে, পিঠে ও অঙ্গ সমূহ বেদনা। কশেরুকার বেদনা। কোমরে বেদনা তৎসহ প্রচন্ড দুর্বলতা। দুটি উরুস্থানের মধ্যবর্তীঅংশ হেজে যায়। বামহাতের অসাড়তা; বাহু যেন ঘুমিয়ে রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি; হাতের আঙ্গুলের নখগুলি পুরু, কালো ও খসখসে। নখের নিচের অংশ প্রদাহিত। (সোরিনাম; ফ্লুরিক অ্যাসিড) নিম্নাঙ্গের শোথ। পায়ের আঙ্গুলের নখগুলি বিকৃত। পায়ের আঙ্গুলের আড়ষ্টতা ও সঙ্কোচন। নখগুলি ভঙ্গুর। নখগুলির বিকৃতিগঠন, বেদনাদায়ক টাটানি ব্যথা, পুরু ও খর্বাকৃতি। আঙ্গুলের প্রান্তভাগ ফাটা। পায়ে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম।

চামড়া— খস্‌খসে্‌ শক্ত, চামড়ার যে অংশে এক্‌জিমা হয় না ঐ অংশ সর্বদা শুষ্ক থাকে। কিলয়েড ও ফাইব্রয়েডের প্রাথমিক দশা। ফুস্কুড়ি ও ব্রন। **উদ্ভেদসমূহ, চটচটে রস গড়িয়ে আসে।** অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাঁজ হওয়া স্থান, কুঁচকির ভাঁজে, ঘাড়ের ভাঁজে ও কানের পিছনের অংশ হেজে যায়। **অস্বাস্থ্যকর চামড়া; সামান্য আঘাতে পুজোৎপত্তি।** ক্ষতস্থান থেকে আঠারমত রস বেরিয়ে থাকে, রস পাতলা ও চটচটে। গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি ও কঠিণতা। গেঁটে বাতজনিত গুটি সমূহ। স্তনের বোঁটা, মুখগহ্বরে, পায়ের দুটি আঙ্গুল মধ্যবর্তীস্থান, ও মলদ্বারে ফাটা সমূহ। মুখমন্ডলের ইরিসিপেলাস; জ্বালাকর ও হুলফোটার মত বেদনা। পায়ের পাতার স্ফীতি। **চামড়ার স্থায়ী স্ফীতি সমূহ।** রাসটক্সের পুরাতন বিষ ক্রিয়া।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— উষ্ণতায়, রাত্রে, ঋতুকালে ও ঋতুকালের পরে।

উপশম— অন্ধকারে, আবৃত অবস্থায় থাকলে।

সম্বন্ধ— পরিপূরক, আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম, (পাকাশয়িক গোলযোগে এই ঔষধের পরে ভালো কাজ করে), কষ্টিকাম, হিপার সালফ; লাইকোপোডিয়াম; আর্সেনিক; টিউবারকিউলিনাম।

তুলনীয়— **পেট্রোলিয়াম, সিপিয়া, সালফার, ফ্লুরিক অ্যাসিড। গ্র্যাফাইটিসে যে কোষ্ঠকাঠিণ্য ও তৎসহ শ্লেষ্মাজড়িতমল এবং পেটের ভিতর যে বায়ুজমা হয় তা বিবেচনা করা উচিত এবং এই লক্ষণগুলিই একই জাতীয় ঔষধ পেট্রোলিয়াম ও লাইকোপোডিয়ামের সঙ্গে পার্থক্য তৈরী করে।**

দোষঘ্ন— **নাক্সভমিকা, আর্সেনিক, একোনাইট।**

শক্তি— **৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি। স্তনের বোঁটার উপর এই ঔষধের মলম বাহ্যিক ভাবে প্রয়োগ করা যায়।**

গ্র্যাটিওলা

GRATIOLA হেজ হিস্যাপ

এই ঔষধটি বিশেষ করে পাকাশয় অন্ত্র নলীর উপর কাজ করে। পুরাতন সর্দ্দিজ অবস্থা, প্রদরস্রাব ও গনোরিয়ার। দুর্দমনীয় ক্ষত সমূহ। বৃথা অভিমানযুক্ত অহঙ্কার থেকে উদ্ভূত মানসিক রোগে ভাল কাজ করে। বিশেষ করে স্ত্রীলোকের উপর ভালো কাজ করে। স্ত্রীলোকের মধ্যে নাক্সের লক্ষণ পাওয়া গেলে এরং সেক্ষেত্রে গ্যাটিওলা প্রয়োগ করা হলে প্রায়ই ভালো ফল পাওয়া যায়।

মাথা— আধকপালে। মাথায় রক্তাধিক্য তৎসহ দৃষ্টিলোপ। মনে হয় যেন মস্তিষ্ক সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং মাথাটি ক্রমশঃ ছোট হচ্ছে। কপালে কষে বাঁধার মত অনুভূতি, তৎসহ চামড়া কুঁচ্‌কিয়ে যায়। চোখ শুষ্ক, জ্বালা করে। অদূর দৃষ্টি বা মায়োপিয়া।

পাকস্থলী— আহারের সময় ও পরে মাথাঘোরা, আহারের পরে ক্ষুধা ও পেটের ভিতর শূন্যবোধ। অগ্নিমান্দ্য, তৎসহ পাকস্থলীর ভিতর বায়ু সঞ্চয় হেতু স্ফীতি। নৈশ ভোজের পরেও রাত্রে খিলধরা ও শূলবেদনা, তৎসহ উদর স্ফীতি ও কোষ্ঠকাঠিণ্য। কষ্টকর গলাধঃকরণ, বিশেষ করে তরল পদার্থ।

মল— উদরাময়, সবুজ, ফেনাযুক্ত জলের মত, মলত্যাগের পরে মলদ্বারে জ্বালা, বেদনাহীনভাবে মল সবেগে বেরিয়ে আসে, কোষ্ঠকাঠিণ্য, তৎসহ অম্বল, অর্শ, তৎসহ রোগ ও নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় চিন্তা। সরলান্ত্রের সঙ্কোচন।

ঘুম— অনিদ্রা।

স্ত্রীরোগ— কামোন্মত্ততা। ঋতুস্রাব অস্বাভাবিকভাবে প্রচুর, আগে- আগে হয় ও দীর্ঘস্থায়ী। প্রদর স্রাব।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— অতিরিক্ত জল পান করলে।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ডিজিট্যালিস; ইউফ্রেশিয়া; ট্যাবেকাম, ক্যামোমিলা, এমন পিক্রিকাম; নাক্সভমিকা।

শক্তি— ২য় থেকে ৩য় শক্তি।

গ্রিন্ডেলিয়া

GRINDELIA **রেজিন-উড**

দুই জাতীয় গ্রিন্ডেলিয়া আছে, যথা গ্রিন্ডেলিয়া রোবিষ্টা ও গ্রিন্ডেলিয়া স্কোয়েরোসা, এই উভয় প্রকারের ঔষধের লক্ষণাবলী এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই দুই প্রকারের কাজের মধ্যে প্রকৃতি কোন পার্থক্য নেই, যদিও গ্রিন্ডেলিয়া স্পোয়েরোসাতে প্লীহা সম্পর্কিত লক্ষণের প্রাচুর্য দেখা যায়, মৃদু বেদনা ও পেটের বামদিকের উপরের অংশে পূর্ণতার অনুভূতি;পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগ;পাকাশয়িক বেদনা তৎসহ প্লীহার রক্তাধিক্য। গ্রিন্ডেলিয়া পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে শুরু হয়। হৃদ্‌পিন্ডের কাজের সময় এই ঔষধটি প্রথমে হৃদ্‌পিন্ডের ক্রিয়াকে দ্রুতগতিশীল করেও পারে তা আবার হ্রাস করে।

নিউমোগ্যাসট্রিক স্নায়ুর হৃদ্‌পিন্ড ও ফুসফুসীয় শাখার উপর এই ঔষধটি কাজ করে এবং ঐ স্থানে শুষ্ক সর্দ্দিজ অবস্থার সৃষ্টি করে (টার্ট ইমেটিক তরল সর্দ্দিজ অবস্থার ক্ষেত্রে)। নিউমো-গ্যাসট্রিক স্নায়ুর পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে, তৎসহ শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ঘুম আসার পরে শ্বাসরোধক অবস্থা। হাঁপানীর মত অবস্থা, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগ। বায়ুনলী থেকে শ্লেষ্মাস্রাব তৎসহ শ্লেষ্মা চটচটে, যা পৃথক করা খুবই কষ্টকর। রক্তচাপবৃদ্ধি করে। পাকস্থলীর ক্ষতে বমি-বমিভাব ও ওয়াকতোলা। প্রস্রাবে শর্করার উপস্থিতি। রাসটক্স বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি কার্যকরী ক্রিয়া নাশক ঔষধ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন উভয়ভাবে প্রয়োগ করা হয়। এছাড়াও আগুনে পোড়া, ফোস্কা, যোনিপথের প্রদাহ, ও হার্পিস জুষ্টারের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। হাঁপানী ও অন্যান্য স্নায়বিক লক্ষণ সমূহের সঙ্গে যে ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অম্লভাব দেখা দেয়। পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রক্তাধিক্য তৎসহ কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস।

মাথা— পূর্ণতার অনুভূতি, কুইনিন, খাবার পরে যেরকম অবস্থা দেখা দেয়। চোখের তারা গুলির বেদনা, বেদনা পিছন দিকে প্রসারিত হয়ে মস্তিষ্ক পর্যন্ত যায়; চোখ নড়াচড়া করলে বৃদ্ধি। চোখের তারা বিস্ফারিত। পুঁজযুক্ত চোখের প্রদাহ তৎসহ আইরাইটিস।

শ্বাস-প্রশ্বাসযন্ত্র সমূহ— ব্রঙ্কাইটিস রোগে বুকের ভিতর সাঁইসাঁই শব্দ ও শ্বাসরোধক অবস্থায় একটি কার্যকরী ঔষধ বিশেষ। বুকের ভিতর ঘড়ঘড়ে শব্দ তৎসহ ফেনাযুক্ত শ্লেষ্মা, যা বিচ্ছিন্ন করা কষ্টসাধ্য। ফুসফুসীয় রক্ত সংবহনের উপর কাজ করে। হাঁপানী, তৎসহ প্রচুর চটচটে শ্লেষ্মা উঠে, এতে রোগীর কষ্টের উপশম হয়। ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসবন্ধ হয়ে আসে; চমকিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে এবং শ্বাসনেবার জন্য হাঁপাতে থাকে। শ্বাস নেবার জন্য উঠে বসে পড়তে বাধ্য হয়। শুয়ে থাকলে কিছুতেই শ্বাস নিতে পারে না। হুপিং কাশি তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব (কোকাস)। শ্লেষ্মাস্রাব, তৎসহ চটচটে, সাদা, শ্লেষ্মা উঠে। বায়ুনলীতে হিস্ হিস্ শব্দ। হৃদ্‌পিন্ড ও শ্বাস-প্রশ্বাস দুর্বল। কিছুতেই

শুয়ে শ্বাস নিতে পারে না। সবিরাম, সশব্দ শ্বাস-প্রশ্বাস। প্লীহা— প্লীহা স্থানে কেটে ফেলার মত বেদনা, বেদনা হিপ জয়েন্টের স্থান পর্যন্ত প্রসারিত হয়। প্লীহার বিবৃদ্ধি। (সিয়েনোথাম; কার্ডুয়াস)।

চামড়া— গোলাপী রঙে র উদ্ভেদ সমূহ, তৎসহ তীব্র জ্বালা ও চুলকানি। ফোস্কাযুক্ত ও ফুস্কুড়ি জাতীয় উদ্ভেদ। হার্পিস জুষ্টার। চুলকানি ও জ্বালা। পয়জন ওক্ (স্থানিকভাবে ধোওয়ার ক্ষেত্রে) ক্ষতসমূহ, তৎসহ স্ফীতি, বেগুনীবর্ণের চামড়া।

সম্বন্ধ— তুলনীয়, টার্ট-ইমেট; এরিওডিক্টিয়ন; ল্যাকেসিস; স্যাঙ্গুইনেরিয়া।

শক্তি— অরিষ্ট ১ থেকে ১৫ ফোঁটা মাত্রায়, এছাড়াও নিম্নতর শক্তি।

গুয়াকো

GUACO মিকানিয়া

স্নায়ুতন্ত্র ও স্ত্রী যন্ত্রের উপর কাজ করে, বিছা ও সাপের কামড়ে বিষক্রিয়ার কাজ নষ্ট করে (গোলাভ্রিনা)। কলেরা। বাল্বায় প্যারালিসিস। সিফিলিস। ক্যান্সার। বধিরতা-জিহ্বা ভারী ও নড়া-চড়া করতে কষ্ট হয়। মেরুদন্ডের অস্বস্তি। মেরুদন্ডের লক্ষণসমূহ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও বারে বারে প্রমানিত। বিয়ার যারা পান করে তাদের সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হবার অবস্থা। উদরাময় ও আমাশয় তৎসহ ত্রিকাস্থি ও কোমর প্রদেশে কন্‌কনানী। মাথার যন্ত্রনা, মুখমন্ডল রক্তিমাভ। ভারী বোধ ও জিহ্বার নড়াচড়া কষ্টকর।

গলা—কণ্ঠনলী ও বায়ুনলীর সংকীর্ণতা, ঢোক গিলতে কষ্ট হয়। জিহ্বায় ভারী বোধ, নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়।

স্ত্রীরোগ— প্রচুর প্রদর স্রাব, হাজাকর, পচাগন্ধযুক্ত, দুর্বলকর। রাত্রে চুলকানি ও হুলফোটার মত বেদনা, যেন মনে হয় ঐ অংশ দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসছে।

প্রস্রাব— বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ঘোলাটে, ফসফেটযুক্ত, প্রস্রাবথলির স্থানে বেদনা।

পিঠ— দুটি স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্তী অংশে বেদনা, বেদনা অগ্রবাহু পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ঘাড়ে জ্বালা। মেরুদন্ড বরাবর বেদনা; ভাঁজ হলে বৃদ্ধি। হিপজয়েন্টের স্থান ও কোমর অংশে ক্লান্তি বোধ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ডেল্টয়েড পেশী, ঘাড়ে, কনুইতে বাহুতে ও হাতের আঙ্গুলগুলিতে বেদনা। হিপ জয়েন্টের চারিপাশে বেদনা। পায়ে ভারী বোধ। গোড়ালি সন্ধি ও পায়ের তলায় বেদনা। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— নড়াচড়ায়

সম্বন্ধ-তুলনীয়-অক্সালিক অ্যাসিড; ল্যাথিরাস; কষ্টিকাম।

শক্তি— ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

গুয়েকাম

GUAIACUM রেজিন অফ্ লিগ্নাম ভিটা

ফাইব্রাস তন্তুর উপর এই ঔষধের প্রধান কাজ এবং বিশেষ করে গ্রন্থিজ বাত ঋতুগ্রস্ত ব্যক্তির উপর, বাতরোগে ও টনসিলের প্রদাহে, কাজ করে। সেকেন্ডারী সিফিলিস্। তরুন বাত রোগে খুবই মূল্যবান ঔষধ। **প্রবহমান দূর্গন্ধযুক্ত স্রাব। সারা শরীর থেকে বিশ্রী গন্ধ বেরিয়ে থাকে।** ফোঁড়া সমূহে পুঁজোৎপত্তিতে সাহায্য করে। বাহ্যিক উত্তাপে অনুভূতি প্রবন ও কষ্টের বৃদ্ধি। **অঙ্গ, সমূহের সঙ্কোচন।** আড়ষ্টতা ও অচলতা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রসারিত করার অদম্য ইচ্ছা।

মন— বিস্মৃতি প্রবণ; চিন্তাহীনতা; একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা। কোন কিছু ধীরে বোঝে।

মাথা— মাথায় বাতজ বেদনা ও মুখমন্ডলে, **ঘাড়পর্যন্ত বেদনা প্রসারিত হয়।** মাথার খুলিতে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা; ঠান্ডা, ভিজে আবহাওয়ায় বৃদ্ধি। স্ফীতির অনুভূতি এবং রক্তবহা নলীর প্রসারণ। বামকানের ভিতর কন্‌কনানী। **বেদনার শেষভাগে সূঁচ ফোঁটার মত অনুভূতি,** বিশেষতঃ মাথায়।

চোখ— চোখের তারা বিস্ফারিত। চোখের পাতাগুলি দেখে ছোট বলে মনে হয়। চোখের চারিপাশে ফুস্কুড়ি।

গলা— গলায় বাতযুক্ত ক্ষততা তৎসহ গলার পেশীর দুর্বলতা। গলা শুষ্ক, জ্বালাকর, স্ফীত, কানের দিকে সূঁচ ফোঁটার মত অনভূতি। **টনসিলের তরুন প্রদাহ।** উপদংশজনিত গলা ক্ষত।

পাকস্থলী— জিহ্বা ছাতলা পড়া। **আপেল ও অন্যান্য ফল খাবার ইচ্ছা।** দুধে অনিচ্ছা। পাকস্থলীর ভিতর জ্বলন। পেটের উপরের অংশের সঙ্কোচন।

উদর— অন্ত্রের ভিতর খাদ্যবস্তু গেঁজিয়ে উঠে। অন্ত্রে প্রচুর বায়ু সঞ্চিত হয়। উদরাময়, শিশুদের কলেরা।

প্রস্রাবযন্ত্রসমূহ— প্রস্রাবের পরে তীক্ষ্ম সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। অবিরাম বেগ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র সমূহ— শ্বাসরোধের ন্যায় অনুভূতি। শুষ্ক শক্ত কাশি। কাশির পরে দুর্গন্ধ যুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস। **প্লুরার ভিতর সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।** পঞ্জারাস্থির সন্ধি স্থানে বুকে বেদনা, তৎসহ ছোট ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস যত সময় না শ্লেষ্মা উঠে।

স্ত্রীরোগ— বাতের রোগীনির ডিম্বাশয়ের প্রদাহ তৎসহ মাসিক ঋতুস্রাবের অনিয়মিত ও বেদনাদায়ক ঋতু ও প্রস্রাবথলির অস্বস্তি।

পিঠ— মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত বেদনা। গ্রীবাদেশে কন্‌কনানী। ঘাড় আড়ষ্ট ও কাঁধ স্পর্শকাতর। দুটি স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্তীস্থানে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। দুটি স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্তীস্থানে সঙ্কোচনের মত বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— কাঁধে, বাহুতে ও হাতে বাতের বেদনা। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বেদনা। (ফসফোরিক অ্যাসিড)। নিতম্বে খোঁচা মারার মত বেদনা। সায়েটিকা ও কোমরের বেদনা। ছিঁড়ে ফেলার মত গেঁটে বাতের বেদনা, তৎসহ সঙ্কোচনের অনুভূতি। নড়াচড়া করা যায় না এই জাতীয় আড়ষ্টতা। গোড়ালির বেদনা, পা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এর ফলে খোঁড়ার মত অনুভূতি। সন্ধিস্থান সমূহ স্ফীত, বেদনাদায়ক ও চাপ সহ্য করতে পারে না; কোন প্রকার গরম সহ্য হয় না। অঙ্গসমূহে হুলফোটার মত বেদনা। সন্ধিবাতের জন্যে ছুরি দিয়ে কাটার মত বেদনা এর পরে সঙ্কোচনের অনুভূতি। আক্রান্ত অঙ্গে উত্তাপের অনুভূতি।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, নড়াচড়ায়, উত্তাপে, ঠান্ডা-আর্দ্র আবহাওয়ায়; চাপে, স্পর্শে, সন্ধ্যা, ৬টা থেকে ভোর ৪টে পর্যন্ত।

উপশম— গুয়েকোল (গনোরিয়া যুক্ত অন্ডকোষ প্রদাহের চিকিৎসায়), ২ ভাগ ঔষধ ও ৩০ ভাগ ভ্যাসেলিন, বাহ্যিক ভাবে প্রযোজ্য।

দোষঘ্ন— নাক্সভমিকা, এর পরে সিপিয়া।

তুলনীয়—মার্কিউরিয়াস; কষ্টিকাম, রাসটক্স, মেজেরিয়াম; রোডোডেন্ড্রন।

শক্তি— অরিষ্ট, থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

গুয়ারিয়া

GUAREA **বলউড্**

চোখের লক্ষণগুলি পরীক্ষিত। কোমোসিস ও টেরিজিয়াম এই ঔষধের দ্বারা আরোগ্য হয়। গেরিমাটির মত রঙ যুক্ত ল্যাপাস।

চোখ— কন্‌জাঙটিভার প্রদাহিত, স্ফীত। চোখের তারায় ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা; চোখের তারায় টানবোধ, ঠেলে বেরিয়ে আসার মত অনুভূতি। দৃষ্টবস্তু ধূসর দেখায়। চোখের লক্ষাণাবলী তৎসহ পর্যায়ক্রমে কানে কম শোনা সজল চোখ।

মাথা— মনে হয় মস্তিষ্কটি সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে; যেন মাথায় আঘাত লাগার ফলে এই অবস্থা দেখা দিয়েছে।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— কাশি তৎসহ ঘাম, বেদনাও বুকে করে ধরার মত অনুভূতি; কণ্ঠনলীর উপদাহ।

শক্তি— অরিষ্ট

জিমনোক্ল্যাডাস

GYMNOCLADUS **আমেরিকান কফি-ট্রী**

গলক্ষত, গলকোষ লালচে, কৃষ্ণবর্ণ এবং ইরিসিপেলাসের মত মুখমন্ডলের স্ফীতি, এইগুলি সুস্পষ্টভাবে থাকে। উত্তাপ ও নিস্তব্ধতার জন্য স্পৃহা। মাথার বেদনা, কপালে ও রগে দপ্‌দপানি ও চোখের উপরে, তৎসহ **জিহ্বায় নীলচে সাদাবর্ণের লেপ।** চোখের ভিতর জ্বালা।

মুখমন্ডল— মুখমন্ডলের উপর মাছি সুড়্‌সুড়্ করে চলছে এই জাতীয় অনুভূতি। ইরিসিপেলাস। দাঁতের প্রচন্ড অনুভূতি প্রবণতা।

গলা— গলক্ষত, গলকোষ ও টনসিল কালচে লালবর্ণযুক্ত। খোঁচা মারার মত বেদনা। গলায় শ্লেষ্মা জমা হয় ও গলা খাঁকার দিতে হয়। সুড়্‌সুড়্কর তৎসহ শুষ্ককাশি।

সম্বন্ধ— তুলনীয়-ল্যাকন্যান্‌থিস; ল্যাকেসিস; এইল্যান্থাস; রাসটক্স।

শক্তি— নিম্নতর শক্তি সমূহ।

হিম্যাটক্সিলোন

HAEMATOXYLON **লগউড**

সঙ্কোচনের অনুভূতি। এই ঔষধের একটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণ লক্ষণ। **বুকের উপর একটি লোহার দন্ড রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি হৃদশূল।**

মাথা— সঙ্কুচিত বলে মনে হয়; ভারীবোধ, উত্তপ্ত চোখের পাতায় ভারীবোধ।

পাকস্থলী— উদর থেকে গলা পর্যন্ত খনন করার মত বেদনা, এর ফলে হৃদপিন্ডস্থানে বেদনা হয় ও বুকের উপর ভারীবোধ। শূলবেদনা, পেট ফাঁপা। পেট ডাকা ও উদরাময়। স্ফীতি, যন্ত্রনাপূর্ণ।

বুক— সঙ্কোচন, পেটের উপর উপরের অংশ পর্যন্ত এই অনুভূতি বোধ প্রসারিত হয়। হৃদপিন্ডস্থানে আক্ষেপিক বেদনা তৎসহ বুকের ভিতর ভারীবোধ। হৃদ্‌পিন্ড স্থানে তীব্র টাটানি। হৃদ্‌কম্প।

স্ত্রীরোগ— পাকস্থলীর নিচের অংশে বেদনা, তৎসহ পিচ্ছিল, সাদাবর্ণের প্রদরস্রাব। ঋতুকালে দুর্বলতা, বেদনাদায়ক, নিচের দিকে কিছু ঠেলে নেমে আসছে এই জাতীয় অনুভূতি।

সম্বন্ধ— তুলনীয়, ক্যাকটাস, কলোসিন্থ, ন্যাজা।

শক্তি— ৩য় শক্তি।

হ্যামামোলিস ভার্জিনিকা

HAMAMELIS VIRGINICA **উইচ্-হ্যাজেল**

শিরাসমূহে রক্তাধিক্য, রক্তস্রাব, শিরাস্ফীতি এবং অর্শ, **তৎসহ আক্রান্ত অংশে থেঁৎলিয়ে যাবার মত টাটানি ব্যথা।** এই গুলিই এই ঔষধের প্রধান কার্যক্ষেত্র বলে মনে করা হয়। এই ঔষধটি শিরার আচ্ছাদনের উপর কাজ করে। এর ফলে শিরার শিথিলতা দেখা দেয় এবং তৎসহ শিরায় রক্তাধিক্য ঘটে। শরীরের যে কোন অংশ থেকে নিষ্ক্রিয় শৈরিক রক্ত স্রাব। মুক্ত, বেদনাদায়ক ক্ষতে খুব ভালো কাজ করে, তৎসহ রক্তস্রাবজনিত কারণে দুর্বলতা। অস্ত্রোপচারের পরে মর্ফিয়ার থেকে এই ঔষধ বেশি ভাল কাজ করে। (হেলমিউথ্)।

মাথা— রোগী তার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রত্যাশা করে। মাথার একদিকের রগ থেকে অপর দিকের রগ পর্যন্ত একটি অর্গল রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি। মাথায় পূর্ণতার অনুভূতি, এর পরেই নাক থেকে রক্তস্রাব। কপালাস্থির অসাড়তা।

চোখ— বেদনাদায়ক দুর্বলতা; চোখে **টাটানি ব্যথা**; রক্তচক্ষু, প্রদাহযুক্ত রক্তবহানলীতে অতিরিক্ত রক্তাধিক্য। চোখের ভিতর রক্তস্রাব হলে, এই ঔষধ ঐ রক্তস্রাব শোষন দ্রুততর করে। মনে হয় চোখ ভিতর দিক থেকে বাইরের দিকে ঠেলে আসছে।

নাক— নাক থেকে প্রচুর রক্তস্রাব; স্রাব অপ্রচল, জমাট বাঁধে না, তৎসহ নাকের অস্থির উপর কষাভাব। নাক থেকে দূর্গন্ধ বের হয়।

গলা— শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রসারণ ও নীলবর্ণ; গলার শিরার স্ফীতাবস্থা।

পাকস্থলী— জিহ্বায় জ্বালাকর অনুভূতি। পিপাসা। উভয় দিকের কিনারায় ফোস্কা। বমির সঙ্গে কালো বর্ণের রক্ত উঠে। পাকস্থলীর ভিতর দপ্দপানিও বেদনা।

মল— মলদ্বার টাটানি ব্যথা ও হেজে যাবার মত অনুভূতি। **অর্শ, প্রচুর রক্তস্রাব হয়, তৎসহ টাটানি ব্যথা।** আমাশয় সরলান্ত্রে দপ্দপানি।

প্রস্রাব— প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত, তৎসহ রোগের বৃদ্ধি।

স্ত্রীরোগ— ডিম্বাশয়ের রক্তাধিক্য ও স্নায়ুশূল, তীব্র টাটানি ব্যথা। ঋতুস্রাব বন্ধ হেতু অন্যত্র রক্তস্রাব। জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, তৎসহ, পিঠের দিক থেকে কিছু ঠেলে নেমে আসছে এই জাতীয় বেদনা। ঋতুস্রাব **কালো, প্রচুর, তৎসহ তলপেটে টাটানি ব্যথা। দুটি** ঋতুকালের **মধ্যবর্তী সময়ে জরায়ু থেকে রক্তস্রাব। দুটি ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে জরায়ু থেকে রক্তস্রাব।** দুটি ঋতুকালের মাঝের সময়ে বেদনা (জে. ডব্লিউ. ওয়ার্ড)। যোনিপথ অত্যন্ত স্পর্শকাতর। প্রচুর প্রদরস্রাব। যোনিকপাটে চুলকানি। প্রস্রাবের পরে মিল্ক লেগ (ফিমোর‍্যাল শিরার প্রদাহ, সাধারণতঃ এক্ষেত্রে লালচে ভাব দেখা যায় না), অর্শ ও স্তনের বোঁটায় টাটানি ব্যথা। জরায়ু থেকে রক্তস্রাব; অপ্রবল স্রাব। যোনিপথের প্রদাহ, ডিম্বাশয়ের প্রদাহ, সমগ্র পেটে টাটানি ব্যথা। পায়ের শিরা স্ফীতি তৎসহ লালচে ভাব থাকে না।

পুরুষের রোগ— রেতো রজুতে বেদনা, বেদনা অন্ডগুলিতে প্রসারিত হয়। অন্ডকোষপ্রদাহ। অন্ডদ্বয়ে বেদনা। অন্ডদ্বয়ের প্রদাহ। অন্ডদ্বয়ের বিবৃদ্ধি, উত্তপ্ত এবং বেদনাদায়ক। ইপিডিডাইমসের প্রদাহ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— কাশির সঙ্গে ফুসফুস থেকে রক্ত উঠে;সুড় সুড় কর কাশি। বুকের ভিতর টাটানি ও সঙ্কোচনের অনুভূতি।

পিঠ— গ্রীবাদেশীয় কশেরুকা থেকে ক্ষতবৎ বেদনা, নীচের দিকে নামে। কোমর প্রদেশে ও পাকস্থলীর নিম্নাংশের উপর তীব্র বেদনা, বেদনা নীচের দিকে পা পর্যন্ত নামে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— বাহু ও পা গুলিতে ক্লান্তিভাব। পেশীসমূহ ও সন্ধিগুলি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। শিরা স্ফীতি। পিঠ ও হিপ জয়েন্টস্থানে শীতবোধ, পা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। স্নায়ুশূল।

চামড়া— নীলবর্ণের শীত স্ফোটক। শিরার প্রদাহ। পোড়ানারাঙ্গা। শিরা স্ফীতি ও ক্ষত সমূহ;অত্যন্ত টাটানি। পুড়ে যাবার মত অবস্থা কালশিরা। আঘাতজনিত প্রদাহ।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— উষ্ণতা, আর্দ্র আবহাওয়া।

সম্বন্ধ—অর্শে তুলনীয়-ক্যাল্কেরিয়া ফ্লোর; এলো; মিউরিয়েটিক অ্যাসিড, শিরার স্ফীতাবস্থায়। ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা।

তুলনীয়— আর্নিকা, ক্যালেন্ডুলা, ট্রিলিয়াম; বেলিস; সালফিউরিক অ্যাসিড; পালমেটিনা।

দোষঘ্ন— আর্নিকা।

পরিপূরক— ফেরাম।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি। পরিশ্রুত অরিষ্টের বাহ্যিক প্রয়োগ।

হিডিয়োমা

HEDEOMA **পেনীরয়্যাল**

স্ত্রীলোকেদের লক্ষণগুলি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; সাধারণতঃ এই সকল লক্ষনসমূহের সঙ্গে স্নায়বিক গোলযোগ থাকে। প্রস্রাবে লালবালুকনা। ইউরেটার বরাবর বেদনা। পেটে বায়ুসঞ্চয়জনিত কারনে শূলবেদনা। রাসটক্সের বিষক্রিয়ার এই ঔষধ নষ্ট করে। (গ্রিন্ডেলিয়া)।

মাথা— সকালে মাথায় মৃদু বেদনা, ভারী বোধ। কেটে যাবার মত ক্ষতবৎ বেদনা। দুর্বল, অবসন্নতা;শুয়ে থাকলে উপশম।

পাকস্থলী— পাকাশয়িক প্রদাহ। পাকস্থলীতে কিছু পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে বেদনা শুরু হয়। জিহ্বার উপর পাতলা সাদা প্রলেপ। বমি-বমিভাব।

উদর— স্ফীত, টাটানি ব্যথা, ও অনুভূতি **প্রবল**

প্রস্রাব— বারে বারে বেগ, কেটে ফেলার মত বেদনা। বাম ইউরেটার বরাবর বেদনা। বৃক্ক থেকে প্রস্রাব থলি পর্যন্ত টেনে ধরার মত বেদনা। বাম বৃক্কস্থানে মৃদু, জ্বালাকর বেদনা। প্রস্রাব থলির গ্রীবাদেশে জ্বালাকর অস্বস্তি, যার ফলে বারে বারে তীব্র প্রস্রাবের বেগ এবং কয়েক মিনিটের বেশী সময় প্রস্রাব ধরে রাখতে পারে না। প্রস্রাবে উপশম।

স্ত্রীরোগ— নীচের দিকে ঠেলা মারার মত বেদনা, তৎসহ তীব্র পিঠের বেদনা; সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। প্রদরস্রাব, তৎসহ চুলকানি ও জ্বালা। ডিম্বাশয়ে রক্তাধিক্য ও বেদনা পূর্ণ; নীচের দিকে ঠেলা মারার মত বেদনাসহ আক্ষেপিক সঙ্কোচন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—বুড়ো আঙ্গুলের সন্ধিতে বেদনা। বেদনা, শীতলতা ও আংশিক পক্ষাঘাতের মত অবস্থা। নর্তন, ঝাঁকুনি, টাটানি, গোড়ালির পিছনের অংশের কন্ডরা (টেন্ডন) বেদনাদায়ক, যেন মোচকিয়ে গিয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি ও স্ফীতি; হাঁটা-চলা যন্ত্রণাপূর্ণ।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-মেস্থা, সিপিয়া, লিলিয়াম টিগ; ওসিমাম (ইউরিক অ্যাসিড ঋতুদোষগ্রস্ত, ইউরেটারে বেদনা, **হিডিগ হেলিক্স**— কমন আইভি (প্রলাপবকা ও পুরাতন আক্ষেপ। মস্তিষ্কের পুরাতন শোথাবস্থা, নাকসর্দ্দিস্রাব, চোখে ছানিপড়া, রক্তবহানলীর উপর কাজ করে, অতিরজঃ)।

গ্লকোমা হেডিরাসিয়া— গ্রাউন্ড আইভি (অর্শ তৎসহ মলান্ত্রের উপদাহ ও রক্তস্রাব। উদরাময়। মলদ্বারে হেজে যাবার মত অনুভূতি ও টাটানি ব্যথা। কাশি তৎসহ কণ্ঠনলী ও বায়ুনলীর উপদাহ। সাব-মেন্টাল গ্রন্থির প্রদাহ্য।

শক্তি— ১ম শক্তি।

হেক্‌লা লাভা

HEKLA LAVA

লাভা স্কোরিয়া ফ্রম মাউন্ট হেক্‌লা

চোয়ালগুলির উপর সুস্পষ্ট কাজ আছে। অস্থিবৃদ্ধি, মাঢ়ীর ফোঁড়া, কষ্টকর দাঁত উঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধটির ভালো কাজ আছে। অস্থিগুটি, অস্থিক্ষত, প্রভৃতি; অস্থিপ্রদাহ, অস্থিআবরক প্রদাহ, অষ্টিওস্যারকোমা; রিকেট। সার্বিকভাবে **অর্বুদ সমূহ**। অস্থির পচন। চার্বন অস্থির অস্ত্রোপচারের পরে অস্থিপচন ও নালী ঘা।

মুখমন্ডল— নাকের অস্থির ক্ষত। **দাঁতের ক্ষয় থেকে মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল** ও দাঁত তোলার পরে স্নায়ুশূল। দাঁতের যন্ত্রনা, তৎসহ চোয়ালের চারিধারের স্ফীতি। মাঢ়ীর ফোঁড়া। ম্যাক্সিল্যারি অস্থির বিবৃদ্ধি। গ্রীবা দেশীয় গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও কঠিণতা।

সম্বন্ধ—তুলনীয়, সিলিকা, মার্কিউরিয়াম; **ফসফরাস**;

শক্তি— নিম্নতর বিচূর্ণসমূহ।

হেলেবোরাস

HELLEBORUS

স্নো-রোজ

এই ঔষধটি ইন্দ্রিয়গুলির অবসন্নতা উৎপন্ন করে। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবনশক্তি, আস্বাদ ক্রিয়া অসম্পূর্ণ, এবং এই প্রকার সার্বিক পেশীসমূহের দুর্বলতা, যা ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতে পরিণত হয়, এবং তৎসহ শোথাবস্থাজনিত কারণে তরল পদার্থের জমা হওয়া। এই কারণে এই ঔষধটি জীবনীশক্তির দুর্বলতাবস্থা ও সাংঘাতিক রোগসমূহে কার্যকরী হয়। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৃদ্ধি বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৮টা (লাইকোপোডিয়াম)। **ক্রমশঃ অবসন্ন হয়ে পড়ার মত অনুভূতি।** মস্তিষ্কের শোথাবস্থায় রসসঞ্চয়। বিষাদগ্রস্তভাবের উন্মাদঅবস্থা।

মন— কোন কিছুর উত্তর করে ধীরে ধীরে। চিন্তাশক্তিহীণ;একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। **অনৈচ্ছিকভাবে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ। সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থা।** ঠোঁট ও জামা-কাপড় খুঁটতে থাকে।

মাথা— কপালের চামড়া ভাঁজ হয়ে কুঁচকিয়ে থাকে, ঠান্ডা ঘাম। হত চেতনকারক মাথার বেদনা। দিনে এবং রাত্রে **মাথা এদিক-ওদিক নাড়তে থাকে;** করুনসুরে কাঁদে, হঠাৎ করে চিৎকার করে উঠে। **বালিশের উপর মাথা গুজে রাখে;** মাথায় হাত দিয়ে আঘাত করে। মাথার পিছনের অংশে মৃদু বেদনা, তৎসহ মাথায় ভিতরে জলোচ্ছ্বাসের অনুভূতি। মাথার বেদনার শেষে বমি।

চোখ— চোখের তারাগুলি উপর দিকে উঠে যায়;ট্যারা দৃষ্টি, উদ্দেশ্যহীনভাবে চেয়ে থাকে। চোখের তারা বিস্ফারিত। চোখদুটি বিস্তৃতভাবে খোলা, চক্ষু কোটর গত। ঘ্রান শক্তি কমে যায়। নাকের অগ্রভাগ সূঁচালো।

মুখমন্ডল— ফ্যাকাশে, বসে যাওয়া। ঠান্ডা ঘাম। কুঁচকালো। বামদিকের মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল, আক্রান্ত এত বেশী স্পর্শকাতর যে, রোগী এমনকি চিবাতে পর্যন্ত পারে না।

মুখগহ্বর—**মুখ থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে।** ঠোঁট শুষ্ক ও ফাটা। জিহ্বা লালচে ও শুষ্ক। **নীচের চোয়াল ঝুলে পড়ে।** অর্থহীনভাবে ঠোঁট খোঁটা। দাঁত কড়মড় করা। **চিবানোর মত নড়াচড়া।** লোভের বশবর্তী হয়ে ঠান্ডা জল গিলতে থাকে, যদিও এই অবস্থায় রোগী অচৈতন্য থাকে। শিশু অতিরিক্ত ইচ্ছার সঙ্গে স্তনদুগ্ধ পান করে, তৎসহ খাবারে বিতৃষ্ণা। লালাস্রাব, মুখের কোনগুলিতে ক্ষত।

উদর— পেটের ভিতর গল্‌গল্‌ শব্দ হয়। যেন মনে হয় অন্ত্র জলে পূর্ণ। স্ফীত, স্পর্শে বেদনা।

মল— জেলির মত সাদা শ্লেষ্মা;অসাড়ে মলত্যাগ।

প্রস্রাব— মূত্ররোধ, অল্প, কালচে, কফির মত তলানিযুক্ত, বারে বারে বেগ। শিশু কিছুতেই প্রস্রাব করতে পারে না। প্রস্রাব থলির অতিরিক্ত স্ফীতাবস্থা।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— বারে বারে দীর্ঘশ্বাস। শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত। বুকের ভিতর সঙ্কোচন; শ্বাস নেবার জন্য হাঁপাতে থাকে। বুকের ভিতর জল জমা। (মার্কসালফ)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— একদিকের বাহু ও পায়ের স্বয়ংক্রিয় নড়াচড়া। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভারবোধ ও বেদনাপূর্ণ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টানটান করে রাখে। হাতের বুড়ো আঙ্গুল হাতের মধ্যে টেনে রাখে (কিউপ্রাম) হাতের আঙ্গুলে ও পায়ের আঙ্গুলের মধ্যবর্তী অংশে ফোস্কা জাতীয় উদ্ভেদ।

ঘুম— ঘুমে ভিতর হঠাৎ চিৎকার করে উঠে। গাঢ় ঘুম। কিছুতেই ঘুম থেকে সম্পূর্ণভাবে জাগানো যায় না।

চামড়া— ফ্যাকাশে, শোথযুক্ত, চুলকায়। চামড়ার উপর কালোবর্ণের ছোপ। চামড়ায় হঠাৎ করে জলপূর্ণ স্ফীতি। মাথার চুল ও হাতের নখ পড়ে যায়। অ্যানজিও-নিউরোটিক ঈডিমা।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— সন্ধ্যা থেকে সকাল না হওয়া পর্যন্ত, গায়ে চাপা না রাখলে।

সম্বন্ধ— হেলেবোরাস ফেটিডাম— (বিশেষ করে প্লীহার উপর কাজ করে। সিয়েনোথাম), এছাড়াও সরলান্ত্র ও সাইয়েটিক নার্ভের উপর কাজ করে। প্লীহার বেদনা স্কন্ধাস্থি, ঘাড় ও মাথা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সন্ধ্যায় ও বামদিকে বৃদ্ধি; প্লীহার পুরাতন বিবৃদ্ধি; জরায়ুর অতিবৃদ্ধি; গ্রন্থিজ বিবৃদ্ধি; নখ ও চুল পড়ে যায়; চামড়ার খোলা উঠে।

হেলেবোরাস ওরিয়েন্ট্যালিস— (লালাস্রাব)

দোষঘ্ন—ক্যাম্ফর, সিঙ্কোনা।

তুলনীয়—রস সঞ্চয় হবার আশঙ্কা, টিউবারকিউলিনাম; এপিস মেল; জিঙ্কাম; ওপিয়াম, সিঙ্কোনা, সিকিউটা; আয়োডোফর্ম।

শক্তি— অরিষ্ট, থেকে ৩য় শক্তি।

হেলিয়্যান্থাস

HELIANTHUS সানফ্লাউয়ার

সবিরাম জ্বরের পুরাতন অবস্থা। সর্দ্দি, প্রদাহ, নাক থেকে রক্তস্রাব এবং নাকের ভিতর পুরু চামাটি, বাম দিকের হাঁটুতে বাতজ বেদনা। বমি, কালো মল, রক্তাধিক্য ও মুখ গহ্বরের ও গলবিলের শুষ্কতা, চামড়া লালচে বর্ণ ও উত্তপ্ত। লক্ষণাবলী উত্তাপে বৃদ্ধি হয় ও বমি করলে উপশম হয়। প্লীহার ঔষধ। পাকস্থলীর উপর বৈশিষ্ট্য পূর্ণ কাজ আছে, তৎসহ বমি-বমিভাব ও বমি। মল কালোবর্ণের (লেপট্যান্ড্রা)। মুখগহ্বর শুষ্ক। আর্নিকা ও ক্যালেন্ডুলার মত এই ঔষধটিও ক্ষত আরোগ্যকর ঔষধের ন্যায় বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করা চলে।

হেলোডার্মা

HELODERMA গিলা মন্‌স্টার

এই জীবের কামড়ের ফলে কম্পমান পক্ষাঘাত অথবা লোকোমোটর এটেক্সিয়ার মত অসাড়তাযুক্ত পক্ষাঘাত উৎপন্ন হয়। ধনুষ্টঙ্কারের মত কোন অবস্থা এক্ষেত্রে দেখা যায় না— এ ক্ষেত্রে **হাইড্রোসায়নিক অ্যাসিড** অথবা **ষ্ট্রিকনিয়ার** সম্পূর্ণ বিপরীত অবজেক্টিভ্ লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। ইঁদুরের চোখের উপরে এই ঔষধের তীব্র অস্বাভাবিক ধরনের কাজ দেখা যায়। **চোখের তারাগুলি আরো বেশি স্পষ্ট বলে মনে হয়** এবং কনীনিকা অস্বচ্ছ হয়ে যায়। চোখের তারাগুলি বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে এর কারণ চোখের তারার পিছনের অংশে রক্তের অধিক চাপ **(বয়েড)**। হোমিওপ্যাথিক মতানুসারে, এই ঔষধটি বহুরোগের ক্ষেত্রে নির্দেশিত হয়। যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, **প্রচন্ড শীতলতা বা শীতবোধ**। শৈত্যপ্রবাহ মাথার পিছনের অংশ থেকে পা পর্যন্ত অথবা উপর দিক পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

মাথা— অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত। ডানদিকে পড়ে যাবে এই জাতীয় অনুভূতি। মাথার চারিদিকে **ঠান্ডা** বন্ধনী রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি;মাথার খুলির ভিতরে ঠান্ডা চাপবোধ। চোখের পাতায় ভারীবোধ। বেদনা ডানদিকের কান থেকে শুরু হয়। বেদনামাথার পিছনের অংশ ঘুরে বাম কান পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

মুখমন্ডল— ঠান্ডা সুড়্ সুড়ির মত অনুভূতি, মনে হয় যেন মুখমন্ডলের পেশীসমূহ কষে রয়েছে।

মুখগহ্বর— জিহ্বা ঠান্ডা, স্পর্শকাতর ও শুষ্ক। প্রচন্ড তৃষ্ণার্ত। ঢোক গিলতে কষ্ট হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস ঠান্ডা।

বুক— ফুসফুসে ও হৃদ্‌পিন্ডে শীতল অনুভূতি। মন্থর, কষ্টকর হৃদ্‌পিন্ডের ধক্ ধক্ শব্দ।

পিঠ— স্কন্ধাস্থিদ্বয়ের উপর দিয়ে শীতলতা। শিরাদাঁড়া বরাবর জ্বালা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— অসাড়তা ও কাঁপুনি। হাতগুলি নীলবর্ণ, শীতলতা। মনে হয় যেন স্পঞ্জের উপর দিয়ে হাঁটছে এবং পায়ের পাতাগুলি স্ফীত বলে মনে হয়। মাতালের মত বা টলমল্ চলন। মোরগের মত চলনভঙ্গী। হাঁটার সময়, পা গুলি স্বাভাবিক অবস্থার থেকে বেশি করে উপরের দিকে তোলে, এবং পা ফেলার সময় গোড়ালিগুলি আরো বেশি জোরে ফেলে। পা দুটি বরফের মত ঠান্ডা অথবা জ্বালা করে। পেশী সমূহের ও অঙ্গ -প্রত্যঙ্গের বেদনা শরীর টান-টান করে রাখলে উপশম হয়।

জ্বর— শরীরের ভিতরে শীতলতা, যেন বরফে জমাট বেঁধে মৃতু হয়েছে। শরীরের চারিধারে ঠান্ডা গোলাকার কিছু রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি। শীতল প্রবাহের অনুভূতি।

(এসি ক্যান, একোনাইট)। ঠান্ডা স্থান সমূহ। মেরুদেশীয় শীতলতা। শরীরের গাত্রতাপ স্বাভাবিক অবস্থার থেকে কমে যায়-৯৬° (ক্যাম্ফর)।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ল্যাসার্টা— গ্রীন লিজার্ড (চামড়ায় উদ্ভেদ সমূহ। জিহ্বার নিচে ফোস্কাসমূহ। মানসিক বুদ্ধিমত্তার বৃদ্ধি। কষ্টকর গলাধঃকরণ। অবিরাম মুখের ভিতর লালা জমা হয়। বমি-বমিভাব, পাকস্থলীতে তীব্র চাপবোধ)।

ক্যাম্ফর, ল্যাকেসিস।

শক্তি— ৩০ শক্তি।

হেলোনিয়াস—ক্যামেলিরিয়াম

HELONIAS-CHAMAEL'RIUM ইউনিকরন্ রুট

ত্রিকাস্থি ও বস্তিকোটর স্থানে দুর্বলতা, টেনে ধরার মত অনুভূতি ও ভারীবোধ, তৎসহ প্রচন্ড অবসন্নতা ও ক্লান্তিভাব। এইগুলি হল এই ঔষধের সবচেয়ে ভাল লক্ষণাবলী। জরায়ুটি সঠিকস্থানে আছে, এই সম্পর্কিত এক প্রকার বিশেষ অনুভূতি। ক্লান্ত ও পিঠে বেদনাযুক্ত স্ত্রীলোক। দুর্বলতা আরো কিছুভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন জরায়ুর স্থানচ্যুতি ও জরায়ুর বিকৃত অবস্থানের প্রবণতা। মাসিক ঋতুস্রাবপ্রায়ই বন্ধ থাকে এবং বৃক্কে রক্তাধিক্য। এই রকম মনে হয় যে, মাসিক রক্তাধিক্য স্বাভাবিকভাবে জরায়ুনলীগুলি থেকে নির্গত হয়ে তা বৃক্কের ভিতর প্রসারিত হয়েছে। এই লক্ষণ গুলির সঙ্গে গভীর বিষন্নতা বর্তমান থাকে। রোগী নিজের মনকে ব্যস্ত রাখার জন্য সর্বদা কিছু কাজ করতে বাধ্য হয়। সেই সকল স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে এই ঔষধটিকে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যে ক্ষেত্রে জরায়ু পেশীর দুর্বলতা হেতু জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটে, যারা অলসভাবে ও বিলাসিতার মধ্যে জীবনকাটিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে (এই জাতীয় স্ত্রীলোকের দিকে মনোযোগ দিলে তারা অনেকটা ভালো থাকে। এই কারণে যখন চিকিৎসক আসে ভালোবোধ করে), অথবা যে সকল স্ত্রীলোক কঠোর পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত পেশীসমূহের জ্বলন এবং কন্‌কনানী, অনিদ্রা। ডায়েবিটিস সেলিটাস ও ইন্‌সিপিডাস্, অবিরাম বৃক্কস্থানে কন্‌কনানী ও স্পর্শকাতরতা।

মন— প্রচন্ড বিমর্ষতা। রোগী যখন ব্যস্ত থাকে তখন ভালো থাকে, তৎসহ মনের ব্যস্ত থাকা, যখন কিছু কাজ করে। খিটখিটে, কিছুতেই সামান্য প্রতিবাদ সহ্য করতে পারে না।

মাথা— মাথার তালুতে জ্বালাকর অনুভূতি। মাথার বেদনা, মানসিক পরিশ্রমে উপশম।

পিঠ— পিঠে বেদনা ও ভারী বোধ; ক্লান্ত ও দুর্বল। কোমর প্রদেশে কন্‌কনানী ও জ্বালাকর অনুভূতি; অবিরাম জ্বলনের জন্য রোগী বৃক্কস্থান অঙ্কন করতে পারে। কোমর প্রদেশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছিদ্র করার মত বেদনা, বেদনা পা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। প্রচন্ড অবসন্নতা, ব্যায়াম করলে উপশম।

স্ত্রীরোগ— ত্রিকাস্থি স্থানে টেনে ধরার ন্যায় অনুভূতি, তৎসহ জরায়ুর স্থানচ্যুতি, বিশেষ করে গর্ভস্রাবের পরে। **যোনিকপ্যাটে চুলকানি**। গর্ভস্রাবের পরে পিঠের বেদনা (ক্যালি কার্ব)। জরায়ুতে ভারী বোধ ও টাটানি ব্যথা;জরায়ু **সম্পর্কিত অতিরিক্ত অনুভূতি**। ঋতুস্রাব **খুব তাড়াতাড়ি, প্রচুর পরিমানে**। প্রদর স্রাব। স্তনগ্রন্থি স্ফীত, স্তনের বোঁটা বেদনাদায়ক ও স্পর্শকাতর। যোনিপ্রদেশে উত্তপ্ত, লালচে ও স্ফীত;তীব্র জ্বালা ও চুলকানি। গর্ভাবস্থায় প্রস্রাবে অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি। রজোনিবৃত্তিকালে দুর্বলতা।

প্রস্রাব—অ্যালবিউমিন ও ফসফেটযুক্ত; প্রচুর ও স্বচ্ছ। ডায়েবিটিস।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— মনে হয় যেন একটি শীতল বায়ু প্রবাহ রেখা পায়ের ডিম থেকে উপরের দিকে উঠছে। বসে থাকার সময় পা দুটির অসাড়তা।

কমা-বাড়া-উপশম, যখন কোন কাজ করে (মানসিক ব্যস্ততা)।

বৃদ্ধি— নড়াচড়া, স্পর্শ।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—অ্যাগ্রিমোনিয়া (বেদনাপূর্ণ, বৃক্ক, হজম সংক্রান্ত গোলযোগ এবং ঋতুস্রাব সংক্রান্ত কষ্ট; সর্দিজস্রাব ও প্রস্রাবথলির প্রদাহ। কাশি তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে তৎসহ প্রস্রাব হয়ে যায়। অরিষ্ট ১-১০ ফোঁটা)।

এলেট্রিস: লিলিয়াম; পালসেটিলা; সেনেসিও। ষ্ট্যানাম।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

হিপার সালফিউরিস ক্যাল্কেরিয়াম

HEPAR SULPHURIS CALCAREUM — **হ্যানেম্যান্‌স্ ক্যালসিয়াম সালফাইড**

গন্ডমালা ও **শ্লেষ্মা প্রধান ঋতুগ্রস্ত ব্যক্তি, যাদের উদ্ভেদ সমূহ ও গ্রন্থিজ স্ফীতি হবার প্রবণতা দেখা যায়, তাদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে**। অস্বাস্থ্যকর চর্ম। সুন্দরী ও অলস চরিত্রের এবং পেশীসমূহ দুর্বল। **সকল প্রকার অনুভব বিষয়ে অনুভূতি প্রবণতা**। ঘাম হচ্ছে এই জাতীয় রোগী নিজেকে শীতবস্ত্র দিয়ে ঢেকে রাখে। স্থানিকভাবে, শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর এই ঔষধের বিশেষ কাজ আছে, এর ফলে ঘুংড়ি কাশি জাতীয় কাশিসহ প্রদাহ ও প্রচুর সর্দ্দিজ স্রাব উৎপন্ন করে;এছাড়াও সহজে ঘর্মস্রাব উৎপন্ন করে। মাকরী ব্যবহারের কুফল। সংক্রামণ যুক্ত নালীকা, তৎসহ পুঁজোৎপত্তি। **পুঁজোৎপত্তি হবার বা পেকে যাবার প্রবণতা**। এই লক্ষনটি সুস্পষ্ট ভাবে বর্তমান থাকে এবং রোগী চিকিৎসার সময় এটি একটি মহামূল্যবান পথ প্রদর্শক লক্ষন বিশেষ। পুরাতন ক্ষতের চারিধারে ছোট-ছোট ফুস্কুড়ি জাতীয় উদ্ভেদ প্রকাশিত এবং ঐ উদ্ভিদের সাহায্যে ক্ষত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। শীতকাতুরে, অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবণ, গোঁজ ফুঁটে থাকার মত বেদনা, টক ও তীব্র আস্বাদযুক্ত খাবারের স্পৃহা। **শরীরের কোন কোন অংশের উপর দিয়ে প্রবল বায়ু প্রবাহ বয়ে চলেছে এই জাতীয় অনুভূতি**। রাত্রে শরীরের যে অংশের উপর চাপ

দিয়ে শুয়ে থাকে ধীরে ধীরে ঐ স্থান বেদনা পূর্ণ হয়ে উঠে;এই বেদনার জন্য রোগী অন্য পাশ ফিরে শুতে বাধ্য হয়। পেলেগ্রা (বস্তুগত পরিমানে ঔষধ দেবার প্রয়োজন)। সিফিলিস রোগ চিকিৎসায় বহু প্রচলিত ঔষধ ব্যবহারের কুফল।

মন— সন্ধ্যায় ও রাত্রে অত্যন্ত মনঃকষ্ট, তৎসহ আত্মহত্যার চিন্তা। **সামান্য কারণে খিটখিটে হয়ে উঠে।** অবসাদগ্রস্ত ও দুঃখিত। হিংস্র প্রকৃতির ও দ্রুত কথা বলে।

মাথা— মাথা ঘোরা ও মাথা বেদনা, মাথা নাড়ালে ও গাড়ীতে চড়লে। প্রতিদিন সকালে নাকের গোড়ায় ও ডানদিকের রগে ছিদ্র করার মত বেদনা। মাথার চামড়া স্পর্শকাতর ও টাটানি ব্যথা। মাথায় আর্দ্র ঘা, তৎসহ চুলকানি ও জ্বালা। মাথার উপর ঠান্ডা ঘাম।

চোখ— **কর্নিয়ার ক্ষত।** আইরাইটিস, তৎসহ অ্যান্টিরিয়র চেম্বারে পুঁজ; পুঁজযুক্ত কন্‌জাঙটিভাইটিস, তৎসহ সুস্পষ্ট কেমোসিস, প্রচুর স্রাব স্পর্শে ও বাতাসে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবন। চোখ দুটি ও চোখের পাতাদুটি লালবর্ণ ও প্রদাহিত। চোখের ভিতরে বেদনা; যেন চোখগুলি মাথার পিছনের দিকে টেনে ধরা হচ্ছে। দৃষ্টবস্তু লাল ও অধিক বড়ো দেখায়। পড়ার সময় দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠে;দৃষ্টির সময় কমে অর্ধেক হয়ে যায়। চোখের সামনে উজ্বল চক্রসমূহ দেখে। **হাইপোপিয়ন।**

কান— কানের ও পিছনের অংশে মামড়ী, কান থেকে দুর্গন্ধ যুক্ত পুঁজস্রাব। কানের ভিতর সাঁই-সাঁই শব্দ ও দপ্‌দপানি তৎসহ শুনতে কষ্ট হয়। স্কারলেট জ্বরের পরে বধিরতা। কর্ননলীতে পুঁজযুক্ত ফুস্কুড়ি। **ম্যাসটয়েড অ্যান্ট্রামের প্রদাহ।**

নাক— স্পর্শকাতর, ক্ষতযুক্ত। নাকের ছিদ্রের ক্ষততা, তৎসহ সর্দ্দিজ উপসর্গ। শুষ্ক, ঠান্ডা বাতাসে যখনই রোগী যায় তার হাঁচি শুরু হয়, তৎসহ নাক দিয়ে পাতলা সর্দ্দিজস্রাব, পরে স্রাব গাঢ়, দুর্গন্ধিযুক্ত স্রাব। যতবার রোগী ঠান্ডা বাতাসে যায় ততবার তার নাক বন্ধ হয়ে যায়। **বাসী পনিরের গন্ধ। হে ফিভার।** (হিপার ১x বস্তুক্ষেত্রে সর্দিবার করে দেয় এবং প্রচুর পরিমানে সর্দি ঝরে যায়)।

মুখমন্ডল— হলুদ বর্ণ। নীচের ঠোঁটের মাপের অংশ ফাটা। ফোস্কাযুক্ত ইরিসিপেলাস, তৎসহ আক্রান্ত অংশে কিছু ফোঁটার মত বেদনা। ডান দিকের মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল, বেদনা রগ, কান, নাসাপক্ষ ও ঠোঁট পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মুখমন্ডলের অস্থিতে বেদনা, বিশেষতঃ স্পর্শ করা হলে। মুখ গহ্বরের কোন সমূহে ক্ষত। মুখ খোলার সময় চোয়ালে তীর বিদ্ধবৎ বেদনা।

মুখগহ্বর— **লালাস্রাব।** মাঢ়ী ও মুখগহ্বর স্পর্শ করলে, বেদনা হয় এবং সহজেই রক্তপাত হয়।

গলা— ঢোক গেলার সময় মনে হয় যেন, গলার ভিতর গোঁজ ফুঁটে রয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি। টনসিলে স্ফোটক তৎসহ আসন্ন পুঁজোৎপত্তি। ঢোক গেলার সময় গলায় সূঁচীবিদ্ধবৎ বেদনা, বেদনা কান পর্যন্ত প্রসারিত হয়। গলা খাঁকার দিলে **শ্লেষ্মা** উঠে।

পাকস্থলী— অম্ল, মদ জাতীয় বস্তু ও গুরুপাকখাদ্য খাবার স্পৃহা। চর্বি জাতীয় খাদ্যে অনিচ্ছা। স্বাদ অথবা গন্ধবিহীন পুনঃ পুনঃ ঢেকুর। পাকস্থলীর স্ফীতি; এবং ফলে কাপড় ঢিলা করে দিতে বাধ্য হয়। পাকস্থলীতে জ্বলন। সামান্য পরিমানে আহারের পরে পাকস্থলীতে ভারবোধ ও চাপবোধ।

উদর— ভ্রমন করার সময়, কাশির সময়, শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার সময় অথবা স্পর্শ করলে, যকৃৎস্থানে সূচীবিদ্ধ বৎ বেদনা (**ব্রায়োনিয়া; মার্কিউরিয়াস**) যকৃৎ প্রদাহ, যকৃতে ফোড়া; উদর প্রসারিত, টানবোধ; উদরের পুরাতন উপসর্গ সমূহ।

মল— মল নরম ও কাদার মত রঙ। **মল টক গন্ধযুক্ত, সাদাবর্ণ, অজীর্ন খাদ্যবস্তু যুক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত**। এমনকি নরম মন ও কোঁথ দিয়ে বার করার মত ক্ষমতাটুকু থাকে না।

প্রস্রাব— মন্থর গতিতে প্রস্রাব, শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব। প্রস্রাব থলির দুর্বলতা। সর্বদাই মনে হয় কিছুটা প্রস্রাব রয়ে গেল। প্রস্রাবে চর্বির মত দানা। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের প্রস্রাব থলি সংক্রান্ত গোলযোগ (**ফসফরাস, সালফার, কোপাইভা**)।

পুরুষের রোগ— হার্পিস, অনুভূতি প্রবণ, সহজেই রক্তপাত হয়। লিঙ্গাগ্রভাগের চামড়ায় ক্ষত, অনেকটা শ্যাঙ্কার জাতীয় **নাইট্রিক অ্যাসিড**) কাম বা প্রেম সম্পর্কিত কাল্পলিক ইচ্ছা ভিন্ন লিঙ্গোদ্রেক ও বীর্যপাত। লিঙ্গমুন্ড, ফ্রেনাম ও অন্ডকোষের চুলকানি। কুঁচকিস্থানে গ্রন্থিসমূহে পুঁজোৎপত্তি। দুর্গন্ধযুক্ত ডুমুরের মত আঁচিল। যৌনাঙ্গে এবং অন্ডকোষ ও উরুস্থানের মধ্যবর্তীস্থানে আর্দ্রক্ষতসমূহ। সহজে আরোগ্য হতে চায় না এই জাতীয় গনোরিয়া রোগ।

স্ত্রীরোগ— জরায়ু থেকে রক্তস্রাব। যৌনাঙ্গ ও স্তনের বোঁটায় চুলকানি, ঋতুকালে বৃদ্ধি। ঋতুস্রাব দেরী ও অল্প পরিমানে হয়। **ভগৌষ্টদ্বয়ে ফোড়াসমূহ, তৎসহ অত্যন্ত স্পর্শকাতর**। তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত প্রদর স্রাব। বাসী পনিরের গন্ধযুক্ত। (**স্যানিকিউলা**)। বয়ঃ সন্ধিকালে প্রচুর ঘর্মস্রাব (**টিলিয়া; জ্যাবোরেন্ডী**)।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— শুষ্ক ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে থাকলে গলার স্বর বসে যায় এবং কাশি শুরু হয়। স্বরভঙ্গ, তৎসহ কন্ঠ স্বরের বিলুপ্তি। ভ্রমনকালে কষ্টকর কাশি। শুষ্ক, স্বরভঙ্গের মত কাশি। **শরীরের কোন অংশ ঠান্ডা লাগালে অথবা শরীরের কোন অংশ ঠান্ডা লাগালে অথবা শরীরের কোন অংশ অনাচ্ছাদিত থাকলে কাশি বৃদ্ধি পায় অথবা** যে কোন প্রকার ঠান্ডা কিছু খেলে। ঘুংড়ি কাশি, তরল, ঘড়ঘড়ে কাশি; সকালে বৃদ্ধি। **শ্বাসরোধক কাশি**। ঘড়ঘড়ে শব্দযুক্ত কাশি; দমবন্ধকর রোগাক্রমণ; রোগের কষ্টে রোগী বিছানায় উঠে বসতে বাধ্য হয় এবং মাথা পিছনের দিকে ঝুঁকিয়ে থাকে। **উদ্বেগপূর্ণ, সাঁই-সাঁই শব্দযুক্ত, আর্দ্রতাযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, হাঁপানী শুষ্ক-ঠান্ডা-বাতাসে বৃদ্ধি, ভিজে, স্যাঁত স্যাঁতে আবহাওয়ায় বৃদ্ধি**। হৃদ্‌কম্প।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— হাতের আঙ্গুলের সন্ধিস্থানগুলি স্ফীতি; সহজেই স্থানচ্যুত হবার প্রবণতাযুক্ত। সামান্য চাপে পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নখে তীব্র বেদনা।

চামড়া— ফোঁড়াসমূহ, পুঁজযুক্ত গ্রন্থিগুলি অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ। ছোট ফুস্কুড়ি সমূহে সহজেই পুঁজ হবার প্রবণতা এবং প্রসারিত হয়। যুবকদের ব্রণ। পুঁজোৎপত্তি তৎসহ কাঁটা ফোটার মত বেদনা। সহজেই রক্তপাত হয়। অ্যানার্জি ও নিউরোটিক ঈডিমা। **অস্বাস্থ্যকর চামড়া; প্রতিটি আঘাতের স্থান সহজেই পেকে যায়।** চামড়া ফাটা ফাটা তৎসহ হাতে ও **পায়ে গভীরভাবে ফাটা।** ক্ষতসমূহ, তৎসহ রক্তমিশ্রিত পুঁজোৎপত্তি, বাসি পনিরের মত গন্ধযুক্ত। **ক্ষতসমূহে, স্পর্শে অত্যন্ত অনুভূতি,** জ্বালা করে, হুলফোটার মত বেদনা, সহজেই রক্তস্রাব প্রবণ। কোন উপশম ছাড়াই দিনে ও রাত্রে প্রচুর ঘর্মস্রাব। **ঠান্ডা-ক্ষতসমূহ, অত্যন্ত স্পর্শকাতর।** কিছুতেই আচ্ছাদন ছাড়া থাকতে পারে না। **রোগী গরম কাপড়ে ঢেকে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ** করে। আক্রান্ত অংশে খোঁচা মারার মত অথবা কাঁটা ফোটার মত বেদনা। পচাক্ষত সমূহ, **চারিদিক থেকে ছোট-ছোট ফুস্কুড়ি ক্ষতস্থান ঢেকে ফেলে।** সামান্য স্পর্শে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ। **পুরাতন ও পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হওয়া আমবাত সমূহ, স্মলপক্স।** হার্পিস অবিরাম শরীর থেকে দূর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে।

জ্বর— মুক্ত বাতাসে শীতবোধ অথবা **সামান্য বায়ু প্রবাহে।** রাত্রে শুষ্ক উত্তাপ, **প্রচুর ঘাম,** টক, চট্‌চটে, দূর্গন্ধযুক্ত।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি—**শুষ্ক-ঠান্ডা বাতাস** ঠান্ডা বাতাস, সামান্য বায়ু প্রবাহে, পারদ ব্যবহারে, স্পর্শে; বেদনাদায়ক দিক চেপে শুলে।

উপশম— ভিজে স্যাঁতসেতে আবহাওয়া, মাথা ভালো করে ঢেকে রাখলে, উষ্ণতায়, আহারের পরে।

সম্বন্ধ-দোষঘ্ন—বেলেডোনা; ক্যামোমিলা, সাইলেশিয়া।

তুলনীয়— একোনাইট, স্পঞ্জিয়া, ষ্ট্যাফিস; সিলিকা; সালফার, ক্যাল্কেরিয়া সালফ; মাইরিস্টিকা; হিপার, মার্কিউরিয়াস, আয়োডিন, পটাশ ও কড়্‌লিভার অয়েলের ক্ষেত্রে দোষঘ্ন হিসাবে কাজ করে। ঈথারের দুর্বলকর উপসর্গও হিপার দূর করে।

শক্তি— ১ম থেকে ২০০ শক্তি। উচ্চতর শক্তি পুঁজোৎপত্তিতে বাধা দেয় কিন্ত নিম্নতর শক্তি **পুঁজোৎপত্তি** দ্রুততর করে। যেক্ষেত্রে পুঁজোৎপত্তি দ্রুততর করার প্রয়োজন হবে সে ক্ষেত্রে **২x** ব্যবহার করবে।

হেপ্যাটিকা

HEPATICA **লিভার-ওয়ার্ট**

গলবিলের সর্দ্দিজ প্রদাহ, তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মা ও স্বরভঙ্গ। গলায় সুড়্‌সুড়ি ও উপদাহ। **গলায় চেঁচে ফেলার মত ও কর্কশের ন্যায় অনুভূতি।** এই ঔষধ খুব সহজে ও তালা কারে শ্লেষ্মা বের করে দিতে সাহায্য করে। চট্‌চটে আটার মত, গাঢ় শ্লেষ্মা এবং এই কারণে

অবিরাম গলা খাঁকার দেবার প্রয়োজন হয়। নাসিকা ছিদ্রের টাটানি। বায়ুনলীর দ্বার প্রান্তে খাবারের কনা লেগে আছে এই জাতীয় অনুভূতি। শেষ্মা মিষ্টস্বাদযুক্ত, প্রচুর, মাখনের মত।

শক্তি— ২য় শক্তি।

হেরাক্লিয়াম-ব্রাঙ্কা আর্সিনা

HERACLEUM-BRANCA URSINA — হগ উয়ীড্

মেরুদন্ডের উত্তেজক হিসাবে এই ঔষধের কথা বলা হয়েছে;মৃগী তৎসহ-পেটফাঁপা, গেঁটেবাত ও চামড়ার উপসর্গসমূহ।

মাথা— কন্‌কনানী তৎসহ নিদ্রালুতা, মুক্তবাতাসে হাঁটাচলা করার সময় বৃদ্ধি, মাথা কাপড় দিয়ে কষে বাঁধলে উপশম। মাথার প্রচুর চর্বিযুক্ত ঘাম ও তীব্র চুলকানি। সিবোরিয়ো ক্যাপিটিস। অধিক পানে।

পাকস্থলী— বেদনা তৎসহ বমি করার ইচ্ছা। উঠে আসা খাদ্যবস্তু তিতো ও তিতো আস্বাদ। ক্ষুধার্ত, কিন্তু খেতে পারে না। উদরের ও প্লীহার বেদনা।

শক্তি— ৩য় শক্তি

হিপ্পো মেন্‌স

HIPPOMANES — এ মিকোনিয়াম ডিপোজিট আউট অফ্ দ্য অ্যামানিয়েটিক ফ্লুয়িড টেকেন ফ্রম দ্যা কল্ট

গ্রীক্‌দেশের লেখকদের দ্বারা বর্নিত প্রাচীনকালের বিখ্যাত অস্বাভাবিক রূপে-কামোত্তেজনাবর্ধক ঔষধ বিশেষ।

পাকস্থলী— পাকস্থলীর ভিতর বরফের ন্যায় শীতল।

পুরুষের রোগ— কামোত্তেজনার বৃদ্ধি। প্রস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ অন্ডদ্বয়ে টেনে ধরার ন্যায় বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— কব্জিস্থানে তীব্র বেদনা। কব্জির পক্ষাঘাত কব্জিতে মোচকিয়ে যাবার মত অনুভূতি। হাত ও হাতের আঙ্গুলগুলির প্রচন্ড দুর্বলতা। পা ও হাঁটুর সন্ধি ও পায়ের তলার দুর্বলতা। নর্তন, খুব দ্রুত স্বাস্থ্যভালো হবার পরে প্রচন্ড দুর্বলতা।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—কষ্টিকাম।

শক্তি— ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি।

হিপ্পো জিনিয়াম্

HIPPOZAENIUM **ফারসিন্**

এটি রোগজ পদার্থ থেকে তৈরী একটি শক্তিশালী ঔষধ বিশেষ ডাঃ জে. জে. গারথ্ উইলকিন্‌সন্ প্রথম ঔষধটির প্রচলন করেছিলেন। ক্ষয়রোগ, ক্যান্সার সিফিলিস প্রভৃতি রোগের লক্ষনের সঙ্গে এই ঔষধের লক্ষণের সাদৃশ্য আছে এবং ঔষধটি নাকের পচা ঘা, গন্ডমালাধাতু দোষজনিত স্ফীতি সমূহ, রক্তে পুঁজোৎপাদক জীবানু সমূহের উপস্থিতি বা পায়েমিয়া, ইরিসিপেলাস প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য কাজ করে থাকে নাকের পুরাতন প্রদাহ, সর্দ্দিজস্রাব।

নাক — লাল, স্ফীত। **প্রদাহ, পুরাতন পচাক্ষত,** ক্ষত। স্রাব ঝাঁঝাল, হাজাকর, রক্তমিশ্রিত ও দুর্গন্ধযুক্ত। নাসিকা পাখার উপর গুটি সমূহ। ফ্রন্টাল সাইনাস ও গলবিলে ফুস্কুড়ি জাতীয় উদ্ভেদসমূহ ও ক্ষত।

মুখমন্ডল— সকল গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি; বেদনাদায়ক, ফোঁড়া তৈরী হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— স্বরভঙ্গ, হাঁপানী। সশব্দ শ্বাস-প্রশ্বাস; শ্বাস-প্রশ্বাস ছোট-ছোট, অনিয়মিত। কাশি, তৎসহ অজীর্ণতা। প্রচুর স্রাব। শ্বাসরোধক অবস্থা।

বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ব্রঙ্কাইটিস— যেক্ষেত্রে প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাবের জন্য শ্বাসরোধক অবস্থা দেখা দেয়। টি.বি.।

চামড়া— নসিকা নলিসমূহের স্ফীতি। সন্ধিস্থানসমূহের স্ফীতি, স্ফীতি চাপদিলে নড়াচড়া করে না। বাহুতে গুটিকা সমূহ। মারাত্মক বা উৎকট জাতীয় ইরিসিপেলাস। পুঁজযুক্ত ফুস্কুড়িসমূহ ও ফোঁড়া। ক্ষত। সিফিলিসজনিত ক্ষত। এক্‌জিমা।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-মিউকো-টক্সিন (শিশু ও বৃদ্ধদের ক্যালিবাই; সোরিনাম; ব্যাসিলিনাম।

শক্তি— ৩০ শক্তি।

হিপ্পিউরিক অ্যাসিড

(ডঃ উইলিয়াম বি. গ্রিগ্‌স্ দ্বারা পরীক্ষিত ঔষধ)

HIPPURIC ACID

এই ঔষধের মূল কাজ হল, চোখ ও নাসিকা গলবিলের বাইরের আবরনী কলার উপর, সন্ধি সমূহের আবরন, যকৃৎ ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর। শরীরের ডানদিক বিশেষভাব আক্রান্ত হয়, পেশীর সার্বিক ক্ষততা।

মাথা— ডানদিকের চোখের উপর অবিরাম, মৃদু বেদনা, উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি। চোখের পাতা প্রদাহিত ও স্ফীতি।

গলা— ক্ষতযুক্ত, হাজাকর, শুষ্ক, কষ্টকর গলাধঃকরণ, দুর্গন্ধযুক্ত, আটার মত স্রাব।

পাকস্থলী— অম্ল জল উঠে। পাকস্থলীর উপরের অংশে পিন্ডের মত অনুভূতি। যকৃতের টাটানি ব্যথা ও চাপবোধ।

স্ত্রীরোগ— তিন সপ্তাহ ধরে ঋতুস্রাব তৎসহ পেশী ও সন্ধিসমূহের টাটানি ব্যথার সম্পূর্ণ উপশম।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— পিঠের বেদনা, নীচের দিকে হিপ্ জয়েন্টের স্থানপর্যন্ত প্রসারিত হয় কাঁধ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেদনা এবং সন্ধি স্থানসমূহের স্ফীতি ও টাটানি ব্যথা। ডানদিকের উরুস্থানের পিছনের মাঝবরাবর অংশ থেকে বেদনা;বেদনা নীচের দিকে পা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সন্ধিসমূহের ক্লান্তি ও গুঁড়ো করার মত বেদনা।

চামড়া— চুলকানি, জ্বালা, বুকের উপর উদ্ভেদসমূহ, দেখতে কুঞ্চিত।

সম্বন্ধ— বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড, এই ঔষধের সমধর্মী বলে মনে করা হয়।

শক্তি— নিম্নতর শক্তিসমূহ।

হোয়াং নান

HOANG NAN — **ট্রপিক্যাল বাইন্ড উয়ীড**

ক্লান্তি তৎসহ মাথাঘোরা। হাত ও পায়ের পাতায় অসাড়তা ও সুড় সুড় কর অনুভূতি; নিম্নচোয়ালের অনৈচ্ছিক ক্রিয়া। পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ ও ফোঁড়া; সিফিলিসের শেষদশা ও পক্ষাঘাত। একজিমা, চুলকানিযুক্ত উদ্ভেদ, পুরাতন ক্ষত সমূহ, কুষ্ঠ, গ্রন্থিজ অংশ সমূহের কুষ্ঠ এবং পোকা মাকড়ের কামড়। ক্যান্সারের পচাগন্ধ ও রক্তস্রাব দূর করে, ক্ষতস্থান আরোগ্যে সাহায্য করে। আর্সেনিকের পরে ভালো কাজ করে।

শক্তি— মূল অরিষ্ট পাঁচফোঁটা মাত্রায়। প্রয়োজনে ২০ ফোঁটায় বৃদ্ধি করা যায়।

হোমারাস

HOMARUS — **জীবিত গলদা চিংড়ির পাচক রস**

অজীর্ণরোগ, গলক্ষত ও মাথার যন্ত্রনার মিলিত অবস্থা যে রোগে দেখা যায়, অনুমান করা হয় ঐ রোগ এই ঔষধটি নিয়ন্ত্রন করতে পারে। প্রধানতঃ মাথার কপাল ও রগ অংশ বেদনা, তৎসহ চোখে টাটানি ব্যথা। গলায় ক্ষত, হাজাকর, জ্বালাকর অনুভূতিসহ চটচটে শ্লেষ্মা। পাকস্থলী ও উদরে বেদনা, খাবার পরে উপশম। ঢেকুর তোলা। সারা শরীরে শীতবোধ ও বেদনা। চামড়ার উপর চুলকানি।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— দুধে ও নিদ্রার পরে।

উপশম, নড়াচড়ায় ও আহারের পরে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়-সিপিয়া; এষ্টারিয়াম; এষ্টেকাস; ইথুজা।

শক্তি— ৬ষ্ঠ শক্তি।

হিউরা ব্রেজিলিয়েন্‌সিস্‌

HURA BRAZILIENSIS আসাকু

কুষ্ঠরোগে ভাল কাজ করে, কঠিন চামড়া পশুচর্মের দ্বারা বাঁধা রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি হয়। ফোস্কাসমূহের দ্বারা চামড়া টান হয়ে থাকে; হাতের বুড়ো আঙ্গুলের নখের নীচে গোঁজ ফুঁটে রয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি। কপালের চামড়ায় টেনে ধরার মত অনুভূতি। ঘাড়ের আড়ষ্ঠতা, পিঠের বেদনা। হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে দপ্‌দপানি। চুলকানি, যে কোন অস্থির প্রবর্দ্ধিত অংশে, চবর্বন অস্থির প্রভৃতিতে ফুস্কুড়ি সমূহ।

শক্তি— **৬ষ্ঠ শক্তি।**

সম্বন্ধ—তুলনীয়— ক্যালেট্রপিস্ অথবা ম্যডুরা এল্বাম্ (কুষ্ঠ; কালো ও পচনশীল গুটি সমূহ, চামড়া পুরু

হাইড্র্যাঞ্জিয়া

HYDRANGEA সেভেন-বার্কস্

এটি পাথুরীর একটি ঔষধ বিশেষ, প্রস্রাব প্রচুর পরিমানে, সাদা অ্যামর্‌ফান সল্ট পাওয়া যায়। পাথুরী, বৃক্কশূল, রক্ত প্রস্রাব। ইউরেটারের উপরেও কাজ করে। কোমর প্রদেশে বেদনা। মাথা ঘোরা। বুকের উপর ভারীবোধ।

প্রস্রাব— প্রস্রাবনলীতে জ্বালা ও বারে বারে প্রস্রাবের বেগ। প্রস্রাব শুরু করা কষ্টকর। প্রস্রাবে ভারী শ্লেষ্মার তলানি।

কোমর প্রদেশে তীক্ষ্ন বেদনা, বিশেষতঃ বামদিকে। প্রচুর পিপাসা, তৎসহ উদরজনিত উপসর্গসমূহ এবং **প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, ফেরাম পিক্রিক,** স্যাবাল)। পাথুরীর তলানি আক্ষেপিক সঙ্কোচন। প্রচুর পরিমানে সাদা অ্যামরফ্যাস সল্টের তলানি।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-লাইকোপোডিয়াম; চিম্যাফিলা; বার্বেরিস, প্যারিয়েরা, ইউভা, স্যাবাল; অক্সিডেন্ড্রন;

জিয়াম— ওয়াটার অ্যাকেন্‌স্—(পেটের গভীর থেকে প্রস্রাব নলীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তীব্র ঝাঁকুনি দেবার মত বেদনা; প্রস্রাব থলির উপসর্গসমূহ, তৎসহ পুরুষাঙ্গের বেদনা, আহারের পরে বৃদ্ধি; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শিথিলতা তৎসহ প্রচুর ও দূষিত স্রাব; পরিপাক ও বিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ)।

শক্তি— অরিষ্ট।

হাইড্র্যাষ্টিস

HYDRASTIS **গোল্ডেন-সিল্**

বিশেষভাবে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর কাজ করে, ঐ গুলি শিথিল করে ও **গাঢ়, গলুদবর্ণের, দড়ির মত স্রাব উৎপন্ন করে।** যে কোন স্থান যথা পাকস্থলী, গলা, জরায়ু, প্রস্রাবনলী থেকে উৎপন্ন হোক না কেন, এই ঔষধের শ্লৈষ্মিক স্রাব ঐ একই প্রকারের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে থাকে। হাইড্র্যাষ্টিস বিশেষভাবে বৃদ্ধ, সহজেই পরিশ্রান্ত, শীর্ণকায়, তৎসহ প্রচন্ড দুর্বল ব্যক্তির উপর বিশেষভাবে কাজ করে। মস্তিষ্কের উপর প্রভাব সুস্পষ্ট। রোগী মনে করে তার বোধ শক্তি তীক্ষ্ণতর হয়েছে, মাথা পরিষ্কার হয়েছে এবং মুখমন্ডলের ভাব বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। পেশীর ক্ষমতা দুর্বল। হজমশক্তি দুর্বল ও দুর্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিণ্য। কোমরের বেদনা, শীর্ণতা ও দুর্বলতা। যকৃতের উপর এই ঔষধের সুস্পষ্ট কাজ আছে। ক্যান্সার ও ক্যান্সার জাতীয় অবস্থা। ক্ষত উৎপন্নের পূর্বে, যে ক্ষেত্রে বেদনাই প্রধান লক্ষণ। বয়ঃসন্ধিকালে ও গর্ভবিস্থায় **গলগন্ড।** অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে **স্মলপক্সে** এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়। স্মল-পক্সের উপর এই ঔষধের শক্তি কতকগুলি কাজের মাধ্যমে পাওয়া যায়। যথা, এই ঔষধ রোগটি উপশমিত করে, কষ্টকর লক্ষাণাবলী খতম করে, রোগের কার্যকালের মেয়াদ কমিয়ে দেয়, রোগের থেকে উৎপন্ন বিপদ হ্রাস করে এবং রোগের ভাবী ফলের উপর প্রভাব বিস্তার করে। (ডাঃ জে. জে. উইলাকন্‌সন্)।

মন— বিষাদগ্রস্ত; মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত এবং এই মৃত্যুই রোগী কামনা করে।

মাথা— কপালস্থানে মৃদু, চাপ দেবার মত বেদনা বিশেষভাবে যখন কোষ্ঠকাঠিণ্য বর্তমান থাকে। মাথার খুলির ও হাড়ের পেশীর শূলবেদনা **সিমিসিফিউগা।** কপালে চুলের ধার বরাবর একজিমা। সর্দ্দিজ প্রদাহের পরে, **নাসারন্ধ্রের গহ্বরের প্রদাহ।**

কান— কানের ভিতর গর্জন। শ্লেষ্মা -পুঁজ মিশ্রিতস্রাব বধিরতা। **কর্ননলীর প্রদাহ, তৎসহ উচ্চ কণ্ঠস্বর।**

নাক— নাকের পিছনের অংশ থেকে গলা পর্যন্ত **গাঢ়, চট্‌চটে স্রাব।** জলের, হাজাকর **স্রাব।** নাকের পচনশীল ক্ষত, তৎসহ নাসিকা ভেদকের ক্ষত। **সর্বদা নাক ঝাড়ার প্রবণতা।**

মুখগহ্বর— লঙ্কার মত আস্বাদ। জিহ্বা, সাদা, স্ফীত, **বৃহৎ,** থলথলে ও পিচ্ছিল; **জিহ্বার উপর দাঁতের ছোপ (মার্কিউরিয়াম);** ঝলসে যাবার মত অনুভূতি; মুখ গহ্বরের প্রদাহ। জিহ্বার ক্ষত, জিহ্বার কিনারা ফাটা ফাটা।

গলা— ফলিকিউলার ফ্যারিনজাইটিস। কাঁচাভাব, হুলফোটার মত বেদনা, হাজাকর অনুভূতি। গলা খাঁকার দিলে হলুদবর্ণের, চট্‌চটে শ্লেষ্মা আসে **(ক্যালি বাই)।** নাকের **পিছনের অংশ** থেকে এই জাতীয় চট্‌চটে শ্লেষ্মা স্রাবের জন্য **শিশু** হঠাৎ করে ঘুম থেকে জেগে উঠে। বয়ঃসন্ধিকালে ও গর্ভাবস্থায় গলগন্ড।

পাকস্থলী— পাকস্থলীর ভিতর টাটানি ব্যথা, কম-বেশী একটানা থাকে। দুর্বল পরিপাক শক্তি। **মুখের আস্বাদ তিতো।** কোন বিশিষ্ট, কঠিন কোন বস্তু দ্বারা আঘাত করলে যেজাতীয়

বেদনা হয়, সেই প্রকার অনুভূতি। পাকস্থলীর শূলবোধ। পেটের উপরের অংশে স্পন্দন। কিছুতেই রুটি অথবা শাকসব্জি খেতে পারে না। পাকস্থলীর কাজের শিথিলতার জন্য অজীর্ণ রোগ। ক্ষত ও ক্যান্সার। পাকস্থলীর প্রদাহ।

উদর— পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশের (ডিওডিনাম) প্রদাহ। যকৃৎ শক্ত, স্পর্শকাতর, জন্ডিস। পিত্তথলির পাথুরী। ডানদিকের কুঁচকিস্থানে মৃদুভাবে টানভাব, তৎসহ ডানদিকের অন্তে কেটে ফেলার মত অনুভূতি।

পিঠ— পিঠে মৃদু, টেনে ধরার মত বেদনা, ও আড়ষ্টতা, বিশেষ করে **কোমরের উপর দিয়ে, বসে থাকা অবস্থা থেকে নিজেকে উঠাবার সময় দুই বাহুর সাহায্য নিতে হয়।**

সরলান্ত্র— স্থানচ্যুতি, মলদ্বার ফাটা। **কোষ্ঠকাঠিণ্য** তৎসহ পাকস্থলীর ভিতর শূন্যবোধ ও মৃদু মাথার বেদনা। মলত্যাগের সময় সরলান্ত্রে হুল ফোটার বেদনা। মলত্যাগের পরে, দীর্ঘস্থায়ী বেদনা **(নাইট্রিক অ্যাসিড)**। অর্শ; এমনকি সামান্য পরিমাণে স্রাবেও পরিশ্রান্ত, সঙ্কোচন ও আক্ষেপ।

প্রস্রাব— পুরাতন **প্রমেহজনিতস্রাব**। প্রস্রাবে পচাস্রাবের মত গন্ধ।

পুরুষের রোগ— গনোরিয়ার, দ্বিতীয় দশা; স্রাব গাঢ় ও হলুদবর্ণের।

স্ত্রীরোগ— জরায়ু গ্রীবায় ক্ষত ও হাজা। প্রদরস্রাব, ঋতুস্রাবের পরে বৃদ্ধি **বোভিষ্টা; ক্যাল্কেরিয়া কার্ব)**; স্রাব ঝাঁঝাল, হাজাকর, ফালি-ফালি দেখতে ও চট্‌চটে। অতিরজঃ যোনি কপাটে চুলকানি, তৎসহ প্রচুর প্রদরস্রাব (ক্যাল্কেরিয়া কার্ব; ক্রিয়োজোট; সিপিয়া)। কামোত্তেজনা। স্তন গ্রন্থির অর্বুদ; স্তনের বোঁটা ভিতরের দিকে ঢুকে থাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— বুকের ভিতর হাজাকর, ক্ষতবৎ, ও জ্বালাকর অনুভূতি। বায়ুনলীর প্রদাহের শেষাবস্থা। বৃদ্ধ, পরিশ্রান্ত ব্যক্তির ব্রঙ্কাইটিস, তৎসহ **গাঢ়, হলুদবর্ণের, চট্‌চটে শ্লেষ্মা স্রাব**। মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যায়, তৎসহ সারা শরীরে ঠান্ডা ঘাম। বামদিকে চেপে শুলে শ্বাসরোধের মত অবস্থা তৈরী হয়। বুক থেকে বামদিকের **কাঁধ** পর্যন্ত বেদনা।

চামড়া— বসন্তের মত উদ্ভেদ। লুপাস; **ক্ষতসমূহ**, ক্যান্সারজাতীয় অবস্থা। সাধারণভাবে প্রচুর ঘাম ও অস্বাস্থ্যকর ঘাম।

সম্বন্ধ— দোষঘ্ন—সালফার।

গলার ক্ষতে প্রচুর পরিমানে পটাশিয়াম ক্লোরেট ব্যবহারের কুফল দূর করার জন্য এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তুলনীয়— জ্যাম্বোরিজা এপিফোলিয়া; ক্যালিবাই; কোনিয়াম; আর্স আয়োড; **ফাইটোলক্কা**, গেলিয়াম; (ক্যান্সার-জিহ্বার উপর গুটিযুক্ত অবর্বুদ); এস্টেরিয়াস; **ষ্ট্যানাম, পালসেটিলা**; এছাড়াও **ম্যানজ্যানিটা** (উদরাময়, গনোরিয়া, পুরাতন প্রমেহ রোগ, প্রদরস্রাব, সর্দ্দিজ অবস্থা)।

হাইড্র্যাস্টিনাম মিউরিয়েটিকাম— মিউরিয়েট অফ হাইড্যাষ্টিয়া (বাহ্যিকভাবে মুখগহ্বরের সাদা ক্ষত সমূহ, ক্ষতযুক্ত গলায় টাটানি ব্যথা, নাকের পচনশীল ক্ষত প্রভৃতি।

অভ্যন্তরীণভাবে ৩x বিচূর্ণ। এটি জরায়ুর রক্তরোধক ও রক্তবহানলীগুলিকে সঙ্কুচিত করে;অতিরজঃ বিশেষকরে ফাইব্রয়েড জাতীয় অবর্বুদ থেকে;রক্তস্রাব, পাকস্থলীর প্রসারণ এবং পুরাতন হজম সংক্রান্ত গোলযোগ)। হাইড্র্যাষ্টিন সালফ ১x (টাইফয়েড রোগে যখন অন্ত্র থেকে রক্তক্ষরণ হয়)।

ম্যারিউরিয়াম— (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উত্তেজক, বিশেষ করে কণ্ঠনলী ও বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস, অজীর্ণ, ও যকৃতের গোলযোগ;ঠান্ডা লাগা ও সর্দ্দিকাশি)।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩০ শক্তি। বাহ্যিকভাবে বর্ণহীন হাইড্র্যাষ্টিস, মূল অরিষ্ট অথবা তরল বস্তু সমূহ।

হাইড্রোকোটাইল

HYDROCOTYLE **ইন্ডিয়ান পেনি ওয়ার্ট**

যে সকল রোগে দুটি যন্ত্রের মধ্যবর্তী অংশে প্রদাহ দেখা যায় এবং শরীরের যে কোন অংশের তন্তুসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু বিবর্ধন ঘটে, এই ঔষধটি সেই সকল রোগ আরোগ্য করে থাকে। সংযোক কলার বিবৃদ্ধি ও কঠিণতা। **কুষ্ঠরোগ ও লুপাসের** উপর কার্যকারিতা সম্পর্কে এই ঔষধের খ্যাতি আছে। বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে কোন প্রকার ক্ষতের সৃষ্টি হয় না। এই ঔষধের চর্মজ লক্ষণগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জরায়ুর ক্ষতে খুব ভালো কাজ করে। সোজা খাঁড়া ভাবে থাকতে কষ্ট হয়। প্রচুর ঘর্মস্রাব। জরায়ু গ্রীবার ক্যান্সার রোগে বেদনা।

মুখমন্ডল— গালের বামদিকের অস্থিতে ও চক্ষুকোটরের চারিপাশে বেদনা।

স্ত্রীরোগ— যোনিপথের চুলকানি। প্রস্রাব থলির গ্রীবা দেশের প্রদাহ। **যোনি দেশের ভিতরে উত্তাপের অনুভূতি জরায়ুর ভিতর দানাদারে ক্ষতসমূহ।** প্রচুর প্রদরস্রাব। ডিম্বাশয় স্থানে মৃদু বেদনা। জরায়ু গ্রীবা লালবর্ণ।

চামড়া— শুষ্ক উদ্ভেদ সমূহ। বহিঃ **ত্বকের আবরনীর অত্যধিক পুরু হওয়া এবং আঁশ উঠে।** সোরিয়াসিস যখন চক্রাকারে পাকিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ যথা শরীরের কান্ড দেশ, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাতের তালু ও পায়ের তলায় ছড়িয়ে পড়ে, বুকের উপর পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ সমূহ। গোলাকার ছোপ, তৎসহ আঁশযুক্ত কিনারা। **তীব্র চুলকানি, বিশেষ করে পায়ের তলায়।** প্রচুর ঘাম। উপদংশজনিত উপসর্গসমূহ। ব্রন। কুষ্ঠ। গোদ (আর্সেনিক)। লুপাস।

সম্বন্ধ—**তুলনীয়**—**ইলিস**— সাউথ আমেরিকান পাম (স্কেলেরোডার্মা, গোদ, কুষ্ঠ, চামড়া পুরু, চুলকায় ও শক্ত। অবশ হয়ে যায়)।

হিউরা— ট্রিকনস্ গানথেরিয়েনা (সর্পদংশন, ক্ষত সমূহ ও চর্মজ উপসর্গসমূহ সাধারণতঃ);

হোয়াংনান; চাল মুগ রার তেল, হাইড্র্যাষ্টিস; আর্সেনিক; অরাম; সিপিয়া।

শক্তি— ১ম থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

হাইড্রোসায়েনিক অ্যাসিড

HYDROCYANIC ACID **প্রুসিক অ্যাসিড**

জানা বিষাক্ত পদার্থগুলির মধ্যে এটি একটি, আক্ষেপ ও পক্ষাঘাত। এই ঔষধকে ব্যক্ত করে। কণ্ঠনলীর **আক্ষেপিক সঙ্কোচন**, শ্বাসরোধকের ন্যায় অবস্থা। বুকের ভিতর বেদনা ও কষে থাকার ন্যায় অনুভূতি, হৃদ্‌কম্প;নাড়ী দুর্বল, অনিয়মিত। **পেটের উপরের অংশে সঙ্গীতের ন্যায় শব্দের সৃষ্টি**। হিষ্টিরিয়া ও মৃগীর মত আক্ষেপ। অক্সিজেনের স্বল্পতার দরুন শরীর নীলবর্ণ। ফুসফুসের গোলযোগ হেতু পতনাবস্থা, এই অবস্থার জন্য হৃদ্‌পিন্ডের গোলযোগ দায়ী নয়। মোহগ্রস্তের ন্যায় অবস্থা। কলেরা। পতনাবস্থা **(আর্সেনিক; ভিরেট্রাম)**। শীতলতা। ধনুষ্টঙ্কার, সামান্য নিদ্রাবস্থা।

মন— অচেতন অবস্থা। উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ। কাল্পনিক কষ্ট সম্পর্কিত ভীতি। সকল কিছুতেই ভয়—ঘোড়া, গাড়ী, বাহ্য পড়ে যাবে বলে মনে হয়, প্রভৃতি।

মাথা— তীব্র, হতচেতনকর বেদনা। মস্তিষ্কের ভিতর যেন আগুন জ্বলছে, এই জাতীয় অনুভূতি। চোখের তারা স্থির অথবা বিস্ফারিত। চক্ষুকোটরের উপরের অংশের স্নায়ুশূল, তৎসহ ঐ একই দিকের মুখমন্ডলের রক্তিমাভা।

মুখমন্ডল— আক্ষেপের দরুন চোয়ালগুলি শক্ত হয়ে সেঁটে থাকে। মুখগহ্বরে বেদনা। ঠোঁট দুটি ফ্যাকাশে, নীল বর্ণ।

পাকস্থলী— জিহ্বা শীতল। **তরল কিছু পান করার সময় তা গলায় ও পাকস্থলীতে নামার সময় গড় গড় শব্দ করে নামে**। পাকাশয়িক শূল; পাকস্থলী খালি থাকলে বৃদ্ধি। **পাকস্থলীর উপরের অংশে তীব্র খালিবোধ**। হৃদ্‌পিন্ডস্থানে দপ্‌দপ্‌কর বেদনা।

শ্বাস-প্রশ্বাসযন্ত্রসমূহ— শব্দকারক ও উত্তেজিত শ্বাস-প্রশ্বাস। শুষ্ক, আক্ষেপিক, শ্বাসরুদ্ধকর কাশি। হাঁপানি, তৎসহ গলার সঙ্কোচন। হুপিং কাশি। ফুসফুসের পক্ষাঘাত **(অ্যাসপিডোস)**। সুস্পষ্ট স্যায়ানোসিস; ফুসফুসীয় শিরার রক্তাধিক্য।

হৃদ্‌পিন্ড— তীব্র হৃদকম্প। **নাড়ী দুর্বল, অনিয়মিত**। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠান্ডা। হৃদ্‌শূল। **(স্পাইজেলিয়া; অক্সালিক অ্যাসিড)**।

ঘুম— হাইতোলা, তৎসহ কম্পন। দুর্দমনীয় নিদ্রালুতা। পরিষ্কার, অসংলগ্ন স্বপ্ন সমূহ।

সম্বন্ধ— **দোষঘ্ন; এমন কার্ব; ক্যাম্ফর; ওপিয়াম।**

তুলনীয়—**সিকিউটা; ইন্যাস্থ; ক্যাম্ফর, লরোসারেসাস।**

শক্তি—৬ষ্ঠ থেকে উচ্চতর শক্তিসমূহ।

হাইড্রোফোবিনাম

HYDROPHOBINUM

লাইসিন- স্যালাইভা অফ্ ব্যাবিড্ ডগ

মূলতঃ স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমন করে; অস্থিসমূহের ভিতর কন্‌কনানি। অস্বাভাবিক কামোত্তেজনা থেকে উদ্ভুত উপসর্গ সমূহ। ঝক্‌ঝকে আলোতে অথবা প্রবাহিত জল দেখায় থেকে আক্ষেপের উদ্ভব।

মাথ— জলাতঙ্ক, পাগল হয়ে যাবার ভয়। মানসিক আবেগ খারাপ সংবাদে বৃদ্ধি; এছাড়াও তরল পদার্থ সমূহের চিন্তার বৃদ্ধি। **সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি, সম্পর্কিত আধিক্য**। মাথার পুরাতন যন্ত্রনা। কপালে ছিদ্র করার মত বেদনা।

মুখগহ্বর—অবিরাম থুথু ফেলতে থাকা;লালা আটার মত, চট্‌চটে। গলঃক্ষত। অবিরাম ঢোক গেলার চেষ্টা, যা কষ্ট কর; জল গেলার সময় গলা বন্ধ হয়ে আসে। মুখগহ্বরে ফেলা।

পুরুষের রোগ— কামুক; বেদনাযুক্ত লিঙ্গোদ্রেক, তৎসহ বারে বারে বীর্যপাত। সঙ্গমের সময় বীর্যপাত হয় না। অন্ডদ্বয়ের শীর্ণতা প্রাপ্তি। অস্বাভাবিক কামোত্তেজনা থাকে উদ্ভুত উপসর্গ সমূহ।

স্ত্রীরোগ— জরায়ুর স্পর্শকাতরতা, জরায়ুর স্থায়িত্ব সম্পর্কিত অনুভূতি **(হেলোন)**। স্থানচ্যুতির ন্যায় অনুভূতি। যোনিপথ অনুভুতি প্রবন, সঙ্গম বেদনাদায়ক **(বার্বারিস)**। জরায়ুর স্থানচ্যুতি।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— গলার স্বরের পরিবর্তন হওয়া। **শ্বাস-প্রশ্বাস কিছু সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যায়**। শ্বাস-প্রশ্বাস্ সম্পর্কিত পেশীসমূহের আক্ষেপিক সঙ্কোচন।

মল— প্রবাহিত জলে শব্দ শুনলে অথবা জল দেখলে মল ত্যাগের বেগ। প্রচুর, জলের মত মল, তৎসহ বেদনা;সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। প্রবাহিত জল দেখার ফলে অবিরাম প্রস্রাবের বেগ।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, প্রবাহিত জলের শব্দে অথবা দর্শনে অথবা জল ঢাললে, অথবা এমনকি তরল পদার্থের কথা চিন্তা করলেও বৃদ্ধি; ঝকঝকে অথবা প্রতিফলিত আলোকে; সূর্যের উত্তাপে; ঝুঁকলে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—জ্যান্থিয়াম স্পাইনোসাম— (বলা হয়ে থাকে যে, এটি জলাতঙ্কের জন্য নির্দিষ্ট ঔষধ বিশেষ এবং স্ত্রীলোকের প্রস্রাব থলির পুরাতন প্রদাহেও ব্যবহার করার কথা বলা হয়)।

ক্যান্থারিস— বেলেডোনা, ষ্ট্রামোনিয়াম; ল্যাকেসিস; নেট্রাম মিউর।

শক্তি— ৩০ শক্তি।

হায়োসায়েমাস

HYOSCYAMUS হেন্‌বেন্‌

এই ঔষধটি স্নায়ুতন্ত্রকে প্রচন্ডভাবে বিপর্যস্ত করে। মনে হয় যেন কোন নারকীয় শক্তি মস্তিষ্ককে অভিভূত করে রেখেছে ও মস্তিষ্কের কাজে বাধার সৃষ্টি করছে। **এটি ঝগড়া প্রিয় ও অশ্লীলতা জ্ঞাপক উন্মত্ততার একটি সুস্পষ্ট ছবি।** নানা প্রকার কাজ, অঙ্গ-ভঙ্গী ও কথাবার্তায় অভদ্র ও নির্লজ্জ আচরন করার প্রবণতা। প্রচন্ড বাচাল এবং নিজের স্ত্রীদেহকে অথবা যৌনাঙ্গ অনাবৃত রাখার প্রবণতা। হিংসুটে, বিষ খাইয়ে দেবে এই জাতীয় ভীতি, প্রভৃতি। এই ঔষধের লক্ষণগুলি **স্নায়বিক উত্তেজনা ও দুর্বলতা** প্রকাশ করে;এই কারনে টাইফয়েড ও অন্যান্য প্রকার সংক্রামক রোগ তৎসহ **উন্মীলিত ক্ষেত্রে অচৈতন্য অবস্থায়** ব্যবহৃত হয়। **সকম্প দুর্বলতা ও কন্ডরার নর্তন।** বিড়বিড় করে প্রলাপবকা। সাধারণতঃ পেশীর নর্তন, আক্ষেপিক উপসর্গসমূহ, তৎসহ প্রলাপ। মস্তিষ্কের অপ্রদাহিক উপসর্গ। **বিষ দুষ্ঠ পাকাশয়িক প্রদাহ।**

মন— প্রচন্ড **সন্দেহ প্রবন।** বাচাল, অশ্লীল, কামুকপ্রবন, শরীরে আচ্ছাদন রাখে না, হিংসুটে, বোকা। প্রচন্ড প্রফুল্লতা;**সকল বিষয়ে থাকার প্রবণতা।** প্রলাপবকা, তৎসহ দৌড়ে পালাবার প্রবৃত্তি। বিড়বিড় করে প্রলাপ বকা; অবিরাম হাত বাড়িয়ে কল্পিত কোন বস্তু ধরার চেষ্টা, গভীর অচৈতন্য অবস্থা।

মাথা— হাল্কা ও বিভ্রান্তিকর অনুভূতি, মাদকাসক্তের ন্যায় মাথা ঘোরা। মস্তিষ্কের শিথিল, স্থানান্তরিত হবার মত অনুভূতি। মস্তিষ্কের প্রদাহ তৎসহ অচৈতন্য অবস্থা;মাথা এদিক ওদিক নাড়াতে থাকা।

চোখ— চোখের তারা বিস্ফারিত, চক্‌চক্ করে, স্থির। চোখ খোলা, কিন্তু কোন কিছুতেই দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে না। নিচের দিকে দৃষ্টি এবং স্থির। ট্যারা দৃষ্টি। চোখের পাতার আক্ষেপের সঙ্গে বন্ধ অবস্থা। দ্বিত দৃষ্টি। দৃষ্টবস্তুর কিনারাগুলি রঙীন দেখায়।

মুখগহ্বর— জিহ্বা শুষ্ক, লাল, ফাটা, আড়ষ্টও নড়াচড়া করতে পারে না। জিহ্বা বার করতে কষ্ট হয়;কথা জড়িয়ে যায়। মুখ গহ্বর ফেনা। দাঁতগুলি, দন্তমলে পূর্ণ। নিম্নচোয়ালে ঝুলে পড়ে।

গলা— হুল ফোটার মত শুষ্কাবস্থা, সঙ্কোচন। কিছুতেই তরলবস্তু গিলতে পারে না। **আলজিহ্বা লম্বা হয়ে যায়।**

পাকস্থলী— **হিক্কা,** শূন্য ঢেকুর, তিতো আস্বাদ, বমি-বমি ভাব, তৎসহ মাথা ঘোরা। বমি, তৎসহ আক্ষেপ;রক্তবমন তীব্র খিলধরা, বমির পরে উপশম;পাকস্থলীতে জ্বালাবোধ, পেটের উপরের অংশ স্পর্শকাতর। **উত্তেজক খাবার খাওয়ার কুফল সমূহ।**

উদর— শূলবেদনা, যেন মনে হয় পেট ফেটে যাবে। প্রসারন। শূলবেদনা, তৎসহ বমি, ঢেকুর উঠা, হিক্কা, **চিৎকার। পেট ফাঁপা।** পেটের উপর লাল ছোপ।

মল— উদরাময়, শূলবেদনার মত বেদনা; **অসাড়ে মলত্যাগ,** মানসিক উত্তেজনা অথবা ঘুমের মধ্যে বৃদ্ধি। প্রসূতি অবস্থায় উদরাময়। অসাড়ে মলত্যাগ।

প্রস্রাব—অসাড়ে প্রস্রাব। প্রস্রাব থলির পক্ষাঘাত। প্রস্রাব করার কোন বেগ থাকে না। **(কষ্টিকাম)।**

পুরুষের রোগ— ধবজভঙ্গ। কামুক প্রবন; নিজের (পুং) শরীরে আচ্ছাদন রাখে না। জ্বরের সময় যৌনাঙ্গঁ নিয়ে খেলা করে।

স্ত্রীরোগ— ঋতুস্রাবের আগে, হিস্টিরিয়ার মত আক্ষেপ। কামেচ্ছা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। ঋতুচলাকালে, আক্ষেপিক নড়াচড়া, প্রচুর প্রস্রাব ও ঘাম। প্রসবান্তি স্রাবের চাপা পড়া। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের আক্ষেপ। প্রসবান্তিক উন্মাদ অবস্থা।

বুক— শ্বাসরুদ্ধকর তড়কা। আক্ষেপ, এর ফলে রোগী সামনের দিকে মোচড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়। **রাত্রে শুষ্ক, আক্ষেপিক কাশি শুয়ে পড়লে বৃদ্ধি; বসে থাকলে উপশম।** গলার ভিতর চুলকানি থেকে কাশি, যেন আলজিহ্বা অনেকটা বড়ো হবার মত অবস্থা। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—**বিছানার চাদর খুঁটতে থাকা;** হাতদুটি নিয়ে খেলা করে। কোন কল্পিত বস্তু করার জন্য হাতদুটি বাড়িয়ে দেয়। মৃগীর আক্রমন, গভীর ঘুমের মাধ্যমে আক্রমন কালের সমাপ্তি হয়। আক্ষেপ ও খেঁচুনি। পায়ের ডিমে ও পায়ের আঙ্গুলের খিলধরা শিশু ঘুম থেকে না জেগে কাঁদেও ফোঁপাতে থাকে।

ঘুম— মারাত্মক ধরনের অনিদ্রা। গভীর ঘুম, তৎসহ আক্ষেপ। **ভয় পেয়ে চমকিয়ে উঠে।** উন্মীলিত ক্ষেত্রে অচৈতন্য অবস্থা।

স্নায়ুসমূহ— প্রচন্ড অস্থিরতা, **প্রতিটি পেশীর নর্তন;** কিছু আচ্ছাদন রাখতে চায় না।

কমা-বাড়া— **বৃদ্ধ,** রাত্রে, ঋতুকালে; আহারের পরে, শুয়ে পড়লে।

উপশম— সামনের দিকে ঝুঁকলে।

সম্বন্ধ—**দোষঘ্ন**—বেলেডোনা; **ক্যাম্ফর।**

তুলনীয়—**বেলেডোনা; স্ট্রামোনিয়াম; এগারিকাস; জেলসেমিয়াম।**

হায়োসায়েমাস হাইড্রোব্রোম—**স্কোপোল্যামাইন হাইড্রোব্রোমাইড**— (একাঙ্গীন পক্ষাঘাত। **সকম্প-স্কোলোরাসিস।** অনিদ্রা ও স্নায়বিক উত্তেজনা। ক্ষয় রোগে শুষ্ককাশি। শরীরের ভিতরে উৎপন্ন অথবা বাইরে প্রযোজ্য কোন শক্তিশালী বিষক্রিয়ার লক্ষণের অনুরূপ প্রভাবযুক্ত। ইউরিমিয়া ও স্নায়ুর তরুন রোগাবস্থা। পতনাবস্থার একটি ঔষধবিশেষ। ৩য় ও ৪র্থ দশমিক বিচূর্ণ। বস্তুগত মাত্রায় (১-২০০ গ্রেন) উন্মাদ ও নর্তন; অনিদ্রা।

স্কোপোলা— থায়োসায়েমাসের সঙ্গে রাসায়নিক দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত। (প্রফুল্লতা, প্রলাপ, অনিদ্র; বিছানা থেকে উঠে চলে যাবার চেষ্টা; বিড়াল দেখে, কল্পিত চুল খোঁটে, কল্পিত আগুনের হাত গরম করে প্রভৃতি)।

শক্তি— ৬ষ্ট থেকে ২০০ শক্তি।

হাইপেরিকাম

HYPERICUM সেন্ট জমস্ ওয়াট

স্নায়ুসমূহের আঘাতের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঔষধ বিশেষ, বিশেষ করে হাতের ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ ও নখের স্নায়ুসমূহের আঘাতের ক্ষেত্রে। হাতের আঙ্গুল সমূহের বিশেষ করে হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগের পিষে যাওয়া। তীব্র বেদনা। এই ঔষধের একটি পথপ্রদর্শক লক্ষণবিশেষ। চোয়াল ধরে যাওয়া রোধ করে। ফুঁটো হওয়া ক্ষত সমূহ। অস্ত্রোপচারের পরে যন্ত্রনার উপশম করে। অস্ত্রোপচারের পরে মর্ফিয়ার থেকে ভালো কাজ করে। **(হেলমিউথ)**। প্রতিবার আঘাতের পরে আক্ষেপ। সরলান্ত্রের উপর এই ঔষধের বিশেষ কাজ আছে; অর্শ। **কক্সিসের বা চঞ্চু অস্থিতে বেদনা**; আবহাওয়ার পরিবর্তনে অথবা ঝড়-বৃষ্টির পূর্বে আক্ষেপিক হাঁপানির আক্রমণ, প্রচুর শ্লেষ্মা উঠার পরে উপশম। জন্তুর কামড়ের ফলে স্নায়ুর উপর আঘাতের ক্ষেত্রে। ধনুষ্টঙ্কার। স্নায়ুর প্রদাহ, সুড়্সুড়্কর অনুভূতি, জ্বালা ও অসাড়তা। অবিরাম নিদ্রালুতা।

মন— রোগীর মনে হয় তাকে শূন্যে বাতাসের উপর তোলা হয়েছে, অথবা উপর থেকে পড়ে যাবে এই জাতীয় আতঙ্ক। লিখতে গেলে ভুল হয়। মানসিক আঘাতের কুফল। বিষন্নতা।

মাথা— ভারবোধ; **একটি বরফের হাত মাথাটি স্পর্শ করে রয়েছে**, এই জাতীয় অনুভূতি। **মাথার তালুতে দপ্দপানি**; বদ্ধ করে বৃদ্ধি। মস্তিষ্ককে থেঁৎলিয়ে যাবার মত অনুভূতি। মুখমন্ডলের ডানদিকের কন্‌কনানি। মস্তিষ্কে শূন্যতার অনুভূতি ও স্নায়বিক দুর্বলতা। মুখমন্ডলে স্নায়ুশূল এবং টেনে ধরার মত; ছিঁড়ে ফেলার মত দাঁতের বেদনা, তৎসহ বিষন্নতা। **মাথাটি বড়ো হয়ে গেছে এই জাতীয় অনুভূতি**- বড়ো,-বড়ো হাতে হতে ক্রমশঃ একটি বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি। মাথার খুলি ভেঙ্গে যাবার পরে, অস্থিগুলি টুকরো হবার পরে। মনে হয় মস্তিষ্ক জীবিত আছে। চোখ ও কানে বেদনা। মাথার চুল পড়ে যায়।

পাকস্থলী— মদ খাবার স্পৃহা। পিপাসা; **বমি-বমিভাব**। জিহ্বার উপর সাদা প্রলেপ, অগ্রভাগ পরিষ্কার। পাকস্থলীর ভিতর পিন্ডের ন্যায় অনুভূতি। **(এবিসনাইগ্রা; ব্রায়োনিয়া)**।

মলদ্বার—বেগ, শুষ্ক, মৃদু, চাপ দেবার ন্যায় বেদনা। **অর্শ**, তৎসহ বেদনা; রক্তপাত ও স্পর্শ কাতর।

পিঠ—খাড়ের গ্রীবাদেশে বেদনা, **ত্রিকাস্থিস্থানে** বেদনা। মেরুদন্ডের আঘাত। পড়ে যাবার ফলে চঞ্চু অস্থির আঘাত, তৎসহ বেদনা, বেদনা উপরের দিকে মেরুদন্ড বরাবর উঠে এবং নীচের দিকে পা পর্যন্ত নামে। পেশী সমূহের ঝাঁকুনি ও নর্তন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— কাঁধে টেনে ধরার মত বেদনা। বাহুস্থানে আলনাস্থি বরাবর চাপবোধ। পায়ের ডিমের খিলধরা। হাত পায়ের আঙ্গুলের বেদনা। বিশেষ অগ্রভাগের। **হাত ও পায়ের সুড় সুড়ি অনুভূতি।** উপরের ও নিম্নাঙ্গে ছুরি দিয়ে কাটার মত বেদনা। **স্নায়ুপ্রদাহ,** তৎসহ সুড়সুড়ি, জ্বালাকর বেদনা, অসাড়তা ও ফেঁসের মত চামড়া। সন্ধিস্থানে থেঁৎলিয়ে যাবার মত অনুভূতি। ধনুষ্টঙ্কার। **(ফাইসোস্টিগ্মা; ক্যালিব্রোম)**। আঘাতজনিত স্নায়ুশূল ও স্নায়ুপ্রদাহ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— হাঁপানি কুয়াশাযুক্ত আবহাওয়ার বৃদ্ধি ও প্রচুর ঘামে উপশম।

চামড়া— প্রচুর ঘর্মস্রাব, মাথার চামড়ায় ঘাম, সকালে ও ঘুমের পরে বৃদ্ধি; আঘাত লাগার পরে চুল পড়ে যাওয়া; হাত ও মুখমন্ডলের একজিমা। তীব্র চুলকানি, মনে হয় চামড়ার নীচে উদ্ভেদ রয়েছে। হার্পিস জুষ্টার। মুখগহ্বরের ভিতরের পুরাতন ক্ষতসমূহ, যখন অত্যধিক অনুভূতি প্রবন হয়। থেঁৎলিয়ে যাওয়া ক্ষতসমূহ তৎসহ রক্তপাতহেতু প্রচুর দুর্বলতা।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— ঠান্ডায়; আর্দ্রতায়; কুয়াশায়; বদ্ধ ঘরে; সামান্য ঠান্ডা লাগলে; স্পর্শে।

উপশম— মাথা পিছনদিক ঝোঁকালে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—লিডাম (ছিদ্রকর ক্ষত ও জন্তুর কামড়ে); আর্নিকা; স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া, ক্যালেন্ডুলা, রুটা, কফিয়া।

দোষঘ্ন—আর্সেনিক; ক্যামোমিলা।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

আইবেরিস

IBERIS **বিটার ক্যান্ডিটাফট্**

স্নায়বিক উত্তেজনাকর অবস্থা। হৃদ্‌পিন্ডের উপর এই ঔষধের সুস্পষ্ট কাজ আছে। হৃদ্‌পিন্ডের রোগসমূহে খুব ভালো কাজ করে। হৃদ্‌পিন্ডের বিবৃদ্ধি ও হৃদ্‌পিন্ডের দেওয়ালের ত্বকের পুরু হবার ফলে উদ্ভূত রক্তবহানাড়ীর উত্তেজনা এই ঔষধ প্রশমন করে থাকে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের পরে হৃদ্‌পিন্ডের দুর্বলতা। যকৃৎস্থান পূর্ণ ও বেদনাময়। সাদা মল।

মন— বিষন্ন ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে; ভয় পায় ও কম্পন। খিটখিটে।

মাথা— মাথাঘোরা ও হৃদ্‌পিন্ডের চারিপাশে বেদনা। যত সময় খাওয়া শেষ না হয়, তত সময় গলা খাঁকার দিয়ে পুরু, সূতার মত শ্লেষ্মা বার করতে থাকে। মুখমন্ডল উত্তপ্ত, রক্তিমাভ। মাথাঘোরা, যেন মাথার **পিছনের অংশ চারিপাশে ঘুরছে।** চোখ দুটি মনে হয় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসবে।

হৃদপিন্ড— হৃদ্‌পিন্ডের কাজ সম্পর্কে সচেতনা। বামদিকে ফিরলে, প্রতিবার হৃদ্‌পিন্ডের সঙ্কোচনের সময়; নিলয়ের ভিতর দিয়ে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা অনুভূত হয়। হৃদ্‌কম্প, তৎসহ **মাথাঘোরা ও গলা বন্ধ হয়ে আসে।** হৃদ্‌স্থানে সূঁচ ফোটার মত বেদনা। **নাড়ীপূর্ণ, অনিয়মিত, সবিরাম।** সামান্য নড়াচড়ায়ও উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি। ভারী বোধ ও চাপের অনুভূতি, তৎসহ থেকে থেকে তীক্ষ্ণ হুল ফোটানোর মত বেদনা। শোথ, তৎসহ হৃদ্‌পিন্ডের বিবৃদ্ধি। **সামান্য শারীরিক পরিশ্রমে অথবা হাসলে অথবা কাশিলে তীব্র হৃদ্‌কম্প।** হৃদ্‌পিন্ডে টেনে ধরার ন্যায় বেদনা। **হৃদ্‌পিন্ডজনিত শ্বাসকষ্ট।** হৃদপিন্ডের বিবৃদ্ধি। হৃদ্‌কম্পের জন্যে রাত্রি ২টার সময় ঘুম থেকে জেগে উঠে। গলা ও বায়ুনলী শ্লেষ্মায় পূর্ণ হয়ে থাকে। কাশির ধমকে মুখমন্ডল লালবর্ণ হয়। নাড়ীর স্পন্দন স্বাভাবিক অবস্থার থেকে অনেক বেশি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— বাম হাত ও বাহুতে সুড়্‌সুড়্ করে ও অসাড়তা, সমগ্র শরীরে টাটানি ব্যথা, খঞ্জতার ন্যায় অনুভূতি ও কম্পন।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, শুয়ে থাকলে; বামদিকে; নড়াচড়ায়, পরিশ্রমে, উষ্ণ ঘরে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ক্যাকটাস; ডিজিট্যালিস, এমিল নাইট্রেট, বেলেডোনা।

শক্তি— অরিষ্ট ও প্রথম শক্তি।

ইক্‌থায়োলাস

ICHTHYOLUM

সালফোনেটেড হাইড্রো কার্বনের মিশ্রন বিশেষ

চামড়া, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও বৃক্কের উপর এই ঔষধের কাজ অত্যন্ত দ্রুত ও উপযোগী। এটি একটি শক্তিশালী প্যারাসাইটনাশক ঔষধ বিশেষ; লাল, বেদনা, ও প্রদাহ; উত্তেজনা প্রশমন করে। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের শীতকালীন কাশির ক্ষেত্রে কার্যকরী ঔষধ বিশেষ। বহুসন্ধির প্রদাহ। পুরাতন বাতরোগ। **ইউরো অ্যাসিড ডায়াথিসিস।** হে-ফিভার। **পুরাতন আমবাত। টি.বি. এক্ষেত্রে এই ঔষধ পুষ্টিতে সাহায্য করে।** বহুদিন মদ পান করার ফলে যখন পাকস্থলীতে আর কিছুই সহ্য হয় না।

মন— খিটখিটেও হতাশ। ভুলে যাওয়া স্বভাব। একাগ্রতার অভাব।

মাথা— মৃদু, কন্‌কনানি বেদনা; ঠান্ডায় ও চাপে উপশম। কপালে ও চক্ষু কোটরের উপরের অংশে মৃদু বেদনা; চোখের নড়াচড়ায়, ঠান্ডা বাতাসে বৃদ্ধি, উষ্ণতায় উপশম।

মুখমন্ডল— চামড়া শুষ্ক ও চুলকায়। চিবুকের উপর ব্রণ।

গলা— বেদনাদায়ক; কান পর্যন্ত বেদনা প্রসারিত হয়; ক্ষত, শুষ্ক, তৎসহ গলা খাঁকার দেওয়া ও শ্লেষ্মা উঠে।

চোখ— জ্বালাকর, লালবর্ণ, তাপমাত্রার যে কোন পরিবর্তনে বৃদ্ধি।

নাক— অনুত্তেজক সর্দ্দি; নাকবন্ধ হয়ে যাবার মত **অনুভূতি**, নাকের ভিতরে টাটানি ব্যথা। দুর্দমনীয় হাঁচির স্পৃহা।

পাকস্থলী— আস্বাদ অপচ্ছন্দ, জ্বালাকর অনুভূতি, প্রচন্ড তৃষ্ণার্ত। **বমি-বমিভাব। ক্ষুধার বৃদ্ধি।**

উদর—নরম ও ভস্কা মল। নাভিস্থানেও পেটের বাম দিকের উপরের অংশে মোচড়ানো বেদনা। খুব সকালে উদরাময়।

প্রস্রাব— প্রস্রাবের পরিমানের বৃদ্ধি ও ঘন-ঘন প্রস্রাব। প্রস্রাবনলীর মুখের ছিদ্রে জ্বালাকর বেদনা। প্রস্রাবে ইউরিক অ্যাসিডের তলানি পাওয়া যায়।

স্ত্রীরোগ— তলপেটে পূর্ণতার অনুভূতি। মাসিকের সময় বমি-বমিভাব।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র— সর্দ্দি; **শুষ্ক, অস্বস্তিকর কাশি।** ব্রঙ্কাএক্ট্যাসিস্ ও যক্ষ্মা। ব্রঙ্কাইটিস, বিশেষতঃ বৃদ্ধদের।

চামড়া— উত্তাপ ও অস্বস্তি; **চুলকানি।** আঁশযুক্ত ও চুলাকানিযুক্ত এক্‌জিমা। **এরসঙ্গে অনেক ফোঁড়া।** গর্ভাবস্থায় চুলকানি। সোরিয়্যাসিস্, ব্রন, ইরিসিপেলাস।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ডানদিকের কাঁধেও ডানদিকের নিম্নাঙ্গে খঞ্জতার অনুভূতি।

সম্বন্ধ-তুলনীয়— **হিপার, ক্যাল্কেরিয়া; সিলিকা; সালফার, আর্সেনিক, পেট্রোলিয়াম।**

শক্তি— নিম্নতর শক্তিসমূহ।

বাহ্যিকভাবে, এটি একটি মলম হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তৎসহ ল্যানোলিন ২০% থেকে ৫০%; পুরাতন একজিমা, ব্রণ, সোরিয়্যাসিস ও গেঁটেবাত যুক্ত সন্ধিতে ব্যবহার করা হয়। শীতস্ফোটক, চুলকানি। বৃদ্ধ বয়েসে প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধিতে রেকট্যাল স্যাপোজিটরি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ইগ্নেশিয়া

IGNATIA — **সেন্ট ইগ্নেশিয়াস বিন্**

এই ঔষধটি সাময়িক সময়ের জন্য শরীরের সকল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি প্রবনতার বৃদ্ধি ঘটায় ও ক্ষনিক সঙ্কোচন প্রবনতার সৃষ্টি করে। মানসিক দিক থেকে আবেগপূর্ণ অবস্থা প্রাধান্য লাভ করে এবং এর ফলে বিভিন্নকাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এই কারণে হিস্টিরিয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রধান ঔষধ। এটি বিশেষ করে স্নায়বিক প্রবনতার ব্যক্তির ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী অনুভূতি প্রবন স্ত্রীলোক, সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে, গায়ের রঙ কালো, নরম প্রকৃতি। খুব দ্রুত বুঝতে সক্ষম এবং কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে যাদের স্ফূর্তির অভাব হয় না। দ্রুত পরিবর্তনশীল শারীরিক ও মানসিক অবস্থা,

অবস্থাগুলি পরস্পরের বিপরীত ধর্মী। এই ঔষধের ভিতর ব্যাপক বৈষম্য দেখা যায়। সতর্ক, স্নায়বিক, **শঙ্কাগ্রস্ত**, শক্ত, ও কম্পমান রোগী, যা মানসিক বা শারীরিক কোন তরুন রোগে কষ্ট পায়, এবং কফি পান করার পরে সকল অবস্থার বৃদ্ধি হয়। এই ঔষধের লক্ষনগুলির **বাহ্যিক ও পরিবর্তনশীল চরিত্র** খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। **শোকও উদ্বেগের কুফল** সমূহ। কিছুতেই তামাক সহ্য করতে পারে না। সামান্য স্থানেও গোলাকার অংশে বেদনা। **(অক্সালিক অ্যাসিড)। প্লেগ।** হিক্কা ও হিস্টিরিয়া গ্রস্ত বমন।

মন— পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থা; অর্ন্তদর্শী; চুপচাপ কোন বিষয়ে চিন্তা করে। বিষাদগ্রস্ত, দুঃখিত, ক্রন্দনশীল। আলাপ করতে চায় না। **দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও ফোঁপাতে থাকে।** মানসিক আঘাত, শোক ও নৈরাশ্যজনক ঘটনার কুফল।

মাথা— মাথার ভিতর ফাঁপা ও ভারী বলে মনে হয়; সামনের দিকে **ঝুঁকলে বৃদ্ধি।** মাথার একদিক থেকে পেরেক ঠুকে বার করা হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতিযুক্ত বেদনা। নাকের গোড়ায় খিলধরার মত বেদনা। রাগ ও শোকের পরে রক্তাধিক্যজনিত মাথার বেদনা; ধূমপানের পরে অথবা তামাকে **গন্ধে** বৃদ্ধি। মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে থাকে।

চোখ— **চোখের দৃষ্টির ক্ষীণতা** তৎসহ চোখের পাতায় আক্ষেপ এবং চোখের চারিপাশে স্নায়ুশূল। **(নেট্রামমিউর)** চোখের সামনে আঁকা-বাঁকা আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখে থাকে।

মুখমন্ডল— মুখমন্ডল ও ঠোঁটের পেশী সমূহের **নর্তন।** বিশ্রামের সময় মুখমন্ডলের রঙের পরিবর্তন হয়।

মুখগহ্বর—**টক আস্বাদ।** গালের ভিতরের অংশ সহজেই কামড়ে ফেলে। মুখগহ্বর সর্বদা লালায় পূর্ণ থাকে। দাঁতের বেদনা; কফিপানের পরেও ধূমপানের পরে বৃদ্ধি।

গলা— গলার ভিতর একটি পিন্ড থাকার মত অনুভূতি, যা কিছুতেই গিলতে পারে না। **শ্বাসবন্ধ হবার প্রবণতা,** হিস্টিরিয়া রোগে গলার ভিতর পিন্ডের ন্যায় কিছু থাকার অনুভূতি। গলঃক্ষত, যে সময় কিছু গেলা যায় না, সেই সময় গলার ভিতর সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা; শক্ত কিছু খাবার পরে উপশম। দুইবার ঢোক গেলার মধ্যবর্তী সময়ে গলার ভিতরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা কান পর্যন্ত প্রসারিত হয়। (হিপার)। টনসিল দুটি প্রদাহিত, স্ফীতি, **তৎসহ ক্ষুদ্র ক্ষত সমূহ; ফলিকিউল্যার টনসিলাইটিস।**

পাকস্থলী— টক ঢেকুর। পাকস্থলীর ভিতর শূন্যবোধ; **প্রচুর বায়ুসঞ্চয়; হিক্কা।** পাকস্থলীর ভিতর খিলধরা, সামান্য সংস্পর্শে বৃদ্ধি। সাধারণ খাদ্যে বিতৃষ্ণা; নানা প্রকারের, হজম হয় না এই জাতীয় খাদ্যের প্রতি স্পৃহা। অম্লজাতীয় খাদ্যের প্রতি স্পৃহা। **পাকস্থলীর ভিতর শূন্যতার অনুভূতি, গভীর শ্বাস নিলে উপশম।**

উদর— অন্ত্রের ভিতর গড়্‌গড়্‌ শব্দ। পেটের উপরের অংশে দুর্বলতার অনুভূতি। পেটের ভিতর দপ্‌দপানি **(এলো, স্যাঙ্গুইনেরিয়া)।** পেটের উভয়দিকে মোচড়ানোর মত শূলবেদনা।

সরলান্ত্র—সরলান্ত্রের উপরের অংশে চুলকানি ও সূঁচবিদ্ধবৎ বেদনা। **স্থানচ্যুতি**। কষ্টকর মলত্যাগ; **মলত্যাগের পরে মলদ্বারে বেদনাদায়ক সঙ্কোচন**। কাশির সময় অর্শবলীতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। ভয় পেয়ে উদরাময়। মলদ্বারে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, যা সরলান্ত্রের গভীর স্থান পর্যন্ত প্রসারিত হয়। রক্তস্রাবও বেদনা;নরম মলে বৃদ্ধি। **ভিতর থেকে বাইরের তীক্ষ্ণযন্ত্রের সাহায্যে চাপ দেবার ন্যায় অনুভূতি**।

প্রস্রাব— প্রচুর, জলের **(ফসফোরিক অ্যাসিড)**।

শ্বাস-প্রশ্বাসযন্ত্রসমূহ— শুষ্ক, আক্ষেপিক কাশি, যা দ্রুত আঘাত করে চলতে থাকে। গলকোষের আক্ষেপ (ক্যাঙ্কেরিয়া)। প্রতিবর্ত কাশি। কাশির সঙ্গে-সঙ্গে কাশির ইচ্ছার বৃদ্ধি। **প্রচুর দীর্ঘশ্বাস ফেলে**। শূন্য আক্ষেপিক কাশি, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, সামান্য শ্লেষ্মা উঠে, কাশির পরে বায়ুনলীতে বেদনা থেকে যায়।

স্ত্রীরোগ—মাসিক ঋতুস্রাব কালো, নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, প্রচুর, অথবা অল্প পরিমানে স্রাব। ঋতুকালে প্রচন্ড দুর্বলতা, তৎসহ পাকস্থলী ও উদরে আক্ষেপিক বেদনা। যৌন প্রবৃত্তি শূন্য স্ত্রীলোক। শোকের পরে মাসিক ঋতুস্রাবের চাপা পড়া।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঝাঁকুনি। গোড়ালির কন্ডরায় ও পায়ের ডিমে বেদনা। পায়ের তলায় ক্ষতের ন্যায় বেদনা।

ঘুম— ঘুম খুবই পাতলা। ঘুমাতে যাবার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঝাঁকুনি, শোক, উদ্বেগ থেকে উদ্ভুত অনিদ্রা, তৎসহ বাহুর চুলকানি ও তীব্র হাইতোলা। স্বপ্ন দীর্ঘসময় ধরে চলে; এতে রোগী কষ্ট পায়।

জ্বর— শীতবোধ, তৎসহ পিপাসা;বাহ্যিক উত্তাপে **শীতবোধ কমে না**। জ্বরের সময়, চুলকানি; সমগ্র শরীরে আমবাত।

চামড়া— চুলকানি, আমবাত। বাতাস সহ্য হয় না। হাজা, বিশেষতঃ যোনিদেশে ও মুখগহ্বরে।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, সকালে, মুক্ত বাতাসে, আহারের পরে,

কফিপানে, ধূমপানে, তরলবস্তুতে, বাহ্যিক উষ্ণতায়।

উপশম— আহারের সময়, শরীরের অবস্থানের পরিবর্তনে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—জিঙ্কাম, ক্যালিফস, সিপিয়া, সিম-সিফিউগা।

প্যানাসিয়া আরভেন্সিন— পুয়োর ম্যানস্ মার্কারী-(পাকস্থলী প্রদেশের উপরে অনুভূতি প্রবণতা তৎসহ ক্ষুধা কিন্তু খাদ্যে বিতৃষ্ণা)।

পরিপূরক— নেট্রাম মিউর।

বিরুদ্ধভাবাপন্ন—কফিয়া, নাক্স, ট্যাবেকাম।

দোষঘ্ন— পালসেটিলা, ক্যামোমিলা, ককিউলাস।

শক্তি— ৬ষ্ঠ থেকে ২০০ শক্তি।

ইলিসিয়াম

ILLICIUM অ্যানিস (মৌরী)

পেট ফাঁপা জনিত সকল অবস্থায় এই ঔষধকে অবশ্যই স্মরণে রাখা উচিত। তথাকথিত তিনমাস ধরে শূল বেদনা, বিশেষ করে যেক্ষেত্রে এই বেদনা নির্দিষ্ট সময় অন্তর দেখা দেয়; পেটের ভিতর প্রচুর সুড়সুড় শব্দ হয়। এই ঔষধের একটি লক্ষণ খুবই মূল্যবান এবং যা সর্বদা স্মরনে রাখা প্রয়োজন- তৃতীয় পঞ্জারাস্থি প্রদেশে বেদনা, বৃক্কাস্থি থেকে এক অথবা দুই ইঞ্চি ব্যবধানে, সাধারণতঃ বুকের ডানদিকে কিন্তু কোন কোন সময়ে বাম দিকে হয়ে থাকে। এই বেদনার সঙ্গে বারে বারে কাশি। পুরাতন মদ্যপায়ীদের বায়ুনলী ও পাকস্থলীর পুঁজযুক্ত প্রদাহ। পুরাতন হাঁপানীর রোগী। বমি, মৃগীর ন্যায় আক্ষেপ তৎসহ জিহ্বা কামড়ে ফেলে।

নাক— ঠোঁটের নীচে তীক্ষ্ম সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। তরুণ সর্দ্দি। নীচের ঠোঁটের ভিতরের অংশে জ্বালা ও অসাড়তা।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— শ্বাসকষ্ট। তৃতীয় পঞ্জারাস্থি নিকটস্থ পেশী বন্ধনীর স্থানে বেদনা। কাশি, তৎসহ পুঁজের মত শ্লেষ্মা। হৃদ্‌কম্প, তৎসহ মুখে ঘা। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে।

শক্তি— ৩য় শক্তি।

ইলেক্স একুইফোলিয়াম

ILEX AQUIFOLIUM আমেরিকান হোলি

সবিরাম জ্বর। চোখের লক্ষণসমূহ সুস্পষ্ট, প্লীহার বেদনা। শীতকালে সকল লক্ষণের উপশম।

চোখ— কনীনিকার ভিতরে তরল পদার্থের প্রবেশ, স্ট্যাফাইলোমা; চক্ষুকোটরে রাত্রিকালীন জ্বালা, চোখের বাতজ প্রদাহ, সিলোসিস।

সম্বন্ধ-ইলেক্স প্যারাগুয়েনসিস্ পেটের উপরের অংশে একদিক্রমে বেদনা; মুখ গহ্বর ও গলবিলে শুষ্কতার অনুভূতি, অক্ষুধা, মুখে জলউঠা, স্নায়বিক অবসাদ, স্নায়বিক গোলযোগ। নিদ্রালুতা; কাজ করতে অক্ষম, প্রস্রাবের পরিমানের স্বল্পতা, মাথার যন্ত্রনা ও চুলকানি। আধ কপালে। বৃক্কশূল। বলা হয় যে, এটি সানষ্ট্রোকে প্রতিষেধক হিসাবে, কাজ করে, রক্ত সংবহনের পরিমান নির্দোষভাবে বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, ঘর্ম ও প্রস্রাব বৃদ্ধিকারক হিসাবে কাজ করে।

ইলেক্স ভোমিটেবরিয়া— (বমন উৎপন্ন হয়, এছাড়া এই ঔষধটি বলকারক ও হজম সহায়ক গুন সম্পন্ন, অনিদ্রা তৈরী কারক প্রভাব থেকে মুক্ত। এই ঔষধের একটি কার্যকরী

গুন হল, প্রস্রাব বৃদ্ধিকারক হিসাবে কাজ করা —সাধারণত বৃক্কের প্রদাহে, ও গেঁটে বাতে ব্যবহার হয়)।

ইলেক্স ক্যাসিনি— এটি একটি অতীব সুন্দর প্রস্রাব বৃদ্ধিকারক ঔষধ এবং চায়ের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হয়।

ইন্ডিগো

INIGO **ইন্ডিগো-ডাই-স্টাফ**

স্নায়ুতন্ত্রের উপর এই ঔষধের সুস্পষ্ট কাজ আছে এবং তীব্র বিষন্নতার সঙ্গে মৃগী রোগ চিকিৎসায় নিঃসন্দেহে এই ঔষধটি উপকারী। উত্তেজিত মানসিক অবস্থা ও কাজে ব্যস্ত থাকতে চায়। স্নায়বিক দুর্বলতা ও হিস্টিরিয়া। খাঁটি ইন্ডিগো বিচূর্ণ সাপের ও মাকড়সার বিষ থেকে উৎপন্ন ক্ষতের উপর প্রয়োগ করা হলে বিষের হাত থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। (ক্যালিপারম্যাঙ্গানেট; গোলেন্ড্রিনা; সিড্রন)। অন্ননলীর সংকীর্ণতা, নীলচে বর্ণ (কিউপ্রাম)।

মাথা— মাথা ঘোরা তৎসহ বমি-বমিভাব। তড়কা কপালে চারিপাশে বন্ধনী দিয়ে কষে বাঁধা রয়েছে। এই জাতীয় অনুভূতি। সমগ্র মাথায় তরঙ্গের মত অনুভূতি। মনে হয় মস্তিষ্কটি জমাট বেঁধে গেছে। বিমর্ষ, রাত্রে কাঁদে। মাথার তালু থেকে যেন চুল উঠে যাচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি। মাথায় জমাট বাঁধার ন্যায় অনুভূতি।

নাক—অত্যধিক হাঁচি এবং নাক থেকে রক্তপাত।

কান— চাপবোধ ও কানের ভিতর-গর্জন।

পাকস্থলী—ধাতুর ন্যায় আস্বাদ। **ঢেকুর তোলা**। পেট ফাঁপা। অক্ষুধা। পাকস্থলী থেকে মাথা পর্যন্ত উত্তাপের হল্কা উঠে।

সরলান্ত্র— সরলান্ত্রের নিম্নদিকে বর্হিগমন। রাত্রে মলদ্বারে তীব্র চুলকানির জন্য ঘুম থেকে জেগে উঠে।

প্রস্রাব— অবিরাম প্রস্রাব করার ইচ্ছা। প্রস্রাব ঘোলাটে। প্রস্রাব থলির প্রদাহ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—সাইয়েটিকা। উরুস্থানের মধ্যবর্তী অংশ থেকে হাঁটু পর্যন্ত বেদনা। হাঁটুস্থানে অস্বস্তিকর বেদনা;হাঁটা-চলার উপশম। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেদনা প্রতি বার আহারের পরে বৃদ্ধি**।

স্নায়ুসমূহ— হিস্টিরিয়ার লক্ষণসমূহ, যেক্ষেত্রে বেদনা প্রধান ভাবে থাকে। অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনা। মৃগী, উদর থেকে মাথা পর্যন্ত আগুনের হল্কা বয়ে যায়;তড়কার পূর্বে মাথা ঘোরা শুরু হয়। তড়কার পূবের্ব দুটি কাঁধের মধ্যবর্তী অংশে বেদনাদায়ক স্থান। ক্রিমির প্রতিবর্তক্রিয়া হিসাবে আক্ষেপ।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— বিশ্রামে ও বসে থাকলে।

উপশম— চাপে, টিপে দিলে, নড়াচড়ায়।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-কিউপ্রাম, ঈষ্ট্রামক্যামেলি, মৃগীর একটি ভারতীয় ঔষধ বিশেষ।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

ইন্ডিয়াম

INDIUM **দ্য মেটাল ইন্ডিয়াম**

মাথার যন্ত্রনা ও আধকপালে। বীর্যস্খলন। **পিঠের বেদনা।**

মাথা— মলত্যাগের জন্যে যখন কোঁথ দেয়, সেই সময় মাথায় বেদনা দেখা দেয়। মলত্যাগের সময় মাথায় ফেটে যাবার মত অনুভূতি, রগে ও কপালে মৃদু বেদনা, **তৎসহ বমি-বমিভাব, দুর্বলতা, নিদ্রালুতা।** সকাল ১১টার সময় পাকস্থলীর ভিতর খালিবোধ। তীব্র হাঁচির আক্রমন। যৌন বিষয়ে মানসিক বিকার।

মুখমন্ডল— মুখমন্ডলে পুঁজযুক্ত ফুস্কুড়িসমূহ। মুখগহ্বরের কোনে ঘা ও ফাটা। **(কন্ডিউ)।**

পুরুষের রোগ— কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকার পরে তীব্র, দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব। বারে-বারে বীর্যপাত। যৌন ক্ষমতার স্বল্পতা। অন্ডদ্বয় স্পর্শকাতর; রেতঃরজ্জু বরাবর টেনে ধরার মত বেদনা।

গলা— আলজিহ্বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ক্ষতযুক্ত; গলবিলের পিছনের অংশে গাঢ়, চটচটে শ্লেষ্মা জমে থাকে। সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ঘাড় ও কাঁধের আড়ষ্টতা। বিশেষ করে বাম বাহুর বেদনা। পাদুটি অস্থির ও ক্লান্ত। পায়ের আঙ্গুলে চুলকায় **(এগারিকাস)।**

শক্তি— ৬ষ্ঠ থেকে ২০০ শক্তি।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-সেলিনিয়াম; টিটানিয়াম (পুরুষের যৌনাঙ্গ)।

ইন্ডোল

INDOL **এ ক্রিস্টালাইন কম্পাউন্ড ফ্রম ইন্ডিগো**

এই ঔষধের প্রাথমিক কাজ হল, শরীর থেকে ইন্ডিক্যান নিঃসরণের পরিমানের বৃদ্ধি করা। অটো-ইনটক্সিকেশন। তুলনীয়ঃ স্ক্যাটল।

ঘুমাবার অদম্য ইচ্ছা। নিরানন্দ ও অসন্তুষ্টিসূচক মানসিক অবস্থা। ভয়ঙ্কর মানসিক বিভ্রান্তি এবং স্নায়বিক উত্তেজনা, সর্বদা হাতের আঙ্গুলগুলি ও পা দুটি নাড়ায়। অন্ত্রের ভিতরে পচনাক্রিয়া।

মাথা— বিকালের দিকে মাথার পিছনের অংশে ও কপালে বেদনা। চোখের উপরে মৃদু বেদনা। চোখের তারা উত্তপ্ত ও হাঁটা চলার সময়ে বেদনা হয়। চোখের তারা বিস্ফারিত তৎসহ মাথার বেদনা।

পাকস্থলী— পেট ফাঁপার মত অনুভূতি। পুরোপুরি আহারের পরে ক্ষুধা। প্রচন্ড পিপাসা কোষ্ঠকাঠিণ্য।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— প্রচন্ড ক্লান্ত ও নিম্নাঙ্গে টাটানি ব্যথা। পায়ের পাতায় জ্বালাকর অনুভূতি। হাঁটু-সন্ধিতে টাটানি ব্যথা।

ঘুম—নিদ্রালুতা। অবিরাম স্বপ্ন দেখে

শক্তি— ৬ষ্ট শক্তি।

ইন্সিউলিন

INSULIN অ্যান্ অ্যাক্‌টিভ প্রিন্সিপল্ ফ্রম দ্য প্যাঙ্‌ক্রিয়াস্

ডায়েবিটিস রোগ চিকিৎসার পাশাপাশি, এই ঔষধের কিছু হোমিওপ্যাথিক ব্যবহার আছে। ডাঃ উইলিয়াম এফ্ বাকার, এই ঔষধটি প্রথম হোমিও প্যাথিক মতানুসারে ব্যবহার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, এই ঔষধটি ব্রণ, কার্বাঙ্কল, লাল-লাল উদ্ভেদসমূহ তৎসহ চুলকানিযুক্ত একজিমায় কাজ করে, গেঁটেবাতে, সামান্য জাতীয় মধুমেহ রোগে, যেক্ষেত্রে চামড়ার উপসর্গসমূহ বর্তমান থাকে, দিনে তিনবার খাবার পরে প্রযোজ্য। চামড়ার উপসর্গের সঙ্গে স্ফোটক অথবা শিরাস্ফীতি জনিত ক্ষতে তৎসহ প্রচুর প্রস্রাবে, এই ঔষধটি নির্দেশিত হয়।

ইনিউলা

INULA স্ক্যাবওয়ার্ট

এটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর একটি ঔষধ। বস্তিকোটরের যন্ত্রসমূহের ভিতর নীচের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসার মত অনুভূতি এবং বায়ুকোষের লক্ষনগুলি সুস্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে। বুক্কাস্থির নিম্নাংশে বেদনা। ডায়েবিটিস।

মাথা— সামনের দিকে ঝুঁকলে মাথা ঘোরে;আহারের পরে দপ্‌দপানি, রগে ও কপাল অংশে চাপবোধ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— শুষ্ক কাশি;রাত্রে ও শুয়ে পড়লে বৃদ্ধি;কণ্ঠনলী বেদনাদায়ক। পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস; কাশি, তৎসহ প্রচুর গাঢ় শ্লেষ্মাস্রাব তৎসহ অবসন্নতা ও দুর্বল পরিপাকক্রিয়া। বুক্কাস্থির পিছনের অংশে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। বিরক্তিকর কাশি তৎসহ

প্রচুর তরল শ্লেষ্মাস্রাব। টি.বি. ল্যারিনজাইটিস রোগে প্রশমনকারী ঔষধ হিসাবে কাজ করে।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেও বেদনাদায়ক। প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা; মলত্যাগের বেগ; যৌনাঙ্গে টেনে ধরার মত অনুভূতি, তৎসহ তীব্র পিঠের যন্ত্রনা। ঋতুকালে পায়ে চুলকানি, ঋতুকালে ঠান্ডার জন্যে দাঁতে দাঁত লাগে। পেটের ভিতর কিছু ঘুরে বেড়াবার মত অনুভূতি। যৌনাঙ্গে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। পুরাতন জরায়ু প্রদাহ।

সরলান্ত্র— সরলান্ত্রের দিকে চাপ বোধ যেন কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসছে এই জাতীয় অনুভূতি।

প্রস্রাবযন্ত্রসমূহ— বারে বারে প্রস্রাবের বেগ; কেবলমাত্র ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব হয়। ভায়োলেট ফুলের মতগন্ধ **(টেরিবিন্থিনা)**।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ডানদিকের কাঁধে ও কব্জিতে বেদনা; বাম হাতের তালুতে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা, আঙ্গুলগুলি ভাঁজ করতে পারে না; নিম্নাঙ্গে পায়ের পাতায় ও গোড়ালিতে বেদনা।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ক্রোকাস, ইগ্নেশিয়া; এরাম ড্র্যাকন্টিয়াম (তরল কাশি শুয়ে পড়ার পরেও রাত্রে বৃদ্ধি)।

শক্তি— ১ম থেকে ৩য় শক্তি।

আয়োডোফরমাম্

IODOFORMUM **আয়োডোফর্ম**

টি.বি. মেনিন্জাইটিস রোগে মাথার উপরে বাহ্যিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই ঔষধটিকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। **(ব্যাসিলিনাম)**। **টি.বি. রোগ জাতীয় অবস্থা।** শিশুদের নাতিপ্রবল ও পুরাতন উদরাময়।

মাথা— তীক্ষ্ণ, স্নায়বিক বেদনা। মাথায় ভারীবোধ, যেন মনে হয় মাথাটি বালিশের উপর থেকে তোলা যাবে না। মাথার পিছনের অংশে চুলকানি। **মেনিন্জাইটিস।** দীর্ঘশ্বাস ও ক্রন্দনের জন্যে ঘুমের ব্যাঘাত। অত্যধিক ঝিমুনি।

চোখ— চেখের তারা **বিস্ফারিত;** (চোখের দুটি তারা অসম প্রকৃতিতে সঙ্কুচিত হয়।, আলোকে দুর্বল প্রতিক্রিয়া। দ্বিত দৃষ্টি। চক্ষুস্নায়ুর প্রদাহের জন্যে দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতা।

বুক— ডানদিকের ফুসফুসের চূড়াস্থানে টাটানির মত বেদনা। বুকের উপর ভারী বোধ, দমবন্ধের ন্যায় উপক্রম। বিছানায় যাবার কাশি ও বুকের ভিতরে সাঁই সাঁই শব্দ। বাম স্তনে বেদনা। মনে হয় যেন একটি হাত হৃদ্পিন্ডের নিচের অংশ মুঠি করে ধরে রয়েছে। কাশির সঙ্গে রক্ত আসে। **হাঁপানীর মত শ্বাস-প্রশ্বাস।**

উদর— নৌকার মত আকারবিশিষ্ট উদর। পুরাতন উদরাময় তৎসহ টি.বি. রোগের আশঙ্কা। উদরের বিবৃদ্ধি;অন্ত্রেরগ্রন্থি সমূহের বিবৃদ্ধি। **শিশুদের কলেরা। পুরাতন উদরাময়, মল সবুজবর্ণের, জলের মত; অজীর্ন খাদ্যবস্তুযুক্ত, তৎসহ খিটখিটে মেজাজ।**

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— পা দুটি দুর্বল, চোখ বন্ধ করে কিছুতেই দাঁড়াতে অথবা হাঁটা চলা করতে পারে না। উপরের দিকে উঠার সময় হাঁটুর দুর্বলতা।

শক্তি—২x বিচূর্ণ। জিহ্বার পিছনের অংশে এই ঔষধের তিন গ্রেন পরিমান ব্যবহার করা হলে হাঁপানির কষ্টের উপশম হয়।

আয়োডাম

IODUM **আয়োডিন**

বিপাকক্রিয়া দ্রুতঃ প্রচুর **ক্ষুধা সত্ত্বেও শরীরের মাংস ক্ষয়, ক্ষুধার্ত**, তৎসহ প্রচুর পিপাসা। আহারের পরে ভালবোধ করে। **প্রচন্ড দুর্বলতা, সামান্য শারীরিক পরিশ্রমে ঘাম হয়।** আয়োডামের রোগী অত্যন্ত বেদনা, গায়ের রঙ কালো, তৎসহ লসিকা গ্রন্থির বিবৃদ্ধি, রাক্ষুসে ক্ষুধা সত্ত্বেও শরীর ক্রমশঃ রোগা হয়ে যায়। টিউবার কিউলোসিস দোষঘটিত দেহ প্রকৃতি।

সকল গ্রন্থিসমূহ, শ্বাসযন্ত্র প্রদাহ, রক্তসংবহনতন্ত্র বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হয়, ঐ গুলি শীর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। আয়োডিন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধি করে। সীসা বিষক্রিয়া। কম্পন। আয়োডিন ঠান্ডা বাতাস চায়।

পুরাতন প্রদাহজনিত অবস্থার তরুন প্রকাশ। সন্ধিজ বাত। **সংযোজক কলার উপর বিশেষভাবে এই ঔষধ কাজ করে। প্লেগ। গলগন্ড।** রক্ত বহানলীর অস্বাভাবিক প্রকৃতির সঙ্কোচন, কৈশিক নলীর রক্তাধিক্য এবং এর পরে শোথ, কালশিরা, রক্তস্রাবও পুষ্টি সংক্রান্ত গোলযোগ-এই গুলিই হল এই ঔষধের রোগ সম্পর্কিত বিকৃতি যার উপর ভিত্তি করে এই ঔষধের লক্ষণসমূহ দাঁড়িয়ে রয়েছে। জীবনীশক্তির প্রতিক্রিয়া শিথিল, এই কারণে এই ঔষধের রোগতা অবস্থাগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। শরীরের সকল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর তরল প্রদাহ, ভাল ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও শরীর দ্রুত ক্ষয় পেতে থাকে এবং গ্রন্থির শীর্ণতা এই ঔষধের কথা মনে করা যায়, বহু প্রকারের ক্ষয়রোগ এবং গন্ডমালা ধাতু দোষে এই ঔষধ ব্যবহার হয়ে থাকে। শ্বাসযন্ত্র সমূহের তরুণ উপসর্গ সমূহ। **নিউমোনিয়া, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।** আয়োডিন নিজে গরম ও শীতল পরিবেশ চায় উপরের উঠার সময় দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্ট। **গ্রন্থির মত মাংস পিন্ড।** এই ঔষধের অরিষ্ট গ্রন্থির স্ফীতিতে ও র‍্যাটল সাপের কামড়ে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে প্রয়োগ করা হয়।

মন—**শান্তভাবে থাকলে** উদ্বেগ দেখা দেয়। **বর্তমান** সম্পর্কিত উদ্বেগ ও অবসাদ, এই অবস্থার সঙ্গে ভবিষ্যতের কোন সম্পর্ক থাকে না। হঠাৎ করে দৌড়াতে ইচ্ছা করেও কিছু ভয়ঙ্কর কাজ করতে মন চায়। বিস্মরনশীল। সর্বদা ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হয়। লোক দেখলে ভয় করে, ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক বর্জন করে বিষন্নতা। আত্মহত্যা করার প্রবণতা।

মাথা— দপ্‌দপানি; **মাথায় রক্তছুটে যায় ও মাথায়** একটি বন্ধনী কষে রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি। মাথাঘোরা, সামনের দিকে ঝুঁকলে ও গরম ঘরে বৃদ্ধি। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের, **পুরাতন রক্তাধিক্যজনিত মাথার যন্ত্রনা (ফসফরাস)।**

চোখ— প্রচন্ড অশ্রুস্রাব। চোখের ভিতর বেদনা। চোখের তারা বিস্ফারিত। সর্বদা চোখের তারা নড়াচড়া করতে থাকে। **অশ্রুস্রাবী কোষের তরুন প্রদাহ।**

নাক— হাঁচি। হঠাৎ করে মারাত্মক জাতীয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। শুষ্ক সর্দ্দি, মুক্ত বাতাসে তরল হয়ে যায়, এছাড়াও একপ্রকার **উষ্ণ তরল সর্দ্দি** তৎসহ চামড়ার সর্বাঙ্গীন উষ্ণতা। নাকের গোড়ায় ও ফ্রন্ট্যাল সাইনাসে বেদনা। নাক বন্ধ হয়ে আসে। ক্ষত তৈরী হবার প্রবণতা। ঘ্রানশক্তির অবলুপ্তি। নাকের ভিতরে তরুনরক্তাধিক্য তৎসহ উচ্চরক্তচাপ।

মুখগহ্বর— মাঢ়ী শিথিল এবং মাঢ়ী থেকে সহজেই রক্তপাত হয়। দুর্গন্ধযুক্ত **ক্ষত ও** লালাস্রাব। প্রচুর, দুর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাব। জিহ্বা পুরু লেপযুক্ত। মুখগহ্বর থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে।

গলা— কণ্ঠনলীতে সঙ্কোচনের অনুভূতি। **ইউষ্টেসিয়ান ছিদ্রপথের বধিরতা।** থাইরয়েড গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। গলগন্ড, তৎসহ সঙ্কোচনের অনুভূতি। নিম্নচোয়ালের গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি। আলজিহ্বা স্ফীত।

পাকস্থলী— পাকস্থলীর উপরের অংশে দপ্‌দপানি। রাক্ষুসে ক্ষুধা ও প্রচুর পিপাসা। শূন্য ঢেকুর, যেন মনে হয়, প্রতিটি খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে যাবার পরে গ্রাসে পরিনত হয়েছে। যদি সে কিছু না খায় তবে মনে চিন্তা ও উদ্বেগ এসে জড়ো হয়। **(সিনা; সালফার)।** শরীরের মাংসক্ষয়, যদিও ক্ষুধার্ত এবং প্রচুর খাওয়া সত্ত্বেও **(এব্রোটেনাম)।**

উদর— যকৃৎ ও প্লীহা স্পর্শকাতর ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। জন্ডিস। অন্ত্রমধ্যস্থ গ্রন্থি সমূহের বিবৃদ্ধি। প্যাঙ্‌ক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয় সম্পর্কিত রোগসমূহ। পেটে কেটে ফেলার মত তীব্র বেদনা।

মল— প্রতিবার মলত্যাগের সময় রক্তস্রাব। উদরাময়, মল সাদা, ফেনা ও চর্বিযুক্ত। কোষ্ঠকাঠিণ্য, তৎসহ অদম্য, নিষ্ফল বেগ; ঠান্ডা দুধ পানে উপশম। পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠকাঠিণ্য ও উদরাময়। **(এন্টিম ক্রুড)।**

প্রস্রাব— বারে বারে ও প্রচুর পরিমানে, কালচে-হলুদ-সবুজ **(বোভিষ্টা)**, গাঢ়, ঝাঁঝাল তৎসহ প্রস্রাবের **উপর** ভাসমান চামড়ার কনা।

পুরুষের রোগ— অন্ডদ্বয় স্ফীত ও কঠিন। হাইড্রোসিল। যৌনশক্তির স্বল্পতা, তৎসহ অন্ডদ্বয়ের শীর্ণতা।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাবের সময় প্রচন্ড দুর্বলতা। **(এলুমিনা, কার্বো এনিম্যালিস; ককিউলাস; হেমাটক্স)।** ঋতুস্রাব অনিয়মিত, জরায়ু থেকে রক্তস্রাব। ডিম্বাশয়ের **প্রদাহ। (এপিস;, বেলেডোনা, ল্যাকেসিস।** ডিম্বাশয় থেকে জরায়ু পর্যন্ত গোঁজ ফোটার মত বেদনা। স্তনগ্রন্থির শীর্ণতা স্তনের উপরের চর্মে গুটিসমূহ। ঝাঁঝাল প্রদরস্রাব, গাঢ়, পিচ্ছিল,

কাপড়ের যে অংশে এই স্রাব লাগে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। **ডানদিকের ডিম্বাশয়ে গোঁজ ফোঁটার মত বেদনা।**

শ্বাস-প্রশ্বাসযন্ত্রসমূহ— স্বরভঙ্গ। **কাঁচাভাব** ও গলার ভিতর সুড়্সুড়ির অনুভূতি, এর ফলে শুষ্ক কাশি দেখা দেয়। **কণ্ঠনলীর বেদনা।** কণ্ঠনলীর প্রদাহ, তৎসহ বেদনাদায়ক কর্কশতা;কাশির সময় বৃদ্ধি। শিশু কাশির সময়ে গলা চেপে ধরে। ডানদিকের ফুসফুসে নিউমোনিয়া তৎসহ প্রচুর গায়ের তাপ। বুক প্রসারনে কষ্ট, রক্তের ছিঁট যুক্ত থুথু;শরীরে অভ্যন্তরে শুষ্ক উত্তাপ কিন্তু বাইরে শীতল। ভয়ঙ্কর হৃদ্স্পন্দন। নিউমোনিয়া। ফুসফুসের যকৃতের মত কঠিণতা প্রাপ্তি অবস্থার দ্রুত প্রসারন ঘটে তৎসহ উচ্চ গাত্রতাপ;নানা প্রকার উপসর্গে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বেদনা সেইরূপ থাকে না, গরমে বৃদ্ধি;ঠান্ডা বাতাস চায়। গন্ডমালা ঋতুদোষঘটিত শিশুদের ঘুংড়ি কাশি তৎসহ শিশুর চোখ ও চুলকালোবর্ণের। (বিপরীত ব্রোমিয়াম)। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সকালে শুষ্ক কাশি, কণ্ঠনলীর ভিতর সুড়্সুড়ি থেকে উৎপন্ন হয়। **ঘুংড়ি কাশির** মত কাশি তৎসহ কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস; বুকের ভিতর সাঁই-সাঁই করে। মাথা থেকে গলা, তার পরে বায়ু কোষে, এইভাবে **ঠান্ডা নীচের দিকে প্রসারিত হয়।** বুকের ভিতরে প্রচন্ড দুর্বলতা। সামান্য পরিশ্রমে হৃদ্কম্প। বক্ষাবরক ঝিল্লীর ভিতরে তরল পদার্থের সঞ্চয়। সমগ্র বুকের ভিতর সুড় সুড় কর অনুভূতি। আয়োডামের কাশি, ঘরের ভিতরে থাকলে, উষ্ণতায়, ভিজে আবহাওয়ায় ও শুয়ে পড়লে বৃদ্ধি।

হৃদ্পিন্ড— হৃদ্পিন্ডে নিংড়ে ধরার মত অনুভূতি। মায়োকার্ডাইটিস, তৎসহ হৃদ্পিন্ডের চারিধারে পিষে ফেলার মত বেদনা। মনে হয় একটি লোহার হাতের দ্বারা হৃদ্পিন্ড নিংড়ানো হচ্ছে। (ক্যাক্টাস) এর পরে প্রচন্ড দুর্বলতা ও মূর্চ্ছাভাব। সামান্য পরিশ্রমে হৃদর্কম্প। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অনেক বেশি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— সন্ধিসমূহ বেদনাময় ও প্রদাহিত। রাত্রে অস্থিতে বেদনা। **স্ফীত অংশ** সাদাবর্ণের হয়। গনোরিয়া যুক্ত বাতরোগ। ঘাড়ের গ্রীবা দেশেও অঙ্গের উধর্বদেশে বেদনা। হাত- পা ঠান্ডা। পায়ে ঝাঁঝাল ঘাম। হঠাৎ ধমনী সমূহের স্পন্দন। বাতজ বেদনা, রাত্রে সন্ধিস্থানে বেদনা;সঙ্কোচনের অনুভূতি।

চামড়া— উষ্ণ, শুষ্ক, হলুদ এবং কুঞ্চিত। গ্রন্থিসমূহের বিবৃদ্ধি। অস্থিগুলি। হৃদ্‌রোগ থেকে উদ্ভূত শোথ।

জ্বর— সমগ্র শরীরের উত্তাপের হল্কা। সুস্পষ্টজ্বর, অস্থিরতা, গাল লালবর্ণযুক্ত, উদাসীনতা। প্রচুর ঘাম।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— যখন চুপচাপ থাকে, গরম ঘরে, ডানদিকে।

উপশম— হেঁটে চলে বেড়ালে, মুক্তবাতাসে।

সম্বন্ধ— কার্বলিক অ্যাসিডের সদৃশ্যযুক্ত।

দোষঘ্ন— হিপার; সালফার; গ্র্যাটিওলা।

পরিপূরক— লাইকোপোডিয়াম, ব্যাডিয়েগা।

তুলনীয়—ব্রোমিয়াম; হিপার; মার্কিউরিয়াস; ফসফরাস; এব্রোটেনাম; নেট্রাম মিউর, স্যানিকিউলা; টিউবার কিউলিনাম।

শক্তি—৩ থেকে শক্তি ৩০ পর্যন্ত। (৩৫ গ্রেন পটাসিয়াম আয়োড, ৪ গ্রেন আয়োডিন, ১ আউন্স জলের সঙ্গে মিশিয়ে ১০ ফোঁটা করে দিনে তিনবার ব্যবহার করা হলে, ফিতাকৃমি মৃত অবস্থায় বেরিয়ে আসে।

বাহ্যিক ভাবে এটি একটি প্রচন্ড ক্ষমতাশালী, সামান্য মাত্রায় ক্ষতিকর এবং সহজে কাজে লাগে এই জাতীয় জীবানুনাশক। ক্ষতস্থান পরিষ্কার করার এবং জীবানুনাশক হিসাবে আদর্শ ঔষধবিশেষ। পোকামাকড়, সরীসৃপ প্রভৃতির কামড়। বন্দুকের গুলি থেকে উৎপন্ন ক্ষত সমূহ এবং কম্পাউন্ড ফ্র্যাক্চায়ের ক্ষেত্রে খুবই ভালো। চামড়ায় ব্যবহৃত ভালো জীবানুনাশক।

ইপিকাকুয়ানা

IPECACUANHA **ইপিকাক-রুট**

এই ঔষধের মূল কাজ হলে নিউমোগ্যাসট্রিক স্নায়ুর উপর, বুকে ও পাকস্থলীতে আক্ষেপিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। যারা মার্ফিয়া ব্যবহারে অভ্যস্ত। ইপিকাকের প্রধান লক্ষণ হল, **একটানা বমি-বমিভাব ও** বমি, এটিই এই ঔষধের প্রধান পথ প্রদর্শক লক্ষন। দুষ্পাচ্য খাদ্য, **কিসমিস**, কেক প্রভৃতি খাবার খাওয়ার কুফল। বিশেষ করে মেদবহুলশিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে, যারা দুর্বল এবং যাদের সহজেই ঠান্ডা লাগে। আক্ষেপিক উপসর্গসমূহ। রক্তস্রাব **উজ্বল-লালবর্ণের** এবং **পরিমানে প্রচুর** হয়।

মন— খিটখিটে; প্রতিটি বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা। বহু কিছু পেতে আগ্রহী, কিন্তু কি পেতে চায় তা তারা নিজেরাই জানে না।

মাথা— মাথার খুলির অস্থিতে পিষে যাবার মত অথবা থেঁৎলিয়ে যাবার মত অনুভূতি। বেদনা দাঁত ও জিহ্বার গোড়া পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

চোখ— প্রদাহিত, লালবর্ণ। চোখের তারার ভিতরে বেদনা। প্রচুর অশ্রুস্রাব। কনীনিকা ঘোলাটে। কাছের বস্তু দেখতে চোখের ক্লান্তি। দৃষ্টিশক্তির অবিরাম পরিবর্তনশীলতা। চোখের পেশীর দুর্বলতা ও আক্ষেপ। চলন্ত বস্তুর দিকে তাকালে বমি-বমিভাব।

মুখমন্ডল— চোখের চারিপাশে। গোলাকার নীলবর্ণের দাগ। নির্দিষ্ট সময় অন্তর চক্ষুকোটরের স্নায়ুশূল, তৎসহ অশ্রুস্রাব। আলোকাতঙ্ক চোখের পাতায় হুলফোটার মত বেদনা।

নাক—সর্দ্দিজ তৎসহ নাক বন্ধ হয়ে থাকে এবং বমি-বমিভাব। নাক থেকে রক্তস্রাব।

পাকস্থলী— জিহ্বা সাধারণতঃ পরিষ্কার। মুখগহ্বর ভিজা;প্রচুর লালা। অবিরাম বমি-বমিভাব ও বমি, তৎসহ মুখমন্ডল ফ্যাকাশে ও মুখমন্ডলের নর্তন। খাদ্যবস্তু, পিত্ত, রক্ত ও শ্লেষ্মা বমন। পাকস্থলী শিথিল বলে মনে হয়ে, যেন ঝুলে পড়েছে এই জাতীয় অনুভূতি। হিক্কা।

উদর— অ্যামিবিক আমাশয় তৎসহ কোঁথ; কোঁথ দেবার সময় এত বেশি বেদনা হয় যার ফলে বমি-বমিভাব দেখা দেয়; পিপাসা সামান্য। কেটে ফেলার মত, পেষন করার মত বেদনা; নাভির চারিপাশে বেশি হয়। শরীর আড়ষ্ট; যেন টান-টান হয়ে রয়েছে, এই জাতীয় আড়ষ্টতা।

মল—পিচের মত কালো, ঘাসের মত সবুজ, ফেনাযুক্ত ঝোলা গুড়ের মত, তৎসহ নাভির চারিপাশে মোচড়ানি, আমাশয়, মল পিচ্ছিল।

স্ত্রীরোগ— জরায়ুর থেকে রক্তস্রাব, প্রচুর, উজ্জ্বললাল, গল-গল করে বেরিয়ে থাকে তৎসহ বমি-বমিভাব। গর্ভাবস্থায় বমি। নাভি থেকে জরায়ু পর্যন্ত বেদনা। মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে ও পরিমানে প্রচুর।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ—.শ্বাসকষ্ট, অবিরাম বুকের ভিতরে সঙ্কোচন বৎ অনুভূতি। হাঁপানি। বাৎসরিক রোগাক্রমণ, কষ্টকর ছোট-ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস। অবিরাম হাঁচি, সর্দ্দি, সাঁই-সাঁই শব্দ সহ কাশি, অবিরাম এবং তীব্র কাশি, প্রতিবার শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার সময় কাশি। বুকের সর্দ্দিতে পূর্ণ কিন্তু কাশির তা উঠে না। বায়ুনলীতে বুদবুদের মত শব্দ। শ্বাসরোধক কাশি;শিশু কাশির ধমকে শক্ত হয়ে যায় এবং মুখমন্ডল নীলবর্ণ। হুপিং কাশি, তৎসহ নাক থেকেরক্তস্রাব, এবং মুখ দিয়ে রক্ত উঠে। ফুসফুস থেকে রক্ত স্রাব তৎসহ-বমি-বমিভাব; বুকের ভিতরে সঙ্কোচনের মত অনুভূতি;ঘড়ঘড়ে কাশি। ঘূংড়ি কাশি। সামান্য পরিশ্রমে ফুসফুস থেকে রক্তউঠে (মিলিফোলিয়াম)। স্বরভঙ্গ, বিশেষতঃ ঠান্ডা লাগার শেষভাগে, সম্পূর্ণ স্বরলোপ।

জ্বর—সবিরাম জ্বর, অনিয়মিতভাবে রোগলক্ষনের প্রকাশ, কুইনাইন ব্যবহারের পরে। সামান্যশীতবোধ তৎসহ প্রচুর গাত্রতাপ। বমি-বমিভাব, বমি, ও শ্বাসকষ্ট। অনুপযুক্ত খাদ্য খাবার পরে রোগের পুনরাক্রমন দেখা দেয়।

ঘুম— চোখগুলি অর্দ্ধেকটা খুলে রেখে ঘুমায়;ঘুমাতে যাবার সময় সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত লাগার মত অবস্থা (ইগ্নেশিয়া)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— শরীরে আড়ষ্টের মত টান-টান, এর পরে বাহুদুটি একটি অপরটির দিকে আক্ষেপিক ঝাঁকুনি দিয়ে থাকে।

চামড়া— ফ্যাকাশে, শিথিল। চোখের চারিপাশে নীলবর্ণের গোলাকার দাগ। ঘামাচির মত উদ্ভেদ।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— নির্দিষ্ট সময় অন্তর;আর্দ্র-উষ্ণ বাতাস, শুয়ে থাকলে;বাছুরের মাংসে।

সম্বন্ধ—তুলনীয় ঃ এমিটিন— ইপিকাকের প্রধান উপক্ষার। (একটি শক্তিশালী অ্যামিকা ধবংসকারক, কিন্তু এটি ব্যাক্‌ট্রিয়া ধবংসকারক নয়। নির্দিষ্টভাবে এই ঔষধটি অ্যামিবিয়্যাসিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়; অ্যামিবিক আমাশয়ে এই ঔষধের কাজ উল্লেখ করার মত; এছাড়াও এটি পাইয়েরিয়ায় কাজ করে, $\frac{1}{2}$ গ্রেন মাত্রায় দৈনিক একবার পর পর তিনদিন; এর পরে পরিমান কমিয়ে দিতে হবে। সোরিয়্যাসিসের ক্ষেত্রে এমিটিন $\frac{1}{2}$ গ্রেন মাত্রায় চামড়ার নীচে ইন্‌জেকশন করা হবে।

এমিটিন হাইড্রো ২x বিচূর্ণ, উদরাময় তৎসহ উদরের শূলবেদনা এবং বমি-বমিভাবের ক্ষেত্রে। এমিটিন বহুব্যাপক অ্যামিবিক আমাশয়ের ক্ষেত্রে। বস্তুগত মাত্রায় ব্যবহার করার সময়ে খুবই সতর্ক থাকা প্রয়োজন, কারন ঔষধটি ফুসফুসের, যকৃৎ জাতীয় পরিবর্তন, উৎপন্ন করতে পারে, হৃদ্‌পিন্ডের ক্রিয়া দ্রুততর করে, মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ও লোবার নিউমোনিয়া উৎপন্ন করে)। রক্তবমন এবং অন্যান্য প্রকারের রক্তস্রাবে, তুলনীয়ঃ **জিল্যাটীন** (রক্ত তঞ্চনের উপর এই ঔষধের সুস্পষ্ট কাজ আছে। চামড়ার নীচে ইন্‌জেকশন্ রূপে, অথবা মুখে, ১০ জেলি, ৪ আউন্ট পরিস্রুত জলে দিনে তিনবার।)

আর্সেনিক, ক্যামোমিলা, পালসেটিলা; টাটার এমোটিক; স্ক্যুইল; কনকন্ কিউলাস (শূলবেদনা এবং উদরাময়)।

টাইফা ল্যাটিফোলিয়া (আমাশয় ও উদরাময়) এবং গ্রীষ্মকালীন উপসর্গসমূহ।

ইউফর্বিয়া হাইপোরিসিফোলিয়া— গার্ডেন স্পার্জ-(ইপিকাকের সঙ্গে সদৃশ। শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ ও পাকাশয়িক যন্ত্রসমূহ এবং স্ত্রী যৌনাঙ্গের উত্তেজনা)।

লিপ্পিয়া মেক্সিক্যানা— (একাদিক্রমে শুষ্ক, শক্ত, কাশি- হাঁপানি এবং পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস)।

হাঁপানীতে তুলনীয় ঃ ব্ল্যাটা ওরিয়েন্ট্যালিস।

দোষঘ্ন—আর্সেনিক, চায়না; ট্যাবেকাম।

পরিপূরক—কিউপ্রাম; আর্নিকা।

শক্তি— ৩য় থেকে ২০০ শক্তি।

ইরিডিয়াম

IRIDIUM **দ্য মেটাল**

অন্ত্রের ভিতর পচন ও সেপ্টি সিমিয়া বা রক্তদুষ্টি। **রক্তাল্পতা,** লোহিত কনিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে থাকে। মৃগী, লুপাস। বাত ও গেঁটে বাত। জরায়ুর অবর্বুদসমূহ। মেরুদন্ডের পক্ষাঘাত। রোগের শেষে ক্লান্তি। শিশু যারা শীর্ণকায়; যাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দূর্বল এবং যারা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে থাকে। গর্ভাবস্থায় বৃক্কের প্রদাহ।

মাথা— একভাবে চিন্তা করতে কষ্ট হয়। মনে হয় যেন মন শূন্য রয়েছে। চিন্তা বিভ্রান্ত। মাথার ডানদিক কাঠ দিয়ে তৈরী এই জাতীয় অনুভূতি। মাথার চামড়ার ডানদিক অনুভূতি প্রবন। প্রচুর জলের মত সর্দ্দি, ঘরের ভিতরে থাকলে উপশম। নাকে পচা ঘা।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র সমূহ— স্বরভঙ্গসহ কাশি, কথা বললে বৃদ্ধি; নাকের পিছনের অংশ কাঁচা বলে মনে হয়, প্রদাহিত, প্রচুর, গাঢ়, হলুদবর্ণের স্রাব। কণ্ঠনলীর পুরাতন সর্দ্দিজ প্রদাহ।

পিঠ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ— বৃক্কস্থানে দুর্বলতা। মেরুদন্ডীয় পক্ষাঘাত, বিশেষ করে বৃদ্ধদের এবং রোগের পরে। কুঁচকী ও বাম উরুস্থানে চাপ বৎ বেদনা। উভয় উরু স্থানে টানভাব, বিশেষ করে বামদিকে। বামদিকের হিপ-জয়েন্টস্থান চ্যুতির মত অনুভূতি এবং বামদিকের নিজস্বস্থানে মৃদু বেদনা।

সম্বন্ধ-তুলনীয়—ইরিডিয়াম-ক্লোরাইড (প্রচুর লালাস্রাব ও চোয়ালের আড়ষ্টতা উৎপন্ন করে এর পরে মাথার ও স্নায়বিক লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। নাকের পিছনের অংশেও বায়ুনলীতে রক্তাধিক্য। পিঠের নীচের অংশে টেনে ধরার মত বেদনা। মাথার যন্ত্রনা ডানদিকে বেশি হয়। মাথার ভিতরে ভারীবোধ, যেন তরল পদার্থে পূর্ণ।

তুলনীয়—প্ল্যাটিনা; প্যালেডিয়াম; অসমিয়াম।

শক্তি— ৬ষ্ঠ এবং উচ্চতর।

আইরিস ভার্সিকলার

IRIS VERSICOLOR **ব্লু ফ্ল্যাগ**

থাইরয়েড গ্রন্থি, প্যাঙ্ক্রিয়াস বা অগ্ন্যাশয়, লালাস্রাবী ও অন্ত্রজগ্রন্থিসমূহ এবং পাকাশয়িক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর এই ঔষধটি মূলতঃ কাজ করে। পিত্ত নিঃসরনের পরিমান বাড়িয়ে থাকে। আধকপালে ও কলেরা মর্বাস, এই দুটি এই ঔষধের বিশেষ রোগা অবস্থা, যেখানে ঔষধটি ভালো কাজ করে।

মাথা— কপাল অংশে বেদনা, তৎসহ বমি-বমিভাব। মাথার চামড়া সঙ্কুচিত বলে মনে হয়। বিশেষ করে ডানদিকের রগ আক্রান্ত হয়। আধ কপালে, বিশ্রামে বৃদ্ধি; রোগের শুরু দৃষ্টির অস্পষ্টতা দ্বারা, মানসিক পরিশ্রমের পরে বিশ্রামকালে। মাথায় চামড়ায় পুঁজযুক্ত উদ্ভেদসমূহ।

কান— কানের ভিতর গর্জন, বুজ বুজ শব্দ, ঝিন্ ঝিন্ শব্দ তৎসহ বধিরতা। শ্রবনশক্তির গোলযোগ থেকে মাথাঘোরা, তৎসহ কানের ভিতর তীব্রশব্দসমূহ।

মুখমন্ডল—প্রাতঃরাশের পরে স্নায়ুশূল, স্নায়ুশূল ইন্‌ফ্রা-অরবিট্যাল স্নায়ু থেকে শুরু হয় এবং সমগ্র মুখমন্ডলে ছড়িয়ে পড়ে।

গলা— মুখগহ্বরে ও জিহ্বাতে ঝলসে যাবার মত অনুভূতি। গলার ভিতর উষ্ণতা ও হুলফোটার মত অনুভূতি। জ্বালা। প্রচুর লালাস্রাব, লাল দড়ির মত, গলগন্ড।

পাকস্থলী—সমগ্র পাকাশয়িক নলীর ভিতরে জ্বালা। টক, রক্তমিশ্রিত, পিত্ত বমন। বমি-বমিভাব। প্রচুর লালা নিঃসরণ (মার্কিউরিয়াস; ইপিকাক; ক্যালি আয়োড)। ক্ষুধার স্বল্পতা।

উদর— যকৃতে টাটানি ব্যথা। কেটেফেলার মত বেদনা। পেট ফাঁপাসহ শূল বেদনা। উদরাময়; মলজলের মত, **তৎসহ মলদ্বারে জ্বালা** এবং অন্ত্রের ভিতরে জ্বালা। নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাত্রিকালীন উদরাময়, তৎসহ বেদনা ও সবুজ বর্ণের স্রাব সমূহ। কোষ্ঠকাঠিণ্য (৩০ শক্তি)

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— স্থান পরিবর্তনশীল বেদনা। সাইয়েটিকা, মনে হয় যেন বামদিকে হিপ-জয়েন্ট মোচড়াচ্ছে। বেদনা হাঁটুর পিছনের অংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। গনোরিয়াযুক্ত বাতজ অবস্থা (আইরিসিন ব্যবহার করা যায়)।

চামড়া— হার্পিসজুস্টার, তৎসহ পাকাশয়িক গোলযোগ। পুঁজযুক্ত উদ্ভেদসমূহ। সোরিয়্যাসিস; চক্‌চকে আঁশযুক্ত অনিয়মিত ছোপসমূহ। একজিমা, তৎসহ রাত্রিকালীন চুলকানি।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, রাত্রে ও সন্ধ্যায় বিশ্রামে। উপশম, অবিরাম নড়াচড়ায়।

সম্বন্ধ-দোষঘ্ন-নাক্স।

তুলনীয়-আইরিস ফ্লোরেন্‌টিকা (প্রলাপ, তড়কা, ও পক্ষাঘাত);

আইরিস ফ্যাক্টিসিমা— (মাথার বেদনা ও হার্নিয়া);

আইরিস জার্মানিকা— (শোথ ও চামড়ার উপর দাগ সমূহ);

আইরিস টেন্যাক্স— (শুষ্ক মুখগহ্বর; পাকস্থলীর ভিতর মৃতের ন্যায় অনুভূতি, ইলিয়োসিক্যালস্থানে বেদনা; অ্যাপেন্ডিসাইটিস)।

প্যাঙ্ক্রিয়েটিনাম— বিভিন্ন প্রকারের এনজাইমের এক প্রকার মিশ্রন-(পাকাশয়িক হজমের গোলযোগে নির্দেশিত হয়; আহারের এক ঘন্টা অথবা তার বেশি সময় পরে বেদনা। অজীর্ণ খাদ্যবস্তু যুক্ত উদরাময়, মাত্রা ৩-৫ গ্রেন, খুব ভালো হয় পাকস্থলীর লক্ষনগুলি যখন সক্রিয় অবস্থায় থাকে তখন ঔষধ না দেওয়া)।

পেপ্‌সিনাম— (অসম প্রকৃতির হজমক্রিয়া তৎসহ পাকস্থলী স্থানে বেদনা। যে সকল শিশুরা কৃত্রিম খাদ্য খেয়ে থাকে তাদের শীর্ণতা রোগে। হজম না হওয়ার ফলে উদরাময়। মাত্রা ৩-৪ গ্রেন)। (প্যাঙ্‌ক্রিয়াসের রোগ সমূহ, গেঁটে বাত, ডায়েবিটিস।

ইপিকাক; পডোফাইলাম; স্যাঙ্গুইনেরিয়া; আর্সেনিক, এন্টিম ক্রুড।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩০ শক্তি। খুব উচ্চতর শক্তি ব্যবহার ভালো ফলের খবর জানা গেছে।

জ্যাকের‍্যান্ডা

JACARANDA ব্রেজিলিয়ান ক্যারোবা-ট্রী

যৌনরোগ ও বাতজ রোগ আরোগ্য করার ক্ষমতা সম্পর্কে এই ঔষধের খ্যাতি আছে। সকালে বমি-বমিভাব। প্রস্রাব ও যৌন ইচ্ছা সংক্রান্ত লক্ষনসমূহ গুরুত্বপূর্ণ। বাতজনিত লক্ষনাবলী।

মাথা— উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘোরা, তৎসহ মাথায় ভারীবোধ। চোখের বেদনা; চোখ দুটি প্রদাহিত এবং জলপূর্ণ। সর্দ্দি তৎসহ মাথায় ভারবোধ।

গলা— ক্ষতবৎ, শুষ্ক, সঙ্কোচনের অনুভূতি। গলবিলে ফোস্কাসমূহ।

প্রস্রাব সংক্রান্ত যন্ত্রসমূহ— প্রস্রাবনলী প্রদাহিত; হলুদবর্ণের স্রাব নির্গত হয়।

পুরুষের রোগ— পুরুষাঙ্গ উত্তপ্ত ও বেদনাময়; যন্ত্রনাদায়ক লিঙ্গোদ্রেক, ফাইমোসিস। লিঙ্গাগ্রচর্মের বেদনাযুক্ত ও স্ফীত। উপদংশজনিত ক্ষত। বেদনাদায়ক লিঙ্গোদ্রেক। লিঙ্গ মুন্ডে ও লিঙ্গাগ্রচর্মে চুলকানিযুক্ত ফুস্কুড়িসমূহ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ডানদিকের হাঁটুতে বাতজনিত বেদনা। কোমর প্রদেশের দুর্বলতা। সকালে পেশীর টাটানি ব্যথা ও আড়ষ্টতা। গনোরিয়াজনিত বাত রোগ। হাতে চুলকানিযুক্ত ফুস্কুড়িসমূহ। গনোরিয়া ও সিফিলিসজনিত সন্ধিপ্রদাহ।

সম্বন্ধ-তুলনীয়—থুজা, কোর‍্যালিয়াম, জ্যাকের‍্যান্ডা গোম্যাল্যাণিডাই (সিফিলিসজনিত লক্ষনাবলীতে, বিশেষ করে চোখ ও গলা সম্পর্কিত। সিফিলিসজনিত ক্ষত; কালো, বেদনাহীন উদরাময়।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

জ্যালাপা-এক্সোগোনিয়াম পারগা

JALAPS-EXOGONIUM PURGA জ্যালাপ

শূলবেদনা ও উদরাময় উৎপন্ন ও আরোগ্য করে। শিশু সারা দিন ভালো থাকে, কিন্তু রাত্রে চিৎকার করে ও অস্থির হয়ে উঠে এবং অসুবিধাজনক হয়ে উঠে।

পাকাশয় ও অন্ত্র— জিহ্বা, মসৃন, চক্‌চকে, শুষ্ক, হুলফোটানোর মত বেদনা। পেটের ডানদিকের উপরের অংশে বেদনা। পেট ফাঁপা ও বমি-বমিভাব। খুঁটছে ও মোচড়াচ্ছে এই জাতীয় বেদনা। জলের মত উদরাময়, পাতলা, কাদার মত মল, পেট প্রসারিত। মুখমন্ডল নীলবর্ণ ও ঠান্ডা। মলদ্বারে স্পর্শকাতর।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— বাহুদ্বয়ে ও পাদুটিতে কন্‌কনানী। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের বড়ো সন্ধিতে বেদনা। নখের গোড়ায় হুল ফোটানোর মত বেদনা। পায়ের তলায় জ্বালা।

সম্বন্ধ-দোষঘ্ন-ঈলেটার; ক্যানাবিস স্যাটাইভা।

তুলনীয়—ক্যাম্ফর, কোলোসিন্থ।

শক্তি— ৩য় থেকে ১২ শক্তি।

জ্যাট্রোফা

JATROPHA **পারজিং-নাট**

কলেরা ও উদরাময় এই ঔষধটি একটি বিশেষ মূল্য আছে। উদর সম্পর্কিত লক্ষণগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাম চাপা পড়ার কুফল (এইচ. ফ্যারিংটন)।

পাকস্থলী— হিক্কা, এর পরে প্রচুর বমি। বমি-বমি-ভাব ও বমি, কিছু পান করার সঙ্গে সঙ্গে বমি, তৎসহ গলা থেকে হাজাকর অনুভূতি। প্রচুর পিপাসা। **খুব সহজে বমি হয়।** পাকস্থলীতে উত্তাপ ও জ্বালাকর অনুভূতি, তৎসহ খিলধরা, পেটের উপরের অংশে সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি।

উদর— উদর প্রসারিত, তৎসহ পেটের ভিতর গুড়্ গুড়্ কর শব্দ। হাইপোকন্ডিয়্যাক স্থানে বেদনা। যকৃৎস্থানে এবং ডানদিকের স্কন্ধাস্থির নিম্নাংশে বেদনা। তীব্র প্রস্রাবের বেগ।

মল— হঠাৎ করে, প্রচুর পরিমানে, জলের মত, অনেকটা চালধোওয়া জলের মত মল। উদরাময়, বেগে মলত্যাগ; **পেটের ভিতর জোরে জোরে শব্দ হয় অনেকটা হাইড্রোজেন ভিতর দিয়ে গল্‌গল্ করে জল বেরোনোর মত শব্দ হয়;** তৎসহ শীতলতা, খিলধরা, বমি-বমিভাব ও বমি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— পেশী সমূহের খিলধরা, বিশেষ করে পায়ের ডিমের, পায়ের ও পায়ের পাতার পেশীর। সমগ্র শরীরের **শীতলতা**। পায়ের গোড়ালি, পায়ের পাতা এবং পায়ের আঙ্গুল সমূহের বেদনা। পায়ের গোড়ালি অনুভূতি প্রবন।

কমা-বাড়া-উপশম— হাতগুলি ঠান্ডা জলের ভিতর রাখলে উপশম।

সম্বন্ধ— তুলনীয়— ক্যাম্ফর; ভিরেট্রাম; গ্যাম্বোজিয়া; ক্রোটন; জ্যাট্রোফা ইউরেন্স— (লোহ ও হৃদ্‌পিন্ডের পক্ষাঘাত)।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

হেকুইরিটি আব্রাম প্রিক্যাটোরিয়াম

JEQUIRITY-ARBRUS PRECATORIUS **ক্র্যাব্‌স্ আই ভাইন্**

এপিথিলিয়োমা, লুপাস, ক্ষতসমূহ, দানাদার চোখের পাতা।

চোখ— পুঁজযুক্ত কন্‌জাইটিভ্যার প্রদাহ; প্রদাহ মুখমন্ডল ও ঘাড় পর্যন্ত প্রসারিত হয়। দানাদার চক্ষুপ্রদাহ। কেরাটাইটিস।

সম্বন্ধ— তুলনীয়— জেকুইরিটল (ট্র্যাকোমা)।

শক্তি— অরিষ্ট পরিস্রুত জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্থানিকভাবে এবং ৩x বিচূর্ণ আভ্যন্তরীণভাবে।

জোনোসিয়া অশোকা

JONOSIA ASOCA বার্ক অফ্ অ্যান ইন্ডিয়ান ট্রী, ইনট্রোডিউসড্ বাই ডাঃ এন. ডি. রে, ক্যালকাটা

স্ত্রী যৌনাঙ্গের উপর এই ঔষধের বিশাল কাজ আছে। রজোলোপ ও অতিরজো।

মাথা — একদিকের মাথার বেদনা; জরায়ুর রোগের প্রতিবর্ত ক্রিয়া হিসাবে মাথায় রক্তাধিক্য, মুক্ত বাতাসেও সহজভাবে ঋতুস্রাব প্রবাহে উপশম। চোখের তারা দুটিতে বেদনা; চক্ষুকোটরের উপরে বেদনা, আলোকাতঙ্ক। নাকের সর্দ্দি, প্রচুর, জলের মত স্রাব। ঘ্রানশক্তির বিলুপ্তি।

পাকস্থলী — মিষ্টি খাবার স্পৃহা, এছাড়াও অম্লজাতীয় বস্তুসমূহ। তৃষ্ণার্ত, তীব্র, বমি বমি ভাব; দুর্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিণ্য, অর্শ।

স্ত্রীরোগ — ঋতুস্রাব বিলম্বিত ও অনিয়মিত; ঋতুস্রাবজনিত শূলবেদনা; রজোলোপ, ডিম্বাশয় স্থানে বেদনা, ঋতুস্রাবের পূবর্ব, অতিরজঃ, প্রস্রাব থলির প্রদাহ; প্রদরস্রাব।

ঘুম — ব্যাঘাত প্রাপ্ত। ভ্রমণ সম্বন্ধীয় স্বপ্ন।

পিঠ — শিরদাঁড়া বরাবর বেদনা; বেদনা পেট ও উরু স্থান পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

শক্তি — অরিষ্ট।

যুগল্যান্স সিনেরিয়া

JUGIANS CINEREA বাটার নাট

শরীর থেকে সঠিক ভাবে বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে আসতে না পারার জন্য জন্ডিস ও নানা প্রকারের চর্মরোগ, এইটিই এই ঔষধের ছবি। মাথার পিছনের অংশে তীক্ষ্ণ বেদনা, সাধারণতঃ এর সঙ্গে যকৃৎ সম্বন্ধীয় গোলযোগ থাকে, এইটি এই ঔষধের একটি প্রয়োজনীয় চরিত্রগত লক্ষণ বিশেষ। বুক, বগল ও স্কন্ধাস্থি স্থানে বেদনা, তৎসহ শ্বাসরোধের ন্যায় অনুভূতি। শরীরের সকল আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ অতিরিক্ত বড়ো হয়ে গেছে এই জাতীয় অনুভূতি, বিশেষ করে শরীরে বামদিকের যন্ত্রসমূহ। পিত্তপাথুরী।

মাথা — নিস্তেজ ও পূর্ণতার অনুভূতিযুক্ত। মাথার চামড়ার উপর উদ্ভেদ সমূহ। মাথার পিছনের অংশে তীক্ষ্ণ বেদনা। মাথাটি বড়ো হয়ে গেছে, এই জাতীয় অনুভূতি। চোখের পাতায় ও চোখের চারিধারে পুঁজ যুক্ত উদ্ভেদ সমূহ।

নাক — নাকের ভিতর সুড়সুড়ি; হাঁচি। সর্দ্দি, সর্দ্দির আগে বুকাস্থির নীচের অংশে বেদনা তৎসহ শ্বাসরুদ্ধ হবার আশঙ্কা। পরে, প্রচুর, অনুত্তেজক, গাঢ় শ্লেষ্মাস্রাব।

মুখগহ্বর — মুখগহ্বরের ভিতরে ও গোলায় হাজাকর **অনুভূতি**। টনসিল স্থানের, বাইরের দিকে টাটানি ব্যথা। জিহ্বার গোড়ায় ও গলকোষে শুষ্কতার অনুভূতি।

পাকস্থলী — অন্ত্রের পেশীর সমূহের কার্যহীণতার ফলে অজীর্ণ তৎসহ প্রচুর ঢেকুর এবং বায়ুসঞ্চয়জনিত কারনে উদরস্ফীতি। যকৃৎ স্থানে টাটানি ব্যথা।

পিঠ — ঘাড়ের পেশী শক্ত ও খঞ্জতার অনুভূতি। দুটি স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্তী অংশে ও ডানদিকের স্কন্ধাস্থির নিম্নাংশে বেদনা। কোমরের কশেরুকা স্থানে বেদনা।

চর্ম — লাল, স্কার্লেটিনার মত লাল আভাযুক্ত। জন্ডিস তৎসহ যকৃৎ স্থানের চারিধারে ও ডান স্কন্ধাস্থি স্থানে বেদনা। শরীর গরম হলে **চুলকানি** ও কিছু ফোটার মত বেদনা। **পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ সমূহ**। এক্‌জিমা বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গে ত্রিকাস্থি স্থানে ও দুটি হাতে। লালচে উদ্ভেদ সমূহ ও ইরিসিপেলাসের মত লালবর্ণযুক্ত।

মল — হলদেটে সবুজ তৎসহ কোঁথ ও মলদ্বারে জ্বালা। ক্যাম্পে থাকার জন্য উদরাময়।

কমা-বাড়া — **উপশম**, শরীর উত্তপ্ত হলে, ব্যায়াম করলে, আচড়ালে, সকালে ঘুম থেকে উঠার সময় **বৃদ্ধি**, হাঁটা-চলা করলে।

সম্বন্ধ — তুলনীয় - **জগ্‌ল্যান্‌ডিন** (ডিওডিনামের প্রদাহ, পিত্ত জনিত উদরাময়); চেলিডোনিয়াম; ব্রায়োনিয়া; আইরিস।

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

জুগল্যান্স রেজিয়া

JUGLANS REGIA **ওয়ালনাট**

চর্মের উপর উদ্ভেদ সমূহ বৈশিষ্ট পূর্ণ।

মাথা — বিভ্রান্ত; মনে হয় মাথাটি যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। **মাথার পিছনের** অংশে তীক্ষ্ণ **বেদনা। আঞ্জনী।**

স্ত্রীরোগ — ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের আগে দেখা **দেয়, কালো**, পিচের মত জমাট বাঁধা সমূহ। উদর স্ফীত।

চামড়া — মুখমন্ডলের উপর ব্রণ। মাথার খুলির চামড়ায় মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ সমূহ তৎসহ কানের চারিপাশে টাটানি ব্যথা। চুলকানি ও ছোট ছোট লালবর্নের পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ সমূহ। মাথার চামড়া লাল, এবং রাত্রে তীব্র চুলকায়। উপদংশের মত ক্ষত। বগলের গ্রন্থিসমূহের পুঁজোৎপত্তি।

সম্বন্ধ — তুলনীয় - জুগল্যান্স সিনেরিয়া।

শক্তি — অরিষ্ট এবং নিম্নতর শক্তিসমূহ।

জঙ্কাস এফিউসাস

JUNCUS EFFUSUS **কমন রাশ**

একটি প্রস্রাববর্ধক ঔষধ বিশেষ। প্রস্রাব সম্পর্কিত উপসর্গসমূহ। কষ্টকর, বেদনাযুক্ত প্রস্রাব এবং মূত্ররোগ। **অর্শরোগীর হাঁপানীর মত উপসর্গসমূহ।** বুদ্‌বুদের মত অনুভূতি। পেট ফাঁপা। সন্ধিস্থানের প্রদাহ ও পাথুরী।

শক্তি — অরিষ্ট এবং কম শক্তি।

জুনিপেরাস কমিউনিস

JUNIPERUS COMMUNIS জুনিপার বেরিস

বৃক্কের সর্দ্দিজ প্রদাহ। শোথ, তৎসহ মূত্ররোধ। বৃদ্ধ ব্যক্তি, তৎসহ দুর্বল হজমশক্তি ও অল্প পরিমানে প্রস্রাব হয়। বৃক্কের পুরাতন প্রদাহ।

প্রস্রাব সম্পর্কিত যন্ত্রসমূহ — কষ্টকর প্রস্রাব;রক্তমিশ্রিত, অল্প অল্প প্রস্রাব, তৎসহ প্রস্রাবে ভায়োলেট ফুলের গন্ধ। (টেরিবিস্থ)। বৃক্কস্থানে ভারী বোধ। প্রস্টেট গ্রন্থি থেকে স্রাব নিঃসরণ। বৃক্ক স্থানে রক্তাধিক্য (ইউক্যালিপটস্)।

শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত যন্ত্রসমূহ — কাশি, তৎসহ অল্প অল্প প্রস্রাব।

সম্বন্ধ — তুলনীয় - স্যাবাইনা; জনিপেরাস ভার্জিনিয়ানাস — রেড সিডার (প্রস্রাব থলিতে তীব্র কোঁথ। একটানা পিঠের তীব্র টেনে ধরার মত বেদনা;বৃক্কে রক্তাধিক্য;বৃক্ক ও প্রস্রাব থলির প্রদাহ;বৃদ্ধদের শোথ তৎসহ মূত্ররোধ। বেদনাদায়ক প্রস্রাব, তৎসহ জ্বালাকর অনুভূতি, প্রস্রাব করার সময় প্রস্রাব নলীতে কেটে ফেলার মত বেদনা। অবিরাম বেগ। সন্ন্যাস রোগ, তড়কা, কষ্টকর প্রস্রাব, জরায়ুর রক্তস্রাব)। টেরিবিন্থিনা।

শক্তি — এই ঔষধের ক্বাথ হল সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যবস্থা। এক পাঁইট গরম জলের সঙ্গে এই ঔষধের এক আউন্স ক্বাথ মিশ্রিত করা হয়। অরিষ্ট ১ থেকে ১০ ফোঁটা মাত্রায়।

জাস্টিসিয়া অ্যাঢাটোডা বাসকা

JUSTICIA ADHATODA BASAKA অ্যান্ ইন্ডিয়ান শ্রাব

শ্বাস-প্রশ্বাস নলীর তরুন সর্দ্দিজ অবস্থায়, একটি অতীব কার্যকরী ঔষধ বিশেষ (রোগের শুরুতেই ঔষধটি ব্যবহার করা হয়)।

মাথা — উপদাহযুক্ত, যাবতীয় বাহ্যিক প্রভাবে অনুভূতি প্রবন;উত্তপ্ত, পূর্ণতার অনুভূতি এবং মাথায় ভারীবোধ;অশ্রুস্রাব, তৎসহ **সর্দ্দি, প্রচুর** তরল তৎসহ অবিরাম হাঁচি;আস্বাদ ও ঘ্রান শক্তি লোপ;সর্দ্দি তৎসহ **কাশি।**

গলা — শুষ্ক, খালি ঢোক গেলার সময় বেদনা, **চটচটে** শ্লেষ্মা। মুখগহ্বর শুষ্ক।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ — বুকাস্থি স্থান থেকে সমগ্র বুকে শুষ্ক কাশি। স্বরভঙ্গ, কণ্ঠনালী বেদনাদায়ক। থেকে থেকে কাশি, তৎসহ শ্বাসরোধের ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস। **কাশি তৎসহ হাঁচি।** তীব্র শ্বাসকষ্ট তৎসহ কাশি। বুকের ভিতর কষে থাকার মত অনুভূতি। হাঁপানীর মত আক্রমণ, কিছুতেই বন্ধ, গরম ঘর সহ্য হয় না। হুপিং কাশি।

সম্বন্ধ — সিপা ও ইউফ্রেসিয়ার মাঝামাঝি গুনযুক্ত। ঔষধ দুটি তুলনীয়।

শক্তি — ৩য় শক্তি এবং উচ্চতর। নিম্নতর শক্তিতে তীব্র ভাবে রোগ লক্ষণের বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

ক্যালি আর্সেনিকাম

KALI ARSENICUM **ফাউলার্স সলিউসান**

ক্যালিআর্সের রোগীর ম্যালিগন্যান্ট জাতীয় রোগ ও চর্মপীড়ার প্রবণতা যুক্ত হয়। রোগী অস্থির, স্নায়বিক ও রক্তাল্প যুক্ত।

চামড়া — অসহনীয় চুলকানি, জামা-কাপড় খোলার পরে বৃদ্ধি। **শুষ্ক**, আঁশযুক্ত, কোঁচ্‌কানো। ব্রন; ঋতুস্রাবকালে পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ সমূহের বৃদ্ধি। পুরাতন এক্‌জিমা; চুলকানি গরমে বৃদ্ধি, হাঁটা চলায় ও জামা-কাপড় খুললে বৃদ্ধি। সোরিয়াসিস, লালবর্ণ পদ্মকাঁটা। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এই জাতীয় ক্ষতসমূহ। বাহু ও হাঁটুস্থানের ভাঁজের অংশে ফাটা সমূহ। গেঁটে বাত জনিত অস্থিগুটি সমূহ; আবহাওয়ার পরিবর্তনে বৃদ্ধি। চামড়ার ক্যান্সার, যেখানে বাহ্যিক কোন লক্ষণ প্রকাশ পাবার আগেই হঠাৎ করে ম্যালিগন্যান্ট জাতীয় রোগের প্রকাশ দেখা দেয়। চামড়ার নীচে অসংখ্য ছোট ছোট গুটিসমূহ।

স্ত্রীরোগ — জরায়ুর মুখে ফুলকপির মত দেখতে মাংসাঙ্কুর সমূহ, হঠাৎ করে কমে যায় এই জাতীয় তীব্র বেদনা, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব সমূহ, এবং বস্তি কোটরের নিম্নাংশে চাপবোধ।

সম্বন্ধ — **রেডিয়াম।**

শক্তি — **৩য় থেকে ৩০ শক্তি।**

ক্যালি বাইক্রোমিকাম

KALI BICHROMICUM **বাইক্রোমেট অফ্ পটাশ**

এই ঔষধটির কাজের আদর্শ স্থান হল, পাকস্থলী, অন্ত্র ও বায়ুনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর; অস্থি ও ফাইব্রাস টিসু বা সূত্রবৎ তন্তুসমূহ। বৃক্ক, হৃদপিন্ড ও যকৃতের উপরেও কাজ করে। বৃক্কের প্রদাহ। বৃক্ক প্রদাহ তৎসহ পাকাশয়িক গোলযোগ। যকৃতের শুষ্কতা বা সিরোসিস রক্তল্পতা ও জ্বরের অনুপস্থিতি এই ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণ বিশেষ। সবর্বাঙ্গীণ দুর্বলতা, যা প্রায় পক্ষাঘাতের মতই। এই ঔষধটি মোটা, চবির্বযুক্ত, হালকা রঙের ব্যক্তিদের রোগে

বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়, যারা সর্দ্দি কাশিতে কষ্ট পায় অথবা যাদের উপদংশ অথবা গন্ডমালা ধাতুদোষের ইতিহাস থাকে। লক্ষণসমূহ সকালের দিকে বৃদ্ধি পায়; বেদনা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, পর্যায়ক্রমে বাতজ ও পাকাশয়িক লক্ষণসমূহ। তীব্র তরুণাবস্থার রোগসমূহ থেকে, নাতিপ্রবল তরুণাবস্থায় এই ঔষধ ভালো কাজ করে। শরীরের যে কোন অংশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হয়। গলবিল, কণ্ঠনলী, বায়ুনলী ও নাকের সর্দ্দিজ প্রদাহ এবং আঠালো টানলে দড়ির মত লম্বা হয় এবং চটচটে শ্লেষ্মাস্রাব, এই অবস্থাটি এই ঔষধের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ প্রদর্শক লক্ষণ বিশেষ। নাকের ভিতরের পর্দার মধ্যে ছিদ্র। পুরাতন সর্দ্দি। নাকের অর্বুদ বা পলিপ। পাকস্থলী ও হৃদ্‌পিন্ডের প্রসারণ।

মাথা — বসে থাকা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় মাথাঘোরা ও বমি বমি ভাব। ভ্রূদুটির উপরে মাথার যন্ত্রনা, যন্ত্রনার পূবের্ব দৃষ্টি অস্বচ্ছ। ভ্রূদুটির মধ্যবর্তী অংশে কন্‌কনানি বেদনা ও পূর্নতার অনুভূতি। মাথার একপাশে ছোট ছোট অংশে বেদনা এবং সর্দ্দি বসে যাবার পরে এই জাতীয় বেদনা দেখা দেয়। কপালে বেদনা সাধারণতঃ একদিকের চোখে বেদনা। মাথার অস্থি ও চামড়ায় টাটানির ন্যায় অনুভূতি।

চোখ — ডানদিকের চক্ষু কোটরের উপরের অংশে স্নায়ুশূল। চোখের পাতায় জ্বালা, স্ফীত, শোথযুক্ত। স্রাব দড়ির মত ও হলুদ বর্ণের। কণীনিকার ক্ষত; বেদনা অথবা আলোকাতঙ্ক থাকে না। ডেসিমেট ঝিল্লীর প্রদাহ, তৎসহ চোখের সামান্য গোলযোগ। কন্‌জাঙ্‌টিভাইটিস; চোখের পাতার ভিতরের দিকে দানা সমূহের উৎপত্তি। আইরাইটিস, তৎসহ কণীনিকার ভিতরের অংশে বিন্দু বিন্দু জমাট পদার্থের জমা হওয়া। সামান্য বেদনা, তৎসহ তীব্র ক্ষততা অথবা প্রদাহ (কোনিয়ামের বিপরীত)।

কান — স্ফীত, তৎসহ ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা। গাঢ়, হলুদ বর্ণের, টানলে দড়ির মত লম্বা হয় এই জাতীয় দুর্গন্ধ যুক্ত স্রাব। বাম কানে তীক্ষ্ণ সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

নাক — শিশুদের নাক বন্ধ হবার ফলে তারা জোরে জোরে সশব্দে নাক দিয়ে শ্বাস নেয়, বিশেষ করে মোটা, গোলগাল শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নাকের গোড়ায় চাপবোধ ও বেদনা এবং নাকের ভিতরে কিছু ফোটার মত বেদনা। নাসিকা ভেদকের ক্ষত; গোলাকার ক্ষত। দুর্গন্ধ যুক্ত ঘ্রান। স্রাব গাঢ়, টানলে দড়ির মত লম্বা হয়, সবজেটে-হলুদ বর্ণের। নাকের ভিতরে আঠালো, টানলে লম্বা হয় এই জাতীয় গোঁজ সমূহ; ঐগুলি উঠিয়ে নিলে কাঁচা ছাল বেরিয়ে আসে। প্রদাহ ফ্রন্টাল সাইনাস পর্যন্ত প্রসারিত হয় তৎসহ নাকের গোড়ার দিকে কষ্ট ও পূর্ণতার অনুভূতি। নাকের পিছনের অংশ থেকে সর্দ্দি ঝরতে থাকে (হাইড্র্যাষ্টিস)। ঘ্রানশক্তির লোপ। বারে বারে গলা খাঁকারি দিতে হয়। নাক দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে অক্ষম। শুষ্কতা। সর্দ্দি, তৎসহ নাক বন্ধ হওয়া। তীব্র হাঁচি। প্রচুর জলের মত নাসিকা স্রাব। ফ্রন্টাল সাইনাসের প্রদাহ তৎসহ নাক বন্ধ হয়ে গেছে এই জাতীয় অনুভূতি।

মুখমন্ডল — মুখমন্ডল উজ্জ্বল রক্তিমাভ। চামড়ার উপর লালবর্ণের ছোপ সমূহ। ব্রণ। (জুগল্যান্স; ক্যালিআর্স)। মুখমন্ডলের অস্থিসমূহের অনুভূতি প্রবণতা, বিশেষকরে চক্ষু কোটরের নিম্নাংশের অস্থিসমূহ।

মুখগহ্বর — শুষ্ক; চট্‌চটে লালস্রাব। জিহ্বা মানচিত্রের ন্যায়। **লালবর্ণযুক্ত, উজ্জ্বল, মসৃন ও শুষ্ক** তৎসহ আমাশয়; জিহ্বা চওড়া, সমতল, দাগযুক্ত, পুরু লেপযুক্ত। জিহ্বার উপর চুল রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি।

গলা — **গলকোষ লালবর্ণ যুক্ত ও প্রদাহিত।** শুষ্ক ও খস্‌খসে। কর্ণমূল গ্রন্থির স্ফীতি। আলজিহ্বা শিথিল, **শোথযুক্ত, অনেকটা বায়ুপূর্ণ থলির মত দেখতে।** টনসিল ও তালুর কোমল অংশে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মত, প্রান্ত ঝিল্লীর জমা হওয়া। জ্বালাকর অনুভূতি, পাকস্থলী পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মুখগহ্বরে ক্ষত সমূহ। ডিফ্‌থিরিয়া, তৎসহ প্রচন্ড দুর্বলতা ও কোমল নাড়ী। মুখগহ্বর ও গলা থেকে স্রাব, স্রাব চটচটে ও দড়ির মত লম্বা।

পাকস্থলী — বিয়ার পান করার পরে বমি বমি ভাব ও বমি। আহারের পরে পরেই পাকস্থলীর ভিতরে ভারী বোধ। পাকস্থলীর প্রসারণ। পাকাশয়িক প্রদাহ। **পাকস্থলীর ভিতরে গোলাকার ক্ষত।** যকৃৎ ও প্লীহা স্থানে সূচীবিদ্ধবৎ অনুভূতি এবং এই বেদনা মেরুদন্ড পর্যন্ত প্রসারিত হয়। জলে বিতৃষ্ণা। মাংস কিছুতেই হজম করতে পারে না। বিয়ার ও অম্লজাতীয় বস্তুর প্রতি স্পৃহা। আহারের পরে পাকাশয়িক লক্ষণ সমূহের উপশম কিন্তু বাতজ লক্ষণগুলি পুনরায় প্রকাশ পায়। উজ্জ্বল, হলুদবর্ণের জল বমন।

উদর — আহারের পরে শীঘ্র উদরে কেটে ফেলার মত বেদনা। অন্ত্রের পুরাতন ক্ষত। পেটের ডানদিকের উপরের অংশে টাটানি ব্যথা। যকৃতের ভিতরে মেদ সঞ্চয় এবং কোমল সৌত্রিক তন্তু সমূহের বৃদ্ধি। পেটে ভিতরের দিকে বেদনাদায়কভাবে টেনে ধরার মত অনুভূতি, টাটানি ব্যথা ও জ্বলন।

মল — জেলির মত, জিলেটিনের মত; **সকালে বৃদ্ধি।** আমাশয়; কোঁথ, মল বাদামি বর্নের, ফেনাযুক্ত। মলদ্বারের ভিতরে গোঁজ থাকার মত অনুভূতি। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কোষ্ঠকাঠিণ্য,তৎসহ কোমরে বেদনা ও প্রস্রাব বাদামি বর্নের।

প্রস্রাব সম্পর্কিত যন্ত্রসমূহ — প্রস্রাবনলীতে জ্বালা। **প্রস্রাব করার পরে মনে হয় কয়েকফোঁটা প্রস্রাব থেকে গেল, যা কিছুতেই বার করতে পারে না।** প্রস্রাবে টানলে লম্বা হয় এই জাতীয় শ্লেষ্মা। মূত্রনলী বন্ধ হয়ে যায়। বৃক্কে রক্তাধিক্য; বৃক্ক প্রদাহ, তৎসহ অল্প, অ্যালবিউমিন যুক্ত প্রস্রাব ও প্রস্রাবে সৌত্রিক তন্তুসমূহের উপস্থিতি। রেনাল পেলভিসের প্রদাহ; এপিথিলিয়্যাম কোষসমূহ, শ্লেষ্মা, পুঁজ অথবা রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব। **প্রস্রাব রক্ত ও দুধের মত সাদা তরল পদার্থ যুক্ত।**

পুরুষের রোগ — **পুরুষাঙ্গে চুলকানি** ও বেদনা, তৎসহ পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ সমূহ। **ক্ষতসমূহ,** তৎসহ থেকে থেকে সূতাবিদ্ধবৎ বেদনা; রাত্রে বৃদ্ধি। পুরুষাঙ্গের গোড়ায় সঙ্কোচনের অনুভূতি; রাত্রে এই কারনে ঘুম থেকে জেগে উঠে। উপদংশজনিত **ক্ষতসমূহ,** পনিরের মত, চট্‌চটে রস নিঃসরণ। লিঙ্গোদ্রেক। **(পিক্রিক অ্যাসিড)।**

স্ত্রীরোগ — হলুদবর্নের, চট্‌চটে প্রদর স্রাব। যোনি কপাটে চুলকানি তৎসহ তীব্র জ্বালা ও উত্তেজনা। জরায়ুর স্থানচ্যুতি। **গরম আবহাওয়ায় বৃদ্ধি।**

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ — স্বরভঙ্গ, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। ঘঙ্ঘঙে কাশি। **প্রচুর হলুদ বর্ণের শ্লেষ্মা, অতীব আঠালো ও চটচলে, লম্বা দড়ির মত হয়ে বেরিয়ে আসে এবং প্রচন্ড চটচটে পিন্ড যুক্ত।** কন্ঠনলীর ভিতরে সুড়সুড়ি। **কন্ঠনলীর সর্দ্দিজনিত প্রদাহ, কাশি ঘঙ্ঘঙে শব্দ যুক্ত। গলার ভিতরে যথার্থ ঝিল্লী সহ ঘুংড়ি কাশি, ঝিল্লী কণ্ঠনলী ও নাকের পিছনের অংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়।** কাশি, তৎসহ বুকাস্থির বেদনা, বেদনা কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত হয়; জামা-কাপড় খোলার পরে বৃদ্ধি। কাশির সময় বায়ুনলীর বিভাজিত অংশে বেদনা; বুকের মধ্যস্থান থেকে পিঠ পর্যন্ত বেদনা।

হৃদ্‌পিন্ড — বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বিশেষতঃ যেক্ষেত্রে বৃক্ক আক্রান্ত হয়। হৃদ্‌পিন্ডের চারিপাশে শীতল অনুভূতি। **(ক্যালি নাইট্রিকাম)।**

পিঠ — **কোমর বরাবর কেটে ফেলার মত বেদনা ; কিছুতেই হাঁটা চলা করতে পারে না;** বেদনা কুঁচকি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। চঞ্চু অস্থি ও ত্রিকাস্থি স্থানে বেদনা, বেদনা উপরের দিকে ও নীচের দিকে প্রসারিত হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — বেদনা খুব দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায় **(ক্যালিসালফ; পালস্)**। অস্থির উপর দিয়ে ভ্রমণশীল বেদনা; ঠান্ডায় বৃদ্ধি। বামদিকের সায়েটিকা; নড়াচড়ায় উপশম। অস্থিতে টাটানি ব্যাথা ও থেঁৎলিয়ে যাবার মত অনুভূতি। **প্রচন্ড ছুলি;** টিবিয়াতে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা; উপদংশজনিত বাতরোগ। **(মেজেরিয়াম)।** শরীরের সকল সন্ধিতে বেদনা, স্ফীতি, আড়ষ্টভাব ও কট্‌কট্ করে শব্দ হয়। গোড়ালির কন্ডরার স্ফীতি ও বেদনাপূর্ণ। শরীরের ছোট ছোট স্থানে বেদনা **(অক্স্যালিক অ্যাসিড)।**

চামড়া — ব্রন। ফুসকুড়ির মত উদ্ভেদ সমূহ। **ক্ষত, ক্ষতের কিনারাগুলি পাঞ্চিং যন্ত্র দিয়ে কাটার মত দেখতে হয়, তৎসহ বসে যাবার প্রবণতা যুক্ত এবং চট্‌চটে রসনিঃসরণ।** পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ, অনেকটা স্মল-পক্সের মত দেখতে, তৎসহ জ্বালাকর বেদনা। চুলকানি তৎসহ ফোস্কার মত উদ্ভেদ সমূহ।

কমা-বাড়া — উপশম,-উত্তাপে।

বৃদ্ধি — বিয়ার পানে, সকালে, গরম আবহাওয়ায়, জামাকাপড় খুললে।

সম্বন্ধ — **তুলনীয় -টাটার এমেটিক; ব্রোমিয়াম; হিপার সালফ; ইন্ডিয়াম; ক্যালকেরিয়া কার্ব; এন্টিম ক্রুড। ভ্রান্ত বা নকল ঝিল্লী উৎপাদনে তুলনীয় - ব্রোমিয়াম; এমন কষ্টিকাম; সালফিউরিক অ্যাসিড; ইপিকাক।**

দোষঘ্ন — আর্সেনিক; ল্যাকেসিস।

শক্তি — **৩x বিচূর্ন, এছাড়াও ৩০ শক্তি এবং উচ্চতর শক্তি প্রযোজ্য। এই ঔষধের নিম্নতর শক্তি গুলি খুব বেশিদিন মজুত করে রাখা উচিত নয়।**

ক্যালিব্রোমেটাম

KALI BROMATUM **ব্রোমাইড্ অফ্ পটাশ**

সকল পটাশ লবনের মত, এটিও হৃদ্‌পিন্ডকে দুর্বলকরে ও গায়ের তাপ কমিয়ে দেয়। এই ঔষধ দীর্ঘদিন ব্যবহার করার ফলে, ব্রোমিনের বিষক্রিয়া শরীরে প্রকাশ পায়। সাধারণভাবে মানসিক শক্তির লোপ, স্মৃতি শক্তির লোপ, বিষন্নতা, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্পর্শলোপ, বিশেষকরে চোখ, গলা ও চামড়ার;ব্রণ;কামেচ্ছা কমে যায়, পক্ষাঘাত গ্রস্ত। সোরিয়্যাসিস রোগের প্রধান ঔষধ। পুরাতন গেঁটে বাতে অস্থিগুটির উদ্ভব। **সন্ন্যাস রোগের ন্যায় লক্ষনের উদ্ভব**, এই লক্ষন মূত্রবিকার বা ইউরিমিয়া অথবা অন্যান্য রোগ লক্ষণ সহ প্রকাশ পেতে পারে;নিদ্রালুতা, নাসিকা ধবনি, তড়কা, বাক্‌রোধ, প্রস্রাবে অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি। মৃগী (তৎসহ লবনবিহীন খাদ্য)।

মন — গভীর, বিষন্নতাসহ মানসিক বিভ্রান্তি; নৈতিক চরিত্রের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধীয় অনুভূতি; ধর্মীয় বিষাদগ্রস্ততা; তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে এই জাতীয় মানসিক বিভ্রান্তি। রোগী মনে করে তাকেই কেবল মাত্র বাছাই করে নিয়ে ঈশ্বরের প্রকোপের পাত্র করা হয়েছে। স্মৃতিশক্তির স্বল্পতা। অবশ্যই কিছু কাজ তাকে করতেই হবে — সর্বদা ঘুরে বেড়ায়; অস্থির হয়ে পড়ে (ট্যারেন্টুলা)। বিষ খাইয়ে দেবে এই জাতীয় ভয় (হায়োসায়েমাস)। স্মৃতিবিলোপসহ বাক্‌রোধ; রোগী কে যে শব্দ বলা হয় সেই শব্দ সে বলতে পারে, কিন্তু অন্যভাবে সে বলতে পারে না। **রাত্রিতে ভয়।** ভীতিজনক বিভ্রান্তি। প্রবল প্রলাপ।

মাথা — আত্মহত্যা করার প্রবনতা সহ কাঁপুনি। মুখমন্ডল রক্তিমাভ। **মাথার ভিতর অসাড়তার অনুভূতি।** মস্তিষ্কের ভিতর শূন্যবোধ। সর্দি, তৎসহ গলা পর্যন্ত প্রসারিত হবার প্রবণতা যুক্ত।

গলা — আলজিহ্বা ও গলকোষের রক্তাধিক্য। গলকোষ, গলবিল ও কণ্ঠনালীর অসাড়তা। ঢোক গিলতে কষ্ট, বিশেষকরে তরল বস্তু গিলতে। (হায়োসায়েমাস)।

পাকস্থলী — বমি, তৎসহ **প্রচুর পিপাসা**, প্রতিবার আহারের পরে। **একটানা হিক্কা** (সালফিউরিক অ্যাসিড)।

উদর — মনে হয় যেন অন্ত্রগুলি পড়ে যাবে। **শিশুদের কলেরা**, তৎসহ রোগশক্তির প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ফলে মস্তিষ্কের উত্তেজনা তৈরী করে, পেশীসমূহের ঝাঁকুনি ও নর্তন। সবুজ, জলের মত মল তৎসহ প্রচুর পিপাসা, বমি। চক্ষু কোটারগত। দুর্বলতা। পেটের ভিতরে শীতলতা বোধ। উদরাময় তৎসহ প্রচুর রক্তপাত। সবুজ, জলের মত মল। তলপেট ভিতর দিকে **টেনে ধরে।**

প্রস্রাব সম্পর্কিত যন্ত্রসমূহ — প্রস্রাব নলীর অনুভূতি শক্তির লোপ। প্রস্রাব প্রচুর, তৎসহ পিপাসা। **ডায়েবিটিস (ফসফোরিক অ্যাসিড)।**

পুরুষের রোগ — দুর্বলতা ও ধবজভঙ্গ। **অতিরিক্ত সঙ্গমের কুফল, বিশেষতঃ** স্মৃতিশক্তির লোপ, অঙ্গসঞ্চালনে সঙ্গতির অভাব, অসাড়তা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সুড়সুড়ি। আংশিক নিদ্রাকালে কামোত্তেজনা।

স্ত্রীরোগ — চুলকানি। ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল তৎসহ প্রচন্ড স্নায়বিক অস্বস্তি। **বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কামোত্তেজনার স্পৃহা।** ডিম্বাশয়ের অর্বুদ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ — আক্ষেপিক ঘুংড়িকাশি। গর্ভাবস্থার প্রতিক্রিয়ার ফলে কাশি। রাত্রে শুষ্ক, দুর্বলকর, খুক্‌খুকে কাশি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — **হাতগুলির অস্থিরতা;** হাতের আঙ্গুলগুলির অস্থিরতা সহ স্পন্দন। পেশীসমূহের ঝাঁকুনি ও স্পন্দন।

চামড়া — মুখমন্ডলে ব্রণ, পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ সমূহ। চুলকানি;বুকে, কাঁধে ও মুখমন্ডলে বেশি হয়। চামড়ার স্পর্শজ্ঞান লোপ। সোরিয়্যাসিস।

ঘুম — ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা। প্রচন্ড ঝিমুনিভাব। উত্তেজনা, শোক, ও অত্যধিক কামোত্তেজনার জন্য নিদ্রাহীণতা। রাত্রিতে ভয়। ঘুমের মধ্যে দাঁত কড়্‌মড়্ করা। ভীতিজনক স্বপ্নসমূহ। ঘুমন্ত অবস্থায় ভ্রমন।

কমা-বাড়া — **উপশম,** শারীরিক অথবা মানসিক কাজ করার সময়।

শক্তি — এই লবনের কয়েক গ্রেন দানা থেকে ৩x বিচূর্ণ পর্যন্ত। এই লবণটি সহজেই নষ্ট হয়ে যায় এই কথাটি মনে রাখা দরকার। খাবার সঙ্গে লবন বাদ দিলে, এই ঔষধ বেশি কার্যকরী হয় বলে বলা হয়।

ক্যালি কার্বনিকাম

KALI CARBONICUM **কার্বনেট অফ্ পটাশিয়াম**

দুর্বলতা এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত লক্ষণটি সকল প্রকার পটাশিয়াম লবনের মধ্যে দেখা যায়, যা এই ঔষধের ভিতরে বিশেষভাবে দেখা যায়। তৎসহ নাড়ী কোমল, শীতলতা, সাবির্বক অবসাদভাব এবং অতীব বৈশিষ্ট্য যুক্ত লক্ষণ হল - **সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা,** যা শরীরের যেকোন অংশে দেখা যায় অথবা যেকোন উপসর্গের সঙ্গে প্রকাশ পায়। সকল প্রকার ক্যালি বিভাগের ঔষধের বেদনার বৈশিষ্ট্য হল, **তীক্ষ্ণ ও কেটে ফেলার মত বেদনা,** প্রায় সবক্ষেত্রের নড়া-চড়ায় উপশম। যেখানে জ্বর থাকবে, সেই রকম ক্ষেত্রেই পটাশিয়াম সল্ট কখন ব্যবহার করবে না (টি. এফ. অ্যালেন)। আবহাওয়ার যেকোন রকম পরিবর্তনে অনুভূতি প্রবন এবং **ঠান্ডা আবহাওয়া সহ্য হয় না।** প্রসবের পরে ব্যবহার হয়, এই জাতীয় একটি ভালো ঔষধ বিশেষ। এই অবস্থার পরে দুর্বলতা হেতু গর্ভস্রাব। খুব সকালে বৃদ্ধি, এটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ বিশেষ। মোটা বয়স্ক ব্যক্তি, তৎসহ শোথ ও আংশিক পক্ষাঘাত। **ঘাম, পিঠের বেদনা ও দুর্বলতা।** দপ্‌দপ্ কর বেদনা। **শোথ হবার প্রবণতা**

যুক্ত। টিউবারকিউলার ডায়াথিসিস্। ভিতর থেকে বাইরের দিকে প্রসারিত বেদনা এবং হুল ফোটানোর ন্যায় চরিত্রযুক্ত। পেশীসমূহে ও শরীরে অভ্যন্তরে হুল ফোটানোর মত বেদনা। পেশী সমূহের নর্তন। শরীরের বামদিকে ছোট ছোট স্থানে বেদনা। হাইপোথাইরয়ডিজম। উরুদেশের সন্ধিস্থলে প্রদাহ।

মন — হতাশ। পরিবর্তনশীল মনোভাব। ভীষন খিট্খিটে। ভয় ও কল্পনাতে মন পরিপূর্ন। পাকস্থলীর ভিতরে উদ্বেগ অনুভূতি হয়। মনে হয় বিছানা নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। তাকে একা রেগে যাবে একথা সে কিছুতেই ভাবতে পারে না। কোন সময়ে শান্ত থাকে না, কোন সময়ে সন্তুষ্ট নয়। একগুঁয়ে এবং বেদনা, শব্দ, স্পর্শে অতি অনুভূতি প্রবণতা।

মাথা — মাথা নাড়ালেই, মাথা ঘোরে। ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে গাড়ী চড়লে মাথায় বেদনা। হাইতোলার সময়ে মাথার বেদনা শুরু হয়। রগের দিকে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা; মাথার পিছনের অংশে কন্‌কনানী, একদিকের মাথার বেদনা তৎসহ বমি বমি ভাব, গাড়ীতে চড়লে। মাথা শিথিল বলে মনে হয়। মাথার চুল অত্যন্ত শুষ্ক; মাথার চুল পড়ে যায় (ফ্লুরিক অ্যাসিড)।

চোখ — চোখের ভিতরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। চোখের সামনে ছোপ সমূহ, কালো বিন্দুসমূহ দেখে চোখের পাতা সকালে জুড়ে যায়। চোখের উপরের পাতার স্ফীতি, অনেকটা ছোট থলির মত দেখায়। দুটি ভ্রু-র মধ্যবর্তী অংশের স্ফীতি। দৃষ্টি ক্ষীন। অতিরিক্ত সঙ্গমের কুফল হেতু দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা। চোখ বন্ধ করলে, আলোক রশ্মি চোখের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে বেদনার সৃষ্টি করছে, এই জাতীয় অনুভূতি।

কান — কানের ভিতরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। চুলকানি, কট্‌কট্ শব্দ, ঝিন্‌ঝিন শব্দ ও গর্জন হয়।

নাক — গরম ঘরে নাক বন্ধ হয়ে যায়। গাঢ়, প্রবহমাল, হলুদবর্নের সর্দ্দিজ স্রাব। নাকের পিছনের অংশ দিয়ে সর্দ্দি ঝরে পড়ে (স্পাইজেলিয়া)। ক্ষত ও মামড়িযুক্ত নাসারন্ধ্র; রক্তমিশ্রিত নাসিকা শ্লেষ্মা। নাকের দ্বারপ্রান্ত মামড়ি যুক্ত। সকালে মুখমন্ডল ধোবার সময় নাক দিয়ে রক্তস্রাব। নাসিকা ছিদ্র ক্ষত যুক্ত।

মুখগহ্বর — দাঁতগুলি থেকে মাঢ়ী পৃথক হয়ে যায়। মাঢ়ী থেকে পুঁজ চুঁয়ে চুঁয়ে আসে। পাইয়োরিয়া। মুখগহ্বরে সাদাক্ষত। জিহ্বা সাদা। মুখের ভিতরে অবিরাম লালা জমা হয়। বিশ্রি স্বাদ ও পিচ্ছিল অনুভূতি বিশিষ্ট।

গলা — শুষ্ক, কর্কশ, খস্‌খসে। মাছের কাঁটা ফোটার মত বেদনা। ঢোক গেলা কষ্টকর; খাদ্যবস্তু অন্ননালী দিয়ে ধীরে ধীরে নামে। সকালে গলায় শ্লেষ্মা জমা হয়।

পাকস্থলী — পেট ফাঁপা। মিষ্টি খাবার স্পৃহা। পাকস্থলীর উপরের অংশে পিন্ডের মত অনুভূতি। গলার ভিতরে আটকিয়ে থাকার মত অনুভূতি। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অজীর্ণ রোগ;জ্বালাকর অম্ল, পেট ফাঁপা। বরফ ঠান্ডা জলে পাকাশয়িক গোলযোগ। টক ঢেকুর। বমি বমি ভাব; শুয়ে পড়লে উপশম। সর্বদা মনে হয় পাকস্থলী জলে পরিপূর্ন। টকে বমি;

পাকস্থলীতে দপ্‌দপ্‌কর ও কেটে ফেলার মত বেদনা। খাদ্যে বিরক্তি। **পাকস্থলীর ভিতরে উদ্বেগের ন্যায় অনুভূতি।** পেটের উপরের অংশ বাইরে থেকে স্পর্শকাতর। আহারের সময় খুব সহজেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। পেটের উপরের অংশ থেকে পিঠ পর্যন্ত বেদনা।

উদর — যকৃৎস্থানে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। পুরাতন যকৃতের গোলযোগ সমূহ, তৎসহ টাটানি। জন্ডিস ও শোথ। উদর স্ফীতি ও উদরে শীতলতার অনুভূতি। পেটের বাম দিক থেকে তলপেট পর্যন্ত বেদনা; ডানদিকে ফিরে তবে সে উঠে দাঁড়াতে পারে।

সরলান্ত্র — বৃহৎ, কষ্টকর মলত্যাগ, তৎসহ মলত্যাগের এক ঘন্টা পূবের্ব সরলান্ত্রে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। অর্শ, বৃহৎ, স্ফীত ও বেদনাপূর্ন। মলদ্বারের চারিপাশে চুলকানি যুক্ত, ক্ষতযুক্ত ফুস্কুড়ি সমূহ। স্বাভাবিক মনের সঙ্গে প্রচুর পরিমানে রক্তস্রাব। কাশির সময়ে অর্শের বেদনা। সরলান্ত্রে ও মলদ্বারে জ্বালা। সহজেই স্থানচ্যুতি। **(গ্র্যাফাইটিস; পডোফাইলাম)**। চুলকানি (ইগ্নেশিয়া)।

প্রস্রাব — রাত্রে প্রস্রাব করার জন্য বহুবার উঠতে বাধ্য হয়। প্রস্রাব আসার বহু আগে থেকে প্রস্রাব থলিতে চাপবোধ। কাশি, হাঁচি প্রভৃতির সময়ে অসাড়ে প্রস্রাব।

পুরুষের রোগ — মৈথুনক্রিয়া থেকে উদ্ভুত উপসর্গ সমূহ। যৌন বিষয়ক উত্তেজনার অভাব। প্রচুর বীর্যপাত, **এর পরে দুর্বলতা।**

স্ত্রীরোগ — মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের আগে, প্রচুর পরিমানে **(ক্যালকেরিয়া কার্ব)** অথবা **অনেক দেরি করে, ফ্যাকাশে এবং স্বল্প,** তৎসহ যৌনাঙ্গের চারিপাশে টাটানি। পিঠে বেদনা, বেদনা নীচের দিকে নিতম্বের পেশীর ভিতর দিয়ে নামে, তৎসহ উদরে কেটে ফেলার মত বেদনা। বামদিকের ভগৌষ্ঠের ভিতর দিয়ে বেদনা, বেদনা পেটের ভিতর দিয়ে বুক পর্যন্ত প্রসারিত হয়। যুবতী মেয়েদের মাসিক ঋতুস্রাব দেরি করে হয় তৎসহ বুকের লক্ষণ সমূহ অথবা উদরী। প্রথম মাসিক ঋতুস্রাব কষ্টকর। **প্রসবান্তিক রোগসমূহ।** জরায়ু থেকে রক্তস্রাব; প্রচুর স্রাবের পরে, অবিরাম চুঁয়ে চুঁয়ে স্রাব হয় তৎসহ তীব্র পিঠের বেদনা, বসে থাকলে ও চাপে উপশম।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ — বুকে কেটে ফেলার মত বেদনা ডানদিক চেপে শুলে বৃদ্ধি। স্বরভঙ্গ ও স্বরলোপ, প্রায় রাত্রি ৩টের সময়ে শুষ্ক, কঠিন কাশি তৎসহ **সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা** ও গলবিলের শুষ্কতা। ব্রঙ্কাইটিস, **সমগ্র বুক অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ।** শ্লেষ্মা অল্প ও চটচটে কিন্তু সকালে ও আহারে পরে বৃদ্ধি। ডানদিকের বুকের নিম্নাংশে বেশি আক্রান্ত হয় এবং আক্রান্ত অংশ চেপে শুলে বৃদ্ধি। **বক্ষঃস্থলের শোথ।** সামনের দিকে ঝুঁকে থাকলে বুকের উপসর্গসমূহের উপশম হয়। শ্লেষ্মা গিলে ফেলতে বাধ্য হয়; পনিরের মত স্বাদ যুক্ত; প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মার দলা। বুকের ভিতরের শীতলতার অনুভূতি। সাঁইসাঁই শব্দ। কাশি, তৎসহ আলজিহ্বার শিথিলতা। টি. বি. রোগ হবার প্রবণতা যুক্ত; বারে বারে ঠান্ডা লাগে; **উষ্ণ আবহাওয়ায় উপশম।**

হৃদ্‌পিন্ড — মনে হয় যেন হৃদ্‌পিন্ড ঝুলে রয়েছে। হৃদ্‌কম্প এবং হৃদপ্রদেশে জ্বালাকর অনুভূতি। দুর্বল, দ্রুত নাড়ী। পাকাশয়িক গোলযোগের দরুন থেমে থেমে নাড়ীর গতি। হৃদ্‌পিন্ডের কাজ বন্ধ হবার আশঙ্কা।

পিঠ — অত্যধিক ক্লান্তি। বৃক্ক প্রদেশে ও ডান স্কন্ধাস্থি স্থানে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। কোমর দুর্বল বলে মনে হয়। পিঠের আড়ষ্টতা ও পক্ষাঘাতের মত অনুভূতি। মেরুদন্ডে জ্বালাকর অনুভূতি (গুয়েকো)। গর্ভাবস্থায় ও গর্ভস্রাব হবার পরে তীব্র পিঠের বেদনা। ঊরুস্থানে রোগ। নিতম্ব, ঊরুস্থান ও হিপ্‌-জয়েন্ট স্থানে বেদনা। কোমরের বেদনা তৎসহ হঠাৎ করে তীক্ষ্ণবেদনা, বেদনা উপরের দিকে ও নীচের দিকে পিঠ থেকে ঊরুস্থান পর্যন্ত উঠা নামা করে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — পিঠ ও পাগুলি আসন্ন হয়ে পড়ে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অস্বস্তি, ভারীবোধ, ও ছিঁড়ে ফেলার মত অনুভূতি এবং ঝাঁকুনি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা তৎসহ স্ফীতি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চাপে অনুভূতি প্রবন। হাঁটুতে সাদাবর্নের স্ফীতি। কাঁধ থেকে কব্জি পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা, বেদনা বাহুর ভিতর দিয়ে প্রসারিত হয়। কব্জি স্থানে কেটে ফেলার মত বেদনা। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের পক্ষাঘাতের মত অবস্থা ও শোথ যুক্ত উপসর্গসমূহ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহজে ঘুমিয়ে পড়ে। হাত পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ বেদনা পূর্ন। পায়ের তলা অত্যন্ত অনুভূতি প্রবন। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে অত্যধিক চুলকানি, তৎসহ বেদনা। নিতম্ব স্থান থেকে হাঁটু পর্যন্ত বেদনা। হাঁটুতে বেদনা।

চামড়া — সরিষার তেল লাগার মত চিড়্‌বিড়্‌কর জ্বালা।

ঘুম — আহারের পরে ঝিমুনি ভাব। প্রায় রাত্রি ২টার সময় ঘুম থেকে জেগে উঠে এবং এর পরে কিছুতেই ঘুমাতে পারে না।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, মৈথুনক্রিয়ার পরে;ঠান্ডা আবহাওয়ায়;সূপ ও কফি পানে;সকালে দিকে ভোর প্রায় ৩টের সময়ে;বাম দিকে শুলে ও আক্রান্ত চেপে শুলে।

উপশম— উষ্ণ আবহাওয়ায়, যদিও বাতাসে আর্দ্রতা থাকে, দুপুরের দিকে ঘুরে বেড়াবার সময়ে।

সম্বন্ধ— পরিপূরক— **কার্বোভেজ**— (জীবনীশক্তির পতনাবস্থাসহ কোন কোন রোগের প্রথমাবস্থায় কার্বোভেজ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করার পরে, দুর্বলতা কিছুটা কমে যাবার পরে, এমন একটি অবস্থা আসে যেখানে ক্যালিকার্ব উ যুক্ত হিসাবে কাজ করে)। পাকাশয়িক ও প্রস্রাবথলির গোলযোগে, নাক্সের পরে ভা । কাজ করে।

তুলনীয়—**ক্যালিস্যালিসিলিকাম**— (বমি, বিশেষ করে গর্ভাবস্থায়; রক্তবহানলীর স্ফীতাবস্থাসহ পুরাতন বাতরোগ);

ক্যালিসিলিকাম— (গেঁটে বাতজনিত অস্থিগুলি);

ক্যালি অ্যাসিটিকাম—(ডায়েবিটিস, শোথ, উদরাময়, অ্যা..ল্‌..লিযুক্ত প্রস্রাব পরিমাণ প্রচুর বেড়ে যায়);

ক্যালি সাইট্রিকাম— (ব্রাইটস্ ডিজিজ-১ গ্রেন একগ্লাস জলের সঙ্গে);

ক্যালি ফেরোসায়্যা নেটাম্— (সংক্রমণের পরে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি। দৈনিক নির্দিষ্ট কাজ করতে অক্ষমতা। মেদ সঞ্চয় হেতু হৃদ্‌পিন্ডের ক্রিয়া বৈকল্য। নাড়ী-দুর্বল, ছোট-ছোট, অনিয়মিত। সিপিয়ার মত জরায়ুর লক্ষণসমূহ, নীচের দিকে কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসার মত অনুভূতি ও পাকাশয়িক গোলযোগ; প্রচুর পুঁজের মত প্রদরস্রাব এবং নিষ্ক্রিয় রক্তস্রাব; ৬x বিচূর্ণ ব্যবহার্য।

ক্যালি অক্সালিকাম— (কোমরে বেদনা, তড়কা);

ক্যালি পিক্রো-নাইট্রিকাম ও ক্যালি পিক্রিকাম— (জন্ডিস ও তীব্র ঢেকুর তোলা);

ক্যালি টার্টারিকাম— (প্যারাপ্লেজিয়া);

ক্যালি টেলিউরিকাম— (শ্বাস-প্রশ্বাসে রসুনের মত গন্ধ, লালাস্রাব, জিহ্বা স্ফীতি)। এছাড়াও তুলনীয় **ক্যাল্কেরিয়া কার্ব; এমন ফস; ফসফরাস; লাইকোপোডিয়াম; ব্রায়োনিয়া, নেট্রাম মিউর, স্ট্যানাম; সিপিয়া।**

দোষঘ্ন—ক্যাম্ফর, কফিয়া।

শক্তি— ৩০ শক্তি এবং উচ্চতর। ৬x বিচূর্ণ। খুব তাড়াতাড়ি পুনঃ প্রয়োগ করা উচিত নয়। পুরাতন বাতরোগে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ব্রাইটস্‌ডিজিজে ও টি.বি. রোগে খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

ক্যালি ক্লোরিকাম

KALI CHLORICUM **ক্লোরেট অফ পটাশিয়াম**

বৃক্কের উপর এই ঔষধের কাজ অতীব ধবংসকারী। উৎপন্ন করে বৃক্কের প্রদাহ, হিমোগ্লোবিনযুক্ত প্রস্রাব প্রভৃতি। প্যারেনকাইমেটাস নেফ্রাইটিস তৎসহ মুখগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ। উৎপন্ন করে মারাত্মক ধরণের ক্ষতযুক্ত প্রদাহ। **মুখগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর গ্যাংগ্রীণ। গর্ভাবস্থায় রক্তদূষ্টিজনিত অবস্থাসমূহ** (প্রস্রাব সম্বন্ধীয় লক্ষণসমূহ)। পুরাতন **নেফ্রাইটিস;** হেপাটাইটিস, সেপ্টিসিমিয়া; রক্তসল্পতা।

মুখগহ্বর— প্রচুর অম্লযুক্ত লালাস্র্যাবের ক্ষরণ। মুখগহ্বরের সমগ্র শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী লালবর্ণ, স্ফীত তৎসহ ধূসরবর্ণের ক্ষতযুক্ত। জিহ্বা স্ফীত। মুখগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ। সাদা ক্ষত ও গ্যাংগ্রীণযুক্ত। দুর্গন্ধ। পারদের কুফল থেকে মুখ গহ্বরের ক্ষত (এই ক্ষেত্রে ঔষধটির দ্বারা কুলি করা প্রয়োজন)।

পাকস্থলী— পেটের উপরের অংশে ও নাভিস্থানে ভারীবোধ। পেট ফাঁপা। কালোবস্তু যুক্ত বমন।

মল— উদরাময়; প্রচুর, সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা।

প্রস্রাব— অ্যালবিউমিনযুক্ত, অল্প, বাধাপ্রাপ্ত। রক্ত প্রস্রাব; মূত্রাধিক্য।

চামড়া— জন্ডিস। চুলকানি ঘামাচির মত ফুস্কুড়ি সমূহ। বিবর্ণ, চকোলেটের মত রঙযুক্ত।

শক্তি— ২য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি, খুব সাবধানে বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন, কারন এটি একটি বিষাক্ত ঔষধ।

ক্যালি সাইয়েনেটাম

KALI CYANATUM **পটাশিয়াম সায়ানাইড্**

হঠাৎ করে পতনাবস্থা। জিহ্বার ক্যান্সার ও মারাত্মক জাতীয় স্নায়ু শূল এই ঔষধের দ্বারা উপকৃত হয়েছে। আধ কপালে, সায়েটিকা; মৃগী।

জিহ্বা— জিহ্বার ক্ষত, তৎসহ কিনারর কঠিণতা। কথা বলতে কষ্ট হয়। কথা বলার ক্ষমতা লোপ পেলেও কিন্তু বুদ্ধি শক্তি ঠিক থাকে।

মুখমন্ডল— রগের উপর তীব্র স্নায়ুশূল, দৈনিক একই সময়ে দেখা দেয়। চক্ষুকোটরের উপর অংশে ও সুপ্রা ম্যাক্সিল্যারী স্থানে বেদনা তৎসহ রোগী বেদনার কষ্টে চিৎকার করে কাঁদে ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— কাশি, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়; শ্বাস-প্রশ্বাস দুর্বল; কিছুতেই গভীর শ্বাস নিতে পারে না।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— ভোর ৪টে থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-প্ল্যাটিনা; ষ্ট্যানাম, সিড্রন; মেজিরিয়াম; মিউরিয়্যাটিক অ্যাসিড।

শক্তি— ৬ষ্ট শক্তি ও ২০০ শক্তি।

ক্যালি হাইড্রোআয়োডিকাম

KALI HYDRIODICUM **আয়োডাইড্ অফ্ পটাশ**

প্রচুর, জলের মত, হাজাকর সর্দ্দি যা এই ঔষধটি উৎপন্ন করে, এবং ঐ লক্ষণগুলিই এই ঔষধের নিশ্চিত পথপ্রদর্শক লক্ষণ বিশেষ, বিশেষ করে এর সঙ্গে ফ্রন্ট্যাল সাইনাসের বেদনা থাকে। এটি সুস্পষ্টভাবে সৌত্রিক ও সংযোজক কলার উপর কাজ করে, শোথ প্রভৃতি উৎপন্ন করে। গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি। রক্তস্রাবযুক্ত ঋতুদোষ। উপদংশের সকল অবস্থায় এই ঔষধ নির্দেশিত হয়। (১) তরুন অবস্থা, তৎসহ সন্ধ্যার দিকে জ্বর এবং রাত্রে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। (২) ২য় দশায়, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চামড়ার উপর ক্ষত। (৩) শেষাবস্থার লক্ষণসমূহ, অস্থিগুটি সমূহ। এই জাতীয় ক্ষেত্রে স্থুল মাত্রায় ঔষধ দেওয়া হয়। বেদনাক্রান্ত স্থানের চারিপাশের অনুভূতি প্রবণতা। (গ্রন্থি সমূহ, মাথার চামড়া প্রভৃতি)।

ঘাড়, পিঠ, পায়ের পাতা, বিশেষ করে গোড়ালি ও পায়ের তলায় বাত;ঠান্ডা ও আর্দ্রতায় বৃদ্ধি। আয়োডাইড অফ্ পটাশ স্থূল মাত্রায় নানা প্রকারের ছত্রাক ঘটিত রোগের উপর কাজ করে (মুখের ঘা, দাদ প্রভৃতি), এছাড়াও এই ঔষধ উপদংশ ও টি.বি. জাতীয় রোগ উৎপন্ন করে থাকে। শরীরের ওজন কমে যাওয়া, থুথুর সঙ্গে রক্ত প্রভৃতি লক্ষণও দেখা যায়। যে সকল ব্যক্তি চায়ের আস্বাদ গ্রহন করে, চায়ের প্রকার ভেদ নির্নয় করে থাকেন, তাদের শরীরে ছত্রাক জাতীয় পদার্থ শ্বাসে ঢুকে যায় এবং এক জাতীয় কাশির উৎপন্ন হয়, ঐ কাশির ক্ষেত্রে এই ঔষধ কাজ করে। এছাড়াও বহু প্রকারের পুরাতন রোগে, যেখানে এই ঔষধের লক্ষণাবলীর সাদৃশ পাওয়া যায় না, ঐ জাতীয় ক্ষেত্রেও এই ঔষধ উপযুক্তভাবে কাজ করে থাকে।

মন— দুঃখিত, উদ্বেগপূর্ণ, মেজাজ রুক্ষ। খিটখিটে; মাথায় রক্তাধিক্য, উত্তপ্ত ও দপ্‌দপানি।

মাথা— মাথার কিনারা দিয়ে বেদনা। তীব্র মাথার বেদনা। মাথার খুলি পিন্ডের মত ফুলে উঠে। চোখের উপরেও নাকের গোড়ায় তীব্র বেদনা। মস্তিষ্ক বৃহৎ বলে মনে হয়। শক্ত অর্বুদসমূহ, তৎশহ তীব্র বেদনা। মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল। চোয়ালের উপরের অংশে কেটে ফেলার মত বেদনা।

নাক— লাল, স্ফীত, নাকের অগ্রভাগ লালবর্ণ;প্রচুর, হাজাকর, উষ্ণ, জলের মত, পাতলা স্রাব। নাকের ভিতরে পচা ঘা, তৎসহ নাসিকা ভেদকের ছিদ্র। হাঁচি। নাকের প্রদাহ, ফ্রন্ট্যাল সাইনাস আক্রান্ত হয়। নাক বন্ধ হবার মত ও শুষ্ক, স্রাবহীন। প্রচুর, ঠান্ডা, সবুজবর্ণের, অনুত্তেজক স্রাব।

চোখ— কন্‌জাঙটিভা লাল, এবং শিরা গুলি রক্তে পূর্ণ;প্রচুর অশ্রুস্রাব। সিফিলিটিক আইরাইটিস। চক্ষু কোটরের অস্থির অবর্বুদ।

কান— কানের ভিতরে শব্দসমূহ। কানের ভিতরে ছিদ্র করা হচ্ছে এই জাতীয় বেদনা।

পাকস্থলী— লালাস্রাবের পরিমানের বৃদ্ধি। পেটের উপরের অংশে শূন্যবোধ। ঠান্ডা খাবার ও পানীয়, বিশেষ [illegible] বৃদ্ধি হয়। প্রচুর পিপাসা। দপ্‌দপ্‌কর অনুভূতি, জ্বালাকর বেদনা। পেঠ ফাঁপা।

স্ত্রীরোগ— ঋতুস্রাব দেরি ক[illegible], পরিমানে প্রচুর। ঋতুস্রাব চলাকালে, জরায়ুতে নিংড়ানোর মত অনুভূতি। হাজাকর প্রদর স্রাব, তৎসহ যুবতী বিবাহিত স্ত্রীলোকেদের জরায়ুর নাতি প্রবন প্রদাহ। জরায়ুর অর্বুদ, জরায়ুর প্রদাহ, জরায়ুর বিবৃদ্ধি, ১x বিচূর্ণ অথবা ১ গ্রেন স্থুল ঔষধ, দিনে তিনবার প্রযোজ্য।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ—মারাত্মক কাশি, সকালে বৃদ্ধি। ফুসফুসের শোথ। কণ্ঠনলীতে হেজে যাওয়ার মত অনুভূতি। কণ্ঠনলীর শোথাবস্থা। শ্বাসরোধ হয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে। সাবানের ফেনার মত শ্লেষ্মা, সবুজবর্ণের। নিউমোনিয়া, যখন ফুসফুসের অবস্থা যকৃতের মত হয়। নিউমোকক্কাস ঘটিত মেনিনজাইটিস। ফুসফুস থেকে পিঠ পর্যন্ত সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। হাঁপানী। উপরের দিকে উঠার সময় শ্বাসকষ্ট, তৎসহ হৃদ্‌পিন্ডে বেদনা।

বক্ষঃ গহ্বরের শোথাবস্থা। (মার্কস্যালফ)। **ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর শোথাবস্থা। ঠান্ডা লাগলে তা বুক পর্যন্ত প্রসারিত হয়।**

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— অস্থির তীব্র বেদনা। অস্থি আবরক পুরু হয়ে যায়, বিশেষ করে টিবিয়া বা পায়ের দীর্ঘাস্থি;স্পর্শকাতর (**ক্যালিবাই; এসাফ**)। বাতরোগ;রাত্রে এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় বেদনা। সন্ধিস্থানসমূহের সঙ্কোচন। **হাঁটুর সন্ধি সমূহের বাতরোগ, তৎসহ রসঃসঞ্চয়।** কোমরে ও চঞ্চু অস্থিতে বেদনা। নিজস্বস্থানে বেদনা, রোগী খুঁড়িয়ে চলতে বাধ্য হয়। **সায়েটিকা**, কিছুতেই বিছানায় থাকতে পারে না;রাত্রে ও আক্রান্ত অংশ চেপে শুলে বৃদ্ধি। বসে থাকার সময় মনে হয় পায়ের উপর দিয়ে ছোট-ছোট পোকা-মাকড় চলে বেড়াচ্ছে, শুয়ে পড়লে এই জাতীয় অনুভূতির উপশম।

চামড়া— বেগুনি বর্ণের ছোপ সমূহ; পায়ের দিকে বেশি হয়। ব্রন, ঘামাচি, ছোট-ছোট ফোঁড়া। **গ্রন্থিসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ও কঠিন**। আমবাত। সমগ্র শরীরে **ছোট ছোট খসখসে অর্বুদ সমূহ।**, যে কোন প্রকার আচ্ছাদনে বৃদ্ধি, সারা শরীরে তীব্র উত্তাপভাব। শিশুদের মলদ্বারের ফাটা সমূহ। চোখের পাতা, মুখগহ্বরে, আলজিহ্বা প্রভৃতিস্থানে শোথযুক্ত স্ফীতি উৎপন্ন হবার প্রবণতা যুক্ত। গোলাপীবর্নের ব্রনসমূহ।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— উষ্ণ জামা কাপড়ে, উষ্ণ ঘরে, রাত্রে, আর্দ্র আবহাওয়ায়।

উপশম— নড়াচড়ায়, মুক্ত বাতাসে।

সম্বন্ধ— দোষঘ্ন—হিপার।

তুলনীয়— আয়োডিয়াম; মার্কিউরিয়াম, সালফার, মেজেরিয়াম।

শক্তি— হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে স্পষ্ট লক্ষনিক সাদৃশ্য থাকলে, যেমন শ্বাসযন্ত্রের তরুণ উপসর্গে, এই ঔষধ ৩য় শক্তি প্রযোজ্য।

ক্যালি মিউরিয়েটিকাম

KALI MURIATICUM **ক্লোরাইডঅফ্ পটাশিয়াম**

যদিও ঔষধটি **পরীক্ষিত** হয় নি, কিন্তু ডাঃ সুস্লার কর্তৃক এই ঔষধের পরিচয় পাবার পরে দেখা যায় যে, এই ঔষধের রোগ, আরোগ্য করার ক্ষমতা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সর্দিজ উপসর্গসমূহ, স্রাতি-প্রবন প্রদাহিত অবস্থা, সৌত্রিক তন্তুসমূহের জমা হয়, এবং গ্রন্থিজ স্ফীতির ক্ষেত্রে এই ঔষধটি নিশ্চিত মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। **জিহ্বার গোড়ার দিক সাদা অথবা ধূসর বর্ণের প্রলেপযুক্ত**, এবং গাঢ়, সাদা বর্ণের শ্লেষ্মা। এইগুলি এই ঔষধের বিশেষ পথ প্রদর্শক লক্ষণ বিশেষ।

মাথা— রোগী কল্পনা করে তাকে অবশ্যই অনাহারে থাকতে হবে। মাথার যন্ত্রনা তৎসহ বমি। মাথার চামড়ায় সাদা মামড়ী। খুস্কি।

চোখ— সাদা শেষ্মা, পুঁজযুক্ত মামড়ী। উপর-উপর ক্ষতসমূহ। চোখের পাতা দানাসমূহ। কণীনিকার অস্বচ্ছতা।

কান— মধ্যবর্ণের পুরাতন, সর্দ্দিজ অবস্থা। কানের চারিপাশের গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি। কানের ভিতর কামড়ানি ও শব্দসমূহ। ম্যাসটয়েড অস্থি আক্রান্ত হবার অবস্থা। কানের বাইরের দিকে প্রচুর রসক্ষরণ।

নাক— সর্দ্দি; শ্লেষ্মা সাদা ও গাঢ়। গলবিলের ছাদ এঁটে ধরা মামড়ীতে ঢাকা থাকে। সর্দ্দিতে নাকবন্ধ। নাক থেকে রক্তস্রাব (আর্নিকা; ব্রায়োনিয়া)।

মুখমন্ডল— গাল স্ফীত ও বেদনাপূর্ণ।

মুখগহ্বর— মুখের ভিতরে সাদা ঘা; মুখের ভিতরে ক্ষতসমূহ; মুখ গহ্বরের ভিতরে সাদা ক্ষত সমূহ। চোয়াল ও ঘাড়ের চারিপাশের গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি। জিহ্বা ধূসর শ্বেতবর্ণের লেপযুক্ত, শুষ্ক অথবা পিচ্ছিল।

গলা— ফলিকিউল্যার টনসিলাইটিস। টনসিল দুটি প্রদাহিত; এতবড়ো হয়ে যায় যে, শ্বাসনিতে কষ্ট হয়। ধূসরবর্ণের ছোপযুক্ত অথবা গলা ও টনসিলে ছোপসমূহ। গলবিলের ছাদে এঁটে ধরে থাকার মত মামড়ী। কর্ননলের প্রদাহ ও ঐ স্থান থেকে স্রাব নিঃসরণ।

পাকস্থলী—চর্বিযুক্ত অথবা মশলাদায় খাবার, খাওয়ার পরে বমন্‌ক্রম। সাদা, অস্বচ্ছ শ্লেষ্মা বমন; মুখের ভিতরে জল জমতে থাকে। পাকস্থলীর বেদনা, তৎসহ কোষ্ঠ-কাঠিণ্য। রাক্ষুসে ক্ষুধা; জলপান করলে ক্ষুধা চলে যায়।

উদর— উদর স্পর্শকাতর ও উদরে স্ফীতি। পেট ফাঁপা সূতার মত ক্রিমি, এই ক্রিমির জন্যে মলদ্বার চুলকায়।

মল—কোষ্ঠকাঠিন্য, হাল্কা বর্ণের মল। চর্বির্যুক্ত খাবার খাওয়ার পরে উদরাময়, কাদার মত রঙ বিশিষ্ট, সাদা, অথবা পিচ্ছিল মল। আমাশয়; প্রচুর মলত্যাগ, তৎসহ মল পিচ্ছিল। অর্শ; রক্তস্রাব; রক্ত কাল ও গাঢ়; ফিব্রিন যুক্ত, জমাট বাঁধা।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে অথবা অবরুদ্ধ অথবা নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে হয়; প্রচুর স্রাব; কালো-জমাট বাঁধা, অথবা চট্‌চটে, কালো রক্ত, অনেকটা আলকাতরার মত দেখতে (প্ল্যাটিনা)। প্রদরস্রাব; সাদা দুধের মত স্রাব, অনুত্তেজক, হাজাকর নয়। সকালের দিকে বমি-বমিভাব, তৎসহ সাদা শ্লেষ্মাবমন। স্তনগ্রন্থির ভিতর থোকা-থোকা জমাট, যা টিপলে নরম বলে মনে হয় এবং ঐ থোকা গুলি স্পর্শকাতর।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— কণ্ঠস্বরের লোপ; স্বরভঙ্গ। হাঁপানি, তৎসহ পাকাশয়িক গোলযোগ; শ্লেষ্মা সাদা এবং কেশে তুলে ফেলা খুবই কষ্ঠকর, জোরে শব্দ কর কাশি, মনে হয় কাশির ধমক যেন পাকস্থলী থেকে উঠে আসছে; ছোট-ছোট কাশির ধমক, তরুন ও আক্ষেপিক কাশি, অনেকটা হুপিং কাশির মত। শ্লেষ্মা গাঢ় ও সাদাবর্ণের। বায়ুনলীর ভিতর থাকা গাঢ়, চট্‌চটে শ্লেষ্মার ভিতর দিয়ে যখন বাতাস যায় তখন ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ হয়; শ্লেষ্মা কেশে তুলে ফেলা কষ্টকর।

পিঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— বাতজ জ্বর; **হাঁটুসন্ধির** চারিধারের স্ফীতি ও রস সঞ্চয়। বাতজ বেদনা, কেবলমাত্র নড়াচড়ার সময় অনুভূতি হয়, অথবা এই এই সময়ে ঐ বেদনা বৃদ্ধি পায়। রাত্রিকালীন বাতজ বেদনা; বিছানার গরমে বৃদ্ধি; কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত বেদনা বিদ্যুতের মত দ্রুত প্রসারিত হয়; রোগী বিছানা থেকে উঠে পড়তে বাধ্য হয় এবং বসে থাকে। লেখার সময় হাতগুলি আড়ষ্ট হয়ে আসে।

চামড়া— ব্রন, লাল উদ্ভেদসমূহ এবং একজিমা, তৎসহ ফোস্কাসমূহ, ফোস্কাগুলি গাঢ়, সাদাবস্তুতে পূর্ণ থাকে। শুষ্ক, ময়দার মত দেখতে আঁশসমূহ। (আর্সেনিক)। বার্সাইটিস।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— মশলাযুক্ত খাদ্যবস্তু, চর্বিজাতীয় বস্তু, নড়াচড়ায়।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-বেলেডোনার পরে সর্দ্দিজ প্রদাহ ও শারীরিক গ্রন্থিসমূহের বিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে **ক্যালি মিউর** ভালো কাজ করে। কিনো (কানে পুঁজ তৎসহ-ডানকানে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা); ব্রায়োনিয়া; মার্কিউরিয়াস; পালসেটিলা, সালফার,

শক্তি— ৩য় তেকে ১২ শক্তি।

যে সকল চর্মরোগে জ্বালাকর অনুভূতি থাকে সেই সকল ক্ষেত্রে এই ঔষধের বাহ্যিক প্রয়োগ চলে।

ক্যালি নাইট্রিকাম-নাইট্রাম

KALI NITRICUM-NITRUM **নাইট্রেট অফ পটাশিয়াম**

এই ঔষধটি প্রায়ই হাঁপানী রোগে ব্যবহার হয়, এছাড়াও এটি কার্ডিয়্যাক অ্যাজমা বা হৃদ্‌পিন্ডের ত্রুটিজনিত কারনে উদ্ভুত হাঁপানী রোগেও ভালো কাজ করে; **হঠাৎ করে সারা শরীর শোথের জন্য ফুলে গেলেও,** এই ঔষধটি ঐ ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান ঔষধ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। পাকাশয় অন্ত্রের প্রদাহ, তৎসহ প্রচন্ড দুর্বলতা ও ক্ষয়রোগের পুনরাক্রমনের ক্ষেত্রেও এই ঔষধটির কথা ভাবা যেতে পারে। পুঁজযুক্ত বৃক্ক প্রদাহ।

মাথা— মাথার চামড়া অত্যন্ত অনুভূতি প্রবন। মাথার বেদনা, তৎসহ মাথা ঘোরা, যেন মনে হয় ডানদিকে এবং পিছনের দিকে পড়ে যাবে; সামনের দিকে ঝুকলে বৃদ্ধি। মানসিক ক্লান্তি বা অবসাদ।

চোখ— দৃষ্টি ঝাপসা। চোখের সামনে নানা প্রকার বর্ণের গোলাকার রিং দেখা যায়। জ্বালা ও অশ্রুস্রাব।

নাক— হাঁচি, স্ফীতির মত অনুভূতি। ডানদিকের নাসারন্ধ্রে বেশি হয়। নাকের অগ্রভাগ লালচে বর্ণযুক্ত ও চুলকায়। নাকের পলিপ (স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইট)।

মুখগহ্বর— জিহ্বা লাল, তৎসহ জ্বালাকর ফুস্কুড়িসমূহ, জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালা, গলা সঙ্কুচিত ও টাটানি ব্যথাযুক্ত।

মল— পাতলা জলের মত, রক্তমিশ্রিত। মলের মধ্যে শৈষ্মিক ঝিল্লীর টুকরো থাকে, তৎসহ কোঁথ। বাছুরের মাংস খাবার ফলে উদরাময়।

স্ত্রীরোগ— ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, প্রচুর, **কালচে,** ঋতুস্রাবের আগেও ঋতুস্রাবের সময়ে তীব্র। পিঠের বেদনা, প্রদর স্রাব। কেবলমাত্র ঋতুস্রাবকালে ডিম্বাশয়স্থানে জ্বালাকর বেদনা। (জিঙ্কাসে পরে)। **শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ**— স্বরভঙ্গ। সকালে শুষ্ক কাশি, তৎসহ বুকে বেদনা ও রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা। ব্রঙ্কাইটিস, তৎসহ তীক্ষ্ণ, শুষ্ক, খুক্‌খুকে, ছোট ছোট কাশির ধমক। হাঁপানী, তৎসহ তীব্র শ্বাসকষ্ট এত তীব্র, যে জলপান করার জন্য একটু বেশি সময় নিয়ে শ্বাস ধরে রাখতে পারে না, যদি ও রোগী তৃষ্ণার্ত। বুকের ভিতর সঙ্কোচনের অনুভূতি। সকালের দিকে বুকের ভিতরভারী বোধের বৃদ্ধি। টকগন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা। গলা খাঁকার দিয়ে শুষ্ক বের করে দেবার পরে জমাট বাঁধা রক্ত আসে। ক্ষয় রোগের তরুণ আতিশয্য; ফুসফুসের রক্তাধিক্য। আক্ষেপিক ঘুংড়ি কাশি, নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাশির ধমক। কণ্ঠনলীর ডিফ্‌থিরিয়া।

হৃদপিন্ড—নাড়ীদুর্বল, ছোট, সূতার মত। হৃদপিন্ড স্থানে তীব্র সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা এবং হৃদ্‌পিন্ডের স্পন্দন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—দুটি স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্তী অংশে বেদনা। কাঁধে ও সন্ধিস্থানে ছিঁড়ে ফেলার মত ও কিছু ফোটার মত বেদনা। হাত ও আঙ্গুলগুলি ফুলেছে বলে মনে হয়।

কমা-বাড়া—**বৃদ্ধি**— বাছুরের মাংস আহারে, সকালের ও বিকালের দিকে,

উপশম—এক চুমুক-এক চুমুক করে জলপানে উপশম।

সম্বন্ধ— **দোষঘ্ন**—ওপিয়াম; নাইট্রি স্পিরিটাস ডানসিস, ওপিয়াম ও মর্ফিনের বিষক্রিয়া নষ্ট করার জন্য এই ঔষধ ৮-১০ গ্রেন পরিমানে এক গ্লাস জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রযোজ্য।

তুলনীয়—গান-পাউডার (২x বিচূর্ণ, রক্তদুষ্টির ক্ষেত্রে। ক্ষতস্থানে বিষাক্ত হলে ঐ ক্ষেত্রে ব্যবহার্য। আইভি বিষক্রিয়া ও প্রাইমিউল্যার‍্যাশ নষ্ট করে (ক্লার্ক)। হার্পিস ফেসিয়্যালিস; ছোট ছোট ফোঁড়া সমূহ। কার্বাঙ্কল)।

ক্যানাবিস স্যাটাইভা (এটির ভিতরে প্রচুর পরিমানে ক্যালি নাইট্রেট থাকে)।

লাইকোপোডিয়াম; স্যাঙ্গুইনেরিয়া; এলিয়াম স্যাটাইভা; এন্টিমোনিয়াম আয়োডিয়াম।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

ক্যালি পারম্যাঙ্গানিকাম

KALI PERMANGANICUM — **পারম্যাঙ্গানেট অফ্ পটাশিয়াম**

নাক, গলা ও কণ্ঠনলীর তীব্র উপদাহ। ডিফ্‌থিরিয়া। বেদনাদায়ক ঋতুস্রাব। সাপের কামড় ও অন্যান্য জীবজন্তুর বিষক্রিয়া। রক্তদুষ্টি বা সেপ্টিক অবস্থা; শরীরের তন্তুসমূহের পচনের প্রবণতা।

শ্বস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— নাক থেকে র ক্তস্রাব। নাসিকা স্রাব। নাকের ভিতরে বেদনা ও উত্তেজনা। গলায় সঙ্কোচনের ও হুলফোটানোর মত অনুভূতি। কণ্ঠনলীর ভিতরে হেজে যাবার মত অনুভূতি। খুক্‌খুকে, ছোট-ছোট কাশির ধমক।

গলা— স্ফীত ও বেদনাদায়ক। গলা খাঁকার দিলে সকল কিছু উঠে আসে, তৎসহ রক্তের ছিটযুক্ত। নাকের পিছনের অংশ বেদনাপূর্ণ। ঘাড়ের পেশীতে আড়ষ্টতার অনুভূতি। আলজিহ্বা স্ফীত। শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ।

শক্তি—বাহ্যিকভাবে। ১ ড্রাম এই ঔষধ তিনপোয়া জলের সঙ্গে মিশিয়ে ক্যান্সার, ক্ষত, নাকের পচাক্ষত, এবং অন্যান্যস্থানের দুর্গন্ধ দূর করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও ইঞ্জেকশন হিসাবে প্রদরস্রাব ও গনোরিয়ল রোগে ব্যবহার হয়। আভ্যন্তরীণভাবে ২x বিচূর্ণ জলের সঙ্গে প্রযোজ্য। স্থল-পক্সের উদ্ভেদের ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে এই ঔষধের সিক্ত মিশ্রন প্রযোজ্য। **মর্ফিনের বিষক্রিয়ার, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের কাজ**— দেখা গেছে যে, মর্ফিন বা ওপিয়ামের বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট সব থেকে বেশিমাত্রায় কার্যকরী রাসায়নিক দোষঘ্ন, এটি সরাসরি মর্ফিনের উপর কাজ করে। পাকস্থলীর মধ্যে পারম্যাঙ্গানেট সরাসরি মর্ফিন বা ওপিয়ামের সংস্পর্শে আসে এবং এই ভাবেই এটি সব থেকে ভালো কাজ করে;চামড়ার নীচে অথবা শিরার মধ্যে এই ঔষধের ইঞ্জেকশন সম্পূর্ণভাবে বিফল হয়।

মর্ফিন বা ওপিয়াম গ্রহণ করার পরে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ২-৫ গ্রেন পারম্যাঙ্গানেট, জলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা প্রয়োজন। এই পরিমান, বাড়ানো যেতে পারে যদি বিষাক্ত বস্তুটি গ্রহণের পরিমানও বেশি হয়। কম পক্ষে এক পাঁইট পরিমান বমি করানো প্রয়োজন।

ক্যালি ফসফোরিকাম

KALI PHOSPHORICUM — ফসফেট অফ্ পটাশিয়াম

স্নায়ু রোগের একটি বিশিষ্ট ঔষধ বিশেষ। **দুর্বলতা**। দুর্বল ও ক্লান্তি। বিশেষভাবে যুবকদের উপর ভালো কাজ করে। **সুস্পষ্টভাবে** সংবেদশীল স্নায়ুতন্ত্রের গোলযোগ, এই ঔষধে দেখতে পাওয়া যায়। **অবস্থাসমূহ**, স্নায়ুর **ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন** এইরূপ **অবস্থা** থেকে উৎপন্ন হয়, স্নায়বিক দৌবর্বল্য, মানসিক ও শারীরিক অবসাদ গ্রস্ততা এই **ঔষধের** সাহায্যে চমৎকার উন্নতি লাভ করে। এইজাতীয় অবস্থা উদ্ভবের কারণ হল, উত্তেজনা, অতিরিক্ত বিশ্রাম ও উদ্বেগ। পাশাপাশি এটি উদ্যমহীনতা ও **পচনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত**, গ্যাংগ্রীন জাতীয় অবস্থা। এই দুই নির্দেশের দ্বারা, ঔষধটি বহু রোগজ অবস্থা সম্মানের সঙ্গে পেরিয়ে গেছে। স্মরনে রাখা প্রয়োজন যে, এই ঔষধটি সন্দেহজনক উৎকট জাতীয় অর্বুদসমূহ বা ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের চিকিৎসায় ব্যবহার হয়ে থাকে। ক্যান্সার রোগ কমে আসার মুখে, যে সময় ক্ষতস্থান শুষ্কতে শুরু করে এবং যখন ক্ষতস্থানের চারিপাশের চামড়ায় **কম্বে** টানার মত **অনুভূতি** দেখা দেয়। বিলম্বিত প্রস্রাব।

মন— উদ্বেগ, স্নায়বিকভীতি, অলসভাব। **লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাতে অনিচ্ছা, তীব্র অবসাদ ও হতাশ।** তীব্র স্নায়বিক, সহজেই চমকিয়ে উঠে, **খিটখিটে,** মস্তিষ্কের ভিতরে শূন্যবোধ;রাত্রিতে ভয়। ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ানো। স্মৃতি শক্তির লোপ পাওয়া। **সামান্য শারীরিক পরিশ্রম, প্রচুর পরিশ্রম বলে মনে হয়।** ব্যবসা, সম্পর্কিত **তীব্র হতাশা। লাজুক,** বিতর্ক অপছন্দ।

মাথা— মাথার পিছনের অংশে বেদনা; বিছানা থেকে উঠার পরে উপশম। মাথা ঘোরা, শুয়ে থাকলে, দাঁড়ালে, বসে থাকলে, এবং উপরের দিকে তাকালে। (গ্র্যান্ট)। **মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা।** ছাত্রদের মাথার যন্ত্রনা এবং অত্যধিক ক্লান্ত ব্যক্তিদের। মাথার যন্ত্রনা আস্তে আস্তে নড়াচড়ায় উপশম। মাথার যন্ত্রনা, তৎসহ পরিশ্রান্ত, পাকস্থলীর ভিতরে শূন্যবোধ। (ইগ্নেশিয়া;সিপিয়া)।

চোখ—দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা;কোন কিছু দেখে বুঝতে পারার ক্ষমতার হ্রাস;ডিফথিরিয়ার পরে;অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে। চোখের পাতা ঝুলে পড়া **(কষ্টিকাম)।**

কান— কানের ভিতরে ভোঁ ভোঁ শব্দ।

নাক— নাকের রোগসমূহ, তৎসহ দূর্গন্ধ;দূর্গন্ধযুক্তস্রাব।

মুখমন্ডল— কালচে বর্ণযুক্ত ও কোটরগত তৎসহ চোখদুটি ভিতরের দিকে ঢুকে থাকে। ডানদিকে স্নায়ুশূল, ঠান্ডা প্রয়োগে উপশম।

মুখগহ্বর— **শ্বাস-প্রশ্বাস** দূর্গন্ধযুক্ত। জিহ্বা বাদামি লেপযুক্ত, অনেকটা সর্ষের মত দেখতে। সকালের দিকে জিহ্বা **অত্যন্ত শুষ্ক** থাকে। দাঁতের বেদনা, তৎসহ মাঢ়ী থকে খুব সহজেই রক্তপাত হয়ে থাকে;মাঢ়ী ফোঁপরা বা স্পঞ্জের মত।

গলা—গলায়, গ্যাংগ্রীণের মত ক্ষত। স্বরযন্ত্রের পক্ষাঘাত।

পাকস্থলী— পাকস্থলীর ভিতর একপ্রকার স্নায়বিক শূন্যতার অনুভূতি। (ইগ্নেশিয়া, সিপিয়া, সালফার)। সামুদ্রিক অসুস্থতা, যদিও বমি-বমিভাব থাকে না।

উদর—উদরাময়, পচা, **দূর্গন্ধযুক্ত,** ভয় পেয়ে উদরাময়, তৎসহ বিষাদ ও ক্লান্তি। আহারের সময় উদরাময়। আমাশয়, মল তাজা রক্তযুক্ত;রোগী প্রলাপ বকে;উদরস্ফীত, কলেরা; মল চাল ধোওয়া জলের মত। **(ভিরেট্রাম; আর্সেনিক; জ্যাট্রপা)।** সরলান্ত্রেরস্থানচ্যুতি। (ইগ্নেশিয়া, পডোফাইলাম)।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের **অনেক পরে** অথবা **অত্যন্ত অল্প,** সাধারণত; ফ্যাকাশে, খিটখিটে, অনুভূতি প্রবন এবং ক্রন্দন প্রবন স্ত্রীলোক। স্রাব প্রচুর। গাঢ় লাল, অথবা কালচে লাল বর্ণযুক্ত, পাতলা এবং জমাট বাঁধে না; কোন সময়ে দূর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে। দুর্বল এবং নিষ্ফল প্রস্রব বেদনা।

পুরুষের রোগ— রাত্রিকালীন বীর্যপাত, যৌনক্ষমতা কমে যায়;সঙ্গমের পরে অত্যন্ত দুর্বলতা। **(ক্যালি-কার্ব)।**

প্রস্রাব যন্ত্রসমূহ— অসাড়ে মূত্রত্যাগ। প্রস্রাব ধরে রাখতে পরে না। প্রস্রাবনলী থেকে রক্তস্রাব। অত্যন্ত হলুদবর্ণের প্রস্রাব। **শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ**— হাঁপানী, সামান্য খাদ্যে বৃদ্ধি। উপরে উঠার সময় ছোট-ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস। কাশি; শ্লেষ্মা হলুদ বর্ণের।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— পিঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পক্ষাঘাতের ন্যায় খঞ্জতা। পরিশ্রমে বৃদ্ধি। তৎসহ অবসাদ এবং এর পরে ক্লান্তি।

জ্বর— গায়ের তাপ স্বাভাবিকের থেকে কম।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, উত্তেজনা, উদ্বেগ, মানসিকও শারীরিক পরিশ্রমে; আহারে ঠান্ডায়, খুব সকালে।

উপশম—উষ্ণতা, বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্যে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—**ক্যালি হাইপো ফসফরাস** (দুর্বলতা তৎসহ পেশীসমূহের ক্ষয়। প্রস্রাবে ফসফেটের উপস্থিতি তৎসহ রক্তাল্পতা অথবা রক্তে শ্বেতকণিকার বৃদ্ধি। অতিরিক্ত চা পানের কুফল। পুরাতন ব্রঙ্কাইরোগ যেক্ষেত্রে শ্লেষ্মা গাঢ় ও দুর্গন্ধযুক্ত, কোন-কোন ক্ষেত্রে অল্প ও চটচটে। শক্তি মূল ঔষধের ৩x বিচূর্ণ পাঁচ গ্রেন মাত্রায়)

জেনিষ্টা— (মাথার কপাল অংশে বেদনা এবং মাথাঘোরা, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, মুক্তবাতাসে ও আহারে উপশম। গলাশুষ্ক, ঘুম থেকে জেগে উঠে তৎসহ মুখ দিয়ে জল উঠে। কনুই, হাঁটুও গোড়ালি সন্ধিস্থানে চুলকানিযুক্ত উদ্ভেদ সমুহ। শোথযুক্ত অবস্থায় প্রস্রাব বর্ধকের কাজ করে)।

ম্যাক্রোজেমিয়া স্পাইরেলিস—(বড়ো কোন রোগের পরে প্রচন্ড দুর্বলতা,পতনাবস্থা। কোন প্রকার সঙ্গত কারণ ছাড়াই ক্লান্তি, বেদনা থাকে না। মাথার তালুতে ছিদ্র করার মত বেদনা;সারা রাত্রি বমি ও ওয়াক তোলা;চোখ গোলা এক প্রকার অসম্ভব, মাথাঘোরা এবং ঠান্ডা)।

জিঙ্কাম; জেলস; সিমিসিফিউগা, ল্যাকেসিস; মিউরিয়েটিক অ্যাসিড।

শক্তি—৩য় থেকে ১২ শক্তি। কয়েকটি ক্ষেত্রে মনে করা হয় উচ্চতর শক্তি নির্দেশিত হয়।

ক্যালি সিলিকেটাম

KALI SILICATUM সিলিকেট অফ্ পটাশ

এটি একটি গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ বিশেষ। সুস্পষ্ট ক্লান্তি। সকল সময় শুয়ে থাকতে ইচ্ছা, শীর্ণতা।

মাথা—অন্য মনস্ক, আতঙ্কগ্রস্ত, হতাশ, ভীরু। ইচ্ছা শক্তির দুর্বলতা। মাথায় রক্তাধিক্য, রক্ত শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে মাথার দিকে প্রবহমান হয়। মাথা ঘোরা, মাথার শীতলতা; আলোকাতঙ্ক। নাকের সর্দ্দি, স্রাব **রক্তযুক্ত**, হাজাকর, নাক থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে, নাকস্ফীতি ও ক্ষতযুক্ত।

পাকস্থলী— আহারের পরে পাকস্থলীতে ভারীবোধ, বমি-বমিভাব, বেদনা, পেটফাঁপা, যকৃৎ স্থানে বেদনা। কোষ্ঠকাঠিণ্য। মলত্যাগের সময় মলদ্বারে সঙ্কোচন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— সারা শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আড়ষ্টতা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কট্‌কট্ শব্দ হয়। পেশীর নর্তন। দুর্বল ও পরিশ্রান্ত।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— মুক্তবাতাসে, বায়ুপ্রবাহে, ঠান্ডায়, পরিশ্রমে, নড়াচড়ায়, জামা-কাপড় খোলার পরে,স্নানে।

শক্তি— উচ্চতর শক্তি সমূহ।

ক্যালি সালফিউরিকাম

KALI SULPHURICUM **পটাশিয়াম সালফেট**

এই ঔষধটি প্রদাহের শেষাবস্থায় প্রযোজ্য। হলুদবর্ণের শ্লেষ্মা ও রক্তাম্বুস্রাবী স্রাব, প্রচুর ও থেমে থেমে। অক্সালিক অ্যাসিডযুক্ত প্রস্রাবের এই ঔষধটি খুব বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে।

মাথা— বাতজনিত মাথার বেদনা, সন্ধ্যার দিকে মাথার যন্ত্রনা শুরু হয়। মাথায় স্থানে স্থানে টাকপড়া, খুস্কি, মাথায় ঝলসে যাবার মত অনুভূতি।

কান— কর্ননলীর বধিরতা। হলুদ বর্ণের স্রাব হাইড্যাষ্টিস)।

. নাক— সর্দ্দি, তৎসহ হলুদ, পিচ্ছিল শ্লেষ্মা। নাক বন্ধ হয়ে থাকে। ঘ্রান শক্তির লোপ। নেট্রাম, মিউর)। নাসিকা-গলবিলীয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রক্তাধিক্য, রোগী মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়, নাক ডাকা প্রভৃতি। সন্ধির অপসারনের পরেও এই অবস্থা থেকে যায়।

মুখমন্ডল— গরম ঘরের ভিতর থাকার সময় কন্‌কনানী। এপিথিলিয়োমা)

পাকস্থলী— জিহ্বা হলুদ লেপ যুক্ত ও পিচ্ছিল। মাঢ়ী বেদনাপূর্ণ। জ্বালাকর তৃষ্ণা। বমি-বমিভাব ও বমি, পাকস্থলীতে পূর্ণতার অনুভূতি। উষ্ণপানীয় পান করতে ভয়।

উদর— শূল বেদনা, উদর স্পর্শে ঠান্ডার অনুভূতি, পেট ফাঁপা, টেনে ধরার মত অনুভূতি, হলুদ, পিচ্ছিল উদরাময়। কোষ্ঠকাঠিণ্য তৎসহ অর্শ (সালফার)।

পুরুষের রোগ— গনোরিয়া, স্রাব পিচ্ছিল, হলদেটে সবুজবর্ণের, অন্ডদ্বয়ের প্রদাহ। পুরাতন প্রমেহ।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাব অনেকদেরি করে, অল্প, তৎসহ তলপেটে ভারবোধের ন্যায় অনুভূতি। অতিরজঃ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— বুকের ভিতরে ঘড়ঘড়ে শব্দ। বুকের ভিতরে শ্লেষ্মার ঘড়ঘড়ানি। (টার্টার এমেটিক)। ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে কাশি, বিশেষ করে শিশুদের। হাপানি, তৎসহ হলুদ বর্ণের শ্লেষ্মা। কাশি; সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, এবং উষ্ণ আবহাওয়ায় বৃদ্ধি। স্বরভঙ্গ। (হিপার, স্পঞ্জিয়া)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ঘাড়ের গ্রীবা দেশে, পিঠে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা, উষ্ণ ঘরে বৃদ্ধি। ভ্রমনশীল, চমকিয়ে যাবার মত বেদনা।

জ্বর— রাত্রে শরীরের তাপমাত্রায় বৃদ্ধি। সবিরাম জ্বর, তৎসহ হলুদ, পিচ্ছিল, জিহ্বা।

চামড়া— সোরিয়াসিস। (আর্সেনিক, থাইরয়ডিনাম)। এক্‌জিমা, জ্বালা, চুলকানি, ফুস্কুড়ির ন্যায় উদ্ভেদসমূহ। আমবাত। পলিপ। এপিথিলিয়েমা। মেদময় গ্রন্থির অস্বাভাবিক স্রাব। মাথায় চামড়ায় অথবা দাড়িতে দাঁদ তৎসহ প্রচুর আঁশ।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, সন্ধ্যায়, উষ্ণ ঘরে।

উপশম— ঠান্ডায় ও মুক্ত বাতাসে।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ক্যালি সালফ ক্রোমিকো— অ্যালাম অফ্ ক্রোম-৩x (নাসিকা ভেদক থেকে নাকের বাইরের আবরণ পর্যন্ত সরু সূতার মত বস্তু উৎপন্ন হয়;নাকের উপসর্গসমূহ ও হে-ফিভার। পুরাতন সর্দ্দি, হাঁচি, লাল, জলপূর্ণ চোখ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ)। পালসেটিলা, ক্যালিবাই; নেট্রাম মিউর।

শক্তি— ৩য় থেকে ১২ শক্তি।

ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া

KALMIA LATIFOLIA — মাউন্টেন লরেল

এটি বাত রোগের একটি ঔষধ বিশেষ। বেদনা দ্রুতস্থান পরিবর্তন করে। বমি-বমিভাব ও ধীর গতির নাড়ী এই ঔষধের উপসর্গের সঙ্গে বর্তমান থাকে। হৃদপিন্ডের উপর সুস্পষ্ট কাজও আছে। সামান্য মাত্রায়, এটি হৃদ্‌স্পন্দনের মাত্রা বাড়িয়ে থাকে;অধিক মাত্রায় এটি হৃদ্‌পিন্ডের কাজকে সংযত রাখে। স্নায়ুশূল, বেদনা তীব্র বেগে নীচের দিকে নেমে, তৎসহ অসাড়ভা। লোকোমোটর অ্যাটেক্সিয়া রোগে তীব্র বেদনার অনুভূতি। বহুকালস্থায়ী এবং অবিরাম চলতে থাকা জ্বর, তৎসহ পেট ফাঁপা। পক্ষাঘাতের ন্যায় অনুভূতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কন্‌কনাণী, প্রায় প্রতিটি উপসর্গের সঙ্গে বর্তমান থাকে। প্রস্রাবে অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি।

মাথা— মাথাঘোরা; সামনের দিকে ঝুঁকলে বৃদ্ধি। মস্তিষ্কের বিভ্রান্তি। মাথার সামনের ও রগের দিকে বেদনা, এবং বেদনা মাথা থেকে ঘাড় ও দাঁত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়;হৃদ্‌পিন্ডের গোলযোগ থেকে রোগের উৎপত্তি।

চোখ— দৃষ্টিশক্তির কমে যাওয়ায়। চোখ ঘোরাবার সময়ে টেনে ধরার ন্যায়, আড়ষ্টতার ন্যায় অনুভূতি। কনিনীকার বাতজ প্রদাহ। স্কোলেরাইটিস, চোখের নড়াচড়ায় বেদনায় বৃদ্ধি।

মুখমন্ডল—স্নায়ুশূল, ডানদিকে বৃদ্ধি। জিহ্বার সূচ ফোটার মত বেদনা। চোয়াল ও মুখমন্ডলের অস্থিতে সূচীবিদ্ধবৎ ও ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা।

পাকস্থলী— পাকস্থলীর উপরের অংশে উষ্ণতার ও সামান্য জ্বালার অনুভূতি। বমি-বমিভাব; বমি। পাকস্থলীর উপরের অংশে বেদনা; সামনের দিকে ঝুঁকলে বৃদ্ধি; খাড়াভাবে বসে থাকলে উপশম। পিত্তের গোলযোগ জনিত কারণে উপসর্গসমূহ, তৎসহ বমি-বমিভাব, মাথা ঘোরা ও মাথার বেদনা। মনে হয় যেন পাকস্থলীর উপরের অংশের নিচে কিছু দিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছে। প্রস্রাব সংক্রান্ত যন্ত্রসমূহ - বারে-বারে প্রস্রাব, তৎসহ কোমর প্রদেশে তীক্ষ্ণ বেদনা। স্কারলেট জ্বরের পরে নেফ্রাইটিস রোগ। হৃদ্‌পিন্ড- দুর্বল, ধীরগতি বিশিষ্ট নাড়ী। (ডিজিট্যালিস ; এপোসাইনাম ক্যান)। বুক ধড়ফড় তৎসহ উদ্বেগ। হৃদ্‌কম্প, সামনের দিকে ঝুঁকলে বৃদ্ধি। বাতজনিত রোগ যখন হৃদ্‌পিন্ডে স্থানান্তরিত হয়। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক অবস্থার থেকে অনেক বেশি, তৎসহ বেদনা। (থাইরয়ডিনাম)। তামাক সেবনের কুফল থেকে হৃদ্‌পিন্ডের উপসর্গ সমূহ। শ্বাসকষ্ট এবং পাকাশয়ের উপরের অংশ থেকে হৃদ্‌পিন্ডে ধাক্কা মারার মত অনুভূত। তীক্ষ্ণ বেদনার ফলে শ্বাসরোধ হয়ে আসে। বুকের ভিতর দিয়ে হৃদ্‌পিন্ডের উপরের অংশ থেকে স্কন্ধাস্থি পর্যন্ত তীরবিদ্ধবৎ বেদনা। নাড়ীর গতি দ্রুত। হৃদ্‌পিন্ডেরক্রিয়া কম্পনের মত, দ্রুত ও দেখতে পাওয়া যায়। হৃদ্‌পিন্ডের চারিধারে থেকে থেকে বেদনা বোধ।

স্ত্রীরোগ — মাসিক ধাতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে অথবা অবরুদ্ধ, তৎসহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, পিঠে ও উরুস্থানের ভিতরের দিকে বেদনা। ঋতুস্রাবের পরে প্রদরস্রাব।

পিঠ — ঘাড় থেকে বেদনা নীচের দিকে বাহু পর্যন্ত নামে ; পিঠের উপরের অংশের তিনটি কশেরুকার স্থান থেকে বেদনা স্কন্ধাস্থি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। বেদনা পিঠের নিচের অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, মনে হয় যেন পিঠে ফেটে যাবে ;কশেরুকার কোন-কোন অংশে জমে থাকা বেদনা। কাঁধের ভিতর দিয়ে বেদনা। কোমরের বেদনা, স্নায়বিক কারণে বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — কাঁধের ত্রিকোন পেশীর বাত রোগ, বিশেষকরে ডানদিকের। নিতম্ব স্থানে বেদনা, বেদনা হাঁটু ও পায়ের পাতা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। বেদনা অঙ্গগুলির অধিকাংশ স্থানেই হয়ে থাকে অথবা বাহুসন্ধিতে এবং দ্রুত চলাচল করে। দুর্বলতা, অসাড়তা, খোঁচামারার মত বেদনা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এবং শীতলতার অনুভূতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। আলনার স্নায়ু বরাবর বেদনা, বেদনা তর্জনীর উপর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সন্ধিস্থান লালচে, উত্তপ্ত, স্ফীত। বাম বাহুতে সুড়সুড়ি ও অসাড়তা।

ঘুম — নিদ্রাহীনতা, খুব সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি সামনের দিকে ঝুঁকলে (ক্যালিকার্বের বিপরীত) ;নীচের দিকে তাকালে;; নড়াচড়ায়, মুক্ত বাতাসে

সম্বন্ধ-তুলনীয় — ক্যালমিয়া (বাতজ কারণে স্নায়বিক মাথার যন্ত্রনায় খুব ভালো কাজ করে)।

স্পাইজেলিয়া ; পালসেটিলা।

পরিপূরক - বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড।

শক্তি — অরিষ্ট, থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

কেয়োলিন

KAOLIN বোনাস অ্যাম্বা (চায়না ক্লে)
অ্যালুমিনাসিলিকেট

ঘুংড়ি কাশি ও ব্রঙ্কাইটিস রোগের একটি ঔষধ।

নাক — নাকের ভিতর চুলকানি ও জ্বালা। স্রাব হলুদবর্ণের। ক্ষতযুক্ত, মামড়ী যুক্ত, নাক বন্ধ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ — শ্বাসনলী বরাবর বুকের ভিতর টাটানি ; কিছুতেই বুকেরউপরে টোকা দেওযা সহ্য করতে পারে না। শ্লেষ্মা ধুসর বর্ণের। ক্যাপিল্যারি ব্রঙ্কাইটিস। কণ্ঠনলী ও বুকে টাটানি। কৃত্রিম ঝিল্লীর সৃষ্টি সহ ঘুংড়ি কাশি – নীচের দিকে ঝিল্লী শ্বাসনলী পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

শক্তি — নিম্নসক্তির বিচূর্ণ।

কুসো - ব্রেয়ারা

KOUSSO-BRAYERA হেজিনিয়া অ্যাবিসিনিকা

এটি একটি কৃমিনাশক ঔষধ বিশেষ – বমি – বমিভাব ও বমি, মাথা ঘোরা, হৃদ্‌পিন্ডস্থানে উদ্বেল, নাড়ী ধীরগতি সম্পন্ন ও অনিয়মিত, নাতি প্রবল প্রলাপ ও হিমাঙ্গ অবস্থা।

দ্রুত ও মারাত্মক দুর্বলতা। ফিতা কৃমি অন্ত্র থেকে বার করে দেয়।

শক্তি — ১/২ আউন্স। গরমজলের সঙ্গে মিশিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দেওয়া হবে, খুব ভালো করে নাড়িয়ে মিশিয়ে নেওয়া হবে। এরপরে সামান্য পরিমাণে লেবুর রস দেওয়া যেতে পারে।

সম্বন্ধ - **তুলনীয়** - **ম্যালোটাস** — ফিতাকৃমির ক্ষেত্রে একটি প্রকৃষ্ট ঔষধ বিশেষ। ৩০ থেকে ৬০ ফোঁটা মাত্রায় ঔষধের অরিষ্ট দারুচিনির জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রযোজ্য।

ক্রিয়োজোটাম

KREOSOTUM বীচ্‌উড ক্রিয়োজোট

ক্রিয়োজোটাম ফিনলের একটি মিশ্রণ বিশেষ, ফিনল পরিশ্রুত করে এটি পাওয়া যায়।

সারা শরীরে স্পন্দন, এবং সামান্য ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তপাত। অত্যন্ত তীব্র, পুরাতন স্নায়বিক উপসর্গ সমূহ ; বেদনা বরং বিশ্রামে বাড়ে। হাজাকর, জ্বালাকর, এবং দুর্গন্ধিযুক্ত

স্রাব সমূহ। রক্তস্রাব, ক্ষততা, ক্যান্সার জনিত উপসর্গ সমূহ। শরীরের তরল পদার্থ ও ক্ষত স্থানের রসের দ্রুত পচন এবং জ্বালাকর বেদনা। অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, শিশুর বৃদ্ধি স্বল্পতা। রজো নিবৃত্তি কালের রোগ সমূহ। টিউমারের মত স্ফীত, ফোলা ভাব ও পচন। দাঁত উঠার সময়ে শিশুর উপসর্গসমূহ।

মন — সঙ্গীতে কান্না পায় ও হৃদ্‌কম্প শুরু হয়। চিন্তার বিলুপ্তি ; বোকা, ভুলে যাওয়ার প্রবণতা, উত্তেজিত, খিটখেটে। শিশু বহু কিছু চায় কিন্তু যা কিছু তাকে দেওয়া হোক সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

মাথা — মৃদু বেদনা, মনে হয় যেন একটি তক্তা দিয়ে কপালের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে। ধাতুস্রাব জনিত মাথার বেদনা। মাথার পিছনের অংশে বেদনা। (জেলসেমিয়াম ; **জিঙ্কাম পিক্রিকাম**)।

চোখ — লবনাক্ত অশ্রুস্রাব। চোখের পাতা লাল ও স্ফীত।

কান — কানের চারিপাশে উদ্ভেদ সমূহ ও কানের ভিতরে ফুস্কুড়ি সমূহ। কানে শোনা কষ্টকর ও কানের ভিতরে ভোঁ-ভোঁ শব্দ।

মুখমন্ডল — রোগাক্রান্তের মত, বেদনার ছাপযুক্ত, উষ্ণ লালচে গাল।

মুখগহ্বর — ঠোঁট দুটি লালবর্ণ, রক্তপাত হয়। তীব্র **বেদনাদায়ক দন্তোদগম** ; শিশু বেদনার জন্য ঘুমাতে পারে না। **দাঁতগুলি খুব দ্রুত ক্ষয় পেয়ে থাকে তৎসহ ফোঁপরা, সহজে রক্তপাত যুক্ত মাঢ়ী**; দাঁত গুলি কালোবর্ণ ও সহজে ভেঙ্গে যায় (ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া ; এন্টিম ক্রুড)। পচা গন্ধ ও মুখের আস্বাদ তিতো।

নাক — নাকে দুর্গন্ধ ও নাক থেকে দুর্গন্ধি যুক্ত স্রাব নির্গত হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের পুরাতন সর্দ্দি। হাজাকর কাঁচাভাব। লুপাস ও (আর্সেনিক)।

গলা — জ্বালাকর, শ্বাসরোধের ন্যায় অনুভূতি। **পচাগন্ধ বেরিয়ে থাকে।**

পাকস্থলী — **বমি-বমি ভাব ;আহারের কয়েক ঘন্টা পরে ভুক্ত খাদ্য বস্তুর বমন ; সকালে মুখ দিয়ে মিষ্টি জলের বমন**। ঠান্ডার মত অনুভূতি, যেন মনে হয় পাকস্থলীতে **বরফজল ছিল**। টাটানির মত অনুভূতি ;আহারে উপশম। পেটে বেদনা দায়ক শক্ত স্থান। বমির সঙ্গে রক্ত উঠে। কিছুটা জল পানকরার পরে তিতো স্বাদ।

উদর — প্রসারিত। জ্বালাকর অর্শ। উদরাময় ; তীব্র দুর্গন্ধি যুক্ত ; কালচে-বাদামি। রক্তমিশ্রিত, দুর্গন্ধি যুক্ত মল।

শিশুদের কলেরা, তৎসহ বেদনাদায়ক দন্তোদ্‌গম, সবুজ মল, বমি-বমি ভাব, চামড়া শুষ্ক, অবসন্নতা, প্রভৃতি।

প্রস্রাব—দুর্গন্ধযুক্ত ; যোনিকপাট ও যোনি দেশে তীব্র চুলকানি, প্রস্রাব করার সময়ে বৃদ্ধি। কেবল মাত্র শুয়ে প্রস্রাব করতে পারে ;ঘুমের প্রথমাবস্থায় প্রস্রবের বেগ আসলেও, রোগী দ্রুত বিছানা থেকে উঠতে পারে না। প্রস্রাব করার স্বপ্ন দেখে। রাত্রির প্রথমভাগে অসাড়ে প্রস্রাব। প্রস্রাবের বেগ আসার সঙ্গে-সঙ্গে ছুটতে হয়।

স্ত্রীরোগ — যোনিকপাটের ভিতরে হাজাকর চুলকানি, ভগৌষ্ঠের জ্বালা ও স্ফীতি ভগৌষ্ঠ ও উরুর মধ্যবর্তী অংশে তীব্র চুলকানি। ঋতুকালে **শুনতে কষ্ট হয়** ; কানের ভিতরে ভোঁ-ভোঁ শব্দ ও গর্জ্জন ; ঋতুস্রাবের পরে উদ্ভেদ। যৌনাঙ্গের ভিতরে ও বাইরে জ্বালা ও ক্ষতের ন্যায় অনুভূতি। প্রদরস্রাব হলুদ, হাজাকর, সবুজ শস্যের মত গন্ধযুক্ত, দুটি ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে বৃদ্ধি। সঙ্গমের পরে রক্তস্রাব। মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, দীর্ঘস্থায়ী। গর্ভাবস্থায় বমি, তৎসহ লালাস্রাব। থেমে-থেমে মাসিক ঋতু-স্রাব (পালস) ; বসে থাকলে অথবা হাঁটা চলার সময়ে স্রাব বন্ধ হয়ে যায় ; উঠে দাঁড়ালে পুনরায় স্রাব শুরু হয়। মাসিক ঋতুস্রাবের পরে বেদনার বৃদ্ধি। প্রসবান্তিক স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত ; থেকে-থেকে স্রাব হয়ে থাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র সমূহ — স্বরভঙ্গ, তৎসহ কণ্ঠনলীর বেদনা। কাশি ; সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, তৎসহ বমির চেষ্টা, বুকে বেদনা। বুকের ভিতরে হেজে যাবার মত অনুভূতি, জ্বালা, বেদনা ও শ্বাসবোধ। ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে কাশি। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের শীতকালীন কাশি, তৎসহ বুকাস্থির উপর তীব্র ভারবোধ। ফুসফুসের গ্যাংগ্রীন। প্রতিবার কাশির পরে, প্রচুর, পুঁজের মত শ্লেষ্মা স্রাব। শ্লেষ্মার সঙ্গে আসে ; মাঝে-মাঝে নির্দিষ্ট সময়ে রোগাক্রমণ। বুকাস্থির উপর চাপ দিয়ে ভিতরের দিকে ঠেলা হচ্ছে, এই জাতীয় অনুভূতি।

পিঠ — টেনে ধরার মত পিঠের বেদনা, যৌনাঙ্গ ও নীচের দিকে উরুস্থান পর্যন্ত প্রসারিত হয়। প্রচন্ড দুর্বলতা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — সন্ধিস্থানে, নিতম্বস্থানে ও হাঁটুতে বেদনা। নিতম্ব সন্ধিতে ছিদ্র করার মত বেদনা। স্কন্ধাস্থিতে টাটানি ব্যথা।

চামড়া — চুলকানি, সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি। পায়ের তলার জ্বালাকর অনুভূতি। বার্ধক্য জনিত গ্যাংগ্রীন। ছোট ছোট ক্ষত থেকে সহজেই রক্তপাত হয়ে থাকে। (ক্রোটেলাস ; ল্যাকেসিস ; ফসফরাস)। পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ ও হার্পিস। কালশিরা ; হাত ও হাতের আঙ্গুলগুলির [illegible] পিছনের অংশে একজিমা।

ঘুম — আতঙ্ক গ্রস্ত তৎসহ ছটফট করা। ঘুম থেকে উঠার পরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পক্ষাঘাতের মত অনুভূতি। কোন কিছু অনুসরণ করা, আগুন, লিঙ্গোদ্রেক প্রভৃতি সম্পর্কিত উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্ন দেখে।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, মুক্তবাতাসে, ঠান্ডায়, বিশ্রামে, যখন শুয়ে পড়ে ; মাসিক ঋতুস্রাবের পরে।

উপশম, উষ্ণতায়, নড়াচড়ায়, গরম খাবারে।

সম্বন্ধ — [illegible]

শত্রুভাবাপন্ন — কার্বোভেজ।

ম্যালিগন্যান্ট জাতীয় রোগের ক্ষেত্রে পরিপূরক - আর্সেনিক ; ফসফরাস ; [illegible]

গুইয়্যাক্যাম (ক্রিয়োজোটের প্রধান উপাদান এবং এই ঔষধটির কাজও ক্রিয়োজোটের সদৃশ। ফুসফুসের টিবি রোগে ব্যবহার হয়ে থাকে। মাত্রা ১ থেকে ৫ ফোঁটা।)

মেটিকো — (গনোরিয়া, ফুসফুস থেকে রক্তস্রাব ; জনন ও প্রস্রাব সম্পর্কিত যন্ত্রণাসমূহ ও পাকাশয় অন্ত্র নলীর প্রদাহিক অবস্থা। এটি একটি রক্ত রোধক ঔষধ। কষ্টকর, শুষ্ক, গভীর, শীত কালীন কাশি। অরিষ্ট ব্যবহার হয়)।

এছাড়াও তুলনীয় --- ফিউলিগো লিগ্‌নি ; কার্বোলিক অ্যাসিড ; আয়োডিয়াম ; ল্যাকেসিস।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি। অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবন রোগীদের ২০০ শক্তি।

ল্যাবারনাম

LABRANUM সিষ্টিসাস ল্যাবারনাম

এই গুল্মটির সকল অংশই বিষাক্ত, পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহ উৎপন্ন করে তৎসহ বমি, উদরাময়, মাথার যন্ত্রণা, মুখমন্ডল ফ্যাকাশে ও চামড়া শীতল। বহুস্থান জুড়ে স্পর্শজ্ঞান শূণ্যতা এবং আক্ষেপ হল এই ঔষধের প্রধান কাজের অর্ন্তভুক্ত। সেরিব্রো-স্পাইন্যাল মেনিন্‌জাইটিস, প্রচন্ড দুর্বলতা, গলার ভিতরে সঙ্কোচনের অনুভূতি, ঘাড়ের অড়ষ্টতা, ঘাড়ের গ্রীবাদেশ থেকে মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলার মত অনুভূতি, চোখের উজ্জ্বলতর স্বল্পতা।

মাথা — হতবুদ্ধিকর ; উদাসীণতা। (ফসফরিক অ্যাসিড) চোখের তারা দুটি সমান ভাবে প্রসারিত নয় ; মাথাঘোরা ; মুখমন্ডলের পেশীর নর্তন। (এগারিকাস)। মস্তিষ্কের শোথ। অবিরাম মাথা ঘোরা, তীব্র নিদ্রালুতা।

পাকস্থলী — প্রচুর পিপাসা। অবিরাম বমি-বমিভাব, বমি ; পাকস্থলীর উপরের অংশে জ্বালাকর বেদনা।

কোঁথ ও লিঙ্গোদ্রেক। ঘাসের মত সবুজ প্রস্রাব।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — অসাড়তা ও হাতে বেদনা। হাত নাড়তে কষ্ট হয়।

তুলনীয় — নাক্স ; জেলসেমিয়াম ; সিস্টাইন।

শক্তি — ৩য় শক্তি।

ল্যাক ক্যানাইনাম

LAC CANINUM ডগ্‌স্ মিল্ক

এই ঔষধটি কয়েক প্রকারের গলক্ষত, ডিফ্‌থিরিয়া এবং বাত রোগের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট মূল্যবান। পাশাপাশি ঔষধটি দুর্বল জীবনী শক্তি বিশিষ্ট, জ্বর বিহীণ রোগে নির্দেশিত হয়। এই ঔষধের একটি সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণ হল, স্থান পরিবর্তনশীল বেদনা ও পর্যায়ক্রমে রোগ শরীরের একদিক থেকে অপরদিকে স্থান পরিবর্তন করে। রোগী মনে হয় সে যেন

বাতাসের মধ্যে হাঁটাচলা করছে অথবা শোবার সময় মনে হয় যেন সে বিছানা স্পর্শ করে নেই। প্রচন্ড দুর্বলতা। নাকে পচাক্ষত। যে সকল স্ত্রীলোক শিশুকে কোন কারণে স্তনের দুধ পান করাতে পারে না, তাদের স্তনের দুধ শুকিয়ে ফেলতে এই ঔষধটি নিঃসন্দেহে কার্যকরী হয়ে থাকে। প্রচন্ড দুর্বলতা ও অবসন্নতা। প্রতিদিন সকালে থেকে-থেকে অবসন্নভাব প্রকাশ পায়। স্তন গ্রন্থির প্রদাহ।

মন — অত্যন্ত বিস্মৃতি প্রবণ ; লেখার সময়, ভুল হয়ে যায়,

হতাশা ; রোগী মনে করে তার রোগ দুরারোগ্য। প্রচন্ড রাগের প্রকাশ। সাপসমূহ দেখে । রোগী মনে করে তার জীবনের সামান্য সার্থকতা নেই।

মাথা — বাতাসে হাঁটা-চলা করা বা ভেসে বেড়ানোর মত অনুভূতি (ষ্টিকটা)। বেদনা প্রথমে শরীরের একদিকে প্রকাশ পায়। তারপর অপরদিকে। দৃষ্টি ঝাপসা, বমি-বমিভাব, ও বমি, এই গুলি মাথার যন্ত্রণার চূড়ান্ত অবস্থার প্রকাশ পায়। মাথার পিছনের অংশে বেদনা, তৎসহ তীর বিদ্ধবৎ বেদনা কপাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মনে হয় যেন মস্তিষ্ক পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও শিথিল হচ্ছে। কানের ভিতরে শব্দ সমূহ। কণ্ঠস্বর কানের ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয়।

নাক — সর্দি;নাকের একদিক বন্ধ হয়ে যায়, অপরদিক খোলা থাকে। নাসা পক্ষ ও মুখের কোনে ফাটা সমূহ, নাকের অস্থিগুলির উপর চাপ দিলে টাটানি ব্যথা হয়। রক্ত মিশ্রিত পুঁজস্রাব।

মুখগহ্বর —জিহ্বা সাদালেপ যুক্ত তৎসহ জিহ্বার কিনারাগুলি উজ্জ্বল লালবর্ণ যুক্ত ; প্রচুর লালাস্রাব। ডিফ্থিরিয়াতে লাল পড়ে। আহারের সময় চোয়ালের ভিতরে কট্‌কট্ শব্দ হয়। (নাইট্রিক অ্যাসিড; রাসটক্স)। মিষ্টি জাতীয় বস্তু খাবার পরে মুখের পচা আস্বাদ বেড়ে যায়।

গলা— স্পর্শকাতর। ঢোক গেলা বেদনাপূর্ণ;বেদনা কান পর্যন্ত প্রসারিত হয়। গলক্ষত; ও কাশি, তৎসহ মাসিক ঋতুস্রাব। টনসিলাইটিস ও ডিফ্থিরিয়া রোগের লক্ষণগুলি বারে বারে একদিক থেকে অপরদিকে স্থান পরিবর্তন করে। গলার ভিতরে যেসকল বস্তু জমা হয় তা উজ্জ্বল ও চক্‌চকে, মুক্তের মত সাদা অথবা খাঁটি সাদা চিনা মাটির মত দেখতে। ঘাড় ও জিহ্বার আড়ষ্টতা। গলায় জ্বালাকর হাজার ন্যায় অনুভূতি। গলার ভিতর সুড়্‌সুড়ি এবং এর ফলে অবিরাম কাশি হয়; গলক্ষত, ঋতুস্রাবের শুরু থেকেসমাপ্তি পর্যন্ত বর্তমান থাকে।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, প্রচুর, গলগল করে স্রাব হয়। স্তন গ্রন্থির স্ফীতি; ঋতুস্রাবের পূর্বে বেদনাপূর্ণ। (ক্যাল্কেরিয়া কার্ব; কোনিয়াম; পালসেটিলা) এবং ঋতুস্রাব দেখা দেবার পরে উপশম। স্তনগ্রন্থির প্রদাহ। সামান্য ঝাঁকুনিতে বৃদ্ধি। স্তনের দুধ শুকাতে সাহায্য করে। পেটের উপরের অংশে খালিবোধ। যৌনাঙ্গ সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। পিঠের বেদনা; মেরুদন্ড স্পর্শ বা চাপে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবন। স্তনে দুধের আধিক্য।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ডানদিকের সায়েটিকা। পাগুলি অসাড় ও আড়ষ্ট বলে মনে হয়, পায়ের পাতায় খিলধরা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ও— পিঠে বাতজনিত কারণে বেদনা, বেদনা একদিক থেকে অপর দিকে যায়। বাহু থেকে হাতের আঙুলগুলি পর্যন্ত বেদনা। হাতের তালু ও পায়ের তলায় জ্বালা।

ঘুম— সাপের স্বপ্ন দেখে।

কমাবাড়া—বৃদ্ধি, একদিন সকালে এবং পরের দিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধি।

উপশম— ঠান্ডায়, ঠান্ডা পানীয়ে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ল্যাকেসিস; কোনিয়াম; ল্যাকফেলিনাম—ক্যাটস্‌মিল্ক (চোখের পাতার স্নায়ুশূল; চোখের উপসর্গ সমূহ, আলোকাতঙ্ক, **দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা**; বেদনাদায়ক ঋতুস্রাব);

ল্যাক ভ্যাক্‌সিনাম— কাউস্‌মিল্ক-(মাথার বেদনা, বাতের বেদনা, কোষ্ঠকাঠিণ্য);

ল্যাক ভ্যাক্‌সিনাম কোয়্যাগুলেটাম—দই-(গর্ভাবস্থায় বমি-বমিভাব);

ল্যাক্‌টিস ভ্যাক্‌সিনি ফ্লোক— ক্রীম-(ডিফ্‌থিরিয়া, প্রদরস্রাব, অতিরজো, বেদনাপূর্ণ ঢোক গেলা); ল্যাকটিক অ্যাসিড।

শক্তি— ৩০ থেকে উচ্চতর শক্তি সমূহ।

ল্যাক ডিফ্লোরেটাম

LAC DEFLORATUM — **স্কিমিড্‌ মিল্ক**

যে সকল রোগসমূহ শরীরের পুষ্টি সংক্রান্ত গোলযোগ থেকে উদ্ভব হয়, সেই সকল রোগের জন্য এটি একটি ঔষধ বিশেষ; মাথার একদিকে বেদনা, তৎসহ বেদনার **সময়** প্রচুর প্রস্রাব হয়ে থাকে। গাড়ীতে চড়ার **সময়ে বমি-বমিভাব**।

মাথা— হতাশা পূর্ণ। সকালে বিছানা থেকে উঠার সময়ে কপালে বেদনা শুরু হয়ে মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত প্রসারতি হয়। **প্রচন্ড দপ্‌দপানি**, তৎসহ বমি-বমি ভাব, বমি, চোখে দেখতে পায় না এবং দুর্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিণ্য; গোলমালে, আলোতে, নড়াচড়ায়, মাসিক ঋতুস্রাবের সময় বৃদ্ধি, তৎসহ প্রচন্ড অবসন্নতা এবং চাপে ও মাথায় কষে ব্যান্ডেজ বাঁধনে উপশম।

মল— কোষ্টকাঠিণ্য; মল শক্ত, বৃহৎ, তৎসহ প্রচন্ড কষ্টকর মলত্যাগ; বেদনাপূর্ণ, বিদারিত মল দ্বার।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—কোলোস্ট্রাম (শিশুদের উদরময়, সারা শরীরে টক গন্ধ। শূলবেদনা)। নেট্রাম মিউর।

শক্তি— ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি ও উচ্চতর।

ল্যাকেসিস

LACHESIS **সুরুকুকু**

সকল সাপের বিষের মত, ল্যাকসিনও রক্তের পচন ঘটায়, এবং রক্তকে আরো বেশি তরল করে ফেলে এই কারনে এই ঔষধে, রক্তস্রাব প্রবণতা সুস্পষ্টভাবে থাকে। পার্পিউরা, সেপ্টি কজনিত অবস্থা, ডিফ্থিরিয়া এবং অন্যান্য প্রকারের নাতিপ্রবণ রোগসমূহ, যখন সমগ্র শরীর বিষাক্ত হয়ে যায় এবং সুস্পষ্টভাবে অবসন্নতা থাকে। এই ঔষধের নির্বাচনে কমা-বাড়া লক্ষণগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কম্পসহ প্রলাপ তৎসহ প্রচন্ড কাঁপুনি এবং বিভ্রান্তি। রজোনিবৃত্তিকালে এই ঔষধটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং বিষন্নচিত্ত রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। স্রাব চাপা পড়ার কুফল সমূহ। ডিফ্থিরিয়াজনিত পক্ষাঘাত (**বোটুলিনাম**)। ডিফ্থিরিয়া রোগের বাহক। শরীরের বিভিন্ন অংশে টানভাব। শরীরের কোন অংশে, কোন কিছু কষে থাকা সহ্য হয় না।

মন— প্রচন্ড বাচালতা। প্রনয় প্রবন বা কাম প্রবন। সকালের দিকে দুঃখিত; পার্থিব জগতের সঙ্গে মেশার কোন ইচ্ছা থাকে না। অস্থিরতা ও অস্বস্তি; নিজের কাজ-কর্মে যোগ দেবার ইচ্ছা থাকে না; সব-সময়ে কোথাও পালিয়ে থাকার ইচ্ছা। হিংসুটে (**হায়োস**)। রাত্রে মানসিক কাজ খুব ভালোভাবে করতে পারে। সহজ মৃত্যু। সন্ধিগ্ধ; রাত্রে আগুন সম্পর্কে বিভ্রান্তি। ধর্মীয় উন্মাদনা। (**ভিরেট্রাম; ষ্ট্রামোনিয়াম**)। **সময় সংক্রান্ত জ্ঞানের লোপ।**

মাথা—ঘুম থেকে জাগার পরে মাথার ভিতর দিয়ে বেদনা। নাকের গোড়ায় বেদনা। মাথার তালুতে চাপবোধ ও জ্বালা। তরঙ্গায়িত বেদনা; নড়াচড়ায় বেদনার বৃদ্ধি। সূর্যের উত্তাপ লেগে মাথার বেদনা। মাথার বেদনার সঙ্গে, সামনে কম্পিত শিখাসমূহ দেখে, দৃষ্টি ঝাপসা, মুখ মন্ডল অত্যন্ত ফ্যাকাশে। মাথাঘোরা। স্রাব শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বেদনার উপশম (মাসিক ঋতুস্রাব বা নাকের সর্দ্দিজ স্রাব)।

চোখ— ডিফ্থিরিয়া রোগের পরে দৃষ্টি সম্পর্কিত গোলযোগ, চোখের বাহ্য পেশীসমূহ এতই দুর্বল যে, দৃষ্টবস্তুকে চোখের কেন্দ্রস্থলে স্থির রাখতে পারে না। মনে হয় যেন চোখ গুলি দড়ি দিয়ে টেনে রাখা আছে এবং ঐ দড়িগুলি নাকের গোড়ায় গিঁট দিয়ে কষে বাঁধা রয়েছে।

কান— জাইগোম্যাটিক প্রসেস থেকে কান পর্যন্ত বেদনা; এছাড়াও তৎসহ গলায় টাটানি ব্যথা। কানের খোল শক্ত, শুষ্ক।

নাক— রক্তপাত, নাসারন্ধ্র অনুভূতি প্রবণ। সর্দ্দি; এর পরে মাথার যন্ত্রনা। ঔষধি গন্ধজ হাঁপানি; থেকে থেকে হাঁচির আক্রমন (**সিলিকা; স্যাবাডিনা**)।

মুখমন্ডল— ফ্যাকাশে। মুখমন্ডলীয় স্নায়ুর শূলবেদনা, বামদিকের রোগাক্রমন, উত্তাপ মাথায় ছুটে যায়। (**ফসফরাস**)। চোয়ালের অস্থিতে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা।

অ্যামফিস্‌বিন; ফসফরাস), বেগুনি বর্ণ, নানাবর্ণের দাগযুক্ত, (**ফোলাভাব;দেখতে স্ফীত, থম্‌থমে ভাব, জন্ডিসগ্রস্ত**, রক্তহীণতা।

মুখগহ্বর— মাঢ়ী স্ফীত, ফোঁপরা, সহজেই রক্তপাত হয়। জিহ্বা স্ফীত, জ্বালাকর, কম্পযুক্ত, লালবর্ণ, শুষ্ক এবং অগ্রভাগ ফাটাযুক্ত, দাঁতের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। **সাদা ঘা ও ছাল উঠা ছোট-ছোট স্থানসমূহ**, তৎসহ জ্বালা ও কাঁচাভাব। মুখের আস্বাদে বমি-বমিভাব উৎপন্ন করে। **দাঁতের যন্ত্রনা, বেদনা কান পর্যন্ত প্রসারিত হয়।** মুখমন্ডলীয় অস্থিতে বেদনা।

গলা— ক্ষতবৎ, **বামদিক বেশি আক্রান্ত হয়, তরল পদার্থ গেলার সময় বেশি হয়। টনসিলের প্রদাহ।** দূষিত কর্ণমূল প্রদাহ। শুষ্ক, মারাত্মক ধরনের স্ফীতি, বাইরের দিকে এবং ভিতরের দিকে। ডিফ্‌থিরিয়া, ঝিল্লী সামান্য কালোবর্ণের, কালো; **বেদনা গরম পানীয়ে বৃদ্ধি**, পুরাতন গলক্ষত, তৎসহ বারে বারে গলা খাঁকার দিতে হয়; শ্লেষ্মা চট্‌চটে এবং তা **জোর করে উপর বা নীচের দিকে উঠা-নামা করা যায় না।** অত্যন্ত বেদনাপূর্ণ; **সামান্য চাপে বৃদ্ধি, স্পর্শ তদপেক্ষা কষ্টকর।** ডিফ্‌থিরিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে **কষ্ট শুরু হয় বামদিক থেকে।** টনসিল দুটি বেগুনি বর্ণের। গলা বেগুনি, কালোবর্ণের। মনে হয় যেন কোন কিছু গলাধঃকরণ করা হয়েছে, যা অবশ্যই পুরোপুরি ভাবে গিলে ফেলতে হবে এই জাতীয় অনুভূতি; **লালা অথবা তরল বস্তু গেলার সময় বৃদ্ধি। কালো বেদনা। গলবন্ধনী অবশ্যই হাল্কা করে বাঁধতে হয়।**

পাকস্থলী— সুরাপানের ও ঝিনুক খাবার জন্য তীব্র। আকাঙ্খা। যে কোন প্রকার খাবারে কষ্ট বৃদ্ধি পায়। পাকস্থলীর উপরের অংশ স্পর্শ করলে বেদনা হয়। ক্ষুধার্ত, খাবারের জন্য কিছুতেই অপেক্ষা করতে পারে না। পেটের ভিতরে দংশন করার মত চাপ, **আহারের উপশম হয়** কিন্তু কয়েক ঘন্টা পরে পুনরায় শুরু হয়। পেটের উপরের অংশে বুঝতে পারা যায় এই জাতীয় কম্পন। শক্তবস্তু গেলার থেকে ঢোক গেলা খুবই কষ্টকর।

উদর— যকৃৎস্থান অনুভূতি প্রবণ, **কোমরের চারিপাশে কোন কিছুই সহ্য করতে পারে না।** মাতালদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজ করে। উদর ফাঁপা, স্পর্শকাতর, বেদনাপূর্ণ, **বেলেডোনা)।**

মল— কোষ্ঠকাঠিণ্য, **দূর্গন্ধযুক্তমল।** মলদ্বারে **কষে থাকার মত অনুভূতি**, মনে হয় যেন এর ভিতর দিয়ে কোন কিছু প্রবেশ করবে না। প্রতিবার কাশি অথবা হাঁচির সময়ে বেদনা সরলান্ত্রদিয়ে তীর বেগে ঠেলে উঠে। অন্ত্র থেকে হওয়া রক্তস্রাব দেখতে ঝলসে যাওয়া খড়ের মত, স্রাবের ভিতর **কালো-কালো বস্তু থাকে।** অর্শ বাইরে বেরিয়ে আসে, **সঙ্কুচিত, বেগুনিবর্ণ।** কাশি বা হাঁচির সময় সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। সর্বদাই সরলান্ত্রে বেগ, অথচ মনের জন্য নয়।

স্ত্রীরোগ— রজোনিবৃত্তিকালের উপসর্গসমূহ, হৃদ্‌কম্প, চোখমুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরিয়ে থাকে, রক্তস্রাব, মাথার তালুতে বেদনা, মাঝে-মাঝে মূর্চ্ছাভাব, জামা-কাপড়ের **চাপে বৃদ্ধি।** মাসিক ঋতুস্রাব অল্পদিন **স্থায়ী হয়, অত্যন্ত ক্ষীণ;স্রাব শুরু** হওয়া মাত্র, সকল

বেদনার উপশম (ইউপিয়ন)। বামদিকের **ডিম্বাশয় অত্যন্ত** বেদনাপূর্ণও স্ফীত, শক্ত। স্তন্যগ্রন্থি প্রদাহিত, নীলবর্ণ। চঞ্চু অস্থি ও ত্রিকাস্থিস্থানে বেদনা, বিশেষ করে বসে থাকা অবস্থান থেকে উঠার সময়। বিশেষভাবে ভালো কাজ করে, ঋতুস্রাবের আরম্ভ ও বন্ধের সময়।

পুরুষের রোগ— যৌনাঙ্গের তীব্র উত্তেজনা।

শ্বাস-প্রশ্বাসযন্ত্র সমূহ— শ্বাসনলীর উপরের অংশ অত্যন্ত স্পর্শকাতর। শুয়ে থাকার সময় শ্বাসরোধ ও গলা টিপে ধরার মত অনুভূতি, বিশেষ করে, **যখন গলার চারিপাশে কিছু থাকে**; এই অনুভূতির জন্যে রোগী বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে ও খোলা জানালার দিকে ছুটে যায়। শ্বাসলনীর দ্বারে আক্ষেপ; ঘাড় থেকে কণ্ঠনলী পর্যন্ত যেন কোন কিছু ছুটে যাচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি। **তাকে একটা গভীর শ্বাস নিতে হবে**, এই জাতীয় অনুভূতি। হৃদ্‌পিন্ডস্থানে খিলধরার মত কষ্টের অনুভূতি। কাশি; শুষ্ক, থেকে-থেকে শ্বাসরোধের মত, সুড়্‌সুড়ি। সামান্য শ্লেষ্মা উঠে ও অত্যন্ত অনুভূতি প্রবন;কণ্ঠনলীর উপর চাপে, **ঘুমের পরে**, মুক্ত বাতাসে বৃদ্ধি। **ঘুম আসলে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসে** (গ্রিন্ডোলিয়া)। কণ্ঠনলী স্পর্শ করলে বেদনা হয়। মনে হয় যেন গলার ভিতরে একটি গোঁজ রয়েছে (**এনাকার্ডিয়াম**), যা উপর-নীচে উঠা-নামা করে, তৎসহ অল্পকাল স্থায়ী কাশি।

হৃদ্‌পিন্ড— হৃদ্‌কম্প, তৎসহ মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা, বিশেষ করে রজোনিবৃত্তিকালে। সঙ্কোচনের অনুভূতি যার ফলে হৃদ্‌কম্প ও উদ্বেগ দেখা দেয়। সায়্যানোসিস। হৃদ্‌স্পন্দন অনিয়মিত।

পিঠ— চঞ্চু অস্থি স্থানে স্নায়ূশূল, **বসে থাকা অবস্থান থেকে উঠার সময়ে বৃদ্ধি**; বাধ্য হয় স্থিরভাবে বসে থাকতে। ঘাড়ের বেদনা, গ্রীবাদেশে বেশি হয়। পিঠ থেকে বাহু, পা, চোখ প্রভৃতিস্থানে সূতা দিয়ে টেনে থাকার মত অনুভূতি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— সায়েটিকা, ডানদিকের, শুয়ে থাকলে উপশম। **পায়ের দীর্ঘাস্থিতে বেদনা**। পেশী বন্ধনীসমূহের ছোট হওয়া।

ঘুম— রোগীর **ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় কষ্টের বৃদ্ধি হয়**। ঘুমিয়ে থাকা অবস্থা থেকে হঠাৎ করে চমকিয়ে উঠে। নিদ্রালুভাব, তথাপি ঘুমাতে পারে না (**বেলেডোনা, ওপিয়াম**)। সন্ধ্যার দিকে সম্পূর্ণভাবে জেগে থাকে।

জ্বর— পিঠের দিকে **শীতভাব; পাদুটি** বরফের মত ঠান্ডা; উত্তাপের হল্কা ও উত্তপ্ত ঘাম। অম্লজাতীয় বস্তু খাবার পরে জ্বরের কষ্টকর অবস্থা ফিরে আসে, **প্রতিবার বসন্তকালে**, সবিরাম জ্বর।

চামড়া— উষ্ণ ঘাম, গায়ের চামড়া নীলচে, বেগুনি বর্ণ। ফোঁড়া, কার্বঙ্কল, ক্ষতসমূহ, তৎসহ চারিধার নীলচে, বেগুনিবর্ণ দেখতে হয়। কালো ফোস্কা সমূহ। শয্যা-ক্ষত, তৎসহ ক্ষতের কিনারা কালোবর্ণের। নীলচে কালো স্ফীতিসমূহ। বিষাক্ত পুঁজযুক্ত ফোঁড়া; শব ব্যবচ্ছেদ কালে কেটে যাবার ফলে উৎপন্ন ক্ষত। পার্পিউরা তৎসহ প্রচন্ড অবসন্নতা।

বার্ধক্যজনিত ইরিসিপেলাস। গোলাকার অর্বুদ বিশেষ সেলুলাইটিস বা তন্তুসমূহের প্রদাহ। শিরাস্ফীতি জনিত কারনে ক্ষত।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— ঘুমের পরে (ক্যালিবাই) ল্যাকেসিসের রোগীর ঘুমের **ভিতরে** কষ্টের বৃদ্ধি হয়; যে সকল উপসর্গ ঘুমের সময়ে উপস্থিত হয় **(ক্যাঙ্কেরিয়া)**; বামদিক, বসন্তকাল, উষ্ণস্থান, চাপ অথবা সঙ্কোচন, উষ্ণ পানীয়ে। চোখ দুটি বন্ধ করলে।

উপশম— স্রাব দেখা দেওয়া মাত্র, নরম প্রলেপ।

সম্বন্ধ— দোষঘ্ন—আর্সেনিক; **মার্কিউরিয়াস; উত্তাপ; সুরাসার; লবন।**

পুরিপুরক— প্রায়ই ল্যাকেসিসের অসমাপ্ত, কাজ, **ক্রোটেলাস** সমাপ্ত করে; **লাইকোপোডিয়াম; হিপার; স্যালাম্যান্ড্রা**

প্রতিবন্ধক— অ্যাসেটিক অ্যাসিড; কার্বোলিক অ্যাসিড।

তুলনীয়— **কোটিলিডন** (রজোনিবৃত্তিকালীন উপসর্গসমূহ); **নেট্রাম মিউর, নাইট্রিক অ্যাসিড; ক্রোটেলাস;**

এম্ফিসবিনা— সাপের মত গিরগিটি- (ডানদিকের চোয়াল স্ফীত ও বেদনাপূর্ণ, ছুরি দিয়ে কাটার মত বেদনা; মাথার যন্ত্রনা, ছুরি দিয়ে কাটার মত বেদনা। ফোস্কা ও ফুস্কুড়ির মত উদ্ভেদ সমূহ; ন্যাজা; **লিপিডিয়াম।**

শক্তি— ৮ম থেকে ২০০ শক্তি। এই ঔষধের মাত্রা পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিত নয়। যে ক্ষেত্রে ঔষধটি যথাযথভাবে নির্দেশিত হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে একটি মাত্র মাত্রার কাজ যে পর্যন্ত শেষ না হচ্ছে, সেই সময় পর্যন্ত ঐ মাত্রাটিকে কাজ করতে দেওয়া প্রয়োজন।

ল্যাকন্যান্থিস

LACHNANTES স্পিরিট উয়ীড

মাথা, বুক ও রক্ত সংবহনতন্ত্রের উপর মূলতঃ কাজ করে। নাকের অস্থিতে সঙ্কোচনের অনুভূতি। টর্টিকোলিস, ঘাড়ের বাতরোগের একটি বিশেষ। টিউবার কিউলোসিস যাদের গায়ের রঙ হাল্কা বর্ণের। এম.বি. রোগের প্রথমাবস্থা এবং যে ক্ষেত্রে রোগ বুকের ভিতরে পাকাপাকি স্থান করে নিয়েছে, তৎসহ অত্যন্ত শীতলতা। এই ঔষধ অদম্য কথা বলার ইচ্ছা উৎপন্ন করে, সেই সময় ভাষার প্রবাহ বয়ে চলে এবং অনর্গলভাবে কথা বলতে থাকে।

মাথা— ডানদিকের বেদনা, বেদনা নীচের দিকে চোয়াল পর্যন্ত প্রসারিত হয়; **মাথাটি বড়ো হয়ে গেছে, এই জাতীয় অনুভূতি**; সামান্য শব্দে বৃদ্ধি। মাথার চামড়া বেদনাপূর্ণ। নিদ্রাহীণ। গালে গোলাকার রক্তবর্ণ ছোপ; মাথার চামড়ায় টাটানি ব্যথা। মনে হয় যেন

মাথার চুলগুলি খাড়া হয়ে রয়েছে;হাতের তালু ও পায়ের তলায় জ্বালা। নাকের অস্থিতে সঙ্কোচনের অনুভূতি।

বুক— উত্তাপের অনুভূতি-হৃদ্‌পিন্ডস্থানে কিছু টগ্‌বগ্ করে ফুটছে এই জাতীয় অনুভূতি, এই অনুভূতি মাথা পর্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

পিঠ— **দুটি স্কন্ধ্যাস্থির মধ্যবর্তী অংশে শীতবোধ**; পিঠে বেদনা ও আড়ষ্টতা।

ঘাড়— গলক্ষতে **ঘাড় একদিকে টেনে থাকে**। ঘাড়ের বাতরোগ। ঘাড়ের আড়ষ্টতা। ঘাড়ের পিছনের অংশে বেদনা, মনে হয় যেন ঐ অংশের অস্থি-সন্ধির স্থানচ্যুতি হয়েছে।

চামড়া— শরীর বরফের মত ঠান্ডা; মুখমন্ডল হলুদবর্ণ, ঘাম হবার প্রবণতা।

সম্বন্ধ—**তুলনীয়**—ডালকামরা; ব্রায়োনিয়া; পালসেটিলা;

শক্তি— ৩য় শক্তি। ক্ষয়রোগে অরিষ্ট প্রযোজ্য। একমাত্রা ঔষধ সপ্তাহে একবার অথবা দুইবার প্রযোজ্য অথবা তিনফোঁটা মাত্রায় প্রতি চারঘন্টা অন্তর।

ল্যাকটিকাম অ্যাসিডাম

LACTICUM ACIDUM **ল্যাকটিক অ্যাসিড**

সকালের দিকে বমি-বমিভাব, **ডায়েবিটিস** এবং বাতরোগ, এই ঔষধের উপযুক্ত কার্যক্ষেত্র। **স্তন্য গ্রন্থির উপসর্গ সমূহ**। বাহ্যিকভাবে, স্বরতন্ত্রীর টি. বি. জাতীয় ক্ষতে প্রযোজ্য।

পাকস্থলী—জিহ্বা শুষ্ক, খস্‌খসে। পিপাসা; রাক্ষুসে ক্ষুধা। মুখের ঘা, **প্রচুর লালাস্রাব ও মুখ দিয়ে জল উঠে। বমি-বমিভাব**; সকলের দিকে বমি-বমিভাব, বিশেষ করে **ফ্যাকাশে, রক্তাল্পতা যুক্ত** স্ত্রীলোকেদের ক্ষেত্রে। উত্তপ্ত, ক্ষয়কর ঢেকুর। **বমি-বমিভাব; আহারে** উপশম। পাকস্থলী থেকে গলা পর্যন্ত জ্বালাকর, উত্তপ্ত গ্যাস বেরিয়ে থাকে, এর ফলে প্রচুর চট্‌চটে শ্লেষ্মা স্রাব হয়ে থাকে, **ধূমপানে বৃদ্ধি**।

গলা— পূর্ণতার অনুভূতি অথবা বায়ুপূর্ণ বলের ন্যায় একটি পিন্ড থাকার মত অনুভূতি। অবিরাম ঢোক গিলতে থাকে। গলার নিম্নাংশে সঙ্কোচনের অনুভূতি।

বুক— দুটি স্তনগ্রন্থিতে বেদনা, **তৎসহ বগলের গ্রন্থির বিবৃদ্ধি** এবং **বেদনা হাত পর্যন্ত প্রসারিত হয়**।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— সন্ধিস্থানে ও কাঁধে, কব্জিতে ও হাঁটুদ্বয়ে বাতজ বেদনা, তৎসহ প্রচন্ড দুর্বলতা। হাঁটার সময় সমগ্র শরীরে কম্পন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শীতবোধ।

প্রস্রাব— বারে বারে, প্রচুর পরিমানে মূত্রত্যাগ। প্রস্রাবে শর্করার উপস্থিতি।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি। একটি ছোট গ্লাসের একগ্লাস জলে ছয় থেকে দশ ফোঁটা মাত্রায় পাকস্থলী ও অন্ত্রের তরুন প্রদাহে প্রযোজ্য।

ল্যাকটিউকা ভিরোসা

LACTUCA VIROSA অ্যাক্রীড্ লেটিস্

এই ঔষধটি প্রধানতঃ মস্তিষ্ক ও রক্তসংবহন তন্ত্রের উপরে কাজ করে। সকম্প প্রলাপ তৎসহ অনিদ্রা, ঠান্ডাভাব এবং কাঁপুনি। বক্ষঃ গহ্বরে শোথ ও উদরের শোথ। ধবজভঙ্গ। সমগ্র শরীরে হাল্কা ও কষে থাকার মত অনুভূতি, বিশেষ করে বুকে। এটি প্রকৃতি পক্ষে একটি **স্তনদুগ্ধ নিঃসারক** বলে মনে করা হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর সুস্পষ্ট কাজ আছে।

মন— অনুভূতি সম্পর্কিত বিষয়ে আচ্ছন্নতা। প্রচন্ড অস্থিরতা।

মাথা— মাথার ভিতর অস্বস্তি, ভারীবোধ, বিভ্রান্তি, মাথা ঘোরে। মুখমন্ডল উত্তপ্ত এবং মাথার বেদনা তৎসহ সার্বিক শীতলতা। মাথার যন্ত্রনা। তৎসহ শ্বাস-প্রশ্বাসের উপসর্গ সমূহ।

উদর— পেটের ভিতরে ভারীবোধ, পূর্ণতার অনুভূতি; পেট ডাকে; প্রচুর পরিমানে বায়ুর নিঃসরণ। খুব সকালে উদর শূল, পেটে টানভাব। মলত্যাগে ও বায়ু নিঃসরণে কিছুটা কষ্ট কম হয়।

বুক— কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস। বুকের শোথ থেকে **শ্বাস** রুদ্ধকর শ্বাস-প্রশ্বাস। অবিরাম সুড়্সুড়কর কাশি। অবিরাম, আক্ষেপিক কাঁশি, মনে হয় যেন বুকের ভিতরটা ফেটে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। বুকের নিম্নাশে নিংড়ান বৎ অনুভূতি।

স্ত্রীরোগ— ঋতুস্রাব বাড়িয়ে থাকে। স্তনগ্রন্থিতে **দুধের পরিমান বাড়িয়ে থাকে। (এসাফেটিডা)।**

ঘুম— অস্থির; ঘুমাতে যাওয়া অসম্ভব। গভীর, আচ্ছন্দের মত নিদ্রা।

অঙ্গ্য-প্রত্যঙ্গ— বামদিকের নিতম্বস্থানে খঞ্জতা বোধ, এই অনুভূতি নীচের দিকে প্রসারিত হয়; হাঁটা-চলায় বৃদ্ধি। পা ও পায়ের পাতার শীতলতা ও অসাড়তা। হাত ও বাহুর কম্পন। পায়ের দীর্ঘাস্থির কম্পন, কম্পন পায়ের আঙ্গুল সমূহে এবং পায়ের ডিমগুলি সহ পায়ের পাশের দিক পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

সম্বন্ধ— দোষঘ্ন—অ্যাসেটিক অ্যাসিড, কফিয়া।

তুলনীয়—ল্যাকেসিস; ক্যালি কার্ব; স্পাইর‍্যানথিস্ (দুগ্ধ নিঃসারক)

শক্তি— অরিষ্ট।

ল্যামিয়াম

LAMIUM হোয়াইট নেট্‌ল্

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় ও প্রস্রাব সম্পর্কিত যন্ত্রসমূহের উপরে এই ঔষধের বিশেষ প্রভাব আছে। মাথার যন্ত্রনা, **তৎসহ পিছনের দিকে ও সামনের দিকে মাথার গতিময়তা।** প্রদর স্রাব ও মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেও অল্প। অর্শ;মল শক্ত, তৎসহ রক্ত। মনে হয় যেন, প্রস্রাব নলীর ভিতরে এক ফোঁটা জল প্রবাহিত হচ্ছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছিঁড়ে যাবার মত অনুভূতি। রক্তকাশ। সামান্য ঘর্ষনে গোড়ালিতে ফোস্কাসমূহ। গোড়ালির ক্ষত। **(সেপা)।**

শক্তি— ৩য় শক্তি।

ল্যাপিস এলবাস

LAPIS ALBUS সিলিকো ফ্লোরাইড অফ ক্যালসিয়াম

গ্রন্থিসমূহের উপসর্গসমূহ, **গলগন্ড,** এবং ক্যান্সার রোগে ক্ষত তৈরী হবার পূর্ব্বাবস্থায় **এই ঔষধটি প্রযোজ্য।** স্তনে, পাকস্থলীতে ও জরায়ুতে জ্বালাকর, হুল ফুটানো বৎ বেদনা। গ্রন্থির চারদিকে **থাকা সংযোজক কলা সমূহ** বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। চবির্বযুক্ত, রক্তহীণ শিশু, **যাদের আয়োডিনের মত ক্ষুধা থাকে।** রাক্ষুসে ক্ষুধা। গন্ডমালা দোষযুক্ত রোগে এই **ঔষধ আশ্চর্যরকম ভালো কাজ করে,** কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগে এই ঔষধের কোন কাজ নেই। **জরায়ুর ক্যান্সার।** জরায়ুর ফাইব্রয়েড জাতীয় অর্বুদ, তৎসহ **তীব্র জ্বালাকর বেদনা সমগ্র জরায়ুর মধ্যে প্রসারিত হয় তৎসহ প্রচুর রক্তস্রাব হয়।** গ্রন্থিগুলি টানলে **সামান্য বেড়ে যায় এবং কিছুটা পরিমানে নরম,** অন্যদিকে এই ঔষধের গ্রন্থিগুলি **ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়োর** এবং **সিস্টাসের** মত কঠিন নয়।

কান— মধ্যকর্ণের পুঁজযুক্ত প্রদাহ। যে সকল ক্ষেত্রে সিলিকা নির্দেশিত হয় সেই সকল ক্ষেত্রে **ল্যাপিস** দ্রুত উন্নতি সাধন করে।

বুক— স্তনগ্রন্থি দেশে অবিরাম বেদনা। গ্রন্থিজ কঠিণতা।

চামড়া—গন্ডমালা জাতীয় ফোঁড়া ও ক্ষত। গ্রন্থিজ বিবৃদ্ধি ও কঠিনতা, বিশেষ করে **গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থি সমূহের।** লাইপোমা, সারকোমা, কার্সিনোমা। চুলকানি।

সম্বন্ধ—**তুলনীয়**—**সিলিকা;** ব্যাডিয়েগা; আর্সেনিক আয়োড; ক্যাল্কেরিয়া আয়োড; কোনিয়াম; ক্যালি আয়োড, এষ্টারিয়াস।

শক্তি— ১ম থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

ল্যাপ্পা-আর্কটিয়াম

LAPPA-ARCTIUM **বার্‌ডক্**

চামড়ার রোগ চিকিৎসায় এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ বিশেষ। মাথায়, মুখমন্ডলে ও ঘাড়ে উদ্ভেদসমূহ; ফুস্কুড়িসমূহ, ব্রন। আঞ্জনী ও চোখের পাতার কিনারায় ক্ষতসমূহ। প্রচুর ও বারে-বারে প্রস্রাব। গুচ্ছ-গুচ্ছ ফোঁড়া ও আঞ্জনী। **(এনথ্রাসিন)।**

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— হাতে, হাঁটুতে ও গোড়ালি স্থানে বেদনা, বেদনা নীচের দিকে হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সমগ্র সন্ধিতে বেদনা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উদ্ভেদ সমূহ।

স্ত্রীরোগ— জরায়ুর স্থানচ্যুতি। জরায়ুর মধ্যে তীব্র ক্ষতবৎ, থেৎ লিয়ে যাবার মত অনুভূতি। তৎসহ যোনিদেশের তন্তুসমূহের শিথিলতা; বস্তিকোটরের সকল যন্ত্রসমূহের স্থিতিপকতার অভাব। এই সকল লক্ষণ সমূহের, দাঁড়িয়ে থাকলে, হাঁটা-চলা করার সময়ে, চলার সময় সঠিকভাবে পা না ফেললে অথবা আকস্মিক ঝাঁকুনিতে বৃদ্ধি হয়।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

ল্যাথিরাস

LATHYRUS **চিক-পী**

এই ঔষধটি সুষুম্নাকান্ডের পার্শ্ববর্তী ও সম্মুখভাগের অংশ সমূহের উপর কাজ করে। কোন প্রকার বেদনা উৎপন্ন করে না। **সকল প্রকার প্রতিবর্তক্রিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত।** নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত জাতীয় উপসর্গ সমূহ; আক্ষেপিক পক্ষাঘাত; ল্যাটার‍্যাল স্কোলেরোসিস; বেরি-বেরি। [illegible]-প্রত্যঙ্গের অনৈচ্ছিক নড়াচড়া বিশেষতঃ হাতের। শিশুদের পক্ষাঘাত। ইনফ্লুয়েঞ্জা, ক্ষয়কর ও ক্লান্তি উৎপাদক রোগসমূহ, যে ক্ষেত্রে প্রচন্ড দুর্বলতা এবং ভারীবোধ থাকে, যেক্ষেত্রে স্নায়বিক শক্তি ধীরে ধীরে ফিরে আসে। নিদ্রালু, অবিরাম হাইতোলে।

মন— অবসাদগ্রস্ত; চিত্তোন্মাদ। চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকলে মাথা ঘোরে।

মুখগহ্বর—জিহ্বার অগ্রভাগে জ্বালাকর বেদনা; তৎসহ জিহ্বা ও ঠোঁটে সুড়্সুড় করে ও অসাড়তা। যেন মনে হয় ঝলসে যাচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— আঙ্গুলের অগ্রভাগসমূহের অসাড়তা। কম্পন, টলমল চলনভঙ্গী। পায়ের কঠিণতা, আক্ষেপিক চলনভঙ্গী বা চলার সময় পা গুলি টেনে টেনে চলতে হয়। চলার সময় একদিকের হাঁটু অপরদিকের হাঁটুর উপর ধাক্কা খায়। পায়ের খিলধরা, ঠান্ডায় বৃদ্ধি এবং পায়ের পাতা দুটির শীতলতা। বসে থাকার পা গুলি কিছুতেই প্রসারিত করতে পারে না অথবা পা গুলি গুটাতে পারে না। সুষুম্নাকান্ডের প্রদাহ, তৎসহ সুস্পষ্ট আক্ষেপিক লক্ষন সমূহ। বাতজনিত পক্ষাঘাত। নিতম্বের পেশীসমূহেরও নিম্নাঙ্গের শীর্ণতা। পাগুলি

নীলচে;ঝুলিয়ে রাখলে, পা গুলি ফুলে উঠে। গোড়ালির আড়ষ্টতা ও খঞ্জতা এবং পায়ের আঙ্গুলগুলি মেঝে স্পর্শ করে থাকে কিন্তু গোড়ালিদ্বয় মেঝে স্পর্শ করে না। পায়ের ডিমের পেশীগুলিতে অত্যন্ত টানভাব। রোগী সামনের দিকে ঝুঁকে বসে, কষ্টকর সোজা হতে হয়।

প্রস্রাব—মূত্রথলির প্রতিবর্ত ক্রিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। বারে-বারে প্রস্রাব, খুব তাড়াতাড়ি প্রস্রাব করতে হয়, নচেৎ অনৈচ্ছিকভাবে প্রস্রাব হয়ে যায়।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—অক্সিট্রপ; সিকেলি।

শক্তি— ৩য় শক্তি।

ল্যাট্রোডেক্টাস ম্যাকট্যান্স

LACTRODECTUS MACTANS স্পাইডার

এটির কামড়ের ফলে ধনুষ্টঙ্কারের মত লক্ষণসমূহ দেখা দেয়, যা বহুদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই ঔষধের কাজের ফলে হৃদশূলের একটি পরিষ্কার ছবি উৎপন্ন হয়। হৃদ্‌পিন্ড স্থান আক্রমনের কেন্দ্রস্থল বলে মনে হয়। বুকের পেশীর সঙ্কোচন, তৎসহ এই সঙ্কোচনের অনুভূতি কাঁধ ও পিঠ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। রক্তের জমাট বাঁধার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

মাথা— উদ্বেগ। বেদনার জন্য রোগী চীৎকার করে। ঘাড় থেকে মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত বেদনা। মাথার পিছনের অংশে বেদনা।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র সমূহ— তীব্র শ্বাসকষ্ট। খাবি খাবার মত শ্বাস-প্রশ্বাস। শ্বাসবন্ধ হয়ে যাবে এই জাতীয় ভয়।

বুক— হৃদ্‌পিন্ড স্থানে তীব্র বেদনা, বেদনা বগল ও নীচের দিকে বাহু এবং অগ্রবাহু হয়ে হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রসারিত হয়, তৎসহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসাড়তা। নাড়ীর গতি ক্ষীণ ও দ্রুত। বুক থেকেউদর পর্যন্ত খালিভাব ও খিলধরার মত বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— বামবাহুতে বেদনা, পক্ষাঘাতের মত অনুভূতি। পা দুটির দুর্বলতা, এরপরে উদরের পেশীসমূহের খিলধরা। নিম্নাঙ্গের বিকৃত অনুভূতি।

চামড়া—সমগ্র শরীর ঠান্ডা। চামড়া পাথরের মত শীতল।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—ল্যাট্রোডেকটাস হ্যাসেলটি (এই ঔষধের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব জন্যে, পুরাতন রক্তদুষ্টির মত ক্ষেত্রে উপযোগী হবে বলে মনে করা হয়। পায়েমিয়ার তীব্র বেদনা বোধ করে। ক্ষতস্থানের কাছাকাছি থাকা তন্তু সমূহের প্রচন্ড শোথাবস্থা। অঙ্গ সমূহের পক্ষাঘাত, তৎসহ প্রচন্ড পেশীর ক্ষয়। তীব্র, টেনে ধরার মত। জ্বালাকর বেদনা। পরে পক্ষাঘাত। মাথা ঘোরা, সামনের দিকে পড়ে যাবার প্রবণতা; সেপ্টিসিমার মত অবস্থা;অবিরাম উড়ছে, এই জাতীয় ভ্রান্ত ধারনা। স্মৃতি শক্তি কমে যাওয়া। গর্জনের মত শব্দ)।

এরেনিয়া; মাইগেল: থেরিডিয়ন।

ল্যাট্রোডেক্টাস ক্যালিপো—নিউজিল্যান্ড স্পাইডার (লসিকানলীর প্রদাহ এবং স্নায়বিক নর্তন, স্কারলেট জ্বরের মত জ্বালাকর উদ্ভেদ)।

ট্রায়েটিমা— কিসিং বাগ— হাতের ও পায়ের আঙ্গুলসমূহের স্ফীতি তৎসহ তীব্র চুলকানি। শ্বাসরোধের ন্যায় অনুভূতি এবং কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, এর পরে মূর্চ্ছা ও নাড়ী দ্রুত হয়)।

শক্তি— ৬ষ্ঠ শক্তি।

লরোসারেসাস

LAUROCERASUS **চেরী-লরেল**

সুড়সুড় কর আক্ষেপিক কাশি, বিশেষতঃ হৃদপিন্ডের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, প্রায়ই যাদুর মত কাজ করে। বিশেষ করে বুক ও হৃদপিন্ডের রোগে যখন রোগীর প্রতিক্রিয়া করার মত ক্ষমতা থাকে না, পানীয় দ্রব্য খাদ্যনলী ও অন্ত্রের ভিতর দিয়ে সশব্দে নামাতে থাকে। সর্ব্বাঙ্গীণ শীতলতা, উষ্ণতায় উপশম হয় না। পাকস্থলীতে তীব্র বেদনা তৎসহ কথা বলতে পারে না।

মুখমন্ডলের পেশী ও খাদ্যনলীর ভিতরে আক্ষেপ। শিশুদের শ্বাসকষ্ট।

জ্বর— ঠান্ডাভাব, পর্যায়ক্রমে শীত ও উষ্ণতাবোধ। পিপাসা, তৎসহ বিকালের দিকে মুখগহ্বরের শুষ্কতা।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— শরীর অক্সিজেনের অভাবে নীলবর্ণ ও শ্বাসকষ্ট;উঠে বসলে বৃদ্ধি। রোগী হৃদ্‌পিন্ডস্থানে হাত রাখে। কাশি, তৎসহ হৃদ্‌প্রকোষ্ঠের রোগ। শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করলে হৃদ্‌পিন্ডের চারিপাশে বেদনা হয়। সুড়্‌সুড়্ কর, **শুষ্ককাশি।** শ্বাসকষ্ট। বুকের ভিতরে সঙ্কোচনের অনুভূতি। কাশি, তৎসহ প্রচুর জেলির মত অথবা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে। নাড়ীর ছোট-ছোট স্পন্দন ও ক্ষীণ। ফুসফুসের পক্ষাঘাত হবার আশঙ্কা। **খালি খাবার মত শ্বাস-প্রশ্বাস;** হৃদ্‌পিন্ডস্থানে খামচিয়ে ধরার মত অনুভূতি।

হৃদ্‌পিন্ড— মাইট্র্যাল রিগারজিটেশন। হৃদ্‌পিন্ডে খামচিয়ে ধরার মত অনুভূতি ও হৃদ্‌কম্প। অক্সিজেনের অভাবে শিশুদের শরীর নীলবর্ণ।

ঘুম— মাঝে মাঝে গভীর ঘুম, তৎসহ নাকডাকা ও কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— হাত ও পায়ের আঙ্গুল সমূহের নখের গুটি প্রাপ্তি। চামড়া নীলবর্ণ। নিতম্ব, উরু ও গোড়ালিস্থানে মোচকিয়ে যাবার মত বেদনা। হাত- পা ঠান্ডা ও চট্‌চটে। হাতের আঙ্গুলগুলির বিকৃত অবস্থা। হাতের শিরাগুলি স্ফীত।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—হাইড্রোসাইয়েনিক অ্যাসিড; ক্যাম্ফর; সিকেলকর; এমোনিয়াম কার্বানিকাম; এম্ব্রা গ্রেসিয়া।

শক্তি— অরিষ্ট, থেকে ৩য় শক্তি। চেরী-লরেল উদ্ভিদের জল, দুই থেকে পাঁচ ফোঁটা করে প্রযোজ্য।

লেসিথিন

LE CITHIN

ডিমের কুসুম ও প্রানী মস্তিষ্ক থেকে প্রস্তুত ঔষধ বিশেষ

লেসিথিন উদ্ভিদ ও প্রাণীর শরীরের প্রয়োজনীয় কাজ কর্মের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লেসিথিন শরীরের পুষ্টি সম্পর্কিত কাজের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে এবং বিশেষ করে রক্তের উপর প্রভাব খুবই বেশী। এই কারনে এটি রক্তাল্পতা, এবং রোগের শেষে স্বাস্থ্যলাভ করার সময়ে, স্নায়বিক দুর্বলতা ও অনিদ্রায় খুবই উপযোগী। রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা ও হিমোগ্লবিনের পরিমানের বৃদ্ধি করে থাকে। এই ঔষধটি স্তনে দুধের পরিমান বাড়িয়ে থাকে এবং দুধকে অধিকতর পুষ্টি কর করে থাকে।

এই ঔষধগ্রহণ করা মাত্রেই, শরীর থেকে ফসফেট বেরিয়ে যাবার পরিমান কমিয়ে দেয়। মানসিক ক্লান্তি ও ধবজভঙ্গ। টি.বি. রোগে এই ঔষধ গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টিবিষয়ক উন্নতি হয় ও সবর্বাঙ্গীন উন্নতির লক্ষন প্রকাশ পায়। ক্লান্তি, দুর্বল, ছোট-ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস, মাংসক্ষয়; সবর্বাঙ্গীন ভেঙ্গে পড়ার লক্ষণযুক্ত। যৌনশক্তি বিষয়ক দুর্বলতা।

মন— বিস্ময়শীল, নিস্তেজ, বিভ্রান্ত।

মাথা— কন্‌কনাণী, বিশেযতঃ মাথার পিছনের অংশে দপ্‌দপ্ কর্ এবং কানের ভিতর ঘন্টা ধবনি। গালের অস্থির প্রবর্ধিত অংশে বেদনা; মুখমন্ডল ফ্যাকাশে।

পাকস্থলী— ক্ষুধাহীণতা, তৃষ্ণার্ত, মদ ও কফি পানের স্পৃহা, উদর স্ফীত, পাকস্থলীতে টাটানি বেদনা, বেদনা গলা পর্যন্ত উঠে আসে।

প্রস্রাব— অল্প, তৎসহ প্রস্রাবে ফসফেট, শর্করা অথবা অ্যালবিউমিন থাকে।

যৌনবিষয়ক— পুরুষাঙ্গের ক্ষমতা লোপ অথবা দুর্বল। রতিশক্তির অভাব ও ডিম্বাশয়ের অক্ষমতা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— টাটানি ব্যথা, কন্‌কনানী, শক্তির অভাব। ক্লান্ত ও দুর্বল।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ফসফরাস।

শক্তি— মুল ঔষধ অর্ধগ্রেন থেকে ২ গ্রেন পর্যন্ত প্রযোজ্য। শক্তিকৃত ঔষধ দেওয়া চলে। ১২ শক্তি।

লিডাম

LEDUM **মার্শ টী**

বাতরোগযুক্ত ঋতুদোষে এই ঔষধটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। এই বিষয়ক সকল প্রকার পরিবর্তনে উপযুক্ত, ক্রিয়াবিকার ঘটিত বেদনা থেকে স্রাবের পরিবর্তন এবং শক্ত জমাট বাঁধাবস্তু, তন্তু সমূহের মধ্যে শক্ত মাটির মত পদার্থের সঞ্চয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজ করে। লিডামের বাতের কষ্ট পায়ের পাতা থেকে শুরু হয় এবং উপরের দিকে অগ্রসর হয়। এটি চামড়ার উপরেও কাজ করে, অনেকটা পয়জন ওকের মত উদ্ভেদ উৎপন্ন করে এবং পয়জন ওকের বিষক্রিয়ায় এই ঔষধ ক্রিয়া নাশক হিসাবে কাজ করে, এছাড়াও ঔষধটি পোকা-মাকড়ের কামড়ে ক্রিয়া নাশক হিসাবে কাজ করে। এই ঔষধে সর্ব্বাঙ্গীণ শারীরিক উত্তাপের অভাব দেখা যায়। এবং তথাপি বিছানার উত্তাপ অসহ্য। তীক্ষ্ণ-সুঁচালো অস্ত্রের দ্বারা অথবা কীট।দির দংশনে উৎপন্ন ক্ষতে এটিই একমাত্র ঔষধ, বিশেষ করে ক্ষতস্থানটি যদি শীতল হয়। ধনুষ্টঙ্কার তৎসহ ক্ষতস্থানের নিকটের পেশীসমূহের নর্তন।

মাথা— চলাফেরা করার সময়ে ঘোরা, তৎসহ একদিকে পড়ে যাবার প্রবণতা। মাথা ঢাকা থাকাকালে কষ্ট। নাক থেকে রক্তস্রাব। (মেলিলোটাস; ব্রায়োনিয়া)।

চোখ— চোখদুটির ভিতরে কন্‌কনাণী। চোখের পাতায় ও চোখের সাদা অংশে রক্তসঞ্চয়। নিষ্পেষনজনিত ক্ষত। চোখে ছানি তৎসহ গেঁটে বাত।

মুখমণ্ডল— কপালে ও গালে লালবর্ণের ফুস্কুড়িসমূহ, স্পর্শ করার সময় হুল ফোটার মত বেদনা। নাক ও মুখগহ্বরের চারিপাশে মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদসমূহ।

মুখগহ্বর— শুষ্ক, ওয়াকতোলা তৎসহ ঢেকুর তোলা। ছাতা পড়ার মত আস্বাদ সহ সর্দ্দি-কাশি জনিত উপসর্গ।

শ্বাস-প্রশ্বাসযন্ত্র সমূহ— নাকের ভিতরে জ্বালা। কাশি, তৎসহ রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে। শ্বাসকষ্ট; বুকের ভিতরে সঙ্কোচনের মত অনুভূতি। শ্বাসরুদ্ধকর শ্বাস-প্রশ্বাস। শ্বাসনলী বরাবর বেদনা। বৃদ্ধবয়েসে ব্রঙ্কাইটিস তৎসহ এম্‌ফাইসিমা। বুকের ভিতরে সঙ্কোচনের ন্যায় অনুভূতি তৎসহ শ্বাসরোধের মত অবস্থা। কণ্ঠনলীর ভিতরে সুড়্‌সুড়্‌কর অনুভূতি। আক্ষেপিক কাশি। রক্তকাশি-পর্যায়ক্রমে তৎসহ বাতরোগ। বুক স্পর্শ করলে, বুকের ভিতরে বেদনা হয়। হুপিং কাশি; আক্ষেপিক, একই সঙ্গে দুইবার শ্বাস নেওয়া তৎসহ ফোঁপানি।

সরলান্ত্র— মলদ্বারে ফাটা সমূহ। অর্শজনিত বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— গেঁটে বাতজনিত বেদনা পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সন্ধিস্থানের উপর দিকে তীরবেগে প্রবাহিত হয়, কিন্তু বিশেষ করে শরীরের ছোট ছোট সন্ধিগুলি আক্রান্ত হয়। স্ফীত; উত্তপ্ত, ফ্যাকাশে। ডানদিকের কাঁধে দপ্‌দপ্‌কর বেদনা। কাঁধে চাপবোধ, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। সন্ধিস্থানে মট্‌মট্‌ শব্দ হয়; বিছানার গরমে বৃদ্ধি। গেঁটে বাতজনিত অস্থিগুটি সমূহ।

পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের নীচের অংশের স্ফীতি। (বোথ্রোপস্) বাতরোগ নিম্নাঙ্গ থেকে শুরু হয়ে উপরের দিকে উঠে (ক্যালসিয়াম বিপরীত)। গোড়ালি দ্বয় স্ফীত। পায়ের তলা বেদনাপূর্ণ, খুব কষ্ট করে তার উপর ভর দিয়ে হাঁটতে হয়। (এন্টিম ক্রুড; লাইকোপোডিয়াম)। গোড়ালি সন্ধি খুব সহজেই মোচকিয়ে যায়।

জ্বর— শীতলতা, শারীরিক উত্তাপের অভাব। শরীরের কোন কোন অংশে ঠান্ডা জল রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি; সবর্বাঙ্গীণ শীতলতা তৎসহ মুখমন্ডলের উষ্ণতা।

চামড়া— কপালে উপর ব্রণ, ঐ সকল অংশে খোঁচা মারার মত বেদনা। একজিমা (মুখমন্ডলীয়)। পায়ে ও গোড়ালিতে চুলকানি; আঁচড়ালে ও বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধি। কালশিরা। আঘাতের পরে, আঘাতপ্রাপ্তস্থান দীর্ঘকাল বিবর্ণ হয়ে থাকে। কার্বাঙ্কলসমূহ (এন্থ্রেসিনাম; ট্যারেন্টুলা কিউবেন)। রাসটক্সের বিষক্রিয়ার এটি ক্রিয়নাশক হিসাবে কাজ করে, (গ্রিন্ডোলিয়া; সাইপ্রিপেডিয়াম; এনাকার্ডিয়াম)।

কমা-বাড়া-উপশম—ঠান্ডায় ঠান্ডা জলে পা ডুবিয়ে রাখলে।

বৃদ্ধি— রাত্রে এবং বিছানার উত্তাপে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়— লিডাম, স্পাইডার পয়জনের ক্রিয়ানাশ করে।, রুটা, বেলিস; আর্নিকা।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

লেমনা মাইনর

LEMNA MINOR ডাক্ উইড্

এটি সর্দ্দির একটি ঔষধ বিশেষ। বিশেষ করে নাসারন্ধ্রের উপর কাজ করে। নাকের ভিতরে কোমল অর্বুদ বা পলিপ; নাসিকাভেদক অস্থির স্ফীতি। নাকের শুষ্কতা ও প্রদাহ। নাক বন্ধ হবার ফলে হাঁপানী, আর্দ্র আবহাওয়ায় বৃদ্ধি।

নাক— পচা দুর্গন্ধ; ঘ্রান শক্তির লোপ। মামড়ি ও প্রচুর পরিমানে পুঁজের মত শ্লেষ্মাযুক্ত স্রাব। নাকের পিছনের অংশ দিয়ে শ্লেষ্মা ফোঁটা-ফোঁটা করে পড়ে। নাক থেকে কান পর্যন্ত একটি তার ফোঁটানোর মত বেদনা। শোথযুক্ত অবস্থায় এই ঔষধ নাকের বন্ধভাব কমিয়ে দেয়। নাসিকা গলবিলীয় অংশের শুষ্কতা।

মুখগহ্বর-পচা আস্বাদ; সকালে ঘুম থেকে উঠার সময়। গলবিল ও কণ্ঠনলী শুষ্ক।

উদর— শব্দ সহকারে মল বাহির হয়, এই জাতীয় প্রবনতাযুক্ত উদরাময়।

কমা-বাড়া— বৃদ্ধি— ভিজে, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায়, বিশেষ করে প্রচুর বৃষ্টি পাত হলে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ডালকামরা (চারিপাশ আর্দ্র ও কুয়াশাযুক্ত আবহাওয়ায়)। ক্যাল্কেরিয়া; টিউক্রিয়াম; ক্যালেন্ডুলা, নেট্রাম সালফ।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

লিপিডিয়াম বোনারিয়েন্স

LEPIDIUM BONARIENSE **ক্রেস-ব্রেজিলিয়াম ক্রেস**

স্তনগ্রন্থিও হৃদ্‌পিন্ডের উপসর্গসমূহ, ছুরি দিয়ে কাটার মত বেদনা। হৃদ্‌পিন্ডের লক্ষনাবলীসমূহ, অসাড়তা এবং বাম বাহুর বেদনা, পাকস্থলীর উপরের অংশে খালিবোধ। মাথার বামদিক, মুখমন্ডল, বুক, নিতম্ব, স্থান থেকে হাঁটু পর্যন্ত সর্বত্রই ছুরি দিয়ে কাটার মত বেদনা।

রগ থেকে চোয়াল পর্যন্ত একটি রেখা বরাবর বেদনা, মনে হয় যেন মুখমন্ডল একটি ক্ষুর দিয়ে কাটা হয়েছে। গলার ভিতর জ্বালা, কানের ভিতর ঘন্টা ধবনি। মনে হয় যেন বুকের চারিপাশে একটি কোমর বন্ধনী দিয়ে কষে বাঁধা-রয়েছে, মনে হয় যেন একটি ছুরি দিয়ে হৃদ্‌পিন্ডকে বিদ্ধ করা হচ্ছে। ঘাড়ে, পিঠে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা।

তুলনীয়— আর্নিকা; ল্যাকেসিস।

লেপ্ট্যান্ড্রা

LAPTANDRA **কালভার্স রুট**

যকৃতের একটি ঔষধ বিশেষ, তৎসহ জন্ডিস, ও কালো, আলকাতরার মত মল। পিত্তপ্রধান ঋতু। যকৃত প্রদেশীয় শিরার রক্ত সংবহনের ক্ষমতার ক্ষীনতা। ম্যালেরিয়ার মত অবস্থা।

মাথা— মাথার সামনের অংশে মৃদু বেদনা; মাথাঘোরা, নিদ্রালুতা এবং অবসাদ। চোখের ভিতরে হুলফোটানোর মত বেদনা ও কন্‌কনাণী।

পাকস্থলী— জিহ্বা হলুদ লেপযুক্ত। পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রচন্ড গোলযোগ, তৎসহ মলত্যাগের বেগ। যকৃৎস্থানে কনকনাণী, কন্‌কনাণী শিরদাঁড়া পর্যন্ত প্রসারিত হয়, মেরুদন্ডের ভিতরে শীতবোধ।

মল— প্রচুর, কালো, দুর্গন্ধযুক্ত মল, তৎসহ নাভিস্থানে বেদনা। রক্তমিশ্রিত অর্শ। টাইফয়েড রোগে মল কালোবর্ণের এবং দেখতে অনেকটা আলকাতরার মত হয়। কাদার মত রঙযুক্ত মল, তৎসহ জন্ডিস। সরলান্ত্রের স্থানচ্যুতি তৎসহ অর্শ। সরলান্ত্র থেকে রক্তস্রাব।

সম্বন্ধ—তুলনীয়— পডোফাইলাম; আইরিস; ব্রায়োনিয়া; মার্কিউরিয়াস; টেলিয়া; মাইরিকা।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

লিয়্যাট্রিস স্পাইকেটা-সেরাটিউলা

LIATRIS SPICATA-SERRATULA **কলিক রুট**

রক্তবহানলীর ক্ষেত্রে এটি একটি উত্তেজক ঔষধ বিশেষ। চামড়া, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর কার্যক্ষমতা এই ঔষধ বাড়িয়ে থাকে। যকৃৎ ও প্লীহার রোগের কারনে উদ্ভুত শোথের ক্ষেত্রে এই ঔষধটি ব্যবহৃত হয়, এছাড়াও বৃক্কজনিত কারনে শোথের ক্ষেত্রেও কাজ করে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। এবং ঐ ক্ষেত্রে এই ঔষধটি ভালো কাজ করে। হৃদ্‌পিন্ড ও বৃক্কের রোগের জন্য সর্ব্বাঙ্গীন শোথ। উদরাময়, তৎসহ তীব্র বেগ এবং পিঠের নিম্নাংশে বেদনা। শূল বেদনা। বাহ্যিকভাবে ক্ষত এবং অস্বাস্থ্যকর ক্ষত স্থানে ব্যবহার করা হয়।

এটি দ্রুত কাজ করে এই জাতীয় একটি মূত্রকারক ঔষধ।

শক্তি— ১ থেকে ৪ ড্রাম অরিষ্ট অথবা ক্বাথ প্রযোজ্য।

লিলিয়াম টাইগ্রিনাম

LILIUM TIGRINUM **টাইগার লিলি**

বস্তিকোটরের যন্ত্রাদির উপর এই ঔষধের শক্তিশালী কাজের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, ঔষধের লক্ষণাবলীর মধ্যে এবং জরায়ু ও ডিম্বাশয়ের রোগ থেকে উৎপন্নবহু প্রতিবর্ত অবস্থার উপরেও এই ঔষধটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বিশেষভাবে প্রায়ই অবিবাহিত স্ত্রীলোকের রোগের ক্ষেত্রে ঔষধটি নির্দেশিত হয়। হৃদ্‌পিন্ডের উপর কাজ সুস্পষ্ট। ছোট ছোট স্থানে বেদনা (অক্স্যালিক অ্যাসিড) বাতজ সন্ধিপ্রদাহ।

মন— নিজের (স্ত্রী) মুক্তি সম্পর্কে হতাশ। সান্ত্বনায় কষ্টের বৃদ্ধি। মানসিক স্ফূর্ত্তির অবসাদ। অবিরাম কাঁদার ইচ্ছা। উদ্বিগ্ন; কোন যান্ত্রিক অথবা কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হবে এই জাতীয় ভয়। অভিশাপ দেবার, আঘাত করার, অশ্লীল বিষয়ে চিন্তা করার স্পৃহা। লক্ষ্যহীণ, অস্থির স্বভাব; সর্বদা ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হয়।

মাথা— উত্তপ্ত, নিস্তেজ, ভারীবোধ। উষ্ণ ঘরের ভিতরে মূর্চ্ছা। মাথার ভিতর প্রচন্ড উত্তেজনা।

চোখ— অক্ষিপটের অতিরিক্ত অনুভূতিপ্রবণতা। বেদনা চোখ থেকে মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়;এবং দৃষ্টি অস্বচ্ছ। চোখের দুর্বল পেশী সমূহের ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। (আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম)। মায়োপিক অ্যাস্টিগমিয়া।

পাকস্থলী— পেটে বায়ুসঞ্চয়;বমি-বমিভাব, তৎসহ পাকস্থলীতে একটি পিন্ড থাকার মত অনুভূতি। ক্ষুধার্ত;মাংস খাবার অদম্য স্পৃহা। তৃষ্ণার্ত, বারে বারে এবং অনেকটা করে জল পান করে এবং কষ্টকর লক্ষণ প্রকাশের আগে পিপাসা।

উদর— পেটে টাটানি ব্যথা, স্ফীত; পেটের ভিতরে কাঁপুনির মত অনুভূতি। সরলান্ত্র ও মলদ্বারের নীচের দিকে ও পিছনের দিকে চাপবোধ;দাঁড়িয়ে থাকলে বৃদ্ধি, মুক্ত বাতাসে ভ্রমনে উপশম। পেটের নিম্নাংশে কিছু ঠেলে বেরিয়ে যাবার মত অনুভূতি।

প্রস্রাব সম্পর্কিত যন্ত্রসমূহ— বারে বারে বেগ। প্রস্রাব দুধের মত, অল্প ও উত্তপ্ত।

মল— অবিরাম মলত্যাগের বেগ, সরলান্ত্রের চাপের থেকে এই বেগের উদ্ভব। দাঁড়িয়ে থাকলে বৃদ্ধি। মলদ্বারের নীচের অংশে চাপবোধ। খুব সকালে দ্রুত মলত্যাগের বেগ। আমাশয়; শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত, তৎসহ কোঁথ, বিশেষ করে রক্তপ্রধান ও স্নায়বিক স্ত্রীলোকেদের রজোনিবৃত্তিকালে।

হৃদপিন্ড— মনে হয় যেন হৃদ্‌পিন্ডটি একটি সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরা রয়েছে (ক্যাক্টাস)। হৃদ্‌পিন্ড ফেটে যাবার মত পূর্ণ বলে মনে হয়। সমগ্র শরীরের স্পন্দন। হৃদ্‌কম্প; অনিয়মিত নাড়ী, অত্যন্ত দ্রুত। হৃদ্‌পিন্ডস্থানে বেদনা, তৎসহ বুকের ভিতরে বোঝা থাকার মত অনুভূতি। হৃদ্‌পিন্ডের চারিপাশে শীতল অনুভূতি। জনবহুল ও উত্তপ্ত ঘরে শ্বাসরোধের ন্যায় অবস্থা। হৃদ্‌শূল তৎসহ ডানবাহুতে বেদনা।

স্ত্রীরোগ— ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের আগে, অল্প, কালচে, জমাট বাঁধা, দুর্গন্ধযুক্ত; কেবলমাত্র ঘুরে বেড়াবার সময়ে স্রাব হয়। নীচের দিকে কিছু ঠেলে বেরিয়ে যাবার মত অনুভূতি তৎসহ দ্রুত মলত্যাগের বেগ, মনে হয় যেন সমস্ত যন্ত্রগুলি বেরিয়ে আসবে। বিশ্রামকালে সবকিছু শান্ত থাকে। সিপিয়া; ল্যাক ক্যান; বেলেডোনা)। জরায়ু রক্তাধিক্য, স্থানচ্যুতি, এবং জরায়ুর ঘুরে যাওয়া। অবিরাম জননেন্দ্রিয়ের বাইরের অংশ চেপে ধরে থাকার স্পৃহা। ডিম্বাশয় স্থানে বেদনা এবং বেদনা নীচের দিকে উরুস্থানে পর্যন্ত প্রসারিত হয়। হাজাকর; বাদামী বর্ণের প্রদরস্রাব; ভগৌষ্টে হুল ফোটার মত বেদনা। যৌনইচ্ছা জেগে উঠে। জরায়ুস্থানে ফোলার মত অনুভূতি। জরায়ুর সামান্য বিবৃদ্ধি। জননেন্দ্রিয়ের বাইরের অংশে চুলকানি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— অসমান জমির উপরে কিছুতেই হাঁটতে পারে না। পিঠে ও মেরুদন্ডের বেদনা, তৎসহ কম্পন, কিন্তু প্রায়ই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীচের দিকে ঠেলা মারার মত চরিত্র যুক্ত হয়। আঙ্গুল গুলিতে কিছু ফোঁটার মত বেদনা। ডানদিকের বাহু ও নিতম্বস্থানে বেদনা। পাদুটির বেদনা;কিছুতেই পাদুটি স্থির করে রাখতে পারে না। পায়ের গোড়ালিতে বেদনা। হাতের তালু ও পায়ের তলায় জ্বালা।

ঘুম— অতৃপ্তিকর, তৎসহ বিরক্তিকর স্বপ্নসমূহ। কিছুতেই ঘুম আসে না, তৎসহ মাথার ভিতরে উত্তেজনা।

জ্বর— বিকালের দিকে প্রচন্ড তাপ ও ক্লান্তিবোধ, তৎসহ সমগ্র শরীরে দপ্‌দপ্‌কর অনুভূতি।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— সান্ত্বনায়, গরম ঘরে।

উপশম— মুক্ত বাতাসে।

সম্বন্ধ-তুলনীয়—ক্যাক্টাস; হেলোনিয়াস;

মিউরেক্স, সিপিয়া; প্ল্যাটিনা; প্যালেডিয়াম।

দোষঘ্ন—হেলোনিয়াস।

শক্তি— দেখা গেছে যে, মধ্য ও উচ্চতর শক্তি ভালো কাজ করে। এই ঔষধের রোগ, আরোগ্যের ক্ষমতা কোন কোন সময়ে ধীরে প্রকাশ পায়।

লিমিউলাস (জাইফোসিউরা)

LIMULUS. (XIPHOSURA) **হর্স-ফুট-কিংক্রাব**

লিমিউলাস ঔষধটি সি.হেরিং পরিচিত করিয়েছেন এবং আংশিকভাবে ঔষধটি তিনি এবং লিপি প্রুভিং করেছেন। হেরিং একটি কিংক্র্যাব বা কাঁকড়ার শরীর ব্যবচ্ছেদ করে, কাঁকড়ার রক্ত দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েছিলেন;নীলরক্ত, যা তিনি পরীক্ষা করে তাঁর অনুমান অনুযায়ী দেখতে পেয়েছিলেন ঐ রক্তে তামা রয়েছে এবং এই কারণে তাঁর মনে হয়েছিল এটি আর একটি কলেরা ঔষধ। তাঁর এই ধারনা সঠিক কিনা তা জানার জন্য আরো প্রুভিং-এর প্রয়োজন আছে, যদিও এই পর্যন্ত যে সকল লক্ষানাবলী পাওয়া গিয়েছে তাতে এই ধারনার সম্ভব্যতা প্রতিপন্ন হয়। ডাঃ হেরিং এর উর্বর মস্তিষ্ক তাঁকে নূতন নূতন উদ্ভাবনা মূলক পথ থেকে কার্যকরী চিকিৎসা তত্ত্বের দ্বারোদ্‌ঘাটনে সর্বদা পরিচালিত করত। শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি;সমুদ্রে স্নান করার পরে নিদ্রালুতা। পাকাশয়িক অন্ত্র সম্পর্কিত উপসর্গ সমুহ। শরীরের সমগ্র ডানদিকে বেদনাদায়ক পূর্ণতার অনুভূতি।

মাথা—মানসিক অবসাদ। নাম মনে রাখা কষ্ট কর, বিভ্রান্তি তৎসহ মুখমন্ডল উত্তপ্ত, মুখমন্ডলে রক্তাধিক্য, মনঃ সংযোগকালে বৃদ্ধি। বামদিকের চক্ষুকোটরের পিছনে বেদনা।

নাক— তরল সর্দ্দি। হাঁচি, জল পানে বৃদ্ধি। অবিরাম নাক দিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা করে সর্দ্দি ঝরে। নাকের উপরে ও চোখের পিছনে চাপবোধ।

উদর— শূলবেদনা তৎসহ উত্তাপ। খিলধরার মত বেদনা তৎসহ জলের মত মল। উদর উত্তপ্ত ও সঙ্কুচিত। অর্শ, মলদ্বারের সঙ্কোচন।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— স্বরভঙ্গ। জলপানের পরে শ্বাসকষ্ট। বুকের ভিতরের চাপবোধের কারনে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— পায়ে স্নায়ুশূল। পায়ের তলায় বেদনা, অসাড়তার অনুভূতি। ডানদিকের নিতম্বসন্ধিতে বেদনা। গোড়ালিতে টাটানি ব্যথা।

চামড়া— মুখমন্ডলে ও হাতদুটিতে, চুলকানিযুক্তস্থান ও ফোস্কাসমূহ। হাতের তালুতে জ্বালা।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—এষ্টারিয়াস; হোমারাস; কিউপ্র্যাম।

শক্তি— ৬ষ্ঠ শক্তি।

লিনেরিয়া

LINARIA টোডফ্ল্যাক্স-স্যাপ ড্রগিন

ফুসফুস ও পাকাশয়িক অংশে এই ঔষধটি সুস্পষ্টভাবে কাজ করে। বমি, বমি-বমিভাব, লালাস্রাব, পাকস্থলীতে চাপবোধ। জন্ডিস, প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি। আন্ত্রিক লক্ষনাবলী ও প্রচন্ড নিদ্রালুতা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে। হৃদ্‌পিন্ডজনিত মূর্চ্ছা। অসাড়ে প্রস্রাব। সরলান্ত্র সম্বন্ধীয় লক্ষনাবলী। জিহ্বা খসখসে, শুষ্ক; গলা সঙ্কুচিত। শীতলতা। মাথার ভিতরে বিভ্রান্তি। অদম্য নিদ্রালুতা। মুক্ত বাতাসে ভ্রমনকালে লক্ষানাবলীর বৃদ্ধি হয়।

শক্তি— ৩য় শক্তি

লিনাম ইউসিট্যাটিসিমাম

LINUM USITATISSIMUM কমন ফ্ল্যাক্স

সহজেই অভিভূত হয়ে পড়ে এই জাতীয় ব্যক্তির শরীরে এই ঔষধের পুলটিস প্রয়োগ করা হলে, শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত নানা প্রকার গোলযোগ দেখা দেয়, যেমন, হাঁপানী, আমবাত প্রভৃতি। এই জাতীয় ক্ষেত্রে ঔষধটির কাজ হল, তীব্র উত্তেজনা উৎপন্ন করা। এটা জানা গেছে যে, এই ঔষধটির ভিতরে সামান্য পরিমানে হাইড্রোসাইয়েনিক অ্যাসিড আছে, যার ফলে ঐ জাতীয় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই ঔষধের ক্বাথ প্রস্রাব পথসমূহের প্রদাহ, প্রস্রাব থলির প্রদাহ, কষ্টকর প্রস্রাব প্রভৃতি ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। এছাড়াও আন্ত্রিক সম্পর্কিত রোগেও উপযোগী হয়। হাঁপানী, আমবাত, হে-ফিভার চিকিৎসায় এই ঔষধটির একটি স্থান আছে। চোয়ালের আটকিয়ে যাওয়া ও জিহ্বার পক্ষাঘাত।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—লিনাম ক্যাথার্টিকাম— পর্জিংফ্ল্যাক্স—(একই জাতীয় শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত উপসর্গ সমূহ, কিন্তু এছাড়াও শূলবেদনা ও উদরাময় থাকে)।

শক্তি— নিম্নতর শক্তিসমূহ।

লিথিয়াম কার্বোনিকাম

LITHIUM CARBONICUM কার্বোনেট অফ লিথিয়াম

পুরাতন বাত রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হৃদ্‌পিন্ডের রোগসমূহ— এবং ক্ষীনদৃষ্টি এই ঔষধের চিকিৎসার উপযুক্ত ক্ষেত্র। বাত রোগজনিত অস্থিগুটি সমূহ। ইউরিক অ্যাসিড ঋতুদোষযুক্ত। সমগ্র শরীরে টাটানি ব্যথা। গেঁটে বাত ও গেঁটে বাত জনিত কারনে সন্ধিস্থানে সোডিয়াম ইউরেটের জমা হয় ও ঐ কারনে সন্ধিস্থান সমূহের স্ফীতি।

মাথা— মাথার ভিতরে টানভাব, যেন মাথাটি বাঁধা রয়েছে; বসে থাকলে ও ঘরের বাইরে গেলে উপশম। শরীরের বাইরের অংশে অনুভূতি প্রবণ। আহারের সময় মাথার বেদনা কমে যায়। কম্পন ও দপ্‌দপানি। হৃদ্‌পিন্ডে বেদনা; মাথা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মাথা ঘোরার মত অবস্থা তৎসহ কানের ভিতরে ঘন্টাধ্বনি। গালের দুইদিক শুষ্ক, ভূষির মত খোসাতে ঢাকা থাকে।

চোখ— অর্ধদৃষ্টি; দৃষ্টবস্তুর ডানদিকের অর্দ্ধাংশ দেখতে পায় না। আলোকাতঙ্ক। চোখের উপরে বেদনা। চোখের পাতা শুষ্ক। পড়ার পরে চোখের বেদনা।

পাকস্থলী— অম্ল, বমি-বমিভাব, দংশন করার মত বেদনা, আহারে উপশম। (এনাকার্ডিয়াম)। কিছুতেই জামাকাপড়ের সামান্য চাপ সহ্য হয় না। (ল্যাকেসিস)।

প্রস্রাব— কোঁথ। ঘোলাটে প্রস্রাব, তৎসহ শ্লেষ্মা এবং লালবর্ণের তলানিযুক্ত। ডানদিকের বৃক্কস্থানে বেদনা। অনর্গল প্রস্রাব ও বর্ণহীন। প্রস্রাব করার সময়ে, হৃদ্‌পিন্ডে চাপবোধ। প্রস্রাব থলির নাতি প্রবল ও পুরাতন প্রদাহ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— বুকের ভিতরে সঙ্কোচনের অনুভূতি। শুয়ে থাকার সময়ে তীব্র কাশি। শ্বাস নেবার সময়ে বাতাস শীতল বলে মনে হয়। স্তনগ্রন্থির বেদনা। বেদনা বাহুদ্বয় ও হাতের আঙ্গুলসমূহ পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

হৃদ্‌পিন্ড— হৃদ্‌পিন্ডস্থানে বাতজনিত কারনে টাটানি ব্যথা। হৃদ্‌পিন্ডে আকস্মিক আঘাত। হৃদ্‌পিন্ডস্থানে দপ্‌দপ্‌কর, মৃদু সূঁচীবিদ্ধবৎ বেদনা। ঋতুস্রাবের পূর্বে হৃদ্‌পিন্ডে বেদনা, এবং প্রস্রাব থলির বেদনা এই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে ও প্রস্রাবের পূর্বে হৃদ্‌পিন্ডে বেদনার অনুভূতি; পরে উপশম। হৃদ্‌পিন্ডে কম্পন ও ডানা ঝাপটানোর মত অনুভূতি, এই জাতীয় অনুভূতি পিঠ পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

প্রস্রাবযন্ত্রসমূহ— প্রস্রাব থলির টাটানি ব্যথা; ডানদিকের বৃক্ক ও ইউরেটারে বেদনা। ঘোলাটে প্রস্রাব তৎসহ শ্লেষ্মা, প্রস্রাব অল্প ও কালোরঙের, ঝাঁঝাল, বালির দানার মত তলানি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— সমগ্র শরীরের পক্ষাঘাত সদৃশ আড়ষ্টতা। সন্ধিসমূহের চারিদিকে চুলকানি। সমগ্র কাঁধের সন্ধি, বাহুতে ও হাতের আঙ্গুল সমূহ এবং ছোট ছোট সন্ধিগুলিতে বাতজনিত কারনে বেদনা। পায়ের পাতার ফাঁপা অংশে বেদনা। বেদনা হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত হয়। হাতের ও পায়ের আঙ্গুলসমূহের সন্ধিগুলির স্ফীতি ও স্পর্শকাতরতা; উষ্ণজল প্রলেপে উপশম।

চামড়া— হাত, মাথা ও গালে মামড়ীযুক্ত দাদ জাতীয় উদ্ভেদ সমূহ, উদ্ভেদ উৎপন্ন হবার আগে চামড়ার ঐ সকল অংশ লালবর্ণ, কাঁচা মত অবস্থার সৃষ্টি। মৃদু সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, বেদনার শেষে চুলকানি শুরু হয়।

বার্‌বারস্ চুলকানি (এ ক্ষেত্রে উচ্চশক্তি প্রযোজ্য)। সারা শরীরে খসখসে উদ্ভেদসমূহ, অন্তঃত্বক শিথিল, দৃঢ়, শুষ্ক চুলকানিযুক্ত চামড়া।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— সকালে, ডানদিকে।

উপশম—উঠে দাঁড়ালে ও চলাফেরা করলে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—লাইকোপোডিয়াম, এমন ফস; বেঞ্জোয়িকঅ্যাসিড; ক্যাল্কেরিয়া কার্ব; লিথিয়াম ক্লো (সিঙ্কোনার বিষক্রিয়ার লক্ষণসমূহ, যেমন মাথাঘোরা, দৃষ্টির অস্বচ্ছতা (কানের ভিতরে ঘন্টাধবনি; সুস্পষ্ট কম্পন; সর্বাঙ্গীন দুর্বলতা; পেশী সমূহের ও সর্বাঙ্গীন অবসন্নতা সুস্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে; পাকশয় অন্ত্রের উপর কোন প্রকার প্রভাব নেই। নাকে টাটানি ব্যথা, গলা-বুক জ্বালা, দাঁতে বেদনা)।

লিথিয়াম ল্যাক্টিকাম— (কাঁধের সন্ধি ও শরীরের ছোট ছোট সন্ধিসমূহের বাতরোগ, ঘুরে বেড়ালে উপশম; বিশ্রামে বৃদ্ধি)।

লিথিয়াম বেঞ্জোয়িকাম— (কোমরের গভীরের বেদনা, পিঠের অল্প অংশে বেদনা; প্রস্রাবথলির অস্বস্তি। প্রস্রাবথলির উপদাহ। পিত্তপাথুরি। বারে বারে বেগ। প্রস্রাবে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমান কমিয়ে দেয়)।

লিথিয়াম ব্রোমেটাম— (মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, সন্ন্যাসরোগের ন্যায় প্রাপ্ত অবস্থা, অনিদ্রা ও মৃগী)।

শক্তি— ১ম থেকে ৩য় বিচূর্ণ।

লোবেলিয়া ইন্‌ফ্লেটা

LOBELIA INFLATA **ইন্ডিয়ান টোব্যাকো**

এটি একটি ভেসো-মোটর স্নায়ু উত্তেজক ঔষধ; সমগ্র শরীরের কাজকে সতেজ করে এই ঔষধ; এই ঔষধটি মূলতঃ নিউমোগ্যাসট্রিক স্নায়ুর উপর কাজ করে, যার ফলে একজাতীয় অবসাদ ও শিথিল অবস্থা উৎপন্ন হয় তৎসহ বুকে ও পেটের উপরের অংশে চাপবোধ। বাধাপ্রাপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, বমি-বমি ভাব ও বমিজাতীয় লক্ষণের উদ্ভব হয়। অবসাদ, পেশীসমূহের শিথিলতা, বমি-বমিভাব বমি ও অজীর্ণ হল এই ঔষধের সাধারন নির্দেশক লক্ষনাবলী যে ক্ষেত্রে ঔষধটি ব্যবহার হবে। হাঁপানী ও পাকাশয়িক উপসর্গ সমূহ। খুব ভালো কাজ করে হাল্কা রঙযুক্ত স্থূলকায় ব্যক্তির উপরে। মদ পানের কুফল সমূহ। স্রাব সমূহের চাপাপড়া। (সালফার)। ডিফ্‌থিরিয়া। প্রদাহিত জন্ডিস (সিয়োন্যান্থাস)।

মাথা— মাথাঘোরা ও মৃত্যু ভয়। পাকাশয়িক গোলযোগ হেতু মাথার বেদনা, তৎসহ বমি-বমিভাব, বমি এবং প্রচন্ড দুর্বলতা; বিকালের দিক থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি; তামাকে বৃদ্ধি। মৃদু ও ভারযুক্ত বেদনা।

মুখমন্ডল— ঠান্ডা ঘামে ভিজে যায়। হঠাৎ করে ফ্যাকাসে বর্ণ।

কান— স্রাব চাপা পড়ার ফলে বধিরতা অথবা একজিমা। গলা থেকে তীব্র এবং বেদনা।

মুখগহ্বর— প্রচুর লালাস্রাব;হাজাকর, জ্বালাকর আস্বাদ;**পারদের মত আস্বাদ;** চটচটে শ্লেষ্মা, জিহ্বা সাদা লেপ যুক্ত।

পাকস্থলী— অম্ল, পেটফাঁপা, আহারের পরে ছোট ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস। গলা-বুক জ্বালা তৎসহ প্রচুর লালাস্রাব। **তীব্র বমি-বমিভাব ও বমি।** সকালের দিকে বমি-বমিভাব। **পেটের উপরের অংশে শূন্যতাবোধ ও দুর্বলতা। প্রচুর লালাস্রাব তৎসহ ভালো ক্ষুধা।** প্রচুর ঘাম ও অবসন্নতা। কিছুতেই তামাকের গন্ধ বা আস্বাদ সহ্য হয় না। হাজাকর, জ্বালাকর আস্বাদ; অম্ল, তৎসহ পাকস্থলীর উপরের অংশে সঙ্কোচনের অনুভূতি। পেটে বায়ুসঞ্চয়, আহারের পরে ছোট ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস। গলাবুক জ্বালা।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— বুকের সঙ্কোচন থেকে শ্বাসকষ্ট; যে কোন প্রকার পরিশ্রমে বৃদ্ধি। বুকের ভিতরে চাপবোধের অথবা ভারীবোধের অনুভূতি;দ্রুত **চলাফেরায় উপশম।** মনে হয় হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে। হাঁপানী, আক্রমন তৎসহ দুর্বলতার অনুভূতি পাকস্থলীর উপরের অংশে এবং আক্রমনের আগে সারা শরীরে **খোঁচা মারার মত** অনুভূতি। খিলধরা, খন্‌খনে শব্দযুক্ত কাশি, ছোট-ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস, গলার ভিতরে কিছু আটকিয়ে থাকার মত অনুভূতি। বার্ধক্যজনিত এম্‌ফাইসিমা।

পিঠ—ত্রিকাস্থি স্থানে বেদনা; সামান্য **স্পর্শ** সহ্য করতে পারে না। সামনের দিকে ঝুঁকে বসে।

প্রস্রাবযন্ত্রসমূহ— গাঢ় লালবর্ণযুক্ত এবং প্রচুর লাল তলানিযুক্ত প্রস্রাব।

চামড়া—খোঁচামারার মত অনুভূতি, চুলকানি তৎসহ তীব্র বমি-বমিভাব।

কমা-বাড়া—বৃদ্ধি, তামাকে, বিকালে, সামান্য নড়াচড়ায়, ঠান্ডা, বিশেষ করে ঠান্ডা জলে ধুলে।

উপশম— দ্রুত চলাফেরায়;(বুকের বেদনা), সন্ধ্যার দিকে এবং গরমে।

সম্বন্ধ— দোষঘ্ন—ইপিকাক।

তুলনীয়—ট্যাবেকাম; আর্সেনিক, এন্টিমটার্ট; ভিরেট্রাম; রোজা।

লোবেলিয়া সিফিলিটিকা— (হাঁচি যুক্ত **ইনফ্লুয়েঞ্জা** একটি পরিষ্কার ছবি এই ঔষধে পাওয়া যায়, নাকের পিছনের অংশ, তালু এবং গলকোষ আক্রান্ত হয়। অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত। চোখের উপরে কপাল অংশে বেদনা। অন্ত্রে বেদনা ও বায়ুসঞ্চয়, এর পরে প্রচুর পরিমানে জলের মত মল তৎসহ কোঁথ ও মলদ্বারে টাটানি ব্যথা। হাঁটুদ্বয়ে বেদনা। পায়ের তলায় খোঁচামারার মত অনুভূতি। **বুকের নিম্নাংশে প্রচন্ড চাপবোধ;** যেন ঐ অংশে বাতাস পৌঁছাতে পারছে না এই জাতীয় অনুভূতি। **বুকের বামদিকের ছোট পঞ্জরাস্থি স্থানে বেদনা।** শুষ্ক, খুকখুকে কাশি, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস। নাকের গোড়ায় মৃদু, কন্‌কনানী বেদনা। কর্ণনলীর প্রদাহ। প্লীহার পিছনের অংশে বেদনা)।

লোবেলিয়া ঈরিনাস্— ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ, অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ওমেন্টামের ক্যান্সার, পেটে স্ক্রু ঢোকাবার মত বেদনা;চামড়া, নাসিকা ও মুখগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর

তীব্র শুষ্কতা; হাতের তর্জনীর অগ্রভাগ এক্জিমার মত ছোপে ঢাকা থাকে। মুখমন্ডলের ম্যালিগ্ন্যান্ট জাতীয় রোগসমূহ। এপিথিলিয়োমা।

শক্তি—১অরিষ্ট থেকে ৩x শক্তি। বাহ্যিকভাবে এই ঔষধ পয়জন্‌ও কের ক্রিয়ানাশক। প্রায়ই এই ক্ষেত্রে অ্যাসিটাম লোবেলিয়া; অন্যান্য প্রকার লোবেলিয়া থেকে ভালো কাজ করে। লোবেলিয়া চামড়ার নীচে ব্যবহার করা হলে, তা ডিফ্‌থিরিয়া রোগের বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে এবং শরীরকে শক্তিশালী করে তোলে, এই জাতীয় সংক্রমন ভবিষ্যতে প্রতিহত করার জন্যে। **(ডব্লিউ, ইলিং উড)।**

লোবেলিয়া পারপিউরেসেন্স

LOBELIA PURPURASCENS **প্যারপল্ লোবেলিয়া**

সমগ্রজীবনী শক্তির প্রচন্ড দুর্বলতা এবং স্নায়ুতন্ত্রের; **শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহের পক্ষাঘাত। ইনফ্লুয়েঞ্জা জনিত কারনে স্নায়বিক অবসাদ।** ঘোর অচৈতন্য অবস্থা। জিহ্বা সাদা ও পক্ষাঘাত গ্রস্ত।

মাথা— বিভ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত। মাথার বেদনা, তৎসহ বমি-বমিভাব, মাথাঘোরা, বিশেষতঃ দুটি ভুর মধ্যবতীস্থানে। কিছুতেই চোখদুটি খোলা রাখতে পারে না; চোখের পাতাগুলি আক্ষেপের সঙ্গে বন্ধ হয়।

চোখ— চোখখুলে রাখা অসম্ভব। নিদ্রালুতা।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ব্যাপ্টি সিয়া; লোবেলিয়া কার্ডিনেলিস—(দুর্বলতা, বিশেষতঃ নিম্নাঙ্গের; শ্বাসরুদ্ধ শ্বাস-প্রশ্বাস, প্লুরিসি, গভীর শ্বাসনেবার সময়ে বুকের ভিতরে **খোঁচা মারার মত** বেদনা। **বাম ও ফুসফুসের** বেদনা, সারাদিন ধরে থেকে-থেকে খোঁচা মারার মত বেদনা)।

শক্তি— ৩য় শক্তি।

লোলিয়াম টেমিউলেন্টাম

LOLIUM TEMULENTUM **ডারনেল**

মস্তিষ্কের বেদনা, সায়েটিকা ও পক্ষাঘাত এই রোগগুলিতে ঔষধটি ব্যবহার হয়েছে। অবসন্নতা ও অস্থিরতা।

মাথা— উদ্বেগ ও অবসাদ, বিভ্রান্ত। মাথাঘোরা; চোখ বন্ধ করে রাখতে বাধ্য হয়। মাথা ভারী বলে মনে হয়। কানের ভিতরে শব্দ।

পাকস্থলী— বমি-বমিভাব, বমি। পাকস্থলীর উপরের অংশে ও উদরে বেদনা। প্রচন্ডভাবে **বাহ্য হয়।**

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— চলনভঙ্গিতে দৃঢ়তার অভাব। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কম্পন।** অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষমতার হ্রাস। **পায়ের ডিমে তীব্র বেদনা, যেন মনে হয় ঐ অংশে দড়ি দিয়ে কষে বাঁধা রয়েছে।** অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঠান্ডা। বাহু ও পাদুটিতে আক্ষেপিক নড়াচড়া। কিছুতেই লিখতে পারে না; কিছুতেই এক গ্লাস জল ধরে রাখতে পারে না। পক্ষাঘাতে হাতদুটির কম্পন।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—**সিকেল**; ল্যাথিরাস; এ্যাস্ট্র্যাগি।

শক্তি— ৬ষ্ঠ শক্তি।

লোনিসেরা-জাইলোষ্টিয়াম

LONICERA XYLOSTEUM **ফ্লাই-উড্‌বাইন**

আক্ষেপিক লক্ষণসমূহ। ইউরেমিয়া জনিত আক্ষেপ। প্রস্রাবে অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি। সিফিলিস।

মাথা—মাথা ও বুকে রক্তাধিক্য; ঘোর অচৈতন্য অবস্থা। একদিকের চোখের তারার সঙ্কোচন এবং অপর দিকের চোখের তারা প্রসারিত। গভীর নিদ্রা, চোখগুলি অর্ধেক খোলা থাকে, মুখমন্ডল লালবর্ণযুক্ত।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঝাঁকুনি। সমগ্র শরীরের কম্পন। তীব্র আক্ষেপ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মাথার পতনাবস্থা, যেন পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শীতল। ঠান্ডা ঘাম।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—লোনিসেরা পেরিসিনমেনাম- খিটখিটে স্বভাব, তৎসহ তীব্র রোগাবস্থা (ক্রোকাস)।

শক্তি— ৩য় থেকে ৬ষ্ট শক্তি।

লিউপিউলাস হিউমিউলাস

LUPULUS-HUMULUS **হপ্‌স্**

স্নায়ুতন্ত্রের প্রশান্ত অবস্থা তৎসহ রাত্রিজাগনের ফলে বমি-বমিভাব, মাথাঘোরা ও মাথার বেদনা; এই সকল ক্ষেত্রে এই ঔষধটি উপযুক্ত। **শিশুদের জন্ডিস।** প্রস্রাবনলীর ভিতরে জ্বালা। প্রায় সকল পেশীসমূহে টানভাব ও নর্তন। স্নায়বিক কম্পনসমূহ; মাতালদের জাগরিত অবস্থা ও প্রলাপ-বকা। মাথাঘোরা। ও অচৈতন্য অবস্থা। নাড়ীর গতি ধীরে। প্রচুর, চটচটে, তৈলাক্ত ঘাম।

মাথা— অস্বাভাবিক সতর্কতা। অত্যন্ত উত্তেজিত। মাথায় মৃদু, ভারীবোধের ন্যায় বেদনা তৎসহ মাথা ঘোরে। সকল পেশীতে টেনে ধরার ন্যায় অনুভূতি ও নর্তন।

ঘুম—দিনের বেলায় **নিদ্রালুতা।** গভীর নিদ্রা।

পুরুষের রোগ— বেদনাদায়ক লিঙ্গোদ্রেক। যৌন বিষয়ক দুর্বলতা ও হস্তমৈথুন হেতু বীর্য স্খলন। বীর্যতরল।

চামড়া— মুখমন্ডলে স্কারলেট জ্বরের মত উদ্ভেদসমূহ। মনে হয় যেন পোকা মাকড় চামড়ার উপর দিয়ে সুড়্সুড়্ করে চলাচল করছে; মনে হয় যেন চামড়ার ফাটা-ফাটা অবস্থা, চামড়া উঠে যায়।

সম্বন্ধ— দোষঘ্ন—কফিয়া; ভিনিগার।

তুলনীয়—**নাক্স, আর্টিকা ইউরেন্স, ক্যানাবিস।**

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি। **লিউপিউলিন ১x বিচূর্ণ।** (বীর্যস্খলনে খুব ভালো কাজ করে। বেদনাদায়ক ক্যান্সার রোগে বাহ্যিকভাবে উপযোগী)।

লাইকোপোডিয়াম

LYCOPODIUM **ক্লাব মস্**

যতসময় পর্যন্ত এই ঔষধের রেনুগুলি নিষ্পেষিত হচ্ছে, ততসময় পর্যন্ত ঔষধটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। এই ঔষধের আশ্চর্যজনক ঔষধ গুনাবলী কেবল মাত্র বিচূর্ণন ও ঝাঁকি দেবার প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রকাশিত হয়।

প্রায় যেসকল ক্ষেত্রে লাইকোপোডিয়াম ঔষধ বলে বিবেচিত হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে প্রস্রাব সম্পর্কিত ও পাকাশয়িক গোলযোগের কিছু প্রমান পাওয়া যায়। এই ঔষধের যে প্রকার ঋতুদোষ, তাতে প্রস্রাবের সঙ্গে মূত্র লাল বার হতে পারে না। লাইকোপোডিয়াম প্রায়ই সেই সকল রোগে ব্যবহার হয় যেসকল রোগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। শরীরের কার্যকরী ক্ষমতার দুর্বলতা, তৎসহ পাকাশয়িক ক্ষমতার হ্রাস প্রাপ্তি, যে ক্ষেত্রে যকৃতের কার্যকরী ক্ষমতার মারাত্মকভাবে গোলযোগ দেখা দেয়, সেই সকল ক্ষেত্রে এই ঔষধটি বিশেষভাবে ব্যবহার হয়।

পেশী সমূহের দুর্বলতা, অপুষ্টি— শ্লেষ্মাপ্রধান ঋতু বিশিষ্ট কোমল প্রকৃতির ব্যক্তি, তৎসহ সর্দ্দিলাগার প্রবণতা; বৃদ্ধব্যক্তি, যাদের চামড়ায় হলুদ বর্ণের ছোপ দেখা যায়, মাটির মত গায়ের রঙ, ইউরিক অ্যাসিড ঋতুদোষযুক্ত প্রভৃতি। এছাড়াও, অকালপক্ক, দুর্বল শিশুদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। লক্ষণগুলির বৈশিষ্ট্য হল, ডানদিক থেকে বামদিকে যায়, বিশেষভাবে শরীরের ডানদিকে কাজ করে এবং লক্ষন সমূহ বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৮টার মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৃক্কের উপসর্গসমূহে, **প্রস্রাবে বালুকনার তলানি পাওয়া যায়**, কোমরে বেদনা, বৃক্কস্থানে; প্রস্রাবের পূর্বে বৃদ্ধি। ঠান্ডা পানীয় সহ্য হয় না; **সকল কিছু গরম চায়।** যে সকল ব্যক্তি প্রবল মেধাশক্তি সম্পন্ন কিন্তু দুর্বল শারীরিক ক্ষমতা যুক্ত হয় তাদের ক্ষেত্রে এই ঔষধটি ভালো কাজ করে। গভীর ভাবে স্থায়ী, ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পুরাতন রোগ সমূহ। কার্সিনোমা। শীর্ণতা। সকালের দিকে দুর্বলতা। গ্রন্থিজাত স্রাবের নিয়মিত কারনে এই ঔষধের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। **বার্ধক্যের পূর্বাবস্থা।** যকৃতের

রোগে উদরী। লাইকোপোডিয়াম রোগী রোগা, শীর্ণকায়, গ্যাসে পরিপূর্ণ ও শুষ্কতা। শরীরের প্রয়োজনীয় উত্তাপের অভাব; রক্ত সংবহন ক্রিয়া ক্ষীন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতল, বেদনা আসে এবং যায় হঠাৎ করে। শব্দে ও গন্ধে অনুভূতি প্রবন।

মন—বিষণ্ন, একা থাকতে ভয়। সামান্য সামান্য বিষয়ে বিরক্তি। অত্যন্ত অনুভূতি প্রবন। নূতন কোন কাজ করতে অনিচ্ছা। অসুস্থ অবস্থায় রোগী একগুঁয়ে ও উদ্বত প্রকৃতির হয়। আত্মবিশ্বাসের অভাব। দ্রুততার সঙ্গে আহার করে। কাজের চাপে দমে যাবে সর্বদা এই জাতীয় ভয়। **আশঙ্কাযুক্ত**। দুর্বল স্মৃতিশক্তি; বিভ্রান্তি পূর্ণচিন্তা সমূহ। **বাক্যসমূহ বানান করতে অথবা লিখতে ভয় হয়**। মস্তিষ্কের ক্ষমতা কমে যায়। **(এনাকার্ডিয়াম, ফসফরাস; ব্যারাইটা কার্ব)**। কিছুতেই কোন নতুন জিনিষ দেখা সহ্য করতে পারে না। নিজে কি লিখিছে তা পড়তে পারে না। সকালে ঘুম থেকে উঠার পরে বিষন্নচিত্ত।

মাথা— কোন কারন ছাড়াই মাথা দোলায়। মুখমন্ডল ও মুখবিবর মোচড়াতে থাকে। মাথার তালুতে চাপবোধযুক্ত বেদনা; বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৮টা, এবং শুয়ে থাকলে অথবা সামনের দিকে ঝুঁকে থাকলে বৃদ্ধি, এছাড়াও যদি নিয়মিত আহার না করে তবে কষ্টের বৃদ্ধি হয়। **(ক্যাক্টাস)**। প্রতিবার কাশির ধমকের পরে দপ্‌দপ্ কর মাথার বেদনা। প্রচন্ডশীতে চোখের উপরে মাথার বেদনা; ঢাকা ছাড়া উপশম বোধ করে। **(সালফার)**। সকালে ঘুম থেকে উঠার সময় মাথা ঘোরে। রগের ভিতরে বেদনা, যেন মনে হয় রগের একদিক থেকে অপরদিকের প্রতি স্ক্রু ঘোরানো হচ্ছে। মাথার পিছনের অংশে ছিঁড়ে, ফেলার মত বেদনা; বিশুদ্ধ বাতাসে উপশম। মাথার চুল প্রচুর পরিমানে উঠে যায়। একজিমা; কানের পিছনের অংশে ভিজাভাব এবং চুঁয়ে চুঁয়ে রস গড়ায়। কপালের উপরে গভীর খাদ্যসমূহ। অকালে মাথায় টাকপড়ে ও চুল পেকে যায়।

চোখ— চোখের ভিতরের কোনের নিকটবর্তী অংশে চোখের পাতায় আঞ্জনী। দিনের বেলায় অন্ধত্ব। (বোথ্রোপ্‌স)। রাত্রিকালীন অন্ধত্বতা আরো বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দৃষ্টবস্তুর কেবলমাত্র অর্ধাংশ দেখতে পায়। চোখের পাতায় ক্ষত ও লালচে ভাব। ঘুমের সময় চোখের পাতা অর্ধেকটা খোলা থাকে।

কান— গাঢ়, হলুদবর্ণের, দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব। কানের চারিপাশে ও কানের পিছনে একজিমা। কানপাকা ও বধিরতা তৎসহ কানের ভিতরে টুনটুন্ শব্দ হাতে ও পায়ে অথবা না ও হতে পারে; স্কারলেট জ্বরের পরে কানের উপসর্গসমূহ। **কানের ভিতরে গুনগুন্ শব্দ অথবা গর্জন ধ্বনি হয়, তৎসহ কানে শুনতে কষ্ট হয়**; প্রতিটি শব্দই কানের ভিতরে অদ্ভুত ধরণের প্রতিধবনি তৈরী করে।

নাক— ঘ্রান শক্তি অত্যন্ত তীব্র। নাকের পিছনের অংশে শুষ্কতার অনুভূতি। নাকের সামনের অংশ থেকে অল্প পরিমানে; হাজাকর স্রাব। নাসারন্ধ্রে ক্ষত। নাকের ভিতরে মামড়ি ও টানলে বাড়ে এই জাতীয় পদার্থের সঞ্চয়। **(ক্যালিবাই; টিক্রিয়াম)**। তরল সর্দি। **নাক বন্ধ হয়ে যায়**। নাক সেঁটে ধরে; শিশু ঘুম থেকে হঠাৎ করে জেগে উঠে নাক রগড়াতে থাকে। **নাকের পাখা দুটি; পাখার মত উঠানামা করে (ক্যালি ব্রোমেটাম, ফসফরাস)**।

মুখমন্ডল— ধূসর হলুদবর্ণের মুখমন্ডল, তৎসহ চোখের চারিপাশে নীল গোলা করে দাগ। শুষ্ক, কুঞ্চিত, এবং শীর্ণ; তামাটে বর্ণের উদ্ভেদ সমূহ। টাইফয়েড জ্বরে, **নীচের চোয়াল ঝুলে পড়ে** (ল্যাকেসিস; ওপিয়াম)। চুলকানি; মুখমন্ডলে ও মুখবিবরের কোনে আঁশযুক্ত উদ্ভেদসমূহ।

মুখগহ্বর— দাঁতগুলি স্পর্শকরলে অত্যন্ত বেদনা হয়। দাঁতের বেদনা, তৎসহ গালের স্ফীতি; উষ্ণ প্রলেপে উপশম। মুখগহ্বর ও জিহ্বার শুষ্কতা তৎসহ তৃষ্ণাহীণতা। জিহ্বা শুষ্ক, স্ফীত, ফাটা ও কালোবর্ণের; জিহ্বা এদিক-ওদিক নড়ে। মুখের ভিতর জল কাটে। **জিহ্বার উপরে ফোস্কা সমূহ।** মুখ থেকে দূর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে।

গলা— পিপাসা ছাড়াই, গলার শুষ্কতা। খাদ্যবস্তু ও পানীয় বস্তু সমূহ নাকদিয়ে উঠে আসে। গলার প্রদাহ, তৎসহ ঢোক গেলার সময়ে গলার ভিতরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা; **উষ্ণ পানীয়ে উপশম।** টনসিলের স্ফীতি ও পুঁজোৎপত্তি। টনসিলের ক্ষতসমূহ, **শুরু হয় ডানদিকের টনসিল থেকে।** ডিফ্থিরিয়া; **সঞ্চিত বস্তু ডানদিক থেকে বামদিকে প্রসারিত হয়; ঠান্ডা পানীয়ে বৃদ্ধি।** স্বরতন্ত্রীতে ক্ষতসমূহ। টি.বি. ল্যারিনজাইটিস, **বিশেষ করে** যখন ক্ষতসমূহ শুরু হয়।

পাকস্থলী— ময়দা থেকে প্রস্তুত এবং গাঁজলা উৎপন্নকারী খাদ্যবস্তু যেমন বাঁধাকপি, মটরশুঁটি প্রভৃতি খাবার ফলে অজীর্ণ রোগ। প্রচন্ড ক্ষুধার্ত। রুটি প্রভৃতিতে অনিচ্ছা। মিষ্টদ্রব্যের প্রতি স্পৃহা। খাদ্যবস্তুর স্বাদ টক। টক ঢেকুর উঠে। পাকাশয়িক শক্তির প্রচন্ড দুর্বলতা। পেট ডাকা তৎসহ প্রচন্ড পেট ফাঁপা। আহারের পরে, পাকস্থলীতে চাপবোধ, তৎসহ মুখের আস্বাদ তিতো। সামান্য আহারের পরেই পূর্ণতার অনুভূতি। ঝিনুক খেতে পারে না। পেটের ভিতরে জমা হওয়া বায়ুচলাফেরা করে (**চায়না, কার্বোভেজ**)। রাত্রে ঘুম থেকে জেগে উঠে ও ক্ষুধা অনুভব করে। হিক্কা। **অসম্পূর্ণ জ্বালাকর ঢেকুর গলবিল পর্যন্ত উঠে এবং ঐ স্থানে কয়েকঘন্টা ধরে জ্বালাকরে।** খাদ্য ও পানীয়বস্তু গরম পছন্দ করে। খালি খালিবোধ, রাত্রে বৃদ্ধি।

উদর— সামান্য পরিমানে কিছু খাবার সঙ্গে সঙ্গে উদর ফুলে উঠে, পূর্ণতার অনুভূতি। অবিরাম পেটের ভিতরে গ্যাঁজলার সৃষ্টি হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি, যেন মনে হয় পেটের ভিতরে মদের ফেনা তৈরী হচ্ছে, উপরের বামদিকে বেশি অনুভূত হয়। ডানদিকের হার্নিয়া। যকৃৎ অনুভূতি প্রবণ। পেটের উপরে বাদামীবর্ণের ছোপ। যকৃতের রোগ থেকে শোথাবস্থা। হেপাটাইটিস্, জায়ফলের মত ক্ষুদ্রাকৃতির যকৃৎ। পেটের উপরে আড়াআড়িভাবে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা, ডানদিক থেকে বামদিকে যায়।

মল— উদরাময়। অন্ত্রনলীর নিষ্ক্রিয়তা। অতৃপ্তকর বেগ। মল **শক্ত, কষ্টকরে বার করতে হয়, ক্ষুদ্রাকার,** অসম্পূর্ণ। **অর্শ; স্পর্শে তীব্র বেদনা অনুভূতি হয়, কন্‌কনানী। (মিউর অ্যাসিড)।**

প্রস্রাব— প্রস্রাবের পূর্বে পিঠের বেদনা। প্রস্রাবের পরে কমে যায়; প্রস্রাব ধীরভাবে আসে, কোঁথদিতে বাধ্য হয়। প্রস্রাব বন্ধ হওয়া। রাত্রে প্রচুর প্রস্রাব। গাঢ় ল্যালবর্ণের তলানিযুক্ত প্রস্রাব। শিশু প্রস্রাবের পূর্বে কাঁদে (বোরাক্স)।

পুরুষের রোগ— লিঙ্গোদ্রেকের কোন ক্ষমতা থাকে না;

ধ্বজভঙ্গ— নিয়মানুযায়ী সময়ের আগেই বীর্যপাত (ক্যালেডিয়াম; সেলিনিয়াম এগ্নাস ক্যাক্টাস)। প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। আঁচিলের মত গুটি সমূহ।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাব অত্যন্ত দেরি করে হয়; দীর্ঘস্থায়ী ও প্রচুর পরিমানে স্রাব হয়। যোনিদেশ শুষ্ক। সঙ্গম বেদনাপূর্ণ। ডানদিকের ডিম্বাশয়ের বেদনা। যৌনাঙ্গের শিরাস্ফিতী। প্রদরস্রাব, হাজাকর, তৎসহ যোনিদেশে জ্বালা করে। মলত্যাগের সময় যৌনাঙ্গ থেকে রক্তস্রাব হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— সুড়্‌সুড়্ কর কাশি। শ্বাসকষ্ট। বুকের ভিতরে টানভাব, সঙ্কোচনের অনুভূতি, বুকের ভিতরে জ্বালাকর অনুভূতি। পাহাড় থেকে নীচের দিকে নামার সময়ে কাশি বৃদ্ধি পায়। কাশি গভীর স্থান থেকে উঠে আসে ও ফাঁপাশব্দ যুক্ত। শ্লেষ্মা ধূসরবর্ণের, গাঢ়, রক্তমিশ্রিত, পুঁজের মত, লবনাক্ত। (আর্সেনিক; ফসফরাস, পালসেটিলা)। রাত্রিকালীন কাশি, গন্ধকের ধোঁয়া লাগার মত গলার ভিতরে সুড়্‌সুড়্‌কর অনুভূতি। শিশুদের বুকের ভিতরে শ্লেষ্মা, মনে হয় ঘড় ঘড়ে সর্দ্দিতে পূর্ণ। অবহেলিত নিউমোনিয়া রোগ, তৎসহ তীব্র শ্বাসকষ্ট, নাকের পাখাদ্বয় উঠা নামা করে ও বুকের ভিতরের ঘড়ঘড়ে সর্দ্দির উপস্থিতি।

হৃদ্‌পিন্ড— ধমনীর স্ফিতাবস্থা। (ব্যারাইটা কার্ব)। ধমনীর রোগ সমূহ। রাত্রে হৃদ্‌কম্প। কিছুতেই বামদিক ফিরে শুতে পারে না।

পিঠ— দুটি স্কন্ধ্যাস্থির মধ্যবর্তী অংশে উত্তপ্ত কয়লা থাকার মত জ্বালাকর অনুভূতি। কোমরে বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— অসাড়তা, এছাড়াও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টেনে ধরার মত ও ছিঁড়ে ফেলার মত অনুভূতি, বিশেষ করে বিশ্রামকালে অথবা রাত্রে। বাহুদ্বয়ের ভারবোধ। কাঁধের সন্ধি ও কনুইয়ের সন্দিতে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা। একদিকের পায়ের পাতা গরম, অপর দিক শীতল। পুরাতন বাতরোগ, তৎসহ সন্ধিগুলিতে খড়ির মত পদার্থের সঞ্চয়। পায়ের পাতাদ্বয়ে প্রচুর ঘাম। পা ফেলার সময় গোড়ালিতে বেদনা, যেন মনে হয় পাথরের নুড়ির উপর পা রাখা হয়েছে। পায়ের তলায় বেদনাপূর্ণ কড়াসমূহ; হাত ও পায়ের আঙ্গুল সমূহের সঙ্কোচন। সায়েটিকা, ডানদিকে বেশি হয়। কিছুতেই বেদনাপূর্ণস্থানে চাপ দিয়ে শুতে পারে না। হাত ও পাদুটি অসাড়। ডানদিকের পায়ের পাতা উত্তপ্ত, বামদিকেরটা ঠান্ডা। রাত্রে বিছানায় যাবার পরে পায়ের ডিমেও পায়ের আঙ্গুলসমূহে খিলধরা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ঘুমিয়ে রয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি। নর্তন ও ঝাঁকুনি।

জ্বর— বিকাল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে শীত শুরু হয়। এরপরে বরফের মত ঠান্ডা ঘাম। মনে হয় বরফের উপর শুয়ে রয়েছে। একবার শীতবোধের পরে আবার একবার শীতবোধ শুরু হয়। (ক্যাল্কেরিয়া কার্ব; সাইলিশিয়া; হিপার)।

ঘুম— দিনের বেলায় নিদ্রালুতা। ঘুমের মধ্যে চমকিয়ে উঠে। দুর্ঘটনার স্বপ্ন দেখে।

চামড়া— ক্ষতযুক্ত। চামড়ার নীচে ফোঁড়াসমূহ;উষ্ণপ্রলেপে বৃদ্ধি। আমবাত;উষ্ণতায় বৃদ্ধি। তীব্র চুলকানি;ফাটাযুক্ত উদ্ভেদসমূহ। ব্রণ। পুরাতন এক্‌জেমা তৎসহ প্রস্রাব সংক্রান্ত, পাকাশয় সংক্রান্ত ও যকৃৎ সংক্রান্ত গোলযোগ সংশ্লিষ্ট থাকে; সহজেই রক্তপাত হয়। চামড়া পুরুও কঠিনতা প্রাপ্ত। শিরা স্ফীতি, জড়ুল, প্রসারিত হতে পারে এই জাতীয় অর্বুদ সমূহ। বাদামি ছোপসমূহ, ছুলি; বিশেষ করে মুখমন্ডল ও নাকের বামদিকে বেশি হয়। **শুষ্ক**, কুঞ্চিত, বিশেষ করে হাতের তালুদ্বয়;মাথার চুল অকালে ধূসরবর্ণযুক্ত হয়। শোথাবস্থা। দূর্গন্ধযুক্ত নিঃসরণসমূহ; **চটচটে ও দূর্গন্ধযুক্ত ঘর্মস্রাব**, বিশেষ করে পায়ে ও বগলে। সোরিয়্যাসিস।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— ডানদিকে, ডানদিক থেকে বামদিকে, উপর থেকে নীচের দিকে, বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৮টা, গরমে অথবা গরম ঘরে, উত্তপ্ত বাতাসে, বিছানা, গরম প্রলেপে, কেবলমাত্র গলা ও পাকস্থলীর লক্ষণাবলী ছাড়া, কারন ঐ লক্ষণসমূহ উষ্ণপানীয়ে উপশম হয়।

উপশম— নড়াচড়ায়, মধ্যরাত্রির পরে, গরম খাবার ও পানীয়ে, ঠান্ডা লাগালে, ও অনাচ্ছাদিত অবস্থায়।

সম্বন্ধ—পরিপূরক—ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ও সালফারের পরে লাইকোপোডিয়াম খুব ভালো কাজ করে;আয়োডিয়াম, গ্রাফাইটিস, ল্যাকেসিস, চেলিডোনিয়াম।

দোষঘ্ন— ক্যাম্ফর; পালসেটিলা, কষ্টিকাম।

তুলনীয়—সালফার, রাসটক্স, আর্টিকা ইউরেন্স; মার্কিউরিয়াস; হিপার, এলুমিনা (লাইকোপোডিয়াম একমাত্র সব্জি যা মাঠি থেকে এলুমিনিয়াম গ্রহণ করে। টি. এফ.এ্যালেন), এন্টিমক্রুড; নেট্রাম মিউর, ব্রায়োনিয়া; নাক্স; বোথ্রোপস্ (দিনের বেলা অন্ধত্ব; সূর্য উঠার পরে খুবই কষ্ট করে দেখতে হয়; ডানদিকের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের বেদনা);

প্লাম্বাগো লিট্রোর‍্যালিস— ব্রাজিল দেশের একটি উদ্ভিদ বিশেষ (ক্ষয়কারক তৎসহ লালচে প্রস্রাব, বৃক্কদ্বয়ে, সন্ধিসমূহে এবং সাধারণভাবে সারা শরীরে বেদনা; দুধের মত লাল স্রাব, মুখবিবরের ক্ষত)। অজীর্ণ রোগে লাইকোপোডিয়ামের পরে হাইড্র্যাস্টিস ভালো কাজ করে।

শক্তি—নিম্ন এবং উচ্চতর উভয় প্রকার শক্তিই ভালো কাজ করে বলে প্রমানিত হয়েছে। শরীর থেকেকিছু বার করে দেবার জন্যে। এই ঔষধের অরিষ্ট থেকে প্রস্তুত হয় এবং ৩য় শক্তির কয়েক ফোঁটা দিনে তিনবার প্রযোজ্য, যা ব্যবহার করে ফল পাওয়া গিয়েছে, নচেৎ ৬ষ্ঠ থেকে ২০০ শক্তি এবং উচ্চতর শক্তি প্রযোজ্য, তবে পুনঃ পুনঃ ঔষধের মাত্রা প্রয়োগ করা উচিত নয়।

লাইকোপাঁসভার্জিনিকাম

LYCOPUS VIRGINICDS **বিউগল্ উইড্**

রক্তের চাপ কমিয়ে দেয়, হৃদ্স্পন্দনের মাত্রা কমিয়ে থাকে এবং হৃদ্পিন্ডের সঙ্কোচন কালের সময়ের বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে এই ঔষধ। অপ্রবল রক্তস্রাব (এড্রিন্যালিন ৬ x)।

এটি হৃদ্পিন্ডের একটি ঔষধ বিশেষ, এবং গলগন্ডরোগ যে ক্ষেত্রে চোখ বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে এবং অর্শজনিত রক্তস্রাব ঔষধটি ব্যবহার হয়ে থাকে। বহু প্রকার রোগে, যেক্ষেত্রে হৃদ্পিন্ডের গোলযোগ বর্তমান থাকে এবং কম-বেশী হৃদ্পিন্ডের গোলযোগ বর্তমান থাকে এবং কম-বেশী হৃদ্পিন্ডের বেদনা বর্তমান থাকে, সেই সকল ক্ষেত্রে এই ঔষধটি নির্দেশিত হয়ে থাকে। হৃদ্পিন্ডের প্রকোষ্ঠ সংশ্লিষ্ট রোগে ফুসফুস থেকে রক্ত আসে। বিযাক্ত গলগন্ড রোগে অস্ত্রোপ্রচারের আগে ঔষধটি উপকারী। মাত্রা অরিষ্ট পাঁচ ফোঁটা (বেবি)।

মাথা — মাথার কপাল অংশে বেদনা ; কপালের প্রবর্দ্ধিত অস্থি অংশে বেশী বেদনা হয়ে থাকে ; বেদনা পরে প্রায়ই হৃদ্পিন্ডের কষ্টকর ক্রিয়া। নাক থেকে রক্তস্রাব।

চোখ — চোখ বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে, চোখের ভিতরে বাইরের দিকে ঠেলা মারার মত চাপের অনুভূতি, তৎসহ হৃদ্পিন্ডের উত্তেজনা পূর্ণক্রিয়া। চক্ষুকোটরের উপরের অংশে বেদনা, তৎসহ অন্ডদ্বয়ে কন্কনানি।

মুখগহ্বর — নিচের দিকের চর্বনদন্তের বেদনা।

হৃদ্পিন্ড — যারা ধূমপান করে, তাদের হৃদ্পিন্ডের দ্রুত ক্রিয়া। হৃদ্পিন্ডস্থানে বেদনা ; সঙ্কোচন, স্পর্শকাতর, নাড়ী দুর্বল, অনিয়মিত, থেমে- থেমে, কম্পমান, দ্রুত। রক্তে অক্সিজেনের অভাব হেতু শরীর নীলবর্ণ। স্নায়বিক কারণে হৃদ্ কম্প, তৎসহ হৃদ্পিন্ডের চারিপাশে ভারীবোধ ও শ্বাস রোধের ন্যায় অবস্থা। গেঁটে বাত, ভ্রমনশীল বেদনা, তৎসহ হৃদ্পিন্ডের রোগ। হৃদ্পিন্ডের গোলযোগ হেতু হাঁপানী (স্যাম্বুল)।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ — বুকের ভিতরে সাঁই-সাঁই শব্দ। কাশি, তৎসহ ফুসফুস থেকে রক্তআসে, সামান্য পরিমাণে রক্ত আসে কিন্তু বারে-বারে আসে।

প্রস্রাব — প্রচুর স্বচ্ছ, জলের মত প্রস্রাব, বিশেষকরে যে সময় হৃদ্পিন্ড অত্যন্ত উত্তেজিত থাকে ; এছাড়াও অল্প প্রস্রাব। প্রস্রাব থলি যে সময় খালি থাকে, সেই সময় প্রস্রাব থলি প্রসারিত বলে মনে হয়। ডায়েবিটিস। অন্ডদ্বয়ে বেদনা।

সরলান্ত্র — সরলান্ত্র থেকে রক্তস্রাব। অর্শ।

ঘুম — জেগে থাকা অবস্থা এবং অত্যন্ত সর্তকতা তৎসহ প্রচন্ড কর্মতৎপরতা কিন্তু রক্তসংবহন ক্রিয়া দুর্বল।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — ঈফিড্রা - টী মাষ্টার্স টী - (গলগন্ড যে ক্ষেত্রে চোখ বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে ; চোখ বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে এই জাতীয় অনুভূতি তৎসহ হৃদ্‌পিন্ডের উত্তেজিত ক্রিয়া) ;

ফিউকাস ; ক্র্যাটেগাস ; এড্রিন্যালিন ৬ x ।

শক্তি — ১ম থেকে ৩০ শক্তি।

ম্যাগ্নেশিয়া কার্বোনিকা

MAGNESIA CARBONICA — **কার্বনেট অফ্ ম্যাগ্নেসিয়া**

পাকাশয় অন্ত্রনলীর প্রদাহ, তৎসহ সুস্পষ্ট অম্ল। যে সকল ব্যক্তি কার্বনেট অফ্ ম্যাগ্নেশিয়া, পাকাশয় ঠিক রাখার জন্য প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন, তাদের পাকাশয়িক গোলযোগে এই ঔষধটি ব্যবহার হয়ে থাকে। এটি শিশুদের অধিকাংশ রোগে নির্দেশিত হয়ে থাকে ;সমস্ত শরীর থেকে টক গন্ধ বেরিয়ে থাকে এবং যাদের ফোঁড়া হবার প্রবণতা থাকে। ভগ্ন স্বাস্থ্য যুক্ত স্ত্রীলোক, তৎসহ জরায়ু সংক্রান্ত ও রজোনিবৃত্তি জনিত উপসর্গসমূহ। তৎসহ অসাড়তা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের প্রসারণ ও স্নায়বিক দুর্বলতা। সামান্য চমক, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতিতে অনুভূতি প্রবণ। ধাক্কা ;আঘাত;মানসিক কষ্টের কুফল সমূহ। অসাড়তার অনুভূতি ; স্নায়ুর দুর্বলতা ; স্নায়বিক ক্লান্তির পরে কোষ্ঠ কাঠিণ্যের প্রবণতা ; সামান্য স্পর্শে অনুভূতি প্রবন, স্পর্শের ফলে রোগী চমকিয়ে উঠে, অথবা ঠান্ডা বাতাসে অথবা আবহাওয়ার অথবা অতিরিক্ত চিন্তা ও উদ্বেগ তৎসহ কোষ্ঠ কাঠিণ্য ও ভারীবোধ। তীব্র স্নায়ুশূল।

মাথা — মাথার যে দিক চাপ দিয়ে রেগী শুয়ে থাকে। সেই দিকে খোঁচা মারার মত বেদনা, মনে হয় যেন মাথার চুলগুলি টানা হচ্ছে ;মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি। মাথার খুলির চামড়ায় চুলকানি, আর্দ্র জলবায়ুতে বৃদ্ধি। ডানদিকের চক্ষুকোটরের কিনারার উপর বেদনা। চোখের সামনে কালো-কালো ছোট দাগ সমূহ।

কান — শ্রবণ শক্তির হ্রাস প্রাপ্তি। বধিরতা; হঠাৎ করে দেখা দেয় এবং মাত্রা পরিবর্তনশীল। কানের বাইরের অংশের অসাড়তা। কানের মাঝের অংশে স্ফীতির অনুভূতি। কানের ভিতরে চাপাধরণের টুনটুন শব্দ হয়।

মুখমন্ডল — মুখমন্ডলের একদিকে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা ; চুপচাপ থাকলে বেশী হয় ; ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়। দাঁতের বেদনা, বিশেষত ঃ গর্ভাবস্থায় ; রাত্রে বৃদ্ধি ; ঠান্ডায় ও শান্ত অবস্থায় বৃদ্ধি। দাঁতগুলি অনেকটা বড়ো হয়ে গেছে, এই জাতীয় অনুভূতি। আক্কেল দাঁত বের হবার সময়কালের উপসর্গ সমূহ (চেরিয়াম্থাস)। গন্ডাস্থির বেদনা, বিশ্রামে ও রাত্রে বৃদ্ধি। গন্ডাস্থির স্ফীতি তৎসহ দপ্‌দপ্‌কর বেদনা, ঠান্ডা বাতাস লাগালে বৃদ্ধি।

মুখগহ্বর — রাত্রে মুখগহ্বর শুষ্ক। অম্ল আস্বাদযুক্ত। ফোস্কার মত উদ্ভেদ সমূহ ;রক্ত মিশ্রিত লালাস্রাব। গলার ভিতরে খোঁচামারার মত বেদনা ;গলা খাঁকার দিলে দূর্গন্ধযুক্ত, মটরের রঙ যুক্ত বস্তু সমূহ উঠে।

পাকস্থলী — ফল, অম্ল জাতীয় বস্তু ও শাকসব্জি খাবার স্পৃহা। টক ঢেকুর এবং তিতো জলযুক্ত বমন। মাংস খাবার স্পৃহা।

উদর — পেটের ভিতরের গুড়্‌গুড়্ ও ভুটভাট শব্দ হয়। বস্তিকোটরের দিকে টেনে ধরার ন্যায় অনুভূতি। অত্যন্ত ভারীবোধ ; ডান দিকের কোমর প্রদেশের নিম্নাংশে সঙ্কোচনবৎ, খামচানির মত বেদনা।

মল — মলত্যাগের পূর্বে পেটের ভিতরে মোচড়নি ও শূলবেদনা। মল সবুজ, জলের মত, ফেনাযুক্ত, অনেকটা ব্যাঙের ছাতার গাছের মত দেখতে। রক্তশ্লেষ্মা যুক্ত মল, স্তন্যপায়ী শিশুদের দুধ পানের পরে তা অজীর্ণ অবস্থায় মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। টকগন্ধযুক্ত তৎসহ কোঁথ। (রিউম)। মানসিক ধাক্কার পরে অথবা অতিরিক্ত স্নায়বিক পরিশ্রমের পরে কোষ্ঠ কাঠিণ্য।

স্ত্রীরোগ — মাসিক ঋতুস্রাব দেখা দেবার আগে গলক্ষত। মাসিক ধাতুস্রাবের আগে সর্দ্দি ও নাক বন্ধ হয়ে যায়। ধাতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে ও অল্প, গাঢ়, কালোবর্ণের অনেকটা পীচের মত দেখতে ; শ্লেষ্মা যুক্ত প্রদর স্রাব। ধাতুস্রাব কেবলমাত্র ঘুমের সময় দেখা দেয় ;রাত্রে স্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় (এমন মিউর) অথবা যখন শুয়ে পড়ে ;হাঁটা-চলার সময় স্রাব বন্ধ-হয়ে যায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস — সুড়্‌সুড়্ কর কাশি, তৎসহ লবনাক্ত, রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে। বুকের ভিতরে সঙ্কোচনের মতবেদনা, তৎসহ শ্বাসকষ্ট। হাঁটা-চলার সময়ে বুকের ভিতরে টাটানি ব্যথা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — কাঁধে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা, অনেকটা অস্থির স্থানচ্যুতির ন্যায় বেদনা। ডানদিকের কাঁধ বেদনা পূর্ণ, কিছুতেই ঐ দিকের কাঁধ তুলতে পারে না (স্যাঙ্গুই - নেরিয়া)। সমগ্র শরীরে ক্লান্তির অনুভূতি ও বেদনাপূর্ণ, বিশেষকরে পা ও পায়ে পাতাদ্বয়। হাঁটুর ভাঁজ যুক্ত অংশের স্ফীতি।

চামড়া — মাটির মত রঙ যুক্ত, খস্‌খসে; শীর্ণতা। হাত ও হাতের আঙ্গুলে চুলকানি যুক্ত উদ্ভেদ সমূহ। চামড়ার নীচে অস্থিগুটিকা সমূহ। টাটানি ব্যথা ; ঠান্ডায় অনুভূতি প্রবন।

জ্বর — সন্ধ্যায় শীতভাব। রাত্রে জ্বর। টকগন্ধযুক্ত, তেলতেলে ঘাম।

ঘুম — অতৃপ্তিকর নিদ্রা ;শোবার সময় থেকে, শয্যাত্যাগের সময়ে অধিকতর ক্লান্তি।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, বিছানার গরমে ;তাপমাত্রার পরিবর্তনে ;ঠান্ডা বাতাসে অথবা আবহাওয়ায় ;প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর ;বিশ্রামে।

উপশম — উষ্ণ বাতাসে ;মুক্তবাতাসে ফাঁটা চলাকালে।

সম্বন্ধ — দোষঘ্ন - আর্সেনিক ; মার্কিউরিয়াস।

পরিপূরক — ক্যামোমিলা।

তুলনীয় —রিউম ; ক্রিয়োজোট ; এলো ; চেরিয়্যান্থাস (বধিরতা, কানপাকা, আক্কেলদাঁত উঠার জন্যে যে প্রদাহিক অবস্থার দেখা দেয় সেই কারণে নাক বন্ধ হওয়া)

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা

MAGNESIA MURIATICA — মিউরিয়েট অফ্ ম্যাগ্নেসিয়া

এটি যকৃতের রোগের একটি ঔষধ, তৎসহ এই ঔষধে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য পূর্ণ কোষ্ঠ কাঠিণ্যের লক্ষণ্ পাওয়া যায়। যকৃতের পুরাতন উপসর্গ সমূহ তৎসহ স্পর্শকাতরতা ও বেদনা, বেদনা শিরদাঁড়া ও পেটের উপরের অংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। খাবার পরে বৃদ্ধি পায়। বিশেষকরে স্ত্রীলোকেদের রোগে বেশি প্রযোজ্য, তৎসহ দীর্ঘদিনের অজীর্ণ জরায়ুর রোগের ইতিহাস থাকে; যে সকল শিশুরা দুধ সহ্য করতে পারে না। সমুদ্রে স্নান করার কুফল সমূহ।

মাথা — শব্দে অনুভূতি প্রবন ;মাথা ফেটে যাবার মত অনুভূতি যুক্ত বেদনা ;নড়াচড়া ও মুক্ত বাতাসে বৃদ্ধি। চাপে ও মাথা গরমভাবে ঢেকে রাখলে উপশম। (সাইলিসিয়া ; ষ্ট্রন্সিয়া)। মাথার প্রচুর ঘাম (ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ; সাইলিসিয়া)। মুখমন্ডলের উপর স্নায়ুশূল, মৃদু, কন্‌কনে বেদনা, আর্দ্র আবহাওয়া ও সামান্য বায়ু প্রভাবে বৃদ্ধি, চাপে ও উত্তাপে উপশম।

নাক — নাসারন্ধ্র ক্ষতযুক্ত। সর্দ্দি, নাক বন্ধ ও প্রবহমান তরল সর্দ্দি, ঘ্রাণ ও আস্বাদশক্তির লোপ, সর্দ্দির পরে। কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারে না। মুখ দিয়ে শ্বাসনিতে বাধ্য হয়।

মুখগহ্বর — ঠোঁটদুটির উপর ফোস্কা সমূহ। মাঢ়ীস্ফীত, সহজেই রক্তপাত হয়। মনে হয় জিহ্বা পুড়ে গেছে বা ঝলসে গেছে ;গলা শুষ্ক, তৎসহ স্বরভঙ্গ।

পাকস্থলী — ক্ষুধা অল্প, মুখে বিশ্রি আস্বাদ। পচাডিমের ন্যায় ঢেকুর। মুখে অবিরাম সাদা ফেনা উঠে। কিছুতেই দুধ পরিপাক করতে পারে না। কেবল মাত্র তলপেটের পেশী সমূহের উপর চাপ দিয়ে প্রস্রাব করতে পারে।

উদর — যকৃতে চাপ দেবার মত বেদনা ;ডানদিক চেপে শূলে বৃদ্ধি। যকৃৎ স্ফীত তৎসহ উদর স্ফীতি ; জিহ্বা হলুদবর্ণ যুক্ত। জন্মগতভাবে অন্তকোষের হার্ণিয়া। তলপেটের পেশীসমূহের উপর চাপ দিয়ে প্রস্রাব করতে হয়।

প্রস্রাব — প্রস্রাব বের করা বেশ কষ্টসাধ্য। কোঁথ ও চাপের সাহায্যে কেবলমাত্র প্রস্রাব থলি খালি করা সম্ভব।

অন্ত্রসমূহ — দাঁত উঠার সময় শিশুর কোষ্ঠ কাঠিণ্য ; কেবলমাত্র **সামান্য পরিমাণে মল নির্গত হয় ; মলগুটলে অনেকটা** ভেড়ার মলের মত দেখতে এবং **মল মলদ্বারের মুখের কাছে বসে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে।** বেদনাদায়ক, হুলফোটার মত অনুভূতি যুক্ত অর্শ।

স্ত্রীরোগ — মাসিক ধাতুস্রাব কালো, জমাট বাঁধা। কোমরে ও উরুস্থানে বেদনা। জরায়ু থেকে অতিরিক্ত রক্তস্রাব, রাত্রে বৃদ্ধি। প্রতিবার ঋতুকালে অত্যাধিক উত্তেজনা। প্রতিবার মলত্যাগের পরে ও পরিশ্রমের পরে প্রদরস্রাব। চোখের পাতায় দাদ, মুখমন্ডলে ও কপালে উদ্ভেদসমূহ, মাসিক ঋতুস্রাবের পূর্ব্বে বৃদ্ধি।

হৃদপিন্ড — বসে থাকার সময়ে হৃদ্‌কম্প ও হৃদ্‌শূল ; চলাফেরা করলে উপশম (জেলস)। হৃদ্‌পিন্ডের কার্যকরী বিফলতা হেতু উপসর্গ সমূহ তৎসহ যকৃতের বিবৃদ্ধি।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ — আক্ষেপিক শুষ্ক কাশি ; রাত্রির প্রথমভাগে বৃদ্ধি, তৎসহ বুকে জ্বালা ও টাটানি ব্যথা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ — কোমর প্রদেশে ও নিতম্বস্থানে বেদনা ; বাহু ও পা গুলিতে বেদনা। বাহুগুলি যেন ঘুমিয়ে রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি সকালে ঘুম থেকে উঠার পরে।

ঘুম — দিনের বেলা নিদ্রা ; **উত্তাপ ও চমক** লাগার ফলে রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা ; উদ্বেগপূর্ণ স্বপ্নসমূহ।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— আহারের অব্যবহিত পরে, ডানদিক চেপে শুলে ; সমুদ্র **স্নানে।**

উপশম — চাপে, নড়াচড়ায় ; মুক্তবাতাসে ; মাথার বেদনা ছাড়া উপশম।

সম্বন্ধ — দোষঘ্ন - ক্যাম্ফর ; ক্যামোমিলা।

তুলনীয়— নেট্রাম মিউর ; পালসেটিলা ; সিপিয়া ; এমোন মিউর ; নেসটারমিয়াম অ্যাকোয়াটিকাম - (স্কার্ভি ও কোষ্ঠকাঠিণ্য রোগে উপযোগী, তৎসহ প্রস্রাব যন্ত্রসমূহের সংকীর্ণতা। এছাড়াও এটি তামাক বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে দোষঘ্নরূপে কাজ করে এবং স্নায়বিক উপসর্গে নিদ্রাকারক হিসাবে **কাজ করে** যকৃতের শুষ্কতা ও শোথ।

শক্তি — অরিষ্ট পাঁচ ফোঁটা মাত্রায়। ৩য় থেকে ২০০ শক্তি।

ম্যাগ্নেসিয়া ফসফরিকা

MAGNESIA PHOSPHORIC ফসফেট অফ ম্যাগ্নেসিয়া

এটি আক্ষেপ বিনাশকারী একটি মহৌষধ বিশেষ। পেশীসমূহের খিলধরা তৎসহ প্রসারণশীল বেদনা। স্নায়ুশূল, উত্তাপ প্রয়োগে উপশম হয়। ঔষধটি বিশেষকরে ক্লান্ত, নিস্তেজ ও শ্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। মানসিক পরিশ্রমে ইচ্ছার অভাব। গলগন্ড।

মন — সর্বদা যন্ত্রণাসম্পর্কে বিলাপ করে। পরিষ্কার করে চিন্তা করতে অক্ষম। অজীর্ণ হেতু অনিদ্রা।

মাথা — নড়াচড়া করলে মাথা ঘোরে, চোখ বন্ধ করলে সামনের দিকে পড়ে যায়, মুক্ত বাতাসে হাঁটা-চলা করলে উপশম। মানসিক পরিশ্রমের পরে বেদনা, তৎসহ শীত-শীতভাব ; সর্বদা উত্তাপে উপশম। (সাইলিসিয়া) মাথার ভিতরের পদার্থ সমূহ তরল বলে মনে হয়. মনে হয় যেন মস্তিষ্কের অংশ সমূহ স্থান পরিবর্তন করছে, যেন মাথার উপরে টুপি আছে এই জাতীয় অনুভূতি।

চোখ — চক্ষু কোটরের উপরের অংশে বেদনা, ডানদিকে বৃদ্ধি ;বাহ্যিকভাবে উত্তাপ প্রয়োগে উপশম। অশ্রুস্রাবের পরিমাণের বৃদ্ধি। চোখের পাতা সমূহের নর্তন। অনৈচ্ছিকভাবে চোখের তারার নড়াচড়া, ট্যারাদৃষ্টি, চোখের পাতার ঝুলে পড়া। চোখ উত্তপ্ত, ক্লান্ত, ঝাপসা দৃষ্টি, চোখের সামনে রঙীন আলোক দেখে।

কান — তীব্র স্নায়ুশূল ; ডানদিকের কানের পিছনের অংশে বেশি হয় ;ঠাণ্ডা বাতাসে গেলে ও ঠাণ্ডা জলে মুখমণ্ডল এবং ঘাড় খুলে বৃদ্ধি পায়।

মুখগহ্বর — দাঁতের বেদনা ; উত্তাপে ও গরম তরলপদার্থে উপশম। দাঁতের ক্ষয়, তৎসহ মুখমণ্ডল, গলা ও ঘাড়ের গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি এবং জিহ্বার স্ফীতি। দন্তোদ্গম শিশুদের উপসর্গ সমূহ। জ্বরের লক্ষণ ছাড়াই আক্ষেপ।

গলা — ক্ষততা ও আড়ষ্টতা, বিশেষকরে ডান দিকে ;গলার অংশগুলি স্ফীত বলে মনে হয়, তৎসহ শীত বোধ, এবং সর্বত্র কন্‌কণানি।

পাকস্থলী — হিক্কা, তৎসহ দিন-রাত ওয়াকটানা। খুব ঠাণ্ডা জল পানের তৃষ্ণা।

উদর — অন্ত্রশূল, চাপে উপশম। **পেট ফাঁপা হেতু শূল বেদনা, বেদনার জন্য রোগী দ্বিভাঁজ হতে বাধ্য হয় ; ঘষে দিলে, উত্তাপ প্রয়োগে, চাপে উপশম, তৎসহ বায়ুপূর্ণ ঢেকুর উঠে কিন্তু ঢেকুর কোন উপশম হয় না। উদর স্ফীত, পূর্ণতার অনুভূতি; পেটের কষে থাকা জামা-কাপড় ঢিলা করতে বাধ্য হয়,** ঘুরে বেড়ায় ও অবিরাম বাতকর্ম করতে থাকে। পেটে ফাঁপা ও অজীর্ণ হেতু বাতরোগ গ্রস্ত ব্যক্তিদের কোষ্ঠ কাঠিণ্য।

স্ত্রীরোগ — ধাতুস্রাব সম্পর্কিত শূল বেদনা। কষ্টকর রজঃ তৎসহ স্রাবের ফালি - ফালি বস্তুর উপস্থিতি। ধাতু স্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, কালোবর্ণের, দড়ির মত। স্ত্রী যৌনাঙ্গের বাইরের অংশের স্ফীতি। ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল। যোনিপথের আক্ষেপ। শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ - হাঁপানীহেতু বুকের ভিতরে ভারীবোধ ও শ্বাসকষ্ট। শুষ্ক, সুড়সুড় কর কাশি। আক্ষেপিক কাশি, তৎসহ শোবার সময়ে কষ্ট হয়। হুপিং কাশি (কোরালিয়াম)। স্বরভঙ্গ, কণ্ঠনলীতে টাটানি ব্যথা ও অংশটি দেখতে কাঁচা ছাল ওঠা অংশের ন্যায়। পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী অংশে স্নায়ুশূল।

হৃদ্‌পিণ্ড-হৃদ্‌শূল। স্নায়বিক আক্ষেপিক হৃদ্‌কম্প। হৃদ্‌পিণ্ডের চারিপাশে সঙ্কোচনের ন্যায় বেদনা।

জ্বর — রাত্রে আহারের পরে ও সন্ধ্যায় **শীতবোধ। শীতভাব পিঠের ভিতর দিয়ে একবার উপর দিক ও একবার নীচের দিকে উঠানামা করে, তৎসহ কম্পন, এরপরে শ্বাসরোধের ন্যায় অবস্থা দেখা দেয়।**

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — হাতগুলি অনৈচ্ছিকভাবে কাঁপতে থাকে। সকম্প পক্ষাঘাত। পায়ের ডিমের খিলধরা। সায়েটিকা ; পাগুলি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। টেনে ধরার ন্যায় বেদনা। **স্পন্দন, নর্তন,** লেখক ও বাদ্যযন্ত্রের বাদকের খিলধরা। ধনুষ্টঙ্কার হেতু আক্ষেপ। বাহুগুলি ও হাতগুলির দুর্বলতা, বাতের আঙ্গুল গুলির অগ্রভাগের আড়ষ্টতা। সার্বিক পেশী সমূহের দুর্বলতা।

কমা-বাড়া- বৃদ্ধি ডানদিকে, **ঠান্ডায়,** স্পর্শে, রাত্রে।

উপশম — উত্তাপে, দ্বিভাঁজ হলে, চাপে ও ঘর্ষণে।

সম্বন্ধ- তুলনীয় — ক্যালিফস ; কলোসিন্থ ; সিলিকা ; জিঙ্কাস ; ডায়োস্কোরিয়া।

দোষঘ্ন— বেলেডোনা ; জেলস ; ল্যাকেসিস।

শক্তি— ১ম থেকে ১২ শক্তি। কোন-কোন সময় উচ্চতর শক্তি উপযুক্ত বলে মনে হয়। উষ্ণ জলের সঙ্গে দিলে ভালো কাজ করে।

ম্যাগ্নেসিয়া সালফিউরিকা

MAGNESIA SULPHURICA এপ্সমসল্ট

এই ঔষধটির চামড়ার, **প্রস্রাব সম্পর্কিত** ও স্ত্রীলোকের লক্ষণাবলী অতি বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। বিবেচক বস্তু হিসাবে ঔষধটির কাজ, ঔষধটির কোনগুন নয়, কিন্তু এটি ঔষধটির একটি ভৌত গুনাবলী, যা প্রমান করে, বস্তুটি আমাদের শরীরে শোষিত হওয়া একটি অসম্ভব ব্যাপার এবং এই কারণের ফলেই ঔধধটির বিবেচক ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বস্তুটির আভ্যন্তরীণ গুনাবলী কেবলমাত্র শক্তিতে অবস্থাতেই প্রকাশ পায়।

মাথা — শঙ্কাগ্রস্ত ; মাথাঘোরা ; ঋতুকালে মাথায় ভারীবোধ। চোখে জ্বালাকরে, কানের ভিতর শব্দ হয়।

পাকস্থলী — বারে-বারে ঢেকুর তোলে, ঢেকুরের আস্বাদ পচা ডিমের ন্যায়। মুখে জল উঠে।

প্রস্রাবযন্ত্র সমূহ — প্রস্রাবের পরে প্রস্রাবনলীর ছিদ্রের মুখে সূঁচ ফোটার মত বেদনা ও জ্বালা। প্রস্রাবের ধারা থেকে থেকে বের হয় ও ফোঁটা-ফোঁটা করে প্রস্রাব হয়। সকালে প্রচুর প্রস্রাব, উজ্জ্বল হলুদবর্ণ, খুব দ্রুত প্রস্রাব ঘোলাটে হয়ে যায় এবং প্রস্রাবে প্রচুর পরিমাণে লাল বর্ণের তলানি জমা হয়। প্রস্রাব নির্গত হবার সময় সবুজ বর্ণ ; কোন- কোন সময় তা স্বচ্ছ এবং প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব। ডায়াবিটিস। (**ফসফোরিক** অ্যাসিড ; **ল্যাকটিক** অ্যাসিড ; আর্স ব্রোম)।

স্ত্রীরোগ — প্রদর স্রাব গাঢ়, ধাতুস্রাবের মত পরিমাণে প্রচুর, তৎসহ চলা ফেরা করার সময় কোমরে ও উরু স্থানে ক্লান্তিকর বেদনা। দুটি ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে যোনি পথে সামান্য পরিমাণে রক্তস্রাব দেখা দেয়। প্রতি চৌদ্দ দিন পর-পর ঋতুস্রাব দেখা দেয় ;স্রাব গাঢ় কালোবর্ণ এবং পরিমাণে প্রচুর হয়। ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, থেমে-থেমে স্রাব হয়।

ঘাড় ও পিঠ — দুটি কাঁধের মধ্যবর্তী অংশে থেঁৎলিয়ে যাবার মত, ক্ষতবৎ বেদনা, তৎসহ হাতের মুঠির আকারের ন্যায় বড়ো একটি পিন্ড থাকার মত অনুভূতি, এবং এই কারণে রোগী (স্ত্রী) চিৎ হয়ে অথবা পাশ ফিরে শুতে পারে না ;ঘষে দিলে এই জাতীয় অনুভূতির উপশম হয়। কোমরে তীব্র বেদনা, যেন থেঁৎলিয়ে গিয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি এবং মাসিক ঋতুস্রাবের আগে এই জাতীয় বেদনা অনুভূত হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — বিছানায় শোবার পরে মনে হয় বাম বাহু ও পায়ের পাতাদুটি নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে, সকালে ঘুম থেকে উঠার পরেও এই জাতীয় অনুভূতি হয়ে থাকে।

চামড়া — সারা শরীরের ফুস্কুড়ির ন্যায় উদ্ভেদ সমূহ, উদ্ভেদ গুলি তীব্র চুলকায়। চুলকানি বসে গেলে (সালফার)। বাম হাতের আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগে সুড়্সুড়্ অনুভূতি। ঘষে দিলে উপশম বোধ করে। আঁচিল সমূহ। ঈরিসিপেলাস (এক্ষেত্রে ঔষধটি জলের সঙ্গে মিশিয়ে বাহ্যিক ভাবে প্রায়োগকরা হয়)। শোথ (যান্ত্রিকভাবে কাজ করতে সক্ষম, এইরূপ মাত্রায়)

জ্বর — শীতভাব সকাল ৯টা থেকে ১০ টার মধ্যে শুরু হয়। পিঠের দিক থর্থর্ করে কাঁপে। শরীরের একদিকে উত্তাপ ও অপরদিকে শীতভাব।

সম্বন্ধ — এটা দাবী করা হয়ে থাকে যে, মর্ফিণের সঙ্গে কিছুটা পরিমাণে ম্যাগ সালফ মিশিয়ে চামড়ার নীচে ইন্‌জেকশন করা হলে ঔষধটির কার্যকরী ক্ষমতা ৫০ থেকে ১০০% বৃদ্ধি পায়।

যান্ত্রিক (ফিজিওলজিক) মাত্রা — পিত্ত পাথুরির শূল বেদনায় ম্যাগ্ সালফ খুব ভালো কাজ করে। ২ থেকে ৪ চামচ পরিমাণ ঔষধ একগ্লাস গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে, বেদনার শুরুতেই যদি রোগীকে দেওয়া যায় তবে সেক্ষেত্রে বেদনা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এপসম্ সল্ট বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রয়োগ করা হলে এটি বিবেচক হিসাবে কাজ করে, যদিও সামান্য মাত্রায় বমি-বমি ভাব বা শূল বেদনা দেখা যায়। এটি সামান্য মাত্রায় অথবা একে বারেও হয় না, এই জাতীয় মাত্রায় অন্ত্রের উপদাহ তৈরী করে। ক্রিমি ও বিষক্রিয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি শ্রেষ্ঠ বিবেচক হিসাবে কাজ করে। এপ্‌সম্ সল্ট ব্যবহারের এক থেকে দুই ঘন্টা পরে কাজ শুরু করে, যদি গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে ঔষধ ব্যবহার করা হয়, সে ক্ষেত্রে আরো দ্রুত কাজ শুরু করে এবং যদি সকালে প্রাতঃরাশের পূর্বে ব্যবহার করা

হয়। মৃদু বিরেচক হিসাবে কাটা-কাটা এক চা চামচ মাত্রায় যথেষ্ট শক্তিশালী বিরেচক হিসাবে দুই থেকে চার চা চামচ মাত্রায় প্রযোজ্য। যদি ঔষধের আস্বাদ আরো ভালো করার প্রয়োজন দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে লেবুর রস ও চিনি মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

বিরেচক হিসাবে কাজ করার পাশাপাশি এপ্‌সম্‌ সল্ট জলের সঙ্গে মিশিয়ে ঈরিসিপেলাস, রাসটক্স বিষক্রিয়া, কোমল তন্তুর প্রদাহ এবং নানা প্রকারের স্থানিক প্রদাহে বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শক্তি — বিশুদ্ধ অবস্থায় ৩য় শক্তি। ঈরিসিপেলাস, দূষিত ক্ষত, অর্কাইটিস (ফোঁড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে জলের সঙ্গে ১:৪ মাত্রায় বাহ্যিকভাবে প্রযোজ্য।

ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরা

MAGNOLIA GRANDIFLORA **ম্যাগ্নোলিয়া**

এই ঔষধের লক্ষণাবলী বিচার করে দেখা যায় যে, বাত রোগ ও হৃদ্‌পিন্ডের যান্ত্রিক গোলযোগের লক্ষণগুলিই সুস্পষ্ট। আড়ষ্টতা ও ক্ষততা। পর্যায়ক্রমে প্লীহা ও হৃদ্‌পিন্ডের বেদনা। রোগী ক্লান্ত ও আড়ষ্ট। চুপচাপ থাকার সময়ে টাটানি ব্যথা। স্থান পরিবর্তনশীল বেদনা।

হৃদ্‌পিন্ড — হৃদপিন্ডে ভারীবোধ, তৎসহ ফুসফুসদ্বয় প্রসারিত করার শক্তি থাকে না। পাকস্থলীর ভিতরে একটি বড়ো খাদ্যপিন্ড থাকার ন্যায় অনুভূতি, যার ফলে পাকস্থলীর ভিতরে অস্বস্তি বোধ। দ্রুত হাঁটা চলা করার সময় ও বাম চেপে শুলে শ্বাসরোধের ন্যায় অনুভূতি। শ্বাসকষ্ট। হৃদ্‌পিন্ডের ভিতরে খিলধরার ন্যায় বেদনা। হৃদ্‌শূল। হৃদাবরণ ও হৃদ্‌পিন্ডের ভিতরের স্তরের প্রদাহ। মূর্চ্ছা যাবার প্রবণতা। যেন হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে, এই জাতীয় অনুভূতি। হৃদ্‌পিন্ডের চারিপাশে বেদনা, তৎসহ পায়ের পাতায় চুলকানি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — অসাড়তা ও তীক্ষ্ণ পরিবর্তনশীল বেদনা, সন্ধিস্থানে বৃদ্ধি। পায়ের পাতাগুলি চুলকায়। বাম বাহুর অসাড়তা। কণ্ঠাস্থি দ্বয়ে বাতজনিত বেদনা। সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তীর বিদ্ধবৎ বেদনা।

কমা-বাড়া - বৃদ্ধি — বৃদ্ধি, স্যাঁতস্যেঁতে আবহাওয়ায়, বামদিক চেপে শুলে ;সকালে ঘুম থেকে উঠার প্রথমেই।

উপশম — শুষ্ক আবহাওয়ায়, নড়াচড়ায়, দুটি ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তীকালে। (হ্যামামেলিস ; বোভিষ্টা ; বেলেডোনা ; ঈল্যাপ্স)।

সম্বন্ধ — তুলনীয় - রাসটক্স ; ডালকামরা ; অরাম।

শক্তি — ৩য় শক্তি।

ম্যালান্ড্রিনাম

MALANDRINUM গ্রীস্ ইন্ হর্সেস

স্মল পক্স বা গুটি বসন্তের ক্ষেত্রে একটি অতি প্রয়োজনীয় রোগ প্রতিরোধকারী ঔষধ বিশেষ। টীকানেবার কুফল। (থুজা ; সিলিকা)। ক্যান্সার রোগের দরুন শরীরের ভিতরে যে সকল বস্তু জমা হয়, তার অবশিষ্টাংশ পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে এটি একটি উপযোগী ঔষধ বিশেষ। (ক্যুপার)।

চামড়া — ঠোঁটের উপরদিকে মামড়ী তৎসহ মামড়ী ছিঁড়ে ফেলার পরে হুল ফোটানোর মত বেদনা হয়। কপালে কন্‌কনানি। **শুষ্ক, আঁশযুক্ত ; চুলকানি। ঠান্ডা আবহাওয়ায় ও জলের কাজ করলে হাত-পায়ে হাজার সৃষ্টি হয়।** পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে ঝলসে যাবার মত অনুভূতি এবং তীব্র চুলকানি। অস্থিরমত প্রবর্দ্ধিত অংশসমূহ।

শক্তি — ৩০ শক্তি এবং উচ্চতর।

ম্যাসিনেলা

MANCINELLA হিপ্পোমেন - ম্যাংগানেল অ্যাপল্

এই ঔষধের চামড়ার লক্ষণ সমূহ অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। চামড়ার প্রদাহ তৎসহ প্রচুর ফোস্কার ন্যায় উদ্ভেদ সমূহ, চট্‌চটে রস গড়িয়ে আসে এবং চামাটি পড়ে। বয়ঃসন্ধিকালে ও রজোনিবৃত্তিকালে, কামোত্তেজনা সহ মানসিক অবসাদে এই ঔষধের কথা মনে রাখা প্রয়োজন। (হেরি)। **দৃষ্টি শক্তির লোপ।** হাতের **বুড়ো আঙ্গুলের** বেদনা।

মন — মৌনভাব, বিষন্নতা, চিত্ত চঞ্চলতা। **হঠাৎ করে চিন্তাসমূহের উধাও হওয়া। লাজুক। পাগল হয়ে যাবে, এই প্রকার ভয়ভাব।**

মাথা — মাথা ঘোরা ;মাথা হাল্কা বলে মনে হয়, মাথার ভিতরে শূণ্য বোধ। মাথার খুলির চামড়ায় চুলকানি। কোন তরুন রোগের পরে মাথার চুল উঠে যায়।

নাক — গন্ধ সম্পর্কের ভ্রান্ত ধারণা ;বারুদ, গোবর প্রভৃতির গন্ধ পায় রোগী। নাকের গোড়ায় চাপ বোধ।

মুখগহ্বর — মুখে ঝালের ন্যায় অনুভূতি। প্রচুর, দুর্গন্ধি যুক্ত লালা স্রাব। মুখে রক্তের আস্বাদ। গলকোষে জ্বালাবোধ। গলা ও অন্ননলীর সঙ্কোচনের ফলে কষ্ট কর গলাধঃকরণ।

পাকস্থলী — পাকস্থলী থেকে উপরের দিকে উঠা অবিরাম **শ্বাসরোধকের ন্যায় অনুভূতি। ভুক্ত খাদ্য বস্তুর বমন, এরপরে পেট কামড়ায় ও প্রচুর মলত্যাগ হয়। জ্বালাকর বেদনা ও কালো বমন।**

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — হাত ও পায়ের পাতাগুলি বরফের মত ঠন্ডা। হাতের বুড়ো আঙ্গুলের বেদনা।

চামড়া — প্রচুর উদ্ভেদ। **ফোস্কাসমূহ।** ছত্রাকের মত উদ্ভেদ সমূহ। ঈরিসিপেলাস। বড়ো-বড়ো ফোস্কাসমূহ, **যেন ঝলসে যাবার মত পুরু** বাদামী রঙের মামড়ী ছাল। পোড়ানারাঙ্গা।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — **ক্রোটন ; জ্যাট্রোফা ;** ক্যান্থারিস ; এনাকার্ডিয়াম।

শক্তি — ৬ষ্ঠ, থেকে ৩০ শক্তি।

ম্যাঙ্গেনাম অ্যাসেটিকাম

MANGANUM ACETICUM ম্যাংগানীজ অ্যাসিটেট

ম্যাঙ্গেনাম রক্তাল্পতা তৈরী করে তৎসহ রক্তের লোহিত কণিকা ধবংস করে থাকে। জন্ডিস, বৃক্ক প্রদাহ তৎসহ প্রস্রাবে অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি। যকৃতে চর্বির্ব সঞ্চয়হেতু অপকৃষ্ট পরিবর্তন। একাঙ্গীন পক্ষাঘাত। কৈশিক ঝিল্লীর প্রদাহ, নাতি প্রবল অবস্থা, পুঁজোৎপত্তির কাজ দ্রূত করে এবং পূনর্গঠনের কাজ দ্রুত করে।

পুরাতন বিষক্রিয়ার লক্ষণসমূহ, অধ্যাপক ভন্ জ্যাক্সের মতানুসারে, রোগী অনিচ্ছায় হাসে এবং অনিচ্ছায় কাঁদে ও পিছনদিকে চলে। শরীরের প্রতিবর্ত ক্রিয়া সমূহ ও শারীরিক গোলযোগ সমূহ তীব্রভাবে অতিরঞ্জিত, এই ঔষধের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা একে অপরের চলনভঙ্গী দেখলে বিদ্রুপ করে। বৃদ্ধি প্রাপ্ত একাঙ্গীন পক্ষাঘাত ; শীর্ণতাপ্রাপ্তি, দুর্বলতা ও টলমল চলনভঙ্গী।

অস্থিসমূহ অথবা সন্ধি সমূহের প্রদাহ তৎসহ রাত্রে খনন করার মত বেদনা। হাঁপানী রোগী, যারা পালকের তৈরী বালিশের উপর মাথা রেখে শুতে অক্ষম। সিফিলিস ও ক্লোয়োসিস রোগ গ্রস্ত ব্যক্তি তৎসহ সর্ব্বাঙ্গীণ রক্তাল্পতা এবং পক্ষাঘাত সম্বন্ধীয় উপসর্গ সমূহে, এই ঔষধটি প্রায়ই উপকারে আসে। গেঁটে বাত। পুরাতন সন্ধি প্রদাহ। পেশাদার বক্তা ও [illegible]কদের ক্ষেত্রে এই ঔষধটি উপযোগী। বেড়ে উঠা বয়েসের বেদনা এবং [illegible]গোড়ালি সন্ধির দুর্বলতা। সর্ব্বাঙ্গীন টাটানি ব্যথা ও কন্কনাণি ; শরীরের যে কোন অংশ স্পর্শ করলে টাটানি ব্যথা অনুভূতি হয় ; টি. বি. রোগের প্রথমাবস্থা।

মাথা — উদ্বেগ ও ভ[illegible] ; **শুয়ে পড়লে উপশম।** মাথাটি বড়ো ও ভারী বলে মনে হয়, তৎসহ মাথায় রক্ত সর[illegible]হ বেড়ে যায় ; বেদনা উপর থেকে নীচের দিকে আসে। দৃষ্টির সীমা সঙ্কুচিত। মুখোশে[illegible]্যায় অবিচলিত মুখমন্ডল।

মুখগহ্বর — তালু[illegible]ুটি - ছোট গুটি সমূহ। দাঁতের বেদনা ; বৃদ্ধি, যেকোন প্রকার ঠান্ডায়। (কফিয়া, বিপরীত)। সর্বদা গলা খাঁকার দেওয়া। নিম্নস্বরের, একঘেঁয়ে কণ্ঠস্বর।

নাক — শুষ্ক, বদ্ধ। পুরাতন সর্দ্দি, তৎসহ রক্তস্রাব ও শুষ্কতা ; ঠান্ডা-আর্দ্র আবহাওয়ায় বৃদ্ধি।

কান — কান বন্ধ হয়ে গেছে এই জাতীয় অনুভূতি ; নাক ঝাড়ার সময়ে কানের ভিতরে কট্‌কট্‌ শব্দ হয়। **শরীরের যেকোন স্থানের বেদনা কান পর্যন্ত প্রসারিত হয়।** **আর্দ্র** আবহাওয়ায় বধিরতা। কানের ভিতরে শিস দেবার মত শব্দ শুনতে পাওয়া।

পাকাশয়িক নলী — জিহ্বা স্পর্শকাতর ও উপদাহ যুক্ত, তৎসহ জিহ্বায় ক্ষত অথবা আঁচিল সমূহ। পেট ফাঁপা ; যকৃতের পুরাতন বিবৃদ্ধি।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র সমূহ — **পুরাতন স্বরভঙ্গ।** কণ্ঠনলী শুষ্ক, খস্‌খসে, সঙ্কুচিত। কণ্ঠনলীর টি. বি. রোগ। কাশি ; সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, এবং **শুয়ে পড়লে উপশম** এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় বৃদ্ধি। শ্লেষ্মা বের করা কষ্টসাধ্য। কণ্ঠনলীর ভিতর সূচঁবিদ্ধবৎ বেদনা, বেদনা কান পর্যন্ত প্রসারিত হয়। বুকের ভিতরে গরম বোধ। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে। **প্রতিবার ঠান্ডা লাগার পরে ব্রঙ্কাইটিস দেখা দেয়।** (ডালকামারা)।

স্ত্রীরোগ — ঋতুস্রাবের গোলযোগ, রজঃলোপ ; ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে ও পরিমাণে অল্প, রক্তাল্প স্ত্রীলোকেদের ক্ষেত্রে। **রজোনিবৃত্তিকালে শরীর থেকে আগুনের হল্কা** বেরিয়ে থাকে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — পেশীসমূহের নর্তন। পায়ের ডিমের খিল ধরা। পায়ের পেশী সমূহের আড়ষ্টতা। অস্থিসমূহ ও সন্ধিসমূহের প্রদাহ তৎসহ রাত্রে অসহ্য খনন করারমত বেদনা। **শরীরের যে কোন অংশে স্পর্শ করলে টাটানি ব্যথা অনুভূত হয়।** পিছনদিকে হাঁটার সময় পড়ে যায়। **সামনের দিকে পড়ে যাবার প্রবণতা। সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটে।** পাগুলি অসাড় বলে মনে হয়। উইলসন্‌স্‌ ডিজীজ। স্বকম্প পক্ষাঘাত। অদ্ভুত ধরনের চলনভঙ্গী ; পিছনদিকে হাঁটে। গোড়ালি বেদনাপূর্ণ। অস্থি অতি অনুভূতি প্রবন। সন্ধি সমূহে উজ্জ্বল, লাল বর্ণের স্ফীতি। **হাঁটু দুটির বেদনা** এবং চুলকানি। পায়ের পাতার বাত। নিম্নাঙ্গের চামড়ার অসহ্য বেদনা। সন্ধি সমূহের চারিপাশে জ্বালাকর স্থান সমূহ। অস্থি আবরকের প্রদাহ। সন্ধি স্থানের চারিপাশের চামড়া পুঁজোৎপত্তি।

ঘুম — **দুর্বলতা ও নিদ্রালুতা। সুস্পষ্ট স্বপ্ন সমূহ। সন্ধ্যার সময়ে খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।**

চামড়া — সন্ধিসমুহের চারিপাশের চামড়ার পুঁজোৎপত্তি। **লাল, উঁচু স্থানসমূহ।** **চুলকানি** ; আঁচড়ালে উপশম। **কনুইয়ের ভাঁজ প্রভৃতি স্থানে ফাটা সমূহ।** সোরিয়্যাসিস ও ক্ষতের চারিপাশের জ্বলন। **পুরাতন একজিমা, তৎসহ সংশিষ্ট থাকে রজঃরোধ,** ঋতুকালে অথবা রজোনিবৃত্তিকালে বৃদ্ধি।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি — **ঠান্ডা, ঠান্ডা-আর্দ্রআবহাওয়া, আবহাওয়ার পরিবর্তনে।**

উপশম — **শুয়ে পড়লে (কাশি)।**

সম্বন্ধ — তুলনীয় - কলয়্ড্যাল ম্যাংগানীজ - (ফোঁড়া ও অন্যান্য ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস ঘটিত সংক্রমণ) ;

ম্যাঙ্গোনাম মিউর — (বেদনাপূর্ণ গোড়ালি, অস্থির বেদনা) ;

ম্যাঙ্গেনাম অক্সিড্যাট (টিবিয়া অস্থির বেদনা, বেদনাপূর্ণ ঋতুস্রাব, শূলবেদনা ও উদরাময়। সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং উত্তপ্ত হয় ;নিদ্রালু। মুখোসের ন্যায় অবিচলিত মুখমন্ডল ;নিম্নস্বরের, এক ঘেঁয়ে কণ্ঠস্বর। পেশী সমূহের নর্তন, পায়ের ডিমের খিল ধরা; পায়ের পেশী সমূহের আড়ষ্টতা ;সময়-সময় অনিয়ন্ত্রিত হাসি। অদ্ভুত ধরনের চলনভঙ্গী। সকম্প পক্ষাঘাতের ন্যায় একই জাতীয় লক্ষণসমূহ। ম্যাংগানীজ খনি শ্রমিকরা খুব তাড়াতাড়ি বাম্বার প্যারালিসিস রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। হোমিকপ্যাথিক মতানুসারে ৩X বিচূর্ণ প্রযোজ্য) ;

ম্যাঙ্গেনাম সালফ — (যকৃতের উপসর্গ সমূহ ; পিত্তরসের বৃদ্ধি ; এটি একপ্রকার শক্তিশালী অন্ত্রের উদ্দীপক হিসাবে পরিচিত) ;**আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম ; রাসটক্স ; সালফার।**

দোষঘ্ন - কফিয়া ; মার্কিউরিয়াস।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা

MANGIFERA INDICA **ম্যাঙ্গো ট্রী**

নিষ্ক্রিয় রক্তস্রাবের ক্ষেত্রে এটি একটি শ্রেষ্ঠ সাধারণ ঔষধ বিশেষ, জরায়ু, বৃক্ক, পাকাশয়, ফুসফুস ও অন্ত্রের রক্তস্রাবে উপযুক্ত। নাসারন্ধ্রের প্রদাহ, হাঁচি, গলবিলের প্রদাহ এবং গলার অন্যান্য প্রকারের তরুণ গোলযোগ সমুহ, শ্বাসরোধের ন্যায় অনুভূতি, যেন মনে হয় গলা বন্ধ হয়ে যাবে। পাকাশয়িকনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর শিথিলতা। সর্দ্দিজ ও রক্তাম্বু জাতীয় স্রাব সমুহ, অন্ত্রের পুরাতন উপদাহ। শিরাস্ফীতি, নিদ্রালুতা। পেশীর দুর্বলতা, রক্ত সঞ্চালনের গতির দুর্বলতা, পেশী সমূহের শিথিলতা।

চামড়া — হাতের তালুর চুলকানি। চামড়া দেখলে মনে হয়, যেন সূর্যের উত্তাপে ঝলসে গিয়েছে, স্ফীত। সাদা সাদা ছোপ সমুহ, চুলকানি। কানের খন্ড সমুহ ও ঠোঁট দুটির স্ফীতি।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — **ঈরিজেরম ; এপিলোরিয়াম।**

শক্তি — অরিষ্ট।

মেডোরিনাম

MEDORRHINUM **দ্য গনোরিয়্যাল ভাইরাস**

এটি একটি শক্তিশালী ও গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ বিশেষ, প্রায়ই নানা প্রকারের পুরাতন উপসর্গে, বিশেষতঃ যে গুলি গনোরিয়া রোগ চাপা দেবার কারণে দেখা দিয়েছে, সেই ক্ষেত্রে নির্দেশিত হয়। স্ত্রীলোকেদের বস্তিকোটর সম্বন্ধীয় পুরাতন উপসর্গ সমুহ। পুরাতন বাতরোগ। স্নায়ুতন্ত্রের প্রচন্ড গোলযোগ ও উত্তেজনা। বেদনা অসহ্য, টেনে ধরার ন্যায়;

স্নায়ু সমূহের কম্পন ও ঝন্ঝন্ করে। **শিশুগুলি খর্বকার** হয় ও বাড়ে না। **শিশুদের** পুরাতন সর্দি জাতীয় উপসর্গ সমূহ। নাক ময়লা পূর্ণ, টনসিলদ্বয়ের বিবৃদ্ধি, নাসারন্ধ্র থেকে গাঢ়, হলুদবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গত হয় ;মুখ দিয়ে শ্বাসকার্য চালাবার ফলে ঠোঁট দুটি পুরু হয়ে থাকে। হিমাঙ্গ অবস্থা এবং সারা শরীর **কাঁপতে থাকে।** যে ক্ষেত্রে সাইকোসিসের ইতিহাস থাকে। গনোরিয়া রোগের স্রাব চাপা পড়লে, এই ঔষধ তা পুনরায় ফিরিয়ে আনে। সকল অনুভূতি সমূহের প্রখরতা। কোষ সমূহের স্ফীতাবস্থা।

মন — স্মৃতি শক্তি দুর্বল। আলাপ-আলোচনার সময় কথার খেই হারিয়ে ফেলে। না কেঁদে কিছুতেই কথা বলতে পারে না। **সময় খুব ধীরে যায়। (ক্যানাবিস্ ইন্ডিকা ; আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম)**। অত্যন্ত ব্যস্ত, সবকিছু দ্রুত করতে চায়। আরোগ্য সম্পর্কে হতাশ। **মনের একাগ্রতা আনা কষ্টসাধ্য।** পাগলা হয়ে যাবে এই জাতীয় আশঙ্কা। **(ম্যান্সিনেলা)**। অনুভূতি **শক্তির উন্নতাবস্থা।** স্নায়বিক, অস্থির। অন্ধকার সম্পর্কে ভীতি এবং তার (স্ত্রী) **পিছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে এই জাতীয় শঙ্কা।** বিষাদ, তৎসহ আত্মহত্যা করার চিন্তা সমূহ।

মাথা — মস্তিষ্কের জ্বালাকর বেদনা ;মাথার পিছনের অংশে বেশি হয়। মাথায় ভারবোধ এবং পিছন দিকে টেনে ধরার ন্যায় অনুভূতি। গাড়ীর ঝাঁকুনিতে মাথার বেদনা, ক্লান্তি অথবা কষ্টকর কাজের পরে মাথার যন্ত্রনা। মাথার তালুতে ভারবোধ ও চাপবোধ। মাথার চুল শুষ্ক এবং কোঁচকানো। মাথার খুলির চামড়ার চুলকানি ; খুস্কি।

চোখ — মনে হয় যেন সে (স্ত্রী) **প্রতি বস্তুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।** চোখের তারার কন্‌কনানি। চোখের ভিতরে কাঠি থাকার ন্যায় অনুভূতি। চোখের পাতার উত্তেজনা।

কান — আংশিক বধিরতা, কানের ভিতরে দপ্‌দপ্ কর অনুভূতি। ডানদিকের কানে দ্রুত, টেনে ধরার ন্যায় বেদনা।

নাক — তীব্র চুলকানি। নাকের অগ্রভাগের শীতলতা। নাকের পিছনের অংশ অবরুদ্ধ। নাক ও গলবিলের পুরাতন সর্দি জাতীয় প্রদাহ।

মুখমন্ডল — ফ্যাকাসে, ব্রণ, রক্তাভ ছোপসমূহ। ঋতুকালে **ছোট ছোট ফোঁড়া** বেরিয়ে থাকে।

মুখগহ্বর — জিহ্বা বাদামি লেপযুক্ত ও পুরু, ফোস্কা যুক্ত ;মুখের ভিতরে পচা ক্ষত। ঠোঁট ও গালের ভিতরের অংশে ফোস্কা সমূহ।

পাকস্থলী — মুখের ভিতরে তামাটে আস্বাদ ও ঢেকুরে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেনের গন্ধ। আহারের পরেই আবার প্রচন্ড ক্ষুধা পায়। **প্রচন্ড তৃষ্ণার্ত।** মদ জাতীয় বস্তু, লবণাক্ত বস্তু ও মিষ্টদ্রব্য প্রভৃতি, তথা গরম পাণীয় পান করার ইচ্ছা। গর্ভাবস্থায় সাংঘাতিক **বমন।**

উদর — প্লীহা ও যকৃৎ স্থানে তীব্র বেদনা, পেটের উপর চাপ দিয়ে শুলে যেন আরাম হয়।

মল — কেবল মাত্র পিছনদিকে অনেকটা হেলে থাকলে তবেই মল ত্যাগ করতে পারে। মলদ্বারের সঙ্কোচন পেশীর পিছনের অংশে বেদনা পূর্ণ পিন্ডের উপস্থিতির অনুভূতি। দুর্গন্ধযুক্ত রস নিঃসরণ। **মলদ্বারে তীব্র চুলকানি।**

প্রস্রাব — প্রস্রাব করার সময় বেদনা দায়ক কোঁথ। **রাত্রিকালে অসাড়ে প্রস্রাব। বৃক্ক শূল। (বার্বারিস ; অসিমাম্ ; প্যারেরিয়া)।** প্রস্রাবের ধারা খুব ধীরে নির্গত হয়।

স্ত্রীরোগ — তীব্র চুলকানি। ঋতুস্রাব **দুর্গন্ধ যুক্ত,** প্রচুর, কালো বর্ণের, জমাট বাঁধা ; রক্তের দাগ ধুয়ে তুলে ফেলা বেশ কষ্ট কর, ঋতুকালে বারে বারে প্রস্রাব করে। **জরায়ুর প্রবেশ মুখের কাছে অনুভূতি প্রবণ স্থান।** প্রদর স্রাব পাতলা, ঝাঁঝালো, হাজাকর, আঁশটে গন্ধযুক্ত। যোনাঙ্গে সাইকোটিক কারণ হেতু আঁচিল সমূহ। ডিম্বাশয়ের বেদনা, বাম দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, অথবা বেদনা একদিকে ডিম্বাশয থেকে অপরদিকের ডিম্বাশয পর্যন্ত যায়। **বন্ধ্যাত্ব।** জরায়ু থেকে রক্তস্রাব। ঋতুকালে তীব্র শূলবেদনা। স্তনদুটি শীতল, টাটানি ব্যথা যুক্ত এবং অনুভূতি প্রবন।

পুরুষের রোগ — রাত্রি কালীন বীর্যপাত, এরপরে প্রচন্ড দুর্বলতা। ধ্বজ ভঙ্গ, লালমেহ ; সমগ্র প্রস্রাব নলীতে টাটানি ব্যথা। প্রস্রাব নলীর প্রদাহ। প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি তৎসহ বারে বারে প্রস্রাবের বেগ এবং বেদনাপূর্ণ প্রস্রাব।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র সমূহ — **শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় প্রচন্ড দম বন্ধ হবার মত অনুভূতি।** পড়ার সময় স্বরভঙ্গ। বুকের ভিতর দিয়ে স্তন গ্রন্থি পর্যন্ত বেদনা ও টাটানি ব্যথা। রাত্রে অবিরাম, শুষ্ক কাশি, হাঁপানি, ক্ষয় রোগের শুরুর অবস্থা। কন্ঠনলীর ভিতরে টাটানি ব্যথার অনুভূতি, শ্বাসকষ্ট, কিছুতেই শ্বাস ছাড়তে পারে না। (স্যাম্বিউকাস)। কাশি ; পাকস্থলীর উপর চাপ দিয়ে শুয়ে উপশম বোধ করে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — পিঠের বেদনা, তৎসহ জ্বালাকর উত্তাপ, পায়ে ভারী বোধ, সারা রাত্রি কন্‌কন্ করে ; **কিছুতেই পাদুটি স্থির রাখতে পারে না। (জিঙ্কাস)।** হাঁটার সময় গোড়ালি দুটি সহজেই ঘুরে যায়। হাতে ও পায়ে পাতায় জ্বালা। হাতের অঙ্গুলের সন্ধিগুলির বিবৃদ্ধি ; ফোলা। গেঁটে বাত জনিত কারণে গুটি সমূহ। **গোড়ালিতে ও পায়ের গোলাকার উচ্চ অংশের স্পর্শকাতরতা। (থুজা)।** পায়ের তলায় টাটানি ব্যথা ; অস্থির ; হাত মুঠি করলে উপশম।

চামড়া — হলুদ বর্ণ যুক্ত। তীব্র এবং অবিরাম **চুলকানি ; রাত্রে বৃদ্ধি ও চুলকানির কথা চিন্তা করলে বৃদ্ধি।** সদ্যজাত শিশুর মলদ্বারের চারিদিকে আগুনের মত বর্ণ যুক্ত উদ্ভেদ সমূহ। তামাটে বর্ণের ছোপ সমূহ। অর্বুদ ও অন্যান্য জাতীয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সমূহ।

জ্বর — **সর্বদা পাখার বাতাস চায়। শীত পীঠের ভিতর দিয়ে উঠা-নামা করে ; পাগুলি, হাত দুটি ও অগ্রবাহুর শীতলতা।** রাত্রি কালীন ঘাম ও ঘুষঘুষে জ্বর।

ঘুম — রোগী (স্ত্রী) জল পানের স্বপ্ন দেখে (আর্সেনিক ; ফসফরাস)। হাঁটু দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে নিয়ে এসে রোগী ঘুমিয়ে থাকে।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, রোগের কথা যখন চিন্তা করে, সূর্যের আলোক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কাল, উত্তাপে, সমুদ্রোপকূল থেকে দূরবর্তী স্থানে থাকার সময়ে।

উপশম — সমূদ্র তীরবর্তী স্থানে, পাকস্থলীর উপর চাপ দিয়ে শুলে, আর্দ্র আবহাওয়ায় (কষ্টিকাম)।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — সালফার ; সিফিলিনাম ; জিঙ্কাস

শক্তি — কেবল উচ্চতর শক্তিই কার্যকরী হয়। বার-বার পুনঃ প্রয়োগ করা ঠিক নয়।

মেডুসা

MEDUSA জেলী-ফিস

সমগ্র মুখমন্ডল স্ফীত ও শোথযুক্ত - চোখ, নাক, কান, ঠোঁট।

চামড়া — অসাড়তা ; জ্বালাকর , কুট্‌কুট্‌ করে এই জাতীয় উত্তাপ বোধ। ফোস্কা জাতীয় উদ্ভেদ সমুহ, বিশেষতঃ বাহুগুলিতে, মুখমন্ডলে, ঘাড়ে এবং স্তন গ্রন্থিতে। আমবাত (এপিসং ক্রোর‍্যাল ; ডালকামারা)।

স্ত্রীরোগ দুগ্ধস্রাবী গ্রন্থির উপর এই ঔষধটির সুস্পষ্ট কাজ আছে। আগে প্রসবের পরে যে সকল ক্ষেত্রে স্তনে দুধের অভাব ছিল, সেইক্ষেত্রে এই ঔষধ স্তন গ্রন্থিতে দুগ্ধ স্রাব সংস্থাপিত করে।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — পাইর‍্যারা ; ফাইসেলিয়া (আমবাত); আর্টিকা ইউরেন্স ; হোমার ; সিপিয়া।

মেল কাম সেল

MEL CUM SALE হানি উইথ সল্ট

জরায়ুর স্থানচ্যুতি ও জরায়ুর পুরাতন প্রদাহ বিশেষতঃ যে সকল ক্ষেত্রে একই সঙ্গে জরায়ুর সামান্য বিবৃদ্ধি ও জরায়ুর গ্রীবার প্রদাহ সংশ্লিষ্ট থাকে। এই ঔষধটি নির্বাচনের বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ লক্ষণটি হল, তলপেটের নিম্নাংশ থেকে তাড়াতাড়ি ভাবে। একদিকের ইলিয়াম থেকে অপর দিকের ইলিয়াম পর্যন্ত টাটানি ব্যথা। জরায়ুর স্থানচ্যুতি এবং জরায়ু প্রদাহের প্রারম্ভে। প্রস্রাব থলি অধিক পূর্ণ, এই জাতীয় অনুভূতি। ত্রিকাস্থি স্থান থেকে বস্তি দেশ পর্যন্ত বেদনা। মূত্রবহানলী বা ইউরেটারের ভিতরে বেদনা।

শক্তি — ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি। মস্তকের চুলকানি ও খুসকির ক্ষেত্রে মধু ব্যবহার করা যায়।

মেলিলোটাস

MELILOTUS ইয়েলো মেলিলোট - সুইট ক্লোভার

রক্তাধিক্য ও রক্তস্রাব, এই দুটি লক্ষণকে এই ঔষধটির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়। রক্তাধিক্য জনিত ও স্নায়বিয় তীব্র মাথার বেদনা। শিশুদের খেঁচুনি। মাথায় আঘাত লাগা হেতু মৃগী। বেদনা ও দুর্ব্বলতা এই ঔষধের নির্দেশক লক্ষণ। শীতলতা, তথাপি একই সঙ্গে গাত্রতাপের বৃদ্ধি। স্পর্শ কাতরতা ও বেদনা। পেশী সমূহের অবসাদ। স্বপ্ন এবং বীর্যপাত।

কান — কোন কাজে মনকে স্থির করতে অক্ষম। স্মৃতি শক্তি বিশ্বাসঘাতক। মূর্চ্ছা। দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে চায়। বিভ্রান্তি ; সে (স্ত্রী) মনে করে প্রত্যেকে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, জোরে কথা বলতে ভয় করে এবং দৌড়ে পালিয়ে যেতে চায় প্রভৃতি।

মাথা — মাথার বেদনা তৎসহ ওয়াক তোলা, বমি, চক্ষু কোটরের ্পর চাপবোধ, ফ্যাকাসেবর্ণ, হাত ও পা দুটি শীতল, চোখের সামনে কালোছোপ সমূহ। মাথায় ভারী বোধ ও অবসাদ ; মাথার সামনের অংশে বেদনা, দপ্দপ্কর, মস্তিষ্কের ভিতরে তরঙ্গের মত অনুভূতি। আধকপালে মাথার বেদনা ; নাকদিয়ে রক্তস্রাবে অথবা ঋতুস্রাবে উপশম। **সমগ্র মাথায় পূর্ণভার অনুভূতি।** চোখদুটিতে ভারীবোধ ; ঝাপসাদৃষ্টি ; উপশম পাবার জন্যে চোখ দুটি কষে বন্ধ করে রাখে। ডান দিকের মাথা ও ঘাড়ের উপর এবং চারিপাশে **স্নায়ুশূল**। মাথার চামড়ায় টাটানি ব্যথা ও স্পর্শকাতরতা।

নাক — বন্ধ হয়ে আসে, শুষ্ক , মুখ দিয়ে শ্বাসনিতে বাধ্য হয় ;নাকের ভিতরে শুষ্ক ও শক্ত মামড়ি জমা হয় ;নাক দিয়ে প্রচুর রক্তস্রাব।

মুখমন্ডল — তীব্র লালবর্ণ যুক্ত এবং মুখমন্ডল দিয়ে আগুনের হল্কা বেরিয়ে থাকে, তৎসহ গ্রীবাদেশীয় ধমনীর দপ্দপানি। (বেলেডোনা)।

মল — কষ্টকর, বেদনাপূর্ণ, কোষ্টকাঠিণ্য। মলদ্বারে সঙ্কোচনের অনুভূতি। পূর্ণতার অনুভূতি, দপ্দপানি। প্রচুর পরিমাণে মলজমা না হলে মলত্যাগের বেগ আসে না (ব্রায়োনিয়া ;এলুমিনা)।

স্ত্রীরোগ — মাসিক ঋতুস্রাব স্বল্প থেমেথেমে স্রাব হয়, তৎসহ বমি-বমিভাব ও নীচের দিকে কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসার ন্যায় অনুভূতি বহিঃ যৌনাঙ্গে খোঁচা মারার মত বেদনা। বেদনাদায়ক মাসিক ঋতু স্রাব। ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র সমূহ — দম বন্ধ হবার ন্যায় অনুভূতি, বিশেষতঃ দ্রুত হাঁটা-চলা করার সময়। বুকের উপর ভারীবোধ; গলার ভিতর সুড়সুড়কর অনুভূতি, তৎসহ কাশি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — হাঁটুস্থানে বেদনা ;পাদুটি টান করার ইচ্ছা, কিন্তু তাতে বেদনার উপশম হয় না। সন্ধিস্থানে টাটানি ব্যথা। চামড়া ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতল। হাঁটুর সন্ধিস্থানের অসাড়তা ও কন্‌কনাণি।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— বর্ষায়, পরিবর্ত্তনশীল আবহাওয়ায়, ঝড়ের প্রারম্ভে, নড়াচড়ায় ; বিকাল ৪ টায়।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — মেলিলোটাস্ অ্যাল্বা — (হোয়াইট ক্লোভার) আংশিকভাবে একই রকম কাজ করে। (রক্তস্রাব, রক্তাধিক্য যুক্ত মাথার বেদনা, রক্তবহানলীর স্ফীতাবস্থা, আক্ষেপ)। এমিল নাইট্রেট ; বেলেডোনা ; গ্লোনোয়িন।

শক্তি — অরিষ্ট, কেবলমাত্র ঘ্রাণ নেবার জন্য ;নিম্নতর শক্তি সমূহ।

মেনিসপারমাম

MENISPERMUM মুনসীড

মারাত্মক ধরণের আধকপালে জাতীয় মাথার বেদনা তৎসহ সংশ্লিষ্ট অস্থিরতা ও স্বপ্নসমূহের একটি ঔষধবিশেষ। মেরুদন্ডের বেদনা। শুষ্কতা, সারা শরীরে চুলকানি। মুখগহ্বর ও গলা শুষ্ক।

মাথা — মাথার ভিতর থেকে বাইরের দিকে চাপবোধ, তৎসহ-গা-হাত-পা-টানটান করে ও হাইতোলে এবং বেদনা পিঠের দিক থেকে নীচে নামে। আধকপালে ;কপালে ও মাথার রগের দিকে বেদনা, বেদনা মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। জিহ্বা স্ফীত ও প্রচুর লালা স্রাব।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — পিঠে, উরুস্থানে, কনুইতে ও ঘাড়ে বেদনা। পাদুটিতে টাটানি ব্যথা, যেন মনে হয় থেঁৎলিয়ে গেছে।

সম্বন্ধ — **তুলনীয় - ককিউলাস ; ব্রায়োনিয়া।**

শক্তি — ৩য় শক্তি।

মেন্থা পাইপেরিটা

MENTHA PIPERITA পিপারমিন্ট

যে সকল স্নায়ু শীত অনুভব করে, এই ঔষধটি ঐ সকল স্নায়ু গুলিকে উত্তেজিত করে, এই কারণে ঔষধটি খাবার পরেই স্যাধারণ তাপমাত্রা যুক্ত বায়ু প্রবাহ ঠান্ডা বলে মনে হয়। শ্বাসযন্ত্র সমুহ ও চামড়ার উপর সুস্পষ্ট কাজ আছে। পাকাশয়িক শূল বেদনায় ভালো কাজ করে।

উদর— স্ফীত, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। শিশুদের উদর শূল। পিত্ত ঘটিত শূলবেদনা, তৎসহ পেটে প্রচুর বায়ু সঞ্চয়।

শ্বাসযন্ত্র সমূহ — স্বরভঙ্গ। নাকের অগ্রভাগ স্পর্শকরলে টাটানি ব্যথা হয়। গলা শুষ্ক ও ক্ষতযুক্ত, যেন মনে হয় আলপিন আড়াআড়ি ভাবে একদিক থেকে অপর দিকে রয়েছে। কাশি শুষ্ক, কণ্ঠনলীতে বাতাস প্রবেশ করলে কাশি, ধুমপানে কাশি, কুয়াসায় কাশি, কথা বলার পরে কাশি ; তৎসহ সুপ্রাস্টারন্যাল ফসার উপদাহ (রিউমেক্স)। বায়ুনলী স্পর্শ করলে বেদনা অনুভূত হয়।

চামড়া — প্রতিটি আঁচড় থেকে ক্ষত তৈরী হয়। লেখার সময় বাহু ও হাতে চুলকানি। যোনিপথে চুলকানি। হার্পিস জুস্টার। (আর্সেনিক ; র‍্যাণান কিউলাস)

সম্বন্ধ - তুলনীয় — রিউমেক্স ; ল্যাকেসিস ; মেন্থা পিউলিজিয়াম - (কপালের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্থিতে বেদনা) ; মেন্থা ভাইরিডিস - (অল্প প্রস্রাব তৎসহ বারে-বারে বেগ)।

শক্তি — অরিষ্ট, ১ থেকে ২০ ফোঁটা, থেকে ৩০ শক্তি যোনিপথের চুলকানিতে বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা চলে।

মেন্থল

MENTHOL

নাসিকা-গলবিলীয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও সুষুম্নাকান্ডের উপর এই ঔষধটি কাজ করে, উৎপন্ন করে একপ্রকার স্নায়বিয় বেদনা ও অস্বাভাবিক অনুভূতি। নাসিকা সংক্রান্ত তরুণ সর্দ্দিতে ঔষধটি ফলপ্রদ বলে প্রমাণিত হয়েছে ; গলবিলের প্রদাহ ; কণ্ঠনলীর প্রদাহ ; স্নায়ুশূল সমূহ প্রভৃতি। (উইলিয়াম বি্য গ্রিস্স্, এম্ ডি)। চুলকানি, বিশেষতঃ যোনিকপাটে চুলকানি।

মাথা — কপালের উপর বেদনা, কপালের মধ্যস্থলে থাকা অস্থিগহ্বরে বেদনা, বেদনা নীচের দিকে চোখের তারা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মানসিক বিভ্রান্তি। বামচক্ষু কোটরের উপরে বেদনা। মুখমন্ডলে গন্ডাস্থির যুগপৎ প্রবর্দ্ধিত অংশে বেদনা ও অসাড়তা। চোখের তারায় বেদনা। সর্দ্দি তৎসহ নাকের পিছনের অংশে থেকে সর্দ্দি ফোঁটা-ফোঁটা করে ঝরে। নাকের ভিতরে ঠান্ডা অনুভূতি। কর্ণনলি বন্ধ হয়ে গেছে এই জাতীয় অনুভূতি এবং কিছুটা বধিরতা দেখা যায়।

শ্বাসযন্ত্র সমূহ — গলকোষের ভিতরে সুড়সুড়ি। হৃদ্‌পিন্ড স্থানে ছুরি দিয়ে আঘাত করার ন্যায় বেদনা, বেদনা সমগ্র বুকে ছড়িয়ে পড়ে। ছোট-ছোট শুষ্ক কাশির ধমক, ধুমপাণে বৃদ্ধি। হাঁপানীর ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস, তৎসহ রক্তাধিক্য যুক্ত মাথার বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — গ্রীবা দেশীয় পেশীর বেদনা। কোমরের পেশীর টাটানি ব্যথা।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — ক্যালি বাই ; স্পাইজেলিয়া।

শক্তি — ৬ষ্ঠ শক্তি। চুলকানিতে বাহ্যিকভাবে, ১% মিশ্রণ অথবা মলম প্রযোজ্য।

মেনিয়্যান্থেস

MENYANTHES বাক্-ষিন

কয়েক প্রকার মাথার বেদনা ও সবিরাম জ্বরের একটি ঔষধ বিশেষ। উদরের শীতলতা। নর্তন। টানভাব ও চাপবোধ। স্ত্রীলোকের অস্থিরতা ও প্রস্রাব সংক্রান্ত গোলযোগ। ডায়েবিটিস।

মাথা — মাথার তালুতে চাপবোধ ; হাত দিয়ে জোরে চাপ দিলে উপশম। বেদনার সময় মাথায় দুইদিক থেকে চাপ দেবার ন্যায় অনুভূতি। উপর দিকে প্রতিবার পা ফেলার সময়, মাথার উপর কোন ভারী জিনিসের দ্বারা চাপ দেবার ন্যায় অনুভূতি। গ্রীবা দেশের পিছনের অংশ থেকে বেদনা শুরু হয়ে সমগ্র মস্তিষ্কে বেদনা ছড়িয়ে পড়ে ; সামনের দিকে ঝুঁকলে, বসে থাকলে, উপশম, উপরের দিকে উঠার সময় বৃদ্ধি। চোয়ালের ভিতরে কট্‌কট্ শব্দ এবং মুখমন্ডলের পেশীর স্পন্দন।

পাকস্থলী — কোন সময়েই পিপাসা থাকে না। প্রচুর ক্ষুধা ; কিন্তু সামান্য কিছু খাবার পরে, খিদে চলে যায়। মাংস খাবার স্পৃহা। শীতলতার অনুভূতি, এই অনুভূতি অন্ননলী পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

উদর — স্ফীত এবং পূর্ণ ; ধূমপানের পরে বৃদ্ধি। উদরের শীতলতা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — হাত দুটি ও পায়ের পাতাদুটি বরফের মত শীতল। খিল ধরার ন্যায় বেদনা। রোগী শুয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে, পা দুটিতে ঝাঁকুনি ও স্পন্দন শুরু হয়।

জ্বর — ঠান্ডাভাব প্রাধান্য লাভ করে ; এই ঠান্ডাভাব তীব্রভাবে পেট, পা ও নাকের অগ্রভাগে খুব তীব্রভাবে অনুভূতি হয়।

কমা-বাড়া—বৃদ্ধি বিশ্রামকালে, উপরের দিকের উঠার সময়।

উপশম, আক্রান্ত অংশে চাপ দিলে, সামনের দিকে ঝুঁকলে নড়াচড়ায়।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — ক্যাপ্‌সিকাম ; পালসেটিলা ; ক্যাল্কেরিয়ার কার্ব ; ফসফোরিক অ্যাসিড ; স্যাঙ্গুইনেরিয়া।

দোষঘ্ন - ক্যাম্ফর

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

মেফাইটিস

MEPHITIS স্কাংক

হুপিং কাশির একটি মহৌষধ। ঔষধটির সম্পূর্ণ কার্যকরী ক্ষমতার ব্যবহার করতে হলে, ঔষধটি নিম্নতর শক্তি যথা, ১X থেকে ৩ X বিচূর্ণ পর্যন্ত প্রয়োগ করা প্রয়োজন। শ্বাস রোধের ন্যায় অবস্থা, হাঁপানীর মত বৃদ্ধি জনিত অবস্থা, আক্ষেপিক কাশি ; কাশি এত

তীব্র যে, প্রতিবার কাশির সময় মনে হয় যে, এইবার জীবন শেষ হয়ে যাবে। কাশির সময় শিশুকে উঠিয়ে ধরতে হয়, মুখমন্ডল লালবর্ণ হয়ে যায়, কিছুতেই শ্বাস ছাড়তে পারে না। বুকের উপরের অংশে শ্লেষ্মা ঘড়্-ঘড়্ করে। রোগী ব রফের মত ঠান্ডা জলে স্নান করতে চায়।

মন — উত্তেজিত, নানাপ্রকার কল্পনাতে মন পূর্ণ। ঘুমাতে পারে, আবার কোন কাজও করতে পারে না।

চোখ — অতিরিক্ত পরিশ্রমের পরে চোখে বেদনা অনুভূত হয় ; দৃষ্টি ঝাপসা ; অক্ষর গুলির বিভিন্নতার বিচারের অক্ষমতা ; চোখের সাদা অংশ লালবর্ণ ; চোখ দুটি উত্তপ্ত ও বেদনাপূর্ণ।

মুখগহ্বর — দাঁতের গোড়াগুলিতে বেদনাপূর্ণ ঝাঁকুনির অনুভূতি। মুখমন্ডল স্ফীত। মুখের আস্বাদ তামাটে, পেঁয়াজ খাবার পরে মুখে যে রকম আস্বাদ পাওয়া যায়, সেই প্রকার আস্বাদ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ — জলপান করার সময়ে অথবা কথা বলার সময়, শ্বাসনলীর দ্বারে হঠাৎকরে আক্ষেপ দেখা দেয়। খাদ্যবস্তু ভুলপথে নামে। কৃত্রিম ঘুংড়ি কাশি ; কিছুতেই শ্বাস ছাড়তে পারে না। আক্ষেপিক ও হুপিং কাশি। দিনের বেলা সামান্য কয়েকবার কাশির ধমক দেখা দেয়, কিন্তু রাত্রে অনেকবার দেখা দেয় ; তৎসহ আহারের পরে বমি। হাঁপানী, যেন গন্ধকের ধোঁয়া শ্বাসনলীর ভিতরে ঢুকেছে ; কথা বললে কাশি ; ফাঁপা, গভীর শব্দ যুক্ত, তৎসহ হাজাকর, স্বরভঙ্গ এবং বুকের ভিতরে বেদনা। তীব্র আক্ষেপিক কাশি ; রাত্রে বৃদ্ধি।

ঘুম — রাত্রে ঘুমের মধ্যে জেগে উঠে, তৎসহ পাদুটির দিকে রক্ত জোরে প্রবাহিত হয়। জল, আগুন প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট স্বপ্ন দেখে।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — **ড্রসেরা ; কোরালিয়াম ; ষ্টিক্টা**

শক্তি — ১ম থেকে ৩য় শক্তি। এই ঔষধের কাজ অল্প সময় স্থায়ী হয়।

মার্কিউরিয়্যালিস পেরেনিস

MERCURIOLIS PERENNIS **ডগ্‌স্ মার্কারী**

প্রচন্ড পরিশ্রান্ত ও নিদ্রালুতা। এন্ সি ফরম্ অ্যাপেডিক্সের অবর্বুদ, অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ। পাকস্থলী, অন্ত্র ও প্রস্রাব থলির পেশী সমূহের উপসর্গ সমূহ।

মাথা — নীচের দিকে নামার সময় মাথাঘোরা। মাথার ভিতরে বিভ্রান্তি। মাথায় বেদনা, যেন মনে হয় কপালের উপর দিয়ে একটি বন্ধনী কষে বাঁধা রয়েছে। নাসারন্ধ্রের টাটানি ব্যথা, নাকের অনুভূতি প্রবণতা, রোগীর (স্ত্রী) মনে হয় যেন, তার দুটো নাক আছে।

মুখগহ্বর — মুখগহ্বর ও গলার প্রচন্ড শুষ্কতা, জিহ্বায় ভারীবোধ এবং শুষ্ক, অসাড়, জিহ্বার উপর জ্বালাকর ফোস্কা সমূহ, ঠোঁট দুটি ও গালেও ফোস্কা থাকে। তালু, টনসিলদ্বয় ও গলবিলের পিছনের অংশের ক্ষত সমূহ। গলার শুষ্কতা।

স্ত্রীরোগ — রজঃরোধ, ঋতুস্রাব অল্প, তৎসহ কামেচ্ছা বর্তমান থাকে। স্তন দ্বায়ের বেদনা ও স্ফীতি। বেদনাপূর্ণ ঋতুস্রাব।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — বোরাক্স ; ক্রোটনটিগ্ ; ইউফর্বিয়াম।

শক্তি — ৩য় শক্তি।

মার্কিউরিয়াম - হাইড্রার্জিরাম

MERCURIUS-HYDRAGYRUM কুইক সিলভার

এই শক্তিশালী ঔষধটির দ্বারা শরীরের সকল প্রকার যন্ত্র ও তন্তু সমূহ কম-বেশি কিছুটা পরিমানে আক্রান্ত হয়ে থাকে; সুস্থ কোষ সমূহের উপর কাজ করে ঔষধটি কোষগুলিকে জীর্ণ, প্রদাহযুক্ত ও পচনাবস্থায় পরিণত করে এবং রক্তকে বিশ্লেষিত করে প্রচন্ড রক্তাল্পতার সৃষ্টি করে। হোমিওপ্যাথিক মতানুসারে ও ঔষধটির পথ প্রদর্শক লক্ষণাবলীর উপর নির্ভর করে যদি ঔষধটি আমরা প্রয়োগ করতে পারি, তবে তা বহুক্ষেত্রে জীবন কে বাঁচাতে ও সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। বিশেষভাবে লসিকাতন্ত্র আক্রান্ত হয়ে থাকেতৎসহ শরীরের সকল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহ এবং গ্রন্থিসমূহ ও শরীরের ভিতরের যন্ত্রসমূহ, অস্থিসমূহ প্রভৃতি আক্রান্ত হয়ে থাকে। মাকরী যে সকল শারীরিক পরিবর্তন নিয়ে আসে, তা অনেকটা সিফিলিসের মত। প্রায়ই সিফিলিসের গৌন দশায় এই ঐষধটির প্রয়োজন হয়, এই জাতীয় ক্ষেত্রে জ্বরের সঙ্গে রক্তাল্পতা, বুক্কাস্থির পিছনের অংশে সন্ধিস্থান সমূহ, প্রভৃতি স্থানে বাতজ বেদনা থাকে ; মুখগহ্বর ও গলার ক্ষতসমূহ, মাথার চুল পড়ে যায়, মুখগহ্বর ও গলায় ক্ষত সমূহ ও উদ্ভেদসমূহ প্রভৃতি থাকে। এইগুলি হল ঔষধটির কাজের বিশেষ ক্ষেত্র সমূহ প্রভৃতি থাকে। এইগুলি হল ঔষধটির কাজের বিশেষ ক্ষেত্র সমূহ এবং অবস্থা, যেখানে হোমিওপ্যাথিক মতানুসারে মার্কারীর ব্যবহার উপযুক্ত এবং ঐ জাতীয় ক্ষেত্রে ২x বিচূর্ণ আশ্চর্যজনক ভাবে ভালো কাজ করে। আবার, ব ংশগত সিফিলিসের উপসর্গ সমূহ, এই ঔষধের কাজের ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে ; ফোস্কাসমূহ, ফোঁড়া সমূহ, নাক বন্ধ হওয়া, শারীরিক মাংসের ক্ষয়রোগ, মুখ গহ্বরের প্রদাহ অথবা ধ্বংসাত্মক প্রদাহ। যে কোন স্থানে অর্বুদ। দুর্বলতা এবং সামান্য পরিশ্রমে শরীরের সর্বত্র কম্পন। মার্কারীর যাবতীয় লক্ষণ রাত্রে বৃদ্ধিপায় বিছানার গরমে, আর্দ্র-স্যাঁতসেঁতে, বৃষ্টিযুক্ত আবহাওয়ায়, এ ঘাম হবার সময়ে বৃদ্ধি। উপসর্গ সমূহ ঘামে ও বিশ্রামে বৃদ্ধি পায় ;এই সকল লক্ষণগুলির সঙ্গে প্রচন্ড ক্লান্তি, এবং কম্পন যুক্ত থাকে। মানব তাপ মাপক যন্ত্র বিশেষ, নরম ও ঠান্ডায় অনুভূতি প্রবন। আক্রান্ত অংশ অত্যন্ত ফুলে যায়, তৎসহ আক্রান্ত অংশ ছন্‌ছন্ করে, টাটানি ব্যবহার অনুভূতি ; প্রচুর তেলের মত ঘর্মস্রাব, এতে কষ্টের

উপশম হয় না। **শ্বাস-প্রশ্বাস**, শরীর থেকে নিঃসৃত পদার্থ সমূহ এবং সারা শরীর থেকে পচাগন্ধ বেরিয়ে থাকে। পুঁজোৎপত্তির **প্রবণতা** যুক্ত, পুঁজ পাতলা, সবুজবর্ণের, পচাগন্ধ **যুক্ত** ; পাতলা রক্তের ছোপ যুক্ত।

মন — প্রশ্নের উত্তর খুব **ধীরে** দেয়। স্মৃতিশক্তি **দুর্বল**, এবং ইচ্ছা শক্তি কমে যায়। জীবনে বিতৃষ্ণা।। কাউকে **বিশ্বাস** করে না। তার মনে হয় যেন সে তার নিজের বুদ্ধি শক্তি হারিয়ে ফেলছে।

মাথা — **চিৎ হয়ে শুলে** মাথা ঘোরে। মাথার চারিপাশে বন্দনা থাকার মত অনুভূতি। একাঙ্গীন, ছিঁড়েফেলার মত বেদনা। **মাথার খুলির চামড়ার চারিপাশে টানভাব, যেন মনে হয় ব্যান্ডেজ জড়িয়ে রয়েছে।** সর্দ্দিজ মাথার বেদনা ; মাথায় প্রচন্ড উত্তাপ। **হুল ফোটানোর মত, জ্বালাকর, দুর্গন্ধ যুক্ত উদ্ভেদ সমূহ** মাথার চামড়ার উপরে। **মাথার চুল উঠে যাওয়া। অস্থির বৃদ্ধি, তৎসহ ক্ষততার অনুভূতি**, মাথার চামড়ার **টানভাব** ; মাথায় তেলের **মত ঘর্ম স্রাব**।

চোখ — চোখের পাতাদুটি লাল, পুরু, স্ফীত, **প্রচুর, জ্বালাকর, হাজাকর** স্রাব **সমূহ**। চোখের সামনে কালো-কালো ছোপ সমূহ ভেসে বেড়ায়। **আগুনের হল্কা লাগার পরে ; ঢালায়ের মিস্ত্রীগণ। চোখের আসন অংশের প্রদাহ,** যদি তা সিফিলিস জনিত কারণে হয়ে থাকে, তৎসহ জ্বালাকর বেদনা। চোখের উপতারার প্রদাহ।

কান — **পুরু, হলুদ বর্ণের** স্রাব ; দুর্গন্ধ ও রক্তযুক্ত ; কানের শূল বেদনা, **বিছানার গরমে বৃদ্ধি পায়** ; রাত্রে, খোঁচা মারার মত বেদনা, কানের বাইরের নলী অংশে ছোট ফোঁড়া (ক্যাল্কেরিয়া পিক্রিক)

নাক — প্রচুর হাঁচি। **রৌদ্রে হাঁচি। নাসারন্ধ্র কাঁচা, ক্ষতযুক্ত** ; নাসিকা অস্থির স্ফীতি। **হলদেটে - সবুজ বর্ণের, দুর্গন্ধ যুক্ত, পুঁজের** মত স্রাব। **সর্দি** হাজাকর স্রাব, **কিন্তু তা এত গাঢ় যে, ঠোঁটের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে না** ; গরম ঘরে বৃদ্ধি। বেদনা **ও নাসিকা অস্থির স্ফীতি এবং অস্থিক্ষত, তৎসহ সবুজবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত**। রাত্রে নাক থেকে রক্তস্রাব। **প্রচুর**, হাজাকর, সর্দ্দিজস্রাব। সর্দ্দি, তৎসহ হাঁচি, **ক্ষতবৎ, হাজাকর, হুল**ফোটানোর মত অনুভূতি; আর্দ্র আবহাওয়ায় বৃদ্ধি ; **প্রচুর এবং প্রবহমান**।

মুখমন্ডল — ফ্যাকাশে, মাটির মত, ময়লাবর্ণ, স্ফীত। মুখমন্ডলীয় অস্থির কন্‌কনানি। **মুখমন্ডলে** সিফিলিস জনিত উদ্ভেদ সমূহ।

মুখগহ্বর — সামান্য মিষ্ট ধরণের ধাতব আস্বাদ। লালা স্রাব **প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়** ; রক্তযুক্ত ও চটচটে। লালা দুর্গন্ধযুক্ত, তামাটে আস্বাদ। জিহ্বার কম্পনের জন্য কতা বলতে অসুবিধা হয়। **মাঢ়ী স্পঁপরা**, পিছনদিকে সরে যায়, সহজেই রক্তপাত হয়। স্পর্শ করলে ও **চিবানোর সময়** টাটানি ব্যথা হয়। সমগ্র মুখগহ্বর ভিজা থাকে। দন্ত মুকুটের পচন। দাঁত গুলি শিথিল, স্পর্শকাতর, এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। **জিহ্বার উপরদিকে লম্বালম্বি টানা ফাটা**, জিহ্বায় ভারীবোধ, **পুরু, আর্দ্র লেপ যুক্ত** ; হলুদবর্ণ থল থলে, জিহ্বার উপর **দাঁতের ছাপ পড়ে ; জ্বলে যাবার মত অনুভূতি, তৎসহ ক্ষততা**। মুখ থেকে **দুর্গন্ধ** বেরিয়ে

থাকে ; এই দুর্গন্ধ সমগ্র ঘরে পাওয়া যায়। দাঁতের গোড়ায় ফোঁড়া, রাত্রে বৃদ্ধি। **প্রচুর পিপাসা, তৎসহ আর্দ্র মুখগহ্বর।**

গলা — নীলচে লালবর্ণের স্ফীতি। **অবিরাম ঢোক গেলার ইচ্ছা।** গলায় **পচাক্ষত ; ডানদিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত। ক্ষতসমূহ ও প্রদাহ, প্রতিবার আবহাওয়ার পরিবর্তনে দেখা দেয়।** ঢোক গেলার সময় কানের ভিতরে সূচীবিদ্ধবৎ **বেদনা** অনুভূত হয় ; ঢোক গেলার সময় নাক দিয়ে তরল পদার্থ সমূহ ফিরে আসে। গলকোষের প্রদাহ, তৎসহ ঢোক গিলতে কষ্ট **হয়, পুঁজ জমা হবার পরে।** গলার ভিতরে টাটানি ব্যথা, ছন্‌ছন্ করে, হুল ফোটানোর মত বেদনা, জ্বালাকর অনুভূতি। সম্পূর্ণভাবে স্বরভঙ্গ। গলার ভিতরে জ্বালা, যেন উষ্ণ বাষ্প উপর দিকে উঠছে।

পাকস্থলী — পচা ঢেকুর। ঠান্ডা জলপানের **তীব্র পিপাসা,** হজম শক্তির **দুর্বলতা,** তৎসহ **অবিরাম ক্ষুধা।** পাকস্থলী স্পর্শে অনুভূতি প্রবণ। হিক্কা ও ভুক্ত বস্তুর ঢেকুরের সঙ্গে উঠে আসা। পরিপূর্ণতার অনুভূতি এবং সংকীর্ণতার অনুভূতি।

উদর — পেটে ছুরি মারার মত বেদনা, তৎসহ শীতবোধ। ডানদিকের কুঁচকিতে ছিদ্র করার মত বেদনা। বায়ু সঞ্চয় জনিত কারণে উদর স্ফীতি, তৎসহ বেদনা। যকৃতের বিবৃদ্ধি, উদর স্পর্শকাতর, কঠিণতা। জন্ডিস। পিত্ত নিঃসরণের স্বল্পতা।

মল — সবুজ বর্ণের, রক্ত মিশ্রিত ও পিচ্ছিল, রাত্রে বৃদ্ধি , তৎসহ বেদনা ও কোঁথ। **মলত্যাগের সময় মনে হয়, যেন মল, বার হয়েও বার হচ্ছেনা।** মলত্যাগ সহ শীতবোধ, পাকস্থলীর অসুস্থতা, কেটে ফেলার মত শূলবেদনা, এবং কোঁথ। সাদা-ধূসর বর্ণের মল।

প্রস্রাব — বারে বারে বেগ। প্রস্রাব নলী থেকে সবুজ বর্ণের স্রাব ; প্রস্রাব শুরু করার মুখে, প্রস্রাব নলীতে জ্বালা, প্রস্রাব ঘোলাটে, অল্প, রক্ত ও অ্যালবিউমিন যুক্ত।

পুরুষের রোগ — ফোস্কা ও ক্ষতসমূহ ; কোমল শ্যাঙ্কার পুরুষাঙ্গ ঠান্ডা। লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়ার উপদাহ ; চুলকায়। রাত্রিকালীন বীর্যপাত, তৎসহ রক্তের দাগ যুক্ত।

স্ত্রীরোগ — ঋতুস্রাব প্রচুর তৎসহ পেটের বেদনা। প্রদরস্রাব হাজাকর, সবুজবর্ণের ও রক্তযুক্ত ; জননেন্দ্রিয় স্থানে ছন্‌ছন্ করে, **যেন মনে হয় ঐ অংশ কাঁচা রয়েছে।** ডিম্বাশয় স্থানে হুল ফুটানবৎ বেদনা (এপিস)। চুলকানি ও জ্বালা, প্রস্রাব পরে বৃদ্ধি, ঠান্ডা জলে যৌনাঙ্গ ধুলে উপশম। সকালে বমন, তৎসহ প্রচুর লালাস্রাব। স্তনদ্বয় বেদনাগ্রস্ত এবং ঋতুকালে দুধে পূর্ণ থাকে।

শ্বাস-যন্ত্রসমূহ — গোল কোষ থেকে বৃক্কাস্থি পর্যন্ত টাটানি ব্যথা। **কিছুতেই ডানদিকে পাশফিরে শুতে পারে না** (বাম দিক, লাইকোপোডিয়াম। কাশি, তৎসহ হলুদবর্ণের, পুঁজের মত শ্লেষ্মা। দুবার পর পর কাশির ধমক আসে ; রাত্রে ও বিছানার গরমে বৃদ্ধি পায়। সর্দ্দি, তৎসহ শীতবোধ, বাতাসের সংস্পর্শে যেতে আতঙ্ক। ডানদিকের ফুসফুসের নিম্নখন্ড থেকে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা পিঠ পর্যন্ত যায়। হুপিংকাশি, তৎসহ নাক দিয়ে রক্তস্রাব (আর্নিকা)। ধূমপানে কাশি বৃদ্ধি পায়।

পিঠ — কোমরে থেঁৎলিয়ে যাওয়ার মত বেদনা, বিশেষ করে যখন বসে থাকে। চঞ্চু অস্থি স্থানে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা ; পেটের উপর চাপ দিলে, উপশম।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দুর্বলতা। অস্থি সমূহে এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গে বেদনা ;রাত্রে বৃদ্ধি। রোগী ঠান্ডায় অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ। তেলের মত ঘাম। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কম্পন, বিশেষকরে হাত দুটির কম্পন ; একাঙ্গীণ পক্ষাঘাত।** সন্ধি স্থান সমূহে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা। রাত্রে, পা দুটিতে ঠান্ডা, চটচটে ঘাম। পায়ের পাতায় ও পায়ে শোথ যুক্ত স্ফীতি।

চামড়া — চামড়া, **প্রায় সব-সময়ে ভিজে থাকে।** চামড়ার অবিরাম শুষ্কতা, মাকরিী. নির্দেশ করে না। তীব্র গন্ধ যুক্ত, চটচটে ঘর্মস্রাব ;রাত্রে, বৃদ্ধি। সর্ব্বাঙ্গীণ, **প্রচুর ঘাম, কিন্তু ঘর্মস্রাব রোগী উপশম বোধ করেনা।** ফোস্কা যুক্ত ও পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ সমূহ। **ক্ষতসমূহ,** অনিয়মিত আকার বিশিষ্ট, কিনারাগুলি পরিপূর্ণ নয়। প্রধান উদ্ভেদের চারিপাশে ফুস্কুড়ি সমূহ। চুলকানি ; বিছানার গরমে বৃদ্ধি পায়। স্তন্যপায়ী শিশুদের মাথার চামড়ার মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ ; হলদেটে - বাদামীবর্ণের মামড়ী, প্রচুর পরিমাণে পুঁজ জমা হয়। রোগীর ঠান্ডা লাগলেই গ্রন্থি সমূহ ফুলে উঠে। বাগী। অন্ডকোষের প্রদাহ। (**ক্লিমেটিস ; হ্যামামেলিস ; পালসেটিলা**)।

জ্বর — সাধারণতঃ পাকাশয়িক গোলযোগ হেতু অথবা পিত্তের গোলযোগ হেতু জ্বর, তৎসহ রাত্রিকালে প্রচুর ঘাম হয় ;দুর্বলতা, ধীরে-ধীরে দেখা দেয় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। উত্তাপ ভাব ও কম্পন পর্যায়ক্রমে দেখা দেয়। হলুদ বর্ণের ঘর্মস্রাব। **প্রচুর ঘাম, যাতে কোন উপশম হয় না। শিরশিরকরা শীতবোধ ;** সন্ধ্যায় এবং রাত্রে বৃদ্ধি। শরীরের কোন কোন অংশে পর্যায়ক্রমে উত্তাপভাব দেখা দেয়।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি রাত্রে, ভিজে, আর্দ্রআবহাওয়ায়, ডান দিক চেপে শুলে, ঘাম হলে, ;উষ্ণ ঘরে ও বিছানার উত্তাপে।

সম্বন্ধ — তুলনীয় - ব্যাপারিস কোরিয়াসিয়া (প্রচুর প্রস্রাব, গ্রন্থির উপসর্গ সমূহ, শ্লেষ্মা যুক্ত উদরাময় ; ইনফ্লুয়েঞ্জা)

এপিলোবিয়াম — উইলো হার্ব - (পুরাতন উদরাময় তৎসহ কোঁথ ও শ্লেষ্মা স্রাব ; লালস্রাব, কষ্টকর ঢোক গেলা ;শরীরের ক্ষয় ও প্রচন্ড দুর্বলতা, শিশুদের কলেরা);

ক্যালিহাইড্রো — (কঠিন শ্যাঙ্কাবের ক্ষেত্র) ;

মার্কিউরিয়াস অ্যাসিটিকাম — (রক্তাধিক্য তৎসহ আড়ষ্টতা, শুষ্কতা ও উত্তাপভাব আক্রান্ত অংশে। চোখ প্রদাহিত, চোখে জ্বালা করে ও চুলকায়। আর্দ্রতার অভাব। গলাশুষ্ক কথাবলতে অসুবিধা হয়। বুকাস্থির নিম্মাংশে চাপবোধ ;প্রস্রাব নলীর শ্যাঙ্কার)।

মার্কিউরিয়াস অরেটাস — (সোরিয়্যাসিস্ ও উপদংশ জনিত প্রদাহ ;মস্তিষ্কের অর্বুদ; নাক ও অস্থি সমূহের উপদংশ জনিত রোগ ;নাকের পচা ক্ষত ;অন্ডদ্বয়ের স্ফীতি) ;

মার্কিউরিয়াস ব্রোমেটাস — (সিফিলিস রোগের গৌন দশার চর্ম রোগ) ;

মার্কিউরিয়াস নাইট্রোসাস — নাইট্রেট অফ্‌মাকরী - (বিশেষকরে পুঁজ যুক্ত কন্‌জাংটিভাইটিস্‌ ও কেরাটাইটিস ; গনোরিয়া, তৎসহ **খোঁচা মারার মত বেদনা**)।

মার্কিউরিয়াস্‌ ফস্‌ফোরিকাস — (সিফিলিস থেকে উৎপন্ন স্নায়বিক রোগ সমূহ ; অস্থির বৃদ্ধি) ;

মার্কিউরিয়াস প্রেসিপিটাস রিউবার — (রাত্রে শুয়ে পড়ার পরে শ্বাস রোধকের ন্যায় অবস্থা, **ঠিক যখন ঘুমিয়ে** পড়বে সেইসময় দেখা দেয়, রোগী হঠাৎ করে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে, এতে উপশম হয় ; গনোরিয়া **প্রস্রাব নলীতে শক্ত দড়ি থাকার ন্যায় অনুভূতি** ; শ্যাঙ্কার ; বাগী; পোড়ানারাঙ্গা, **একজিমা তৎসহ ফাটা, দাড়িতে চুলকানি** ; **ভিতর এবং বাহির উভয়দিকে চোখের পাতার প্রদাহ, মাথার পিছনের অংশে ভা রী বোধ, তৎসহ কান থেকে পুঁজ পড়ে** ;

মার্কিউরিয়াস ট্যানিকাস— (সিফিলিস রোগাক্রান্ত রোগীদের পাকাশয়িক গোলযোগ সমূহ) ;

এরিথ্রিনাস — (সিফিলিস ; বুকের উপর লাল বর্ণের উদ্ভেদ ; আঁশ যুক্ত চর্ম রোগ) ;

লোলিয়াম টেমিউলেন্টাম — (হাত পায়ের কম্পন) ;

মার্কিউরিয়াস কাম ক্যালি — (মুখমন্ডলের তরুণ পক্ষাঘাত) ; **মেজেরিয়াম ; ফসফরাস; সিফিলিনাম ; ক্যালিমিউর ; ইথিওপস** ;

দোষঘ্ন— হিপার সালফ ; অরাম ; **মেজেরিয়াম**।

পরিপূরক — ব্যাডিয়েগা।

শক্তি — ২য় থেকে ৩০ শক্তি।

মার্কিউরিয়াস করোসিভাস

MERCURIUS CORROSIVUS **করোসিভ সাবলিমেট্‌**

সরলান্ত্রের কোঁথে সকল ঔষধের মধ্যে এটি প্রধানতম ঔষধ, যা অবিরাম চলতে থাকে এবং এই কোঁথ মলত্যাগের পরে কমে না। এই কোঁথ প্রায়ই প্রস্রাব থলিতেও বিস্তার লাভ করে। ব্রাইটস্‌ ডিজীজ। গনোরিয়া ; দ্বিতীয় দশা, তৎসহ অবিরাম কোঁথ। বৃক্কের স্রাব নিঃসারক অংশের ধবংস করে। এই প্রক্রিয়া ধীর গতিতে চলে, কিন্তু এটি সুনিশ্চিত। গর্ভাবস্থায় প্রথমাবস্থায় প্রস্রাবে অ্যাল্‌বিউমিনের উপস্থিতি (**ফসফরাস, শেষবস্থায় এবং গর্ভবিস্থার পূর্ণতা প্রাপ্তি কালে**)।

মাথা — প্রলাপ বকা, অচৈতন্য অবস্থা, কপালে বেদনা, মাথায় রক্তাধিক্য, তৎসহ গালে জ্বালা। **মাথার খুলির অস্থিতে টেনে ধরার ন্যায় অনুভূতি**।

চোখ — চোখের তারার পিছনের অংশে বেদনা, যেন মনে হয় চোখের তারা ঠেলে বেরিয়ে আসবে। চোখের তারার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ক্ষত ; কর্ণিয়ার গভীর ক্ষত। তীব্র আলোকাতঙ্ক এবং হাজাকর অশ্রুস্রাব। উপতারার প্রদাহ, সাধারণ অথবা সিফিলিস ঘটিত কারণে। (এই ঔষধের সঙ্গে বাহ্যিকভাবে এট্রোজিন ব্যবহার করা যায়, এর ফলে চোখ জুড়ে যায় না)। রাত্রিতে তীব্র যন্ত্রণা, জ্বালাকর, তীরবিদ্ধবৎ, ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা। পুঁজ উৎপন্ন হবার প্রবণতা খুবই সামান্য থাকে। উপতারা মাটির মত রঙ যুক্ত, পুরু এবং প্রসারিত হয় না আবার অঙ্কুরিতও হয় না। সদ্যজাত শিশুর চোখ উঠা। চোখের পাতা শোথযুক্ত, লাল, হাজাকর, তীব্র জ্বালা। চোখ দুটির ভিতরে টাটানি ব্যথা।

নাক — প্রচন্ড সর্দ্দি। নাকে পচাক্ষত, তৎসহ নাসিকা ভেদকে ফুটা (ক্যালিবাই)। নাসারন্ধ্রে হাজাকর অনুভূতি ও হুল ফোটানোর মত বেদনা। নাকের পিছনের অংশের স্ফীতি, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী শুষ্ক, লাল এবং রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মায় পূর্ণ।

কান — কানের ভিততে তীব্র স্পন্দন। দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ।

মুখমন্ডল — স্ফীত। লাল, ফুলা। ঠোঁটদুটি কালো, স্ফীত। দাঁতে, দন্তমল জমে থাকে। মুখমন্ডলের ভিতরে স্নায়ুশূল, যা মুখমন্ডলের অস্থিগুলির ভিতরে অনুভূত হয়।

মুখগহ্বর — দাঁতগুলি শিথিল। মাঢ়ী বেগুনি বর্ণের, স্ফীত ও ফোঁপরা। জিহ্বা স্ফীত ও প্রদাহিত। লালাস্রাব পায়োরিয়া। প্রচুর লালাস্রাব। মুখের আস্বাদ লবণাক্ত ও তিতো।

গলা— লাল, স্ফীত, বেদনাপূর্ণ, মারাত্মক ধরনের প্রদাহিত। আলজিহ্বা স্ফীত। গলাধঃকরণ কষ্টকর। অধিকাংশ বেদনা নাকের পিছনের অংশে অনুভূত হয় তৎসহ তীক্ষ্ণ বেদনা কানের পিছনের অংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। জ্বালাকর বেদনা, তৎসহ প্রচন্ড ফোলা ; সামান্য বাহ্যিক চাপে বৃদ্ধি পায়। গলার চারপাশে সকল গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি।

পাকস্থলী — অবিরাম সবুজ এবং পিত্ত যুক্ত বমন। পেটের উপর অংশ অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ।

উদর — থেঁৎলিয়ে যাবার মত অনুভূতি ; অন্ধান্ত্র প্রদেশ এবং বৃহদন্ত্রের যে অংশ আড়াআড়িভাবে থাকে তা বেদনা পূর্ণ। ফোলা, সামান্য স্পর্শে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়।

মল — আমাশয, কোঁথ, মলত্যাগের পরেও কোথ কমে না ; অবিরাম কোঁথ। মল উত্তপ্ত, রক্তযুক্ত, পিচ্ছিল, দুর্গন্ধি যুক্ত, তৎসহ কেটেফেলার মত বেদনা এবং মলের মধ্যে ফালি-ফালি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর টুকরো থাকে।

শ্বাসযন্ত্র সমূহ — কণ্ঠনলীর ভিতর বেদনা, অনেকটা ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার মত। স্বরলোপ, কাশি, তৎসহ রক্ত যুক্ত শ্লেষ্মা উঠে। নাড়ী দ্রুত ও থেমে-থেমে। বুকের ধার দিয়ে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

প্রস্রাব — প্রস্রাবনলীর ভিতরে তীব্র জ্বালা, প্রস্রাব গরম, জ্বালাকর, স্বল্প অথবা বাধাপ্রাপ্ত; রক্ত মিশ্রিত, সবুজাভ স্রাব। অ্যালবিউমিন যুক্ত প্রস্রাব। প্রস্রাবথলির কোঁথ। প্রস্রাবনলী ছুরি দিয়ে বিদ্ধ করার মত বেদনা, বেদনা উপরের দিকে প্রস্রাব থলি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। প্রস্রাব করার পরে ঘর্মস্রাব।

পুরুষের রোগ — পুরুষাঙ্গ ও অন্ডদ্বয় ফুলে বিরাটাকার ধারণ করে। শ্যাঙ্কার, পচা-গলা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গনোরিয়া, প্রস্রাব নলীর ছিদ্র লাল, স্ফীত ; লিঙ্গমুন্ড উত্তপ্ত এবং উষ্ণ। স্রাব সবুজাভ, গাঢ়।

জ্বর — সামান্য বাতাস লাগলেই শীতবোধ। প্রচন্ড ঘাম, সারা শরীর ঠান্ডা।

কমা-বাড়া— বৃদ্ধি, সন্ধ্যায়, রাত্রে, অম্লজাতীয় বস্তুতে। উপশম, বিশ্রামকালে।

সম্বন্ধ - তুলনীয় —আর্সেনিক ; ল্যাকেসিস ; লিয়োনিউরাস - মাদারওয়ার্ট - (বস্তিকোটরের যন্ত্রসমূহের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম, আক্ষেপের উপশম করে ও স্নায়বিক উপদাহ, স্রাব সমূহ বৃদ্ধি করে এবং জ্বরের উত্তেজনা কাল প্রশমিত করে। বাধাপ্রাপ্ত ঋতুরক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবাণ ঔষধটি এবং প্রসবান্তিস্রাবের ক্ষেত্রে ; আমাশয় ; বমন ; উদরে আতঙ্কদায়ক বেদনা, প্রচন্ড পিপাসা, জিহ্বা শুষ্ক ও ফাটা) ;

মনসোনিয়া (বস্তুগত মাত্রায় আমাশয় প্রযোজ্য)।

দোষঘ্ন — বাইক্লোরাইড বিষাক্ততার ক্ষেত্রে, ক্যালসিয়াম সালফাইড দোষঘ্নের কাজ করে। ৭$\frac{১}{২}$ গ্রেন পরিমান ঔষধ। ৭$\frac{১}{২}$ আউন্স গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে শিরার ভিতর ইন্‌জেকশন করা হয়।

শক্তি — ৬ষ্ঠ শক্তি।

মার্কিউরিয়াস সাইয়েনেটাস

MERCURIUS CYANATUS — **সায়ানাইড্ অফ মার্করী**

তরুণ রোগ সংক্রামণ, নিউমোনিয়া, বৃক্কপ্রদাহ। সংক্রামক রোগের, রোগ জীবানুর বিষ শরীরের ভিতর যে জাতীয় কাজ করে, এই ঔষধের কাজ অনেকটা সেই জাতীয়। প্রচন্ড ও অত্যন্ত দ্রুত দুর্বলতা, রক্তস্রাবের প্রবণতা, শরীরের নানা প্রকার রন্ধ্র থেকে রক্তস্রাব হয়ে থাকে, কালচে, জলের মত রক্তস্রাব। গাত্রত্বক অক্সিজেনের অভাবে নীলবর্ণ হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত। প্রস্রাবে অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি এবং পেশী সমূহের নর্তন ও ঝাঁকুনি। টাইফয়েড সংশ্লিষ্ট নিউমোনিয়া।

যে সময় শ্বাস রোধের মত অবস্থা দেখা দেয় ও ফুসফুসের পক্ষাঘাত দেখা দেবার মত আস্বাদ উপক্রম হয়, তখন শরীরের গাত্রত্বক কালোবর্ণ ধারণ করে ; প্রচুর ঘর্মস্রাব। মুখগহ্বর কে এই ঔষধ বিশেষভাবে আক্রমন করে। এই লক্ষণটি সহ সুস্পষ্ট দুর্বলতা, ঔষধটিকে ডিফ্‌থিরিয়া রোগের চিকিৎসায় একটি উল্লেখযোগ্য স্থান করে দিয়েছে, এবং ঐ রোগের চিকিৎসায় ঔষধটি যে প্রশ্নাতীত সাফল্য লাভ করেছে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উৎকট জাতীয় রূপসমূহ, তৎসহ দুর্বলতা, শীতলতা ও বমি-বমিভাব। উপদংশ জনিত ক্ষতসমূহ, যখন-ক্ষত ছিদ্রে পরিণত হবে এই জাতীয় আশঙ্কা দেখা দেয়।

মাথা — প্রচন্ড উত্তেজনা, মানসিক উত্তেজনার উচ্ছাস ; প্রকোপ ; বাচালতা, মারাত্মক জাতীয় মাথার বেদনা। চক্ষু কোটর গত ; মুখমন্ডল ফ্যাকাশে।

মুখগহ্বর — ক্ষতে পূর্ণ। জিহ্বা ফ্যাকাশে। প্রচুর লালাস্রাব শ্বাস-প্রশ্বাসে দূর্গন্ধ। লালাস্রাবী গ্রন্থিসমুহের বেদনা ও স্ফীতি। মুখের আস্বাদ কষা। মুখগহ্বরের ক্ষতসমূহের উপর ধূসর বর্ণের ঝিল্লী থাকে।

গলা — গলার ভিতর কাঁচাভাব ও টাটানি ব্যথা। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীসমূহ ছিঁড়ে যায়। ক্ষতপূর্ণ। স্থানে- স্থানে দেখতে ছাল উঠার মত, বিশেষকরে পেশাদার বক্তাদের গলার ভিতর দেখতে এই জাতীয়। স্বরভঙ্গ ও কথা বলতে বেদনা হয়। তালুর কোমল অংশের ও গোলকোষের পচে খসে পড়ে। গোলকোষ প্রচন্ড লাল হয়। গলাধঃকরণ কষ্টকর। নাক দিয়ে কালোবর্ণের রক্তস্রাব। কন্ঠনলী ও নাকের ডিফ্‌থিরিয়া।

পাকস্থলী — বমি-বমি ভাব, বমি, পিত্তযুক্ত, রক্ত মিশ্রিত, হিক্কা ; উদর বেদনাপূর্ণ, চাপে স্পর্শকাতর।

সরলান্ত্র — অসহ্য বেদনা। গুহ্যদ্বারের চারিপাশে লালবর্ণযুক্ত। বারে-বারে রক্তস্রাব; মলের সঙ্গে কোঁথ। দূর্গন্ধযুক্ত তরলের পদার্থের নির্গমন, এই তরলের গন্ধ বিগলিত ক্ষতের মত। কালোমল।

প্রস্রাবযন্ত্রসমূহ — স্ফটিকের মত প্রস্রাবের রঙ, অ্যালবিউমিনযুক্ত, স্বল্প। বৃক্ক প্রদাহ তৎসহ প্রচন্ড দূর্বলতা ও শীতভাব। প্রস্রাব রোধ।

চামড়া — আর্দ্র, তৎসহ বরফের মত ঠান্ডা।

শক্তি — ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি। ৬ষ্ঠ শক্তির নীচে কোন শক্তি ব্যবহার করলে রোগ বৃদ্ধির সম্ভবনা থাকে।

মার্কিউরিয়াস ডালসিস

MERCURIUS DULCIS **ক্যালোমেল**

ঔষধটি কানের সর্দ্দিজ প্রদাহের উপর বিশেষভাবে কাজ করে, এবং কর্ণনলীর সর্দ্দিতে ও বধিরতায় উপযুক্ত। উদরাময়, তৎসহ মলদ্বারের চারিপাশে টাটানিব্যথা। প্রস্টেটগ্রন্থির প্রদাহ। পিত্তাধিক্য জনিতকারণে স্পল্পবিরাম জ্বর। ফ্যাকাশে, থলথলে, ফোলাভাব এবং স্ফীত শিথিলতা। প্রদাহ তৎসহ কোমল স্রাবসমূহ। যে সকল ক্ষেত্রে খুব সহজেই পিত্তাধিক্য জনিত কারণে স্পল্প বিরামজ্বর দেখা দেয়, সেই সকল ক্ষেত্রে ঔষধটি বিশেষভাবে নির্দেশিত হয় ; অন্ত্রাবরক ঝিল্লী ও মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ তৎসহ কোমল রস স্রাব । বৃক্ক ও হৃদ্‌পিন্ডের যৌথ রোগবস্থা জনিত কারণে শোথাবস্থা বিশেষকরে জন্ডিস দেখা দেয় (জেল)। যকৃতের শুষ্কতা, বিশেষকরে এই জাতীয় ক্ষেত্রে যদি যকৃতের বিবৃদ্ধি থাকে। ১ x প্রযোজ্য (হাউসেট)।

কান — কানের ভিতরের অংশের প্রদাহ ;কর্ণনলী বন্ধহয়ে যায় ;গন্ডমালা ঋতুদোষগ্রস্ত শিশুদের কানের উপসর্গ সমূহ ;কর্ণপটহ ভিতরের দিকে ঢুকে যায়, পুরু, এবং নড়াচড়া করে না।

মুখগহ্বর — দূর্গন্ধ যুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস ; লালাস্রাব ; মাঢ়ীর টাটানি ব্যথা। ক্ষতসমূহ। জিহ্বা কালোবর্ণ। অবিরাম, কালোবর্ণের, পচাগন্ধ যুক্ত লালাস্রাব হয়ে যায় ; লালাস্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। গলার ক্ষতসমূহ, তৎসহ কষ্টকর গলাধঃকরণ। গলবিলের দানাযুক্ত প্রদাহ।

পাকস্থলী — বমি-বমিভাব ও বমি। শিশুদের থেকে-থেকে নির্দিষ্ট সময়ান্তর বমন (কিউপ্রাস আর্স ; আইরিস)।

মল — অল্প, রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা, তৎসহ পিত্ত, এবং অবিরাম বেগ, কোঁথ থাকেনা। কালচে-সবুজবর্ণের, জলের মত মল, তৎসহ পেটের ভিতর খামচে ধরার মত বেদনা। মলদ্বারে টাটানি ব্যথা ও জ্বালাকরে। আমাশয় ; কেবলমাত্র আম ও রক্ত সামান্য মল, যা পিত্তের আবরণে ঢাকা থাকে।

চামড়া — থলথলে এবং পুষ্টিহীণতা। গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি। সহজে আরোগ্য হয় না এই জাতীয় ক্ষতসমূহ। তামাটে বর্ণের উদ্ভেদ সমূহ।

শক্তি — ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ বিচূর্ণ। সাময়িক আরামের উদ্দেশ্যে (এই জাতীয় চিকিৎসা হোমিওপ্যাথি বিরুদ্ধ), মলত্যাগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, প্রথম বিচূর্ণ শক্তির দুই থেকে তিন গ্রেন মাত্রায়, প্রয়োজনে কায়েক ঘন্টা ধরে বারে-বারে প্রয়োগকরা চলে।

মার্কিউরিয়াস আয়োডেটাস ফ্লেভাস

MERCURIUS IODATUS FLAVUS — **প্রোটো আয়োডাইড্ অফ মার্কারী**

গলার উপসর্গ সমূহ, তৎসহ গ্রন্থিসমূহের অত্যধিক স্ফীতি এবং বৈশিষ্ট্য পূর্ণ লেপযুক্ত জিহ্বা। ডানদিকে বৃদ্ধি। শ্যাঙ্কার ;কঠিণতা দীর্ঘদিন থেকে যায়। কুঁচকি স্থানের গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি, বৃহদাকার এবং কঠিণতা। স্তনগ্রন্থির অর্বুদ সমূহ, তৎসহ প্রচুর উষ্ণ ঘর্মস্রাব এবং পাকাশয়িক গোলযোগ সমূহ।

জিহ্বা — পুরুলেপযুক্ত ; গোড়ার দিক হলুদ বর্ণ যুক্ত। জিহ্বার অগ্রভাগ ও কিনারাগুলি কোন-কোন সময় লালহতে পারে এবং জিহ্বার উপর দাঁতের ছাপ পড়ে।

গলা— টানসিলের প্রদাহ। যে অবস্থায় কেবলমাত্র টনসিলের বাইরের অংশ আক্রান্ত হয়। পণীরের মত নির্যাস নির্গত হয় তৎসহ দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস। স্ফীতিভাব ডানদিক থেকে শুরু হয়। গলবিলের পিছনের অংশে ছোট ক্ষত সমূহ। প্রদাহিত গলবিল ও

গোলকোষের উপর থেকে খুব সহজেই ঝিল্লী পৃথক করা সম্ভব হয় ;ডানদিকের টনসিল বেশী আক্রান্ত হয় ; প্রচুর চটচটে শ্লেষ্মা। গলার ভিতরে একটি পিন্ড থাকার ন্যায় অনুভূতি। অবিরাম ঢোক গেলার ইচ্ছা।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — প্লাম্বাম আয়োড (স্তন গ্রন্থির অর্বুদ সমূহের ক্ষেত্রে)।

শক্তি — ২য় বিচূর্ণ।

মার্কিউরিয়াস আয়োডেটাস রিউবার

MERCURIUS IODATUS RUBER **বিন-আয়োডাইড অফ্ মার্করী**

ডিফ্থিরিয়া ও টাটানি ব্যথা যুক্ত গলক্ষত, বিশেষকরে গলার বামদিক বেশী আক্রান্ত হয়, তৎসহ গ্রন্থিসমূহের অত্যধিক স্ফীতি। পুরাতন পুঁজযুক্ত বাগী। কঠিন শ্যাঙ্কার বা উপদংশ জনিত ক্ষত। গন্ডমালা ধাতুদোষ গ্রস্ত রোগীদের পুরাতন সিফিলিস রোগ। ঠান্ডা লাগার প্রাথমিক দশা, বিশষকরে শিশুদের।

গলা — গলকোষ কালচে লাল ; গলাধঃকরণ বেদনাপূর্ণ। নাকে ও গলায় শ্লেষ্মা। গলা খাঁকারি দেবার ইচ্ছা, তৎসহ গলার ভিতর একটি পিত্ত থাকার মত অনুভূতি। গলার ও ঘাড়ের পেশীসমূহের আড়ষ্টতা।

নাক — সর্দি ও সঠিকভাবে শুনতে পায় না বা শোনে ;নাকের ডান দিক উত্তপ্ত। গলা খাঁকার দিলে নাকের পিছনের অংশ থেকে শ্লেষ্মা আসে। নাসিকা ভেদা অস্থির স্ফীতি। নাক ও গলার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্পঞ্জের মত নরম ; কর্ণনলী বন্ধ হয়ে থাকে, কোন কোন সময় তা ফট করে শব্দ হয়ে খুলে যায়।

মুখগহ্বর — মাঢ়ী স্ফীত, দাঁতের বেদনা ;গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি। জিহ্বায় ঝলসে যাবার মত অনুভূতি। মুখের ভিতরে সাদাক্ষত। প্রচুর লালাস্রাব। জিহ্বা গোড়ার দিকে আড়ষ্ট বলে মনে হয়, এবং নড়াচড়া করতে গেলে বেদনা হয়।

গলা — ডিফ্থিরিয়া ;নিম্নচোয়ালের গ্রন্থি সমূহ বেদনা পূর্ণভাবে স্ফীত, গলকোষ কালচে লাল ;বাম দিকের টনসিল বেশী আক্রান্ত হয়। টনসিলের কার্যকরী অংশ সমূহের প্রদাহ। যদি এই ঔষধ বারে-বারে প্রয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে টনসিলের প্রদাহ প্রারম্ভিক অবস্থাতে বিনষ্টকরা সম্ভব। বৃদ্ধি প্রাপ্ত আলজিহ্বা থেকে কাশি শুরু হয়, তৎসহ গলক্ষত। কণ্ঠনলীর গোলযোগ সমূহ তৎসহ স্বরভঙ্গ।

চামড়া— ছোট ছোট চিড় ও ফাটা সমূহ ; শক্ত ফুস্কুড়িসমূহ ; কঠিন শ্যাঙ্কার ; উপদংশ জনিত ক্ষতসমূহ বাগী। অন্ডের মাংসল অর্বুদ।

শক্তি — ৩য় বিচূর্ণ। মার্কিউরিক আয়োডাইড, অন্যান্য পারদ ঘটিত ঔষধ থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী।

মার্কিউরিয়াস সালফিরিকাস

MECURIUS SULPHURICUS ইয়েলো সালফেট অফ্ মার্কারী

জলের মত পাতলা মল, মলদ্বারে জ্বালা, জিহ্বার অগ্রভাগে টাটানি ব্যথা। পা দুটির শোথ। সরাসরি সর্যের উত্তাপ লাগাবার ফলে হাঁচি। খুব সকালে উদরাময় ;উষ্ণ, হলুদবর্ণের মল হুস করে বের হয়ে থাকে। প্রচুর পরিমাণে মল নির্গত হয়, অনেকটা চাল ধোওয়ার মত দেখতে। অল্প, পরিষ্কার, ঝলসে যাবার মত প্রস্রাব। তীব্র শ্বাসকষ্ট ;বসে থাকতে বাধ্য হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত, ছোট-ছোট, বুকের ভিতর জ্বালা। বুকের শোথবস্থা (আর্সেনিক)। হৃদ্‌শূল ও দুর্বলতা

সম্বন্ধ - তুলনীয় — মার্কিউরিক এসোটিকাম (প্রস্রাবের শেষ ফোঁটা বার হবার সময় প্রস্রাব নলীতে কেটে ফেলার মত বেদনা)।

মিথাইলিন ব্লু

METHYLENE BLUE ওয়ান অফ্ দি এনিলিন ডাই

এটি একটি স্নায়ুশূল, স্নায়বিক দৌর্বল্য, ম্যালেরিয়া রোগের ঔষধবিশেষ ;টাইফয়েড রোগে এই ঔষধ পেটে বায়ু সঞ্চয়, প্রলাপ বকা ও জ্বরের উপশম করে থাকে, পুঁজ থেকে সংক্রমণ। কম্পন, নর্তন ও মৃগী রোগের প্রবণতা। বৃক্কের প্রদাহ, স্কারলেটিন্যাল নেফ্রাইটিস। প্রস্রাবের রঙ সবুজবর্ণ। এই ঔষধ ব্যবহার করার ফলে যদি প্রস্রাব থলির কোন গোলযোগ দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণে জায়ফল ব্যবহার করা হলে, ঔষধটির ক্রিয়া নষ্ট হয়। যেক্ষেত্রে বৃক্কের অস্ত্রোপচার অবধারিত বলে মনে হয়, ঐরূপ ক্ষেত্রে এই ঔষধটি বিশেষ কাজে আসে। গনোরিয়া রোগজনিত কারণে বাতরোগে ও প্রস্রাবথলির প্রদাহ। পিঠের বেদনা, সায়েটিকা। সন্ন্যাসরোগের শেষাবস্থা।

শক্তি — ১ x বিচূর্ণ। কানের পুরাতন পুঁজযুক্ত প্রদাহএবং যখন দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হয়, সেই ক্ষেত্রে ঔষধটির ২ % মিশ্রণ স্থানিকভাবে ব্যবহার করা যায়। কর্ণিয়ার ক্ষত ও স্ফোটকের ক্ষেত্রে, বিশুদ্ধজলের সঙ্গে ঔষধটির ২ % মিশ্রণ বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা চলে।

মেজেরিয়াম

MEZERUM স্পার্জওলিভ

চামড়ার লক্ষণসমূহ, অস্থি সমূহের উপসর্গসকল, এবং স্নায়ুশূলে এই ঔষধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষকরে দাঁত ও মুখমন্ডল সংশ্লিষ্ট। থেঁৎলিয়ে যাবার মত অনুভূতি, সন্ধি সমূহের ক্লান্তিভাব, তৎসহ টেনে ধরা ও আড়ষ্টের মত অনুভূতি নানা প্রকারের বেদনাসমূহ

তৎসহ শীতভাব ও ঠাণ্ডাবাতাসে অনুভূতি প্রবণ। অস্থির বেদনা। টিকা নেবার পরে উদ্ভেদ সমূহ। পেশী সমূহে জ্বালাকর, টেনে ধরার ন্যায় অনুভূতি ; বিড়বিড় করে প্রলাপ বকা। বেদনা তীর বেগে উপরের দিকে উঠে এবং মনে হয় রোগীকে বিছানা থেকে টেনে উপরের দিকে তুলছে। আংশিক পার্শ্বভাগের উপসর্গ সমূহ। **রোগী ঠাণ্ডাবাতাসে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ।**

মাথা — কথা বলা একটি কঠিন কাজ বলে মনে হয়। মাথার বেদনা ; কথা বললে বৃদ্ধি। মাথার ডানদিকে হতবুদ্ধি কর বেদনা। মাথার বাইরের অংশের উপসর্গ সমূহ ; আঁশযুক্ত উদ্ভেদ সমূহ, সাদা মামড়ী যুক্ত। মাথার চামড়া পুরু, **চামড়ার মত মামড়ীদ্বারা ঢাকা উদ্ভেদ পূর্ণ, মামড়ীর নীচে পুঁজ জমা হয়।** মুখমন্ডল ও দাঁতগুলির চারপাশে তীব্র স্নায়ুশূল, বেদনা কানের দিকে ছুটে যায়, রাত্রে ; আহারের সময় বৃদ্ধি ; উত্তপ্ত স্টোভের কাছে থাকলে উপশম। দাঁতগুলির গোড়াক্ষয়প্রাপ্ত। দাঁতগুলি লম্বা হয়ে গেছে, এই জাতীয় অনুভূতি।

নাক — হাঁচি, সর্দ্দি, নাকের ভিতরের অংশ হাজাপ্রাপ্ত। নাকের পিছনের অংশের তন্তুসমূহের বিবৃদ্ধি।

কান — মনে হয় যেন কানদুটি অতিরিক্ত খোলা রয়েছে, যেন মনে হয় কর্ণপটহ ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে রয়েছে এবং বাতাস যেন কানের ভিতরে প্রবাহিত হচ্ছে। কানের ভিতরে আঙ্গুল দিয়ে ঘষার ইচ্ছা।

চোখ — চোখের অস্ত্রোপচারের পরে অক্ষিপত্রের স্নায়ুশূল। বিশেষকরে চোখের তারা বাদ দেবার পরে। বেদনা ঘুরে বেড়ায় এবং তীর বেগে নীচের দিকে নামে, তৎসহ **ঠাণ্ডা অনুভূতি** এবং অস্থির আড়ষ্টতা।

মুখমন্ডল — লালবর্ণ, মুখগহ্বরের চারিপাশে উদ্ভেদ সমূহ, তৎসহ সর্দ্দি।

পাকস্থলী — শুকরের চর্বির্ব খাবার স্পৃহা। জিহ্বাতে জ্বালা, পাকস্থলী পর্যন্ত জ্বালা প্রসারিত হয়। মুখদিয়ে জলউঠে। গলার ভিতরে বমি-বমি ভাব অনুভূত হয় ; আহারে উপশম। পুরাতন পাকস্থলী প্রদাহ ; জ্বালাকর ক্ষয়কর বেদনা ; বমি-বমিভাব, **বমি**, চকোলেট রঙের বমি। পাকস্থলী ক্ষত তৎসহ অত্যধিক জ্বালা।

উদর — শিশুদের গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি তৎসহ বৃহৎ উদর। কুঁচকির ভিতরে থাকা চক্রের মধ্যে চাপের অনুভূতি। পেটে বায়ুসঞ্চয় জনিত কারণে শূল বেদনা, তৎসহ কম্পন ও কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস।

সরলান্ত্র — প্রসবের পরে কোষ্ঠকাঠিণ্য, সরলান্ত্রের স্থানচ্যুতি। উদরাময়, মলের মধ্যে ছোট ছোট, সাদা বস্তু থাকে। সবুজ বর্ণের স্রাব সমূহ। কোষ্ঠকাঠিণ্য তৎসহ যকৃৎ ও জরায়ুর কাজের শিথিলতা। মলদ্বারের সঙ্কোচন ; সরলান্ত্রে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও সরলান্ত্রের স্থানচ্যুতি।

প্রস্রাব — প্রস্রাবের উপরের অংশে আঁশের মত দেখতে, লালবর্ণের বস্তু ভাসতে থাকে। প্রস্রাব উষ্ণ, রক্ত মিশ্রিত। প্রস্রাবের শেষাংশে, প্রস্রাব থলির অগ্রভাগে দংশন

করার মত বেদনা ও জ্বালা। প্রস্রাব থলির ভিতরে খিলধরার মত বেদনা ও এরপরে রক্ত প্রস্রাব প্রস্রাবের পরে, কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ে।

স্ত্রীরোগ — ঋতুস্রাব খুব তাড়িতাড়ি হয় এবং পরিমাণে স্রাব প্রচুর হয়। অ্যালবিউমিনের মত প্রদরস্রাব, অত্যন্ত ক্ষয়কর পদরস্রাব।

পুরুষের রোগ — অন্ডদ্বয়ের বিবৃদ্ধি। তীব্র কামেচ্ছা। গনোরিয়া, তৎসহ রক্তপ্রস্রাব।

শ্বাস-প্রশ্বাস — গলার অস্থিসমূহে টাটানিব্যথা ও জ্বালা। বুকের আড়াআড়িভাবে সঙ্কোচনের অনুভূতি। কাশি ;আহারের ও উষ্ণ পাণীয় পান করার পরে বৃদ্ধি, কাশি এত বেশী নীচ থেকে শুরু হয় যে, ঐ স্থান পর্যন্ত কাশির ধমক যায় না।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — ঘাড়ে ও পিঠের বেদনা ;নড়াচড়ায় ও রাত্রে বৃদ্ধি ;সর্বপ্রকার স্পর্শ অসহ্য। টিবিয়া ও অন্যান্য বৃহৎ অস্থি সমূহে বেদনা ও জ্বলন। পাদুটি ও পায়ের পাতা দুটি মনে হয় যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। নিতম্ব ও হাঁটুস্থানে বেদনা।

চামড়া — একজিমা, অসহ্য চুলকানি ; শীতবোধ তৎসহ চুলকানি ;বিছানায় বৃদ্ধি। ক্ষত স্থান চুলকায় ও জ্বালা করে, ক্ষতস্থান ফোস্কা জাতীয় উদ্ভেদ দ্বারা চারিদিক থেকে ঘেরা থাকে এবং চক্‌চক্ করে, আগুনের ন্যায় লালবর্ণের উজ্জ্বল উদ্ভেদ সমূহ। দাদ তৎসহ জ্বালাকর বেদনা। অস্থিসমূহ, বিশেষত ঃ বৃহৎ অস্থিসমূহ, প্রদাহিত ও স্ফীত ; অস্থিক্ষত, অস্থির বিবৃদ্ধি ; বেদনা রাত্রে, স্পর্শে ও আর্দ্র আবহাওয়ায় বৃদ্ধি (মার্কারী ; সিফিলিনাম)। উদ্ভেদ সমূহ ক্ষতে পরিণত হয় এবং পুরু মামড়ী পড়ে, মামড়ীর নীচে গাঢ় পুঁজ জমা হয় (ক্রাইসোফ্যানিক অ্যাসিড)।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, ঠান্ডায় ; রাত্রে, সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত, গরম খাবারে, স্পর্শে, নড়াচড়ায়।

উপশম — মুক্ত বাতাসে।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — মার্কসল ; ফাইটোলক্কা ; রাসটক্স ; গুয়েইকাম ; সিফিলিনাম।

দোষঘ্ন — ক্যালি হাইড্রো ; মার্কসল।

শক্তি — ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি।

মাইক্রোমেরিয়া

MICROMERIA

এটি ক্যালিফর্ণিয়া দেশের একটি চায়াগাছ, ঔষধটি পাকস্থলী ও অন্ত্রের উপর কাজ করে। চায়ের মত ব্যবহার করে ঔষধটির সাহায্যে শূল বেদনা ও পেট ফাঁপার উপশম করা যায়। এটি একটি তৃপ্তিকর পাণীয় ও জ্বরনাশক, রক্ত শোধক ও বলকারক ঔষধ বিশেষ।

পাকস্থলী — বমি-বমিভাব ;পাকস্থলী ও অন্ত্রের বেদনা ;পেট ফাঁপা।

শক্তি — অরিষ্ট।

মিলিফোলিয়াম

MILLE FOLIUM ইয়্যারো

নানা প্রকারের রক্ত স্রাবের ক্ষেত্রে, এটি একটি মহামূল্যবান ঔষধ বিশেষ ; রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণের। অবরুদ্ধ জাতীয় হার্ণিয়া, গুটি বসন্ত, তৎসহ পাকাস্থলীর উপরের অংশে তীব্র বেদনা। পাথুরির অস্ত্রোপচারের পরে ঔষধটি ব্যবহার হয়। উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাবার কুফল ;অতিরিক্ত ভারী বস্তু তোলার কুফল। অবিরাম উচ্চ গাত্রতাপ।কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে।

মাথা — ধীরে-ধীরে ভ্রমন করার সময় মাথা ঘোরা। সে যেন কিছু ভুলে যাচ্ছে, এই জাতীয় অনুভূতি। মাথা মনে হয় রক্তে পূর্ণ। ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ হয়ে তড়কা ও মৃগী। জোরে খোঁচা মারার মত বেদনা।

নাক — নাক থেকে রক্তস্রাব (ইরেক থাইটিস)। চোখ দুটি থেকে নাকের গোড়া পর্যন্ত খোঁচামারার মত বেদনা।

মল — অন্ত্র থেকে রক্তস্রাব। রক্তস্রাব যুক্ত অর্শ। প্রস্রাব রক্তযুক্ত (সেনেসিয়ো অরিয়াম)।

স্ত্রীরোগ — ঋতুস্রাব নির্দিষ্টসময়ের আগে, প্রচুর দীর্ঘস্থায়ী। জরায়ুথেকে রক্তস্রাব ; উজ্জ্বল, লালবর্ণের তরলরক্ত ;নাভবিস্থায় বেদনাপূর্ণশিরাস্ফীতি।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ — যক্ষ্মারোগের শুরুতেই ফুসফুস থেকে রক্তস্রাব। কাশি, তৎসহ রক্তযুক্ত শ্লেষ্মা, অবরুদ্ধ ধাতুস্রাব অথবা অর্শ। তীব্র হৃদ্‌কম্প।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — ফিকাস ভেনোসা (পাকুর) - (ফুসফুস ও অন্ত্র থেকে রক্তস্রাব। একালাইফা ও হেলিক্স টোস্টা (শামুক) - ফুসফুস থেকে রক্তস্রাব, বুকের রোগে, ক্ষয়রোগে);এছাড়াও সিকেলকর ; ইপিকাক ; ইরোথাইসিস ; ইরিজেনিয়াম ; হ্যামামেলিস।

শক্তি — অরিষ্ট, থেকে ৩য় শক্তি।

মিচেলা

MITCHELLA পাট্রিজ-বেরী

প্রস্রাবথলি সংশ্লিষ্ট উপসর্গ সমূহ, বিশেষকরে জরায়ুর রক্তাধিক্য

প্রস্রাব যন্ত্রসমূহ — প্রস্রাব থলির গ্রীবাদেশে সুড়সুড়ি, তৎসহ প্রস্রাবের বেগ (ইউপেটোরিয়াম ; এপিস)। কষ্টকর প্রস্রাব। প্রস্রাব থলির সর্দিজ প্রদাহ।

স্ত্রীরোগ — জরায়ু গ্রীবা কালচে-লালবর্ণযুক্ত, স্ফীত। বেদনাপূর্ণ ঋতুস্রাব এবং জরায়ু থেকে রক্তস্রাব ;রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ যুক্ত।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — চিমাফিলা ; সেনেসিও ; ইউবা; জিরেনিয়াম ; গসিপিয়াম।

শক্তি — অরিষ্ট।

মোমোর্ডিকা ব্যালস্যামিনা

MOMORDICA BALSAMINA — **ব্যালস্যাম অ্যাপেল**

মোচড় দেওয়া, শূল বেদনা, পিঠে পেটের উপরের অংশে বেদনা তৎসহ বেদনাপূর্ণ ও প্রচুর ঋতুস্রাব। বৃহদন্ত্রের, প্লীহার দিকের খাঁজে বায়ু স ঞ্চয় । শোথবস্থা।

মাথা — মাথা ঘোরা, মাথার ভিতরে থাকা বস্তু সমূহ অপেক্ষাকৃত হাল্কা বলে মনে হয় ; চোখের সামনে কুয়াশা দেখে।

উদর — গুড়্গুড়্ কর শব্দ কর, মোচড় দেওয়ার মত, শূলবেদনা, বেদনা পিঠ থেকে শুরু হয়, সমগ্র উদরে ছড়িয়ে পড়ে।

স্ত্রীরোগ — বেদনাপূর্ণ ও প্রচুর ঋতুস্রাব ; প্রস্রবের মত বেদনা, এরপরে প্রচুর রক্ত আসে ; বস্তি কোটরের সামনের দিক থেকে শুরু হয়ে কোমর পর্যন্ত বেদনা।

সম্বন্ধ — সদৃশ ঔষধ - ক্রোটন ; ইলেটেরিয়াম।

শক্তি — অরিষ্ট। এই ঔষধের মলম ও লিনিমেন্ট, পোড়া জায়গায়, ফাটাযুক্ত হাতে বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা চলে।

মার্ফিনাম

MORPHINUM — **অ্যান অ্যালকালয়েড অফ্ ওপিয়াম**

এট্রোপিন সঙ্গে বেলেডোনার যে জাতীয় সম্পর্ক, মার্ফিনের সঙ্গে ওপিয়ামের সেই একই রকম সম্পর্ক। মর্ফিন বিশেষ করে স্নায়বিক ক্রিয়া প্রকাশ করে। মর্ফিন, ওপিয়ামের থেকে কম উত্তেজক, কম আক্ষেপকারক কিন্তু মারাত্মক ধরনের নিদ্রাকারক। তুলনায় কম কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায় কিন্তু প্রস্রাবথলির সঙ্কোচনের উপর বেশী করে প্রভাব বিস্তার করে। এটি কম ঘর্মকারক কিন্তু মর্ফিনে অতিরিক্ত চুলকানির সৃষ্টি হয়।

মন — চরম বিষাদ। খিট্খিটে, খুঁত ধরার অভ্যাস, হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত। ভয় থেকে মানসিক আঘাত। স্বপ্নের ন্যায় অবস্থা।

মাথা — সামান্য নড়াচড়ায় মাথা ঘোরে। মাথার বেদনা, তৎসহ ঘড়ির মত দম দেওয়া হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি। ফেটে যাবার মত বেদনা ; মাথা পিছন দিকে টেনে ধরে।

চোখ — নীলচে, চোখের পাতা ঝুলে পড়ে। চোখ দুটিতে চুলকানি। চোখ বন্ধ করলে দৃষ্টি সম্বন্ধীয় বিভ্রান্তি। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, আরক্ত, ট্যারাদৃষ্টি, চোখের তারা অসম ভাবে সঙ্কুচিত হয়। দৃষ্টিশক্তির অস্থিরতা। চোখের পাতা ঝুলে পড়ে। চোখের পাতার পক্ষাঘাত।

কান — বামদিকের কান বেদনা পূর্ণ ভাবে দপ্‌দপ্‌করে। উত্তাপে, উপশম। সমগ্র শরীরের রক্তসঞ্চালনের শব্দ রোগী শুনতে পায়, এই জাতীয় অনুভূতি।

মুখমন্ডল — কালচে লালবর্ণ অথবা ফ্যাকাশে কালোবর্ণ যুক্ত মুখমন্ডল, ঠোঁট, জিহ্বা, মুখগহ্বর অথবা গলা।

নাক — থেকে থেকে হাঁচি। নাকের শেষভাগে চুলকানি ও সুড়্‌সুড়ি।

মুখগহ্বর— অতিরিক্ত শুষ্ক। জিহ্বা শুষ্ক, জিহ্বার মাঝের অংশ বাদামি-বেগুনি রঙ যুক্ত। পিপাসা। ক্ষুধা কমে যাওয়া, তৎসহ মাংসে অনিচ্ছা।

গলা — শুষ্ক ও সঙ্কুচিত। গলবিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত, গলাধঃকরণ একপ্রকার অসম্ভব। উষ্ণ পাণীয়ে উপশম, শক্ত খাবারে বৃদ্ধি।

পাকস্থলী — অবিরাম ও মারাত্মক জাতীয় বমি-বমিভাব, মূর্চ্ছাভাব, অবিরাম ওয়াক তোলা। সুবজবর্ণের তরল পদার্থের বমন। উঠে দাঁড়ালে বমি-বমিভাব ও বমি।

উদর — স্ফীত। পেটে ও মেরুদন্ড বরাবর তরুণ বেদনা। পেট ফাঁপা।

সরলান্ত্র — উদরাময় জলের মত, বাদামীবর্ণের, অথবা কালো, তৎসহ তীব্র কোঁথ। কোষ্ঠকাঠিণ্য ;মল বৃহৎ, শুষ্ক, গুঁটলে, তৎসহ মলদ্বারে চির চির ধরার প্রবণতা।

প্রস্রাব যন্ত্র সমূহ — প্রস্রাব থলির পক্ষাঘাত। বেদনাপূর্ণ মূত্র কৃচ্ছতা। ধীরে ধীরে ও কষ্টকর প্রস্রাব নির্গমন। প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি হেতু মূত্র রোধ। রক্তে ইউরিয়ার উপস্থিতি তরুণ ও পুরাতন।

পুরুষের রোগ — ধ্বজভঙ্গ। ডানদিকের রেতঃরজ্জুর বেদনা (অক্স্যালিক অ্যাসিড)।

হৃদ্‌পিন্ড — পর্যায়ক্রমে ট্যাকি কার্ডিয়া ও ব্র্যাডিকার্ডিয়া। হৃদ্‌পিন্ডের পেশীজ তন্তু ঠিক থাকে, এমনকি হৃদ্‌পিন্ড অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত হলেও। নাড়ী ক্ষুদ্র, দুর্বল, দুই-দুইবার ঘাত বিশিষ্ট।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ — মূর্চ্ছা ও শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য কষ্টকর চেষ্টা ; মধ্যচ্ছদার পক্ষাঘাত ; হিক্কা ;থেকে থেকে শ্বাসকষ্ট, প্রথমবার ঘুম আসার মুখে শ্বাসকষ্ট। (ল্যাকেসিস ;গ্রিন্ডেলিয়া)। শব্দ যুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস , এবং কিছু সময়ের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের বিরতি, এই প্রকার শ্বাস-প্রশ্বাস। বুকের ভিতর কষ্টাভাব। বুকাস্থির মাঝের অংশে বেদনা। শুষ্ক, কঠিন, বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর কাশি, রাত্রে বৃদ্ধি। শ্বাস রোধের ন্যায় কাশি, তৎসহ চট্‌চটে শ্লেষ্মা উঠে, শ্লেষ্মা পাতলা, অল্পপরিমাণে উঠে, কিন্তু কাশির শব্দ শুনলে মনে হয় শ্লেষ্মা সরল এবং পরিমাণে প্রচুর।

পিঠ — শিরদাঁড়া বরাবর বেদনা। কোমরের দুর্বলতা। কোমর ও ত্রিকাস্থি স্থানের কন্‌কনানি ;কিছুতেই সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না (সিমিসিফিউগা)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — টলমল চলনভঙ্গি। অসাড়তা। চামড়া-কৃষ্ণবর্ণ ; বেগুনি বর্ণের ছোপযুক্ত। হার্পিস জুস্টার। চুলকানি।, চামড়ার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায়। রজো নিবৃত্তিকালে আমবাত দেখা দেয়।

স্নায়বিয় — **অস্থিরতা ও বোধাধিক্য** ; কম্পন, নর্তন, ঝাঁকুনি, আক্ষেপ। **বেদনায় অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবণ।** বেদনার জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঝাঁকুনি ও স্পন্দন দেখা দেয়। তীব্র এবং **হঠাৎ করে** স্নায়বিক বেদনা শুরু হয় এবং হঠাৎ করে মূর্চ্ছা। **প্রলাপ, বিষাদগ্রস্ত চরিত্রযুক্ত**। স্নায়ুশূল সমূহ, **তীব্র বেদনা পূর্ণ** ; বামদিকের চক্ষু কোটরের উপরের অংশ; ডানদিকের দুটি পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী অংশ, উত্তাপে উপশম ;শরীরের অনেকস্থানে **একই সঙ্গে স্নায়ুশূল**। সমগ্র শরীরে টাটানি ব্যথা। **বিছানা অতিরিক্ত শক্ত বলে** মনে হয়। ঘুমের পরে বৃদ্ধি (ল্যাকেসিস)। হার্পিস জুস্টারের পরে স্নায়ুশূল (মেজেরিয়াম)।

ঘুম — হাইতোলা, নিদ্রালু ; দীর্ঘস্থায়ী, গভীর ঘুম। অনিদ্রা ;অস্থির ঘুম, তৎসহ বারে বারে ঘুমের মধ্যে চমকিয়ে উঠে। নিদ্রালু, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাতে পারে না।

জ্বর — শীতবোধ। বরফের মত ঠান্ডা। জ্বালাকর উত্তাপ ;প্রচুর ঘাম।

শক্তি — ৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তির বিচূর্ণ।

মস্কাস

MOSCHUS **মাস্ক**

এটি হিষ্টিরিয়া ও সময়ান্তর স্নায়বিক উত্তেজনার একটি ঔষধ বিশেষ। **মূর্চ্ছার মত আক্ষেপ ; মোহগ্রস্তের মত নিস্পন্দন অবস্থা প্রভৃতি**। চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হল ঠান্ডায় বৃদ্ধি, বায়ুপ্রবাহে অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবণ। অত্যধিক স্নায়বিক কম্পন ও বারে-বারে মূর্চ্ছা যায়। পেটে প্রচুর বায়ু সঞ্চয়। রোগ সমূহ স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হয় না। **শীতলতা**। পেশী সমূহের চামড়ার ও মনের টানভাব।

মন — **আয়ত্তাধীন নয় এই জাতীয় হাসি**। ভৎর্সনা করার অভ্যাস। উদ্বেগ, তৎসহ হৃদ্‌কম্প ; যেন ভয় পেয়েছে এরূপ ভাবে চমকিয়ে উঠে। জননেন্দ্রিয় সম্পর্কিত কল্পিত রোগ।

মাথা — নাকের গোড়ায় চাপদোবর মত বেদনা। মাথার উপর চাপবোধ, সামান্য নড়াচড়অয় মাথা ঘোরে ; অনেক উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাচ্ছে, এই জাতীয় অনুভূতি। মাথার চামড়া অনুভূতি প্রবণ। কানের ভিতরে কামানের গর্জনের মত শব্দ শুনতে পায়।

পাকস্থলী — কালো কফি, উত্তেজক বস্তু খাবার স্পৃহা। খাদ্যে বিতৃষ্ণা। প্রতিটি খাদ্যবস্তু বিস্বাদ বলে মনে হয়। পাকস্থলীর লক্ষণাবলী সহ বুকের ভিতরে উদ্বেগ। পাকস্থলী স্ফীত। আহারের সময় মূর্চ্ছা যায়। উদরের প্রচুর স্ফীতি। **আক্ষেপিক, স্নায়বিক হিক্কা (হাইড্রোসায়্যানিক অ্যাসিড ; সালফিউরিক অ্যাসিড ; ইগ্নেশিয়া ; ক্যাজুপুটাস)**।

পুরুষের রোগ — **তীব্র কামেচ্ছা** ; অসাড়ে বীর্যপাত। ধবজ ভঙ্গ, তৎসহ ডায়েবিটিস (কোকা)। অকাল বার্ধক্য। সঙ্গমের পরে বমি-বমিভাব, **বমি**।

স্ত্রীরোগ — ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, পরিমাণে প্রচুর, তৎসহ **মূর্চ্ছা** যাবার প্রবণতা (**নাক্স মস্ক্যাটা ;ভিরেট্রাম এল্বাম**)। কামেচ্ছা, তৎসহ জননেন্দ্রিয়ে অসহনীয় সুড়সুড়ি। টেনেধরার মত অনুভূতি ও জননেন্দ্রিয়ে দিকে ঠেলা মারার মত অনুভূতি ; যেন মনে হয় মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হবে, এই জাতীয় অনুভূতি।

প্রস্রাব — প্রচুর প্রস্রাব। ডায়েবিটিস।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ — বুকের ভিতরে কষাভাব, এই কারণে রোগী গভীরভাবে শ্বাস নিতে বাধ্য হয়। কণ্ঠনলী ও বায়ুনলীর, হঠাৎ করে সঙ্কোচন। **কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস ; বুকের ভিতর ভারীবোধ** ; বুকের ভিতরে হিষ্টিরিয়া রোগের মত আক্ষেপ, হাঁপানী। শ্বাসনলীর দ্বার প্রান্তে আক্ষেপ। ফুসফুসের আসন্ন পক্ষাঘাত। হাঁপানী, তৎসহ তীব্র উদ্বেগ, ভীতি ও শ্বাস রোধের ন্যায় অনুভূতি। **কাশিবন্ধ হয়ে যায়, শ্লেষ্মা কিছুতেই উঠিয়ে ফেলা যায় না।** গ্লোবাস হিষ্টিরিকাম।

হৃদ্‌পিন্ড — হিষ্টিরিয়ার ন্যায় হৃদ্‌কম্প। হৃদ্‌পিন্ডের চারিপাশে কম্পন। নাড়ী দুর্বল ও মূর্চ্ছা।

কমা-বাড়া — **উপশম, মুক্তবাতাসে, ঘর্ষণে। বৃদ্ধি, ঠান্ডায়।** মুক্ত বাতাস অতিরিক্ত ঠান্ডা বলে মনে হয়।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — **নাক্স মস্ক্যাটা, এসাফেটিডা ; ভ্যালেরিয়ানা ; সাম্বাল ; ইগ্নেশিয়া ; ক্যাষ্টর।**

উপ্যুযোগী — এম্‌ব্রা।

দোষঘ্ন — **ক্যাম্ফর ; কফিয়া।**

শক্তি — ১ম থেকে ৩য় শক্তি।

মিউরেক্স

MUREX **পার্পল ফিস**

এই ঔষধে স্ত্রী জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় লক্ষণগুলি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় এবং রোগী চিকিৎসার সময় তা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষকরে স্নায়বিক, তেজস্বিনী, আকর্ষক স্ত্রীলোকেদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে উপযুক্ত। রোগী দুর্বল এবং স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে।

মন — অত্যন্ত দঃখিত, উদ্বেগ এবং ভীতি।

পাকস্থলী — পাকস্থলীর ভিতরে খালিবোধ, সকল কিছু যেন ফাঁকা হয়ে গেছে, এই জাতীয় অনুভূতি (সিপিয়া) ক্ষুধার্ত, আহার করতে বাধ্য হয়।

স্ত্রীরোগ — জরায়ুর উপস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট অনুভূতি। জরায়ু গ্রীবার স্পন্দন। খুব সহজেই **কামেচ্ছা উত্তেজিত হয়ে উঠে।** বস্তি কোটরের স্পর্শকাতর অংশে, কোন একটি

বস্তুর সাহায্যে যেন চাপ দেওয়া হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি ;বসে থাকলে বৃদ্ধি। জরায়ুর ডানদিক থেকে বেদনা শুরু হয়ে, স্তনের ডানদিক অথবা বাম দিক পর্যন্ত যায়। কামোম্মত্ততা। জননেন্দ্রিয়ে সামান্য স্পর্শে তীব্র কামেচ্ছা দেখা দেয়। জরায়ুতে ক্ষতের ন্যায় বেদনা। ঋতুস্রাব অনিয়মিত, প্রচুর, বারে-বারে স্রাব হয়, বড়ো-বড়ো জমাট বাঁধা। বস্তিকোটরের যন্ত্রসমূহ ঠেলে বেরিয়ে আসবে, এই জাতীয় অনুভূতি। স্থানচ্যুতি ;জরায়ুর বিবৃদ্ধি, তৎসহ বস্তিকোটরে কোঁথ ও তীক্ষ্ণ বেদনা, বেদনা স্তনগ্রন্থি পর্যন্ত প্রসারিত হয় ; শুয়ে পড়লে বৃদ্ধি। বেদনা ঋতুস্রাব ও জরায়ুর পুরাতন তৎসহ স্থানচ্যুতি। রোগীনি দুটি পা কষে আড়াআড়িভাবে রাখতে বাধ্য হয়। প্রদর স্রাব সবুজাভ অথবা রক্তমিশ্রিত। পর্যায়ক্রমে মানসিক লক্ষণাবলী ও ত্রিকাস্থি স্থানে কন্‌কনানি। স্তন গ্রন্থির নির্দোষ অর্বুদ। ঋতুস্রাবের সময় স্তনের অর্বুদ যুক্ত অংশে বেদনা হয়।

প্রস্রাব যন্ত্র সমূহ — রাত্রে বারে-বারে প্রস্রাব ;ভ্যালেরিয়্যানের মত গন্ধ যুক্ত ;অবিরাম বেগ (ক্রিয়োজোটাম।)

কমা-বাড়া— বৃদ্ধি, সামান্য স্পর্শে।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — প্ল্যাটিনা ; লিলিয়ামটিল ; সিপিয়া (এই ঔষধটিতে মিউবেক্সের মত কামোউত্তেজনা থাকে না।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

মিউরিয়েটিকাম অ্যাসিডাম

MURIATICUM ACIDUM **মিউরিয়েটিক অ্যাসিড**

এই ঔষধটির রক্তের উপরে এক প্রকার বিশেষ আকর্ষণ আছে, একপ্রকার রক্তদুষ্টি উৎপন্ন করে, যা দেখা যায় এক প্রকার অপ্রবল জ্বরে, যেখানে গায়ের তাপমাত্রা প্রচুর বেড়ে যায় এবং প্রচন্ড অবসন্নতা থাকে। রোগী এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, সে (স্ত্রী) বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ে। শরীরের যাবতীয় রসের পচন। প্রস্রাব করার সময় অসাড়ে প্রস্রাব। রক্তস্রাব। মুখগহ্বর ও মলদ্বার প্রধনত আক্রান্ত হয়।

মন — কোপন স্বভাব ও খিট্‌খিটে ;ক্রোধপ্রবণ। চীৎকার করে বিলাপ করে। প্রচন্ড অস্থিরতা। দুঃখিত, চুপচাপ থাকে ;চুপচাপ কষ্টসহ্য করে।

মাথা — মাথা ঘোরা, ডানদিকে ফিরে শুলে বৃদ্ধি ; মাথার পিছনের অংশে ভারী বোধ, যেন মনে হয় ঐ অংশ সীসা দ্বারা পূর্ণ রয়েছে। কণ্ঠস্বরের শব্দ অসহ্য। মস্তিষ্ক যেন ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি।

নাক — রক্তস্রাব ; প্রচুর হাঁচি।

মুখমন্ডল— নিম্ন চোয়াল ঝুলে পড়ে ;ফুস্কুড়ি ও ব্রণ ; ঠোঁট দুটির ছালউঠা, শুষ্ক, ফাটা।

মুখগহ্বর — জিহ্বা ফ্যাকাশে, স্ফীত, শুষ্ক, চামড়ার মত, পক্ষাঘাত গ্রস্ত। **জিহ্বার উপর** গভীর ক্ষত। জিহ্বার উপর কঠিন মাংসপিন্ড। এপিথিলিও মা ; জিহ্বার কিনারা নীলচে-লালবর্ণ যুক্ত (কার্বলিক অ্যাসিড)। মুখগহ্বরে সাদাক্ষত। মাঢ়ী ও গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি। দুর্গন্ধ যুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস। **দাঁত গুলির উপর দন্তমল।**

গলা — আলজিহ্বা স্ফীত। ক্ষত ও কৃত্রিম ঝিল্লী। শোথযুক্ত, কালচে, ছালউঠার মত। গলাধঃকরণের চেষ্টাকরলেই আক্ষেপ শুরু হয় ও শ্বাস রোধের ন্যায় অবস্থা দেখা দেয়।

পাকস্থলী — কিছুতেই মাংসের দৃশ্য বা কল্পনা সহ্য হয় না। মাঝে-মাঝে অত্যধিক ক্ষুধা ও অবিরাম জল পাণ করার জন্য পিপাসা। পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের স্বল্পতা এবং ভুক্ত খাদ্য বস্তু পেটের ভিতরে ফুটতে থাকে।

সরলান্ত্র — প্রস্রাব করার সময়ে অসাড়ে মলত্যাগ করার প্রবণতা। **অর্শ, যে কোন রকমের স্পর্শে, অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ** ; এমন কি মল মুছে ফেলা হয় এরূপ কাগজের স্পর্শ পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। মলদ্বারের চুলকানি এবং প্রস্রাব করার সময়ে মলদ্বার বাইরে বেরিয়ে আসে। গর্ভাবস্থায় অর্শ ; **অর্শ নীলচে, উত্তপ্ত তৎসহ তীব্র সূচী বিদ্ধবৎ** বেদনা।

হৃদ্‌পিন্ড — নাড়ী দ্রুত, ক্ষীণ এবং ক্ষুদ্র। **প্রতি তৃতীয় স্পন্দন পাওয়া যায় না।**

প্রস্রাব — একই সঙ্গে মলত্যাগ না করে কিছুতেই প্রস্রাব করতে পারে না।

স্ত্রীরোগ — ঋতুস্রাব খুব দ্রুত দেখা দেয়। প্রদর স্রাব। ঋতুকালে, মলদ্বারে টাটানি ব্যথা। যৌনাঙ্গের ক্ষত সমূহ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — ভারী, বেদনাপূর্ণ ও দুর্বল। টল্‌মল্ চলনভঙ্গী। গোড়ালির কন্ডরাতে বেদনা।

চামড়া — ফুস্কুড়ি ও ফোস্কা জাতীয় উদ্ভেদ সমূহ, তৎসহ তীব্র চুলকানি (রাস) ; কার্বাঙ্কলসমূহ ; **নিম্নাঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত সমূহ।** আরক্ত জ্বর, অল্প কালোবর্ণের উদ্ভেদ যুক্ত। হাতের পিছনের অংশে একজিমা।

জ্বরে — **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতল।** পিপাসা হীন উত্তাপ। টাইফয়েড প্রকৃতির জ্বর, বিহ্বল অবস্থা। রক্তস্রাব। অস্থিরতা। **অসাড়ে স্রাব সমূহের নির্গমন।** শয্যা-ক্ষত। নাড়ী দ্রুত ও দুর্বল। অত্যাধিক অবসন্নতা।

কমা-বাড়া— বৃদ্ধি, আর্দ্রআবহাওয়া, মধ্যরাত্রির পূর্বে।

উপশম — বামদিক ফিরে শুলে।

সম্বন্ধ -তুলনীয় — **ফসফরিক অ্যাসিড ; আর্সেনিক ; ব্যাপ্টিসিয়া।** ব্রায়োনিয়া ও রাসটক্সের পরে ভালো কাজ করে।

দোষঘ্ন — ব্রায়োনিয়া।

শক্তি — ১ম থেকে ৩য় শক্তি।

মাইগেল ল্যাসিয়োডোরা

MYGALE LASIODORA **ব্ল্যাক কিউবান স্পাইডার**

দুর্বলতা, হৃদ্‌কম্প, স্নায়বিক উত্তেজনা, ভীতি। মাকড়শা থেকে প্রস্তুত অন্যান্য ঔষধগুলিতেও এই জাতীয় লক্ষণ গুলি পাওয়া যায়। নর্তন রোগ, এই ঔষধের প্রধান চিকিৎসাক্ষেত্র। যৌন লক্ষণ সমূহ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মন — প্রলাপ বকে, অস্থির, বিষন্ন ; মৃত্যু ভয় ; হতাশ।

মুখমন্ডল — **মুখমন্ডলের পেশী সমূহের নর্তন।** মুখগহ্বর ও চোখদুটি ক্রমান্বয়ে এবং দ্রুত খুলতে থাকে। উত্তপ্ত ও **লালবর্ণ।** জিহ্বা শুষ্ক ও খস্‌খসে ; খুব কষ্টকরে বাইরে বের করতে হয়। মাথার একদিকে ঝাঁকুনি। রাত্রে দাঁতগুলি কড়্‌মড়্ করে।

পাকস্থলী — বমি-বমিভাব, তৎসহ অস্পষ্ট দৃষ্টি। খাদ্যে বিতৃষ্ণা প্রচুর পিপাসা।

পুরুষের রোগ — প্রচন্ড লিঙ্গোদ্রেক। বেদণাপূর্ণ লিঙ্গোচ্ছাস (**ক্যালিব্রম ; ক্যাম্ফর**)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — চলনভঙ্গীর স্থিরতার অভাব। **সারা শরীরের অবিরাম নড়াচড়া।** কম্পন। প্রচন্ড রক্তবর্ণের রেখা সমূহ, এই রেখাগুলির লসিকাবহনলীর পথ অনুসরণ করে। অঙ্গগুলির নর্তন। হাতদুটির অস্থিরতা। আক্ষেপিক, **বাহুদুটি ও পাদুটির আয়ত্তাধীন নয় এই জাতীয় নড়াচড়া।** হাঁটার সময় পাগুলি টেনে চলতে হয়।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — এগারিকাস ; ট্যারেন্টুলা ; কিউপ্রাস ; জিজ্ঞিয়া।

কমা-বাড়া-উপশম, ঘুমের মধ্যে

বৃদ্ধি, সকালে।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

মাইয়োসোটিস

MYOSOTIS **ফরগেট-মি-নট**

পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস ও যক্ষ্মা। রাত্রিকালীন ঘাম।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ — কাশি, তৎসহ প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা-পুঁজযুক্ত গয়ের উঠে, কাশির সময় প্রচন্ড বমি- বমিভাব ও বমি হয় ; আহারের সময় অথবা আহারের বৃদ্ধি। বায়ুনলী থেকে প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব। বাম দিকের ফুসফুসের বেদনা (নিম্নখন্ড) ; কাশির সময় বেদনাপূর্ণ ও বুকের উপর ঠোকা দেওয়া সহ্য করতে পারে না।

শক্তি — অরিষ্ট থেকে ২য় শক্তি।

মাইরিকা

MYRICA **বেবেরী**

যকৃতের উপর এই ঔষধের সুস্পষ্ট কাজ আছে, তৎসহ জন্ডিস ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর কাজ আছে। একাদিক্রমে অনিদ্রা। **জন্ডিস**।

মন — নিরাশ, খিট্‌খিটে উদাসীনতা। **বিষন্ন**।

মাথা — মাথার চামড়ায় কষাভাব। মাথার বেদনা, তৎসহ নিদ্রালুতা ; চোখের সাদা অংশ হলুদবর্ণ যুক্ত ; চোখের তারায় কন্‌কনানি। মাথার তালুতে ও কপালে চাপবোধ। **সকালে ঘুম থেকে উঠার পরে রগে ও কপালে মৃদু, তীব্রভারীবোধ যুক্ত কন্‌কনানি**। ঘাড়ের গ্রীবাদেশে বেদনা ও আড়ষ্টতা।

মুখমন্ডল — হলুদবর্ণ। চুলকানি ও হুল ফোটানোবৎ বেদনা। সুড়্সুড়ির মত অনুভূতি।

মুখগহ্বর — জিহ্বা সাদা পশম দ্বারা আবৃত বলে মনে হয়। তৎসহ মুখে বাজে আস্বাদ, এবং বমি-বমিভাব। **চট্‌চটে, পুরু বমি হয়ে যাবে এই জাতীয় স্রাব নিঃসরণ**। মাঢ়ী স্পর্শকাতর, ফোঁপরা, সহজেই রক্তপাত হয় (মর্কসল)।

গলা — সঙ্কোচনের ও খসখসে অনুভূতি, তৎসহ অবিরাম ঢোক গেলার ইচ্ছা। দড়ির মত শ্লেষ্মা, পৃথক করা বেশ কষ্টকর।

পাকস্থলী — আস্বাদ তিতো ও তৎসহ দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, যা বমির উদ্রেক করে। সম্পূর্ণ ক্ষুধাহীণতা, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আহার করার পরে পাকস্থলীতে পূর্ণতার অনুভূতি। অম্ল জাতীয় বস্তুর প্রতি তীব্র স্পৃহা। পেটের উপরের অংশে দুর্বলতা, শূণ্যবোধ, মনে হয় বমি হয়ে যাবে ; আহারের পরে বৃদ্ধি ; দ্রুত হাঁটাচলা করলে উপশম।

উদর — যকৃতে স্থানে মৃদু বেদনা। সম্পূর্ণ জন্ডিস, তৎসহ তামাটে-হলুদবর্ণের চামড়া, **ক্ষুধাহীণতা**। পাকস্থলী ও উদরে পূর্ণতার অনুভূতি। অল্প, হলুদবর্ণের, ফেনাযুক্ত প্রস্রাব।

মল — হাঁটার সময় অবিরাম বায়ু নিঃসরণ হয়। মলত্যাগের বেগ, কিন্তু মলত্যাগ কালে বায়ুনিঃসরণ ছাড়া অন্য কিছুই হয় না। পাতলা, হাল্কা, বর্ণের মল ; ছাইয়ের বর্ণযুক্ত এবং মনে পিত্তের অভাব।

প্রস্রাব যন্ত্র সমূহ — কালো, ফেনাযুক্ত, অল্প, খুব ঘোরালো বর্ণের, পিত্তযুক্ত প্রস্রাব।

ঘুম — বাধাপ্রাপ্ত, খারাপ স্বপ্নযুক্ত এবং বারে-বারে ঘুম ভেঙ্গে যায় ; অনিদ্রা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — টলমল চলনভঙ্গী, স্কন্ধাস্থির নীচে ও ঘাড়ের পিছনের অংশে শরীরের সকল পেশী সমূহে, ডান পায়ের পাতার ফাঁপা অংশে বেদনা।

চামড়া — হলুদবর্ণ ও চুলকানি। **জন্ডিস**। সুড়্সুড় কর অনুভূতি, যেন কীট সমূহ চলাচল করছে।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — টেলিয়া ; কর্ণাস সার্সিনেটা ; চেলিডোনিয়াম ; লেপট্যান্ড্রা ; ফ্যাগোপাইরাম।

দোষঘ্ন — ডিজিট্যালিস, (জন্ডিস)।

শক্তি — অরিষ্ট, থেকে ৩য় শক্তি।

মাইরিস্টিকা সেবিফেরা

MYRISTICA SEBIFERA **ব্রেজিলিয়ান ইউকিউবা**

এই ঔষধটির প্রচন্ড দূষণ নিবারক ক্ষমতা আছে। চামড়া, তন্তু সমূহ ও অস্থি আবরকের প্রদাহ। আঘাতজনিত রোগ সংক্রমণ। কর্ণমূল গ্রন্থির প্রদাহ। ভগন্দর। কার্বাঙ্কলসমূহ। আঙ্গুল হাড়াতে এই ঔষধের বিশেষকাজ আছে। হাতের আঙ্গুলের নখের বেদনা তৎসহ আঙ্গুলগুলির স্ফীতি। হাতগুলি আড়ষ্ট, যেন মনে হয় অনেক সময় ধীরে হাত দিয়ে কোন বস্তু চোখে রাখা হয়েছিল। তামাটে আস্বাদ এবং গলার ভিতরে জ্বালা। জিহ্বা সাদা ও ফাটা-ফাটা পুঁজ যুক্ত প্রদাহ সমূহ। পুঁজোৎপাদন দ্রুত করে এবং রোগকাল সংক্ষিপ্ত করে দেয়। অনেক সময় এই ঔষধের প্রয়োগের পরে আর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় না। মধ্য কর্ণের প্রদাহ, পুঁজোৎপত্তিকাল। মলদ্বারের ভগন্দর। হিপার অথবা সিলিকার থেকে অধিক শক্তিশালী রূপে কাজ করে।

মির্টাস কমিউনিস

MYTUS COMMUNIS **ম্যারটল্**

এই উদ্ভিদের পাতায় ম্যারটল্ নামক একপ্রকার প্রচন্ড ক্ষমতাশালী দূষণ নিবারক প্রদার্থ থাকে। বুকের বেদনা, যে রকম ক্ষয় রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ক্ষয় রোগের প্রারম্ভিক দশা। স্নায়বিক উত্তেজনা উপশম কারী ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্ষেত্রে একটি বলকারী ঔষধ বিশেষ। ব্রঙ্কাইটিস, প্রস্রাবথলির প্রদাহ, বৃক্কনলীর প্রদাহ।

বুক — বামদিকের স্তনে সূচীবিদ্ধ বৎ বেদনা, বেদনা স্কন্ধাস্থির দিকে ছুটে যায় (থেলিক্ ; থেরিডিয়্যান ; পিক্স)। শুষ্ক, ফাঁপা শব্দ যুক্ত কাশি, তৎসহ বুকের ভিতরে সুড় সুড়ি। সকালে বৃদ্ধি। বামদ্রিকের বুকে জ্বালাকর অনুভূতি।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — মির্টাস চিক্যান - (পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস, তৎসহ গাঢ়, হলুদবর্ণের শ্লেষ্মা, পৃথক করা কষ্টকর। প্রচুর শ্লেষ্মার উদ্গীরনে রোগীর কষ্ট বৃদ্ধি পায় ও কাশি বাড়ে)।

শক্তি — ৩য় শক্তি।

ন্যাজাট্রাইপিউডিয়্যান্স

NAJA TRIPUDIANS **ভাইরাস অফ্ দ্য কোবরা**

ন্যাজা আদর্শ বাল্বার প্যারালিসিস উৎপন্ন করে (এল. জে. বয়েড)। ঔষধটি রক্তস্রাব উৎপন্ন করে না, কিন্তু শোথ উৎপন্ন করে, এই কারনে এই সরীসৃপের দ্বারা দংশিত হবার পরে জীবের দেহে বাহ্যিক কোন আঘাতের কোন চিহ্ন প্রায়ই দেখা যায় না। কেবলমাত্র যে অংশে বিষদাঁতের সাহায্যে আঘাত করেছে সেখানে ছোট আঁচড়ের চিহ্ন বা ছোট ছিদ্র দেখতে পাওয়া যায়। ক্ষতস্থানের নিম্নস্থতন্তু সমূহের কালচে বেগুনি বর্ণের হয় এবং ক্ষতস্থানের চারিপাশে অনেকটা রক্তের মত দেখতে আঠালো চট্‌চটে তরল পদার্থ জমা হয়। দংশিত অংশে তীব্র জ্বালাকর বেদনা হয় এবং এটিই দংশনের প্রাথমিক লক্ষণ। মানুষের ক্ষেত্রে প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেবার পরে, কিছুটা সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে নতুন করে লক্ষণাবলী প্রকাশ পায়। মোটামুটি গড়ে এক ঘন্টা পরে এই লক্ষণাবলী প্রকাশ পায় একবার লক্ষণাবলী প্রকাশ পেলে, তা খুব দ্রুত মারাত্মক রূপ ধারণ করে। এক প্রকার মাদকাসক্তের ন্যায় অনুভূতি উৎপন্ন হয়, এরপরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর রোগীর নিজস্ব ক্ষমতা লোপ পায়। রোগীর কথা বন্ধ হয়ে আসে, গলাধঃকরণ করতে পারে না। এবং ঠোঁটের নড়াচড়া আয়ত্তাধীন থাকে না। প্রচুর পরিমানে লালাস্রাব নির্গত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমশঃ মন্থর থেকে মন্থরগতি সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং সব শেষে তা বন্ধ হয়ে যায়। রোগী সকল সময়ে সজ্ঞানে থাকে। এটি ল্যাকেসিস বা ক্রোটেলাসের মত রক্তস্রাবী অথবা রক্তদুষ্টির ঔষধ নয়। এই ঔষধটির ক্রিয়া হৃদ্‌পিন্ডের চারিপাশে প্রকাশ পায়; হৃদ্‌কোষ্টের্র গোলযোগ। সুস্পষ্টভাবে রক্ত উপর দিকে জোরে প্রবাহিত হয়, সুস্পষ্ট শ্বাসকষ্ট, কিছুতেই বামদিকে ফিরে শুতে পারে না। হৃদ্‌পিন্ডের বিবৃদ্ধি এবং হৃদ্‌প্রকোষ্ঠের গোলযোগ সমূহ। শারীরিক যন্ত্রগুলি মনে হয়, যেন টেনে একস্থানে রাখা হয়েছে। ঠান্ডায় অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ। হৃদ্‌পিন্ডের লক্ষণসহ, কপালে ও রগে বেদনা উপস্থিত থাকে। রোগের প্রাথমিক উচ্ছাস নির্ভর করে মোটর বা সঞ্চালক স্নায়ুকোষের বিকলতার উপর। সঙ্কোচক পেশী সমূহের কাজ নিজের আয়ত্তাধীন থাকে না।

মন— কাল্পনিক কষ্ট সম্বন্ধে অবিরাম গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকে। আত্মহত্যা করার উন্মাদনা (অরাম)। বিষাদগ্রস্ত। কথা বলতে বিতৃষ্ণা অসংলগ্ন কথাবার্তা। বিষন্নতা। একা থাকতে ভয়। বৃষ্টি হবে বলে ভয় করে।

মাথা— বামদিকের রগে এবং বাম দিকের চক্ষুকোটর স্থানে বেদনা, বেদনা মাথার পিছন দিক পর্যন্ত প্রসারিত হয়, তৎসহ বমি-বমিভাব ও বমি। হে-ফিভার, তৎসহ কণ্ঠস্বর শুষ্ক। ঘুমের পরে থেকে থেকে শ্বাসরোধের মত অবস্থা (ল্যাকেসিস)। চোখগুলি একদৃষ্টিতে স্থির হয়ে থাকে। উভয় দিকের চোখের পাতা ঝুলে পড়ে।

কান— শ্রবন সম্পর্কিত বিভ্রান্তি; কানের শূলবেদনা; কানের পুরাতন পুঁজ, স্রাবসমূহ কালোবর্ণের; লবনে রাখা হেরিং মাছের মত গন্ধ যুক্ত পুঁজ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এই জাতীয় অনুভূতি তৎসহ গলার ভিতর চেপে ধরার মত অনুভূতি। **অস্বস্তিকর, শুষ্ক কাশি, কাশি হৃদপিন্ডের ক্রিয়া বৈকল্য হেতু উদ্ভব হয় (স্পঞ্জিয়া; লরোসারেসাস)।** চটচটে শ্লেষ্মা ও লালাস্রাব। সন্ধ্যার দিকে হাঁপানীর ন্যায় সংকোচনের অনুভূতি। সর্দ্দি থেকে হাঁপানীর শুরু।

হৃদপিন্ড— হৃদ্‌পিন্ড স্থানে উদ্বেগ ও টেনে ধরার মত অনুভূতি। হৃদ্‌পিন্ডে ভারীবোধের ন্যায় অনুভূতি। হৃদ্‌পিন্ডে ভারী বোধের ন্যায় অনুভূতি। ঘাড়ের গ্রীবা দেশ, বমি **কাঁধ** ও বাহু পর্যন্ত হৃদশূল প্রসারিত হয় তৎসহ উদ্বেগ ও মৃত্যুভয়। হৃদপিন্ডের লক্ষণাবলীর সঙ্গে কপালে ও রগে বেদনা থাকে। নাড়ীর **শক্তি অনিয়মিত**। হৃদ্‌পিন্ডের পক্ষাঘাতের ন্যায় আশঙ্কা, সারা শরীর শীতল, নাড়ী ধীর গতি সম্পন্ন, দুর্বল, অনিয়মিত ও কম্পনযুক্ত। **হৃদ্‌পিন্ড বেষ্টনকারী ঝিল্লীর ভিতরের স্তরের তরুন ও পুরাতন প্রদাহ।** হৃদ্‌কম্প। হৃদ্‌পিন্ডস্থানে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। **সংক্রান্ত রোগের পরে ক্ষতি গ্রস্ত হৃদ্‌পিন্ড।** হৃদ্‌পিন্ডের **দুর্বলতা** সম্বন্ধীয় সুস্পষ্ট লক্ষণসমূহ **(ইল্যাপস্ ; ভাইপেরা)।**

স্ত্রীরোগ— বামদিকের ডিম্বাশয়ের স্নায়শূল; বাম কুঁচকির বেদনা, যেক্ষেত্রে কারণ বুঝতে পারা যায় না, সেই ক্ষেত্রে এই ঔষধ প্রায়ই উপকারে আসে, বিশেষতঃ অস্ত্রোপচারের পরে; **মনে হয় যেন বেদনা হৃদ্‌পিন্ডের দিকে টেনে রয়েছে।**

ঘুম—গভীর নিদ্রা, রোগী যেন একটি কাঠের গুঁড়ির মত পড়ে থাকে, নাক ডাকার মত শব্দ করে শ্বাসপ্রশ্বাস, এই জাতীয় সাপ মানুষকে কামড়ালে, এই একই জাতীয় অবস্থা প্রকাশ পায়।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— উত্তেজক কিছু ব্যবহারের পরে;

উপশম— মুক্ত বাতাসে ভ্রমন করলে অথবা গাড়ীঘোড়া চড়লে।

সম্বন্ধ— তুলনীয়— সাধারণভাবে যাবতীয় সাপের বিষ থেকে তৈরী হওয়া ঔষধসমূহ,; **ল্যাকেসিস, ক্যোটেলাস, স্পাইজেলিয়া, স্পঞ্জিয়া,**

শক্তি— ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি।

ন্যাপ্‌থালিন

NAPHTHALINE **টার ক্যাম্ফর**

সর্দ্দি হে-ফিভার, যক্ষ্মা, এছাড়াও গনোরিয়া রোগের উপর এই ঔষধ ভালোভাবে কাজ করে থাকে। বৃক্ক প্রদাহ। প্রস্রাব যন্ত্রসমূহের প্রান্ত দেশের উপদাহ। হুপিংকাশি।

মাথা— মাদকাসক্তের ন্যায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকে। অস্থির। মুখমন্ডল ফ্যাকাশে, হলুদবর্ণের আভাযুক্ত।

চোখ— চোখের উপর এই ঔষধের **বিশেষ আকর্ষণ** আছে। এই ঔষধ অক্ষিপট বা রেটিনার বিচ্ছিন্ন অবস্থা তৈরী করে; **অক্ষিপটের উপরে তালির মত পদার্থ সমূহের জমা**

হওয়া; অস্বচ্ছ দৃষ্টি ও আংশিক অন্ধতা, একটির পরে আর একটি অবস্থা দেখা দেয়; কোমল ছানি **কনীনিকার অস্বচ্ছতা।**

প্রস্রাব— আয়ত্তাধীণ নয় এই জাতীয় প্রস্রাবের বেগ। মূত্রনলীর মুখ লালবর্ণ, স্ফীত ও লিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়ার স্ফীতাবস্থা। কালো প্রস্রাব। লিঙ্গের ভিতর দিয়ে কেটে ফেলার মত বেদনা নীচের দিকে নামে। প্রস্রাব থলিতে বেদনা। এমোনিয়াযুক্ত পচনশীল প্রস্রাবের তীব্র দুর্গন্ধ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— হাঁচি, চোখদুটি প্রদাহিত, বেদনাপূর্ণ, মাথা উত্তপ্ত। **হে-ফিভার। আক্ষেপিক হাঁপানী;** মুক্ত বাতাসে উপশম; বুকের ভিতরে ও পাকস্থলীতে টাটানি বেদনা; জামা কাপড় ঢিলা করতে বাধ্য হয়। **শ্বাসকষ্ট** ও গভীর ভাবে শ্বাস নেওয়া। বৃদ্ধব্যক্তিদের এম্‌ফাইসিমা তৎসহ হাঁপানী। **হুপিং কাশি,** দীর্ঘস্থায়ী ও অবিরাম কাশির ধমক, এই কারনে, রোগীর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কণ্ঠনলী ও শ্বাসনলীর তরুন প্রদাহ। ব্রঙ্কাইটিস, যে ক্ষেত্রে আক্ষেপিক কাশির সঙ্গে চট্‌চটে শ্লেষ্মা বুকের উপর ভারীবোধ থাকে (কাটিয়ার)।

চামড়া— চামড়ার প্রদাহ, রস জমা স্থানে চুলকানি। মুখগহ্বরের কোনে উদ্ভেদসমূহ এবং নখগুলির চারিপাশে ছোপ সমূহ।

অহোমিওপ্যাথিক ব্যবহার— ক্রিমির ক্ষেত্রে, এবং বিশেষ করে কুচোক্রিমির ক্ষেত্রে ১ গ্রাম মাত্রায় প্রযোজ্য। বাহ্যিকভাবে, চর্মরোগের ক্ষেত্রে, ৫শতাংশ মলম প্রযোজ্য।

সম্বন্ধ— তুলনীয়— ড্রসেরা; ক্রোটেলাস; কোক্কাস; টার্পিন হাইড্রেট (হুপিং কাশি, হে-অ্যাজমা এবং বায়ুকোষের উপসর্গসমূহ। ১ থেকে ২ গ্রেণ মাত্রায় প্রযোজ্য)।

শক্তি— ৩য় বিচূর্ণ।

নার্সিসাস্

NARCISSUS **ড্যাফোডিল**

বমি-বমি লক্ষণসমূহ এবং এর পরে প্রচুর বমি ও উদরাময়। এই ঔষধটি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতানুসারে, ড্যাফোডিল গাছের মূলে একপ্রকার উপক্ষার পাওয়া যায় এবং উপক্ষারটি সংগ্রহের সময়ানুসারে কাজের বিভিন্নতা, দেখা যায়। দুই ভাবে উপক্ষারটি সংগ্রহ করা হয়, ফুলফোটা অবস্থা মূল থেকে অথবা ফুল ফোটার পরে মূল থেকে। প্রথম ক্ষেত্রে উপক্ষারটি, **মুখগহ্বরের শুষ্কতা,** চামড়া থেকে রসনিঃসরণ **বন্ধ করে, চোখের তারার প্রসারণ, নাড়ীর গতি দ্রুততর এবং হৃদপিন্ডের সংকোচনের গতি মন্থর ও দুর্বল,** প্রভৃতি লক্ষণ উৎপন্ন করে। অন্যদিকে ফুলফোটার পরে মূল থেকে সংগৃহীত

উপক্ষারটি, প্রচুর লালাস্রাব, চামড়ার রস নিঃসরণের পরিমানের বৃদ্ধি, চোখের তারার সঙ্কোচন, নাড়ীর গতি মন্থরতা, সামান্য মূর্চ্ছাভাব ও বমি-বমিভাব, প্রভৃতি লক্ষণসমূহ উৎপন্ন করে।

এটি কাশি ও ব্রঙ্কাটিস রোগের একটি ঔষধ। অবিরাম কাশি। সর্দ্দি;কপালের উপর বেদনা। হুপিং কাশির আক্ষেপিক দশা।

চামড়া— ফুস্কুড়ি; ফোস্কা, পুঁজযুক্ত ফুস্কুড়ি ধরনের উদ্ভেদসমূহ। আর্দ্র আবহাওয়ায় বৃদ্ধি।

শক্তি— ১ম শক্তি।

নেট্রাম আর্সেনিকাম

NATRUM ARSENICUM **আর্সেনিয়েট অফ্ সোডিয়াম**

এটি নাকের সর্দ্দিজ প্রদাহের একটি ঔষধ, মাথার বেদনা, নাকের গোড়ায় বেদনা, চোখ দুটি শুষ্ক ও বেদনাপূর্ণ। সোরিয়্যাসিস্ (আর্সেনিক; ক্রাইসোফ্যানিক অ্যাসিড; থাইরয়ডিনাম)। সাত বছরের বেশী বয়েসের শিশুদের ব্রঙ্কাইটিস। ঠান্ডা লাগা থেকে যে সকল রোগ হয়, সেই ক্ষেত্রে এই ঔষধটি দ্রুত কাজ করে রোগের পরিসমাপ্তি ঘটায় এবং রোগীর শক্তি ও ক্ষুধা সংরক্ষিত করে। (কার্টিয়ার)।

মাথা— মাথা দ্রুত ঘোরালে, মাথায় ভাসমান অনুভূতি; মাথার সম্মুখভাগে, নাকের গোড়ায় ও চক্ষুকোটরের কন্‌কনাণি। মাথার যন্ত্রনা; চাপে ও ধূমপানে বৃদ্ধি।

নাক— জলের মত স্রাব; গলার ভিতরে ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে। নাক বন্ধ হবার মত অনুভূতি; নাকের গোড়ায় বেদনা। নাকের ভিতরে শুষ্ক মামড়ী, মামড়ী উঠিয়ে দিলে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দেখতে কাঁচা অংশের মত হয়। নাকের পিছনের অংশ দিয়ে গাঢ়; কোমল, হলুদবর্ণের শ্লেষ্মা ঝরতে থাকে। নাকের ভিতরে মামড়ী।

চোখ— সর্দ্দিজ কন্‌জাঙটিভাইটিস ও চোখের পাতার কিনারা গুলির প্রদাহ। চোখ দুটিতে দুর্বলতা অনুভূতি, চোখের তারার আড়ষ্টতা এবং চোখের পাতা জুড়ে যাবার প্রবণতা। চোখের পাতায় ভারীবোধ ও চোখের পাতা ঝুলে পড়ে। বাতাসে চোখ থেকে জল ঝরে। সকালে চোখের পাতাদুটি জুড়ে যায়। শুষ্ক, বেদনাপূর্ণ, জ্বালাকর; অতি শীঘ্র ক্লান্ত হয়ে পড়ে চোখদুটি। চক্ষু কোটর স্থানের শোথাবস্থা। চক্ষুকোটরের উপরের অংশের বেদনা।

গলা— কালচে, বেগুনিবর্ণের, স্ফীত, শোথযুক্ত; লাল এবং চক্‌চকে।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— বেদনাপূর্ণ কাশি, তৎসহ প্রচুর সবুজ বর্ণের শ্লেষ্মা। বক্ষঃস্থানে ও হৃদ্‌পিন্ডের চারিপাশে ভারীবোধ এবং কণ্ঠনলীতেও। মাইনারস্ অ্যাজ্‌মা। ফুসফুসগুলির ভিতরে শ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়া নেবার মত অনুভূতি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— বাহুদ্বয়ের কন্‌কনানি ; কাঁধে বেশি হয়। হাঁটুর সামনের দিকের স্নায়ুতে বেদনা। সন্ধিগুলি আড়ষ্ট। সারা শরীরে ক্লান্তিবোধ। হাঁটুর সন্ধিতে কট্‌কট্ শব্দ হয়।

সম্বন্ধ—তুলনীয়— আর্সেনিক; ক্যালি কার্ব, এপিস।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

নেট্রাম কার্বোনিকাম

NATRUM CARBONICUM **কার্বোনেট অফ্ সোডিয়াম**

সকল প্রকার নেট্রাম ঘটিত বস্তু সমূহ শরীরের তন্তু সমূহের কাজ ও বিপাকীয় কাজ গুলি বর্দ্ধিত করে থাকে। গ্রীষ্মকালের উত্তাপ থেকে প্রচন্ড দুবর্বলতার উদ্ভব হয়;সর্দ্দিগর্মির পুরাতন কুফল সমূহ; ক্লান্তি, রক্তাল্পতা, দুধের মত, জলে ভিজা চামড়া; গোড়ালির সন্ধি অত্যন্ত দুর্বল, এই গুলিই নেট্রাম কার্বোনিকামের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণসমূহ।

মন—চিন্তা করতে অক্ষম; কোন কিছু বুঝতে দেরি হয় এবং বোঝা কষ্টকর। মানসিক দুবর্বলতা ও অবসাদ; কষ্টকর চিন্তা; শব্দে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবন; শীতলতা, আবহাওয়ার পরিবর্তনে। ঝড়-বৃষ্টির সময় আতঙ্কগ্রস্ত ও অস্থির; সঙ্গীতে বৃদ্ধি; (এম্বা); সুস্পষ্টভাবে আমুদে। কোন কোন ব্যক্তির উপস্থিতিতে অভিভূত হওয়া।

মাথা— সামান্য মানসিক পরিশ্রমে, মাথার কন্‌কনানি, সূর্যের উত্তাপে এবং গ্যাসের আলোতে কাজ করলে বৃদ্ধি (গ্লনোইন)। মাথাটি অতিরিক্ত বড়ো বলে মনে হয়। শ্রবন সম্পর্কিত অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবণতা। গ্রীষ্মকালে মাথার বেদনা ফিরে আসে। সূর্যের উত্তাপে মাথা ঘোরে।

নাক— নাকের বাইরের অংশের যে কোন উপসর্গে, নাক অস্বাভাবিক আকার ধারন করে ফুস্কুড়ি ও ফোলা। অবিরাম সর্দ্দি, নাকবন্ধ থাকে। সর্দ্দিজ প্রদাহ; নাকের স্রাবে দুর্গন্ধ। নাকের বাইরের অংশের নানা প্রকার উপসর্গসমূহ (কষ্টিকাম)। নাকের পিছনের অংশের সর্দ্দিজ প্রদাহ। গলা খাঁকার দিলে, গলা থেকে প্রচুর শ্লেষ্মা আসে; সামান্য বায়ু প্রবাহে বৃদ্ধি।

মুখমন্ডল— ছুলি, হলুদ বর্ণের ছোপ, ফুস্কুড়িসমূহ। ঠোঁটের উপরের অংশের স্ফীতি। ফ্যাকাশে, তৎসহ চোখের চারিপাশে গোলাকার নীলচে দাগ এবং চোখের পাতাগুলি স্ফীত।

পাকস্থলী— স্ফীত বলে মনে হয় এবং অনুভূতি প্রবণ। শরীর অতিরিক্ত গরম হবার পরে, ঠান্ডা জলপানের কুফল সমূহ। মুখ দিয়ে জল উঠে। ভোর পাঁচটার সময় ক্ষুধার্ত। হজম শক্তি অত্যন্ত দুর্বল, এই জাতীয় দুর্বলতা খাদ্যাভ্যাসের সামান্য গোলযোগ থেকে

উদ্ভুত হয়। দুধে বিতৃষ্ণা। আহারের পরে অবসাদ। তিতো আস্বাদ। পুরাতন অজীর্ণ, সর্বদা ঢেকুর উঠে, পাকস্থলীতে অম্লের জমা হওয়া ও বাতরোগ। সোডা খাবার পরে অগ্নিমান্দ্যের উপশম।

অন্ত্র— হঠাৎ করে মলবেগ উপস্থিত হয়। মল খুব দ্রুত এবং শব্দ করে বের হয়ে থাকে। মলের মধ্যে কমলালেবুর খোসার মত দেখতে মন্ডযুক্ত পদার্থ দেখা যায়। দুধ থেকে উদরাময়।

স্ত্রীরোগ— জরায়ু গ্রীবার কঠিণতা। জননেন্দ্রিয়ের বাইরের অংশে টাটানি ব্যথা। নীচের দিকে কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসার মত অনুভূতি (সিপিয়া; মিউরেক্স)। ভারীবোধ; বসে থাকলে বৃদ্ধি; চলাফেরার উপশমবোধ। মাসিক ঋতুস্রাব দেরি করে, অল্প, অনেকটা মাংস ধোওয়া জলের মত দেখতে (নাইট্রিক অ্যাসিড)। প্রদর স্রাব, দুর্গন্ধযুক্ত, অস্বস্তিকর, স্রাবের আগে শূলবেদনা।

শ্বাস-প্রশ্বাস— শুষ্ক কাশি, বাইরে থেকে গরম ঘরে প্রবেশ করলে কাশি শুরু হয়। কাশি তৎসহ বামদিকের স্তনের শীতলতা।

ঘুম— খুব সকালে জেগে উঠে। প্রেম সংক্রান্ত স্বপ্ন সমূহ। দিনের দিকে ঝিমুনি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— পুরাতন মোচকিয়ে যাওয়া। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রচন্ড দুর্বলতা, বিশেষ করে সকালের দিকে। গোড়ালি স্থান সহজে স্থানচ্যুত হয় ও মোচকিয়ে যায়। পা নীচের দিকে বেঁকে যায় (কষ্টিকাম)। দুটি পায়ের আঙ্গুলের এবং দুটি হাতের আঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থানে টাটানি ব্যথা। গোড়ালিও গোড়ালির কন্ডরার পীড়া। হাতদুটি ফাটা-ফাটা। হাঁটুর ফাঁপা অংশে চলাফেরার সময় বেদনা। নীচের দিক থেকে হাঁটু পর্যন্ত শীতলতা।

চামড়া— খুব সহজেই ঘাম হবার প্রবণতা যুক্ত অথবা শুষ্ক, খস্‌খসে, ফাটা যুক্ত চামড়া। হাতের আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগে, সন্ধিস্থানে ও পায়ের আঙ্গুলগুলিতে উদ্ভেদসমূহ। সামান্য স্থান আচ্ছাদন করে অথবা চক্রাকারে ফোস্কাযুক্ত উদ্ভেদ সমূহ। শিরাগুলি পরিপুর্ণ। পায়ের তলার চামড়ায় কাঁচাভাব ও টাটানি ব্যথাযুক্ত।

কমাবাড়া-বৃদ্ধি, বসে থাকলে, সঙ্গীতে, গ্রীষ্মকালের উত্তাপে, মানসিক পরিশ্রমে, বজ্রপাতসহ ঝড়বৃষ্টিতে। সামান্য বায়ুপ্রবাহে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে, সুর্যের উত্তাপে।

উপশম— নড়াচড়ায়, কানগুলি ও নাকের ভিতর আঙ্গুল দ্বারা খোঁচালে উপশম।

সম্বন্ধ—**তুলনীয়**—**সোডি বাই কার্বোনিস** (গর্ভাবস্থায় বমি তৎসহ অ্যাসিটোনযুক্ত প্রস্রাবে, ৩০ গ্রেন পরিমান ঔষধ জলের সঙ্গে মিশিয়ে ২৪ ঘন্টায় ভাগ করে প্রযোজ্য)। **নেট্রাম সালফ; কষ্টিকাম; নেট্রাম; ক্যাকোডিল** (শ্বাস-প্রশ্বাসে ও মুখ গহ্বর থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে। পেটের চামড়ায় শুষ্ক চর্মরোগ। সাংঘাতিক জাতীয় অর্বুদসমূহ। ক্ষয়রোগের

ক্ষেত্রে ৫ সেন্টিগ্রাম চামড়ার নীচে ইন্‌জেকশন করে; দৈনিক প্রযোজ্য। রক্তের লোহিত কণিকার সংখ্যা দ্বিগুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। এছাড়াও উৎকট জাতীয় রোগের ক্ষেত্রে); আর্সিন্যাল।

দোষঘ্ন—আর্সেনিক, ক্যাম্ফর।

শক্তি— ৬ষ্ঠ শক্তি।

নেট্রাম ক্লোরেটাম

NATRUM CHLORATUM **সোডিয়াম ক্লোরেট**

জরায়ু ও তার বন্ধনী সমূহের দুর্বলতা ও রক্তাধিক্য জনিত অবস্থা, তৎসহ যকৃতের উপসর্গসমূহ। মধ্যকর্ণের পুরাতন সর্দ্দিজ পীড়াসমূহ। থলথলে ও দুর্বল শরীর। সকালে দুটি হাতের স্ফীতি। শ্লেষ্মা প্রধান ঋতু। অবসাদগ্রস্ত ও মূর্চ্ছাগ্রস্ত।

মাথা— মাথাঘোরা, তৎসহ আড়াআড়িভাবে কপালের কন্‌কনাণি। সাঁতার কাটার মত অনুভূতি, মনে হয় যেন মাথার উপরের অংশ ভেসে উঠবে। নাক থেকে জমাট বাঁধা রক্তস্রাব।

মুখগহ্বর— জিহ্বার কিনারা বরাবর ও গলায় টাটানি ব্যথা যুক্ত স্থানসমূহ, মাঢ়ীতে টাটানি ব্যথা, জিহ্বা স্ফীত; মুখগহ্বরের সাদা ক্ষত। পচা আস্বাদ। সাদাটে, কোঁচকানো রেখা দ্বারা আবৃত জিহ্বা, জিহ্বা বৃহৎ, থলথলে ও দাঁতের ছাপযুক্ত কাশি তৎসহ-স্বরভঙ্গ।

পাকস্থলী-আহারের পরে ঝিমুনি।

প্রস্রাব— কালচে, তৎসহ প্রস্রাবে অ্যালবিউমিন ও ক্ষুদ্র পদার্থ সমূহের উপস্থিতি। বৃক্কের প্রদাহ। কোমরে তীব্র বেদনা।

স্ত্রীরোগ— বসে থাকার সময় মনে হয় জরায়ু যেন, উপর দিকে ঠেলে উঠছে (ফেরাম আয়োড)। মনে হয় যেন, জরায়ু একবার খুলছে এবং একবার বন্ধ হচ্ছে। জরায়ু থেকে প্রচুর রক্তস্রাব। প্রদরস্রাব ও কোমরের বেদনা। জরায়ুর ভাব যুক্ত অবস্থা থেকে উদ্ভূত, নীচের দিকে ঠেলে নামার ন্যায় অপ্রবণ বেদনা। জরায়ু ভারী, ভিজা, তৎসহ স্থানচ্যুতির প্রবণতাযুক্ত। জরায়ুর অল্প বিবৃদ্ধি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— প্রতিদিন সকালে হাত দুটি ফুলে উঠে। গোড়ালি ও হাঁটুদুটির প্রচন্ড দুর্বলতা।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—অরাম মিউর ন্যাট; ক্যালকেরিয়া কার্ব; সিপিয়া।

দোষঘ্ন—পালসেটিলা, গুয়েইকাম।

শক্তি— জলের সঙ্গে এই ঔষধের ১৫-২০ ফোঁটা মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। এই ঔষধের ৩য় শক্তি, পাতলা সুরাসারের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। এর থেকে নীচের শক্তি গুলি জলের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরী করা হয়।

নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম

NATRUM MURIATICUM **ক্লোরাইড অফ্ সোডিয়াম**

দীর্ঘকাল ধরে অতিরিক্ত লবন ব্যবহার করার ফলে শরীরের **পুষ্টিসাধন** সম্পর্কের চূড়ান্ত পরিবর্তন ঘটে থাকে;এবং এর ফলে শরীরের ভিতরে লবনের সঞ্চয় জনিত কারণে শোথাবস্থা দেখা দেয় তা নয়, এতে রক্তের পরিবর্তনও ঘটে থাকে, ফলে রক্তাল্পতা ও শ্বেতকণিকার আধিক্য দেখা দেয়া। এছাড়াও সন্ধিস্থানে ক্ষয়িত পদার্থসমূহ সঞ্চিত থেকে যায়, ফলে গেঁটে বাতের মত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই ঔষধ পরীক্ষাকালে এই জাতীয় লক্ষণগুলি পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ কয়েক ধরনের সবিরাম জ্বর, রক্তাল্পতা, ক্লোরোসিস, পাকাশয়িক নলীর নানা প্রকারের গোলযোগ সমূহ এবং চর্মরোগের ক্ষেত্রে এটি একটি মহৌষধ। প্রচন্ড দুর্বলতা; সকালে বিছানায় থাকা অবস্থায় প্রচন্ড দুর্বলতার অনুভূতি। **শীতলতা।** শীর্ণতা ঘাড়ের কাছে সব থেকে বেশি বোঝা যায়। খুব সহজেই ঠান্ডা লাগে। **শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহের শুষ্কতা।** সারা শরীরে সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি। **প্রচন্ড দুর্বলতা ও ক্লান্তিবোধ।** সকল প্রকার প্রভাবে অনুভূতি প্রবণ। থাইরয়েড গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। অ্যাডিসন্স্ ডিজীজ। বহুমূত্র রোগ।

মন— মানসিক কারনে রোগের উদ্ভব; দুঃখ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতির কুফল সমূহ। বিষাদগ্রস্ত, বিশেষ করে পুরাতন রোগের ক্ষেত্রে। **সান্ত্বনা দিলে বৃদ্ধি।** খিটখিটে; সামান্য কারনে রেগে যায়। সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না, ব্যস্তবাগীশ। একা থেকে কাঁদার ইচ্ছা করে। হাসির সঙ্গে চোখ দিয়ে জল পড়ে।

মাথা— মাথার ভিতর দপ্‌দপ্ করে। **অন্ধ করে দেবার ন্যায় তীব্র মাথার বেদনা।** কন্‌কন্ করে, যেন মনে হয় মাথার ভিতরে এক হাজার ছোট ছোট হাতুড়ি দিয়ে ঘা মারা হচ্ছে, সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠার পরে, মাসিক **ঋতুস্রাবের পরে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত** পর্যন্ত মাথার বেদনা। মাথাটি অতিরিক্ত বড়ো হয়ে গেছে এই জাতীয় অনুভূতি হয়; শীতলতা। রক্তাল্পতা জনিত কারণে স্কুলে পড়া বালিকাদের মাথার যন্ত্রণা; স্নায়বিক, উৎসাহহীন, স্বাস্থ্য দুর্বল। পুরাতন মাথার যন্ত্রণা, আংশিকভাবে মাথার একপাশের বেদনা, রক্তাধিক্যজনিত কারণে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, তৎসহ মুখমন্ডল ফ্যাকাশে, বমি-বমিভাব, বমি; নির্দিষ্ট সময় অন্তর মাথার বেদনা, চোখের পরিশ্রমের থেকে মাথার বেদনা; বিপর্যস্ত ঋতুস্রাব, ঠোঁট দুটি, জিহ্বা ও নাকের অবসাদ ও সুড়সুড়ি। নিদ্রায় উপশম। কপালের অস্থিগহ্বরের প্রদাহ।

চোখ— থেঁৎলিয়ে যাবার মত অনুভূতি, **তৎসহ স্কুলে পড়া শিশুদের মাথার** বেদনা। চোখের পাতাদুটিতে ভারবোধ। **পেশী সমূহের দুর্বলতা ও আড়ষ্টতা।** অক্ষরগুলি পড়ার সময় একটির উপর আর একটি গিয়ে পড়ে। চোখের সামনে আগুনের ফুলকি দেখে। যাবতীয় দৃষ্টবস্তুর সামনে আঁকাবাঁকা আগুনের রেখা সমূহ দেখা যায়। চোখ গুলির ভিতর জ্বালাকর অনুভূতি। পড়ার সময় অথবা লেখার সময় দৃষ্টিশক্তিলোপ পায়। অশ্রুস্রাবী নলীর সংকীর্ণতা তৎসহ পুঁজোৎপাদন। থলির উপরে চাপদিলে শ্লেষ্মাযুক্ত পুঁজের নির্গমণ। অশ্রুস্রাব, জ্বালাকর ও হাজাকর। চোখের পাতাগুলির স্ফীতি। চোখদুটি চোখের জল ভিজে থাকে। **কাশির সময় চোখের জল মুখমন্ডলের উপর** দি—

গড়িয়ে পড়ে (ইউফ্রেসিয়া)। **বেদনাদায়ক ক্ষীণ দৃষ্টি,** এর কারণ হল **চোখের ভিতরের পেশীসমূহের স্বল্পতা (জেলসিমিয়াম ও কিউপ্রাম এসেটিকামের** ক্ষেত্রে চোখের বাহ্যিক পেশী সমূহের স্বল্পতা)। **নীচের দিকে তাকাবার সময় চোখের বেদনা। ছানির প্রথমাবস্থা (সিকেল)।**

কান— কানের ভিতরে শব্দসমূহ, গর্জন ও ঘন্টাধবনি।

নাক— প্রচুর, পাতলা সর্দ্দি, যা এক থেকে তিনদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়, এর পরে নাকবন্ধ হয়ে যায়, ফলে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। স্রাব পাতলা এবং জলের মত, **দেখতে ডিমের সাদা অংশের মত।** তীব্র হাঁচি, সর্দ্দি। **যেক্ষেত্রে হাঁচিতে হাঁচিতে সর্দ্দি শুরু হয়, সেই ক্ষেত্রে এটি একটি মহৌষধ।** ৩০ শক্তি প্রযোজ্য। **গন্ধ ও আস্বাদ শক্তির লোপ।** নাকের ভিতরে টাটানি ব্যথা। শুষ্কতা।

মুখমন্ডল—তেলের মত, চক্‌চকে। যেন চর্বি মাখিয়ে রাখার মত। মাটির মত ফ্যাকাশে। **জ্বর ঠুঁটো।**

মুখগহ্বর— জিহ্বার উপর সাদা ফেনাযুক্ত লেপ, তৎসহ কিনারায় বুদ্‌বুদ্ থাকে। শুষ্কতার অনুভূতি। স্কার্ভিরোগের মত মাঢ়ী। **জিহ্বা, ঠোঁট দুটি ও নাকের অবসাদ ও সুড়্‌সুড়্ কর অনুভূতি।** ফোস্কাসমূহ ও জিহ্বার উপর জ্বালা, মনে হয় যেন জিহ্বার উপর একটি চুল রয়েছে। মুখগহ্বরের চারিপাশে উদ্ভেদ সমূহ এবং **ঠোঁট গুলির উপর মুক্তোর মত** দেখতে ফোস্কাসমূহ। ঠোঁট দুটি ও মুখগহ্বরের কোনগুলি শুষ্ক, ক্ষতযুক্ত, এবং ফাটা। নীচের ঠোঁটের মাঝের অংশে গভীর ফাটা। **জিহ্বা মানচিত্রের মত (আর্সেনিক; রাসটক্স, ট্যারাক্স)।** আস্বাদের লেপ। নীচের ঠোঁটে বড়ো ফোস্কা, স্ফীত এবং জ্বালাকরে। অস্বাভাবিক তৃষ্ণা।

পাকস্থলী— ক্ষুধার্ত এবং ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও শরীরের মাংস ক্ষয় হয় **(আয়োডিয়াম)।** গলা-বুক জ্বালা, তৎসহ হৃদ্‌কম্প। **প্রচুর পিপাসা। আহারের সময় ঘাম।** লবন খাবার অদম্য ইচ্ছা। রুটিতে বিতৃষ্ণা, যেকোন প্রকার পিচ্ছিল খাদ্য বস্তু যেমন শামুক; চর্বি জাতীয় খাদ্যে অনিচ্ছা। **পাকস্থলীর উপরের অংশে দপ্‌দপানি।** পাকস্থলীর উপরের অংশে যে স্থানে অন্ননলী পাকস্থলীতে প্রবেশ করে সেই অংশে খোঁচা মারার মত বেদনা।

উদর— পেটে কেটে ফেলার মত বেদনা। উদর স্ফীত। কাশির সময় পেটের চারিপাশে বেদনা।

সরলান্ত্র— জ্বালাকর বেদনা এবং মলত্যাগের পরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা মলদ্বার সঙ্কুচিত, **ছিঁড়ে যায়, রক্তস্রাব যুক্ত।** কোষ্ঠকাঠিণ্য; মল শুষ্ক, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ে **(এমোনিয়াম মিউর, ম্যাগ্নেসিয়াম মিউর)।** বেদনাহীণ ও প্রচুর উদরাময়, মলত্যাগের পূর্ব্বে পেটে চিমটি কাটার মত বেদনা।

প্রস্রাব— প্রস্রাবের **ঠিক পরেই** বেদনা (সার্সাপেরিলা)। প্রস্রাব পরিমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, চলাফেরার সময়, কাশি প্রভৃতি সময়ে অসাড়ে প্রস্রাব। **অন্য লোকের উপস্থিতিতে** প্রস্রাব করার সময় বহু **সময়** ধরে অপেক্ষা করতে হয় **(হিপার; মিউরিয়্যাটিক অ্যাসিড)।**

পুরুষের রোগ— বীর্যপাত, এমনকি সঙ্গমের পরেও। ধ্বজভঙ্গ তৎসহ বাধাপ্রাপ্ত শুক্রস্খলন।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাব অনিয়মিত;সাধারণতঃ পরিমানে প্রচুর স্রাব হয়। যোনিনলী শুষ্ক। প্রদরস্রাব হাজাকর;জলের মত। নীচের দিকে কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসার মত বেদনা;সকালে বৃদ্ধি (সিপিয়া)। জরায়ুর স্থানচ্যুতি, তৎসহ প্রস্রাব নলীতে কেটে ফেলার মত বেদনা। নিষ্ফল প্রসব বেদনা। বাধাপ্রাপ্ত ঋতুস্রাব (এর পরে ক্যালকার্ব দেওয়া যায়)। ঋতুকালে উত্তাপের অনুভূতি।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— পাকস্থলীর উপরের অংশে সুড়্সুড়্ কর অনুভূতি থেকে কাশির শুরু হয়, তৎসহ যকৃতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা এবং হঠাৎ করে প্রস্রাবের বেগ উপস্থিত হয় (কষ্টিকাম, স্কুইলা)। সমগ্র বুকে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। কাশি, তৎসহ মাথার ভিতরে ফেটে যাবার মত বেদনা। ছোট-ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস, বিশেষ করে উপরের দিকে উঠার সময়ে (ক্যাল্কেরিয়া কার্ব)। হুপিং কাশি, তৎসহ চোখ দিয়ে জল পড়ে তৎসহ কাশি।

হৃদ্‌পিন্ড— হৃদ্‌পিন্ডের অস্বাভাবিক দ্রুত স্পন্দন। হৃদ্‌পিন্ডেশীতলতার অনুভূতি। হৃদ্‌পিন্ড ও বক্ষঃ গহ্বরের ভিতরে সঙ্কোচনের অনুভূতি। হৃদ্‌পিন্ডের ভিতরে ধড়ফড় করে, হৃদ্‌কম্প;সবিরাম নাড়ী। হৃদ্‌স্পন্দন শরীরে অনুভূতি হয়। শুয়ে পড়লে সবিরাম স্পন্দন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— পিঠের বেদনা, তৎসহ পিঠশক্ত কিছুতে ঠেস দিয়ে রাখার ইচ্ছা (রাসটক্স; সিপিয়া)। প্রতিবার নড়াচড়ার সময় রক্ত সংবহনের গতি বেড়ে যায়। হাতের তালু গরম ও ঘামে। বাহুদ্বয় ও পাদুটি বিশেষ করে হাঁটু দুটিতে দুর্বলতার অনুভূতি। নখকুনি। হাতের আঙ্গুলের নখের চারিপাশ শুষ্ক ও ভঙ্গুর। হাতের আঙ্গুলগুলি ও নিম্নাঙ্গের অসাড়তা ও সুড়্সুড়ি। গোড়ালি দুটি দুর্বল সহজেই বেঁধে যায়। হ্যামষ্ট্রিং পেশীর বেদনা পূর্ণ সঙ্কোচন (কষ্টিকাম)। চলাফেরার সময় সন্ধিস্থানে কটকট শব্দ হয় পা দুটি শীতলতা তৎসহ মাথা, বুকে ও পাকস্থলীতে রক্তাধিক্য।

ঘুম— দুপুরের আগে ঝিমুনি। ঘুমের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্নায়বিক ঝাঁকুনি। ডাকাতের স্বপ্ন। মন কষ্ট থেকে নিদ্রাহীণতা।

চামড়া— চর্বির মত, তেলের মত, বিশেষ করে শরীরের চুলযুক্ত অংশ। শুষ্ক উদ্ভেদসমূহ, বিশেষ করে মাথার চামড়ার চুলযুক্ত কিনারায় এবং সন্ধিস্থানের ভাঁজ হওয়া অংশে। জ্বর ঠুঁটো, সমূহ, আমবাত, চুলকায় ও জ্বালা করে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাঁজে ভাঁজে, মাথার চামড়ার কিনারায়, কানের পিছনে মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ সমূহ (কষ্টিকাম)। হাতের তালুতে আঁচিল সমূহ। একজিমা; লালচে ও প্রদাহিত;লবন খেলে, এবং সমুদ্রের ধারে বাস করলে বৃদ্ধি। চুলের গোড়াগুলি আক্রান্ত হয়। মাথায় টাক পড়ে। আমবাত। পরিশ্রমের পরে চুলকায়। চামড়া দেখতে চর্বি দিয়ে ঘসে দেওয়ার মত।

জ্বর—সকাল ৯টা থেকে ১১টার মধ্যে শীতভাগ। উত্তাপ;প্রচন্ড পিপাসা, জ্বরের সঙ্গে পিপাসা বৃদ্ধি পায়। জ্বর-ঠুঁটো। শরীরের শীতলতা এবং অবিরাম শীতবোধ সুস্পষ্টভাবে থাকে। পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগে জলের মত পাতলা রক্ত তৎসহ দুর্বলতা, কোষ্ঠকাঠিণ্য, অক্ষুধা, প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান থাকে। যে কোন প্রকার পরিশ্রমে ঘাম হয়।

কমা-বাড়া—বৃদ্ধি— শব্দে, সঙ্গীতে, উষ্ণ ঘরে, শুয়ে পড়লে;প্রায় সকাল ১০টায়;সমুদ্রতীরে. মানসিক পরিশ্রমে, সান্ত্বনায়,গরমে, কথা বলায়।

উপশম— মুক্ত বাতাসে, ঠান্ডা জলে স্নানে, নিয়মিতভাবে আহার না করে, ডানদিক চেপে শুলে; পিঠে চাপ দিলে; জমা-কাপড় কষে বাঁধলে।

সম্বন্ধ— পরিপূরক— এপিস; সিপিয়া; ইগ্নেসিয়া।

তুলনীয়— নেট্রাম সেলিনিকাম— (কণ্ঠনলীর ক্ষয়রোগ তৎসহ রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাদলা উঠে এবং সামান্য স্বরভঙ্গ);

নেট্রাম সিলিকাম— হিমোফিলিয়া; গন্ডমালাদোষযুক্ত অস্থির উপসর্গসমূহ; বার্ধক্যজনিত চুলকানিতে, শিরার ভিতরে প্রতি তিনদিন অন্তর ইন্‌জেকশন করা হয়);

ইগ্নেসিয়া; সিপিয়া; থুজা; গ্র্যাফাইটিস; এলুমিনা।

দোষঘ্ন— আর্সেনিক; ফসফরাস;

শক্তি— ১২ থেকে ৩০ শক্তি এবং উচ্চতর শক্তি। অতি উচ্চতর শক্তিতে অনেক সময় খুবভালো কাজ করে, এবং ঔষধটি দীর্ঘসময় পর পর ব্যবহার করা প্রয়োজন।

নেট্রাম নাইট্রিকাম

NATRUM NITRICUM নাইট্রেট অফ্ সোডিয়াম

এটি প্রদাহসমূহের একটি ঔষধ বিশেষ। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে। প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত। চামড়া থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে রক্ত পড়ে। রক্তস্রাবী বসন্তরোগ। নিদ্রালুতা। মেরুদন্ডের মজ্জার বেদনা। ইনফ্লুয়েঞ্জা। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী থেকে রক্তস্রাব, বিশেষ করে নাকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী থেকে। প্রস্রাবে হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতি। ইউরিক অ্যাসিড ডায়াথিসিস। হাঁপানী তৎসহ প্রস্রাবে কঠিন পদার্থ সমূহের সঞ্চয়। রক্তল্পতা ও জলের মত রক্ত। পরিশ্রান্ত, চলাফেরায় সময় বারে বারে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়।

মাথা— নিস্তেজ। মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম বিমুখ। মাথার ভিতরের দিকে চাপ দেবার মত বেদনা। কর্ণশূল। চোয়ালের অস্থির ভিতরে চাপ দেবার মত অনুভূতি। **নাসিকা থেকে রক্তস্রাব।**

পাকস্থলী— টক ঢেকুর উঠে। কফি পানে বিতৃষ্ণা। পেটে বায়ুসঞ্চয়, তৎসহ পাকস্থলীর উপরের অংশে চাপ দেবার মত অনুভূতি এবং বুকে বেদনা; চলাফেরায় বৃদ্ধি এবং ঢেকুর উঠলে উপশম।

উদর— উদরের পেশী সমূহের, মেরুদন্ডের দিকে বেদনা পূর্ণ সঙ্কোচন। উদর স্ফীত। কষ্টকর মলত্যাগ; মলত্যাগের পরে মনে হয় যেন, অনেকটা মল থেকে গেল।

হৃদ্‌পিন্ড— হৃদ্‌পিন্ড স্থানে বেদনা। নাড়ীর গতি মন্থর ও কোমল।

শক্তি— ২য় বিচূর্ণ, এছাড়াও জলের মিশ্রন; ১ ড্রাম লবন ৮ আউন্স জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয়। এর এক ড্রাম পরিমান একমাত্রা হিসাবে প্রযোজ্য।

নেট্রাম ফসফরিকাম

NATRUM PHOSPHORICUM **ফসফেট অফ্ সোডিয়াম**

শরীরের ল্যাক্‌টিক অ্যাসিডের পরিমানের বৃদ্ধির ফলে যে সকল শারীরিক উপসর্গ সমূহ দেখা দেয়, সেই সকল ক্ষেত্রের জন্য নেট্রাম ফসফরিকাম একটি ঔষধ বিশেষ, ল্যাকটিক অ্যাসিডের এই বৃদ্ধি। প্রায়ই অতিরিক্ত চিনি থেকে উদ্ভব হয়। **অতিরিক্ত মাত্রায় অম্লের থেকে যে সকল উপসর্গ দেখা দেয়।** টক ঢেকুর ও টক আস্বাদ। টক বমি। **মুখগহ্বরের পিছনের অংশের ছাদে ও জিহ্বা, হলুদ, মাখনের মত দেখতে লেপযুক্ত।** গলার যে কোন অংশের প্রদাহ, তৎসহ গলার ভিতরে একটি পিন্ড থাকার ন্যায় অনুভূতি। পেট ফাঁপা, তৎসহ টক বস্তু সহ ঢেকুর। শূলবেদনা, তৎসহ ক্রিমির লক্ষণসমূহ। সন্ধিস্থান সমূহে কট্‌কট্ শব্দ হয়।

জন্ডিস— (১x বিচূর্ণ)। প্রস্রাবে অক্‌জ্যালেটের উপস্থিতি।

মন— রাত্রে, ঘুম ভাঙ্গার পরে রোগী কল্পনা করে যে, আসবাবপত্রগুলি সবই মানুষ. পাশের ঘরে সে পায়ের শব্দ শুনতে পায়। ভীতি।

মাথা— সকালে মাথার ভিতরে নিস্তেজ ভাব, পূর্ণতার অনুভূতি এবং দপ্‌দপানি।

চোখ— চোখ থেকে সোনার **মত হলুদবর্ণের, মাখনের মত বস্তু সমূহের স্রাব**। একদিকের চোখের তারা বিস্ফারিত চোখের সাদা অংশ ফ্যাকাশে হলুদবর্ণ।

কান— একদিকের কান লাল, উত্তপ্ত, প্রায়ই চুলকায়, তৎসহ পাকাশয়িক গোলযোগ এবং অম্লের প্রকোপ সংশ্লিষ্ট থাকে।

নাক— নাকে দুর্গন্ধ। নাকে চুলকায়। নাসিকা-গলবিলের সর্দ্দিজ প্রদাহ, তৎসহ গাঢ়, হলুদবর্ণের, দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা।

মুখমন্ডল— ফ্যাকাশে নীলবর্ণ, উজ্বল মুখমন্ডল।

মুখগহ্বর— ঠোঁট ও গালে পচা ক্ষত। **জিহ্বার অগ্রভাগে ফোস্কা।** তৎসহ সন্ধ্যায় হুলফোটার মত বেদনা। পাতলা, আর্দ্র লেপযুক্ত জিহ্বা। **মুখগহ্বরের পিছনের অংশের ছাদ হলুদবর্ণের, মাখনের মত দেখতে লেপযুক্ত। বেদনাপূর্ণ গলাধঃকরণ।** টনসিলদ্বয়ের উপরে গাঢ়, মাখনের মত লেপ এবং তালুর কোমল অংশে ঐ একই জাতীয় লেপ দেখতে পাওয়া যায়।

পাকস্থলী— **টক ঢেকুর, টক বমন, সবুজাভ উদরাময়।** গালভর্ত্তি খাবার ফুৎকারের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে।

পুরুষের রোগ— স্বপ্ন ছাড়াই বীর্যপাত;তৎসহ **পিঠের দুর্বলতা ও অঙ্গ সমূহের কম্পন**। লিঙ্গে ইঁদ্রেক ছাড়াই সঙ্গমের ইচ্ছা। গনোরিয়া।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাব নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে; স্রাব ফ্যাকাশে, পাতলা, জলের মত। বন্ধ্যাত্ব, তৎসহ যোনিপথে, অম্লযুক্ত স্রাবের নির্গমন। প্রদর স্রাব;সামনের মাখনের মত অথবা মধুর মত রঙ যুক্ত, অথবা অম্লযুক্ত ও জলের মত। জরায়ু থেকে টক গন্ধযুক্ত স্রাব। সকালে বমি-বমিভাব, তৎসহ টক বমন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— হাঁটুসন্ধির বাতরোগ।

পিঠ— ক্লান্তি; কব্জি ও হাতের আঙ্গুলের সন্ধি সমূহের কন্‌কনানি। হ্যামষ্ট্রিং পেশীর টাটানি ব্যথা। **স্নেহরসস্রাবী সন্ধিস্থানে দুটি পাতার মধ্যে ঘর্ষনের ফলে যে জাতীয় শব্দ হয় ঐ একই জাতীয় শব্দ হয়।** বাতজনিত সন্ধি প্রদাহ।

চামড়া— হলুদ বর্ণ। বিভিন্ন অংশের চুলকানি, **বিশেষতঃ, গোড়ালি স্থানে।** আমবাত। মসৃন, লালচে, উজ্বলবর্ণযুক্ত, ইরিসিপেলাস। দিনের বেলা পায়ের পাতাদ্বয় বরফের মত ঠান্ডা, কিন্তু রাত্রে জ্বালা করে। লসিকাগ্রন্থিসমূহের স্ফীতি।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-নেট্রাম ল্যাকটিক— (সন্ধিবাত ও গেঁটেবাত; গেঁটে বাতজনিত গুটি সমূহ; বাতসহ বহুমূত্র রোগ);

নেট্রাম নাইট্রোসাম— (হৃদ্‌শূল। রক্তে অক্সিজেনের অভাব হেতু নীলবর্ণ মূর্চ্ছা, রাত্রে প্রচুর তরল মন, দপ্‌দপানি ও পূর্ণতার অনুভূতি, মুর্চ্ছা, মাথায় স্নায়বিক বেদনা, বমি-বমিভাব, ঢেকুর, ঠোঁট দুটি নীলবর্ণ);

নেট্রাম সিলিকো ফ্লোরিকাম স্যালিউফার— (এটি একটি ক্যান্সার রোগের ঔষধ বিশেষ; অর্বুদসমূহ; অস্থির উপসর্গসমূহ, অস্থির পচন। খুব সতর্কতার সঙ্গে ঔষধটি ব্যবহার করা প্রয়োজন);

নেট্রাম সেলিন— (কণ্ঠনলীর পুরাতন প্রদাহ ও কণ্ঠনলীর ক্ষয়রোগ; গায়কদের স্বরভঙ্গ, ছোট-ছোট শ্লেষ্মার দলা উঠে, তৎসহ বারে বারে গলা পরিষ্কার করতে হয়);

নেট্রাম সালফিউরোসাম— (উদরাময় তৎসহ ইটের মত মল);

নেট্রাম সালফোকার্বন— (পায়েমিয়া; পুঁজযুক্ত প্লুরিসি, এই ঔষধের তিন থেকে পাঁচ গ্রেণ পরিমান প্রতি তিন ঘন্টায় অন্তর প্রযোজ্য);

নেট্রাম টেলিউরিকাম— (শ্বাস-প্রশ্বাসে রসুনের গন্ধ; ক্ষয়রোগে রাত্রিকালীন ঘাম); **ক্যাল্কেরিয়া কার্ব;** রোবিনিয়া, **ফসফরাস**। অকজ্যালেটযুক্ত প্রস্রাবে ১x শক্তির ঔষধ দিনে চারবার ব্যবহার করা হলে, পাথর তৈরীতে বাধা দেয়।

শক্তি— ৩য় থেকে ১২ শক্তির বিচূর্ণ। জন্ডিসের ক্ষেত্রে ১x। অহোমিওপ্যাথিকভাবে, ফসফেট সোডা চামড়ার নীচে ইন্‌জেক্‌শন্ করা হয়, আফিমের নেশাগ্রস্ত ব্যাক্তিদের ক্ষেত্রে, (ডাঃ এম. জে. লিউসের)। ফসফেট সোডা ৭৫ গ্রেন দৈনিক থাইরয়েড গ্রন্থির বিবৃদ্ধিজনিত উপসর্গে; গ্রেভ্‌স্ ডিজীজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নেট্রাম স্যালিসিলিকাম

NATRUM SALICYLICUM স্যালিসাইলেট অফ্ সোডিয়াম

মাথা, কান, গলা, বৃক্ক ও যকৃতের কাজের উপর এবং বিপাক ক্রিয়ার উপর এই ঔষধের বিশাল কাজ আছে। রক্তস্রাব সমূহ, বিশেষতঃ নাক থেকে রক্ত স্রাব। অন্তঃকর্ণের উপর এই ঔষধের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে, তৎসহ মাথাঘোরা, বধিরতা, কানের ভিতরে শব্দসমূহ ও অস্থির

রোগে এই ঔষধ বিশেষভাবে কাজ করে। **ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের পরবর্তী দুর্বলতায় এটি একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔষধ বিশেষ।** অবসন্নতা, নিদ্রালুতা, নিশ্চল, কম্পন। মানসিক শক্তির খর্বতার প্রাথমিক অবস্থা পিত্তের পরিমান বৃদ্ধি করে। ফলিকিউলার টনসিলাইটিস।

মাথা— পর্যায়ক্রমে স্বাভাবিক মস্তিষ্ক ক্রিয়া ও পাগলের ন্যায় মস্তিষ্ক ক্রিয়া। মাথা ঘোরা; মাথা তুললে, বৃদ্ধি। দৃষ্ঠবস্তু সকল ডানদিকে ঘুরছে বলে মনে হয়। মৃদু মাথার বেদনা ও মানসিক বিভ্রান্তি। মাথার খুলির চামড়ায় ফ্রাইব্রাসতন্তু জাত অর্বুদ।

চোখ— অক্ষিপট থেকে রক্তস্রাব, অক্ষিপটের প্রদাহ তৎসহ রক্তস্রাব। আঘাতজনিত কারনে অক্ষিপটের বেদনা।

কান— কানের ভিতরে নীচু স্বরে **টুনটুন শব্দ হওয়া**। বধিরতা। শ্রবনশক্তির গোলযোগ থেকে মাথা ঘোরা।

বুক— শ্বাসকষ্ট, শব্দযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস, অগভীর, কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস; নাড়ী অনিয়মিত। সম্পূর্ণভাবে স্বরশক্তির লোপ পাওয়া।

চামড়া— শোথ, আমবাত, লাল গোলাকার ছোপযুক্ত। সুড়্সুড়্কর অনুভূতি ও চুলকানি। পোড়ানারাঙ্গার মত উদ্ভেদ সমূহ।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—**লোবেলিয়া পারপিউরা**—(নিদ্রালুতা, মাথাঘোরা সহ মাথার বেদনা দুটি ভ্রু-র মধ্যবর্তী স্থানে; কিছুতেই চোখ খোলা রাখতে পারে না; জিহ্বা সাদা এবং পক্ষাঘাত গ্রস্ত বলে মনে হয়, এই জাতীয় লক্ষণ হৃদ্‌পিন্ড ও ফুসফুসের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। যাবতীয় জীবনী শক্তির সার্বিক অবসন্নতা; মৃতের মত শীতল, কম্পন থাকে না; ইনফ্লুয়েঞ্জা জনিত সামান্য ধরণের, স্নায়বিক অবসন্নতা); চায়না; পাইরাস মেলাস।

শক্তি— ৩য় শক্তি।

অহোমিওপ্যাথিক ব্যবহার— তরুণ সন্ধিজ বাত, কোমরের বেদনা, সায়েটিকা প্রভৃতি। সাধারণতঃ উপযোগী মাত্রা হল, ১০ থেকে ২০ গ্রেণ পরিমান ঔষধ প্রতি তিনঘন্টা অন্তর প্রযোজ্য। খুবই সর্তকতার সঙ্গে ঔষধটি ব্যবহার করার প্রয়োজন; কারণ ঔষধটির বৃক্কতন্তু ধবংস করার ক্ষমতা আছে। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার মত সাধারণ পরিমানের মাত্রায় ঔষধটি ব্যবহার করা হলে বাধক বেদনার ক্ষেত্রে বেদনার উপশম করে এবং মাসিক ঋতুস্রাব বাড়িয়ে দেয়।

নেট্রাম সালফিউরিকাম

NATRUM SULPHURICUM — **সালফেট অফ্ সোডিয়াম**

এটি যকৃতের একটি ঔষধ বিশেষ, তথাকথিত হাইড্রোজিনয়েড ঋতুগ্রস্ত ব্যাক্তির ক্ষেত্রে উপযোগী ঔষধ, যে ক্ষেত্রে উপসর্গের মূল কারন হল, ভিজে আর্দ্র-স্যাঁতসেঁতে ঘরে, মেঝেতে, ভূগর্ভস্থ ঘরে বাস করা। উপসর্গগুলি বর্ষাকালে, যে কোন ভাবে জলের প্রভাবে বৃদ্ধি পায়। **আবহাওয়ায় শুষ্ক থেকে আর্দ্রতায় পরিবতীর্ত হলে, এই পরিবর্তন অনুভূতি হয়;** এমনকি জলার কাছে হাওয়া কোন চারাগাছের ফসল বা মাছ খেতে পারে না। **সর্বদা উষ্ণ, শুষ্ক বাতাসে ভালোবোধ**

করে। রোগী চিকিৎসাকালে দেখা গেছে যে, এটি **স্পাইন্যাল মেনিন্‌জাইটিজ** রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ বিশেষ। এছাড়াও **মাথার আঘাত লাগার ফলে মাথার** উপসর্গসমূহ, এবং তা থেকে মানসিক উপসর্গসমূহ। প্রতিবার বসন্তকালে চর্মরোগ ফিরে আসে। আঁচিল হবার প্রবণতাযুক্ত। হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুলগুলি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পুরাতন গেঁটেবাত (**লাইকোপোডিয়াম**)

মন— উদ্দীপক গান-বাজনা রোগীকে বিষন্ন করে তোলে। বিষাদ, তৎসহ নির্দিষ্ট সময় পর পর মানসিক উন্মত্ততা দেখা দেয়। আত্মহত্যার প্রবণতাযুক্ত; **আত্মহত্যার ইচ্ছা দমন করার জন্য চেষ্টা করতে হয়।** চিন্তা করতে অক্ষম। কথা বলতে বিরক্ত, হয় অথবা কেউ তার সঙ্গে কথাবলুক এটা সে পছন্দ করে না।

মাথা— মাথার পিছনের অংশে বেদনা। কানের ভিতরে সূচীবিদ্ধবৎ, খোঁচামারার মত বেদনা। মাথাঘোরা, মাথার উপর ঘাম হলে কষ্টের উপশম হয়। কাশির সময় মাথা ফেটে যাবে, এই জাতীয় অনুভূতি। মাথার উচ্চ অংশে উষ্ণতার অনুভূতি। ডানদিকের রগে ছিদ্র করার মত বেদনার অনুভূতি, এর আগে পাকস্থলীর ভিতরে জ্বালা হয়। পড়ে যাওয়া বা মাথায় আঘাত লাগার কুফল সমূহ এবং তা থেকে দেখা দেওয়া মানসিক উপসর্গসমূহ। প্রবহমানজলের স্বপ্ন দেখে।

কান— কানের ভিততে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, কানের ভিতর কন্‌কনাণি, আর্দ্র আবহাওয়ায় কানের ভিতরে বিদ্যুৎবেগে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনার অনুভূতি।

নাক— নাসিকার সর্দ্দি, তৎসহ গাঢ়, হলুদবর্ণের স্রাব এবং লবনাক্ত শ্লেষ্মা। সর্দ্দি। নাক থেকে রক্তস্রাব। ঈথ্‌ময়েড অস্থির প্রদাহ।

চোখ— কন্‌জাঙটিভা হলুদবর্ণের। চোখের পাতার ভিতরের অংশে দানাযুক্ত উদ্ভেদ। আলোকাতঙ্ক (**গ্র্যাফাইটিস**)।

মুখগহ্বর— পিচ্ছিল, গাঢ়, চটচটে, সাদা শ্লেষ্মা। **তিতোআস্বাদ,** তালুর উপর ফোস্কাসমূহ।

গলা— গাঢ়, হলুদবর্ণের শ্লেষ্মা, নাকের পিছনের অংশ দিয়ে সর্দি ঝরে পড়ে।

পাকস্থলী— টক বমন। **বাদামিবর্ণের তিতো আস্বাদ যুক্ত লেপ জিহ্বার উপর।** হলুদ বর্ণের চেহারা। যে কোন প্রকার ঠান্ডা কিছু পান করার ইচ্ছা। পিত্তযুক্ত বমন, অম্লযুক্ত অজীর্ণ, তৎসহ গলা বুক জ্বালা ও পেট ফাঁপা।

উদর— ডিওডিনামের প্রদাহিক অবস্থা; যকৃৎ প্রদাহ; জন্ডিস ও পিত্ত বমন; যকৃৎ স্পর্শকাতর, তৎসহ তীক্ষ্ম, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা; কোমরের চারিপাশে কষা জামা-কাপড় সহ্য করতে পারে না, বামদিক চেপেশুলে বৃদ্ধি। **পেট ফাঁপা;** বৃহদন্ত্রের উধর্বগামী অংশে বায়ু সঞ্চয়জনিত কারণে শূলবেদনা, প্রাতঃরাশের পূর্ব্বে বৃদ্ধি। উদরে ও মলদ্বারে জ্বালা। মলদ্বারে থেঁৎলিয়ে যাবার মত বেদনা ও মলবেগ। উদরাময়, মল জলের মত, হলুদবর্ণ। **সকালে তরল মল;** আর্দ্র আবহাওয়ার পরে বৃদ্ধি। অসাড়ে মলত্যাগ, বায়ুনিঃসরণকালে। **বিশালকার মল।**

প্রস্রাব— পিত্তে পূর্ণ। ইঁটের গুড়োর মত তলানিযুক্ত। প্রচুর নিঃসরণ। বহুমূত্র রোগ।

স্ত্রীরোগ— ঋতুকালে নাক থেকে রক্তস্রাব, স্রাব পরিমানে প্রচুর ও হাজাকর। ঋতুকালে গলবিলে জ্বালাকর অনুভূতি। **প্রদরস্রাব,** হলদেটে-সবুজাভ, **স্ত্রীলোকের গনোরিয়া রোগের পরে।** প্রদরস্রাব সহ স্বরভঙ্গ।

পুরুষের রোগ— লিঙ্গের উপর আঁচিল সদৃশগুটি;কোমল, মাংসল। **সবুজবর্ণের স্রাব**। গনোরিয়া; স্রাব-গাঢ়, সবুজবর্ণের;সামান্য বেদনা হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— আর্দ্র আবহাওয়ায় শ্বাসকষ্ট। **কাশির সময় বুক চেপে ধরে রাখতে বাধ্য হয়**। আর্দ্র আবহাওয়ায় উৎপন্ন হাঁপানী। ভোর ৪টে এবং ৫টার **সময়** বুকের ভিতরে ঘড়ঘড় **শব্দ**। **কাশি**, তৎসহ পুরু দড়ির মত, সবুজাভ শ্লেষ্মা, বুকের ভিতরে শূন্যতার অনুভূতি। অবিরাম গভীর, লম্বা-লম্বা শ্বাসনেবার ইচ্ছা। **শিশুদের হাঁপানীর**, ক্ষেত্রে একটি ঋতুগত ঔষধ। নিউমোনিয়ায় প্রদাহিত অবস্থা যখন দীর্ঘ সময় ধরে চলে। কাশির সময় বুকের ভিতরে এত বেশী ব্যথা লাগে যে, রোগী বিছানায় লাফ দিয়ে উঠে বসতে বাধ্য হয়। বেদনাপূর্ণ দিক চেপে ধরে (ব্রায়োনিয়া)। বেদনা বুকের **বাম দিকের নিম্নাংশ** দিয়ে উঠানামা করে। প্রতিবার নূতন করে ঠান্ডা লাগার পরে হাঁপানী দেখা দেয়।

পিঠ— শরীর থেকে জামা কাপড় খোলার পরে চুলকানি শুরু হয়। ঘাড়ের পিছনের অংশেও **মস্তিষ্কের পাদদেশে** তীব্র বেদনা। দুটি স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্তী অংশে খোঁচামারার মত বেদনা। মেরুদন্ড আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ, দেহ ধনুকের মত পিছনদিকে বেঁকে যায়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— বগলের গ্রন্থির স্ফীতি। নখের গোড়ার চারিপাশের প্রদাহ। পায়ের তলায় জ্বালা; পায়ের পাতার শোথ; পায়ের দুটি আঙুঁলের মধ্যবর্তী অংশে চুলকানি। গেঁটে বাত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেদনার জন্য বারে বারে অবস্থানের পরিবর্তন করতে রোগী বাধ্য হয়। নিতম্ব সন্ধিস্থানে বেদনা, বাম দিকে বেশী হয়, সামনের দিকে ঝুঁকলে বেদনার বৃদ্ধি হয়। হাঁটুর সন্ধির আড়ষ্টতা। সন্ধিস্থান সমূহের কট্‌কট্ শব্দ হয়। বাতরোগ, আর্দ্র-ঠান্ডা আবহাওয়ায় বৃদ্ধি।

চামড়া— জামাকাপড় শরীর থেকে খোলার পরে চুলকানি। জন্ডিস, জলপূর্ণ ফোস্কাসমূহ। সাইকোটিক দোষজনিত মাংসাঙ্কুর;সারা শরীরে আঁচিলের মত দেখতে লালবর্ণের পিন্ডসমূহ।

কমাবাড়া— বৃদ্ধি, ,সঙ্গীতে (সঙ্গীত রোগীনীকে বিষন্ন করে);বাম দিকে চেপে শুলে;স্যাঁতসেঁতে মেঝে, আর্দ্র আবহাওয়া।

উপশম— শুষ্ক আবহাওয়া, চাপে, অবস্থানের পরিবর্তনে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—নেট্রাম সাক্‌সিনেট (পাঁচগ্রেন পরিমান ঔষধ প্রতি তিন ঘন্টা অন্তর সেব্য। প্রদাহিক জন্ডিস।

ম্যালেরিয়া অফিসিন্যালিস— পচা উদ্ভিদজ বস্তুসমূহ- (এই ঔষধ প্রয়োগ করার পরে রক্ত থেকে ম্যালেরিয়া রোগের জীবানুসমূহ ধবংস হবার প্রমান পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া জনিত শারীরিক বিকৃতি। সবর্বাঙ্গীণ ক্লান্তির অনুভূতি। প্লীহার উপসর্গসমূহ। ম্যালেরিয়া ও বাতরোগ। যকৃতের ক্রিয়াবৈকল্য। ৬ষ্ঠ শক্তি ও উচ্চতর শক্তিসমূহ)।

নেট্রাম-কোলেনিকাম— (কোষ্ঠকাঠিণ্য;পুরাতন পাকাশয়িক ও অন্ত্রের প্রদাহ;যকৃতের শুষ্কতা; বহুমূত্র রোগ;**ঘাড়ের পিছনের অংশের বেদনা; আহারের পরে ঘুমিয়ে পড়ার প্রবণতা**; পেটের ভিতরে প্রচুর বায়ুসঞ্চয় পড়ার প্রবণতা, পেটের ভিতরে প্রচুর বায়ুসঞ্চয় হয়;উদরী);

মোমেরডিকা— বাল্‌স্যান অ্যাপল (শূলবেদনা, বেদনাপূর্ণ ঋতুস্রাব, তৎসহ কল্‌কল্ করে রক্তস্রাব);

পালমো ভালপিস— উলফস্ লাঙ্স-(অবিরাম ছোট ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস, এর ফলে সামান্য নড়াচড়া করলে হাঁপানী দেখা দেয়। স্পষ্ট, বুদবুদের মত শব্দ যুক্ত ঘড়ঘড়ানি। ১x বিচূর্ণ);

নেট্রাম আয়োডেট— (হৃদপিন্ডের অন্তঃ স্তরের বাতজ রোগ; বায়ুনলীর পুরাতন প্রদাহজনিত রোগ, বাত-রোগ ও উপদংশের শেষাবস্থা। পুরাতন সর্দ্দিজ উপসর্গসমূহ, ধমনীর ভিতরের অংশের স্ফীতি। এই ক্ষেত্রে নানা প্রকারের লক্ষণ সমষ্টি পাওয়া যায়, যথা, হৃদশূল, মাথাঘোরা, শ্বাসকষ্ট, দীর্ঘদিন ৫ থেকে ১০ গ্রেন পরিমান ঔষধ দিনে তিনবার করে অবিরাম ব্যবহার করার পরে শ্বাসকষ্ট কিছু কম পড়ে।)

নেট্রাম হাইপোসালফ (যকৃতের উপসর্গজনিত ছোপসমূহ, শরীরের অভ্যন্তর ও বাইরে);

সালফার; থুজা, মার্কিউরিয়াম, ষ্টিলিঙ্গ।

পরিপূরক—আর্সেনিক, থুজা,

শক্তি— ১ম থেকে ১২ বিচূর্ণ।

নিকোলাম

NICOLUM **মেটালিক নিকেল**

মাঝে মাঝে স্নায়বিক আধকপালে মাথার যন্ত্রণা, তৎসহ বেদনাপূর্ণ দৃষ্টি, দুর্বল পরিপাক শক্তি, কোষ্ঠকাঠিণ্য সর্দ্দি। দুর্বল, স্নায়বিক, সাহিত্যসেবী রোগীসমূহ, যারা মাঝে মাঝে মাথার যন্ত্রণা, শ্বাসকষ্টও কোষ্ঠকাঠিণ্যে কষ্ট পায়, তাদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে।

মাথা—মাথা নাড়াচড়া করার সময় গ্রীবাদেশীয় কশেরুকায় কট্‌কট্ শব্দ হয়। মাথার উপরিভাগে বেদনা, যেন মনে হয় পেরেক দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে। সকালে, মাথার ব্রহ্মতালুর উপর চাপবোধ; দুপুর পর্যন্ত এবং গরম ঘরে বেশী হয়। সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। দৃষ্টবস্তু তুলনায় অনেক বড়ো দেখায়। মাথার একদিকে বেদনা বা আধকপালে; প্রথমে বামদিকে দেখা দেয়। উপরের ঠোঁটের নর্তন।

নাক— তীব্র, হাঁচি, নাক বন্ধ হওয়া। নাসিকার সর্দ্দি। তৎসহ নাকের অগ্রভাগ লালচে ও স্ফীত। নাকের গোড়ায় তীব্র বেদনা, বেদনা রগগুলির ভিতর দিয়ে মাথার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

গলা— ডানদিকের গলায় ক্ষতবৎ বেদনা তৎসহ প্রচন্ড স্পর্শ কাতরতা; **বাইরে গলা স্পর্শ করলে টাটানি ব্যথা অনুভূতি হয়।** গলা টিপে ধরার ন্যায় অনুভূতি।

পাকাশয়— পেটের উপরের অংশে শূন্যতার অনুভূতি, **তৎসহ খাদ্যবস্তু খাবার প্রতি কোন ইচ্ছা থাকে না।** তীব্র পাকাশয়িক বেদনা, তৎসহ বেদনা কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। **পিপাসা ও তীব্র হিক্কা।** চর্বনদন্ত থেকে টক, দূর্গন্ধযুক্ত রসের নিঃসরণ। দুধ পানের পরে উদরাময় ও কোঁথ।

স্ত্রীরোগ—মাসিক ঋতুস্রাব দেরি করে, পরিমানে অল্প হয়, তৎসহ প্রচন্ড দুর্বলতা এবং চোখদুটির ভিতরে জ্বালাকর অনুভূতি। প্রচুর প্রদর স্রাব; প্রস্রাবের পরে বৃদ্ধি (**ম্যাগমিউর; প্ল্যাটিনা**); এছাড়াও মাসিক ঋতুস্রাবের পরে বৃদ্ধি।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ—স্বরভঙ্গ। শুষ্ক, খুক্‌খুকে কাশি, তৎসহ বুকের ভিতরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। বিছানা থেকে উঠে বসতে বাধ্য হয় এবং মাথাটি ধরে রাখতে বাধ্য হয়। কাশির সময় বাহুদুটি উরুর উপর রাখতে বাধ্য হয়।

চামড়া— সারা শরীরে চুলকানি, বেশি হয় ঘাড়ে, আঁচড়ালেও উপশম হয় না।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— নির্দিষ্ট সময় অন্তর, প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর; যকৃৎসরিক, বিকালের দিকে।

উপশম— সন্ধ্যায়।

শক্তি— ৩য় শক্তি।

নিকোলাস সালফিউরিকাম

NICCOLUM SULPHURICUM **সালফেট অফ্ নিকেল**

রজোনিবৃত্তিকালীন উপসর্গে উপযোগী। ম্যালেরিয়া রোগ থেকে উদ্ভুত সময় অন্তর স্নায়ুশূল। প্রস্রাব ও লালাস্রাব বর্দ্ধক। তামাটে আস্বাদ। দুর্বল, ক্ষীনদৃষ্টিযুক্ত, সাহিত্য সেবি ব্যক্তি তৎসহ-দুর্বল পরিপাকশক্তি ও কোষ্ঠকাঠিণ্য, সকল কষ্ট সকালের দিকে বেশী হয় এবং যারা সময় অন্তর মাথার যন্ত্রণা ও স্বরভঙ্গে কষ্টপায় তাদের ক্ষেত্রে উপযোগী।

মাথা— স্নায়বিক, মাথার ভিতরে অস্বস্তি, হেলান দিয়ে থাকার ইচ্ছা, ক্লান্ত, কিছুতেই কোন কাজে মনোনিবেশ করতে পারে না। সময় অন্তর মাথার যন্ত্রণা, মাথার পিছনের অংশে বেদনা, বেদনা নীচের দিকে শিরদাঁড়া পর্যন্ত প্রসারিত হয়। চিৎ হয়ে শুলে বৃদ্ধি। শিরদাড়ায় টাটানি ব্যথা।

পিঠ— আড়ষ্ট, অসাড়তার অনুভূতি, ঘাড়ের নিকট বেশি হয়। শির দাঁড়ায় টাটানি ব্যথা। সকালে ঘুম থেকে উঠার পরে পায়ের তলায় জ্বালা হয়। শির দাঁড়ার বেদনা, পাদুটি ও বাহুদুটিতে ভারী বোধ ও দুর্বলতা, কিছুতেই চিৎ হয়ে শুতে পারে না।

স্ত্রীরোগ— ডিম্বাশয়ে মৃদু, কন্‌কন্ কর বেদনা, তৎসহ ঋতুস্রাব হবার মত অনুভূতি। চোখ-মুখে আকস্মিক তপ্ততার অনুভূতি, এর পরে শরীরের যে সকল অংশ পরস্পরের সংস্পর্শে থাকে, সেইসকল অংশে ঘর্মস্রাব, কিন্তু যখন ঐ স্থানগুলি পৃথক করা হয়, তখন ঐ স্থান শুষ্ক হয়ে যায়।

শক্তি— ২য় বিচূর্ণ।

নাইট্রিকাম অ্যাসিডাম

NITRICUM ACIDUM **নাইট্রিক অ্যাসিড**

শরীরের সকল দ্বার প্রান্ত, যেখানে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চামড়া সংযুক্ত হয়, ঐ স্থানে ঔষধটি খুব ভালো কাজ করে; এই সকল অংশে গোঁজদিয়ে খোঁচামারার মত বেদনা হয়। খোঁচামারার মত বেদনা। গাড়ীতে চড়ার সময় সকল উপসর্গের সুস্পষ্টভাবে উপশম হয়ে থাকে কালো বর্ণযুক্ত এবং মধ্যবয়সী ব্যক্তির উপর ভালো কাজ করে। পারদ ব্যবহারের কুফল জনিত কারণে উপদংশ।

বেদনা দ্রুত আসা-যাওয়া করে (বেলেডোনা)। হাইড্রোজিনয়েড ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তি। সাইকোন্টিক দোষের ঔষধ বিশেষ।

মুখগহ্বরে, জিহ্বায় ও যৌনাঙ্গে ফোস্কাসমূহ ও ক্ষতসমূহ;সহজেই রক্তস্রাব হয়ে থাকে। মলদ্বারে ফাটা, তৎসহ মলত্যাগকালে বেদনা, যেন মনে হয় মলদ্বার ছিঁড়ে যাবে। সকল স্রাব অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। বিশেষ করে প্রস্রাব, মল ও ঘাম। যেসকল ব্যক্তি পুরাতন রোগে কষ্টপায় এবং খুব সহজেই যাদের ঠান্ডা লাগে ও উদরাময়ে আক্রান্ত হবার প্রবণতা যাদের থাকে, তাদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। প্রচন্ড শারীরিক অস্বস্তিভাব। সিফিলিস, গন্ডমালা, দোষ, সবিরাম জ্বর তৎসহ যকৃতের উপসর্গও রক্তাল্পতা প্রভৃতি কারণে শারীরিক বিকৃতি। পাথুরি; সন্ধিবাত। কিউরেট করার পরে কৈশিক নলী থেকে চুঁয়ে-চুঁয়ে রক্তস্রাব হলে, এই ঔষধ কাজ করে।

মন— খিট্‌খিটে, বিদ্বেষপূর্ণ, প্রতিহিংসা পরায়ণ, একগুঁয়ে। নিরাশজনিত কারণে হতাশ। শশব্দ, বেদনা, স্পর্শ ও ঝাঁকুনিতে অনুভূতি প্রবন। মৃত্যুভয়।

মাথা— **মাথার চারিধারে কষে একটা বন্ধনী রয়েছে** এই জাতীয় অনুভূতি। মাথার টুপির চাপে মাথার বেদনা; পূর্ণতার অনুভূতি; রাস্তার শব্দে বৃদ্ধি। মাথার চুল পড়ে যায়। মাথার চামড়া অনুভূতি প্রবণ।

কান— শ্রবন কষ্টকর; গাড়ীতে অথবা রেলগাড়ীতে চড়ার সময় উপশম অর্থাৎ ভালো শুনতে পায়। **শব্দে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ**, যেমন রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলার সময় যে ঘড়্‌ঘড়্ শব্দ হয় তা কিছুতেই সহ্য হয় না (কফিয়া; নাক্স)। চিবানোর সময়ে কানের ভিতরে কট্‌কট্ শব্দ হয়।

চোখ— দ্বিত দৃষ্টি; **তীক্ষ্ণ খোঁচামারার বেদনা**। কনীণিকার ক্ষত। গনোরিয়া জনিত কারণে চোখের প্রদাহ, আলোকাতঙ্ক, অবিরাম চোখ থেকে জল পড়ে। সিফিলিসজনিত কারণে উপতারার প্রদাহ।

নাক— নাকে পচাক্ষত। প্রতিদিন সকালে নাক থেকে সবুজবর্ণের শ্লেষ্মা নির্গমন। সর্দ্দি, তৎসহ নাসারন্ধ্রে টাটানি ব্যথা ও রক্তস্রাব হয়। নাকের অগ্রভাগ লালবর্ণ। নাকের ভিতরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, যেন মনে হয় নাকের ভিতরে কোন গোঁজ রয়েছে। **ম্যাকটয়েড অস্থির ক্ষত। নাক থেকে রক্তস্রাব হয়** তৎসহ বুকের উপসর্গসমূহ। পুরাতন নাকের সর্দ্দি, তৎসহ হলুদ বর্ণের, দুর্গন্ধযুক্ত, হাজাকর স্রাব সমূহ। নাকের ডিফ্‌থিরিয়া, তৎসহ জলের মত এবং অত্যন্ত হাজাকর স্রাবসমূহ।

মুখগহ্বর— **শ্বাস-প্রশ্বাসে পচাগন্ধ**। লালাস্রাব। মাঢ়ী থেকে রক্তস্রাব। জিহ্বার কিনারায় বেদনাপূর্ণ ফুস্কুড়িসমূহ। **জিহ্বা পরিষ্কার, লালচে, এবং আর্দ্র তৎসহ জিহ্বার মাঝে ফাটাসমূহ**। দাঁতগুলি আল্গা; মাঢ়ী কোমল ও ফোঁপরা। **তালুর কোমল অংশে যে ক্ষত, তৎসহ তীক্ষ্ণ, গোঁজ দিয়ে খোঁচামারার মত বেদনা**। লালাস্রাব ও মুখ গহ্বর থেকে দূর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে। রক্তযুক্ত লালাস্রাব।

গলা— শুষ্ক, কানের ভিতরে বেদনা। অবিরাম গলা খাঁকার দিয়ে শ্লেষ্মা বার করে। সাদা ক্ষতসমূহ এবং **ঢোক গেলার সময় সূঁচালো গোঁজ দিয়ে খোঁচা মারার মত তীক্ষ্ণ বেদনা**।

পাকস্থলী— **প্রচন্ড ক্ষুধার্ত, তৎসহ মিষ্ট আস্বাদ**। হজম হয় না এই জাতীয় বস্তুর প্রতি স্পৃহা-যেমন **খড়িমাটি, মাটি প্রভৃতি**। পাকস্থলীর উপরের অংশের দ্বার প্রান্তে বেদনা। অজীর্ণ তৎসহ

প্রস্রাবে অক্জ্যালিক অ্যাসিড, ইউরিক অ্যাসিড ও **ফসফেটের** অতিরিক্ত পরিমানে উপস্থিতি এবং প্রচন্ড মানসিক অবসাদ। **চর্ব্বিজাতীয় বস্তু ও লবণ জাতীয় বস্তু ভালোবাসে।**

উদর— প্রচন্ড কোঁথ দেবার পরেও খুব সামান্য জল নির্গত হয়ে থাকে। মলদ্বারে ছিঁড়ে যাবার মত অনুভূতি। কোষ্ঠকাঠিণ্য, তৎসহ মলদ্বারে ফাটাসমূহ। মলত্যাগকালে ছিঁড়ে যাবার মত বেদনা। **মলত্যাগের পরে** তীব্র কেটে ফেলার মত যন্ত্রণা, **এই বেদনা কয়েকঘন্টা স্থায়ী হয় (র‍্যাটেনহিয়া)।** অন্ত্র থেকে রক্তস্রাব, প্রচুর, উজ্জ্বলবর্ণের। মলদ্বারের স্থানচ্যুতি। অর্শ থেকে সহজেই রক্তপাত হয়। উদরাময়, মল পিচ্ছিল ও দূর্গন্ধযুক্ত। মলত্যাগের পরে খিট্‌খিটে ও ক্লান্তির অনুভূতি। উদরের শূল বেদনা, জামাকাপড় পেটের উপর কষে দিলে উপশম হয়। জন্ডিস,যকৃৎ স্থানে কনকনাণি।

প্রস্রাব— অল্প, কালচেবর্ণ, **দূর্গন্ধযুক্ত**। প্রস্রাবে ঘোড়ার প্রস্রাবের মত গন্ধ। **প্রস্রাব করার সময় শীতলতার অনুভূতি।** জ্বালাকর ও হুলফোটানোর মত বেদনা। প্রস্রাব রক্তমিশ্রিত ও অ্যালবিউমিনযুক্ত। প্রস্টেট গ্রন্থির পুরাতন রোগীদের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে মেঘের মত ঘোলাটে, ফসফেটযুক্ত প্রস্রাব এবং প্রচুর পরিমানে প্রস্রাব।

পুরুষের রোগ— লিঙ্গমুন্ডে ও লিঙ্গাগ্র চামড়ার নীচের অংশে টাটানি ব্যথা ও জ্বলন। ক্ষততা, জ্বালাকর হুলফুটান বৎ অনুভূতি, দূর্গন্ধযুক্ত বস্তুর নির্গমন।

স্ত্রীরোগ— যৌনাঙ্গের বাইরের অংশে টাটানি ব্যথা তৎসহ ক্ষতসমূহ (**হিপার, মার্কিউরিয়াম; থুজা**)। প্রদর স্রাব বাদামীবর্ণের, মাংসের মত রঙযুক্ত, জলের মত অথবা দড়ির মত লম্বা ও দূর্গন্ধযুক্ত। জননেন্দ্রিয় স্থানে থাকা চুলগুলি উঠে যায় (**নেট্রাম মিউর; জিঙ্কাম**)। জরায়ু থেকে রক্তস্রাব। মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের আগে, পরিমানে প্রচুর, দেখতে অনেক কাদা মিশ্রিত জলের মত। তৎসহ কোমরে, নিতম্বস্থানে ও উরুপ্রদেশে বেদনা। যৌনিপথের ভিতর দিয়ে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। প্রসবান্তে জরায়ু থেকে রক্তস্রাব, **শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ-** স্বরভঙ্গ। স্বরলোপ, তৎসহ শুষ্ক খুকখুকে কাশি, কন্ঠনলী ও পেটের উপরিভাগের সুড়্সুড়ি থেকে কাশির উদ্রেক হয়। বুক্কাস্থির নিম্নাংশে টাটানি ব্যথা। **উপরের দিকে উঠার সময়ে ছোট-ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস।** (আর্সেনিক, ক্যাল্কেরিয়া)। ঘুমের মধ্যে কাশি (ক্যামোমিলা)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—দূর্গন্ধযুক্ত পায়ের ঘাম, এর ফলে পায়ের আঙ্গুলগুলি হেজে যায় তৎসহ খোঁচামারার মত বেদনা হয়, পায়ের আঙ্গুলগুলিতে শীতস্ফোটক। হাতের তালু ও হাতে ঘাম, ঠান্ডা, নীলচে বর্ণের নখ। রাত্রে বগলে দূর্গন্ধযুক্ত ঘাম।

চামড়া— আঁচিলসমূহ, বড়ো ও খাঁজকাটা, ধোবার সময়ে রক্ত বেরিয়ে থাকে। ক্ষতস্থান থেকে খুব সহজেই রক্তপাত হয়, অনুভূতি প্রবণ, গোঁজ ফোঁটার মত বেদনা;আঁকাবাঁকা, কিনারাগুলি অনিয়মিত, ক্ষতের পাদদেশ দেখতে কাঁচা মাংসের মত। অপর্যাপ্ত মাংসাঙ্কুর। মুখমন্ডলের উপর কালরঙের লোমকূপসমূহ, ফুস্কুড়িসমূহ, কপালে বেশি হয়ে থাকে।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, সন্ধ্যায় ও রাত্রে, ঠান্ডা আবহাওয়ায় এবং এছাড়াও **গরম** আবহাওয়ায়।

উপশম—গাড়ীতে চড়ার সময় (কমিউলাসের বিপরীত)।

সম্বন্ধ— পরিপূরক—আর্সেনিক, **ক্যালেডিয়াম, থুজা**, হিপার, **ক্যাল্কেরিয়া**।

শত্রুভাবাপন্ন—ল্যাকেসিস।

তুলনীয়—ম্যার্কিউরিয়াস; ক্যালি কার্ব, থুজা, হিপার ও ক্যাল্কেরিয়া।

শক্তি— ৬ষ্ঠ শক্তি। নাইট্রিক অ্যাসিডের রোগী যেই উন্নতি দেখা দেয়, ততই চামড়ার **লক্ষণ** সমুহ কিছু দিনের মধ্যে প্রকাশ পায়। এটি এই ঔষধের একটি বৈশিষ্ট্য পূর্ণলক্ষণ বিশ্যেষ।

নাইট্রি স্পিরিটাস ডালসিস

NITRI SPIRITUS DULCIS সুইট স্পিরিট্স্ অফ্ নাইটার

সামান্য জ্বরে যখন রোগীর ঘোর অচৈতন্য অবস্থা, রোগীকে জাগিয়ে তোলা কষ্টকর, যখন **রোগীর বোধশক্তি লোপ পায়,** তখন ঐ জাতীয় ক্ষেত্রে এই ঔষধটি কাজ করে থাকে। চামড়া শুষ্ক, বমি-বমিভাব, পেট ফাঁপা। লবনাক্ত আস্বাদ। **অতিরিক্ত লবন খাবার কুফলসমূহ (আর্সেনিক, ফসফরাস)।** ঝড় হয় এরূপ আবহাওয়ায় ঠান্ডা লাগে। স্কারলেট ফিভারের পরে নেফ্রাইটিস। শোথাবস্থা। এটি একটি অতি বিশিষ্ট প্রস্রাববর্দ্ধক ঔষধ।

মুখমন্ডল—মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল তৎসহ আলোকাতঙ্ক। গানে জ্বালাকর অনুভূতি, এবং **বমি, এর পরে অবসন্নতা দেখা দেয়।** মুখমন্ডলের অস্থির ভিতরে ছিদ্র করার মত বেদনা, নিম্নচোয়ালের কোনগুলিতে ঐ একই জাতীয় বেদনার অনুভূতি, ঠান্ডায়, অতি অনুভূতি প্রবণ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— খুব সামান্য হাঁটাচলা করার পরে খুব দ্রুত **শ্বাস-প্রশ্বাস।** বুকাস্থির নিম্নাংশে বেদনাপূর্ণ সংকীর্ণতার অনুভূতি।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— মানসিক গোলযোগ থেকে, শীত ও বসন্ত ঋতুতে।

সম্বন্ধ— ডিজিট্যালিসের ক্রিয়া বৃদ্ধিকারক।

তুলনীয়—ফসফোরিক অ্যাসিড; লাইকোপোডিয়াম।

শক্তি— এই বিশুদ্ধ স্পিরিটের কয়েক ফোঁটা জলের সংঙ্গে মিশিয়ে প্রতি দুই অথবা তিন ঘন্টা পর পর প্রযোজ্য।

নাইট্রো-মিউরিয়েটিক অ্যাসিড

NITRO-MURIATIC ACID অ্যাকোয়া রেজিয়া

অকজ্যালেটযুক্ত **প্রস্রাবের** ক্ষেত্রে এটি একটি অব্যর্থ ঔষধ বিশেষ। কষ্টদায়ক চর্মরোগের লক্ষানাবলী যেমন সোরিয়্যাসিসের **লক্ষণাবলী** এই ঔষধ দূর করে থাকে। তিন থেকে পাঁচ ফোঁটা মাত্রায় ঔষধ দিনে তিনবার প্রযোজ্য। তথাকথিত পিত্তাধিক্য অবস্থা; যকৃৎ নিস্তেজ, **যকৃৎ প্রদাহ** এবং যকৃতের শুষ্কতা। খুব ভালোকাজ করে যকৃতের নিষ্ক্রিয়তা বা অসাড়তায় এবং পাকাশয়িক প্রদাহে, যা সাধারণত, গ্রীষ্ম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় দেখা দেয় এবং মাংসেও সুরাসার পান করলে বৃদ্ধি ঘটে থাকে (হেল্)। গুহ্যদ্বারের সংকীর্ণতা। পাথুরি।

মুখগহ্বর—মাঢ়ী থেকে সহজেই রক্তপাত হয়। অতিরিক্ত লালাস্রাব। **রাত্রে মুখ দিয়ে অবিরাম লালা পড়ে (মার্কসল)।** মুখের ভিতরে ক্ষতসমূহ; মুখ গহ্বরের ভিতরে ও জিহ্বার উপর ছোট ও অগভীর ক্ষত সমূহ। ধাতব আস্বাদ **(কিউপ্রাম মেট)।**

পাকস্থলী— টক ঢেকুর, তৎসহ পাকস্থলীর ভিতরে শূন্যবোধ ও ক্ষুধার অনুভূতি, আহারের পরেও উপশম হয় না। **লালাস্রাব;** রাত্রে বৃদ্ধি।

মল— কোষ্ঠকাঠিন্য তৎসহ নিষ্ফল মলবেগ। গুহ্যদ্বারের সংকীর্ণতা। গুহ্যদ্বার ভিজে ও টাটানি ব্যথা যুক্ত।

প্রস্রাব— ঘোলাটে, প্রস্রাব নলীতে জ্বালা। অকজ্যালেটযুক্ত প্রস্রাব।

শক্তি— পাঁচ থেকে দশ ফোঁটা ঔষধ; পাতলা করে প্রযোজ্য।

নিউফার লিউটিয়াম

NUPHAR LUTEUM — **ইয়েলো পন্ড-লিলি**

এই ঔষধটি স্নায়বিক দুর্বলতা, যৌন ক্ষেত্রের সুস্পষ্ট লক্ষণাবলী এই ঔষধ উৎপন্ন করে।

পুরুষের রোগ— সঙ্গ সেচ্ছার সম্পূর্ণ অভাব; যৌনাঙ্গ শিথিল; পুরুষাঙ্গ ভিতরের দিকে ঢুকে থাকে। ধবজভঙ্গ তৎসহ-মলত্যাগ কালে, প্রস্রাব করার সময়ে অসাড়ে বীর্যপাত। বীর্যতরল। অন্ডদ্বয়ে ও লিঙ্গের বেদনা।

মল— অন্ত্রের প্রদাহ। **হলুদবর্ণের উদরাময়;** সকালে বৃদ্ধি। টাইফয়েড রোগে উদরাময়।

সম্বন্ধ—তুলনীয়— কামেচ্ছার দুর্বলতায়—**এগ্নাস; ক্যালি-ব্রোম; লাইকোপোডিয়াম; সেলেনিয়াম; ইয়োহিন্বিন্।**

উদরাময়ে— **চেলিডোনিয়াম; গ্যাম্বোজিয়া; সালফার; নিম্ফিয়্যা ওডোর্‌য়াটা** (খুব সকালে উদরাময়, পিঠের বেদনা);

(হাজাকর প্রদরস্রাব, দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষতসমূহ; তরল সর্দ্দি; ক্ষতযুক্ত গলায় টাটানি ব্যথা)।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৬ষ্ট শক্তি।

নাক্স মস্ক্যাটা

NUX MOSCHATA — **নাট মেগ**

এই ঔষধের মধ্যে **তড়কা সহ মূর্চ্ছা** ও হৃদ্‌পিন্ডের ক্রিয়াহীনতার সুস্পষ্ট প্রবণতা দেখা যায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতল, **শৈষ্মিক ঝিল্লীসমূহের শুষ্কতা** ও চামড়ার শুষ্কতা। অদ্ভুত ধরণের অনুভূতি, তৎসহ **অদম্য নিদ্রালুতা** প্রস্রাবে পটাসিয়াম ইন্ডক্সিল সালফেটের উপস্থিতি। কোন তরুণ রোগে আক্রান্ত রোগী অজ্ঞান হয়ে যাবার প্রবণতা **থাকে।** হাঁটার চেষ্টা করলে দেহ টলমল করে।

মন— পরিবর্তনশীল মন;হাসে এবং কাঁদে। বিভ্রান্ত স্মৃতি শক্তির ক্ষীণতা। দিশেহারা অবস্থা, যেমন স্বপ্নের মধ্যে হয়। রোগীর মনে হয় তার দুটো মাথা।

মাথা— মুক্ত বাতাসে চলাফেরা করার সময় মাথাঘোরে একটু বেশি পরিমানে আহার করলে মাথার ভিতরে কন্‌কনাণি শুরু হয়। মাথাটি বড়ো হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি, **তৎসহ নিদ্রালুতা।** মাথার ভিতরে দপ্‌দপ্ করে অনুভূতি। মাথার ভিতরে কট্‌কট্ শব্দ হওয়ার মত অনুভূতি। বায়ুপ্রবাহের সময় মাথায় সামান্য স্পর্শে কষ্ট হয়। মাথায় ফেটে যাবার মত বেদনা;**কঠিন চাপে উপশম।**

চোখ— দৃষ্ট বস্তু তুলনীয় অনেক বড়ো দেখায়, মনে হয় যেন অনেক দূরে রয়েছে অথবা অদৃশ্য হয়ে যায়। চোখের সামনে ছোট ছোট বিন্দুসমূহ দেখে। চোখের তারার অস্বাভাবিক প্রসারণ।

নাক— গন্ধে অতি অনুভূতি প্রবন, নাক থেকে রক্তস্রাব, কালোবর্ণের রক্ত, শুষ্ক, নাক বন্ধ হয়ে যায়।

মুখ-গহ্বর— অত্যন্ত শুষ্ক। জিহ্বা মুখ গহ্বরের ছাদের সঙ্গেঁ সেঁটে থাকে। কিন্তু জলপানের কোন ইচ্ছা থাকে না। লালাস্রাব অনেকটা তুলার মত (**বার্বারিস**)। গর্ভাবস্থায় দাঁতের বেদনা। জিহ্বা অসাড়, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। গলার **শুষ্কতা।**

পাকস্থলী—**অত্যন্ত স্ফীত। পেট ফাঁপা সহ অগ্নিমান্দ।** হিক্কা ও অতিরিক্ত পরিমানে মশলাযুক্ত সুস্বাদু খাদ্যের প্রতি অদম্য স্পৃহা। গেঁটেবাত শরীরের বাইরের অংশ থেকে ভিতরে প্রবেশ করে পাকস্থলী অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

উদর— অন্ত্রের পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় দুর্বলতা। **উদর প্রচুর পরিমানে স্ফীত।** মল নরম এবং এমনকি **এই মলও ত্যাগ করতে অসমর্থ,** এমনকি দীর্ঘসময় ধরে কোঁথ দেবার পরেও (**এলুমিনা**)। মলত্যাগের সময় অথবা মলত্যাগের পরে মূর্চ্ছা। অর্শ ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে।

স্ত্রীরোগ— জরায়ুর রক্তস্রাব। মাসিক ঋতুস্রাব দীর্ঘস্থায়ী, কালোবর্ণের, গাঢ়, প্রদর স্রাব কাদার মত ও রক্তযুক্ত। ঋতুস্রাব বন্ধ হবার পরে অবিরাম মূর্চ্ছার আক্রমণ ও নিদ্রালুতা। (**ক্যালিকার্ব**)। **পরিবর্তনশীল ঋতুস্রাব, সময় ও পরিমানের নির্দিষ্টতার অভাব।**

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— বাতাসে প্রতিকূলে ভ্রমন করার সময় কণ্ঠস্বরের লোপ (**হিপার**)। বিছানার গরমে কাশি।

হৃদ্‌পিন্ড— কম্পন, পাখা ঝাপটানোর মত অবস্থা। মনে হয় যেন, কোন কিছু হৃদপিন্ডটি মুষ্টিবদ্ধ করে রেখেছে। হৃদ্‌কম্প; থেমে থেমে নাড়ীর স্পন্দন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ডানদিকের নিতম্ব স্থান থেকে হাঁটু পর্যন্ত বেদনা; চলাফেরার বৃদ্ধি, বিশেষত উপরের দিকে উঠার সময় বৃদ্ধি। পা ভিজে গেলে, বাতাস লাগাবার ফলে বাতরোগ। বাতরোগ শুষ্ক, উষ্ণকাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলে উপশম। সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তি।

ঘুম— প্রচন্ড ঝিমুনি (**ইন্ডোল**)। **রোগের উপসর্গ গুলি নিদ্রালুতার সৃষ্টি করে।** আচ্ছন্ন অবস্থা।

জ্বর— শীত বামদিকের হাত থেকে শুরু হয় (**কার্বো**)। শীতবোধ ও উত্তাপ অবস্থায় নিদ্রাহীণতা; ঘামের অভাব। চামড়া শুষ্ক এবং শরীরের ভিতরে অংশও, এছাড়াও চোখ দুটি, নাক, ঠোঁট, মুখগহ্বর, জিহ্বা, গলা প্রভৃতি **শুষ্ক।**

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, ঠান্ডা আর্দ্র বাতাস, ঠান্ডা খাদ্যবস্তু, ঠান্ডা জলে ধুলে, বেদনাপূর্ণ দিক চেপে শুলে, নড়াচড়ায়, ঝাঁকুনিতে।

উপশম— উষ্ণতা, শুষ্ক আবহাওয়ায়।

সম্বন্ধ—**ওলিয়াম মাইরিষ্টিস্**— অয়েল অফ্ নাটমেগ (ফোঁড়া, আঙ্গুল-হাড়া, বিষাক্ত ক্ষতসমূহের ঔষধ বিশেষ, এটি ২x শক্তিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে);

অর্নিথোগেলাম—(পেট ফাঁপা); বুকের নিম্নাংশে আড়াআড়িভাবে স্ফীতির অনুভূতি;যে মুহূর্তে সে (স্ত্রী) বিছানায় একদিক থেকে অপর দিকে ফিরে থাকে, সেই মুহূর্তে একটি জলপূর্ণ থলি একই সঙ্গে ঐ একই দিকে ফিরে থাকে, এই জাতীয় অনুভূতি, পাকাশয়িক ক্ষত ও ক্যান্সার);

মাইরিষ্টিকা সেবিফেরা— (পুঁজ সৃষ্টিকারক প্রদাহ, দ্রুত পুঁজের সৃষ্টি করে; শক্তিশালী জীবানুনাশক ঔষধ বিশেষ। শরীরের সকল কলা সমূহে উৎপাদনের প্রবণতা। হিপার ও সাইলিসিয়া থেকে অতিরিক্ত শক্তির সঙ্গে কাজ করে বলা হয়)।

তুলনীয়—নাক্সভমিকা, পালসেটিলা, রাসটক্স, ইগ্নেসিয়া, এসাফেটিডা।

দোষঘ্ন—ক্যাম্ফর; জেলস; ভ্যালেরিয়ানা।

শক্তি— ১ম থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

নাক্স ভমিকা

NUX VOMICA **পয়জন-নাট**

এটি বাহ্ রোগ আরোগ্যকারী ঔষধগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান;কারণ এই ঔষধের বহুলক্ষণের সঙ্গে সাধারণতঃ হয়ে থাকে এবং বারে বারে হয় এই জাতীয় রোগের লক্ষণাবলীর সাদৃশ্য রয়েছে। অতিরিক্ত পরিমানে ঔষধ গ্রহণ করার পরে এটিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম ব্যবহৃত ঔষধ বিশেষ, ঐ জাতীয় ক্ষেত্রে ঔষধটি জীবনীশক্তির কাজের মধ্যে সাম্যঅবস্থা স্থাপন করে এবং দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত সেবনের ফলে উদ্ভুত কুফল সমূহ দূর করে থাকে। আধুনিক যুগের জীবনযাত্রা প্রণালী থেকে উদ্ভুত বিবিধ অবস্থার এটি একটি ঔষধবিশেষ। আদর্শনাক্সরোগী রোগী, মিতব্যায়ী, চট্পটে, কর্মঠ, স্নায়বিক এবং খিটখিটে। রোগী প্রচুর পরিমাণে মানসিক কাজ করে থাকে;মনের উপর চাপ পড়ে এবং বসে বসে থেকে কাজকর্ম করে। সাধারণতঃ দীর্ঘদিন অফিসে বসে থেকে কাজ করা, অতিরিক্ত পড়াশুনা করা, অতিরিক্তভাবে ব্যবসায়িক কাজে জড়িত থাকা তৎসহ ব্যবসায়ের উদ্বেগ ও আতঙ্ক প্রভৃতির মধ্যে দেখা যায়। এই জাতীয় ঘরের মধ্যে থেকে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এবং মানসিক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে শরীর চায় উত্তেজক বস্তু সমূহ যথা কফি, মদ, সম্ভবতঃ একটু বেশি পরিমানেই, অন্যদিকে আবার রোগী তার উত্তেজনা দমন করার জন্য, উপশমকারী বলে মনে করে তামাক গ্রহণ করতে শুরু করে এবং অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, যদিও রোগী আফিন প্রভৃতি জাতীয় অবসাদকারক ঔষধে আসক্ত নাও হতে পারে। এই জাতীয় বস্তুর সহচর হল অপরাপর শারীরিক অত্যাচারসমূহ, এই কারণে রোগী খাবার সময় মশলাযুক্ত এবং উত্তেজক খাদ্যবস্তু পছন্দ করে, মদ ও মেয়ের সংস্পর্শে [illegible] করে, দিনের বেলা গভীর মনোনিবেশসহকারে [illegible]

অবস্থাকে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে। এই কারণে অতিরিক্ত রাত্রিজাগিয়ে; উত্তরাধিকার সূত্রে রোগী পরের দিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখে ভারযুক্ত মাথা, অজীর্ণ এবং খিটখিটে মেজাজ। এইবারে রোগী কোন প্রকার বিরেচক বড়ি, যকৃতের বড়ি অথবা খনিজজল পান করা শুরু করে এবং কিছুদিনের মধ্যে এই সকল বস্তুতে রোগী অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, যে বস্তুগুলি পুনরায় রোগীর শারীরিক অবস্থাকে আরো জটিল করে তোলে। এই জাতীয় অবস্থায় মেয়েদের থেকে ছেলেরাই বেশি জড়িয়ে পড়ে এবং এই কারণে নাক্স পুরুষের ঔষধ বিশেষ। এই অবস্থা এক প্রকার উত্তেজক স্নায়ুতন্ত্র, খুব সহজে এবং অতিরিক্ত পরিমানে অনুভূতি প্রবণতা এবং যার উপর সহজেই প্রভাব বিস্তার লাভ করা যায়, এই জাতীয় ক্ষেত্রে নাক্স খুব সহজেই অবস্থাটির উপশম ও শান্ত করে দেয়। বিশেষ করে পাকাশয়িক গোলযোগ, যকৃৎ ধমনীতে রক্তসঞ্চয় এবং এই অবস্থাগুলির উপর নির্ভরশীল চিত্তোদ্বেগের ক্ষেত্রে নাক্স খুব ভালো কাজ করে। তড়কা তৎসহ সচেতন অবস্থা; স্পর্শে, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। **হিংসুটে ও উত্তেজনা প্রবন প্রভৃতি।** নাক্স রোগীরা সহজেই শীতগ্রস্ত হয়ে পড়ে, মুক্ত বাতাস প্রভৃতি বর্জন করে থাকে। নাক্স রোগীর প্রায়ই মানসিক স্থিরতা নষ্ট হয়ে যায়; নিয়ম বর্হিভূত আক্ষেপিক কাজ।

মন— অত্যন্ত **খিটখিটে;** সকল প্রকার প্রভাবেই অনুভূতি প্রবন। হিংসুটে, বিদ্বেষপরায়ন। **কিছুতেই শব্দ, গন্ধ, আলোক প্রভৃতি সহ্য করতে পারে না।** কেউ তাকে স্পর্শকরুক, রোগী তা পচ্ছন্দ করে না। সময় অত্যন্ত ধীরে যায়। এমনকি সামান্য উপসর্গেও রোগীর উপর বিশালভাবে প্রভাব বিস্তার করে। অপরকে গালি দেওয়া রোগীর স্বভাব। **বিষন্ন, অপরের খুঁৎ ধরে বেড়ায়।**

মাথা— মাথার পিছনের অংশে অথবা চোখের উপর বেদনা তৎসহ **মাথাঘোরা;** মনে হয় যেন, মস্তিস্কটি বৃত্তাকারে ঘুরছে। অতি অনুভূতি প্রবণ। **মাথাঘোরা, তৎসহ অল্প সময়ের জন্য অচৈতন্য হয়ে পড়ে।** মাতালের মত অনুভূতি, সকালে, ধূমপানে, মানসিক পরিশ্রমে মদ্যপানে, কফিপানে, মুক্ত বাতাস প্রভৃতিতে বৃদ্ধি। মাথার ব্রহ্মতালুতে চাপ দেবার মত বেদনার অনুভূতি, মনে হয় যেন একটি পেরেক ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সকালে ও রাত্রে আহারের পরে মাথা ঘোরা। মাথার চামড়া স্পর্শকাতর। মাথার কপাল অংশে বেদনা, তৎসহ কোনকিছুর উপর মাথাটি চেপে ধরার ইচ্ছা। মাথায় রক্ত সঞ্চয় হেতু বেদনা, তৎসহ সংশ্লিষ্ট থাকে অর্শ। **রৌদ্রে মাথার বেদনা দেখা দেয় (গ্লোনোয়িন, নেট্রামকার্ব)।** অমিতাচারের পরে মাথা স্ফীত এবং মাথার ভিতরে টাটানি ব্যথার ন্যায় অনুভূতি।

চোখ— আলোকাতঙ্ক, সকালে খুব বেশী হয়। চোখের ভিতরের দিকের কোনে হুলফোটার মত বেদনা তৎসহ শুষ্কতার অনুভূতি। চক্ষু গহ্বরের নিম্নাংশের স্নায়ুশূল, তৎসহ চোখ থেকে জল পড়ে। অপ্‌টিক নার্ভের শীর্ণতা, কারণ মাদকদ্রব্যের ব্যবহারের অভ্যাস। চোখের পেশীসমূহের আংশিক পক্ষাঘাত;তামাক ও উত্তেজক বস্তুর ব্যবহারে বৃদ্ধি। চক্ষুকোটরের নর্তন, যা মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। অপ্‌টিক নার্ভের প্রদাহ।

কান— **কর্ননলীর ভিতর দিয়ে কানে চুলকানি।** কর্ণ নলী শুষ্ক ও অনুভূতি প্রবণ। কানের শূলবেদনা;বিছানায় বৃদ্ধি, শ্রবন সম্পর্কিত স্নায়ুর অতি অনুভূতি প্রবণতা, জোরে শব্দ বেদনাদায়ক এবং তা রোগীকে ক্রুদ্ধ করে তোলে।

নাক— নাকবন্ধ হওয়া, বিশেষতঃ রাত্রে। শুষ্ক, **শীতল আবহাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দি ও নাক বন্ধ হওয়া; গরম ঘরে বৃদ্ধি।** সুগন্ধ নাকে গেলে রোগী মূর্চ্ছা যায়। সর্দি;দিনের বেলায় তরল সর্দ্দি, **রাত্রে এবং ঘরের বাহিরে গেলে নাক বন্ধ হয়ে যায়;** অথবা পর্যায়ক্রমে এক দিকের এবং অপর দিকের নাক বন্ধ হয়ে যায়। সকালে রক্তস্রাব **(ব্রায়োনিয়া)।** শুষ্ক স্রাবসমূহ, **তৎসহ নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনুভূতি।**

মুখগহ্বর—চোয়ালগুলি সঙ্কুচিত। ছোট-ছোট সাদা ক্ষতসমূহ, তৎসহ **রক্তমিশ্রিত লালাস্রাব।** জিহ্বার প্রথম অর্ধভাগ পরিষ্কার; পিছনের অর্ধভাগ গভীরভাবে লোমাবৃত বলে মনে হয়; জিহ্বার কিনারায় সাদা, হলদেটে ফাটা সমূহ। **দাঁতের যন্ত্রণা, ঠাণ্ডা বস্তুতে বৃদ্ধি।** মাঢ়ী স্ফীত, সাদাবর্ণযুক্ত ও মাঢ়ী থেকে রক্ত পাত হয়।

গলা— খস্‌খসে্ চেঁচে ফেলার ন্যায় অনুভূতি। সকালে ঘুম থেকে উঠার পরে, গলার ভিতরে সুড়্সুড়্ করে। গলার ভিতরে **খস্‌খসে্** কষে এবং টেনে ধরার্ মত অনুভূতি। গলবিল সঙ্কুচিত। মাঢ়ী স্ফীত, সাদা এবং রক্তপাত প্রবল।

পাকস্থলী— টক আস্বাদ এবং **সকালের দিকে বমি-বমিভাব, আহারের পরে। পাকস্থলীতে ভারবোধ ও বেদনা, আহারের কিছু সময় পরে বৃদ্ধি।** পেট ফাঁপা ও মুখ দিয়ে জল কাটে। টক, তিতো আস্বাদযুক্ত ঢেকুর। **বমি-বমিভাব ও বমি** ও তৎসহ প্রচুর ওয়াকতোলা। দুর্দান্ত ক্ষুধা, অগ্নিমান্দ্য আক্রমনের একদিন আগে। **পাকস্থলী স্থান চাপে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ (ব্রায়োনিয়া; আর্সেনিক)।** পেটের উপরের অংশ স্ফীত, তৎসহ পাথরের ন্যায় চাপবোধ, **আহারের বেশ কয়েক ঘন্টা পরে।** উত্তেজক বস্তু খেতে ভালোবাসে। চর্ব্বি জাতীয় বস্তু পছন্দ করে এবং ঐগুলি বেশ সহ্য হয় **(পালসেটিলার** বিপরীত)। কড়া জাতীয় কফি পানের পরে অজীর্ণ রোগ। **পেটে** জমা হওয়া বায়ুর উদগারে কষ্ট। বমি করার ইচ্ছা, কিন্তু করতে পারে না।

উদর—উদরের দেওয়ালগুলিতে **থেঁৎলিয়ে যাবার মত টাটানি ব্যথা (এপিস; সালফার)।** পেট ফাঁপা হেতু উদর স্ফীতি, তৎসহ আক্ষেপিক শূলবেদনা। জামা-কাপড়খুলে ফেলার পরে শূলবেদনা। যকৃৎ স্ফীত, তৎসহ সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও টাটানি ব্যথা। শূলবেদনা, তৎসহ উদরের উপর দিকে চাপবোধ, এই কারণে শ্বাস-প্রশ্বাস অপর্যাপ্ত এবং মলত্যাগের ইচ্ছা দেখা দেয়। পেটের **চক্রাকারে স্থানের দুর্বলতা।** ষ্ট্যাংগুলেটেড হার্নিয়া বা রুদ্ধ প্রকৃতির অন্ত্রবৃদ্ধি (ওপিয়াম) । যা তলপেটের নিম্নাংশ দিয়ে যৌনাঙ্গ পর্যন্ত চাপ দেয়। শিশুদের আম্বিলিক্যাল হার্নিয়া।

মল— কোষ্ঠকাঠিণ্য, তৎসহ **বারে বারে নিষ্ফল মলত্যাগের ইচ্ছা,** মলত্যাগ অসম্পূর্ণ এবং অসন্তোষজনক;**মনে হয় যেন মলের কিছুটা অংশ** নির্গত **না হয়ে ভিতরে রয়ে গেছে।** সরলান্ত্রের সঙ্কোচন। অন্ত্রের ধৌত ক্রিয়া অনিয়মিত। এই কারণে **বারে বারে মলত্যাগের ইচ্ছা,** অথবা প্রতিবার **চেষ্টার পরে সামান্য পরিমাণে মল নির্গমন। মলত্যাগের কোন ইচ্ছাই নেই, সে ক্ষেত্রে এই ঔষধ নির্বাচিত হবে না।** পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠকাঠিণ্য ও উদরাময়, বিরেচক, জাতীয় ঔষধ ব্যবহারের কুফলজনিত কারণে। উদরের সমগ্র অংশে মলবেগ অনুভূতি হয়। **চুলকানিযুক্ত অগ্রণী অর্শ,** তৎসহ নিষ্ফল মলবেগ;অত্যন্ত বেদনাপূর্ণ, অত্যন্ত তীব্র ঔষধ ব্যবহারের পরে। অমিতাচারের পরে

উদরাময়; সকালে বৃদ্ধি। বারে বারে অল্প-অল্প মলত্যাগ। **অল্প মল, তৎসহ তীব্র বেগ, আমাশয়,** মলত্যাগের পরে, **সামান্য সময়ের জন্য বেদনার উপশম। অবিরাম সরলান্ত্রের অস্বস্তি।** উদরাময়, তৎসহ জন্ডিস **ডিজিট্যালিস)।**

প্রস্রাব— প্রস্রাব থলির অস্বস্তি, প্রস্রাব থলির সঙ্কোচক পেশী সমূহের আক্ষেপ থেকে এই অবস্থায় উদ্ভব হয়। বারে বারে প্রস্রাবের বেগ। রক্ত প্রস্রাব (**হিপিকাক, টেরিবিন্থ**)। নিস্ফল বেগ, আক্ষেপিক এবং বেদনাপূর্ণ প্রস্রাব। বৃক্কের শূলবেদনা, যৌনাঙ্গ পর্যন্ত প্রসারিত হয়, তৎসহ ফোঁটা-ফোঁটা করে প্রস্রাব হয়। প্রস্রাব করার সময়, প্রস্রাব নলীতে চুলকায়ও প্রস্রাবথলির গ্রীবাদেশে বেদনা হয়।

পুরুষের— খুব সহজেই সঙ্গঁমেচ্ছা দেখা দেয়। উগ্র আধুনিক জীবন যাপনের ফলে বীর্যপাত। অন্তদ্বয়ে সঙ্কোচনবৎ বেদনা। অন্ডপ্রদাহ (**হ্যামামেলিস; পালসেটি-া**)। জলের মত পাতলা বীর্য, তৎসহ স্বপ্নসমূহ, পিঠের বেদনা, মেরুদন্ডে জ্বালাবোধ, দুর্বলতা ও খিট্‌খিটে মেজাজ।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাব **নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, সর্বদাই অনিয়মিত, রক্ত কালোবর্ণের** (**সাইক্লামেন, ল্যাকেসিস; পালসেটিলা**) তৎসহ থেকে থেকে অবসন্নতা। জরায়ুর **স্থানচ্যুতি। বাধক বেদনা,** তৎসহ ত্রিকাস্থিস্থানে বেদনা এবং অবিরাম মলত্যাগের ইচ্ছা। অপর্যাপ্ত প্রসববেদনা, বেদনা সরলান্ত্র পর্যন্ত প্রসারিত হয়, তৎসহ বারে বারে মলত্যাগ ও প্রস্রাবের বেগ (**লিলিয়াম টিগ**)। সঙ্গমেচ্ছা অতি প্রবল। জরায়ু থেকে প্রচুর রক্তস্রাব তৎসহ **মল নির্গত হবে এই জাতীয় অনুভূতি।**

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— প্রদাহিক স্বরভঙ্গ, তৎসহ গলার ভিতর চেঁচে ফেলার মত অনুভূতি। আক্ষেপিক সঙ্কোচন। **হাঁপানী, তৎসহ পাকস্থলীর পূর্ণতা অনুভূতি,** সকালে অথবা আহারের পরে। কাশি, তৎসহ বুকের ভিতরে কিছু ছিঁড়ে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি। **অগভীর শ্বাস-প্রশ্বাস। শ্বাস বন্ধ হবার মত শ্বাসক্রিয়া। কাশির ফলে উদ্ভুত ফেটে যাবার মত মাথার বেদনা** এবং পেটের উপরের অংশে থেঁৎলিয়ে যাবার মত বেদনা।

পিঠ— কোমর স্থানে পিঠের বেদনা। শিরদাঁড়ার ভিতরে জ্বালা, বিকাল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে বৃদ্ধি। গ্রীবা ও বক্ষ সম্পর্কিত স্নায়ুশূল, স্পর্শে, বৃদ্ধি। **বিছানায় পাশ ফেরার সময় অবশ্যই উঠে বসতে বাধ্য হয়।** দুটি স্কান্ধাস্থির নিম্নাংশে থেঁৎলিয়ে যাবার মত বেদনা। বসে থাকা বেদনাপূর্ণ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— বাহুদ্বর ও হাতদুটি যেন ঘুমিয়ে পড়েছে এই জাতীয় অনুভূতি। বাহুগুলির আংশিক পক্ষাঘাত, তৎসহ আকস্মিক অবসাদ। পাদুটির অসাড়তা; পক্ষাঘাতের ন্যায় অনুভূতি, পায়ের ডিমগুলিতে পায়ের তলায় খিলধরার মত অনুভূতি। আংশিক পক্ষাঘাত, অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে অথবা জলে ভেজার ফলে (**রাসটক্স**)। নড়াচড়ার সময় হাঁটুর ভিতরে কট্‌কট্‌ শব্দ হওয়া। চলাফেরার সময় পাগুলি টেনে টেনে হাঁটে। সকালে হঠাৎ করে বাহুগুলিতে ও পাদুটিতে শক্তিহীনতার অনুভূতি।

ঘুম— ভোর ৩টের পরে **কিছুতেই ঘুমাতে পারে না; যত সময় না সকাল হচ্ছে; ঘুম ভাঙ্গার পরে কষ্টকর অনুভূতি।** আহারের পরে ঝিমুনি এবং সন্ধ্যার প্রথমভাগে। হুড়োহুড়ি ও ব্যস্ত তাপূর্ণ স্বপ্নসমূহ। যদি ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়া না হয়, সেক্ষেত্রে **অল্প সময় ঘুমের পরে উপশম।**

চামড়া—শরীর আগুনের মত গরম, বিশেষতঃ মুখমন্ডল; তথাপি নড়াচড়া করলে অথবা গায়ের চাপা সরিয়ে দিলে শীতবোধ করে। আমবাত, তৎসহ পাকাশয়িক গোলযোগ। ব্রন, চামড়া লালচে ও স্ফীত।

জ্বর— শীতাবস্থা অধিক স্থায়ী হয়। সকালে জ্বর আসায় নির্দিষ্ট সময়ের আগেই জ্বর শুরু হয়। অতিরিক্ত কম্পন, তৎসহ হাতের নখগুলি নীলচে বর্ণ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ও পিঠে কন্‌কনাণি এবং পাকাশয়িক লক্ষণ সমূহ। শীতবোধ। ঘাম টকগন্ধযুক্ত; কেবলমাত্র শরীরের একদিকে ঘাম। চাপা খুলে নিলে শীত করে, তথাপি রোগী চাপা দেওয়া পচ্ছন্দ করে না। শরীরে শুষ্ক উত্তাপ।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— সকালে, মানসিক পরিশ্রমে, আহারের পরে, স্পর্শে, মশলাযুক্ত খাদ্যে উত্তেজক বস্তুতে, সাদা দ্রব্যের ব্যবহারে শুষ্ক আবহাওয়ায়। ঠান্ডায়।

উপশম— সামান্য সময়ের ঘুমে, যদি এই ঘুমে কেউ ব্যাঘাত না ঘটায়, সন্ধ্যায় বিশ্রামকালে, ভিজে আর্দ্র আবহাওয়ায় (কষ্টিকাম), জোরে চাপ দিলে।

সম্বন্ধ— নাক্স বীর্জের ভিতরে তামা আছে, উভয়বস্তুতে খিল্ ধরার বিষয় লক্ষ্য করার মত।

পরিপূরক—সালফার; সিপিয়া।

শত্রুভাবাপন্ন—জিঙ্কাম।

তুলনীয়—ষ্ট্রিকনিয়া, ক্যালি কার্ব, হাইড্রাসটিস, ব্রায়োনিয়া, লাইকোপোডিয়াম, গ্রাফাইটিস।

দোষঘ্ন—কফিয়া, ইগ্নেসিয়া, ককিউলাস।

শক্তি—১ম থেকে ৩০ শক্তি এবং উচ্চতর। বলা হয় যে সন্ধ্যায় নাক্সের ব্যবস্থার ভালো কাজ হয়।

নিকট্যান্থেস আর্বর-ট্রিসটিস

NYCTANTHES ARBOR-TRISTIS — **পাগলা মল্লী-স্যাড ট্রী**

পিত্তাধিক্যজনিত জ্বর ও দুর্দম্য স্বল্পবিরাম জ্বর;সায়েটিকা; বাত রোগ। শিশুদের কোষ্ঠকাঠিণ্য।

মাথা— উদ্বেগপূর্ণ ও অস্থির, মৃদু মাথার বেদনা। জিহ্বা লেপাবৃত।

পাকস্থলী— জ্বালাকর অনুভূতি। ঠান্ডার প্রলেপে উপশম। পিপাসা, বমি করলে উপশম।

উদর— যকৃৎস্থানে স্পর্শ কাতরতা। প্রচুর, পিত্তযুক্ত মল তৎসহ বমি-বমিভাব। কোষ্ঠকাঠিণ্য।

জ্বর— শীত ও উষ্ণতা বোধের আগে, ও সময়ে পিপাসা, শীতাবস্থার শেষে বমি হলে উপশম; ঘাম বিশেষে উল্লেখযোগ্য নয়।

শক্তি— অরিষ্ট, একফোঁটা মাত্রা।

ওসিমাম ক্যানাম

OCIMUM CANUM **ব্রেজিলিয়্যান অ্যাল্‌ফ্যাভ্যাগ**

বৃক্ক, প্রস্রাবথলি ও প্রস্রাব নলীর রোগের ক্ষেত্রে এই ঔষধটির কথা, স্মরণে রাখতে হবে। ইউরিক অ্যাসিড ডায়্যাথিসিস অর্থাৎ প্রস্রাবে অধিক পরিমাণে ইউরিক অ্যাসিডের জমা হওয়া। প্রস্রাবে লালবর্ণের বালুকনার ন্যায় বস্তুর উপস্থিতি; এই ঔষধের প্রধান চরিত্রগত লক্ষণবিশেষ, এবং এটি বারে বারে প্রমানিত হয়েছে। গ্রন্থিসমূহের স্ফীতি; কুঁচকিস্থানের ও স্তনগ্রন্থির। বৃক্কশূল, বিশেষত ডানদিকের। বৃক্কপাথুরির লক্ষণ সমূহ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

প্রস্রাব— অতিরিক্ত অম্লযুক্ত, প্রস্রাবে ইউরিক অ্যাসিডের দানা সমূহের উপস্থিতি। প্রস্রাব ঘোলাটে, গাঢ়, পুঁজযুক্ত, রক্তমিশ্রিত, **ইঁটের গুঁড়োর মত লাল অথবা হলুদ বর্ণের তলানিযুক্ত। ফুস্কুরির মত গন্ধ যুক্ত। মূত্রবহানলীর বেদনা।** বৃক্ক সমূহের খিলধরা।

পুরুষের রোগ— বামদিকের অন্ডে উত্তাপ ও স্ফীতি।

স্ত্রীরোগ— যোনিকপাট স্ফীত; ভগৌষ্টে টেনে ধরার মত বেদনা। স্তনের বোঁটা সামান্য স্পর্শে বেদনাপূর্ণ। স্তনে পূর্ণতার অনুভূতি ও টানভাব; চুলকানি। যোনিপথের স্থানচ্যুতি।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—বার্বারিস; হেডিয়োমা; লাইকোপোডিয়াম; প্যারেরিয়া; আর্টিকা ইউরেন্স।

শক্তি— ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি।

ইন্যান্থ ক্যোক্যাটা

OENANTHE CROCATA **ওয়াটার ড্রপওয়ার্ট**

মৃগীর ন্যায় আক্ষেপ, ঋতুকালে ও গর্ভাবস্থায় বৃদ্ধি। সূতিকা সম্পর্কিত আক্ষেপ;রক্তে ইউরিয়ার উপস্থিতি হেতু আক্ষেপ। গলা ও পাকস্থলীতে জ্বালা, বমি বমিভাব ও বমি। মুখমন্ডলে লালচে ছোপ। মুখমন্ডলের পেশীর আক্ষেপযুক্ত নর্তন। চামড়ার উপসর্গ সমূহ। বিশেষতঃ কুষ্ঠ জাতীয় উপসর্গসমূহ।

মাথা— সমগ্র মাথায় বেদনা, মাথাঘোরা। হঠাৎ করে এবং সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থা। প্রচন্ড প্রলাপযুক্ত অবস্থা, মাথাঘোরা। চেহারা কৃষ্ণবর্ণ, চোখদুটি স্থির, চোখের তারাগুলি বিস্ফারিত, **মুখমন্ডলের পেশী সমূহের আক্ষেপিক নর্তন।** ধনুষ্টঙ্কারের মত অবস্থা, মুখ গহ্বর থেকে ফেনা বেরিয়ে থাকে, চোয়াল আবদ্ধ। অতিরিক্ত হাইতোলা। সামান্য বিষয়ে কাঁদার প্রবণতা যুক্ত।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— সুড়্‌সুড়্‌কর কাশি,তৎসহ বুকের নিম্নাংশে ঘড় ঘড় শব্দ হয় এবং গাঢ়, ফেনাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গমন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— আক্ষেপ; ধনুষ্টঙ্কারের মত শরীর পিছন দিকে বেঁকে যায়। সায়েটিক স্নায়ুর উপর দিয়ে বেদনা, যে বেদনা শুরু হয় পিঠ থেকে। হাত গুলি ও পায়ের পাতাগুলি শীতল। হাতগুলি ও পায়ের পাতাগুলির অসাড়তা।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—সিকিউটা; ক্যালিব্রোম।

শক্তি—১ম থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

ওলিয়্যান্ডার-নেরিয়াম ওডোরাম

OLENDER-NERIUM ODORUM **রোজ লরেল**

চামড়া, হৃদ্‌পিন্ড ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর এই ঔষধের সুস্পষ্ট কাজ আছে। শরীরের উর্ধবভাগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খিলধরার মত আক্ষেপ সহ পক্ষাঘাত এই ঔষধ উৎপন্ন করতে পারে, আবার ঐ একই জাতীয় লক্ষণ এই ঔষধ আরোগ্য করতে পারে। শরীরের একদিকের পক্ষাঘাত। উচ্চারণ করা কষ্টসাধ্য।

মন— স্মৃতিশক্তি দুর্বল; অনুভূতিধীরে **সম্পন্ন হয়**। বিষন্নতা, তৎসহ দুর্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিণ্য।

মাথা— মাথাঘোরা ও দৃষ্টবস্তু দুটি থাকে, **বিশেষ করে যখন নীচের দিকে তাকায়**। কোন বস্তুর দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে থাকলে অথবা বিছানা থেকে উঠে বসার সময় মাথাঘোরে। মস্তিষ্কের ভিতরে বেদনা, যেন মনে হয় মাথাটি ফেটে যাবে। অসাড়তার অনুভূতি। নিস্তেজ, চিন্তা করতে অক্ষম। পরিশ্রমে অনিচ্ছা, মাথার চামড়ায় **উদ্ভেদ সমূহ। কারণগুলির পিছনের অংশে** আর্দ্র, দুর্গন্ধযুক্ত স্থানসমূহ (গ্র্যাফাইটিস; পেট্রোলিয়াম) এবং মাথার পিছনের অংশে, তৎসহ মাথার সামনের অংশে লাল, খসখসে, উদ্ভেদযুক্ত স্থানসমূহ। **মাথার চুলের কিনারায় ও কপালে ক্ষয়কারক চুলকানি,** উত্তাপে বৃদ্ধি।

চোখ— কোন বস্তুর একটি দিকে তাকালে তবেই ঐ বস্তুটি দেখতে পায়। পড়ার সময় চোখ থেকে জল পড়ে। দ্বিত্ব দৃষ্টি। **চোখ দুটি যেন পিছন দিকে, মাথার ভিতরে টানা রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি।**

মুখমন্ডল— ফ্যাকাশে, কোটরগত, তৎসহ চোখের চারিপাশে গোলাকার নীলবর্ণ (**ফসফরিক অ্যাসিড**)।

পাকস্থলী— **প্রচন্ড ক্ষুধা, তৎসহ দ্রুত আহার করে,** যদিও আহার করার জন্য কোন স্পৃহা থাকে না। পিপাসা, শূন্য ঢেকুর। ভুক্ত খাদ্যে বস্তুর বমন; সবুজ বর্ণের জল। পাকস্থলী উপরের অংশে দপ্‌দপ্‌কর অনুভূতি।

উদর— পেটডাকা, তৎসহ-প্রচুর, দূর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ। নাভির চারিপাশে কামড়ায়। **নিষ্ফলন মলবেগ। অজীর্ণ মল। বায়ুনিঃসরনের সময় মল নির্গমন।** মলদ্বারে জ্বালাকর বেদনা।

বুক— বুকের উপর ভারী বস্তু রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতির **সঙ্গে শ্বাসবন্ধ হবার মত অবস্থা; যখন শুয়ে থাকে হাঁপানীর মত অবস্থা। হৃদকম্প** তৎসহ বুকের ভিতরে দুর্বলতা ও খালি খালিভাব। **শ্বাসকষ্ট।** বুকের ভিতরে ভোঁতা সূঁচ দিয়ে বিদ্ধ করার মত বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — **নিম্নাংঙ্গের দুর্বলতা।** পা ও পায়ের পাতাগুলির পক্ষাঘাত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শারীরিক উত্তাপের অভাব। পায়ের পাতাগুলি শীতল। হাতের আঙ্গুলগুলির স্ফীতি ও জ্বালাকর আড়ষ্টতা।

বেদনাহীণ পক্ষাঘাত। পায়ের পাতাগুলির অবিরাম শীতলতা। হাতগুলির শিরাগুলির স্ফীতি। শোথ। সন্ধিস্থান সমূহের আড়ষ্টতা।

চামড়া — চুলকানি, শুষ্ক ফুস্কুড়ি সমূহ ; হার্পিস ; অনুভূতি প্রবল ও অসাড়তা। রাত্রিকালীণ জ্বালা। চামড়া অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ ; সামান্য ঘর্ষনে চামড়ায় টাটানি ব্যথা। **তীব্র চুলকানি সহ উদ্ভেদসমূহ, উদ্ভেদগুলি থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে রক্ত আসে** ; ঘামের অভাব। চুলকাণি, বিশেষতঃ মাথার চামড়ার উপর, যা অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ।

কমা-বাড়া — বৃদ্ধি, জামা-কাপড় খোলার পরে, বিশ্রামে, জামা-কাপড়ের ঘর্ষনে।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — কোনিয়াম ; নেট্রাম মিউর ; রাসটক্স ; কষ্টিকাম ; ল্যাথিরাস।

দোষঘ্ন — ক্যাম্ফর ; সালফার।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

ওলিয়াম এনিমেল

OLEUM ANIMALE **ডিপেল'স এনিম্যাল অয়েল**

এই ঔষধটি স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে, বিশেষ করে নিউমোগ্যাসট্রিক নার্ভের উপর। আধকপালে বা মাইগ্রেন এবং রেতঃরজ্জুর স্নায়ু শূলে ভালো কাজ করে। জ্বালাকর করে। জ্বালাকর ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। **যে জাতীয় বেদনায় উপর দিকে অথবা পিছন দিক থেকে সামনের দিকে টানা হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি প্রকাশ পায়,** সেই ক্ষেত্রে ঔষধটি ভালো কাজ করে।

মাথা — ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা, তৎসহ বিষন্নতা ও খিটখিটে মেজাজ ; আহারের পরে বৃদ্ধি ; ঘর্ষনে উপশম। চুলকানি, জ্বালাকর উদ্ভেদসমূহ ; ঘর্ষনে উপশম। চোয়ালের অস্থিগুলি মনে হয় সজোরে উপর দিকে টানা হচ্ছে। আধকপালে ও প্রচুর প্রস্রাব।

চোখ — চোখের ভিতরে হুল ফুটানোবৎ অনুভূতি ; দৃষ্টি অস্পষ্ট। চোখের সামনে চক্চকে পদার্থ সমূহ দৃষ্ট হয়। আহারকালে চোখ দিয়ে জল পড়ে। খুবই কাছের বস্তু দৃষ্ট হয়। চোখের পাতাসমূহের নর্তন (এগারিকাস)।

নাক — নাক থেকে জলের মত হাজাকর স্রাব ; মুক্ত বাতাসে বৃদ্ধি।

মুখমন্ডল — টেনে ধরার মত অনুভূতি। খিল ধরার মত বেদনা। **ঠোঁট দুটির নর্তন**। চোয়ালের অস্থিগুলিতে উপরের দিকে টেনে ধরার মত অনুভূতি। দাঁতের যন্ত্রণা, **দাঁতে-দাঁতে চেপে ধরলে উপশম।**

মুখগহ্বর — আহারের সময় গাল কামড়িয়ে ফেলে (কষ্টিকাম)। জিহ্বায় টাটানি ব্যথার মত অনুভূতি। মুখের ভিতরে চর্বির মত অনুভূতি।

গলা — ক্ষতযুক্ত, শুষ্ক, সঙ্কুচিত। বাতাস ঠান্ডা বলে মনে হয়।

পাকস্থলী — **পাকস্থলীর ভিতরে জল থাকার মত অনুভূতি** ; শীতলতা, সঙ্কোচন ও জ্বালাকর অনুভূতি ; ঢেকুরে উপশম।

উদর — পেট ফাঁপা ও পেটের ভিতরে গুড়গুড় শব্দ হওয়া। **নিষ্ফল মলবেগ, তৎসহ মলদ্বারে জ্বালাকর অনুভূতি।** মলত্যাগের পরে, পেটের ভিতরে থেঁৎলিয়ে যাবার মত অনুভূতি।

প্রস্রাব — বহুমূত্র। সবুজ বর্ণের প্রস্রাব, বারে বারে প্রস্রাব, খুব জোরে প্রস্রাবের বেগ আসে, তৎসহ কোঁথ ও অল্প পরিমানে প্রস্রাব নির্গত হয়। প্রস্রাবনলীর ভিতরে চুলকায়।

পুরুষের রোগ — বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সঙ্গমেচ্ছা ; খুব তাড়াতাড়ি বীর্যপাত হয়। রেতোরজ্জুর উপর দিয়ে বেদনা অন্ডদ্বয় পর্যন্ত প্রসারিত হয়। **মনে হয় যেন অন্ডদ্বয় ধরে রাখা হয়েছে এবং খুব জোরে যেন ভিতরের দিকে টানা হচ্ছে** ; ডানদিকে বেশি হয়। **মূলাধারে চাপবোধ।** প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি।

স্ত্রীরোগ — ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের আগে ও পরিমানে অল্প হয় ; স্রাব কালো বর্ণের।

শ্বাসযন্ত্র — বুকের ভিতরে সঙ্কোচনের মত অনুভূতি। পায়ের ঘাম বসে গিয়ে হাঁপানী। শ্বাসরোধের মত অবস্থা। **বুকের ভিতরে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, বেদনা পিছনদিক থেকে সামনের দিকে প্রসারিত হয়।**

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — কোমরে মোচকিয়ে যাবার মত অনুভূতি। মাথা উঠালে শিরদাঁড়ার ভিতর কট্‌কট্ শব্দ হয় (**এলো ; নেট্রাম কার্ব ; থুজা**)। অস্থিরতা। কাঁধে বাতজনিত বেদনা। গোড়ালির ঘামে শুঁটকী মাছের মত গন্ধ।

কমা-বাড়া — **বৃদ্ধি,** আহারের পরে, দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত।

উপশম — টিপে দিলে, ঢেকুর উঠলে মুক্ত বাতাস।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — পালসেটিলা ; আর্সেনিক ; সাইলিসিয়া ; সিপিয়া।

দোষঘ্ন — ক্যাম্ফর ; ওপিয়াম।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি ও উচ্চতর।

ওলিয়াম জেকোরিস এসেল্লি

OLEUM JECORIS ASELLI **কড়-লিভার অয়েল**

আভ্যন্তরিক ভাবে ঔষধটি একটি পুষ্টিকারক এবং যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির উপর ক্রিয়াশীল একটি ঔষধ বিশেষ (**বার্নেট**)। **শীর্ণতা, ক্লান্তি,** গন্ডমালা দোষজনিত রোগসমূহ, বাতজনিত উপসর্গ সমূহ। **শিশুদের শুকিয়ে যাওয়া রোগ ; শীর্ণতা** তৎসহ হাতদুটি ও মাথাটি গরম ;রাত্রে অস্থিরতা ও জ্বর-জ্বর ভাব। **যকৃৎস্থানে বেদনা।** যক্ষ্মা রোগের শুরুতে।

বুক — স্বরভঙ্গ। তীক্ষ্ণ, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। জ্বালাকর স্থান সমূহ। **শুষ্ক, খুক্‌খুকে, সুড়্‌সুড়্‌কর কাশি,** বিশেষ করে রাত্রে। রোগাক্রান্ত, গন্ডমালা দোষযুক্ত শিশুদের হুপিং কাশি। এই জাতীয় ক্ষেত্রে এক ফোঁটা মাত্রা ঔষধ দিয়ে **শুরু করা হয়, এই দৈনিক এক ফোঁটা** করে ঔষধের পরিমান

বাড়িয়ে বারো ফোঁটা পর্যন্ত করা হয়, এর পরে ঠিক একইভাবে ঔষধের পরিমান কমিয়ে আনতে হয়। **সমগ্র বুকে টাটানি ব্যথা।** কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে **(একালাইফা ; মিলিফোলিয়াম)। হৃদকম্প,** তৎসহ অন্যান্য লক্ষণ সমূহ। **হলুদ বর্ণের চামড়া।** যে সকল শিশুরা দুধ পান করতে পারে না।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — কনুইদ্বয়, হাঁটুদ্বয় ও **ত্রিকাস্থি** স্থানে কন্‌কনাণি। পুরাতন বাতরোগ, তৎসহ পেশী সমূহ ও অস্থিবন্ধনীর কঠিণতা। হাতের তালুতে জ্বালা।

জ্বর — সন্ধ্যার দিকে অবিরাম শীত-শীত ভাব। **ঘুস্‌-ঘুসে জ্বর।** রাত্রিকালীণ ঘাম।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — কোলেস্টারিন ; টিউবারকিউলিনাম ; ফসফরাস ; আয়োড। এক লিটার ওলিয়াম জেকোরিসে ০.৪ গ্রাম আয়োডিন থাকে।

শক্তি — ১ম থেকে ৩য় শক্তির বিচূর্ণ। দাদে স্থানিকভাবে ব্যবহার করা যায়। শীর্ণ, খর্বকায় শিশুদের রাত্রিকালে মালিস করা যায়।

ওলিয়াম স্যান্টালি

OLEUM SANTALI — **অয়েল অফ্ স্যান্ডাল উড**

প্রস্রাব সম্পর্কিত যন্ত্রসমূহ ও যৌন সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রের উপর এই ঔষধের কাজ অত্যন্ত উপযোগী, বিশেষকরে গনোরিয়ার ক্ষেত্রে। এছাড়াও এটি একটি উত্তেজক এবং সংক্রামক রোগ ধবংসকারক ঔষধ বিশেষ। খুক্‌খুকে কাশি, যখন খুবই সামান্য পরিমানে শ্লেষ্মা উঠে, ঐ জাতীয় ক্ষেত্রে দুই অথবা তিন ফোঁটা ঔষধ সুগার অফ্ মিল্কের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হলে, প্রায়ই কাশির কষ্টের উপশম হয়ে থাকে।

পুরুষের রোগ — বেদনাপূর্ণ লিঙ্গোদ্রেক ;লিঙ্গাগ্র চর্মের স্ফীতি। গাঢ়, **হলুদবর্ণের, শ্লেষ্মা ও পুঁজ মিশ্রিত স্রাব।** মূলাধারের গভীরে বেদনা।

প্রস্রাব — প্রস্রাব বারে-বারে, প্রস্রাবকালে জ্বালাকর, হুলফুটানোবৎ বেদনা এবং প্রস্রাবনলীর মুখ লালবর্ণযুক্ত। প্রস্রাবের ধারা ছোট ও ধীর। **বৃক্ক স্থানে তরুণ কন্‌কনানি।** মূত্রনলীর ভিতরে গোলাকার কোন বল চাপ দিচ্ছে, এই জাতীয় অনুভূতি ;দাঁড়িয়ে থাকলে বৃদ্ধি। পুরাতন গনোরিয়া রোগ, তৎসহ প্রচুর পরিমানে গাঢ় স্রাব নির্গত হয় ;প্রস্রাব থলির পুরাতন প্রদাহ।

শক্তি — দুই থেকে দশ ফোঁটা তেল ক্যাপসুলের ভিতরে দিয়ে ব্যবহার করা হয়।

ওনিস্কাস এসেলাস-মিলিপেডিস

ONISCUS ASELLUS-MILLEPEDES — **উড-লাউস**

এই ঔষধটির সুস্পষ্ট মূত্রকারক গুণ আছে। এই কারনে ঔষধটি শোথাবস্থায় ব্যবহার হয়। হাঁপানির মত অবস্থা, তৎসহ বায়ুনলীর সর্দ্দিজ প্রদাহ।

মাথা — ম্যাস্টয়েড প্রসেস্ বা রগের প্রবর্দ্ধিত অংশে, ডানদিকের কানের পিছনে, ছিদ্র করার মত বেদনা (ক্যাপসিকাম)। ধমনী সমূহের তীব্র স্পন্দন (**পোথোস ; গ্লোনোয়িন**)। নাকের গোড়ার উপরের অংশে বেদনা পূর্ণ চাপ।

পাকস্থলী — পাকস্থলীর উপরের অংশের ছিদ্র স্থানে অবিরাম চাপবোধ। বমি।

উদর — প্রসারিত ; গ্যাসে উদর পূর্ণ ; অত্যন্ত তীব্র শূলবেদনা।

প্রস্রাব — প্রস্রাবনলীতে কেটে ফেলার মত, জ্বালাকর বেদনা। **প্রস্রাব থলি ও সরলান্ত্রে কোঁথ,** তৎসহ মল ও মূত্রের অনুপস্থিতি।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — পোথোস ; ক্যান্থারিস।

শক্তি — ৬ষ্ঠ শক্তি।

ওনোসমোডিয়াম

ONOSMODIUM **ফলস্ গ্রমওয়েল**

মনকে কেন্দ্রীভূত করার এবং গতিবিষয়ক কাজের মধ্যে সমতা বিধানের শক্তির অভাব। মাথাঘোরা, অসাড়তা এবং পেশী সমূহের দুর্বলতা। মাথা ও চোখের উপসর্গের সুস্পষ্ট সংযোগ, তৎসহ পেশীসমূহের ক্লান্তি ও শ্রান্তি।

আধকপালে বা মাইগ্রেন রোগের একটি ঔষধ বিশেষ চোখের শ্রান্তি ও যৌন সম্বন্ধীয় দুর্বলতা থেকে মাথার যন্ত্রণা। এই ঔষধটি স্ত্রী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই সঙ্গমেচ্ছায় স্পৃহা কমিয়ে দেয় ; এই কারণে হোমিও প্যাথিক মতানুসারে ঔষধটি **যৌন সম্বন্ধীয় স্নায়বিক দুর্বলতায়** ব্যবহার হয়ে থাকে। স্ত্রী লোকেদের যৌন জীবন অবসাদগ্রস্ত হলে অথবা একেবারে নষ্ট হয়ে গেলে এই ঔষধটি কাজ করে। স্নায়বিক বেদনা। সবর্বাঙ্গীন ক্লান্তি। যেন জন্ম থেকেই ক্লান্তি গ্রস্ত এই জাতীয় ক্ষেত্রে ঔষধটি কাজ করে।

মাথা — স্মৃতি শক্তি হীণতা। নাক শুষ্ক বলে মনে হয়। বিভ্রান্তি। নিস্তেজ, ভারী, মাথা ঘোরে, মাথার পিছনের অংশ থেকে উপর দিকে চাপবোধ, সকালে ঘুম থেকে উঠার পরে মাথার পিছনের অংশ থেকে কপাল পর্যন্ত বেদনা, **বিশেষকরে মাথার বা দিকে বেশি হয়।** রগে ও রগের প্রবর্দ্ধিত অংশে বেদনা।

চোখ— দৃষ্টি ঝাপসা। কণীনিকার রক্ত বহানলীর স্ফীতি। চোখ দুটিতে শ্রান্তির অনুভূতি ; চোখ কাজে লাগলে বৃদ্ধি। চোখ দুটিতে ভারবোধ ও নিস্তেজ ; পেশী সম্পকির্ত বেদনাপূর্ণ দৃষ্টি ; **চোখের পেশী সমূহের টান বোধ।** চোখের অভ্যন্তরের পেশী সমূহের আংশিক পক্ষাঘাত। **চোখের তারাগুলির ভিতরে,** বেদনা, চক্ষু কোটর ও চক্ষু গোলকের মধ্যবর্তী অংশে বেদনা, বেদনা বাম দিকের রগ পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

গলা — অত্যন্ত শুষ্কতা। নাকের পিছনের অংশ থেকে স্রাব নির্গত হয়। কাঁচা, চেঁচে ফেলার মত অনুভূতি। নাকের পিছনের অংশ বুঁজে গেছে, এই জাতীয় অনুভূতি। লক্ষণগুলি ঠান্ডা পাণীয়ে বৃদ্ধি পায়।

উদর — বরফ জল ও ঠান্ডা জল পান করার তীব্র ইচ্ছা ;বারে বারে পান করতে চায়। উদর ফেঁপে রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি।

পিঠ — পিঠে ও কোমর প্রদেশে বেদনা। পায়ের পাতা ও পা দুটির অসাড়তা ও সুড়্সুড়ি।

বুক — বুকে টাটানি ব্যথা, কন্কনাণি ;স্ফীতি ও ক্ষততায় অনুভূতি। হৃদ্পিন্ড স্থানে বেদনা ; নাড়ী দ্রুত, অনিয়মিত ও দুর্বল।

পুরুষের রোগ — অবিরাম যৌন সম্বন্ধীয় উত্তেজনা।

মানসিক কারণে ধ্বজভঙ্গ । সঙ্গমেচ্ছার স্পৃহার স্বল্পতা। দ্রুত বীর্যপাত। অসম্পূর্ণ লিঙ্গোদ্রেক।

স্ত্রীরোগ — তীব্র জরায়ুর বেদনা ;নীচের দিকে ঠেলা মারার মত বেদনা ; পুরাতন বেদনার প্রত্যাবর্তন। **যৌন সম্বন্ধীয় স্পৃহার সম্পূর্ণ লোপ পাওয়া।** ঋতুস্রাব দেখা দেবে এই জাতীয় অনুভূতি। বুকের ভিতরে কন্কনাণি। স্তনের বোঁটার চুলকাণি। ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে ও দীর্ঘস্থায়ী। জরায়ু স্থানের টাটানি ব্যথা। প্রদর স্রাব, হলুদবর্ণের, হাজাকর, প্রচুর।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — পিঠের বেদনা। পা দুটিতে, হাঁটুর পিছনের অংশে ও হাঁটু দুটির নিম্নাংশের **ক্লান্তি ও অসাড়তা। মাতালের মত চলনভঙ্গী।** ফুটপাথ অত্যন্ত উঁচু বলে মনে হয়। বাম স্কন্ধাস্থি স্থানে বেদনা। পেশী সমূহের অত্যন্ত দুর্বলতা ও ক্লান্তি।

কমা-বাড়া—**বৃদ্ধি**, নড়াচড়ায়, ঝাঁকুনি, এবং কষা জামা-কাপড়।

উপশম — জামা-কাপড় খুললে, চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে, ঠান্ডা পাণীয়ে, এবং আহারে।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — **নেট্রাম মিউর ; লিলিয়াম ; জেল্স ; রুটা।**

শক্তি — ৩০ শক্তি।

উফোরিনাম

OOPHORINUM **ওভারিয়্যান এক্সট্রাকট**

ডিম্বাশয় কেটে বাদ দেবার পরে যে সকল উপসর্গ দেখা দেয়। সাধারণভাবে **রজোনিবৃত্তিকালীন উপসর্গ সমূহ** - । ডিম্বাশয়ের অর্বুদ। চামড়ার উপসর্গ সমূহ ও মুখের উপর ব্রণ সকল। চুলকানি সহ উদ্ভেদ সমূহ।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — **অর্কাইটিনাম - টেষ্টিকিউলার এক্সট্র্যাক্ট** (ডিম্বাশয়ের অস্ত্রোপচারের পরে, যৌন সম্বন্ধীয় দুর্বলতা, বার্ধক্য জনিত ক্ষয়প্রাপ্তি)।

শক্তি — **নিম্ন শক্তির বিচূর্ণ।**

ওপাকিউলিনা টার্পেথাম

OPERCULINA TURPETHUM **নিশোপ**

প্লেগ, জ্বর ও উদরাময়ের একটি ঔষধ বিশেষ।

মন — প্রলাপ বকা তৎসহ অস্থিরতা, বাচালতা সংশ্লিষ্ট থাকে। বিছানা থেকে পালিয়ে যাবার প্রবণতা ; পাগলের মত প্রলাপ বকা, বেদনার উচ্ছাসে মূর্চ্ছা।

উদর — জলের মত উদরাময়, প্রচুর পরিমাণে তৎসহ অবসন্নতার অনুভূতি। কলেরা মর্বাস। অর্শ।

চামড়া — লসিকা গ্রন্থি-সমূহের স্ফীতি ও কঠিণতা। ছোট-ছোট ফোঁড়া সমূহ ও ধীরে ধীরে পুঁজোৎপত্তি শীল ফোঁড়া সমূহ।

ওপিয়াম

OPIUM **ড্রায়েড ল্যাটেক্স অফ্ দি পপী**

হ্যানিম্যান বলেছেন যে, অন্য যে কোন প্রকার ঔষধের থেকে ওপিয়ামের ক্রিয়া নির্ধারণ করা বেশ কষ্টসাধ্য। যে সকল লক্ষণ সমূহের উপর ওপিয়ামের কাজ দেখতে পাওয়া যায় তা হল, স্নায়ুমন্ডলের অনুভূতি হীণতা, অবসন্নতা, নিদ্রালুতা, বিহ্বলতা, বেদনা শূণ্যতা এবং স্পর্শজ্ঞান শূণ্যতা, সবর্বাঙ্গীন শিথিলতা ও জীবণীশক্তির প্রতিক্রিয়া হীণতা প্রভৃতি লক্ষণগুলি হল এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ এবং ঔষধটি হোমিওপ্যাথিক মতানুসারে প্রয়োগ করার সময় এই লক্ষণগুলির উপরই নির্ভর করা হয়। সকল উপসর্গের বৈশিষ্ট্য হল, **গভীর নিদ্রা**। উপসর্গ গুলি **বেদনাশূণ্য** এবং লক্ষণগুলির সঙ্গে আরো সংশ্লিষ্ট থাকে **গভীর জড়বৎ নিদ্রা, নাক ডাকা সহ গভীর নিদ্রা। চামড়া ঘামে পূর্ণ।** কালো, মেহ গিনি কাঠের মত বর্ণযুক্ত মুখমন্ডল। মস্তিষ্কে রস নিঃসরণ হেতু সন্ন্যাস রোগ শিরা গুলির রক্তাধিক্য। যে সকল ক্ষেত্রে কোন ঔষধের কাজ করার জন্য শরীরের যে অনুভূতি থাকা প্রয়োজন তা থাকে না, ঐ জাতীয় ক্ষেত্রে ওপিয়াম প্রয়োগ করা হলে শরীরের অনুভূতি ক্ষমতা ফিরে আসে। শরীর উত্তপ্ত হলে লক্ষণগুলি ফিরে আসে ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ওপিয়াম শরীরের ঐচ্ছিকগতি কমিয়ে দেয়, চোখের তারা গুলিকে সঙ্কুচিত করে, উচ্চস্তরের মেধাশক্তিকে অবসাদ গ্রস্ত করে, আত্ম সংযমের অভ্যাস কমিয়ে দেয়, মনঃসংযোগের ক্ষমতা ও বিচার বুদ্ধির ক্ষমতা কমিয়ে দেয় ; কল্পনা শক্তি বাড়িয়ে তোলে, শরীরের সকল স্রাব নিঃসরণ অবরুদ্ধ করে কেবল মাত্র ঘাম ব্যতীত ঔষধ কাজ করার জন্য শরীরের যে সামান্য অনুভূতি শক্তির থাকা প্রয়োজন সেটুকুর অভাব দেখা দিলে। যে সকল রোগ ভীতি থেকে সৃষ্টি হয়।

মন — রোগী কিছুই চায়না। চেতনার সম্পূর্ণ লোপ ; সন্ন্যাস রোগের মত অবস্থা। **ভীতি পূর্ণ কল্পনাসমূহ,** দুঃসাহসিক, উৎফুল্ল, উজ্জ্বল, নিজের কষ্ট বুঝতে বা বলতে অক্ষম। সে মনে করে সে বাড়ীতে নেই। প্রলাপযুক্ত কথাবার্তা, তৎসহ চোখ দুটি বিস্ফারিত।

মাথা — মাথাঘোরা ; **বৃদ্ধি ব্যক্তিদের মাথার ভিতরে হাল্কা বোধ।** নিস্তেজ, ভারবোধ, জড়। **প্রলাপ, ভয় পাবার পরে মাথা ঘোরা।** মাথার পিছনের অংশে বেদনা ; ঐ স্থানে প্রচন্ড ভারীবোধ। **(জেলস্)।** ফেটে যাবার মত অনুভূতি। সম্পূর্ণ অনুভূতি শক্তি হীণতা ; কোন কিছু বুঝতে পারে না। মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত।

চোখ — অর্ধ নিমীলিত চোখ, প্রসারিত ; চোখের তারাগুলি অনুভূতি হীণ, **সঙ্কুচিত।** চোখের পাতার পতনাবস্থা, **(জেলস ; কষ্টিকাম)।** এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা, চোখ দুটি চক্‌চকে।

মুখমন্ডল — **লাল, থম্‌থমে, স্ফীতি, কালচে, রসে পরিপূর্ণ, উত্তপ্ত।** অনেকটা মাতালদের মত মুখমন্ডল, **হতবুদ্ধিকর (ব্যাপ্টিসিয়া ; ল্যাকেসিস)।** মুখমন্ডলের পেশী সমূহের আক্ষেপিক স্পন্দন, **বিশবকরে মুখগহ্বরের কোন গুলির।** মুখমন্ডলের শিরাগুলি প্রসারিত। **নিম্ন চোয়াল ঝুলে পড়ে।** মুখমন্ডলের বিকৃত অবস্থা।

মুখগহ্বর — শুষ্ক । জিহ্বা কালচে, **পক্ষাঘাত গ্রস্ত,** রক্ত মিশ্রিত ফেনা। প্রচুর পিপাসা। ঠোঁট দুটি সামনের দিকে ঠেলে আসে। কথা উচ্চারণ করা ও ঢোক গেলা কষ্টকর।

পাকস্থলী — **বমি তৎসহ শূলবেদনা ও তড়কা। মল যুক্ত বমন।** হার্ণিয়া বা অন্তবৃদ্ধি, যে ক্ষেত্রে বেরিয়ে আসা অন্ত্র হাত দিয়ে পূর্বের স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। **ক্ষুধার্ত ;** আহার করার কোন স্পৃহা থাকে না।

উদর — শক্ত, স্ফীত ও বায়ুতে পূর্ণ। সীসা জনিত শূল বেদনা। শূল বেদনার সময়, মল বেগ উপস্থিত হয় ও **শক্তমল নির্গমন হয়।**

মল — দুর্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিণ্য ; মলত্যাগ করার কোন প্রকার ইচ্ছা থাকে না। **মল গোলাকার, শক্ত, কালচে বর্ণের মত।** মল বেরিয়ে আসার সময় পুনরায় ভিতরে ঢুকে যায় (থুজা ; **সাইলিসিয়া**)। **ক্ষুদ্রান্ত্রে মলের আক্ষেপিক অবরোধ।** অসাড়ে মলত্যাগ, কালো, দুর্গন্ধ যুক্ত ও ফেনা মিশ্রিত। সরলান্ত্রে তীব্র বেদনা, মনে হয় যেন সরলান্ত্র চেপে পৃথক করা হচ্ছে।

প্রস্রাব— ধীরে শুরু হয় ; মূত্রধারা ক্ষীণ। **বাধাপ্রাপ্ত** অথবা অসাড়ে প্রস্রাব ভয় পাবার পরে। প্রস্রাব থলির ক্ষমতার লোপ পাওয়া অথবা অনুভূতি শক্তিহীণতা।

স্ত্রীরোগ — ভয় পাওয়া থেকে বাধাপ্রাপ্ত ঋতুস্রাব। প্রসব বেদনার লোপ পাওয়া তৎসহ অচৈতণ্য অবস্থা ও নর্তন। প্রসবান্তিক আক্ষেপ, নিদ্রালুতা অথবা দুটি আক্ষেপ কালের মধ্যবর্তী সময়ে অচৈতন্য অবস্থা। ভয় পাওয়া থেকে **অবসন্ন** গর্ভস্রাব ও অবরুদ্ধ প্রসবান্তিক স্রাব, তৎসহ গভীর নিদ্রা। জরায়ুতে প্রসব বেদনার মত তীব্র বেদনা, তৎসহ মলবেগ।

শ্বাস যন্ত্র সমূহ — নিদ্রা যাবার সময় শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় ; ঐ অবস্থায় জোর করে শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু করলে আবার তা চালু হয় **(গ্রিন্ডিলিয়া)।** স্বরভঙ্গ। **গভীর নাক ডাকা ; ঘড় ঘড় শব্দ যুক্ত গভীর শ্বাস প্রশ্বাস।** কষ্টকর, থেমে - থেমে, গভীর, অসম প্রকৃতির শ্বাস-প্রশ্বাস। বুকের ভিতরে গরম বোধ ; হৃদ্‌পিন্ডের চারিপাশে জ্বলন। কাশি, তৎসহ শ্বাসকষ্ট ও মুখমন্ডল নীলচে ; তৎসহ রক্ত যুক্ত শ্লেষ্মা।

ঘুম — প্রচন্ড নিদ্রালুতা **(জেলস ; নাক্স মস্ক্যাটা)।** গভীর এবং সংজ্ঞাহীন নিদ্রা। **সম্পূর্ণ অচৈতণ্য অবস্থা। ঘুমিয়ে পড়লে শ্বাস- প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় (গ্রিন্ডেলিয়া)।** চোখ খোলা অথচ

অচৈতণ্য অবস্থা। বিছানা খুঁটতে থাকে। প্রচন্ড নিদ্রালুতা, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাতে পারে না। দূর স্থানের শব্দ, মোরগের ডাক প্রভৃতি রোগীকে জাগিয়ে রাকে। শিশু স্বপ্নে বিড়াল, কুকুর, কাল মূর্তিসকল দেখে থাকে। বিছানা এত গরম বলে মনে হয়, যার ফলে রোগী তার উপর শুতে পারে না। সুখদায়ক অবাস্তব ও অবৈধ প্রেমজনিত স্বপ্ন সমূহ। কম্পন সহ শীতবোধ ; এরপরে গরম বোধ, তৎসহ ঘুম ও ঘাম হয়। কেবলমাত্র উত্তপ্ত অবস্থায় পিপাসা।

জ্বর — নাড়ী **পূর্ণ ও মন্থর**। উত্তাপ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। **উষ্ণ ঘাম**। জ্বর, তৎসহ যে সকল বৈশিষ্ট্য পূর্ণ লক্ষণ সমূহ থাকে তা হল, অচৈতণ্য অবস্থা, নাক ডাকা সহ গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্পন্দন, প্রচুর পিপাসা এবং নিদ্রালুতা। তাপমাত্রা সামান্য তৎসহ অচৈতণ্য অবস্থা প্রাপ্তির প্রবণতা।

পিঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — ধনুষ্টঙ্কারের মত দেহ পিছন দিকে বেঁকে যায়। ঘাড়ের শিরার স্ফীতি। বেদনাহীন পক্ষাঘাত (ওলিয়্যান্ডার)। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্পন্দন**। অসাড়তা অঙ্গ- প্রত্যঙ্গে এরূপভাবে ঝাঁকুনি দেয়, যেন মনে হয় সঙ্কোচনী পেশী সমূহ অতিরিক্ত কাজ করছে। তড়কা ; আলোর চমকানিতে বৃদ্ধি ;অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শীতলতা।

চামড়া — উষ্ণ ও স্যাঁৎস্যেঁতে ঘাম। অবিরাম গায়ের চাপা খুলে ফেলতে চায়। **সারা শরীরে গরম ঘাম হয় কেবলমাত্র নিম্নাঙ্গ ব্যতীত।**

কমা-বাড়া - বৃদ্ধি — গরমে, ঘুমের মধ্যে ও ঘুমের পরে (**এপিস ; ল্যাকেসিস**)।

উপশম — ঠান্ডা বস্তুতে, অবিরাম হাঁটাচলায়

সম্বন্ধ - তুলনীয় — এপিস ; বেলেডোনা ; জেলস্ ; **নাক্স মস্ক্যাটা** ; **মর্ফিনাম** (বেদনায় অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ ; স্পন্দন ; পেট ফাঁপা ; প্রচন্ড চুল কানি ; **কোডিন** - (শুষ্ক, বিরক্তিকর, অবিরাম কাশি ; পেশী সমূহের স্পন্দন, বিশেষকরে চোখের পাতার পেশী সমূহের)।

দোষঘ্ন — ওপিয়াম বিষক্রিয়ার তরুণ অবস্থা। এই ঔষধটির প্রতিষেধখ হল **এট্রোপিন** ও কালো কফি। পুরাতন ওপিয়াম বিষক্রিয়া। **ইপিকাক** ; নাক্স ; **প্যাসিফ্লোরা** ; আফিংএর নেশা দূর করতে **বার্বারিস** উপযোগী।

শক্তি — ৩য় থেকে ৩০ শক্তি এবং ২০০ শক্তি। **অহোমিওপ্যাথিক প্রস্তুতি ও ব্যবহার সমূহ** তীব্র বেদনা, অনিদ্রা, অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহে সাময়িক উপশম দায়ক হিসাবে কাজ করে এবং অতিরিক্ত উদরামায় প্রভৃতি রোধ করে।

ওপিয়াম (ক্রুড) — ঘোষিত প্রয়োজনীয় মাত্রা হল, ১ গ্রেণ।

ওপানশিয়া- ফিকাস ইন্ডিকা

OPUNTIA - FICUS INDICA **প্রিক্‌লি পেয়ার**

উদরাময়, তৎসহ বমি-বমি ভাব। **মনে হয় যেন মলসমূহ তলপেটের নিম্নাংশে গিয়ে সঞ্চিত আছে।** পেটের নিম্ন এক-তৃতীয়াংশে অসুস্থতা অনুভূতি। অন্ত্র থেকে মল নির্গত হতে দেরি হয় ; এই অবস্থা থেকে পাতলা ও বারে - বারে মল নির্গমন হয়।

সম্বন্ধ - তুলনীয় — চ্যাপারা এমার্গোসা (মেক্সিকো দেশের চিকিৎসকরা, এটিকে পুরাতন উদরাময়ের ক্ষেত্রে একটি অব্যর্থ ঔষধ বলে মনে করে)।

রিসিনাস কমিউনিস — (উদরাময়, আমাশয়, দুর্দমনীয় পুরাতন উদরাময়)।

শক্তি — ২য় শক্তি।

ওরিয়োড্যাফনি

OREODAPHNE **ক্যালিফোর্ণিয়া লরেল**

স্নায়বিক মাথার বেদনা, ঘাড় ও মাথার পিছনের অংশের বেদনা, সেরিব্রো - স্পাইন্যাল মেনিন্‌জাইটিস, অন্ত্রের পেশী সমূহের নিষ্ক্রিয়তা হেতু **উদরাময়**, ও অন্ত্রের শূল বেদনা।

মাথা — মাথা ঘোরা ; সামনের দিকে ঝুঁকলে অথবা নড়া-চড়া করলে বৃদ্ধি। মাথায় ভারী বোধ, চোখের পাতায় ভারী বোধ, স্পন্দন। তীব্র কন্‌কনাণি, **তৎসহ উভয়দিকের চক্ষু কোটরের ভিতরের কোন গুলিতে চাপবোধ।** সাধারণতঃ বাম দিকে, এই বেদনা মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে এবং **মাথার চামড়ার উপর দিয়ে মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়** ; আলোতে ও শব্দে বৃদ্ধি ; চোখ বন্ধ করলে ও সম্পূর্ণ ভাবে। চুপচাপ থাকলে উপশম। **ঘাড় ও মাথার পিছনের অংশে অবিরাম মৃদু কন্‌কনাণি**, এই বেদনা স্কন্ধাস্থির উপর দিয়ে, মেরুদন্ডের ভিতর দিয়ে প্রসারিত হয়ে মাথার ভিতরে প্রবেশ করে ; কান গুলির ভিতরে বেদনা, মাথায় প্রচন্ড ভারীবোধ, **তৎসহ অবিরাম মাথা নাড়াবার ইচ্ছা**, যদিও এই কাজে রোগীর কোন রকম উপশম হয় না। চোখের পাতাগুলি ঝুলে পড়ে। স্পন্দন। অন্ত্রের পেশী সমূহের দুর্বলতা হেতু উদরাময়।

পাকস্থলী — ঢেকুর, তৎসহ বমি-বমি ভাব ও থরথর করে কম্পণ।

শক্তি — ১ম থেকে ৩য় শক্তি। অরিষ্টের ঘ্রাণও কাজ করে।

ওরিগ্যানাম

ORIGANUM **সুইট মার্জোরাম**

সাধারণতঃ স্নায়ুতন্ত্রের উপর ঔষধটি কাজ করে এবং ঔষধটি হস্তমৈথুন ও অত্যাধিক মাত্রায় কামোদ্রেকের ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। স্তন গ্রন্থির পীড়া সমূহ (বিউফো)। সক্রিয় পরিশ্রমের ইচ্ছা হয় এবং **ইচ্ছা রোগীকে (স্ত্রী) দৌড়াইতে উত্তেজিত করে।**

স্ত্রীরোগ - **কামোন্মত্ততা** ; প্রচন্ড কাম সম্পর্কিত উত্তেজনা ; পদর স্রাব ; হিস্টিরিয়া। কামুক কল্পনা ও স্বপ্ন সমূহ।

সম্বন্ধ - তুলনীয় - ফেরিউলা গ্লকা (স্ত্রীলোকেদের তীব্র কামোত্তেজনা ; মাথার পিছনের অংশে বরফের মত শীতল অনুভূতি ; প্ল্যাটিনা ; ভ্যালেরিয়ানা ; ক্যান্থারিস ; হায়োসায়ামাস।

শক্তি — ৩য় শক্তি।

ওর্নিথোগ্যালাম আম্বেলেটাম

ORNITHOGALUM UMBELLATUM — স্টার অফ্ বেথ্‌লেহেম

পুরাতন পাকাশয়িক উপসর্গ সমূহ ও অন্যান্য উদর সম্পর্কিত কঠিণতা, বিশেষকরে অন্ত্রের ক্যান্সার রোগে, বিশেষকরে পাকস্থলী ও সিকামের ক্যান্সার রোগে ঔষধটি ভালো কাজ করে। পাইলো রাসই হল এই ঔষধের কাজের মূল কেন্দ্র। এই স্থানে ঔষধটির কাজ করার ফলে, পাইলোরাসে বেদনা পূর্ণ সঙ্কোচন, তৎসহ ডিওডিনামের প্রসারণ দেখা দেয়।

মানসিক স্ফূর্তির অবসাদ। সম্পূর্ণ ক্লান্তি বোধ। বমি-বমিভাবের অনুভূতি এবং এই অনুভূতির জন্য রোগী রাত্রে জেগে থাকতে বাধ্য হয়।

পাকস্থলী — জিহ্বা লেপাবৃত। বুকে ও পাকস্থলীতে তীব্র বেদনার অনুভূতি, বেদনা প্রথম পাইলোরাস স্থান থেকে শুরু হয় তৎসহ উদরে ভিতর সঞ্চিত বায়ু বলের মত একদিক থেকে অপর দিকে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষুধা কমে যাওয়া; শ্লেষ্মা যুক্ত বমন এবং শরীরের মাংস ক্ষয়। পাকাশয়ের ক্ষত বা গ্রাসট্রিক আলসার, তৎসহ রক্তস্রাব থাকতে পারে। খাদ্য বস্তু যে সময় পাইলোরাসের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় সেই সময় বেদনা বৃদ্ধি পায়। কফির মত বস্তু যুক্ত বমি। পাকস্থলীর প্রসারণ। বারে-বারে দূর্গন্ধ যুক্ত বাষ্প ঢেকুর ও বাতকর্মের সঙ্গে নির্গত হয়। পেটের উপরের অংশে বেদনাপূর্ণ অবসন্নতা।

শক্তি — একমাত্রা অরিষ্ট প্রয়োগ করে, কিছু সময় ঔষধটির কাজ করা দেখতে হয়।

ওসমিয়াম

OSMIUM — দি এলিমেন্ট

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র সমূহের উপদাহ ও সর্দ্দিজ প্রদাহ। একজিমা। প্রস্রাবের অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি। শ্বাসনলীতে বেদনা। স্থানীয় ঘামের বৃদ্ধি করে ও ঘামে গন্ধের সৃষ্টি করে। এই ঔষধের কাজের জন্য নখের ভাঁজ হওয়া অংশ জুড়ে যায়।

মাথা — মাথার চারপাশে একটি বন্ধনী রয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি। মাথার চুল পড়ে যায় (ক্যালি কার্ব ; ফ্লুরিক অ্যাসিড)।

নাক — সর্দ্দি, তৎসহ নাকের ভিতরে পূর্ণতার অনুভূতি। নাক ও কন্ঠনলী বাতাসে অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ। নাকের পিছনের অংশ থেকে ছোট-ছোট শ্লেষ্মার দলা বেরিয়ে থাকে।

চোখ — গ্লুকোজ ; তৎসহ নানা প্রকারের রঙ দেখে। চক্ষু কোটরে উপরের ও নীচের অংশে তীব্র স্নায়ুশূল ; তীব্র বেদনা ও অশ্রুস্রাব। বাতির আলোর চারিদিকে সবুজ রশ্মি দেখে। কন্‌জাঙটিভাইটিস। অক্ষিগোলকের ভিতরের টানভাব বৃদ্ধি পায়, দৃষ্টি ঝাপসা, আলোকাতঙ্ক।

শ্বাসযন্ত্রসমূহ — কণ্ঠনলীর তরুণ প্রদাহ ;কাশি ও চট্‌চটে, দড়ির মত শ্লেষ্মা। আক্ষেপিক কাশি ; মনে হয় যেন কণ্ঠনলী থেকে ঝিল্লী ছিঁড়ে যাবে। শব্দ যুক্ত, **শুষ্ক, কঠিন কাশি,** অল্পকাল স্থায়ী কাশি, বিস্ফোরণের মত শব্দ যুক্ত, কাশি শরীরের খুব নিম্নাংশ থেকে শুরু হয় এবং সমগ্র শরীর কাঁপিয়ে দিয়ে থাকে। কথা বললে কণ্ঠনলীতে বেদনা অনুভূত হয়। স্বরভঙ্গ, **কণ্ঠনলীর বেদনা ;** বুক্কাস্থিতে টাটানি ব্যথা। হাতের আঙ্গুল গুলির স্পন্দন, তৎসহ আক্ষেপিক কাশি।

চামড়া — এক্‌জিমা, তৎসহ চুলকানি। চমড়ার উপদাহ। চুলকানি যুক্ত ফুস্কুড়ি সমূহ। দূর্গন্ধ যুক্ত ঘাম, বগলের ঘামে রসুনের মত গন্ধ, সন্ধ্যায় ও রাত্রে বৃদ্ধি। নখ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে-সঙ্গে, নখের নীচের চামড়ার সঙ্গে সেঁটে যায়।

সম্বন্ধ- তুলনীয় —আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম ; ইরিডিয়াম ; সেলেনিয়াম ; ম্যাঙ্গেনাম।

শক্তি — ৬ষ্ঠ শক্তি।

ওষ্ট্রিয়া ভার্জিনিকা

OSTRYA VIRGINICA **আইরন উড**

ম্যালেরিয়া রোগ থেকে উদ্ভূত রক্তাল্পতায় এই ঔষধটি খুব ভালো কাজ করে। পিত্তাধিক্য জনিত অবস্থা ও সবিরাম জ্বর।

পাকস্থলী — **জিহ্বা হলুদবর্ণ ; গোড়ার দিকে লেপাবৃত।** ক্ষুধাহীণতা। **বারে বারে বমি-বমি ভাব,** তৎসহ মৃদু, কপালের সামনে বেদনা। বমি-বমিভাব উদ্রেক কারক মাথার যন্ত্রণা।

শক্তি — ১ম থেকে ৩য় শক্তি।

ওভাই-গ্যালিনা পেলিকিউলা

OVI-GALLINAE PELLICULA **মেম্‌ব্রেণ অফ্ এগসেল**

হঠাৎকরে বেদনা সমূহ। নীচের দিকে ঠেলা মারার মত অনুভূতি। কব্জি, বাহু, কোমর প্রভৃতি স্থানের চারিপাশে বন্ধনী অসহ্য। পিঠের বেদনা ও বামদিকের নিতম্ব স্থানে বেদনা। দুর্বলতা। হৃদ্‌পিন্ড ও বাম ডিম্বাশয়ের বেদনা।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ; ন্যাজা ; ওভাটোটা — ঝালসানো ডিমের খোলা - ক্যাল্কেরিয়া ওভোরাম - (পদর স্রাব ও পিঠের বেদনা। মেরুদন্ড ভেঙ্গে গিয়েছে এবং তা তার দিয়ে বাঁধা রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি অথবা যেন একটি দড়ি দিয়ে কষে বাঁধা রয়েছে, ক্যান্সার রোগের বেদনা। আঁচিল সমূহ)।

এছাড়াও হাঁপানীতে এস্‌ভ্যাক্সীন।

অকজ্যালিকাম অ্যাসিডাম

OXALICUM ACIDUM

সোরেন অ্যাসিড

যদিও কিছু কিছু অকজ্যালেট সজ্জির ভিতরে এবং মানব শরীর থেকে পাওয়া যায়, যদিও মূল অ্যাসিডটি মানুষের শরীরের অভ্যন্তরে বিষের মত কাজ করে, উৎপন্ন করে পাকাশয় অন্ত্রের প্রদাহ, গতি সম্পর্কিত স্নায়ুসমূহের পক্ষাঘাত, পতনাবস্থা, অচৈতণ্য অবস্থা এবং মৃত্যু।

এই ঔষধটি সুষম্নাকান্ডের উপর কাজ করে এবং মোটর স্নায়ুর পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে, ছোট-ছোট স্থানে বেদনা (ক্যালিবাই)। নড়াচড়ায় ও রোগের কথা চিন্তা করলে বৃদ্ধি পায়। মাঝে-মাঝে বেদনাকম পড়ে। বুক ও গলার আক্ষেপিক লক্ষণ সমূহ। **বামদিকের বাত**। স্নায়বিক দুর্বলতা। **টিউবার কিউলোসিস**।

মাথা — মাথায় উত্তাপের অনুভূতি। বিভ্রান্তি ও মাথা ঘোরা। মলত্যাগের সময় ও মলত্যাগের আগে মাথার যন্ত্রণা।

চোখ — চোখ গুলিতে তীব্র বেদনা ;মনে হয় যেন চোখ দুটি প্রসারিত হয়েছে। **অক্ষিপটের বোধাধিক্য**।

পাকস্থলী — পেটের উপরের অংশে তীব্র বেদনা, বায়ু নিঃসরনে উপশম। পাকস্থলীর শূলবেদনা, মুখ দিয়ে জল উঠে, পেটের উপরিভাগের নিম্নাংশে শীতলতার অনুভূতি। জ্বালাকর বেদনা, উপরের দিকে প্রসারিত হয়। সামান্য স্পর্শে তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। তিতো ও টক ঢেকুর রাত্রে বৃদ্ধি। কিছুতেই ষ্ট্রবেরি খেতে পারে না।

উদর — আহারের দুই ঘন্টা পরে, পেটের উপরের অংশে ও নাভি স্থানে তীব্র বেদনা, তৎসহ প্রচুর বায়ু সঞ্চয়। যকৃৎ স্থানে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, শূলবেদনা। উদরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে জ্বালা। কফি পানের পরে উদরাময়।

পুরুষের রোগ — **রেতোরজ্জুতে তীব্র স্নায়ুশূল**। অন্ডগুলি পেষন করা হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি ও ভারীবোধ। শুক্রাধারের প্রদাহ।

প্রস্রাব যন্ত্রসমূহ — বারে বারে ও প্রচুর পরিমানে প্রস্রাব। প্রস্রাব করার সময়, প্রস্রাব নলীতে জ্বালা করে ও লিঙ্গমুন্ডে বেদনা অনুভূত হয়। প্রস্রাবের কথা চিন্তা করলে অবশ্যই প্রস্রাব করতে বাধ্য হয়। প্রস্রাবে অকজ্যালেটের উপস্থিতি।

শ্বাসযন্ত্রসমূহ — স্নায়বিক স্বরভঙ্গ তৎসহ হৃদ্‌পিন্ডের বিকলতা (কোকা ; হাইড্রোসায়্যানিক অ্যাসিড)। গলা থেকে নীচের দিকে জ্বালাকর অনুভূতি। আক্ষেপিক শ্বাস-প্রশ্বাস, তৎসহ কণ্ঠনলী ও বুকে সঙ্কোচনের অনুভূতি। **স্বরভঙ্গ। বামদিকের ফুসফুস বেদনাপূর্ণ। স্বর লোপ**। স্বরতন্ত্রীর প্রসারক পেশীর পক্ষাঘাত। **শ্বাসকষ্ট ; ছোট ছোট, ঝাঁকুনিসহ প্রশ্বাস**। বাম দিকের ফুসফুসের **নিম্নাংশের ভিতর দিয়ে তীক্ষ্ণ বেদনা, বেদনা নীচের দিকে পেটের উপরের অংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়**।

হৃদ্‌পিন্ড — হৃদ্‌পিন্ডের **যান্ত্রিক** রোগজনিত কারনে হৃদ্‌কম্প ও শ্বাসকষ্ট ; রোগের কথা চিন্তা করলে বৃদ্ধি। নাড়ী ক্ষীণ। পর্যায়ক্রমে হৃদ্‌পিন্ডের লক্ষণসমূহ ও স্বরলোপ, **হৃদশূল ; হঠাৎ করে বামদিকের ফুসফুসে তীক্ষ্ণ, কেটে ফেলার মত** বেদনা দেখা দেয় এবং এর ফলে **শ্বাসরোধ হয়ে আসে।** হৃদ্‌পিন্ডের স্থানে বেদনা, যা বামদিকের কাঁধ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ধমনীর ভিতর দিয়ে প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহের স্বল্পতা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — অসাড়তা, **দুর্বল,** সুড়্‌সুড়্‌কর অনুভূতি। বেদনা শিরদাঁড়া থেকে শুরু হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়ে প্রসারিত হয়। টেনে ধরার মত ও **ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার মত তীব্র বেদনা,** অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়ে নীচের দিকে প্রসারিত হয়। **পিঠের বেদনা ;** অসাড়তা ; দুর্বল। অস্থিমজ্জার প্রদাহ। পেশীসমূহের ক্লান্তি। কব্জিগুলি বেদনাপূর্ণ, যেন মোচকিয়ে গিয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি (আন্‌মাস)। নিম্নাংঙ্গ নীলচে, শীতল, অনুভূতিহীণ। অসাড়তার অনুভূতি। শরীরের বিভিন্ন অংশে ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার মত অনুভূতি ; ঝাঁকুনির মত বেদনা।

চামড়া — অনুভূতি **প্রবণ, জ্বালা** ও টাটানি ব্যথা, দাড়ি কাটার পরে বৃদ্ধি ; চামড়া নানাবর্ণের দাগযুক্ত ও গোলাকার মার্বেলের মত দাগ দেখা যায়। সহজেই ঘাম হয়।

কমা-বাড়া — **বৃদ্ধি, বামদিকে ;** সামান্য স্পর্শে ; আলোতে ; দাড়ি কাটলে ; রাত্রি ৩টের সময় পাকস্থলী ও পেটের বেদনার জন্য ঘুম থেকে জেগে উঠে। নিজের **সম্বন্ধে চিন্তা করলে যাবতীয় কষ্ট বৃদ্ধি পায়।**

সম্বন্ধ-তুলনীয় — আর্সেনিক ; **কলচিকাম** ; আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম ; পিক্রিক অ্যাসিড।

সিসার অ্যারিটিনাম — চীক্‌-পী - (পাথুরী, জন্ডিস, যকৃৎ সম্বন্ধীয় উপসর্গ সমূহ ; প্রস্রাববর্দ্ধক)।

স্কোলোপেন্ড্রা — (পিঠে ও কোমরে তীব্র বেদনা, বেদনা নিম্নাংঙ্গে পর্যন্ত প্রসারিত হয় ; নির্দিষ্ট সময় অন্তরে লক্ষণসমূহ ফিরে আসে, মাথা থেকে শুরু হয়ে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত যায়। হৃদ্‌শূল। প্রদাহ, বেদনা ও পচন। পুঁজ যুক্ত উদ্ভেদ ও ফোঁড়া)।

লাইম ওয়াটার — অকজ্যালিক অ্যাসিডের বিষক্রিয়ার প্রভাব নষ্ট করে।

শক্তি — ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি।

অক্সিডেন্ড্রন - অ্যানড্রোমিডা আর্বোরিয়া

OXYDENDRON - ANDROMEDA ARBOREA — সোরেল ট্রী

এটি শোথাবস্থায় একটি ঔষধ — উদরী ও সর্বাঙ্গীণ শোথ। প্রস্রাব অবরুদ্ধ। যকৃৎ ধমনীর রক্ত সরবরাহের বিকলতা। প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। প্রস্রাব থলির পাথুরী। প্রস্রাব থলির গ্রীবাদেশের উপদাহ। প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট। অরিষ্ট।

তুলনীয় — সেরিফোলিয়াস (শোথ, ব্রাইটিস্‌ ডিজীজ, প্রস্রাব থলির প্রদাহ)।

অক্সিট্রপিস

OXYTROPIS লোকো-উইড্

স্নায়ুতন্ত্রের উপরে এই ঔষধের সুস্পষ্ট কাজ আছে। কম্পন, শূন্যতার অনুভূতি। পিছন দিকে হাঁটে। শিরদাঁড়ায় রক্তাধিক্য ও শিরদাঁড়ার পক্ষাঘাত। বেদনা হঠাৎ করে আসে এবং হঠাৎ করে চলে যায়। গোলাকার সঙ্কোচক পেশীর শিথিলতা। টলমল চলনভঙ্গী। প্রতিবর্ত ক্রিয়ার লোপ পাওয়া।

মন — একা থাকার ইচ্ছা। কাজ করতে অথবা কথা বলতে অনিচ্ছা। রোগের কথা চিন্তা করলে বৃদ্ধি (**অকজ্যালিক** অ্যাসিড)। **মানসিক অবসাদ**। মাথা ঘোরা (গ্র্যানেটাম)।

মাথা — মাথা ঘোরা। মাথায় পূর্নতা, উষ্ণতার অনুভূতি। মাতালের মত অনুভূতি, তৎসহ দৃষ্টি শক্তির লোপ। চোয়ালের অস্থি ও চর্ব্বণ পেশীর বেদনা। মুখ গহ্বর ও নাক শুষ্ক।

চোখ — দৃষ্টি অস্পষ্ট ; চোখের তারা সঙ্কুচিত ;আলোতে কোন প্রতিক্রিয়া করে না। চোখের স্নায়ুসমূহ ও পেশীসমূহের পক্ষাঘাত।

পাকস্থলী — ঢেকুর, তৎসহ শূলবেদনা। মল, মলদ্বার থেকে পিছলিয়ে বের হয়ে যায়, মল জেলির মত থক্‌থকে।

প্রস্রাব — প্রস্রাবের কথা চিন্তা করলেই, প্রস্রাবের বেগ উপস্থিত হয়। **প্রচুর প্রস্রাব**। বৃক্ক স্থানে বেদনা (বার্বারিস)।

পুরুষের রোগ — সঙ্গমেচ্ছার কোন প্রকার স্পৃহা থাকে না অথবা সঙ্গমেচ্ছার অক্ষমতা। অন্ডদ্বয়ে এবং রেতোরজ্জুতে বেদনা, এবং বেদনা নীচের দিকে উরুস্থান পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ — আল্‌নার স্নায়ু বরাবর বেদনা। শিরদাঁড়ার চারিপাশে অসাড়তার অনুভূতি। **টল্‌মল্ চলনভঙ্গী**। গতি বিষয়ে সামঞ্জসের অভাব। মালাই চাকি সংশ্লিষ্ট পেশীসমূহের প্রতিক্রিয়া শক্তির লোপ। বেদনা হঠাৎ করে আসে ও হঠাৎ করে চলে যায়, কিন্তু পেশী সমূহের টাটানি ব্যথা ও আড়ষ্টতা থেকে যায়।

ঘুম — অস্থিরতাপুর্ণ, ঝগড়া সংক্রান্ত স্বপ্নসমূহ।

কমা-বাড়া — **বৃদ্ধি**, লক্ষণের কথা চিন্তা করলে (মোনো ম্যানিয়্যাক্ প্রবণতা), একদিন পর পর বৃদ্ধি।

উপশম — ঘুমের পরে।

সম্বন্ধ-তুলনীয় — এষ্ট্রেগ্যালাস ; ল্যাথিরাস ; অক্‌জ্যালিক অ্যাসিড ; ব্যারাইটা ; লোলিয়াম।

শক্তি — ৩য় শক্তি ও উচ্চতর।

পিওনিয়া

PAEONIA **পিয়োনি**

সরলান্ত্র ও মলদ্বার সংক্রান্ত লক্ষণগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের নিম্নাংঙ্গে, পায়ে, পায়ের পাতায়, পায়ের আঙ্গুল সমূহে, এছাড়াও বুকে ও সরলান্ত্রে পুরাতন ক্ষত।

মাথা — মাথায় ও মুখমণ্ডলে রক্তোচ্ছ্বাস। স্নায়বিক। চলাফেরা করার সময়ে মাথাঘোরে। চোখের ভিতরে জ্বালা ও কানের ভিতরে ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়।

সরলান্ত্র— কামড়ায়, **মলদ্বারে চুলকানি**; মলদ্বারে ছিদ্রের স্ফীতি। মলত্যাগের পরে মলদ্বারে জ্বালা, এবং পরে শরীরের অভ্যন্তরে শীতবোধ। মলদ্বারে নলী ঘা, উদরাময়, তৎসহ মলদ্বারে, উদরাময়, তৎসহ মলদ্বারে জ্বালা ও শরীরের অভ্যন্তরে শীতবোধ। বেদনাপূর্ণ ক্ষত, মলদ্বার থেকে দুর্গন্ধযুক্ত স্র্যাব চুঁয়ে চুঁয়ে আসে। **অর্শ, চীর, মলদ্বারে ও মূলাধারে ক্ষত, ক্ষত বেগুনিবর্ণে, মামড়ি দ্বারা পূর্ণ**। প্রতিবার মলত্যাগ কালে ও মলত্যাগের পরে তীব্র বেদনা। হঠাৎ করে, আঠার লেইয়ের মত উদরাময়, তৎসহ তলপেটে অবসন্নতা।

বুক— বামদিকে বুকে খোঁচা মারার মত বেদনা। বুকের ভিতরে উত্তাপ। বুকের সামনে থেকে হৃদ্‌পিন্ডের ভিতর দিয়ে পিঠ পর্যন্ত মৃদু, তীরবিদ্ধবৎ বেদনা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—কব্জি ও হাতের আঙ্গুল সমূহে বেদনা;হাঁটুদুটি ও পায়ের আঙ্গুলগুলিতে বেদনা। পাগুলির দুর্বলতা, যার ফলে হাঁটা চলায় বাধা পড়ে।

ঘুম— ভীতিজনক স্বপ্নসমূহ, রাত্রে বোবায় ধরা।

চামড়া— অনুভূতি প্রবণ, বেদনাপূর্ণ। চঞ্চু অস্থির নিম্নাংশে ও ত্রিকাস্থির চারিপাশে ক্ষত সমূহ, শিরাস্ফীতি। **চাপ থেকে, শয্যাক্ষত প্রভৃতি থেকে সর্বাঙ্গীণ ক্ষত**। **চুলকানি, জ্বালা, অনেকটা** আমবাতের মত।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—হ্যামামেলিস, সাইলিসিয়া,

ইস্কিউলাস; র‍্যাটানহিয়া (মল দ্বারে তীব্র সঙ্কোচন, মল বলপূর্বক নির্গত হয়)।

দোষঘ্ন— র‍্যাটানহিয়া; এলো।

শক্তি— ৩য় শক্তি।

প্যালাডিয়াম

PALLADIUM **দি মেটাল**

এটি ডিম্বাশয়ের একটি ঔষধ বিশেষ, ঔষধটি পুরাতন ডিম্বাশয়ের লক্ষণ সমষ্টি সৃষ্টি করে। যত সময় পর্যন্ত ডিম্বাশয়ের মূলকোষ গুলি নষ্ট না হয়, তত সময় পর্যন্ত ঔষধটি কাজ করে। মল ও চামড়ার উপর কাজ করে। গতি সম্পর্কিত স্নায়ুর দুর্বলতা, পরিশ্রমে বিতৃষ্ণা।

মন— ক্রন্দনশীল মন। **বিলাপ করতে ভালোবাসে।** গর্বিত, **সহজেই বিরক্ত হয়।** তীব্র ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা। **লোকের সঙ্গে থাকলে ভালো মেজাজে থাকে।** এরপর খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং বেদনার বৃদ্ধি হয়।

মাথা— মাথা একবার সামনের দিকে ও একবার পিছন দিকে দুলছে। রগ ও পার্শ্ব কপালাস্থির স্নায়ুশূল তৎসহ কাঁধে বেদনা। **বেদনা মাথার উপর দিয়ে গিয়ে, কানের একদিক থেকে অপরদিক পর্যন্ত প্রসারিত হয়;** সান্ধ্যকালীণ ভোজের পরে বৃদ্ধি, তৎসহ উপদাহ ও টক ঢেকুর উঠে। গায়ের ত্বক ফ্যাকাশে বর্ণ।

উদর— নাভী থেকে বস্তিকোটর পর্যন্ত তীরবিদ্ধবৎ বেদনা। অন্ত্রের ভিতরে দংশনের মত অনুভূতি। অন্ত্র অবরুদ্ধ বলে মনে হয়। উদরের টাটানি ব্যথা, ডানদিকের কুঁচকির স্থানে স্ফীতি। পেট ফাঁপা।

স্ত্রীরোগ— জরায়ুর স্থানচ্যুতি ও জরায়ু পিছনের দিকে ঘুরে যায়। বস্তিকোটরীয় অন্ত্রাবরক ঝিল্লীর নাতি প্রবল প্রদাহ, তৎসহ ডানদিকের বেদনা ও পিঠের বেদনা;**অতিরজো**। জরায়ুতে কেটে ফেলার মত বেদনা, মলত্যাগের পরে উপশম। **ডানদিকের ডিম্বাশয়ের স্থানের স্ফিতি ও বেদনা।** বস্তিকোটরে তীরবিদ্ধ বৎ ও জ্বালাকর বেদনা এবং নীচের দিকে ঠেলা মারার মত অনুভূতি, জলে দিলে উপশম বোধ।নাভি থেকে স্তন পর্যন্ত টাটানি ব্যথা ও তীরবিদ্ধবৎ বেদনা। চক্চকে প্রদরস্রাব। শিশুকে স্তন্য দেবার সময় ঋতুস্রাব। ডানদিকের স্তন, স্তনবৃন্তের কাছে বেদনা। যেসকল স্ত্রীরোগের উৎপত্তি ডানদিকের ডিম্বাশয়, সেই সকল রোগে এই ঔষধটি নির্দেশিত হয়। জরায়ুর স্থানচ্যুতি, ও জরায়ুর পিছনের দিকে ঘুরে যাওয়া, বস্তিকোটরীয় অন্ত্রাবরক ঝিল্লীর নাতিপ্রবল প্রদাহ। এই জাতীয় স্ত্রীরোগে আনুষঙ্গিক লক্ষণগুলি হল গৌণ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—চুলকানি। কোমর প্রদেশে ক্লান্তির অনুভূতি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্থান পরিবর্তনশীল স্নায়বিক বেদনা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভারীবোধও ক্লান্তির অনুভূতি পায়ের আঙ্গুলগুলি থেকে নিজস্বপ্রদেশ পর্যন্ত টেনে ধরার মত বেদনা। ডানদিকের কাঁধে বাতজনিত বেদনা; ডানদিকের নিজস্ব প্রদেশে বেদনা। সায়েটিকা।

সম্বন্ধ— পরিপূরক— প্ল্যাটিনা।

তুলনীয়—আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম, হেলোনিয়াস লিলিয়াম টাইগ্রিনাম, এপিল মেল।

শক্তি— ৬ষ্ঠ থেকে ৩০ শক্তি।

প্যারাফিন

PARAFFINE **পিউরিফায়েড প্যারাফিন**

জরায়ুর উপসর্গসমূহে এটি একটি মূল্যবান ঔষধ বিশেষ। বিশেষ করে কোষ্ঠকাঠিণ্যের ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী। ছুরি দিয়ে বিদ্ধ করার মত বেদনা। বেদনা শরীরের একস্থান থেকে অপর স্থানে প্রসারিত হয় এবং এই জাতীয় বেদনা পর্যায়ক্রমে দেখা দেয়। পাকস্থলীর বেদনা, পর্যায়ক্রমে গলা ও মেরুদন্ডের বেদনা সঙ্গে প্রকাশিত হয়।

মাথা—মাথা ও মুখমণ্ডলের বামদিকের অংশে বেশী পীড়িত হয়;হুলবিদ্ধবৎ ও মোচড়ানো মত বেদনা। ব্রহ্মতালুর বামদিকে যেন একটি পেরেক ফোঁটানো হচ্ছে, এই জাতীয় বেদনা বামদিকের কানের স্পন্দন।

চোখ—দৃষ্টি অস্বচ্ছ;চোখের সামনে কালো-কালো দাগ দেখে। চোখের পাতা লালচে। চোখের উপরে চর্বি রয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি।

মুখগহ্বর— দাঁতগুলিতে মোচড়ানবৎ ও ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা, বেদনা নিম্নচোয়াল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মুখগহ্বর লালায় পূর্ণ;মুখগহ্বর চট্‌চটে বলে মনে হয়;তিতো আস্বাদ।

পাকস্থলী—সকল সময়ে ক্ষুধার্ত। পাকস্থলীর উপর দিয়ে বেদনা। পাকস্থলীতে বেদনা তৎসহ পর্যায়ক্রমে গলা ও মেরুদন্ডে বেদনা, বেদনা বুক পর্যন্ত প্রসারিত হয় তৎসহ ঢেকুর তোলা। পেটের বামদিকের উপরের অংশে একভাবে থাকা বেদনা, যেন মনে হয় ঐ অংশটি মোচড়ান হচ্ছে। হৃদকম্প, তৎসহ পাকস্থলীর বেদনা।

উদর—পেটের নিম্নাংশে বা তলপেটে বেদনা, বেদনা যৌনাঙ্গ, সরলান্ত্র ও চঞ্চুঅস্থি পর্যন্ত প্রসারিত হয়;বসে থাকলে উপশম।

সরলান্ত্র— বারে বারে মলত্যাগের ইচ্ছা। শিশুদের দুর্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিণ্য (এলুমিনা, নিকট্যাস্থেস)। পুরাতন কোষ্ঠকাঠিণ্য, তৎসহ অর্শ এবং অবিরাম নিষ্ফল মলত্যাগের ইচ্ছা।

স্ত্রীরোগ—মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে, কালোবর্ণের এবং পরিমানে প্রচুর। দুধের মত সাদা প্রদর স্রাব। স্তন বৃন্ত স্পর্শ করলেই বেদনা অনুভূত হয়, যেন মনে হয় ভিতরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। কামাদ্রির উপর ছুরি দিয়ে আঘাত করার মত বেদনা হয়। প্রস্রাব প্রচণ্ড গরম, তৎসহ যোনিকপাটে জ্বালাকর অনুভূতি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—মেরুদন্ডের ভিতর বেদনা, সিঁড়ি দিয়ে উপরের দিকে উঠার সময়ে এই বেদনা কুঁচকিও উভয় দিকের কোমর প্রদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সমগ্র সান্ধিস্থানগুলিতে বিদ্যুতের মত ধাক্কার অনুভূতি।

পায়ের ডিমগুলিতে মোচড়ে দেবার মত বেদনা হয়। বেদনা পায়ের আঙ্গুলগুলি ও সন্ধিস্থান সমূহে প্রসারিত হয়। পায়ের পাতাদ্বর স্ফীত তৎসহ পায়ের গোড়ালিও পায়ের তলায় ছিদ্র করার মত অনুভূতি।

চামড়া— আগুনে পোড়া, এমনকি তৃতীয় দশার, তৎসহ রক্তদুটি বা সেপ্‌সিস ও পচন। বিশুদ্ধ জলে ধুয়ে নিয়ে ঐ স্থানটি শুকিয়ে নিয়ে, এখানে প্যারাফিন স্প্রে করা হয় এবং স্থানটি পাতলা তুলার আবরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। বরফের দ্বারা আক্রান্ত হলেও এই ঔষধটি প্রযোজ্য।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ন্যাপথেলিন, পেট্রোলিয়াম, ক্রিয়োজট, ইউপিয়ন।

শক্তি— নিম্নশক্তি ও ৩০ শক্তি প্রযোজ্য।

প্যারিরা ব্রেভা-কন্ড্রডেনড্রন টোমেন্টোসাম

PAREIRA BRAVA-CHONDRODENDRON TOMENTOSUM ভার্জিন-ভাইন

এই ঔষধের প্রস্রাব সংক্রান্ত লক্ষণাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৃক্কের শূলবেদনা, প্রস্টেটগ্রন্থির উপসর্গসমূহ, এবং প্রস্রাবথলির প্রদাহজনিত রোগে ঔষধটি উপকারী। প্রস্রাব থলি যেন ফুলে রয়েছে। এই জাতীয় অনুভূতি, তৎসহ বেদনা। বেদনা নীচের দিকে উরু পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

প্রস্রাব যন্ত্রসমূহ—কালো, রক্তমিশ্রিত, গাঢ় শ্লেষ্মাযুক্ত প্রস্রাব। **অবিরাম বেগ, প্রস্রাবের করার সময় প্রচন্ড কোঁথ দিতে হয়। প্রস্রাব করার চেষ্টা করলে, বেদনা নীচের দিকে উরু পর্যন্ত প্রসারিত হয়।** কেবলমাত্র হাঁটু ভাঁজ করে বসে, মাথাটি মেঝের উপর শক্ত করে চেপে ধরার পরে, রোগী প্রস্রাব করতে সক্ষম হয়। প্রস্রাব থলি যেন স্ফীত, এই জাতীয় অনুভূতি এবং হাঁটুর সামনের অংশে স্নায়ুশূল (স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া)। প্রস্রাব করার পরে ফোঁটা ফোঁটা করে প্রস্রাব পরে (সেলেনিয়াম)। **লিঙ্গমুন্ডে তীব্র বেদনা।** প্রস্রাব নলী বরাবর চুলকানি; প্রস্রাবনলীর প্রদাহ, তৎসহ প্রস্টেটগ্রন্থির গোলযোগ সমূহ। প্রস্রাবনলীর প্রদাহ, মূত্রনলী উপাস্থির মত শক্ত হয়ে যায়।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—প্যারিটেরিয়া (বৃক্ক পাথুরী, রাত্রে বোবায় ধরা);

চিম্যাফিলা— (প্রস্রাব থলির প্রদাহের পরে পুরাতন প্রদাহজনিত রক্তসঞ্চয়, প্রস্টেট গ্রন্থির তরুন প্রদাহ; বসে থাকার সময় মূলধারে একটি মল রয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি);

ফ্যাবিয়ানা (মূত্রকৃচ্ছতা, গনোরিয়া রোগের পরবর্তী উপসর্গসমূহ, পাথুরী, প্রস্রাব থলির প্রদাহ; ইউভা, হাইড্র্যাঞ্জিয়া, বার্বারিস, ওসিমাম ক্যানাম, হেডিয়োমা

শক্তি—অরিষ্ট, থেকে ৩য় শক্তি

প্যারিস কোয়াড্রিফোলিয়া

PARIS QUADRIFOLIA ওয়ান বেরী

এই ঔষধের মাথার লক্ষণাবলী অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং তা বারে বারে প্রমানিত হয়েছে। প্রসারনের অনুভূতি এবং এই কারনে টানভাব। শরীরের ডানদিকে ঠাণ্ডায় অনুভূতি, বামদিক উত্তপ্ত। সর্দ্দিজ উপসর্গসমূহ, নাকের গোড়ার অংশে অবরুদ্ধতার অনুভূতি। স্পর্শানুভূতির বিফলতা।

মন—কাল্পনিক দুর্গন্ধ। বৃহদাকারের অনুভূতি। অতিভাষী বাচাল, উৎফুল্ল।

মাথা—মাথার খুলির চামড়া সঙ্কুচিত এবং মাথার খুলির অস্থিগুলিতে চেঁচে ফেলার অনুভূতি; মাথার সর্বোচ্চ অংশে টাটানি ব্যথা; কিছুতে মাথার চুল আঁচড়াতে পারে না। কন্‌কনানি, অনেকটা **একটিদড়ির সাহায্যে চোখ থেকে মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত টানা হচ্ছে,** এই জাতীয় অনুভূতি। মাথার পিছনের অংশে বেদনা, তৎসহ ভারবোধ। মাথাটি অত্যন্ত বড়ো বলে মনে হয়, প্রসারিত। মাথার খুলির চামড়ার অনুভূতি প্রবনতা। মাথার বামদিকের অংশে অসাড়তার অনুভূতি।

চোখ—চোখের ভ্রু দুটির উপসর্গসমূহ। চোখ দুটিতে ভারবোধ, যেন চোখ দুর্বল ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসছে এই জাতীয় অনুভূতি; **চোখের তারাগুলির ভিতর দিয়ে একটি দড়ি টানা রয়েছে, এই জাতীয় অনুভূতি।** প্রসারিত এতটাই যে, চোখের পাতাগুলি সমগ্র চোখ ঢাকতে পারে না।

মুখমণ্ডল— স্নায়ুশূল, বামদিকের চোয়াল অস্থির ভিতরে উত্তপ্ত সূচীবিদ্ধবৎ অনুভূতি, এর ফলে অস্থিটি অত্যন্ত টাটিয়ে থাকে। অস্থিময় গহ্বরের প্রদাহ এবং এই সঙ্গে সামান্য মাত্রায় চোখের উপসর্গসমূহ বর্তমান থাকে, এই জাতীয় ক্ষেত্রে এই ঔষধটি লক্ষনের উপশম করে থাকে।

মুখগহ্বর—**ঘুম থেকে উঠার সময় জিহ্বার শুষ্কতা** জিহ্বা সাদালেপযুক্ত, **তৃষ্ণাহীণতা,** তৎসহ মুখের আস্বাদ তিতো অথবা আস্বাদ গ্রহণের ক্ষমতার কমে যাওয়া।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— নাকের মুলদেশে অবরুদ্ধতা ও পূর্ণতার অনুভূতি। নির্দিষ্ট সময় অন্তর, বেদনাহীণ, **স্বরভঙ্গ**। শ্বাসনলীর ভিতরে গন্ধকের বাষ্প গেলে যে জাতীয় কাশি হয়, সেই জাতীয় কাশি। অবিরাম গলা খাঁকার দিতে হয় কারণ কণ্ঠনলী ও শ্বাসনলীতে চট্‌চটেও সবুজ শ্লেষ্মা জমা থাকে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—**ভারী বোধ ও ক্লান্তিবোধ ঘাড়ের গ্রীবাদেশে** ও দুইদিকের কাঁধে। বামদিকের পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী অংশ থেকে স্নায়ুশূলের শুরু এবং এই স্নায়ুশূল বাম বাহু পর্যন্ত প্রসারিত হয়। বাহু আড়ষ্ট ও হাতের আঙ্গুলগুলি শক্ত ও আড়ষ্ট। চঞ্চুঅস্থি স্থানে স্নায়ুশূল। বসে থাকার সময়ে, চঞ্চু অস্থি স্থানে দপ্‌দপ্‌কর অনুভূতি, খোঁচামারার মত অনুভূতি। **হাতের আঙ্গুলগুলিতে প্রায়ই অসাড়তার অনুভূতি।** শরীরের উপরিভাগের অঙ্গসমূহের অসাড়তা। সকল **কিছুই খসখসে বলে মনে হয়।**

সম্বন্ধ—তুলনীয়—**প্যাস্টিনেসিয়া**—(বাচালতা;সকম্পপ্রলাপ বকা;দৃষ্টি সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা, দুধ সহ্য করতে পারে না, সরাসরি এই উদ্ভিদের গোড়া বা শিকড় জলে সিদ্ধ করে অথবা উভয়ভাবে অথবা স্যালাড হিসাবে ক্ষয়রোগ ও বৃক্কপাথুরীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়),**সাইলেসিয়া, ক্যাল্কেরিয়া, নাক্স, রাসটক্স।**

প্রতিবন্ধক— **ফেরাম ফস।**

দোষঘ্ন—**কফিয়া।**

শক্তি—৩য় শক্তি।

পার্থেনিয়াম—এসকোবা অ্যামারগো

PARTHENIUM-ESCOBA AMARGO **বিটার-ক্রম্‌**

সকল প্রকার জ্বর, বিশেষ করে ম্যালেরিয়া জ্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিউবা দেশীয় একটি ঔষধ বিশেষ। **স্তনের দুধ বেশী পরিমাণে নির্গত হয়।** রজঃলোপও সর্বাঙ্গীণ দুর্বলতা। পর্যায়ক্রমে সশব্দে শ্বাস ও শ্বাসের বিরতি। কুইনাইন ব্যবহারের পরে।

মাথা—কন্‌কনানি, নাক পর্যন্ত প্রসারিত হয়, নাক স্ফীত বলে মনে হয়, কপালের উচ্চাংশে বেদনা। চোখ গুলিতে ভারবোধ; চোখের তারায় কন্‌কনানি। কানের ভিতরে ঘন্টা ধ্বনি। নাকের

মূলদেশে বেদনা, স্ফীতির অনুভূতি। দাঁতগুলিতে কন্‌কনে বেদনা। দাঁতগুলির ভিতরে শিরশির কর অনুভূতি; দাঁতগুলি অতিরিক্ত বৃহৎ বলে মনে হয়। কানের ভিতরে টুনটুন শব্দ হয় ও বেদনা।

উদর—পেটের বামদিকের উপরের অংশে বেদনা। প্লীহায় উপসর্গ সমূহ।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, ঘুমের পরে, হঠাৎ নড়াচড়ায়।

উপশম— ঘুম থেকে উঠার পরে এবং ঘুরে বেড়ালে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—চায়না, সিয়েনোথাস, হেলিয়্যান্থাস।

প্যাসিফ্লোরা ইন্‌কান্যাটা

PASSIFLORA INCARNATA প্যাশন ফ্লাওয়ার

এটি একটি কার্যকরী আক্ষেপ নাশক ঔষধ বিশেষ। হুপিং কাশি। আফিং খাবার অভ্যাস। সকম্প প্রলাপ। শিশুদের তড়কা, স্নায়ুশূল। স্নায়ুমণ্ডলের ভিতরে শান্তি নিয়ে আসার ক্ষমতা এই ঔষধের আছে। অনিদ্রা, স্বাভাবিক নিদ্রা উৎপন্ন করে, এর ফলে মস্তিষ্কের কাজের উপরে কোন গোলযোগ দেখা দেয় না। শিশুদের স্নায়ুঘটিত রোগসমূহ, কৃমিজনিত-জ্বর, দন্তোদগম, আক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কার। হিস্টিরিয়া, প্রসবান্তিক আক্ষেপ। বেদনাপূর্ণ উদরাময়। তরুণ মানসিক বিকার। সাধারণত পেশীসমূহের দুর্বলতা বর্তমান থাকে। হাঁপানী, ১০ থেকে ৩০ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিবার ১০ মিনিট অন্তর কয়েকবার প্রযোজ্য। ইরিসিপেলাসের ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে প্রযোজ্য।

মাথা—মাথার ভিতরে তীব্র কনকনানি, যেন মনে হয় মাথার উপরের অংশ খুলে পড়বে—চোখ দুটি মনে হয় ভিতর থেকে বাইরের দিকে ঠেলে আসছে।

পাকস্থলী— সীসার মত ভারী বলে মনে হয়, ভোজনের পরে অথবা দুটি ভোজনের মধ্যবর্তী সময়ে পাকস্থলীতে মৃতের মত অনুভূতি, পেটফাঁপা ও টক ঢেকুর উঠা।

ঘুম— অস্থির ও জাগরিত অবস্থা, সাধারণতঃ ক্লান্তি থেকে এই আস্থা দেখা দেয়া। বিশেষ করে দুর্বল। শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এই আস্থা দেখা যায়। মানসিকভাবে উদ্বেগ ও অতি পরিশ্রম, তৎসহ আক্ষেপিক প্রবণতাযুক্ত শিশুও বৃদ্ধদের অনিদ্রা, রাত্রিকালীন কাশি।

শক্তি— অধিক মাত্রায় অরিষ্ট প্রয়োজন হয়-৩০ থেকে ৬০ ফোঁটা মাত্রায়, বেশ কয়েকবার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়।

পল্লিনিয়া সর্বিলিস

PAULLINIA SORBILIS গিউয়্যার‍্যাণ

এই ঔষধে প্রচুর মাত্রায় ক্যাফিন থাকে, এই কারণে এই ঔষধটি কিছু কিছু ধরণের উৎকট আধকপালে রোগে ভালো কাজ করে।

মাথা— বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত উত্তেজনা। যে সকল ব্যক্তিরা অতিরিক্ত চা ও কফি পান করার ফলে মারাত্মক ধরণের আধকপালে রোগে কষ্ট পায়, তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মদ্যপানের পরে দপ্‌দপ্‌কর মাথার যন্ত্রনা।

অন্ত্র—মল প্রচুর, রক্তমিশ্রিত, উজ্জ্বল সবুজবর্ণের, মলের সঙ্গে ফালি ফালি পদার্থ মিশ্রিত থাকে; গন্ধহীণ মল। শিশুদের কলেরা।

চামড়া—রগে ও বাহুগুলিতে বিভিন্ন ধরনের ছোপ। আমবাত। (ডালকামরা, এপিস, ক্রোর‍্যাল)।

ঘুম— নিয়ন্ত্রনহীণ ঝিমুনি এবং মাথায় ভারীবোধ তৎসহ আহারের পরে মুখমণ্ডলের আরক্ততা।

শক্তি— স্থুলমাত্রায় প্রযোজ্য ১৫ থেকে ৬০ গ্রেন বিচূর্ণ।

পেন্থোরাম

PENTHORUM ভার্জিনিয়া স্টোনক্যাপ্‌

সর্দির ক্ষেত্রে উপযোগী একটি ঔষধবিশেষ, তৎসহ নাকের ভিতরে হাজাকর ও ভিজে ভাব। গলার ভিতরে হাজাকর অনুভূতি। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পুরাতন গোলযোগসমূহ, তৎসহ উপদাহ। নাকের পিছনের অংশের পুরাতন সর্দি, গলবিলের পুরাতন প্রদাহ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে বেগুনিবর্ণের ও শিথিল। নাকের পিছনের অংশে ভিজাভাব ও হাজাকর অনুভূতি, নাকে ও কানের ভিতরে পূর্ণতার অনুভূতি। স্বরলোপ, স্বরভঙ্গ, ও স্বরতন্ত্রীর শিথিলতা। মলদ্বারে চুলকানি ও সরলান্ত্রে জ্বালাকর অনুভূতি। গলবিল ও কর্ণনলীর উপসর্গসমূহ।

নাক— অবিরাম নাকের ভিতরে ভিজাভাব, বহুবার নাক ঝাড়ার পরে এই জাতীয় অনুভূতি কমে না। নাসিকা স্রাব গাঢ়, পুঁজের মত, তৎসহ রক্তের ছিটযুক্ত। বয়ঃসন্ধিকালে নাকের পিছনের অংশের সর্দ্দিজ প্রদাহ।

শক্তি— এই ঔষধটি তেমন বেশী কার্যকরী নয় এবং খুব ভালো কাজ করে পুরাতন উপসর্গ সমূহে, কিছু কালের জন্য ঔষধটি একটানা ব্যবহার করা প্রয়োজন। নিম্নশক্তি প্রযোজ্য।

সম্বন্ধ—**তুলনীয়**—পেন্থোরামের পরে প্রায়ই **পালসেটিলা** কার্যকরী হয়, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, হাইড্রাস্টিস।

পার্টুসিন

PERTUSSIN ককিউলিডিসিন

হুপিং কাশির ক্ষেত্রে ভাইরাসযুক্ত চব্‌চবে ও দড়ির মত শ্লেষ্মা থেকে এই ঔষধটি প্রস্তুত হয়। হুপিং কাশি ও অন্যান্যা প্রকারের আক্ষেপিক কাশির চিকিৎসার জন্য জন. এইচ. ক্লার্ক ঔষধটি তৈরী করেছেন।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ড্রসেরা; কোরালিয়াম, কিউপ্রাম, ন্যাপ্থেলিন, মেফাইটিস, প্যাসিফ্লোরা, কোকাস, ক্যাকটাই, ম্যাগ্নেসিয়া ফস।

শক্তি—৩০ শক্তি।

পেট্রোলিয়াম

PETROLEUM **ক্রুড্ রক্ অয়েল**

গন্ডমালা ধাতুদোষ, বিশেষ করে কালো রঙের ব্যক্তি, যারা খুব সহজেই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ, পাকাশয়ের অম্ল ও চর্মের উদ্ভেদ জাতীয় উপসর্গ সমূহে কষ্ট পায়। এই ঔষধের চর্মের লক্ষণগুলি খুবই সুস্পষ্ট, ঘর্মগ্রন্থি ও তৈল গ্রন্থির উপর কাজ করে। শীতকালে রোগগুলি বৃদ্ধি পায়। মোটরগাড়ী, জাহাজ প্রভৃতিতে চড়ার পরে রোগ সমূহ দেখা দেয়;দীর্ঘদিনে পাকাশয়িক ও ফুসফুসের পীড়াসমূহ, পুরাতন উদরাময়। দীর্ঘদিনের উপসর্গ সমূহের পরে মানসিক লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় যথা ভীতি, বিরক্তি প্রভৃতি। তরুণী স্ত্রীলোকেদের হরিৎ পাণ্ডুরোগ, তৎসহ পাকস্থলীর ক্ষত থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে।

মন—মানসিক আবেগ থেকে রোগ লক্ষনের সুস্পষ্ট বৃদ্ধি। রাস্তায় চলার সময়ে রোগী পথ হারিয়ে ফেলে। রোগী মনে করে তার নিজের দুটি সত্তা রয়েছে অথবা যেন কেউ তার পাশে শুয়ে রয়েছে। রোগী মনে করে মৃত্যু নিকটবর্তী এবং এই রোগী দ্রুততার সঙ্গে তার সমস্ত কাজকর্ম শেষ করতে চায়। খিটখিটে, সহজেই বিরক্ত হয়, সকল কাজেই বিরক্তি। স্ফূর্তিহীণ, তৎসহ ক্ষীণদৃষ্টি।

মাথা—অত্যন্ত অনুভূতিযুক্ত, রোগীর মনে হয় তার মাথার উপর দিয়ে ঠান্ডা বাতাস বয়ে চলেছে। অসাড়তার অনুভূতি, যেন কাঠ দিয়ে তৈরী, মাথার পিছনের অংশে ভারীবোধ, সীসার ন্যায় ভারী, (ওপিয়াম)। উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘোরে মাথা ঘোরা মাথার পিছনের অংশে বেশী অনুভূতি হয়, অনেকটা মাতালের ন্যায় অথবা সামুদ্রিক অসুস্থতার মত অবস্থা হয়। মাথার চামড়ার উপরে আর্দ্র উদ্ভেদ সমূহ; পিঠে এবং কানগুলিতে বেশী হয়। মাথার চামড়া স্পর্শকাতর, এর পরে অসাড়তা দেখা দেয়। মাথার বেদনা, রোগী দুইদিকের রগ ধরে থাকে উপসমের জন্য;কাশির সময় মাথায় ধাক্কা লেগে মাথার বেদনা, এই ক্ষেত্রে ৩০ শক্তি প্রযোজ্য।

চোখ—চোখের পাতার চুলগুলি পড়ে যায়। দৃষ্টি অস্বচ্ছ;দূরের বস্তু ভালো দেখে;চশমা ছাড়া ছোট ছোট অক্ষরগুলি পড়তে পারে না;অশ্রুস্রাবী গ্রন্থি থেকে শ্লেষ্মা নিঃসরণ। চোখের কোন গুলি ফাটা। চোখের চারিপাশ শুষ্ক ও মামড়ী যুক্ত।

কান—শব্দ অসহ্য, বিশেষ করে যখন বহুলোক এক সঙ্গে কাজ করে। কানের ভিতরে ও কানের মধ্যে একজিমা, ছাল উঠা প্রভৃতি তৎসহ তীব্র চুলকানি। আক্রান্ত অংশ স্পর্শকাতর। কানের ছিদ্রে ফাটা। শুষ্ক সর্দ্দি, তৎসহ বধিরতা ও কানের ভিতরে শব্দ। কানের ভিতরে ঘন্টা ধবনি ও কট্‌কট্ শব্দ হয় কর্ণনলির পুরাতন প্রদাহ। কানে শোনার ক্ষমতা কমে যায়।

নাক—নাসারন্ধ্র ক্ষতযুক্ত, ফাটাযুক্ত, জ্বালা করে; নাকের অগ্রভাগ চুলকায়। নাক থেকে রক্ত পড়ে। নাকে পচাক্ষত তৎসহ মামড়ী পড়ে এবং শ্লেষ্মা পুঁজযুক্ত স্রাব।

মুখমণ্ডল— শুষ্ক, সংকীর্ণতার অনুভূতি, মনে হয় যেন অ্যালবিউমিন দিয়ে ঢাকা রয়েছে।

পাকস্থলী— গলা বুক জ্বালা, উত্তপ্ত, তীব্র টকগন্ধযুক্ত ঢেকুর। উদর স্ফীতি। পাকস্থলীর ভিতরে প্রচণ্ড **শূন্যতার অনুভূতি**। চর্বিজাতীয় খাদ্য ও মাংসে তীব্র বিরক্তি, বাঁধাকপি খেলে বৃদ্ধি।

মলত্যাগের **পরেই, ক্ষুধার্ত। বমি-বমিভাব, তৎসহ মুখগহ্বরে জল জমা হয়।** পাকস্থলী যখন খালি থাকে, সেই সময় পাকস্থলীর ভিতরে শূল বেদনা;অবিরাম আহারে উপশম (**এনাকার্ডিয়াম; সিপিয়া**)। প্রচন্ড **ক্ষুধা**। রাত্রে ঘুম থেকে উঠে পড়ে এবং আহার করতে বাধ্য হয় (**সোরিনাম**)। রসুনের গন্ধ।

উদর— কেবলমাত্র দিনের বেলায় উদরাময়, জলের মত, হুস হুস করে মল বের হয়ে থাকে এবং **মলদ্বারে চুলকায়।** বাঁধাকপি খাবার পরে উদরাময়, তৎসহ পাকস্থলীর ভিতরে শূন্যতার অনুভূতি।

পুরুষের রোগ—মূলাধারের দাদের ন্যায় উদ্ভেদ। প্রস্টেটগ্রন্থি প্রদাহিত ও স্ফীত। প্রস্রাবনলীর ভিতরে জ্বালা।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাবের পূর্বে, মাথার ভিতরে দপ্‌দপ্ কর অনুভূতি (**ক্রিয়োজোট**)। প্রদর স্রাব প্রচুর, অ্যালবিউমিনের মত (**এলুমিনা, বোরাক্স, বোভিস্টা, ক্যাল্কেরিয়া ফস**)। জননেন্দ্রিয় হাজাযুক্ত ও আর্দ্র। আর্দ্রতার অনুভূতি (**ইউপেটোরিয়াম পার্পিউরিয়াম**)। চুলকানি ও স্তনের বোঁটার উপরে ঘামাচির মত উদ্ভেদ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ স্বরভঙ্গ (**কার্বভেজ, কষ্টিকাম, ফসফরাস**)। শুষ্ক কাশি ও রাত্রে বুকের উপরে চাপবোধ। কাশির ফলে মাথার যন্ত্রনা দেখা দেয়। বুকের ভিতর চাপবোধ। ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি। রাত্রে শুষ্ক কাশি, কাশি বুকের নাভীর স্থান থেকে উঠে আসে। খুংড়ি কাশি ও কণ্ঠনলীর ডিফথিরিয়া।

হৃদপিন্ড— শীতলতার অনুভূতি (**কার্বো এনিম্যালিস, নেট্রাম মিউর**)। মূর্চ্ছা তৎসহ হঠাৎ উত্তেজনা, উত্তাপ ও হৃদ্‌কম্প।

পিঠ— ঘাড়ের গ্রীবাদেশে বেদনা, আড়ষ্টও বেদনাপূর্ণ। কোমরপ্রদেশের দুর্বলতা। চঞ্চু অস্থি স্থান বেদনাপূর্ণ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— মচকিয়ে যাওয়ার পুরাতন। বগলে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম। হাঁটুদুটি আড়ষ্ট। হাতের আঙ্গুলের ডগা প্রতিবার **শীতকালে খসখসে হয় ও ফেটে যায়।** হাঁটুর ভিতরে মচকিয়ে যাবার মত অনুভূতি। সন্ধিস্থান সমূহে কট্‌কট্ শব্দ হয়।

চামড়া— রাত্রে চুলকানি। শীতস্ফোটক, আর্দ্র, চুলকায় ও জ্বালাকরে। শয্যা-ক্ষত। চামড়া **শুষ্ক, সঙ্কুচিত, অত্যন্ত অনুভূতি প্রবন, খসখসে ও ফাটাসমূহ, চামড়ার মত।** হার্পিস। সামান্য আঁচড় লাগলেই চামড়ায় পুঁজোৎপত্তি (**হিপার**)। ছালউঠা। হাতগুলির সোরিয়্যাসিস। **পুরু, সবুজবর্ণের মামড়ি, জ্বালাকর ও চুলকায়; লালচে ভাব, হাজাকর, ফাটা স্থান থেকে সহজেই রক্তপাত হয়।** একজিমা। **চামড়ার ফাটাসমূহ শীতকালে বৃদ্ধি পায়।**

জ্বর— শীতভাব, এর পরে ঘাম দেখা দেয়। আগুনের হল্কা বেরিয়ে থাকে, বিশেষ **করে মুখমন্ডলও মাথা থেকে, রাত্রে বৃদ্ধি। পায়ের** পাতায় ও বগলে ঘাম।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি-ভিজে-আর্দ্র আবহাওয়া, বজ্রপাতসহ ঝড়-বৃষ্টির আগে ও পরে, মোটর গাড়ীতে চড়লে, নিষ্ক্রিয়গতিতে, শীতকালে, আহারে, মানসিক উদ্বেগে।

উপশম— উষ্ণ বাতাসে, মাথা উঁচু করে রেখে শুলে, শুষ্ক আবহাওয়ায়।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—কার্বোভেজ, গ্র্যাফাইটিস, সালফার, ফসফরাস।

পরিপূরক— সিপিয়া।

দোষঘ্ন—নাক্সভমিকা, ককিউলাস।

শক্তি—৩য় থেকে ৩০ শক্তি এবং উচ্চতর। স্থূল মাত্রায় তুলনায় ভালো কাজ করে।

পেট্রোসেলিনাম

PETROSELINUM পার্সলে

এই ঔষধের প্রস্রাব সংক্রান্ত লক্ষণগুলিই হল, এই ঔষধ নির্বাচনের পথ প্রদর্শক লক্ষণ বিশেষ। **অর্শ, তৎসহ তীব্র চুলকানি।**

প্রস্রাব যন্ত্রসমূহ—মূলাধার থেকে শুরু হয়ে সমগ্র প্রস্রাব নলীতে জ্বালা, সুড় সুড় কর অনুভূতি; **হঠাৎ করে প্রস্রাবের বেগ দেখা দেয়,** লিঙ্গমুন্ডের নলীর ভিতরে বারে বারে, তীব্র, কমোত্তেজক সুড়সুড়ি। গনোরিয়া, **হঠাৎ করে, ধরে রাখলে পারে না, এই জাতীয় তীব্র প্রস্রাবের বেগ;** প্রস্রাব নলীর গভীর স্থানে তীব্র কামড়ানি, চুলকানি, দুধের মত স্রাব।

পাকস্থলী—তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত, কিন্তু আহার বা পান করা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে আহার বা পান করার ইচ্ছা চলে যায়।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ক্যান্থারিস, সার্সাপ্যারিলা, ক্যানারিস, মার্কিউরিয়াস।

শক্তি— ১ম থেকে ৩য় শক্তি।

ফেজিয়োলাস

PHASEOLUS ডায়্যার্ফ-বীন

এই ঔষধের হৃদ্‌পিন্ডের লক্ষণাবলী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ডায়েবিটিস।

মাথা— মস্তিষ্কের পূর্ণতা হেতু প্রধানত মাথার কপাল অংশে ও চক্ষুকোটরের ভিতরে কন্‌কনানি, যেকোন প্রকার নড়াচড়ায় অথবা মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

চোখ—চোখের তারা প্রসারিত, আলোকে অনুভূতিহীন। চোখের তারা স্পর্শে বেদনাদায়ক।

বুক— শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ ও দীর্ঘশ্বাসের মত। নাড়ীর গতি দ্রুত। হৃদ্‌কম্প। হৃদ্‌পিন্ডের চারিপাশে অসুস্থতার অনুভূতি, তৎসহ নাড়ীদুর্বল। ডানদিকে পঞ্জরাস্থিগুলির ভিতরে টাটানি ব্যথা। বক্ষাবরক অথবা অন্ত্রাবরক ঝিল্লীর ভিতরে শোথজনিত রসসঞ্চয়।

প্রস্রাব যন্ত্রসমূহ— ডায়েবিটিস প্রস্রাব।

হৃদ্‌পিন্ড—ভীতিজনক হৃদ্‌স্পন্দন এবং মৃত্যু আসন্ন এই জাতীয় অনুভূতি।

সম্বন্ধ-তুলনীয়-ক্র্যাটেগাস, ল্যাকেসিস।

শক্তি—৬ষ্ঠ থেকে উচ্চতর। এইগুলির খোসারক্কাথ ডায়েবিটিস রোগে পানীয় হিসাবে ব্যবহার হয় কিন্তু সতর্ক থাকা প্রয়োজন যে এর ফলে তীব্র মাথার যন্ত্রণা হতে পারে।

ফেল্যান্ড্রিয়াম

PHELLANDRIUM ওয়াটার ড্রপওয়ার্ট

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের উপর এই ঔষধের লক্ষণাবলী অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে তা বারে বারে প্রমানিত হয়েছে। দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মা ও ক্ষয়রোগের কাশির ক্ষেত্রে এটি একটি অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ বিশেষ, এছাড়া ব্রঙ্কাইটিস ও এম্‌ফাইসিমার ক্ষেত্রে ও একইরকম কাজ করে। যক্ষ্মা, বিশেষ করে ফুসফুসের মাঝের খন্ড রোগাক্রান্ত হয়। সকল কিছুর আস্বাদ মিষ্ট লাগে। রক্তকাশি, ঘুষঘুসে জ্বর এবং এই কারণে উদরাময়।

মাথা—ব্রহ্মতালুর উপর ভারীবোধ; রগদুটির ভিতরেও চোখের উপরে কন্‌কনানি ও জ্বালাকর অনুভূতি।

ব্রহ্মতালুর ভিতরে ফেটে যাবার মত বেদনার অনুভূতি। শোবার সময় মাথা ঘোরে।

চোখ—চোখের পাতার স্নায়ুশূল; কোনভাবে চোখ ব্যবহারের চেষ্টা করা হলে বৃদ্ধি; চোখের ভিতরে জ্বালাকর অনুভূতি। অশ্রুস্রাব। কিছুতেই আলোক সহ্য করতে পারে না। মাথার বেদনা; চোখ পর্যন্ত প্রসারিত স্নায়ু সকল আক্রান্ত হয়।

স্ত্রীরোগ—দুর্গন্ধস্রাবী নলীর ভিতরে বেদনা; শিশুকে দুইবার স্তন্য দেবার, মলের সময়ে অসহ্য বেদনা। স্তনের বোঁটায় বেদনা।

বুক—বুকাস্থির নিকটবর্তী ডানদিকের বুকের ভিতর থেকে খোঁচা মারার মত বেদনা, বেদনা কাঁধের নিকটবর্তী অংশে পিঠ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। শ্বাসকষ্ট ও অবিরাম কাশি, খুব সকালে। কাশি, তৎসহ প্রচুর এবং দুর্গন্ধ যুক্ত শ্লেষ্মা স্রাব; রোগী উঠে বসতে বাধ্য হয়। স্বরভঙ্গ।

জ্বর—ঘুষঘুষে জ্বর, প্রচুর এবং দুর্বলকর ঘাম; সবিরাম জ্বর, তৎসহ বাহুদ্বয়ে বেদনা। অম্লজাতীয় বস্তুর প্রতি স্পৃহা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—হাঁটা চলা করার সময়ে ক্লান্তির অনুভূতি।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—কোনিয়াম, ফাইটোলক্কা; সাইলিসিয়া, এন্টিমোনিয়াম আয়োডেটাম।

শক্তি—অরিষ্ট থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি। যক্ষ্মা রোগের ক্ষেত্রে ৬ষ্ঠ শক্তির নীচে যেন প্রয়োগ করা না হয়।

ফস্‌ফরিকাম অ্যাসিডাম

PHOSPHORICUM ACIDUM — ফস্‌ফরিক অ্যাসিড

সাধারণ অ্যাসিড জাতীয় বস্তু খাবার ফলে যে জাতীয় কষ্ট প্রকাশ পায়, তা এই ঔষধের ভিতরে সুস্পষ্ট ভাবে বর্তমান থাকে। এই ঔষধটি এক প্রকার স্নায়বিক ক্লান্তি উৎপন্ন করে থাকে, প্রথমে মানসিক ক্লান্তি, পরে শারীরিক। যেসকল তরুন তরুনী খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং যারা শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই পরিশ্রান্ত, তাদের উপর ফস্‌ফরিক অ্যাসিড খুব ভালো কাজ করে। যে সময় মানুষের দেহ তন্ত্র সকল, কোন তরুণ রোগে আক্রান্ত হবার পরে বিপর্যস্ত অবস্থায় পৌঁছায়, এছাড়া অত্যাচার, দুঃখ, জৈবিক তরল পদার্থের অপচয় হেতু, যখনই শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয় অবস্থা দেখা দেয় সেই সময়ই এই ঔষধের কার্যকরী সময়। মুখে জল উঠে; পেটফাঁপা, উদরাময়, ডায়েবিটিস, রিকেট এবং অস্থি আবরক প্রদাহ। অস্ত্রোপচার করে অঙ্গ কেটে বাদ দেবার পরে ঐ স্থানে স্নায়বিক বেদনা। টাইফয়েড রোগে রক্ত স্রাব। ক্যানসার রোগের বেদনা কমাবার ক্ষেত্রে এই ঔষধ খুবই ভালো কাজ করে।

মন—অমনোযোগী। স্মৃতি শক্তি দুর্বল (এনাকার্ডিয়াম)। **সমবেদনাশূন্য, উদাসীণতা।** কিছুতেই তার চিন্তা সমুহ সংগ্রহ করতে পারে না অথবা সঠিক কথা খুঁজে পায় না। কোন কিছু বুঝতে কষ্ট হয়। দুঃখ এবং মানসিক আঘাতের কুফল। প্রলাপ, তৎসহ অতিরিক্ত মাত্রায় বিহ্বলতা। বদ্ধমূল হতাশা।

মাথা—ভারী; বিভ্রান্ত। মনে হয় যেন দুটি রগ একসঙ্গে পেষা হচ্ছে। **মাথা নাড়ালে অথবা শব্দে বৃদ্ধি। ফেটে যাবার মত মাথার বেদনা। মাথার উপর চাপবোধ।** জীবনের প্রথমভাগেই মাথার চুলগুলি ধূসর হয়ে যায়; চুল পড়ে যায়। সঙ্গমের পরে মৃদু মাথার বেদনা; চোখের পরিশ্রমের পরে মৃদু মাথার বেদনা (নেট্রাম মিউর)। **সন্ধ্যার দিকে মাথাঘোরা, যখন বসে থাকে অথবা হাঁটা চলা করে।** চুলগুলি পাতলা হয়ে যায় এবং অকালে চুলগুলি পেকে যায়।

চোখ— **চোখের চারিপাশে নীলবর্ণের গোলাকার দাগ।** চোখের পাতা প্রদাহিত ও ঠাণ্ডা। চোখের তারা প্রসারিত। চকচক্ করে। সূর্য্যালোকে বিরক্তি; রামধনুর মত রঙ সমুহ দেখতে পায়। **চোখ গুলি অতিরিক্ত বড়ো বলে মনে হয়। হস্তমৈথুনকারীদের দৃষ্টি অস্বচ্ছ।** চক্ষু সংক্রান্ত স্নায়ুর দুর্বলতা। **বেদনা, যেন মনে হয় চোখের তারাগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে খুব জোরে চেপে ধরা হয়েছে, এবং মাথার ভিতরেও চেপে ধরার অনুভূতি।**

কান—কানের ভিতরে গর্জন, তৎসহ শুনতে কষ্ট হয়। **শব্দ সহ্য করতে পারে না।**

নাক— নাক থেকে রক্ত পাত। **নাকের ভিতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খোঁটে চুলকানি।**

মুখগহ্বর—**ঠোঁটগুলি শুষ্ক, ফাটা।** মাঢ়ী থেকে রক্তস্রাব; মাঢ়ীগুলি দাঁত থেকে সরে যায়। **জিহ্বা স্ফীত, শুষ্ক, তৎসহ চটচটে, ফেনাযুক্ত শ্লেষ্মা। দাঁতগুলিতে শীতলতার অনুভূতি।** রাত্রে, অসাড়ে **জিহ্বা কামড়িয়ে ফেলে।**

মুখমন্ডল— ফ্যাকাশে, মাটির মত, শুষ্ক অ্যালবিউমিন লেগে থাকার জন্য যে জাতীয় টানভাব দেখা যায়, সেই জাতীয় টানভাবের অনুভূতি। **মুখমন্ডলের একদিকে শীতলতার অনুভূতি।**

পাকস্থলী—রস আছে এই জাতীয় বস্তুর প্রতিস্পৃহা। টক ঢেকুর। বমি-বমিভাব। টক খাদ্যবস্তু ও টক পানীয় খেয়ে সে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। আহারের পরে পাকস্থলীর ভিতরে ভারীবোধ ও নিদ্রালুতা ফেলট্যারী)। ঠাণ্ডা দুধ পানের জন্য তৃষ্ণা।

উদর—অন্ত্রের ভিতরের স্ফীতি ও গেঁজিয়ে উঠা। প্লীহার বিবৃদ্ধি (সিয়েনোথাস)। নাভিপ্রদেশে কন্‌কনাণি। পেটের ভিতরে জোরে জোরে শব্দ হয়।

মল—উদরাময়, সাদা, জলের মত, অসাড়ে বেদনাহীণ, তৎসহ প্রচুর বায়ু নিঃসরণ; তবে এই উদরাময়ের ফলে রোগী বিশেষভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। দুর্বল, রোগা, রিকেট রোগাগ্রস্ত শিশুদের উদরাময়।

প্রস্রাব—বারে বারে, প্রচুর, জলের মত, দুধের মত। ডায়েবিটিস। প্রস্রাবের আগে উদ্বেগ ও পরে জ্বালা। রাত্রে বারে বারে প্রস্রাবের বেগ। প্রস্রাবে ফসফেটের উপস্থিতি।

পুরুষের রোগ—রাত্রে ও মলত্যাগকালে বীর্যপাত। শুক্রাধারের প্রদাহ (অক্স্যালিক অ্যাসিড)। যৌনশক্তির অসম্পূর্ণতা; অন্ডদ্বয় স্পর্শকাতরও স্ফীত। সঙ্গমের সময় ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা (নাক্সভমিকা)। প্রস্টেট গ্রন্থি থেকে রস নিঃসরণ, এমনকি নরম মলত্যাগের সময়। অন্ডকোষে একজিমা। লিঙ্গাগ্রচর্মের শোথ এবং লিঙ্গ মুন্ডের স্ফীতি। দাদের মত উদ্ভেদ সমূহ। সাইকোটিক জাতীয় উপমাংংস (থুজা)।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে এবং প্রচুর, তৎসহ যকৃতে বেদনা। চুলকানি, ঋতুস্রাবের পরে হলুদবর্ণের প্রদর স্রাব। দুধ অল্প, স্তন্যপান করাতে করাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ—মস্তিষ্ক বিকারের পরে বুকের রোগ দেখা দেয়। স্বরভঙ্গ। বুকের ভিতরে সুড়সুড়ি থেকে শুষ্ক কাশির উদ্ভব। লবনাক্ত শ্লেষ্মা উঠে। কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস। কথা বলার সময় দুর্বলতার অনুভূতি। (স্ট্যানাম)। বৃক্কাস্থির পিছনের অংশে চাপবোধ। এর ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর হয়।

হৃদ্‌পিন্ড— যে সকল শিশুরা খুব দ্রুত বাড়ে তাদের হৃদ্‌কম্প, শোক দুঃখের পরে, হস্তমৈথুনের পরে। নাড়ী অনিয়মিমত, থেমে থেমে।

পিঠ— দুটি স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্তীস্থানে ছিদ্র করার মত বেদনা। পিঠে এবং অঙ্গসমূহে বেদনা, যেন মারা হয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—দুর্বল। সন্ধিসমূহে, অস্থিসমূহে ও অস্থি আবরকের ভিতরে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা। বাহুর উপরের অংশে ও কব্জিগুলিতে খিলধরা। প্রচন্ড দুর্বলতা। রাত্রে বেদনা, যেন মনে হয় অস্থিগুলি চাঁচা হচ্ছে। সহজেই হেঁটে যায় ও ভুল ভাবে পা ফেলে। চুলকানি, দুটি আঙ্গুলের মধ্যবর্তীস্থানে অথবা সন্ধির ভাঁজ হওয়া অংশে।

চামড়া—ফুস্কুড়ি সমূহ, ব্রণ, রক্তপূর্ণ স্ফোটক। ক্ষত, তৎসহ অতি দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ। জ্বালাকর লালচে উদ্ভেদ। শরীরের বিভিন্ন অংশে সুড় সুড় কর অনুভূতি। মাথায় চুল পড়ে যায় (নেট্রাম মিউর, সেলেনিয়াম)। জ্বরের পরে ফোঁড়া হবার প্রবণতা।

ঘুম—নিদ্রালুতা। কামুক স্বপ্নসমূহ তৎসহ বীর্যপাত।

জ্বর—শীতভাব। প্রচুর ঘাম রাত্রে ও সকালে। অল্প পরিমানে জ্বর, তৎসহ বোধ শক্তি নিস্তেজ ও আচ্ছন্ন অবস্থা।

কমা-বাড়া-উপশম, শরীর গরম রাখলে।

বৃদ্ধি— রোগীর সঙ্গে কেউ কথা বললে, এক্ষেত্রে রোগীর যে পরিশ্রম হয় তার ফলে;জৈবিক তরল পদার্থের অপচয় হেতু;অতিরিক্ত যৌনসম্ভোগ।

যে সকল কারনে রক্ত চলাচল ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়, সেই সকল কারনে রোগলক্ষণের বৃদ্ধি হয়।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—চায়না, নাক্সভমিকা, পিক্রিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, ফসফরাস।

দোষঘ্ন—কফিয়া।

শক্তি—১ম শক্তি।

ফসফরাস

PHOSPHORUS ফসফরাস

ফসফরাস শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপদাহ, অপকৃষ্ট পরিবর্তন ও প্রদাহের সৃষ্টি করে এবং রক্তাম্বুস্রাবী ঝিল্লী, সুষুম্নাকান্ডের ও স্নায়ু সমূহের প্রদাহ উৎপন্ন করে, এই কারনে পক্ষাঘাত, অস্থির ধ্বংস, বিশেষ করে নিম্নচোয়াল অস্থি ও টিবিয়া অস্থি ধ্বংস করে দেয়;এই ঔষধ রক্তকে বিকৃতকরে এবং এই কারণে রক্তবহানলীগুলির ভিতরে চর্বিসঞ্চিত হয় এবং শরীরের সকল কলা ও যন্ত্রে চর্বিসঞ্চিত হয় এবং এর ফলে রক্তস্রাবের প্রবণতা দেখা দেয় এবং জন্ডিস রোগ দেখা দেয়।

শরীরের সর্বাঙ্গীণ ধ্বংসের একটা চিত্র তুলে ধরে এই ঔষধ। যকৃতের হরিদ্রাবর্ণের শীর্ণতা এবং নাতি-প্রবণ যকৃৎ প্রদাহ। লম্বা, রোগা ব্যক্তি, সরু বক্ষ, তৎসহ পাতলা, স্বচ্ছ চামড়া, জৈবিক তরল পদার্থের অপচয় হেতু দুর্বলতা, তৎসহ প্রচন্ড স্নায়বিক দুর্বলতা, শীর্ণতা, প্রেমপ্রবল, এই অবস্থাগুলিই ফসফরাসের প্রকৃষ্টে চিত্র এই অবস্থাগুলির উপর ফসফরাসের বিশেষ কাজ আছে। বাইরের উত্তেজনায় অত্যন্ত অনুভূতি প্রবন যেমন আলো, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, বৈদ্যুতিক পরিবর্তন,বজ্রপাতসহ ঝড়-বৃষ্টি প্রভৃতি।

লক্ষণগুলির আকস্মিকতা, হঠাৎ করে দেখা দেওয়া দুর্বলতা, মূর্চ্ছা, ঘাম, তীরবিদ্ধবৎ বেদনা প্রভৃতি। রক্তে লোহিতকণিকার আধিক্য। তন্তুর ভিতরে রক্তক্ষারণ, চর্বি সঞ্চয় জনিত অপকৃষ্ট পরিবর্তন, যকৃতের শুকিয়ে যাওয়া, অস্থিক্ষত, এই সকল রোগাবস্থায় প্রায়ই ফসফরাসের প্রয়োজন হয়। পেশী কৃত্রিম বিবৃদ্ধি, স্নায়ু প্রদাহ। শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহের প্রদাহ। পক্ষাঘাত জনিত লক্ষণাবলী। আয়োডিন ও অতিরিক্ত পরিমানে লবন ব্যবহারের কুফল;বামদিকে শুলে বৃদ্ধি। সিফিলিস রোগের শেষাবস্থা, চামড়ার রোগসমূহ, ও স্নায়বিক ক্লান্তি। স্কার্ভি। পক্ষাঘাত সহ পেশী সমূহের কৃত্রিম বিবৃদ্ধি। গতি বৈষম্য ও জৈবিক শক্তির ক্ষীণতা। মেরুদন্ডের অস্থি ও মজ্জার প্রদাহ। অস্থির ভঙ্গুরতা

মন—প্রচন্ডভাবে মানসিক স্ফূর্তিহীণতা। সহজেই বিরক্ত হয়। ভীতি প্রবণ, রোগীর মনে হয় প্রতিটি কোন থেকে কিছু যেন বুকে হেঁটে বেরিয়ে আসছে। দিব্যদৃষ্টিযুক্ত অবস্থা। চমকিয়ে উঠার

প্রবণতা। বাইরের উত্তেজনায় অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবণ। স্মৃতিশক্তিহীণতা। উন্মাদ ব্যক্তিদের পক্ষাঘাত। মানসিক প্রফুল্লতা। একা থাকার সময় মৃত্যু ভয়। মস্তিষ্কে ক্লান্তির অনুভূতি। উন্মত্ততা, তৎসহ নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনা। উত্তেজনাপ্রবণ, উত্তেজনার ফলে শরীরের সর্বত্র তাপ উৎপন্ন হয়। অস্থিরতা ও চঞ্চলতা। স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অনুভূতির স্বল্পতা। হতাশ।

মাথা—উঠার পরে, বৃদ্ধব্যক্তিদের মাথাঘোরা (ব্রায়োনিয়া)। মেরুদন্ড থেকে উত্তাপ আসে। স্নায়ুশূল, আক্রান্ত অংশ গরম রাখতে বাধ্য হয়। জ্বালাকর যন্ত্রণা। মাথার পুরাতন রক্তাধিক্য। মস্তিষ্ক বিকার, তৎসহ মাথার পিছনের অংশের শীতলতা। মাথাঘোরা, তৎসহ মূর্চ্ছাভাব। কপালের চামড়া অতিরিক্ত টান বলে মনে হয়। মাথার চামড়ার চুলকানি। মাথায় খুসকি, মাথা থেকে গোছা-গোছা চুল উঠে যায়।

চোখ— চোখে ছানি পড়া। মনে হয় যেন সকল দৃষ্ট বস্তু কুয়াশা অথবা অবগুণ্ঠন অথবা ধূলা দ্বারা ঢাকা এই জাতীয় অনুভূতি অথবা কোনকিছু চোখের উপর দিয়ে কষে টানা হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি। চোখের সামনে কালো কালো বিন্দুসমূহ ভেসে বেড়ায়। রোগী চোখগুলি হাত দিয়ে আংশিকভাবে ঢেকে রাখলে, ভালো দেখতে পায়। চোখগুলিও মস্তিষ্কের ক্লান্তি, এমনকি চোখের অতিরিক্ত ব্যবহার করা না হলেও। বাতির আলোর চারিদিকে সবুজবর্ণের জ্যোতি দেখতে পায় (অসমিয়াম)। অক্ষরগুলি লাল দেখায়। দৃষ্টি সংক্রান্ত স্নায়ুর শীর্ণতা। চোখের পাতা ও চোখগুলির চারিপাশের শোথাবস্থা। চোখের শুক্লমন্ডল মুক্তার মত সাদা এবং চোখের পাতার চুলগুলি অতিরিক্ত লম্বা ও রোগা। অতিরিক্ত তামাক সেবনের কুফল জনিত কারনে দৃষ্টিশক্তির আংশিকলোপ পাওয়ায় (নাক্স)। চক্ষু কোটরের অস্থির বেদনা। চোখের বাইরের পেশী সমূহের আংশিক পক্ষাঘাত। দৃষ্টি সম্পর্কিত অক্ষরেখার বিচ্যুতি হেতুদ্বিত্ব দর্শন। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবার ফলে দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা গ্লুকোমা। রেটিনার ভিতরে থাকা রক্তবহানলী গুলির ভিতরে রক্তের জমাট বাঁধা ও রেটিনার কোষ সমূহের বিকৃত পরিবর্তন। রেটিনার গোলযোগ সমূহ তৎসহ আলোক ও দৃষ্টি সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারনা।

কান—কানে শোনা বেশ কষ্টকর, বিশেষ করে মানুষের কণ্ঠস্বর। শব্দসমূহ কানের ভিতরে প্রতিধবনি হয় (কস্টিকাম)। টাইফয়েড রোগের পরে কান অল্প শোনে।

নাক—নাকের পাখাদুটি, পাখার মত নড়তে থাকে। (লাইকোপোডিয়াম)। রক্তপাত, মাসিক ঋতুস্রাবের পরিবর্তে নাক থেকে রক্তস্রাব। ঘ্রান সম্পর্কিত অতি অনুভূতিপ্রবণতা (কার্বলিক অ্যাসিড, নাক্সভমিকা)। নাকের অস্থি আবরকের প্রদাহ। কল্পিত দুর্গন্ধসমূহ (অরাম মেটালিকাম)। পুরাতন সর্দ্দি, তৎসহ অল্প রক্তস্রাব; রুমাল সর্বদা রক্তে পূর্ণ থাকে। নাকের কোমল অর্বুদ বা পলিপ; সহজেই রক্ত পাত হয়। (ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, স্যাঙ্গুইনেরিয়া)।

মুখমন্ডল— ফ্যাকাশে রুগীর ন্যায়; চোখের নীচে নীলচে গোলাকার দাগ। মুখমন্ডল বিবর্ণ, চক্ষু কোটরগত। মুখমন্ডলের অস্থিসমূহে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা;একদিকের অথবা উভয়দিকের গালে গোলাকার লালচে দাগ, নিম্নচোয়ালের স্ফীতি ও অস্থির পচন (অ্যামফিসবেনা, হেকলালাভা)।

মুখগহ্বর—মাঢ়ী স্ফীত ও সহজেই রক্তপাত হয়, ক্ষতযুক্ত জামা-কাপড় ধোবার পরে দাঁতের যন্ত্রণা। জিহ্বা, শুষ্ক, মসৃন লাল অথবা সাদাটে। জিহ্বা তেমন পুরু লেপযুক্ত নয়। দাঁত তোলার পরে অবিরাম রক্তস্রাব। স্তন্যপায়ী শিশুদের মুখের ভিতরে ঘা। খাদ্যনলীর ভিতরে জ্বালা। গলকোষ ও গলবিলের শুষ্কতা। খুব ঠান্ডা জলপানের পিপাসা। অন্ননলীর সংকীর্ণতা।

পাকস্থলী— আহারের পরেই খুব আড়াআড়ি ক্ষুধা লাগে। প্রতিবার আহারের পরে মুখের আস্বাদ টক হয় ও টক ঢেকুর উঠে। আহারের পরে প্রচুর পরিমানে বায়ু ঢেকুরের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। ভুক্ত খাদ্যবস্তু মুখ ভর্ত্তি করে উঠে। বমি; জল পাকস্থলীতে গিয়ে গরম হবার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে উঠে যায়। পাকস্থলীর উপরের অংশের ছিদ্র সঙ্কুচিত, অতিরিক্ত সরু বলে মনে হয়; খাদ্য বস্তু খুব কষ্ট করে গিলতে হয়, এবং গেলার সঙ্গে সঙ্গে তা উঠে আসে (ব্রায়োনিয়া, এলুমিনা)। পাকস্থলীর বেদনা; ঠাণ্ডা খাদ্যবস্তু, বরফে উপশম। পাকস্থলী স্থান স্পর্শে অথবা হাঁটাচলায় বেদনাপূর্ণ হয়ে উঠে। পাকস্থলীর প্রদাহ, তৎসহ জ্বালা, জ্বালা গলা ও অন্ত্র পর্যন্ত প্রসারিত হয়। অতিরিক্ত লবন খাবার কুফল সমূহ।

উদর—ঠান্ডার অনুভূতি (ক্যাপসিকাম)। তীক্ষ্ম, কেটে ফেলার মত বেদনা। সমগ্র উদর গহ্বরে এক প্রকার দুর্বলতা জ্ঞাপক, শূন্য অনুভূতি। যকৃতের রক্তাধিক্য। যকৃতের তরুণ প্রদাহ। চর্ব্বিসঞ্চয়জনিত অপকৃষ্টতা (কার্বন টেট্র্যাক্লোরাইড; আর্সেনিক ক্লোরোফর্ম)। জন্ডিস অগ্নাশয়ের রোগসমূহ। পেটের উপরে বৃহদাকার, হলুদবর্ণের ছোপ সমূহ।

মল—অতীব দুর্গন্ধযুক্ত মল ও বায়ু নিঃসরণ। মল লম্বা, সরু, শক্ত, অনেকটা কুকুরের মলের মত। মল নির্গত করা কষ্টকর। বামদিক চেপে শুলে মলত্যাগের বেগ। বেদনাহীণ, প্রচুর, দুর্বলকর উদরাময়। সবুজ আমযুক্ত মল, তৎসহ সাবুর মত দানাযুক্ত। অসাড়ে মলত্যাগ; মনে হয় যেন মলদ্বার ফাঁক হয়ে রয়েছে। মলত্যাগের পরে প্রচণ্ড দুর্বলতা। মলত্যাগের সময়, অন্ত্র থেকে রক্তস্রাব হয়। সাদা, কঠিন মল। রক্তস্রাবযুক্ত অর্শ।

প্রস্রাব— রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব, বিশেষ করে তরুণ ব্রাইট্রিস্ রোগের ক্ষেত্রে (ক্যান্থারিস)। প্রস্রাব ঘোলাটে, বাদামী বর্ণের, তৎসহ লাল তলানিযুক্ত।

পুরুষের রোগ— সঙ্গম শক্তির অভাব। অদম্য ইচ্ছা; অসাড়ে বীর্যপাত, তৎসহ কামুক স্বপ্নসমূহ।

স্ত্রীরোগ—জরায়ুর প্রদাহ। ক্লোরোসিস। শিরার প্রদাহ। স্তনে ফোঁড়া হবাহ পরে নলীখা সমূহ। দুটি ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে সামান্য পরিমানে রক্তস্রাব। মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে ও অল্প প্রচুর পরিমানে হয় না কিন্তু স্রাব দীর্ঘস্থায়ী হয়। ঋতুস্রাবের পূর্বে রোগীনি ফুঁপিয়ে কাঁদে। স্তন্যগ্রন্থিতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। প্রদরস্রাব প্রচুর, হুলফোটান বৎ বেদনা, হাজাকর, ঋতুস্রাবের পরিবর্তে প্রদরস্রাব। রজঃরোধ, ঋতুস্রাবের পরিবর্তে অপর কোন উপসর্গের প্রকাশ পায় (ব্রায়োনিয়া)। স্তনগ্রন্থির পুঁজোৎপত্তি। জ্বালা, জলের মত, দুর্গন্ধযুক্তস্রাব। স্ত্রীলোকের কামোন্মত্ততা। জরায়ুর কোমল অর্বুদ।

শ্বাস-প্রশ্বাসযন্ত্রসমূহ— স্বরভঙ্গ, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, কণ্ঠনলী অত্যন্ত বেদনাপূর্ণ। পেশাদার রক্তদাতাদের গলক্ষত, কথা বলার সময়ে, কণ্ঠনলীর ভিতরে তীব্র সুড়সুড়ির অনুভূতি। স্বরলোপ, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি, তৎসহ হাজাকর অনুভূতি। কণ্ঠনলীতে বেদনা থাকায় কিছুতেই কথা বলতে পারে না। গলার

ভিতরে সুড়সুড়ি থেকে কাশির উৎপত্তি, শীতল বাতাসে, পড়ার সময়ে, হাসির সময়ে কথা বলার সময়ে, গরম ঘর থেকে ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে গেলে বৃদ্ধি। কাশির সময়ে মুখের ভিতরে মিষ্ট আস্বাদ। কঠিন, শুষ্ক, কষা, বেদনাপূর্ণ কাশি। ফুসফুসের রক্তাধিক্য। বুকের ভিতরে জ্বালাকর বেদনা, গরমভাত ও শ্বাসরোধের ন্যায় অবস্থা। বুকের উপরে কষাভাব, বুকের উপরে প্রচন্ডভারীবোধ, বুকের ভিতরে তীক্ষ্ম, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত, বাধাপ্রাপ্ত। বুকের ভিতরে অত্যন্ত তাপবোধ। নিউমোনিয়া, তৎসহ শ্বাসরোধের ন্যায় অবস্থা; বামদিক চেপে শুলে বৃদ্ধি। কাশির সঙ্গে সারা শরীর কাঁপে। শ্লেষ্মা মরচে পড়ার মত রঙ যুক্ত, রক্তের মত রঙ যুক্ত অথবা পুঁজের মত। লম্বা, যেসকল যুবকেরা দ্রুত বাড়ে, তাদের টি. বি. রোগে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে অতি নিম্নশক্তিতে এবং বারে বারে প্রয়োগ করতে নেই, যদি এইরূপ করা হয়, সেক্ষেত্রে টি.বি. রোগ জীবাণুর ধ্বংসকর ক্রিয়া খুব দ্রুত আরম্ভ হয়। কাশির সঙ্গে ফুসফুস থেকে বারে বারে রক্ত উঠে। (একানাইফা)। কাশির সময় গলায় বেদনা। স্নায়বিক কাশি, কাশির শুরু হয় কোন তীব্র গন্ধ পাবার পরে অথবা অপরিচিত কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করলে; অপরিচিত ব্যক্তির উপস্থিতি কাশির বৃদ্ধি; বামদিক চেপে শুলে বৃদ্ধি; ঠান্ডা ঘরে বৃদ্ধি।

হৃদপিন্ড—তীব্র হৃদ্‌কম্প তৎসহ মানসিক উদ্বেগ, যখন বাম দিক চেপে রোগী শুয়ে থাকে। নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র, এবং কোমল। হৃদপিন্ডের বৃদ্ধি, বিশেষ করে ডানদিকের বিবৃদ্ধি। হৃদ্‌পিন্ডের ভিতরে উষ্ণতার অনুভূতি।

পিঠ— পিঠে জ্বালা; ভেঙ্গে পড়ার মত বেদনা। দুটি স্কন্ধাস্থির মধ্যবর্তীস্থানে উত্তাপের অনুভূতি। শিরদাঁড়ার দুর্বলতা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— অনুভূতি ও গতি সম্পর্কিত স্নায়ুর উধর্বগামী পক্ষাঘাত, যা শুরু হয় হাত ও পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে। কনুই ও ঘাড়ের সন্ধিতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। পায়ের পাতায় জ্বালা। যে কোন প্রকার পরিশ্রম থেকে দুর্বলতা ও কাঁপুণী। হাত দিয়ে কোন কিছু প্রায় ধরতে পারে না বললে চলে। পায়ের দীর্ঘাস্থি প্রদাহিত ও পচনশীল। বাহু ও হাতগুলির অসাড়তা। কেবল মাত্র ডানদিক চেপে শুতে পারে। ডিফ্‌থিরিয়া রোগের পরে উদ্ভূত পক্ষাঘাত, তৎসহ হাত ও পাগুলির সুড়সুড়ি। সন্ধিসমূহ হঠাৎ করে কার্যহীণ হয়ে পড়ে।

ঘুম—প্রচন্ড নিদ্রালুতা, বিশেষ করে আহারের পরে। চোখ গোলা রেখে অচৈতন্য অবস্থা। বৃদ্ধলোকেদের নিদ্রাহীণতা। আগুন। সম্পর্কিত সুস্পষ্ট স্বপ্নসমূহ; রক্তস্রাবের। কামোদ্দীপক স্বপ্নসমূহ। দেরী করে ঘুমাতে যায় এবং ঘুম থেকে জেগে উঠলে দুর্বলতা। অল্প সময় স্থায়ী নিদ্রা ও বারে-বারে ঘুম ভেঙ্গে যায়।

জ্বর— প্রতি সন্ধ্যায় শীতবোধ। রাত্রে হাঁটুগুলি ঠান্ডা হয়ে যায়। জীবনীশক্তির অভাব, তৎসহ তৃষ্ণাহীণতা, কিন্তু অস্বাভাবিক ক্ষুধা। ঘুষঘুষে জ্বর, তৎসহ ছোট, দ্রুত নাড়ী; রাত্রে চটচটে ঘাম। বোকার মত প্রলাপ। প্রচুর ঘর্মস্রাব।

চামড়া—ক্ষত স্থান থেকেপ্রচুর রক্তপাত, এমনকি খুব ছোট ক্ষতস্থান থেকেও; ক্ষত শুকিয়ে যায় এবং আবার প্রকট অবস্থায় ফিরে আসে। জন্ডিস। বড়ো-বড়ো ক্ষতের চারিদিকে, ছোট ছোট ক্ষতসমূহ। চামড়ার উপর উৎপন্ন বেগুনি বর্ণের উদ্ভেদসমূহ। কালশিরা। চামড়ার উপর রক্তবর্ণ দাগসমূহ। স্কার্ভি। ছত্রাক জাতীয় উপমাংস।

কমা-বাড়া—বৃদ্ধি, স্পর্শে, শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রমে, গোধুলি লগ্নে, গরম খাবার অথবা পানীয়ে; আবহাওয়ার পরিবর্তনে, উষ্ণ আবহাওয়ায় ভিজলে; সন্ধ্যায়; বাম দিক অথবা বেদনাপূর্ণ দিক চেপে শুলে; বজ্রপাতসহ ঝড় বৃষ্টিতে, উপরের দিকে উঠার সময়।

উপশম— অন্ধকারে, ডানদিক চেপে শুলে, শীতল খাদ্যে, ঠান্ডায়, মুক্ত বাতাসে, ঠান্ডা জলে ধৌত করলে, ঘুমে।

সম্বন্ধ—পরিপূরক—আর্সেনিক, সেপা; লাইকোপোডিয়াম, সিলিকা, স্যাঙ্গুইথেরিয়া, (অবিরাম রক্তস্রাব, জোঁকের সাহায্যে চিকিৎসার উপসর্গে);

ফসফরাস পেন্টা ক্লোরাইড (চোখদুটি, নাক, গলা ও বুকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহের প্রচন্ড টাটানি ব্যথা)।

প্রতিবন্ধক—কষ্টিকাম।

তুলনীয়—ফসফরাসের পরে টিউবারকিউলিনাম ভাল কাজ করে এবং ফসফরাসের কাজ সমাপ্ত করে।

ফসফরাস হাইড্রোজিনেটাস— (দাঁতগুলি ভঙ্গুর; অতি অনুভূতি প্রবণতা); অ্যাম্‌ফিস্‌বেনা— (ডানদিকের চোয়ালের স্ফীত ও বেদনাপূর্ণ); থাইমল— (আদর্শ ইন্দ্রিয় দুর্বলতা, পাকস্থলীর উপদাহ; সমগ্র কোমর প্রদেশ ধরে কন্‌কনাণি; মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি) ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, চায়না, এন্টিমক্রুড, সিপিয়া, লাইকোপোডিয়াম, সালফার।

নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে, নিউমোকোসিন-২০০ ও নিউমোটক্সিন। নিউমোনিয়া ও পক্ষাঘাতযুক্ত নিউমোনিয়া।

দোষঘ্ন— ফসফরাসের ব্যবহারে বিষক্রিয়া দেখা দিলে টার্পেন্টাইন প্রযোজ্য, কারণ ফসফরাসের সঙ্গে টার্পেন্টাইন যুক্ত হয়ে একটি অদ্রবনীয় বস্তু তৈরী করে। এছাড়াও পটাশ পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করা যায়। নাক্সভমিকা, ফসফরাসের ক্রিয়ানাশক। ক্লোরোফর্ম ও ইথার ব্যবহার করার ফলে যে, বমি-বমিভাব ও বমি দেখা দেয়, তা ফসফরাস নষ্ট করে দেয়।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি। কোন অবস্থানে খুবই নিম্নশক্তি এবং অবিরাম ব্যবহার করা উচিত নয়। বিশেষ করে টি. বি. রোগের ক্ষেত্রে কথাটি বেশ প্রযোজ্য। এই জাতীয় ক্ষেত্রে ফসফরাসের ভুল ব্যবহারে রোগী মারা যেতে পারে।

ফাইস্যালিস—সোলানাম ভেসিকেরিয়াম

PHYSALIS–SOLANAMVESICARIUM **উইন্টার চৈরী**

এই ঔষধের মূত্র সম্পর্কিত লক্ষণগুলি সুস্পষ্টভাবে বর্তমান থাকে এবং লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করে বুঝতে পারা যায় কেন, ঔষধটি প্রাচীনকালে মূত্র পাথুরী প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হত। পাথুরী; সুস্পষ্টভাবে সূত্র বৃদ্ধিকারক। ক্লান্তি ও পেশীসমূহের দুর্বলতা।

মাথা—মাথাঘোরা, ঝাপসা অনুভূতি, স্মৃতি শক্তি দুর্বল। অবিরাম কথাবলার ইচ্ছা। দপ্‌দপ্‌কর বেদনা, চোখদুটির উপরে, কপাল প্রদেশে ভারীবোধ। মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত। মুখ গহ্বরের শুষ্কতা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— অঙ্গ সমূহের আড়ষ্টতা, পেশী সমূহের স্থায়ী খিলধরা। পক্ষাঘাত। হাঁটা-চলার সময়, প্রতিটি ঝাঁকুনি যেন, মাথার ভিতরে গিয়ে স্পন্দিত হয়।

জ্বর—মুক্ত বাতাসে শীতবোধ। সন্ধ্যায় জ্বর ভাব।

মলত্যাগকালে ঘাম, তৎসহ সুড়সুড়কর অনুভূতি, তৎসহ প্রচুর প্রস্রাব। জ্বরের সময় যকৃতে বেদনা।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— কাশি, স্বরভঙ্গ, গলার ভিতর উপদাহ; বুকের ভিতর চাপবোধ, এর ফলে রোগী ঘুমাতে পারে না। বুকের ভিতরে ছুরি মারার মত অনুভূতি।

প্রস্রাব যন্ত্রসমূহ— হাজাকর, দুর্গন্ধযুক্ত; বাধাপ্রাপ্ত, প্রচুর। বহুমূত্র। স্ত্রীলোকদের মধ্যে হঠাৎ করে প্রস্রাব ধরে রাখতে অক্ষমতা। রাত্রিকালে অসাড়ে প্রস্রাব। অসাড়ে মূত্রত্যাগ।

চামড়া— হাত ও পায়ের দুটি আঙ্গুলের মধ্যবর্তীস্থানে হাজা, উরুস্থানে পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ; কপালের উপর অস্থিগুলি।

কমা-বাড়া—বৃদ্ধি, শীতল সন্ধ্যায়। উত্তপ্ত হলে।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি। এই চেরী ফলের রস শোথাবস্থায় ও প্রস্রাব থলির উপসর্গে প্রযোজ্য।

ফাইসোস্টিগ্‌মা

PHYSOSTIGMA **ক্যালেবার বীন**

এই ঔষধটি ও এটির মূল উপাদান এসারিন, মেটেরিয়া মেডিকার পক্ষে একটি অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এই ঔষধটি হৃদ্‌পিন্ডকে উত্তেজিত করে, রক্তের চাপ বাড়িয়ে থাকে এবং অন্ত্রের পেরিসটল্‌সিস্ বাড়িয়ে থাকে। চোখের তারা ও ও চোখের পেশী সমূহের সঙ্কোচন উৎপন্ন করে। দূরের বস্তু দেখতে না পাওয়া অবস্থা উৎপন্ন করে। মেরুদন্ডের উপদাহ, গতিশক্তিহীণতা, অবসন্নতা, তৎসহ কশেরুকা অত্যন্ত অনুভূতি প্রবল। পেশী সমূহের কঠিণতা; পক্ষাঘাত। স্নায়ুমন্ডলের ভিতর অবস্থিত গতি বিষয়ক ও প্রতিবর্ত ক্রিয়ার স্নায়ুগুলিকে নিস্তেজ করে দেয় এবং এই কারনে বেদনার অনুভূতির জ্ঞানলোপ পায়, পেশী সমূহের দুর্বলতা এবং এর পরে সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত দেখা দেয়, যদিও পেশীর সংকোচন কাজের কোন অসুবিধা তৈরী হয় না। পক্ষাঘাত ও কম্পন, নর্তন। মস্তিষ্ক আবরক ঝিল্লীর উপদাহ, তৎসহ পেশী সমূহের কঠিণতা। ধনুষ্টঙ্কার এবং চোয়াল আটকিয়ে যাওয়া। সুষুম্না কান্ডের ভিতরের স্নায়ুগুলির সামনের অংশের প্রদাহ। এসারিন স্থানিক ভাবে ব্যবহার করা হলে, চোখের তারার সঙ্কোচন উৎপাদন করে।

মাথা—মাথার উপরের অংশে অবিরাম বেদনা, মাথাঘোরা, তৎসহ মাথার ভিতরে সঙ্কোচনবৎ অনুভূতি। চক্ষুকোটরের উপরে বেদনা; চোখের পাতাগুলি উঠিয়ে তুলে ধরতে পারে না। সেরিব্রো-

স্পাইন্যাল মেনিন্‌জাইটিস; সর্বাঙ্গীণ ধনুষ্টঙ্কারের মত কঠিণতা। মুখমন্ডলের পেশীর আক্ষেপিক অবস্থা।

চোখ— রাত্তকানা (বোথ্রপ্‌সের বিপরীত); আলোকাতঙ্ক, চোখের তারাগুলির সঙ্কোচন, দৃষ্টি সম্পর্কিত পেশী সমূহের স্পন্দন। চোখ বন্ধ করার অক্ষমতা। চোখের সামনের দাগ সমূহ দেখা যায়;আলোর ঝলক দেখা যায়;আংশিক অন্ধত্ব। গ্লকোমা; দেখার কাজের সামঞ্জস্য বিধানের আংশিক পক্ষাঘাতযুক্ত অবস্থা। বক্রদৃষ্টি;প্রচুর অশ্রুস্রাব। চোখের পেশী সমূহের আক্ষেপ, তৎসহ চোখগুলি কাজে ব্যবহারের পরে, চোখদুটির উপদাহ। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মায়োপিয়া। ডিফ্‌থিরিয়া রোগের পরে চোখের পেশী সমূহের পক্ষাঘাত।

নাক— তরল সর্দি;নাকের ছিদ্রের ভিতরে জ্বালা ও সুড়সুড়কর অনুভূতি;নাক বন্ধ ও উত্তপ্ত। নাকের ছিদ্রের চারিপাশে জ্বর ফোস্কাসমূহ।

মুখগহ্বর— জিহ্বার অগ্রভাগে টাটানিরও অনুভূতি। মনে হয় যেন একটি বল গলা পর্যন্ত আসছে।

গলা— হৃদ্‌পিন্ডের অতিরিক্ত জোরে স্পন্দন, গলা পর্যন্ত অনুভূতি হয়।

পাকস্থলী— আহারের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র বেদনা। পেটের উপরের অংশে চাপ দিলে বেদনা অনুভূতি হয়। বেদনা বুক পর্যন্ত প্রসারিত এবং নীচের দিকে বাহু পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পাকস্থলীর শূলবেদনা, পুরাতন কোষ্ঠকাঠিণ্য।

স্ত্রীরোগ— অনিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাব, তৎসহ হৃদ্‌কম্প। চোখগুলির আরক্ততা। পেশীসমূহের কঠিণতা।

হৃদ্‌পিন্ড— নাড়ী ক্ষীণ; হৃদ্‌কম্প;আক্ষেপিক ক্রিয়া তৎসহ সমগ্র শরীরে নাড়ী স্পন্দন অনুভব করা যায়। বক্ষঃস্থলে ও মাথায় হৃদ্‌স্পন্দন সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। গলায় হৃদ্‌কম্প অনুভূত হয়। চর্বিসঞ্চয়জনিত কারনে অপকৃষ্ট পরিবর্তন (কিউপ্রাম এসেটিকাম)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—ডানদিকের পিপ্‌লিটিয়্যাল স্থানে বেদনা। মেরুদন্ডে জ্বালা ও সুড়সুড়ি। হাত ও পা গুলির অসাড়তা। ঘুমাতে যাবার সময় হঠাৎ করে অঙ্গসমূহের ঝাঁকুনি। ধনুষ্টঙ্কারজনিত আক্ষেপ। পক্ষাঘাতযুক্ত অংশের পক্ষাঘাত, অঙ্গসমূহে খিলধরা।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—এসারিন—ফাইজোস্টিগ্‌মার উপক্ষার (হৃদ্‌পিন্ডের ক্রিয়া ধীর গতি সম্পন্ন এবং ধমনীর টানভাব বৃদ্ধি পায়; চোখের পেশী সমূহের আক্ষেপ এবং চোখের পেশী সমূহের অনিয়মিত কাজের ফলে, চোখের তারার আক্ষেপিক বক্রতা; চোখের তারা সঙ্কুচিত। চোখের পাতার স্পন্দন, চক্ষু তারার টাটানি, চোখের পরিশ্রমের পরে দৃষ্টির অস্বচ্ছতা, চোখ ও মাথায় চারিপাশে বেদনা। স্থানিকভাবে চোখের তারার সঙ্কোচনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এসারিন চোখের তারাকে সঙ্কুচিত করেও চোখের তারাগুলিকে এট্রোপিন প্রসারিত করে। কিন্তু জেলসিমিয়ামের মত প্রসারিত করে না। আভ্যন্তরীণ ভাবে 6x বিচূর্ণ)।

এসারিন স্যালিসাইলেট (অস্ত্রোপচারের পরে অন্ত্রের পক্ষাঘাত;চামড়ার নীচে ১/৬০-১/৪০ গ্রেণ)।

এছাড়াও তুলনীয়—মাসক্যারিণ; কোনিয়াম; কিউবেরা; জেলসিমিয়াম; বৈনাম টিটেনাস);

পাইপ্যারাজিনাম— (ইউরিক অ্যাসিড ডায়্যাথিসিস; চুলকানি, গেঁটে বাত ও মূত্র পাথুরি। অবিরাম পিঠের বেদনা। চামড়া শুষ্ক, প্রস্রাব অল্প। বাতজনিত সন্ধি প্রদাহ। কার্বন মিশ্রিত জলের সঙ্গে দৈনিক ১ গ্রেন পরিমানে প্রযোজ্য। ১x ও ২x বিচূর্ণ দিনে তিনবার প্রযোজ্য)।

দোষঘ্ন—এট্রোপিন। ফাইজাস্টিগ্‌মার সম্পূর্ণ বিষক্রিয়ার পরিপূর্ণ মাত্রায় এট্রোপিন কয়েকবার প্রয়োগ করা হলে তা উপশমিত হয়।

শক্তি— ৩য় শক্তি।

ফাইটোলক্কা

PHYTOLACCA পোক-রুট

ফাইটোলক্কার পথপ্রদর্শক সাবির্বক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণগুলি হল, কন্‌কনানি, টাটানি ব্যথা, অস্থিরতা ও অবসন্নতা। এটি বিশেষ করে গ্রন্থিজ রোগের একটি ঔষধ বিশেষ। গ্রন্থিজ স্ফীতি তৎসহ উত্তাপ ও প্রদাহ। সৌত্রিক ও অস্থিময় তন্তুর উপর এই ঔষধটির শক্তিশালী কাজ আছে; পেশী বেষ্টনকারী পাতলা তন্তু বা ফাটা ও পেশীর উপর কাজ আছে; ক্ষতস্থান জোড়া লাগায় যেসকল তন্তু বা ফাইব্রাস টিসুর উপরেও কাজ আছে। সিফিলিসজনিত কারনে অস্থির বেদনা; পুরাতন বাত রোগ। গলক্ষত, গলকোষে ফোঁড়া ও ডিফ্‌থিরিয়া। ধনুষ্টঙ্কার ও শরীরের বক্রতা। শারীরিক ওজনের হ্রাস পাওয়া দাঁত উঠা বাধাপ্রাপ্ত।

মন— নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ভদ্রতা জ্ঞানের অভাব, পারিপার্শ্বিক বস্তু সম্পর্কে অবজ্ঞার মনোভাব। জীবনে হতাশ।

মাথা— উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘোরে। মস্তিষ্কে টাটানি ব্যথার অনুভূতি। মাথার কপাল অংশ থেকে মাথার পিছন পর্যন্ত বেদনার অনুভূতি। রগের উপর ও চোখদুটির উপরে চাপবোধ। মাথার চামড়ার বাতরোগ; প্রতিবার বৃষ্টির সময় বেদনা দেখা দেয়। মাথার চামড়ার উপর আঁশযুক্ত উদ্ভেদ।

চোখ— চোখের ভিতরে হুলফোটানোর মত বেদনা। চোখের পাতার নীচে বালুর জমা থাকার মত অনুভূতি। চোখের ভিতরের কোমলাস্থির কিনারা সমূহে উত্তাপের অনুভূতি। অশ্রুস্রাবী কোষে নলীখা (ফ্লুরিক অ্যাসিড)। প্রচুর অশ্রুস্রাব, স্রাব উত্তপ্ত।

নাক— সর্দি; নাকের একদিকের ছিদ্র ও নাকের পিছনের অংশ থেকে শ্লেষ্মা স্রাব।

মুখগহ্বর—দাঁত উঠছে এই জাতীয় শিশুদের, দাঁতে দাঁতে কামড়াবার প্রবণতা। দাঁতগুলির চাপা অবস্থা; নীচের ঠোঁটটির নীচের দিকে টানভাব; ঠোঁট দুটি ভিতরের দিকে ঢুকে থাকে; চোয়ালগুলি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে; চিবুকে বুকাস্থির দিকে টানাভাব। জিহ্বার অগ্রভাগ লালচে, খসখসে ও ঝলসে যাবার মত অনুভূতি; মুখগহ্বর থেকে রক্তস্রাব, মুখগহ্বরের একদিকে ফোস্কাসমূহ, জিহ্বা মানচিত্রের মত, দাঁতের ছাপযুক্ত ফাটাসমূহ, তৎসহ কেন্দ্রস্থলের নীচের দিকে হলুদ বর্ণের ছোপ। প্রচুর দড়ির মত লালা স্রাব।

গলা—কালচে লাল ও নীলচে লালবর্ণ। জিহ্বার গোড়ার দিকে তীব্র বেদনা;তালুর কোমল অংশে ও টনসিল দ্বয়ের স্ফীতি। গলার ভিতরে মন্ডের মত দলা থাকার মত অনুভূতি। (বেলেডোনা; ল্যাকেসিস)। গলায় খসখসে, সংকীর্ণতার ও উত্তাপের অনুভূতি। টনসিল দ্বয়ের স্ফীতি, বিশেষ করে ডানদিকের টনসিলের;কালচে-লাল দেখতে। ঢোক গেলার সময়, কানের ভিতরে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা। কৃত্রিম ঝিল্লীর উদ্ভব, ধূসর, সাদাবর্ণের, রসযুক্ত; পুরু, চটচটে হলুদবর্ণের শ্লেষ্মা, বের করতে কষ্ট হয়। গরম কোনকিছু গিলতে পানে না ল্যাকেসিস)। কর্ণমূলগ্রন্থিতে টানভাব ও চাপবোধ। গলায় ক্ষত ও ডিফথিরিয়া;গলার ভিতরে অত্যন্ত উত্তাপের অনুভূতি; জিহ্বার গোড়ায় বেদনা, বেদনা কান পর্যন্ত প্রসারিত হয়। আলজিহ্বা বৃহৎ, শোথযুক্ত, গলকোষে ফোঁড়া; টনসিলদ্বয় ও গলকোষের স্ফীতি, তৎসহ জ্বালাকর বেদনা; কিছুতেই ঢোক গিলতে পারে না, এমনকি জল পর্যন্ত। মাম্পস্; ছোট ছোট গুটি যুক্ত গলবিল প্রদাহ।

উদর— পেটের ডানদিকের উপরের অংশে টাটানি ব্যথা যুক্ত স্থান। পেটের পেশীর বাতরোগ। নাভিস্থানে শূলবেদনা। জ্বালাকর, মোচড়ানবৎ বেদনা। পেটের উপরের অংশে থেকে সারা পেটে থেঁৎলিয়ে যাবার মত অনুভূতি। বৃদ্ধদের কোষ্ঠকাঠিণ্য এবং তৎসহ দুর্বল হৃদ্‌পিন্ড। সরলান্ত্র থেকে রক্তস্রাব।

প্রস্রাব— অল্প, বাধাপ্রাপ্ত, তৎসহ বৃক্ক প্রদেশে বেদনা। বৃক্কের প্রদাহ।

স্ত্রীরোগ—স্তন প্রদাহ। স্তনদ্বয় অত্যন্ত শক্ত ও অতি অনুভূতি প্রবন। স্তনের অর্বুদ তৎসহ বগলের গ্রন্থির স্ফীতি। স্তনের ক্যান্সার বা কর্কট রোগ। স্তন শক্ত, বেদনাপূর্ণ ও বেগুনি আভাযুক্ত। স্তনগ্রন্থির ফোঁড়া। শিশুকে স্তনের দুধ দেবার সময়, বেদনা স্তনের বোঁটা থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। স্তনের বোঁটার চারিদিকে ফাটাসমূহ ও ছোট ছোট ক্ষত সমূহ। স্তনের উপদাহ, মাসিক ঋতুস্রাবের আগে ও ঋতু স্রাবের সময়। স্তন থেকে অতিরিক্ত দুগ্ধস্রাব (ক্যাল্কেরিয়া কার্ব)। মাসিক ঋতুস্রাব প্রচুর ও বারে বারে স্রাব দেখা দেয়। ডানদিকের ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল।

পুরুষের রোগ— অন্ডদ্বয়ের বেদনাপূর্ণ কঠিণতা। মূলাধার থেকে পুরুষাঙ্গ পর্যন্ত তীরবিদ্ধবৎ বেদনা।

হৃদপিন্ড— রোগীর মনে হয় হৃদ্‌পিন্ডটি গলার কাছে লাফিয়ে আসছে (পডোফাইলাম)। পর্যায়ক্রমে হৃদ্‌পিন্ড স্থানে বেদনা ও ডান বাহুতে বেদনা।

শ্বাসযন্ত্র সমূহ—স্বরলোপ। কষ্টকর শ্বাস—প্রশ্বাস;শুষ্ক খুক্‌খুকে, সুড়সুড়কর কাশি;রাত্রে বৃদ্ধি (মেন্থা, বেলেডোনা)। বুকের ভিতরে কণ্‌কণে বেদনা, বক্ষাস্থির মাঝ বরাবর দিয়ে বেদনার শুরু; তৎসহ কাশি। নিচের পাঁজরার অস্থির মধ্যবর্তী অংশে বাতরোগ।

পিঠ— কোমর প্রদেশে কন্‌কনে বেদনা; বেদনা উপর ও নীচের দিকের মেরুদন্ড হয়ে ত্রিকাস্থি পর্যন্ত উঠা নামা করে। বৃক্কস্থানের দুর্বলতা ও মৃদু বেদনা। পিঠের আড়ষ্টতা, বিশেষ করে সকালে ঘুম থেকে উঠার পরেও বর্ষন স্যাঁত স্যেঁতে আবহাওয়ায়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ডানদিকের কাঁধে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা, তৎসহ আড়ষ্টতা ও বাহুগুলি উপরের দিকে তুলতে পারে না। বাতজ বেদনা; সকালে বৃদ্ধি। বেদনা বিদ্যুতের মত দ্রুত চলাচল করে,

তীরবিদ্ধবৎ, ছুরি দিয়ে কাটার মত, দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে (পালসেটিলা; ক্যালিবাই)। উরুস্থানের নীচের অংশে বেদনা। সিফিলিস জনিত সায়েটিকা। গোড়ালির কন্‌কণানি; পা উপর দিকে তুলে ধরলে বেদনার উপশম। অবচেতন করার মত বেদনা। পা দুটির বেদনা, রোগী পা উপরের দিকে তুলতে ভয় পায়। পায়ের পাতা ফোলা; পায়ের গোড়ালির ও পাতায় বেদনা। পায়ের আঙ্গুলের স্নায়ুশূল।

জ্বর— উচ্চতর জ্বর। পর্যায়ক্রমে শীতবোধ ও প্রচন্ড অবসন্নতা।

চামড়া— চুলকানি, শুষ্ক, কোঁচকানো, ফ্যাকাশে। পুঁজ ও জলযুক্ত ফুস্কুড়িসমূহ। চামড়া রোগের প্রথমাবস্থায় খুবই উপযোগী ফোঁড়া হবার প্রবণতা যুক্ত এবং যখন পচা অংশ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। আঁশযুক্ত উদ্ভেদসমূহ। সিফিলিস জনিত উদ্ভেদসমূহ। গ্রন্থি সমূহের স্ফীতি ও কঠিণতা। যৌনরোগজনিত রোগী। স্কারলেটিনার মত উদ্ভেদ সমূহ। আঁচিল ও জড়ুল সমূহ।

কমাবাড়া—বৃদ্ধি. আবহাওয়ার বৈদ্যুতিক অবস্থার পরিবর্তনে। ভিজে থাকার স্বভাব, বৃষ্টিতে ভিজলে, ভিজে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায়, রাত্রে, নড়াচড়ায়, ডানদিকে।

উপশম— উষ্ণতা, শুষ্ক আবহাওয়ায় ও বিশ্রামে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ফাইটোলক্কার অরিষ্ট— (নালার ক্ষেত্রে ও স্থূলকারের চিকিৎসায়); ব্রায়োনিয়া; রাসটক্স; ক্যালি হাইড্রো, মার্কসল, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, অরামট্রাইফাইলাম।

শত্রুভাবাপন্ন —মারকিউরিয়াস।

দোষঘ্ন— দুধ ও লবন; বেলেডোনা, মেজেরিয়াম।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩য়শক্তি। স্তনের প্রদাহে বাহ্যিকভাবে।

পিক্রিকাম অ্যাসিডাম

PICRICUM ACIDUM পিক্রিক অ্যাসিড

এই ঔষধটি সুষুম্নাকান্ডের বিকৃত পরিবর্তন এবং তৎসহ পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে। মস্তিষ্ক বিকার ও যৌন সম্পর্কিত উত্তেজনা। জননেন্দ্রিয়ের উপর ঔষধটি কাজ করে, অনুমান করা হয় যে, সুষুম্নাকান্ডের কোমর প্রদেশীয় অংশের ভিতর দিয়ে ঔষধটি জননেন্দ্রিয়ের উপর কাজ করে; অবসন্নতা, দুর্বলতা ও পিঠের বেদনা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঝিন্‌ঝিন্ করে। স্নায়বিক অবসন্নতা (অকজ্যালিক অ্যাসিড)। পেশীর দুর্বলতা। অতিরিক্ত ক্লান্তির অনুভূতি। সুষুম্নাকান্ডের প্রদাহ তৎসহ আক্ষেপ ও অবসন্নতা। লেখকদের পক্ষাঘাত। ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, উৎকট জাতীয় রক্তাল্পতা। রক্তে ইউরিয়ার উপস্থিতি তৎসহ সম্পূর্ণভাবে মূত্র তৈরী না হওয়ায়। এই ঔষধের শতকরা এক শতাংশ, পোড়া অংশে প্রলেপ দেওয়ায় সব থেকে ভালো পদ্ধতি; যত সময় পর্যন্ত পোড়া অংশে মাংসাঙ্কুর না গজায় ততসময় পর্যন্ত এই প্রলেপ দেওয়া চলবে। গাত্র ত্বক মলিন।

মন— ইচ্ছা শক্তির অভাব; কাজ করতে অনিচ্ছা। মস্তিষ্কের কোমলতা। মানসিক শক্তির স্বল্পতা তৎসহ দুর্বলতা, চুপচাপ, অমনোযোগের সঙ্গে বসে থাকে।

মাথা— মাথার বেদনা; মাথায় কষে বন্ধন দিয়ে রাখলে উপশম। মাথার পিছনের অংশে বেদনা; সামান্য মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি। মাথা ঘোরাও কানের ভিতরে শব্দ হয়। কানের ভিতরে ও ঘাড়ের পিছনে ফোঁড়া। দীর্ঘকাল মানসিক শ্রমের পরে, তৎসহ উদ্বেগ ও পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না এই জাতীয় ভীতি থেকে উদ্ভূত অবস্থায় এই ঔষধ কাজ করে। মস্তিষ্ক বিকার।

চোখ— পুরাতন সর্দ্দিজ চক্ষু প্রদাহ তৎসহ প্রচুর ঘন; হলুদ বর্ণের স্রাব।

পাকস্থলী— তিতো আস্বাদ। খাদ্যে অনিচ্ছা।

প্রস্রাব যন্ত্রসমূহ—প্রস্রাব অল্প; সম্পূর্ণভাবে মূত্রের অনুৎপত্তি। ফোঁটা-ফোঁটা করে প্রস্রাব নির্গত হয়।

প্রস্রাবে প্রচুর পরিমানে ইন্ডিক্যান, দানাদার ও চর্বিযুক্ত এপিথিলিয়্যাল কোষ থাকে। বৃক্কের প্রদাহ তৎসহ প্রচন্ড দুর্বলতা, কালচে, রক্তমিশ্রিত, অল্প প্রস্রাব। রাত্রিকালীন বেগ।

পুরুষের রোগ— প্রচুর পরিমানে বীর্যপাত, এর পরে প্রচন্ড দুর্বলতা, কিন্তু বীর্যপাতের পূর্বে কামোদ্দীপক স্বপ্ন দেখা যায় না। বেদনাপূর্ণ লিঙ্গোদ্রেক; পুরুষের কামোন্মাদ। কঠিন লিঙ্গোদ্রেক, তৎসহ অন্ডদ্বয়ে ও রেতঃ রজ্জুতে বেদনা। প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি বিশেষ করে যেখানে রোগটি বেশী দূর বিস্তার লাভ করে নি, সেই ক্ষেত্রে ঔষধটি উপযুক্ত।

স্ত্রীরোগ—বামদিকের ডিম্বাশয়ে বেদনা ও ঋতুস্রাবের পূর্বে প্রদর স্রাব। যোনি কপাটের চুলকানি।

অঙ্গ—প্রত্যঙ্গ— মেরুদন্ড বরাবর জ্বালা। প্রচন্ড দুর্বলতা। ক্লান্তি সমগ্র শরীরের ভারবোধ, বিশেষ করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, পরিশ্রমে বৃদ্ধি। পায়ের পাতাদ্বয় শীতল। কিছুতেই নরম হয়ে উঠে না। তরুন, ঊর্ধ্বগামী পক্ষাঘাত।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি, সামান্য পরিশ্রমে, বিশেষ করে মানসিক পরিশ্রমে, ঘুমের পরে, ভিজে আবহাওয়ায়। এটি একটি গ্রীষ্মকালীণ বা উষ্ণ আবহাওয়ার ঔষধ; রোগীর সকল কষ্ট ও সময় বৃদ্ধি পায়।

উপশম— ঠাণ্ডাবাতাসে, ঠান্ডা জলে, কষে চাপ দিলে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—অকজ্যালিক অ্যাসিড; জেলসিমিয়াম; ফসফরাস; সাইলিশিয়া; আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম।

তুলনীয়—জিঙ্কাম পিক্রিকাম (মুখমন্ডলের পক্ষাঘাতে)।

ফেরাম পিক্রিক (কানের ভিতরে ঝিঁ- ঝিঁ শব্দ, বধিরতা; পুরাতন গেঁটে বাত; নাক থেকে রক্তস্রাব; প্রস্টেটগ্রন্থির উপসর্গে তুলনীয়);

ক্যাল্কেরিয়া পিক্রিক— (কানের ভিতরেও কানের চারিপাশের ফোঁড়ার ক্ষেত্রে তুলনীয়)।

শক্তি— ৬ষ্ঠ শক্তি।

পিলোকার্পাস মাইক্রোফাইলাস

PILOCARPUS MICROPHYLLUS জ্যাবোর‍্যান্ডি

পিলো কার্পাস একটি শক্তিশালী গ্রন্থিজ উত্তেজক ও এবং অত্যন্ত কার্যকরী ঘর্মকারক ঔষধ বিশেষ। এই ঔষধটির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, ঘর্মস্রাব, লালা নিঃসরণ ও কণীনিকার স্থায়ী সংকোচনের উপর। মুখমন্ডল দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুবার মত অনুভূতি। বমি-বমিভাব, লালাস্রাব ও প্রচুর ঘর্মস্রাব। একমাত্রা জ্যারোর‍্যান্ডি গ্রহণ করার কয়েক মিনিটের মধ্যে মুখমন্ডল, কান দুটি ও ঘাড় গভীরভাবে আরক্ত হয়ে উঠে এবং সারা শরীর থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে ঘাম ঝরে, একই সঙ্গে মুখ থেকে জল উঠে ও অবিরাম ধারার লালাস্রাব নির্গত হয়। অপরাপর স্রাবসমূহ, অশ্রুস্রাব, নাসিকা স্রাব, শ্বাসনলীতে স্রাব এবং অন্ত্র থেকে নিঃসৃত স্রাবের এই জাতীয় বৈশিষ্ট, কিন্তু তুলনায় এই স্রাবগুলি অপেক্ষাকৃত কম মাত্রায় নির্গত হয়; একমাত্রা জ্যাবোর‍্যান্ডিতে ঘাম ও লালাস্রাব প্রচুর পরিমানে নির্গত হয়। কমপক্ষে অর্ধপাইন্ট পরিমান হয়।

অস্বাভাবিক ঘাম, এইটি এই ঔষধের হোমিওপ্যাথিক বৈশিষ্ট্য এবং এই কারণে ঔষধটি ক্ষয়রোগের ক্ষেত্রে রাত্রিকালীণ ঘর্মস্রাবে ভালো কাজ করে। থাইরয়েড বা গলগ্রন্থির উপর এই ঔষধের কাজ আছে এবং ঘর্মকারক হিসাবে ঔষধটি যে কাজ আছে তা এই কারনেই বলে মনে হয়। গলগন্ডসহ চোখ বাইরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে, তৎসহ হৃদ্‌পিন্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং ধমনীর স্পন্দনের বৃদ্ধি;কম্পনও দুর্বলচিত্ত;উত্তাপ ও ঘর্মস্রাব;বায়ুনলীর উপদাহ। কর্ণমূলগ্রন্থির স্ফীতি বা মাম্পস্ রোগের স্থিতিকাল সীমাবদ্ধ করার জন্য এটি একটি অতিমূল্যবান ঔষধ বিশেষ।

চোখ— যে কোন কারনে চোখের ক্লান্তিতে উপযোগী। চোখের পাতার পেশী সমূহের উপদাহ। চোখ ব্যবহার করলে চোখ গরম হয়ে উঠে ও চোখের ভিতরে জ্বালাকর। সামান্য ব্যবহারে চোখ সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মাথার যন্ত্রনা; চক্ষুগোলকে বেদনা। দূরবর্তী সকল দৃষ্টবস্তু ঝাপসা দেখায়; কয়েক মুহূর্ত পরে পরে দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়। চোখের সামনে দেখা বস্তু, দীর্ঘসময় পরেও অক্ষিপটে বিদ্যমান থাকে। বৈদ্যুতিক অথবা অন্যকোন কৃত্রিম আলোতে চোখের অস্বস্তি। চোখের তারা সঙ্কুচিত; আলোতে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। স্থির দৃষ্টি। নিকটদৃষ্টি। চোখ ব্যবহারের পরে মাথাঘোরা ও বমি-বমিভাব। চোখের সামনে সাদা সাদা ছোপ দেখে। চোখগুলির ভিতরে হুলবিদ্ধবৎ বেদনা। চোখের পাতার স্পন্দন। পড়ার সময় দৃষ্টি একভাবে সন্নিবিদ্ধ করার ফলে চোখের পেশী সমূহের আক্ষেপ।

কান— কানের ভিতরে সর্দিজ স্রাব নিঃসৃত হয়। কানের ভিতরে টুনটুন শব্দ (পিলোকার্পিন 2x)।

মুখগহ্বর— লালা চটচটে, অনেকটা ডিমের সাদা অংশের মত শুষ্কতা। প্রচুর লালাস্রাব, তৎসহ প্রচুর ঘর্মস্রাব।

পাকস্থলী— চলন্ত বস্তুর উপর দৃষ্টিপাত করলে বমি-বমিভাব দেখা দেয়; বমি; পাকস্থলীতে চাপবোধ ও বেদনা।

উদর— বেদনাহীন উদরাময়; দিনের বেলা উদরাময় তৎসহ মুখমন্ডলের আরক্ততা ও প্রচুর ঘর্মস্রাব।

প্রস্রাব যন্ত্রসমূহ— অল্প; বস্তিকোটরের উপরে বেদনা তৎসহ প্রচন্ড বেগ।

হৃদপিন্ড— নাড়ী অনিয়মিত, নাড়ী দুইবার করে স্পন্দিত হয়। বুকের ভিতরে চাপবোধ ও শ্বাসরোধের মত অবস্থা। অক্সিজেনের অভাবে শরীর লালচে বর্ণ; পতনাবস্থা। স্নায়বিক হৃদপিন্ড সম্পর্কিত উপসর্গসমূহ।

শ্বাসযন্ত্রসমূহ— বায়ুনলী শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রদাহিত, কাশিবার প্রবল ইচ্ছা এবং কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস। ফুসফুটের শোথাবস্থা। থুথু ফেনার মত। প্রচুর, পাতলা, সর্দি উঠে। ধীর ও দীর্ঘশ্বাসের মত শ্বাস ক্রিয়া।

চামড়া— শরীরের সকল থেকে প্রচুর ঘর্মস্রাব হয়। চর্ম সকল সময়ে শুষ্ক। শুষ্ক একজিমা। শরীরের একদিকে ঘাম হয়। শীতভাব তৎসহ ঘর্মস্রাব।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—এমিল নাইট্রেট; এট্রোপিন; ফাইসষ্টিনাময়, লাইকোপোডিয়াম, রুটা, পাইলোকার্পিন মিউর। দ্রুতবর্ধনশীল ক্ষয়রোগ, তৎসহ প্রচুর রক্তস্রাব ও ঘর্মস্রাব, ২x বিচূর্ণ)।

শক্তি— ৩য় শক্তি।

অ-হোমিওপ্যাথিক ব্যবহার— একটি ক্ষমতাশালী ও দ্রুত কার্যকরী ঘর্মকারক ঔষধ বিশেষ। ঔষধটি বৃক্কের রোগে খুব ভালো কাজ করে বিশেষ করে ইউরেমিয়ার ক্ষেত্রে, এই ক্ষেত্রে ঔষধটি জল ও ইউরিয়া উভয়ই শরীর থেকে বের করে থাকে। স্কারলেট রোগে শোথাবস্থা। হৃদপিন্ডের অকৃতকার্যতায় ও প্রসবান্তি কারণে ইউরেমিয়ার ক্ষেত্রে এবং বার্ধক্য জনিত রোগে ঔষধটি বিপরীত ভাবাপন্ন।

শক্তি— ১/৮ থেকে ১/৪ গ্রেন, চামড়ার নীচে প্রযোজ্য।

পিনাস সিলভেষ্ট্রিস

PINUS SYLVESTRIS — স্কচ্ পাইন

গন্ডমালাদোষ যুক্ত ও রিকেট রোগাগ্রস্ত শিশুদের গোড়ালির স্থানের দুর্বলতা ও হাঁটা চলার সময়ে ধীর গতিযুক্ত উপসর্গের চিকিৎসায় ঔষধটি ভালো কাজ করে। নিম্নাঙ্গের শীর্ণতা। পিনাস সিলভেষ্ট্রিস বাতজনিত, বায়ুনলী জনিত ও আমবাত জনিত উপসর্গ সমূহের লক্ষণাবলী সংযুক্ত করে দেয়। বুক পাতলা বলে মনে হয় এবং ভেঙ্গে যাবে বলে মনে হয়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— আড়ষ্টতা; সকল সন্ধিস্থানে গেঁটে বাতজনিত বেদনা, বিশেষ করে হাতের আঙ্গুলের সন্ধিতে। পায়ের ডিমের পেশীসমূহের খিলধরা।

চামড়া— আমবাত। সারা শরীরের চুলকানি, বিশেষ করে সন্ধিস্থানের চারিপাশে ও পেটের উপরে। নাকে চুলকায়।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—পিনাস ল্যাম্বারটিনা— সুগার পাইন (কোষ্ঠকাঠিণ্য, রজোঃলোপ, গর্ভপাত) **পিনাস ল্যাম্বারটিনা স্যাপ** (দেরী করে এবং বেদনাপূর্ণ ঋতুস্রাব)।

এছাড়াও এবিস ক্যানাডেন্‌সিস্‌; এবিস নিগ।

শক্তি— অরিষ্ট থেকে ৩য় শক্তি।

পাইপার মেথিষ্টিকাম

PIPER METHYSTICUM ক্যাভা-ক্যাভা

ক্যাভা যে মাদকতা তৈরী করে তাতে নিস্তব্ধ ও ঝিমুনি ভাব থাকে তৎসহ অসংলগ্ন স্বপ্ন সমূহ, পেশী শক্তি হ্রাস প্রাপ্তি।

প্রস্রাব সংক্রান্ত ও চর্ম সংক্রান্ত লক্ষণাবলীর যথার্থ্য প্রমানিত হয়েছে। কমা-বাড়া সংক্রান্ত লক্ষনাবলী খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সন্ধিসমূহের বাত তৎসহ সন্ধির বিকৃতি। শূলবেদনা সহ পেটফাঁপা।

মন— অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ। মানসিক উল্লাস। মন অন্যকাজে নিবিষ্ট করলে, কিছু সময়ের জন্য বেদনার উপশম হয়। অস্থিরতা, স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা।

প্রস্রাব— বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। প্রস্রাব করার সময়ে জ্বালা, গনোরিয়া প্রস্রাবথলির প্রদাহ। বেদনাপূর্ণ লিঙ্গোদ্রেক।

চামড়া— আঁশযুক্ত। আঁশগুলি উঠে গেলে, চামড়ার ঐ সকল অংশে সাদা ছোপ ছোপ দাগ পড়ে, যেগুলিতে প্রায়ই ক্ষত দেখা দেয়। কুষ্ঠ। মাছের চামড়ার মত চামড়া।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ডানদিকের বাহুতে বেদনা। হাতগুলিতে পক্ষাঘাতের মত অনুভূতি। বুড়ো আঙুলের সন্ধিতে বেদনা।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—চালমুগরা (এর তেল এবং তেল থেকে প্রস্তুত অন্যান্য বস্তু সকল, কুষ্ঠরোগের প্রাথমিক অবস্থায় কিছুটা কাজ করে থাকে),

রিক্সা ওরিল্যানা, দক্ষিণ আমেরিকার একটি উদ্ভিদ বিশেষ, চালমুগরার, সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কুষ্ঠ, একজিমা ও গোদের ক্ষেত্রে ব্যবহারের কথা বলা হয়।

কমা—বাড়া—উপশম—মনকে ভিন্ন বিষয়ে ব্যস্ত করলে উপশম, অবস্থানের পরিবর্তনে।

শক্তি— অরিষ্ট এবং, নিম্নতর শক্তি সমূহ।

পাইপার নাইগ্রাম

PIPER NIGRUM ব্ল্যাক পিপার

শরীরের সকল অংশে জ্বালাকর ও চাপরোধে অনুভূতি।

মন— দুঃখিত আশঙ্কাযুক্ত। কোন কিছুতেই মনোনিবেশ করতে অক্ষম; যে কোন প্রকার শব্দে চমকিয়ে উঠে,

মাথা— তীব্র মাথার বেদনা, যেন মনে হয় রগগুলি ভিতরের দিকে চেপে দেওয়া হচ্ছে; নাক ও মুখ মন্ডলের অস্থির উপরে চাপবোধ। চোখ প্রদাহিত ও জ্বালা করে। লাল, জ্বালাকর মুখমন্ডল।

চোখের তারাগুলিতে ফেটে যাবার তীব্র কন্‌কণানি। নাকের ভিতরে চুলকায়; হাঁচি, নাক থেকে রক্তপাত। ঠোঁটগুলি শুষ্ক ও ফাটা ফাটা।

গলা— ক্ষতবৎ, হাজাকর অনুভূতি, জ্বালা। টলসিলদ্বয়ে জ্বালাকর অনুভূতি।

পাকস্থলী— পাকাশয়িক গোলযোগ। পূর্ণতার অনুভূতি। প্রচন্ড পিপাসা। পেট ফাঁপা। পেটে গ্যাস জমে, পেট প্রচন্ড ফুলে উঠে। মূল বেদনাও খিলধরা।

বুক—শ্বাসকষ্ট, কাশি তৎসহ বুকের স্থানে স্থানে বেদনা, রোগীর মনে হয় সে রক্ত থুথু হিসাবে ফেলছে। হৃদ্‌কম্প, হৃদপিন্ডে বেদনা, নাড়ী ধীর ও সবিরাম। প্রচুর পরিমান দুধ নিঃসৃত হয়।

প্রস্রাব যন্ত্রসমূহ— প্রস্রাব থলি ও প্রস্রাব নলীর ভিতরে জ্বালা। কষ্টকর প্রস্রাব। প্রস্রাব থলিতে পূর্ণতা ও স্ফীতির অনুভূতি; বারে বারে প্রস্রাবত্যাগ করার ইচ্ছা কিন্তু প্রস্রাব হয় না। বেদনাপূর্ণ লিঙ্গোদ্রেক।

শক্তি— নিম্নশক্তি।

পিট্যুইটারী গ্ল্যান্ড

PITUITARY GLAND **পোষনিকা গ্রন্থি**

এই গ্রন্থিটি জননেন্দ্রিয়ের বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা নিয়ন্ত্রণ করে, পেশী সমূহের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং জরায়ুর নিষ্ক্রিয় অবস্থা থেকে জরায়ুকে সক্রিয় করে তোলে। রোগবিহীণ পেশীও বস্তুর উপর এটির কাজ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মস্তিষ্ক থেকে রক্তস্রাব। রক্তস্রাব বন্ধ করে এবং জমাট বাঁধা রক্তের শোষনে সাহায্য করে। প্রথমাবস্থার দ্বিতীয় দশায় জরায়ুর নিষ্ক্রিয়তা, যখন জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণভাবে খুলে যায়। উচ্চরক্তচাপ, বৃক্কের পুরাতন প্রদাহ, প্রস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ। ১০ ফোঁটা আহারের পরে প্রযোজ্য ডাঃ জিওফুলার। মাথা ঘোরা, কোন কিছুতেই মনকে কেন্দ্রীভূত করা কষ্টকর, মানসিক বিভ্রান্তি ও কপালের গভীরে পূর্ণতার অনুভূতি। ৩০ শক্তি প্রযোজ্য।

সম্বন্ধ—পিট্যুইট্রিন (রক্তবহানলীগুলিকে সঙ্কুচিত করে ও প্রসব করায়। জরায়ুর উপর এই ঔষধটি প্রধানতঃ কাজ করে থাকে, এই কারণে প্রসব কাজের সহায়তার জন্য প্রসবকালে অথবা প্রসবান্তির রক্তস্রাব বন্ধ করার জন্যে ঔষধটি ব্যবহার হয়ে থাকে। ১ সি. সি. এম. মাত্রায় শিরার মধ্যে দেওয়া হয় প্রসব বেদনাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে। কেবলমাত্র জরায়ুর প্রসারণকালে ব্যবহার্য। মায়োকাডাইটিস, নেফ্রাইটিস ও আর্টিরিয়ো স্কেলেরোসিসের ক্ষেত্রে বিপরীত ভাবাপন্ন। গ্রন্থির পশ্চাৎ অংশ থেকে এক প্রকার জলজ মিশ্রন তৈরী করা হয় এবং ১৫ ফোঁটা মাত্রায় ইন্‌জেকশন শিশির ভিতরে ভরে রাখা হয় এবং চামড়ার নীচে ইন্‌জেকশন করা হয়।

পিক্স লিক্যুইডা

PIX LIQUIDA **পাইন-টার**

এই আলকাতরা ও এটির বিভিন্ন উপাদানসমূহ শরীরের বিভিন্ন প্রকারের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর কাজ করে।

এই ঔষধটির চামড়ার লক্ষণগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কাশির একটি বিশিষ্ট ঔষধ বিশেষ। **ইনফ্লুয়েঞ্জা** রোগের পরে বায়ুনলীর উপাদাহ (ক্রিয়োজোট, ক্যালি. বাই)। আঁশযুক্ত উদ্ভেদসমূহ। তীব্র চুলকানি। **অবিরাম কালে তরল বস্তুর বমি, তৎসহ পাকস্থলীর ভিতরে বেদনা;** মাথার চুল উঠে যায় (ফ্লুরিক অ্যাসিড)।

বুক—বাম দিকের বুকে তৃতীয় পঞ্জরা উপাস্থি, যে স্থানে তৃতীয় পঞ্জরাস্থির সঙ্গে মিলিত হয়, ঐ স্থানে বেদনা। সমগ্র ফুসফুসে ঘড়ঘড়ে শব্দ, এবং **পুঁজমিশ্রিত শ্লেষ্মা,** শ্লেষ্মার ঘ্রান ও আস্বাদ দুর্গন্ধযুক্ত। পুরাতন বায়ুনলীর প্রদাহ।

চামড়া—ফাটা ফাটা; **অসহ্য চুলকানি;** আঁচড়ালে রক্তপাত হয়। **হাতদুটির পিছনে,** উদ্ভেদসমূহ।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—**ক্রিয়োজোট, পেট্রোলিয়াম, পিনাস, ইউপিয়ন, টেরিবিন্থ, কার্বলিক অ্যাসিড।**

শক্তি—১ম থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি

প্ল্যান্টাগো মেজর

PLANTAGO MAJOR প্ল্যানটেইন

কানের বেদনা, দাঁতের বেদনা ও অসাড়ে মূত্রস্রাবের চিকিৎসায় এই ঔষধটির যথেষ্ট সুনাম আছে। চোখে তীক্ষ্ণ বেদনা, এই বেদনা ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতের বেদনা অথবা মধ্যকর্ণের প্রদাহজনিত কারণের প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ারূপে দেখা দেয়। চোখের তারা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। দাঁত ও কানের মধ্যবর্তী অংশে বেদনা। মাড়ীর পুঁজযুক্ত রোগ বা পাইয়োরিয়া। অতিরিক্ত তামাক সেবনের কুফল জনিত কারণে অবসাদ ও অনিদ্রা। এই ঔষধের ব্যবহারে তামাক গ্রহনের ইচ্ছা লোপ পায় বা তামাকে বিতৃষ্ণা দেখা দেয়।

মাথা— **নির্দিষ্ট সময় অন্তর দেখা দেওয়া মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল, সকাল ৭টা থেকে দুপুর ২টার মধ্যে বৃদ্ধি, একই সঙ্গে চোখ থেকে অশ্রু ও আলোকাতঙ্ক সংশ্লিষ্ট থাকে;** বেদনা রগের দিকে ও মুখমন্ডলের নিম্নাংশে প্রসারিত হয়।

কান— **শ্রবন শক্তির প্রখরতা, শব্দ শোনা বেদনাদায়ক।** কানের ভিতরে খোঁচা মারার মত বেদনা। কানের স্নায়ুশূল; **বেদনা মাথার ভিতর দিয়ে এক কান থেকে অপর কানে যায়। কানের বেদনা সহ দাঁতের বেদনা।** জোরে শব্দ একটি কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে।

নাক—হঠাৎ করে, হলুদবর্ণের, জলের মত স্রাব।

মুখগহ্বর—দাতগুলির বেদনা এবং দাঁতগুলি অনুভূতি প্রবণ এবং অতিরিক্ত স্পর্শকাতর। গালগুলির স্ফীতি। লালাস্রাব; **দাঁতগুলি অতিরিক্ত লম্বা মনে হয়;** ঠান্ডা বাতাসেও স্পর্শে বৃদ্ধি। আহারের সময় দাঁতের বেদনা কম পড়ে। **প্রচুর লালাস্রাব।** দাঁতের বেদনা, তৎসহ প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া হিসাবে চোখের পাতাগুলিতে বেদনা।

মল—মলত্যাগের ইচ্ছা; প্রায়ই যায়, কিন্তু হয় না। অর্শের অবস্থা এত খারাপ যে, রোগী অর্শের জন্য প্রায় দাঁড়াতে **পারে না বললেই চলে।** উদরাময়, তৎসহ বাদামীবর্ণের জলের মত মল।

প্রস্রাব— প্রচুর প্রস্রাব, রাত্রিকালীন অসাড়ে প্রস্রাব (**রাস এরোমেটা, কষ্টিকাম, বেলেডোনা**)।

চামড়া— চুলকানি ও জ্বালা; ফুস্কুড়িসমূহ। আমবাত, শীতস্ফোটক (**এগারিকাস, ট্যামাস**)।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ক্যালমিয়া; ক্যামোমিলা; পালসেটিলা।

শক্তি— অরিষ্ট ও নিম্নতরশক্তিসমূহ। শিথিল দাঁতের বেদনায়, কানের পুঁজে, চুলকানিতে এবং রাসটক্সের বিষক্রিয়ায় এই ঔষধটি বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা যায়। ধারালো অস্ত্রের দ্বারা কাটা ক্ষতে।

প্ল্যাটেনাস অক্সিডেন্ট্যালিস

PLATANUS OCCIDENTALIS — সাইক্যামোর—বার্টিনউড

চোখের পাতার অর্বুদ সমূহ। স্থানিকভাবে অরিষ্টের প্রলেপ ব্যবহার্য। তরুণ ও অবহেলিত পুরাতন উভয় ক্ষেত্রেই, যেখানে চোখের পাতার তন্তুর ধবংসও চোখের পাতার গঠনগত বিকৃতি দেখা দিয়েছে, সেই সকল ক্ষেত্রে এই ঔষধটি চোখের পাতাকে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে। শিশুদের ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে। অবশ্যই কিছুদিন একটানা ব্যবহার করা প্রয়োজন।

প্ল্যাটিনা

PLATINA — দি মেটাল

এটি স্ত্রীলোকেদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী ঔষধ বিশেষ। পক্ষাঘাত প্রবলতা, **স্থানিক অসাড়তা**, অনুভূতি শূণ্যতা, ও শীতলতা, এই ঔষধটি প্রধান লক্ষণ। হিস্টিরিয়াজনিত আক্ষেপ; বেদনা ধীরে ধীরে বাড়ে ও কমে (**ষ্ট্যানাম**)। কম্পন।

মন— হত্যা করার অদম্য ইচ্ছা। নিজেকে বড়ো বলে মনে করে; **অপরকে ঘৃনা করে**। উদ্বত ও গর্বিত প্রতিটি বিষয়ে চিন্তিত। মনে করে প্রতিটি বস্তুই পরিবর্তীত হয়ে গেছে। মানসিক গোলযোগ, তৎসহ ঋতুস্রাবের অবরুদ্ধতা। মানসিক লক্ষণগুলি প্রকাশ পাবার সঙ্গে-সঙ্গে শারীরিক লক্ষণগুলি চলে যায়।

মাথা— টানভাব, চাপবোধযুক্ত বেদনা মাথার কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র স্থানে। কপালের চারিপাশেও ডানদিকের রগে সঙ্কোচনের অনুভূতি। **অসাড়তা, তৎসহ মাথার বেদনা**।

চোখ—**দৃষ্টবস্তু, বস্তুর আকারের তুলনায় ছোট দেখায়**। চোখের পাতার স্পন্দন (**এগারিকাস**)। চোখে শীতলতার অনুভূতি। চক্ষুগোলকে **খিলধরার** মত বেদনা।

কান— অসাড়তার অনুভূতি। খিলধরার মত বেদনা। **কানের ভিতরে গর্জন ও গুড়গুড় শব্দ হয়**।

মুখমন্ডল— মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল, তৎসহ চর্বর্ণ অস্থিতে অসাড়তার অনুভূতি, মনে হয় যেন ঐ অংশগুলি স্ক্রু দ্বারা বাঁধা রয়েছে। নাকের গোড়ায় বেদনা, মনে হয় যেন ঐ অংশ কোন যন্ত্রের সাহায্যে নিঙড়ানো হচ্ছে। শীতলতা, সুড়্সুড়ি এবং অসাড়তা, মুখমন্ডলের সমগ্র ডানদিকে এই জাতীয় অনুভূতি। বেদনা ধীরে ধীরে বাড়ে ও কমে (ষ্ট্যানাম)।

পাকস্থলী— গ্যাঁজলা, প্রচুর বায়ুসঞ্চয়, সঙ্কোচন, প্রচুর ক্ষুধা, অবিরাম বমি-বমিভাব, তৎসহ উদ্বেগ ও দুর্বলতা।

উদর— চিত্রকারের উদরশূল। নাভীস্থানে বেদনা; বেদনা পিঠপর্যন্ত প্রসারিত হয়। পেটের ভিতরে চাপবোধ ও নীচের দিকে কিছু ঠেলে বেরিয়ে আসার মত অনুভূতি, এই জাতীয় অনুভূতি বস্তিকোটরপর্যন্ত প্রসারিত হয়।

মল— বাধাপ্রাপ্ত;সামান্য পরিমানে মন;খুব কষ্ট করে বের করলে হয়। মল, মলদ্বারের চারিপাশে লেগে থাকে, অনেকটা নরম কাদার মত। চট্চটে মল। ভ্রমণকারীর কোষ্ঠকাঠিণ্য। যাদের খাদ্য ও পাণীয় অবিরাম পরিবর্তিত হয়ে থাকে। আগুনে পোড়ার মত মল।

স্ত্রীরোগ— জননেন্দ্রিয় স্থান অতিরিক্ত স্পর্শকাতর। বাইরে ও ভিতরে সুড়সুড়কর অনুভূতি (**ক্যালিব্রোমেটাম, ওরিগ্যানাম**)। ডিম্বাশয় অনুভূতি প্রবণ ও জ্বালা করে। মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে, প্রচুর পরিমাণে, কালচে জমাট বাঁধা, তৎসহ আক্ষেপ এবং বেদনাপূর্ণ নীচের দিকে ঠেলামারাবৎ অনুভূতি, শীতবোধ এবং অঙ্গের অনুভূতি প্রবণতা। যোনিপথের আক্ষেপ। স্ত্রীলোকের কামোন্মত্ততা। অত্যাধিক যৌনবিকাশ;যোনিপথের আক্ষেপ। যোনিকপাটের চুলকানি। ডিম্বাশয়ের প্রদাহ ও বন্ধাত্ব। অস্বাভাবিক যৌন ক্ষুধা ও বিষন্নতা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— উরুস্থানে কষাভাব, যেন মনে হয় যন্ত্রের সাহায্যে কষে বাঁধা রয়েছে। অসাড় ও ক্লান্তির অনুভূতি। পক্ষাঘাতের ন্যায় অনুভূতি।

ঘুম— পা দুটি অনেক দুরে প্রসারিত করে ঘুমায় (ক্যামোমিলা)।

কমা—বাড়া—বৃদ্ধি, বসে থাকলে ও দাঁড়িয়ে থাকলে; সন্ধ্যায়।

উপশম, হাঁটা-চলায়।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—রেডিয়াম, ষ্ট্যানাম; ভ্যালেরিয়ানা; সিপিয়া।

এছাড়াও তুলনীয়—**প্ল্যাটিনাম মিউরিয়েটিকাম**— (যখন আয়োডাইড অফ পটাশ, সিফিলিস রোগজনিত উপসনের উপশম করতে পারে না, সেই ক্ষেত্রে এই ঔষধটি ভালো কাজ করে;মাথার পিছনের অংশে তীব্র বেদনা, কষ্টকর ঢোক গেলা এবং সিফিলিসরোগজনিত কারনে গলা ও অস্থির উপসর্গসমূহ;পায়ের পাতার অস্থির ক্ষয়);

প্ল্যাটিনাম মিউর ন্যাট (প্রচুর প্রস্রাব ও লালাস্রাব);

সিডার্ম অ্যাক্রী (যৌন সম্পর্কিত উপদাহ, এই ঔষধটি স্নায়ুকেন্দ্রের উপদাহের উপশম ঘটায়)।

দোষঘ্ন—পালসেটিলা।

প্ল্যাটিনা, সীসার কুফল নষ্ট করে।

শক্তি— ৬x বিচূর্ণ থেকে ৩০ শক্তি।

প্লাম্বাম মেটালিকাম

PLUMBUM METALICUM লেড্

শরীরের তন্তু সমূহের সাবির্বক কাঠিণ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এটি একটি শ্রেষ্ট ঔষধ বিশেষ। সীসা জনিত কারণে পক্ষাঘাত মূলতঃ প্রসারক পেশীসমূহ, বাহুর অগ্রভাগ অথবা শরীরে উধর্বাঙ্গ আক্রান্ত হয়, ইহা শরীরের ভিতর থেকে শুরু করে শরীরের বাইরের অংশে প্রসারিত হয় তৎসহ আংশিক অনুভূতিহীণতা অথবা অনুভূতির অত্যাধিক আধিক্য, এই অবস্থার পূর্বে বেদনা দেখা দেয়। স্থানিক স্নায়ুশূল, স্নায়ু প্রদাহ। রক্ত, পাকাশয়িক তন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্লাম্বামের মূল কাজ সংঘটিত হয়। রক্তে দ্রুত লোহিত কণিকার সংখ্যা কমতে থাকে;এই কারণে শরীর ফ্যাকাশে বর্ণ হয়। জন্ডিস ও রক্তাল্পতা দেখা দেয়। শরীরের অভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহের সঙ্কোচন।

প্রলাপ, অচেতন অবস্থা ও আক্ষেপ। উচ্চরক্তচাপ ও রক্তবহানলীর কঠিণতা। পেশীসমূহের ক্রমশঃ শুকিয়ে যাওয়া। শিশুদের পক্ষাঘাত। পেশী সমূহের ক্রিয়ার গতিবিধায়ক অসামঞ্জস্য। ব্যাপক এবং দ্রুতশীর্ণতাপ্রাপ্তি। বাল্বার প্যারালিসিস। শরীরের প্রান্তভাগের রোগ সমূহের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের বহুস্থানের তন্তু সমূহের কঠিণতা, মেরুদন্ডের পশ্চাৎভাগের তন্তু সমূহের কঠিণতা। সঙ্কোচন ও ছিদ্র করার মত বেদনা। বৃক্কের তরুন প্রদাহের যাবতীয় লক্ষণসমূহ তৎসহ ঝাপসাদৃষ্টি এবং মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় লক্ষানাবলী। গেঁটে বাত (পুরাতন।

মন—মানসিক অবসাদ। কেউ তাকে খুন করে ফেলবে এই জাতীয় আশঙ্কা। শান্ত প্রকৃতির বিষন্নতা। ধীর অনুভূতি;স্মৃতি শক্তিহীণতা, সঠিক বাক্য গঠনে অক্ষমতা। অবাস্তব বস্তুর কল্পনা ও বিভ্রান্তি। বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধীয় কাজে লিপ্ত হতে অনীহা। স্মৃতি শক্তির বিফলতা (এনাকার্ডিয়াম; ব্যারাইটা)। আংশিক পক্ষাঘাত জনিত কারণে মানসিক শক্তির খর্বতা।

মাথা— পর্যায়ক্রমে প্রলাপ ও শূলবেদনা। গলা থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত যেন একটি বল উঠছে, এই জাতীয় বেদনা। মাথার চুল অত্যন্ত শুষ্ক। কানের ভিতরে টুন টুন শব্দ হয় (চায়না, নেট্রাম স্যালিসিলিকাম; কার্বোনিয়াম সালফিউরেটাম)।

চোখ— চোখের তারা সঙ্কুচিত। হলুদ। চক্ষু সংক্রান্ত স্নায়ু প্রদাহিত। চোখের ভিতরে পুঁজোৎপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রদাহ। গ্লকোমা, বিশেষ করে যখন এটি মেরুদন্ডের কোন রোগের থেকে উৎপন্ন হয়। চক্ষু সংক্রান্ত স্নায়ুর প্রদাহ, চোখের সামনে কালো-কালো বিন্দু দেখা যায়। মূর্চ্ছা যাবার পরে হঠাৎ করে দৃষ্টি শক্তির লোপ পাওয়া।

মুখমন্ডল— বিবর্ণ ও পাংশুটে। হলুদ, মৃতের মত, গালগুলি ভিতর দিকে ঢুকে যায়। মুখমন্ডলের চামড়া চর্বিযুক্ত ও চকচকে। নাকের অগ্রভাগের পেশীসমূহের কম্পন।

মুখগহ্বর— মাঢ়ীস্ফীত, ফ্যাকাসে; মাঢ়ীগুলির কিনারা বরাবর সুস্পষ্ট নীলবর্ণের দাগ দেখা যায়। সকম্প জিহ্বা, জিহ্বার কিনারা লালবর্ণযুক্ত। জিহ্বা বের করতে পারে না, যেন মনে হয় ইহা পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

পাকস্থলী— অন্ননলী ও পাকস্থলীর সঙ্কোচন;চাপবোধ ও টানভাব। পাকাশয়িক শূল। অবিরাম বমি। শক্ত খাবার কিছুতেই গিলতে পারে না।

উদর— তীব্র শূল বেদনা, বেদনা সমগ্র শরীরে প্রসারিত হয়। উদর প্রাচীর একটি দড়ির সাহায্যে মেরুদন্ডের দিকে টানা হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি। বেদনার জন্য শরীর টানটান করতে ইচ্ছা হয়;অন্ত্রাবরোধ;রুদ্ধ প্রকৃতির অন্ত্রবৃদ্ধি (হার্নিয়া)। পেটের ভিতরের দিকে টানভাব। বাধাপ্রাপ্ত বায়ুসঞ্চয়, তৎসহ তীব্র শূলবেদনা। পর্যায়ক্রমে শূলবেদনা ও প্রলাপ এবং শীর্ণতাপ্রাপ্ত সঙ্গে বেদনা।

সরলান্ত্র—কোষ্ঠকাঠিণ্য, মল শক্ত, পিন্ডবৎ, কালো তৎসহ তীব্র বেগ ও মলদ্বারের আক্ষেপ। মল একসঙ্গে কষে আটকিয়ে থাকার ফলে মলত্যাগে বাধা প্ল্যাটিনা। সরলান্ত্রের স্নায়ুশূল। মলদ্বারের সঙ্কোচন ও উপরের দিকে টানভাব।

প্রস্রাব যন্ত্রসমূহ— বারে বারে, নিষ্ফল কোঁথ। অ্যালবিউমিনযুক্ত প্রস্রাব; স্বল্প আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রস্রাব।

বৃক্কের পুরাতন প্রদাহ— তৎসহ পেটের ভিতরে তীব্র বেদনা। প্রস্রাব অল্প। প্রস্রাব থলির কোঁথ। ফোঁটা-ফোঁটা করে প্রস্রাব নির্গত হয়।

পুরুষের রোগ— যৌন সম্পর্কিত ক্ষমতার স্বল্পতা। অন্ডদ্বয়ে উপর দিকে টনাভাব, সঙ্কোচনের অনুভূতি।

স্ত্রীরোগ—যোনিপথের আক্ষেপ তৎসহ শীর্ণতা ও কোষ্ঠকাঠিণ্য। স্তনগ্রন্থির কঠিনতা। যোনিকপাটও যোনিপথ অত্যন্ত অনুভূতি প্রবন। স্তনের ভিতরে সূচীবিদ্ধবৎ ও জ্বালাকর বেদনা (এপিস, কোনিয়াম; কার্বো-অ্যানিম্যালিস; সাইলেশিয়া)। গর্ভপাতের প্রবণতা যুক্ত। অতিরজঃ তৎসহ একটি দড়ি পেটের ভিতর থেকে পিঠ পর্যন্ত টানা রয়েছে এই জাতীয় অনুভূতি। হাইতোলা ও গা মোড়ামুড়ি দেবার প্রবণতা।

হৃদ্‌পিন্ড—হৃদ্‌পিন্ডের দুর্বলতা। নাড়ী কোমল ও ক্ষুদ্র, দুইবার করে প্রতিঘাত করে। তারের মত সরু নাড়ী, শরীরের দূরবর্তীস্থানে থাকা ধমনী গুলিতে খিলধরার মত সঙ্কোচন।

পিঠ— সুষুমনা কান্ডের প্রাপ্তি। বিদ্যুতের মত যন্ত্রণা;,সাময়িকভাবে চাপে উপশম। নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত।

চামড়া— হলুদ, যকৃৎ দোষজনিত কারণে চামড়ার উপর কালচে বাদামী বর্ণের ছোপসমূহ। জন্ডিস। বাহু অগ্রভাগে ও পা গুলির শিরাসমূহ শুষ্ক ও প্রসারিত।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— শরীরের কোন একটি পেশীগুচ্ছে পক্ষাঘাত। কোন বস্তু হাত দিয়ে তুলতে বা উঠাতে পারে না। পেশীর প্রসারন কষ্ট কর। পিয়ানো বাদকদের প্রসারক, পেশীর অতি ব্যবহারের ফলে পক্ষাঘাতের উদ্ভব (কিউরেয়ার)। উরুস্থানের পেশী সমূহের বেদন; থেকে থেকে বেদনার প্রকোপ প্রকাশ পায়। কব্জির পতনাবস্থা। পায়ের ডিমের পেশী সমূহের খিলধরা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হুলফুটানবৎ, ও ছিঁড়ে ফেলার মত অনুভূতি, এছাড়াও স্পন্দন, ও সুড়সুড়ি, অসাড়তা, বেদনা অথবা কম্পন। পক্ষাঘাত। পায়ের পাতার স্ফীতি। শীর্ণতাপ্রাপ্ত অঙ্গে পর্যায়ক্রমে বেদনাও শূলবেদনা।

হাঁটুর মালাইচাকির প্রতিক্রিয়ার অভাব। হাত ও পাগুলি শীতল। রাত্রে ডানপায়ের বুড়ো আঙ্গুলের বেদনা, অত্যন্তস্পর্শকাতর।

কমা-বাড়া-বৃদ্ধি— রাত্রে, নড়াচড়ায়।

উপশম, টিপে দেখে, কঠিন চাপে, শারীরিক পরিশ্রমে, (**এলুমেন**)

সম্বন্ধ—তুলনীয়—প্লাম্বাস অ্যাসেটেট (পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গ বেদনাপূর্ণ;গ্যাসট্রিক আলসার রোগে পেশী সমূহের তীব্র বেদনা ও খিলধরা;রসযুক্ত একজিমার ক্ষেত্রে, স্থানিকভাবে এই ঔষধ ব্যবহার করা যায় (অ-হোমিওপ্যাথিক) এবং এটি রসনিঃসরণ বন্ধ করে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী শুষ্ক করে তোলে। খুব সাবধানে ঔষধটি ব্যবহার করা প্রয়োজন, কারণ উপযুক্ত পরিমানে সীসা শরীরে শোষিত হলে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। এছাড়াও মূলাধারের চুলকানিতে, **লাইকর প্লাম্বাই** এবং **গ্লিসারিন** সম মাত্রায় মিশ্রিত করে বাহ্যিকভাবে প্রযোজ্য);

প্লাম্বাম আয়োডেটাম (অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে এই ঔষধটি নানা প্রকারের পক্ষাঘাত, কঠিণতা জনিত অপকৃষ্ট পরিবর্তন বিশেষ করে সুষুম্নাকান্ড, শীর্ণতা, আর্টিরিয়োস্কেলেরোসিস, প্যালেগ্রা। **স্তন গ্রন্থির কঠিণতা বিশেষ করে যখন প্রদাহের প্রবনতা** দেখা দেয়; টাটানি ও বেদনাপূর্ণ। প্রচন্ড কঠিনতা তৎসহ শুষ্ক চর্ম)।

তুলনীয়—**এলুমিনা; প্ল্যাটিনা; ওপিয়াম; পডোফাইলাম; মার্কিউরিয়াস; প্লাম্বাম ক্রোমিকায়াম**— (তড়কা, তৎসহ তীব্র বেদনা; চোখের তারার অতীব প্রসারণ; পেট ভিতর দিকে ঢোকা);

প্লাম্বাম ফসফরাস— (যৌনশক্তির ক্ষমতার স্বল্পতা)।

দোষঘ্ন—প্ল্যাটিনা; এলুমিনা; পেট্রোলিয়াম।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

পডোফাইলাম

PODOPHYLLUM **মে-অ্যাপেল**

পিত্তাধিক্যযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ঔষধটি বিশেষভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এটি প্রধাণতঃ ডিওডিনাম, ক্ষুদ্রান্ত্র, যকৃৎ ও সরলান্ত্রের উপর কাজ করে। পডোফাইলামের রোগগুলি হল, **পাকাশয়িক অন্ত্রের প্রদাহ, তৎসহ—শূলবেদনা ও পিত্তবমন। মল জলের মত পাতলা তৎসহ শ্লেষ্মা নির্গত হয়, বেদনাহীণ, প্রচুর। মল হুস্‌হুস্ করে বের হয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত।** গর্ভাবস্থায় নানাপ্রকার গোলযোগসমূহ;প্রসবের পরে পেন্ডুলামের মত উদর;জরায়ুর স্থানচ্যুতি। বেদনাহীণ কলেরা মর্বাস। **যকৃতের নিষ্ক্রিয়তা; যকৃৎ শিরার স্ফীতি তৎসহ অর্শ হবার প্রবণতা, পাকস্থলীর নিম্নাংশে বেদনা, শরীরের উপরিভাগে থাকা শিরাসমূহে পূর্ণতা, জন্ডিস।**

মন— অম্লজাতীয় ফল খাবার পরে প্রলাপ ও বাচালতা। মানসিক অবসাদ।

মাথা—মাথাঘোরা, তৎসহ সামনের দিকে পড়ে যাবার প্রবণতা। মাথার বেদনা, মৃদুচাপবোধ, সকালে বৃদ্ধি তৎসহ মুখমন্ডলের উষ্ণতা ও তিতো আস্বাদ, **পর্যায়ক্রমে উদরাময়। মাথা একদিক থেকে অপর দিকে নাড়াতে থাকে,** তৎসহ ঘ্যানঘেনে ও বমি এবং অর্ধনিমীলিত চোখ। ঘুমের সময় শিশুর মাথায় ঘাম হয়।

মুখগহ্বর— রাত্রে দাঁতে দাঁতে কাটে; **দাঁতে-দাঁতে চাপ দেবার অদম্য ইচ্ছা (ফাইটোলক্কা)।** কষ্টকর দন্তদ্গম। **জিহ্বা চওড়া, বৃহৎ ভিজা।** পচা, দুর্গন্ধযুক্ত আস্বাদ। **জিহ্বায় জ্বালাকর অনুভূতি।**

পাকস্থলী— উত্তপ্ত, টক ঢেকুর; বমি-বমিভাবও বমি। অতীব ঠাণ্ডা জলের পিপাসা **(ব্রায়োনিয়া)।** উষ্ণ, ফেনা যুক্ত শ্লেষ্মা বমন। গলা বুক জ্বালা, শূন্য উদগার। দুগ্ধ বমন।

উদর— স্ফীত; উত্তপ্ত ও শূন্যতার অনুভূতি। **দুর্বলতা অথবা অবসন্নতার অনুভূতি।** কেবলমাত্র পেটের উপর চাপ দিয়ে আরামে শুতে পারে। যকৃৎস্থান বেদনাপূর্ণ, **ঐস্থান ডলে দিলে উপশম।** অন্ত্রের ঊর্ধবগামী অংশে গুড়্গুড়্ শব্দ ও বায়ুচলাচল করে।

সরলান্ত্র— শিশুদের কলেরা ও কলেরা মর্বাস। দীর্ঘদিনের উদরাময়; **খুব সকালে, শিশুদের দাঁতউঠার সময়, তৎসহ উত্তপ্ত, চকচকে গাল,** স্নানের সময় উদরাময়; উষ্ণ আবহাওয়ায়, অম্লজাতীয় **ফল** খাবার পরে উদরাময়। প্রাতঃকালীন, বেদনাহীন উদরাময়, যে ক্ষেত্রে শিরার ভিতরে রক্তসঞ্চালনের অবরোধ অথবা অন্ত্রের ক্ষতের জন্য উদরাময় দেখা দেয় না। সবুজ, জলের মত, **দুর্গন্ধযুক্ত, প্রচুর, হুড়্হুড়্** করে মল নির্গমণ। মলত্যাগের সময় অথবা পূর্বে **সরলান্ত্রের স্থানচ্যুতি।** কোষ্ঠকাঠিণ্য; কাদার মত রঙযুক্ত, শক্ত, শুষ্ক, কষ্টকর মলত্যাগ। পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠকাঠিণ্য ও উদরাময় **(এন্টিম ক্রুড)।** আভ্যন্তরিক ও বাহ্যদেশীয় অর্শ।

স্ত্রীরোগ—জরায়ু ও ডানদিকের ডিম্বাশয়ে বেদনা তৎসহ **অন্ত্রের ঊর্ধবগামী অংশের ভিতর দিয়ে প্রসারিত শব্দসমূহ।** অবরুদ্ধ ঋতুস্রাব, তৎসহ বস্তি কোটরের কোঁথ। **জরায়ুর স্থানচ্যুতি,** বিশেষ করে প্রসবের পরে। গর্ভাবস্থায় অর্শ ও মলদ্বারের স্থানচ্যুতি। কোন কিছু উঠাবার সময় অথবা শারীরিক পরিশ্রম থেকে মলদ্বারের স্থানচ্যুতি; গর্ভাবস্থায়।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—দুটি কাঁধের মধ্যবর্তী অংশে, ডানদিকের স্কন্ধ্যাস্থির নিম্নাংশে ও কোমর প্রদেশে বেদনা। ডানদিকের কুঁচকি স্থানে বেদনা; বেদনা তীরবেগে উরুস্থানের ভিতরের দিকের অংশ থেকে হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত হয়। বামদিকে পক্ষাঘাতের ন্যায় দুর্বলতা।

জ্বর— সকাল ৯টায় শীত শুরু হয়, তৎসহ পেটের উপরের অংশে, হাঁটু, গোড়ালি ও কব্জিতে বেদনা। জ্বরের সময় **প্রচন্ড বাচালতা।** প্রচুর ঘাম, **কমা—বাড়া—বৃদ্ধি,** খুব সকালে, উষ্ণ আবহাওয়ায়, দাঁত উঠার সময়।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ম্যানড্রাগোরা, এছাড়াও এটিকে ম্যানড্রেক ও বলা হয় (এক্ষেত্রে পডোফাইলামের সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ফেলা ঠিক হবে না; শব্দ জোরে বলে মনে হয় এবং দৃষ্টি শক্তির প্রসারণ। অন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা; মল সাদা, শক্ত ও বৃহৎ। **এলো; চেলিডোনিয়াম, মার্কিউরিয়াস, নাক্স, আল্ফার ও প্রুনেল্যা।**

শক্তি— অরিষ্ট থেকে উচ্চ শক্তি। ২০০ থেকে ১০০০ শক্তি, অনুমান করা হয় শিশুদের কলেরায় ভালো কাজ করে।

পলিগোনাম পাঙ্কটেটাম (হাইড্রোপাইপার)

POLYGONUM PUNCTATUM স্মার্ট উয়িড

অতিরজঃ এছাড়াও যুবতী মেয়েদের রজঃরোধ। শিরাস্ফীতি, অর্শ ও মলদ্বারে গর্তসমূহ। পাকস্থলীতে জ্বালাবোধ, এরপরে পাকস্থলীর উপরের অংশে শীতলতার অনুভূতি।

উদর— মোচড় দেবার মত বেদনা, তৎসহ পেটের ভিতরে গুড়্গুড়্ শব্দ, বমি-বমিভাব এবং তরল মল। **পেট ফাঁপাজনিত কারনে শূলবেদনা।**

সরলান্ত্র— মলদ্বারের ভিতরে চুলকানিসহ উদ্ভেদসমূহ।

অর্শ— তরল মল।

প্রস্রাব যন্ত্রসমূহ—প্রস্রাব থলির গ্রীবাদেশে বেদনাপূর্ণ সঙ্কোচন।

স্ত্রীরোগ—নিতম্ব স্থানে ও কোমর প্রদেশে কন্কনে বেদনা। **মনে হয় যেন নিতম্ব স্থান দুটিকে পরস্পরের দিকে টেনে রাখা হয়েছে।** বস্তিকোটরের ভিতরে ভারীবোধ ও টানভাব। স্তনের ভিতর দিয়ে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা। রজঃরোধ।

চামড়া—**নিম্নাঙ্গের উপরিভাগে ক্ষতসমূহ ও টাটানি ব্যথা; বিশেষ করে স্ত্রীলোকেদের** রজোনিবৃত্তিকালে দেখা দেয়।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—কার্ডুয়াস মেরিয়্যান্যাস (ক্ষতসমূহ; হ্যামামেলিস, সেনেসিও, পলিগোনাম ভার্সিকেরিয়া (বৃক্কশূল ও বৃক্ক পাথুরি;গ্যাঙগ্রীণ);পলিগোনাম স্যাজিটেটাম (২x বিচূর্ণ,বৃক্ক প্রদাহের শূলবেদনায়; পুঁজযুক্ত বৃক্ক প্রদাহ; শির দাঁড়া বরাবর ছুরি দিয়ে কাটার মত বেদনা; তালুর কঠিন অংশে চুলকানি; ডানদিকের পায়ের পাতার ভিতরের অংশে জ্বালা এবং গোড়ালিতে জ্বালা; সি.এম.তোসার); পলিগোনাম অ্যাভিকিউল্যারি— নট গ্র্যাস—(স্থলযাত্রায় অরিষ্ট, দেখা গেছে খুব ভালোকাজ করে ফুসফুসের যক্ষ্মায় ও সবিরাম জ্বরে, এবং বিশেষ করে আর্টিরিয়েয় স্কেলেরোসিসের ক্ষেত্রে। উদ্ভেদসমূহ)।

শক্তি— অরিষ্ট।

পলিপোরাস পিনিকোলা

POLYPORYS PINICOLA পাইন অ্যাগারিক্

এই ঔষধটি সবিরাম জ্বর, স্বল্প বিরাম জ্বর ও পিত্তাধিক্য জ্বরে উপযোগী, তৎসহ মাথার যন্ত্রণা, হলুদ জিহ্বা, অবিরাম বমি-বমিভাব, পেটের উপরের অংশে খালিবোধ এবং কোষ্ঠকাঠিণ্য। পায়ের বৃহৎ অস্থির গভীরে বেদনা, বেদনা তীব্র অথবা মৃদু প্রকৃতির হয়, এই বেদনা রোগীর রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়।

জ্বর— প্রচন্ড ক্লান্তি, মাথায় রক্তাধিক্য, তৎসহ মাথাঘোরা, মুখমন্ডল উত্তপ্ত ও আরক্ত, সমগ্র শরীরের খোঁচামারার মত অনুভূতি, কব্জি ও হাঁটুর বেদনার জন্য রাত্রে রোগী অস্থির হয়ে পড়ে; বাতজ বেদনা;প্রচুর ঘাম। প্রায় সকাল ১০টার সময় মাথার যন্ত্রণা, তৎসহ পিঠের, গোড়ালির ও পা দুটির বেদনা, বেদনা দুপুর তিনটে পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, এর পরে ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে।

পপুলাস ক্যান্ডিক্যান্স

POPULUS CANDICANS বাম্ অফ গিলেড

সাধারণ তরুন সর্দ্দির উপর এই ঔষধের ভালো কাজ আছে, বিশেষ করে, যখন এই জাতীয় সর্দ্দির সঙ্গে গভীর স্বরভঙ্গ থাকে অথবা এমনকি স্বরলোপ থাকে। সাধারণভাবে শরীরের ত্বকের উপরে অনুভূতির অভাব দেখা যায় (পিঠে ও পেঠের ত্বকে বেশী দেখা যায়);ঘর্ষণ ও টেপাটেপি সহজেই সহ্য হয় এতে বেদনা হয় না এবং এর ফলে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তাতে রোগী আরাম বোধ করে। হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ পুরু ও শৃঙ্গের মত;খোঁচা দিলে অথবা চিমটি কাটলে রোগী বুঝতে পারে না। এই ঔষধের সাহায্যে খুব দ্রুত স্বর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় (কোকা)।

মাথা— রোগী (স্ত্রী) তার লক্ষণগুলির কথা সকলের সঙ্গে আলোচনা করে। মাথা গরম, তৎসহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠান্ডা। ঠোঁটের উপর ঠান্ডা ক্ষত (নেট্রাম মিউর)। জিহ্বা পুরু ও অসাড়তার অনুভূতি। চোখ, নাক, মুখ গহ্বর, গলা ও বায়ু নলীর ভিতরে জ্বালাকর অনুভূতি।

শ্বাসযন্ত্রসমূহ—তরুন স্বরভঙ্গ। গলা ও নাকের ছিদ্রে জ্বালা। সামনের দিকে ঝুঁকে বসে থাকে, তৎসহ শুষ্ক কাশি। গলবিল ও কণ্ঠনলীতে জ্বালাকর অনুভূতি। এবং গলার স্বর ক্ষীণও সুরবিহীণ। বুকে ও গলায় হাজাকর ও ক্ষতবৎ অনুভূতি। নাসিকা গলবিলীয় সর্দ্দি থেকে শিশুদের কাশি দেখা দেয়;নাকের পিছনের অংশ থেকে সর্দি ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ে।

শক্তি— অরিষ্ট।

পপিউলাস ট্রেমিউলয়েডস

POPULUS TREMULOIDES **আমেরিকান এস্পেন**

এই ঔষধের পাকাশয়িক ও প্রস্রাব সংক্রান্ত লক্ষণাবলী থেকে বোঝা যায় যে, ঔষধটি অগ্নিমান্দ্য ও প্রস্রাবথলির প্রদাহে কার্যকরী, বিশেষ করে বৃদ্ধব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। প্রস্রাবথলির গোলযোগে, অস্ত্রোপচারের পরে এটি একটি ভালো ঔষধ বিশেষ এবং গর্ভাবস্থাতেও। প্রস্রাবথলির প্রদাহ। মাথায় পূর্ণতার অনুভূতি, এবং সারা শরীরের ত্বকে উষ্ণতার অনুভূতি। **রাত্রিকালীণ ঘাম। কম্পজ্বর।**

পাকস্থলী—অজীর্ণ, তৎসহ পেটফাঁপা ও অম্ল। বমি বমিভাব ও বমি।

প্রস্রাব—তীব্র কোঁথ, বেদনাদায়ক জ্বালা। প্রস্রাবে শ্লেষ্মা ও পুঁজ থাকে। প্রস্টেটগ্রন্থির বিবৃদ্ধি। প্রস্রাবের শেষে বস্তিকোটরের পিছনের অংশে বেদনা।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—নাক্স, চায়না, কর্নাস ফ্লোর; ক্যানাবিস; ক্যান্থারিস।

শক্তি— অরিষ্ট অথবা পপিউলিন ১x বিচূর্ণ।

পোথোস ফেটিডাস

POTHOS FOETIDUS **স্কাংক্ ক্যাবেজ**

হাঁপানীর উপসর্গ সমূহ; যে কোন প্রকার ধূলি কনা শ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গেলেই বৃদ্ধি। হিস্টিরিয়া। স্থান পরিবর্তনশীল আক্ষেপিক বেদনা। রোগী যে সকল লক্ষণ নিজে উপলব্ধি করতে পারে সেইগুলি আলেয়ার মত চরিত্রযুক্ত এবং জরায়ু স্ফীতি আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ (স্যামুয়েল জেনিস)। পেটের স্ফীতি ও টানভাব। মিলারস্ অ্যাজমা।

মাথা— অন্যমনস্ক, খিট্‌খিটে। মাথায় নির্দিষ্ট একটি ছোট অংশে বেদনা তৎসহ রগের ধমনীর তীব্র স্পন্দন। ভ্রু দুটির মালের অংশ থেকে বাইরের দিকে টানভাব। মুক্ত বাতাসে উপশম (পালসেটিলা)। নাকের অস্থির উপর দিয়ে লালচে বর্ণের স্ফীতি।

উদর— উদর স্ফীতি ও টানভাব।

শ্বাসযন্ত্রসমূহ— আক্ষেপিক ঘুংড়িকাশি। কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, তৎসহ হঠাৎ করে তীব্র যন্ত্রণা ও ঘর্মস্রাবের উপস্থিতি।

হাঁচি, তৎসহ গলায় বেদনা। বুকের ভিতরে বেদনা, তৎসহ কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস। জিহ্বা অসাড় বলে মনে হয়, হাঁপানী; মলত্যাগের পরে উপশম।

শক্তি—অরিষ্ট ও নিম্নতর শক্তিসমূহ।

প্রিমিউলা ভেরিস

PRIMULA VERIS **কাউশ্লিপ**

মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, তৎসহ স্নায়ুশূল, মাথার একদিকে বেদনা বা মাইগ্রেণ। সন্ধিবাত ও গেঁটেবাত জনিত উপসর্গ সমূহ।

মাথা— মাথার চারিধারে বন্ধনী থাকার মত অনুভূতি; কিছুতেই মাথার উপরে টুপি রাখতে পারে না। (কার্বলিক অ্যাসিড) কপালের চামড়ায় টানভাব। দাঁড়িয়ে থাকার সময় পড়ে যাবার ভীতি। তীব্র মাথাঘোরা, যেন মনে তার চারিপাশে থাকা সকল কিছুই ঘুরছে। কানের ভিতরে ঝিনঝিন শব্দ; মুক্ত বাতাসে উপশম।

শ্বাসযন্ত্র সমূহ—কাশি, তৎসহ সমগ্র শ্বাসপথে জ্বালা ও খোঁচা মারার মত বেদনা, স্বরক্ষীণ।

প্রস্রাব যন্ত্রসমূহ—প্রস্রাবে ভায়োলেট ফুলের তীব্র গন্ধের উপস্থিতি (টেরিবিস্থ)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— ডানদিকের কক্ষ প্রদেশের পেশীসমূহ বেদনাপূর্ণ। অঙ্গে ভারীবোধও ক্লান্তির অনুভূতি, বিশেষতঃ কাঁধদুটিতে।

প্রিমিউলা অব্‌কোনিকা

PRIMULA OBCONICA **প্রিমরোজ**

প্রিমরোজের বিষ এটির গ্রন্থিযুক্ত কেশের ভিতরে থাকে, যা সহজেই ভেঙ্গে যায় এবং তা থেকে এক প্রকার উত্তেজক রস নিঃসৃত হয় এবং এই রস চামড়ার ভিতরে শোষিত হয়।

কিন্তু এই ঔষধের চর্মের উপরে বিষক্রিয়ার লক্ষনণাবলী প্রকাশ পায় কেবলমাত্র **অতিরিক্ত** অনুভূতি সম্পন্ন রোগীদের ক্ষেত্রে, এমনকি এই উদ্ভিদের সঙ্গে সরাসরি সংস্পর্শে না **এলেও**, কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে উদ্ভিদের নিকটে যাওয়াই যথেষ্ট, অনেকটা পয়জন আইভির মত। সবিরাম প্রকৃতির লক্ষণাবলী, ডানদিকে বৃদ্ধি। যকৃৎও প্লীহাতে বেদনা। তন্তুর গভীরে রস নিঃসরণ ও টানভাব, ফোস্কাসমূহ। **পক্ষাঘাতের মত অনুভূতি, দুর্বলতা।** পর্যায়ক্রমে গলবিলে টাটানি ব্যথা ও মুখমন্ডলের উত্তেজনার উপশম।

মুখমন্ডল—ভিজা একজিমা। চিবুকে ফুস্কুড়ি জাতীয় উদ্ভেদসমূহ। রাত্রে জ্বালা। আমবাতের মত উদ্ভেদ। চোখের পাতা স্ফীত।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— বাহুদ্বয়, কব্জি, অগ্র বাহুও হাতে একজিমা, উদ্ভেদযুক্ত ও হাজাকর। কাঁধের চারিপাশে বাতজ বেদনা। হাতের তালু শুষ্ক ও উত্তপ্ত। সন্ধিস্থানে ও বাতের আঙ্গুলগুলিতে কট্‌কট্ শব্দ। হাতের দুটি আঙ্গুলের মধ্যবর্তী অংশে উদ্ভেদসমূহ। হাতের পিছনের অংশে বেগুনিবর্ণের ছোপসমূহ, হাতের তালুর অংশ আড়ষ্ট। হাতের আঙ্গুলগুলিতে ফোস্কাসমূহ।

চামড়া—তীব্র চুলকানি, রাত্রে বৃদ্ধি, লাল ও স্ফীত অনেকটা ইরিসিপেলাসের মত। স্ফীতি। **উঁচু অংশের উপরে ছোট-ছোট ফুস্কুড়ি সমূহ।** চামড়ার লক্ষণাবলীর সঙ্গে ছোট ফুস্কুড়িসমূহ। চামড়ার লক্ষনাবলীর সঙ্গে জ্বরের লক্ষণ সংশ্লিষ্ট থাকে।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—রাসটক্স, ফ্যাগোপাইরাম (দোযস্ন)

ইউমিয়া ইলিগ্যান্স্‌, চামড়ার লক্ষনগুলি সদৃশ।

প্রোপাইল্যামিন—ট্রাইমিথ্যাইলামিনাম

PROPYLAMIN–TRIMET–HYLAMINUM **ডিস্‌টিলড্‌ হেরিং ব্রাইন**

তরুন বাত রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জ্বর ও বেদনা, এই ঔষধ দুই একদিনের মধ্যে উপশম করে থাকে। বাতজনিত কারনে মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল ও বাতরোগের স্থানান্তরের ফলে দেখা দেওয়া উপসর্গ সমূহ;বিশেষ করে হৃদ্‌পিন্ডের কাজের গোলযোগ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—কব্জি ও গোড়ালিস্থানে বেদনা; সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি (ব্রায়োনিয়া)। প্রচন্ড অস্থিরতাও পিপাসা। বাতরোগ, সূঁচ আঙ্গুলের অগ্রভাগে ধরলে তা ভারী বলে মনে হয়। **হাতের আঙ্গুলগুলির ভিতরে সুড়সুড়িও অসাড়তা।** কব্জি ও গোড়ালিতে বেদনা, দাঁড়াতে পারে না।

সম্বন্ধ—(চিনোপোডিয়াম ভালভেরিয়া। এই গাছটিতে পচা মাছের গন্ধ পাওয়া যায় এবং গাছটিতে প্রচুর পরিমানে প্রোপাইল্যামিন থাকে। কোমর প্রদেশ ও পিঠের নিম্নাংশের দুর্বলতা)।

শক্তি— ১০ থেকে ১৫ ফোঁটা মাত্রায়, প্রায় ছয় আউন্স জলের সঙ্গে মিশ্রিত করে চা-চামচের এক চামচ মাত্রায় প্রতি দুই ঘন্টা অন্তর প্রযোজ্য।

প্রুনাস স্পাইনোসা

PRUNUS SPINOSA **ব্ল্যাক থরন্**

মাথা ও প্রস্রাব সংক্রান্ত যন্ত্র সমূহের উপর এই ঔষধটি বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। কয়েক প্রকারের স্নায়ুশূল, সবর্বাঙ্গীণ শোথে ভাল কাজ করে। গোড়ালি ও পায়ের পাতায় **মোচকিয়ে** যাবার মত অনুভূতি **চোখের পাতার স্নায়ুশূল (স্পাইজিলিয়া)।**

মাথা—মাথার খুলির নীচে চাপ দেবার ন্যায় বেদনা, যেন মনে হয় মাথার খুলিটি ভেঙ্গে দুভাগ হয়ে যাবে, এই জাতীয় অনুভূতি। **কপালাস্থির ডানদিক থেকে শুরু হয়ে মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত তীরবিদ্ধবৎ বেদনা। ডানদিকের চোখের তারায় বেদনা, যেন মনে হয় ফেটে যাবে।** খোঁচা মারার মত দাঁতের বেদনা, যনে মনে হয় দাঁতগুলি টেনে উঠিয়ে ফেলা হচ্ছে; যে কোন প্রকার গরম বস্তু মুখে নিলে বৃদ্ধি।

চোখ— চোখের পাতার স্নায়ুশূল। চোখের ডানদিকের তারায় ফেটে যাবার মত বেদনা, বেদনা বিদ্যুতের মত তীব্র বেগে মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। **বামদিকে চোখে হঠাৎ করে তীব্র বেদনা, যেন মনে হয় চোখটি ফেটে যাবে; অশ্রুস্রাবে উপশম।** চোখে ফেটে যাবার মত অনুভূতি।

উদর— উদরী। প্রস্রাব থলির স্থানে খিলধরার মত বেদনা; হাঁটাচলায় বৃদ্ধি।

সরলান্ত্র—শক্ত,গুটলে মল, তৎসহ সরলান্ত্রের বেদনা, যেন মনে হয় একটি কোণাকৃতি বস্তুর সাহায্যে সরলান্ত্রের ভিতরে চাপ দেওয়া হচ্ছে। পিচ্ছিল উদরাময়ের পরে মলদ্বারে জ্বালাকর অনুভূতি।

প্রস্রাব— প্রস্রাব থলির কোঁথ। বারে বারে প্রস্রাব করার নিষ্ফল চেষ্টা। **প্রবণতার জন্য খুব তাড়াতাড়ি প্রস্রাব করতে যেতে হয়; প্রস্রাব লিঙ্গমুন্ড পর্যন্ত যায় এবং এর পর পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে এবং এর ফলে প্রস্রাব থলিতে বেদনার সৃষ্টি হয়।** স্নায়বিক কষ্টকর প্রস্রাব। **প্রস্রাব করার আগে বহুসময় ধরে কোঁথ দিতে হয়।**

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রসমূহ— হাঁটা চলার সময় বুকের ভিতরে সাঁই-সাঁই শব্দ হয়। **বুকের ভিতরে** চাপবোধ ও শ্বাসরোধের ন্যায় অবস্থা; উদ্বেগপূর্ণ, ছোট-ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস। হৃদশূল। তীব্র হৃদস্পন্দন; সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি।

চামড়া— হার্পিস জুস্টার। শোথ। হাতের আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ সমূহে **চুলকানি, যেন মনে** হয় শীতে জমাট বেঁধে গেছে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—লরোসারেসাস;

প্রুনাস পেডাস— বার্ডচেরী— (গলক্ষত, বুকাস্থির পিছনে চাপবোধ এবং মলদ্বারে খোঁচামারার মত বেদনা);

প্রুনাস ভার্জিনিয়ানা— ওয়াইল্ড চেরী (**হৃদপিন্ডের শক্তি বৃদ্ধিকারক**। হৃদ্‌পিন্ডের পাখা ঝাপটানোবৎ স্পন্দনের ও নিলয়ের বিবৃদ্ধির উপশম করে;হৃদ্‌পিন্ড উত্তেজিত;হৃদ্‌পিন্ডের ডানদিকের বিবৃদ্ধি; কাশি রাত্রে শোবার পরে বৃদ্ধি পায়; দুর্বল পরিপাকশক্তি, বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের; পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস; পেশীর কার্যকারীতার বৃদ্ধি ঘটায়);

পাইরাস— মাউন্টেন অ্যাস—চোখের উপদাহ;কোমরের চারিপাশে সঙ্কোচনের মত অনুভূতি; জরায়ুতে, প্রস্রাবথলি, হৃদ্‌পিন্ডে আক্ষেপিক বেদনা, পাকস্থলীর ভিতরে ঠান্ডা জল থাকার ন্যায় শীতলতা, শীতলতা অন্ননলী পর্যন্ত প্রসারিত হয়;স্নায়বিক ও গেঁটে বাত জনিত বেদনা।

শক্তি—৩য় থেকে ৬ষ্ঠ শক্তি।

সোরিনাম

PSORINUM — স্কেবিশ ভেসিকল্

তথাকথিত সোরা ঋতুদোষের যাবতীয় লক্ষণসমূহ এই ঔষধ আরোগ্য করতে সক্ষম। এটি একটি শীতল ঔষধ বিশেষ;এই ঔষধের রোগী সর্বদা মাথাটি গরম রাখতে চায়, এমন কি গ্রীষ্মকালে রোগী **গরম কাপড়—জামা চায়। ঠান্ডায় অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবণ। দুর্বলতা**, এটি কোন যান্ত্রিক রোগের উপর নির্ভর করে না, বিশেষ করে কোন তরুণ রোগের পরে কিছুটা দুর্বলতা থেকে যায়। **প্রতিক্রিয়া শক্তির অভাব**। অর্থাৎ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বিকলতা;যে ক্ষেত্রে সুনির্বাচিত ঔষধ কাজ করতে ব্যর্থ হয়, সেই ক্ষেত্রে এটি উপযুক্ত। গন্ডমালা দোষযুক্ত রোগী। সর্বপ্রকার স্রাবে **একজাতীয় দূর্গন্ধ পাওয়া যায়**। প্রচুর ঘাম। হৃদ্‌পিন্ডের দুর্বলতা। চামড়ার লক্ষণসমূহ অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রায়ই ঠান্ডা লাগা ধাতের ক্ষেত্রে এই ঔষধ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরী করে। হাঁটা-চলার সময়ে সহজেই ঘাম হয়। বংশগত সিফিলিস ও সিফিলিসের শেষাবস্থা। দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব সমূহ।

মন— নৈরাশ্য;আরোগ্য সম্পর্কে হতাশ। **বিষন্নতা**, গভীর ও স্থায়ী;ধর্মপ্রাণ। আত্মহত্যা করার প্রবনতা।

মাথা— রাত্রে মাথায় বেদনাসহ ঘুম থেকে জেগে উঠে, মাথায় ঘুষি মারার মত বেদনা। পুরাতন মাথার **যন্ত্রনা; রোগাক্রমণকালে ক্ষুধার্ত**, তৎসহ মাথাঘোরা। হাতুড়ি দিয়ে ঘা মারার মত বেদনা; মস্তিষ্ক বৃহৎ বলে মনে হয়; আবহাওয়ার পরিবর্তনে বৃদ্ধি। মাথার পিছনের অংশে মৃদু, চাপবোধযুক্ত বেদনা। মাথার চামড়ায় আর্দ্র উদ্ভেদসমূহ;মাথার চুল জটাযুক্ত। চুল শুষ্ক।

চোখ— চোখ জুড়ে যায়। চোখের পাতার প্রদাহ। **পুরাতন চক্ষু প্রদাহ, যা বারে বারে-দেখা দেয়। চোখের পাতার কিনারাগুলি লালচে।** চোখের স্রাব হাজাকর।

মুখগহ্বর— মুখের দুই কোনে ফাটা, যা সহজে ভালো হয় না। জিহ্বা, মাঢ়ী **ক্ষতযুক্ত;দূর্গন্ধযুক্ত চটচটে শ্লেষ্মা, যা তালুর কোমল অংশে জড়িয়ে যায়।**

নাক— শুষ্ক, সর্দি, তৎসহ নাক বন্ধ হওয়া। পুরাতন সর্দ্দি;নাকের পিছনের অংশ থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে সর্দি ঝরে। বয়ঃ ব্রণ।

কান— হাজাযুক্ত, লালচে, **কানের চারিপাশে রস ঝরে এইরূপ মামড়ীযুক্ত।** কানের পিছনের অংশে টাটানি ব্যথা। রগগুলি থেকে শুরু করে কানের উপর দিয়ে গাল পর্যন্ত হার্পিস। **কানের চারিপাশে দুর্গন্ধযুক্ত রসনিঃসরণশীল একজিমা।** অসহ্য চুলকানি; পুরাতন কানের পুঁজ। **কানগুলি থেকে অত্যন্ত দূর্গন্ধযুক্ত পুঁজস্রাব,** স্রাব বাদামীবর্ণের।

মুখমন্ডল— উপরের ঠোঁটের স্ফীতি। ফ্যাকাশে, দুর্বল। **মুখমন্ডলে আর্দ্র উদ্ভেদসমূহ।** রোগগ্রস্তের ন্যায় মুখমন্ডলে।

গলা— দুইদিকের টনসিলের ব্যাপক স্ফীতি; বেদনাপূর্ণ ঢোক গেলা, তৎসহ কানের ভিতরে বেদনা। প্রচুর, দূর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাব; গলায় চটচটে শ্লেষ্মা। বারে বারে পুঁজযুক্ত টনসিল প্রদাহ। **এই ঔষধ পুঁজযুক্ত টনসিল প্রদাহের প্রবণতা নাশ করে।** পনীরের মত দেখতে ও মটরাকৃতি ছোট ছোট গোলাকার পদার্থ গলা খাঁকার দিলে বেরিয়ে আসে, তৎসহ বিরক্তিকর গন্ধও আস্বাদ।

পাকস্থলী— পচা ডিমের মত গন্ধযুক্ত ঢেকুর। **সর্বদা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত; রাত্রির মধ্যভাগে অবশ্যই কিছু আহার করতে বাধ্য হয়।** বমি-বমিভাব, গর্ভাবস্থায় বমন। আহারের পরে পেটে বেদনা।

মল— **শ্লেষ্মাযুক্ত, রক্তমিশ্রিত, অত্যন্ত দূর্গন্ধযুক্ত, কালচে তরল।** শক্ত, কষ্টকর মলত্যাগ তৎসহ সরলান্ত্র থেকে রক্ত আসে এবং জ্বালাকর অর্শ। **শিশুদের কোষ্ঠকাঠিণ্য।** ফ্যাকাশে, রোগগ্রস্ত, গন্ডমালা ধাতুদোষযুক্ত শিশু।

স্ত্রীরোগ—**প্রদর স্রাব দূর্গন্ধযুক্ত,** মন্ডের মত, তৎসহ তীব্র পিঠের বেদনা ও **দুর্বলতা।** স্তনগ্রন্থি স্ফীতি ও বেদনাপূর্ণ ফুস্কুড়ি থেকে ক্ষয় কর রস নিঃসরণ, এবং তা থেকে স্তন্য গ্রন্থিতে জ্বালাকরে ও হেজে যায়।

শ্বাসযন্ত্র সমূহ— হাঁপানী, তৎসহ শ্বাসকষ্ট; বসে থাকলে বেশী হয়; শুয়ে পড়লে এবং শোবার সময় বাহুগুলি বহুদুর পর্যন্ত ছড়িয়ে রাখলে উপশম। শুষ্ক, কঠিনকাশি, তৎসহ বুকের ভিতরে প্রচন্ড দুর্বলতা। **বৃক্কাস্থির নিম্নাংশে ক্ষতের ন্যায় অনুভূতি।** বুকের ভিতরে বেদনা; শুয়ে পড়লে উপশম। কাশি প্রতিবার শীতকালে ফিরে আসে, মূলতঃ উদ্ভেদ চাপা পড়ার ফলে কাশি দেখা দেয়। হে-ফিভার প্রতিবছর অনিয়মিতভাবে ফিরে আসে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— সন্ধিগুলির দুর্বলতা, যেন মনে হয় ঐ গুলি পরস্পরের সঙ্গে আটকিয়ে থাকবে না। **হাতের আঙ্গুলগুলির নখের চারিপাশে উদ্ভেদ সমূহ।** দুর্গন্ধযুক্ত পায়ের ঘাম।

চামড়া— চামড়া মলিন; অপরিষ্কার। শুষ্ক, অনুজ্জ্বল, খসখসে চুল। **অসহ্য চুলকানি।** মাথার চামড়ায় ও সন্ধিস্থানের ভাঁজে **হার্পেটিক জাতীয় উদ্ভেদসমূহ তৎসহ চুলকানি; বিছানার গরমে বৃদ্ধি।** গ্রন্থিসমূহের বিবৃদ্ধি। **সিবেশাস গ্রন্থি থেকে প্রচুর পরিমানে স্রাব নির্গত হয়; তেল তেলে চামড়া।** নিষ্ক্রিয় ক্ষতসমূহ, খুব ধীরে-ধীরে আরোগ্য হয়। কানের পিছনে একজিমা। সারা শরীরের মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ সমূহ। **হাতের আঙ্গুলগুলির নখের নিকটে পুঁজ যুক্ত উদ্ভেদ সমূহ।**

জ্বর— প্রচুর উত্তাপ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম; রাত্রিকালীন ঘাম।

ঘুম— অসহ্য চুলকানির কারণে নিদ্রাহীণতা। সহজেই চমকিয়ে উঠে।

কমা—বাড়া—বৃদ্ধি, কফি; সোরিনাম রোগী যতদিন কফি খায় ততদিন তার কোন উন্নতি হবে না। আবহাওয়ার পরিবর্তনে, উত্তপ্ত সূর্যালোকে, ঠান্ডায় বৃদ্ধি। সামান্য ঠান্ডা লাগালে বা ঠান্ডা বায়ু প্রবাহে।

উপশম— উত্তাপে, গরম জামা-কাপড়ে, এমনকি গ্রীষ্মকালে।

সম্বন্ধ— পরিপূরক—সালফার।

তুলনীয়—পেডিকিউলাস—(সোরা দোষযুক্ত শিশু। হাত, পায়ের পাতা ও ঘাড়ের পিছনে উদ্ভেদসমূহ। চুলকানি; পেলেগ্রা। পড়াশুনা ও কাজে অস্বাভাবিক দ্রুত। পেডিকিউলাস টাইফয়েড ও ট্রেন্চ্জ্বর ছড়িয়ে থাকে; প্রতিক্রিয়ার অভাবে তুলনীয় ক্যাল্কেরিয়া ও নেট্রাম আর্স।

শক্তি— ২০০ এবং উচ্চতর শক্তি সমূহ। কিছুতে বারে বারে পূনঃ প্রয়োগ করা উচিত নয়। সোরিনামের কাজ প্রকাশ পেতে মোটামুটি নয় দিন সময় লাগে এবং এমনকি একমাত্রা ঔষধ ও অন্যান্য অন্তর্নিহিত লক্ষণগুলিকে প্রকাশ করে দিতে পারে এবং ঐ লক্ষণগুলি তখন কয়েকসপ্তাহ ধরে চলে।

টেলিয়া

PTELEA — ওয়াফার-অ্যাস

পাকস্থলী ও যকৃতের উপসর্গে এটি একটি অতীব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঔষধ বিশেষ। যকৃৎ স্থানের কন্কনণানি ও ভারীবোধ বামদিক চেপে শুলে তীব্র ভাবে বৃদ্ধি পায়। পাকস্থলীর ক্রিয়াহীণ অবস্থা। হাঁপানী।

মাথা— নিস্তেজ ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। কপাল থেকে নাকের গোড়া পর্যন্ত বেদনা; বাইরের দিকে চাপযুক্ত বেদনা। কপালের উপর বেদনা; গোলমালে, নড়াচড়ায়, রাত্রে, চোখ ডলে দিলে, তৎসহ অম্লে বৃদ্ধি। রগগুলি যেন একসঙ্গে চাপা হচ্ছে এই জাতীয় অনুভূতি।

মুখগহ্বর— প্রচুর লালাস্রাব, তৎসহ শুষ্ক তিতো আস্বাদ। জিহ্বা সাদা অথবা হলুদ লেপযুক্ত; জিহ্বা খসখসে ও স্ফীত বলে মনে হয়। জিহ্বার গুটিগুলি লাল ও সুস্পষ্ট (আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম)। জিহ্বার লেপ বাদামী হলুদবর্ণের ও হতে পারে।

পাকস্থলী— ভারীবোধ ও পূর্ণতার অনুভূতি। পেটের উপরের অংশে মোচড়ানো বৎ বেদনা, তৎসহ মুখগহ্বরের শুষ্কতা। ঢেকুর, বমি-বমিভাব, বমি। পাকস্থলীর ভিতরে অবিরাম ক্ষয়কারক উত্তাপ ও জ্বালার অনুভূতি। আহারের পরে পাকস্থলীতে শূন্যতার অনুভূতি। পাকস্থলী ও যকৃতের উপসর্গের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনার উপস্থিতি।

উদর— পেটের ডানদিকে তীব্র ভারীবোধ ও বেদনা অনুভূতি হয়; ভারীবোধ, কন্কণানি, ডানদিক চেপে শুলে উপশম। যকৃৎ ক্ষতযুক্ত, স্ফীত চাপে অনুভূতি প্রবল, উদর ভিতরের দিকে ঢুকে থাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাসযন্ত্র সমূহ— ফুসফুসে চাপবোধ এবং শ্বাস রোধের ন্যায় অনুভূতি, যখন চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। হাঁপানী; শ্বাসকষ্ট; হৃদপিন্ডস্থানে খিলধরার মত বেদনা।

ঘুম— অস্থির, তৎসহ ভয়পূর্ণ স্বপ্নসমূহ; রাত্রে বোবায় ধরা, ক্লান্ত ও অতৃপ্ত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠে।

কমা—বাড়া—বৃদ্ধি, বামদিক চেপে শুলে বৃদ্ধি, খুব সকালে।

উপশম— টক জাতীয় বস্তুর আহারে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—মার্কিউরিয়াস; ম্যাগ মিউর; নাক্স; চেলিডোনিয়াম।

শক্তি— ১ম থেকে ৩০ শক্তি।

পিউলেক্স ইরিট্যান্সি

PULEX IRRITANS **কিমন ফ্লী**

প্রস্রাব সংক্রান্ত লক্ষণাবলী ও স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত লক্ষণাবলী এই ঔষধে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে থাকে।

মাথা— অত্যন্ত অধৈর্যস্বভাব, খিট্‌খিটে ও উত্তেজিত। কপালের উপরে বেদনা, তৎসহ চোখগুলিতে বিবৃদ্ধির ন্যায় অনুভূতি। মুখমন্ডল কুঞ্চিত ও বৃদ্ধের মত দেখতে।

মুখগহ্বর— মুখে ধাতব আস্বাদ, গলার ভিতরে সূতা থাকার মত অনুভূতি। তৃষ্ণার্ত, বিশেষ করে মাথার যন্ত্রণার সময়।

পাকস্থলী— শ্বাস-প্রশ্বাস ও আস্বাদ দুর্গন্ধযুক্ত। তীব্র বমি-বমিভাব, তৎসহ বমি, উদরাময়, ও মূর্চ্ছা। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। উদর স্ফীতি।

প্রস্রাব— প্রস্রাব স্বল্প তৎসহ বারে বারে প্রস্রাবের বেগ, তৎসহ প্রস্রাব থলিতে চাপবোধ ও প্রস্রাব নলীতে জ্বালা। হঠাৎ করে প্রস্রাবের ধারা বন্ধ হয়ে যায় এবং এর পরে বেদনা শুরু হয়। দুর্গন্ধযুক্ত প্রস্রাব। প্রস্রাব কিছুতেই ধরে রাখতে পারে না; প্রস্রাবের বেগ আসলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাব করতে যেতে বাধ্য হয়, কিছুতেই দেরি করতে পারে না। মাসিক ঋতুস্রাবের আগে প্রস্রাব থলির উপদাহ।

স্ত্রীরোগ— মাসিক ঋতুস্রাব দেরি করে দেখা দেয়। ঋতুকালে প্রচুর লালাস্রাব। যোনিপথে তীব্র জ্বালা। প্রদর স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত, প্রচুর, সবুজ হলদেটে দাগ লাগে; ঋতুস্রাবের ও প্রদর স্রাবের দাগ ধুয়ে তুলে ফেলা বেশ কষ্টকর। পিঠের বেদনা (অকজ্যালিক অ্যাসিড)।

পিঠ— কন্‌কণানি, দুর্বল, স্কন্ধাস্থির নিম্নাংশে পেশীসমূহে টেনে ধরা।

জ্বর— সারা শরীর উত্তপ্ত, অনেকটা তপ্ত বাষ্পের সংস্পর্শে থাকার মত; আগুনের নিকটে থাকার সময়ে শীতবোধ।

চামড়া— কুটকুট করে চুলকায়। সারা শরীরে স্পর্শকাতর স্থান সমূহ। চামড়া থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে।

কমা—বাড়া—উপশম, বসে থাকলে অথবা শুয়ে থাকলে।

বৃদ্ধি— বামদিকে; ঘুরে বেড়ালে।

শক্তি— উচ্চতর শক্তিসমূহ।

পালসেটিলা

PULSATILLA উইন্ড্ ফ্লাউয়ার

সমগ্র ঔষধের মধ্যে এটি হল আবহাওয়া নির্দেশক। মনোভাব ও মানসিক অবস্থা এই দুটিই হল পালসেটিলা নির্বাচনের প্রধান পথপ্রদর্শক লক্ষাণাবলী। এটি প্রধানতঃ স্ত্রীলোকদের ঔষধ, বিশেষ করে যারা শান্ত, ভদ্র ও নমনীয় প্রকৃতির। বিষন্ন, যারা সহজেই কেঁদে ফেলে; কথা বলার সময় কান্না করে, পরিবর্তনশীল বিতর্কিত মনোভাব। রোগী মুক্ত বাতাসের খোঁজ করে; সর্বদা মুক্ত বাতাসে থাকলে উপশম বোধ করে, যদিও রোগী শীতকাতুরে। শরীরের সকল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হয়। স্রাব সমূহ, গাঢ়, নিষ্ক্রিয় এবং হলদেটে সবুজাভ। প্রায়ই লৌহযুক্ত বলবর্দ্ধক ঔষধ বা টনিক ব্যবহারের কুফলে এবং হামের কুচিকিৎসার পরে প্রয়োজন হয়। লক্ষণাবলী অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। পিপাসাহীণ, খিটখিটেও শীতকাতুরে। যেখানে রোগীর প্রথম স্বাস্থের অবনতি বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু হয়, সেই ক্ষেত্রে এই ঔষধ উপযুক্ত। অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। সর্বদা মাথা উঁচু করে রাখতে চায়। একটিমাত্র বালিশ ব্যবহারে অস্বস্তিবোধ করে। মাথার উপর হাত রেখে শুয়ে থাকে।

মন— সহজেই কেঁদে ফেলে। ভীরু, অস্থির চিত্ত। সন্ধ্যায় একা থাকতে ভয়, অন্ধকারের ভয়, ভূতের ভয়। স্বান্তনা পছন্দ করে। শিশুরা বাজে বিষয়ের আড়ম্বরও আদর করা পছন্দ করে। সহজেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ধর্মীয় বিষন্নতা। তীব্র আনন্দের উচ্ছাস ও বেদনা অনুভূতি। অত্যন্ত আবেগ প্রবণ। মানসিক অবস্থা এতটাই আনন্দদায়ক যেন বস্তু কাল রয়ে চলেছে।

মাথা— মাথার চারিধারে ভ্রমনশীল সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা; বেদনা; মুখমন্ডল ও দাঁতগুলি পর্যন্ত প্রসারিত হয়; মাথা ঘোরা, মুক্ত বাতাসে উপশমবোধ। কপালের উপরে ও চক্ষুকোটরের উপরে বেদনা। স্নায়বিক শূল বেদনা, ডানদিকের রগের অংশ থেকে বেদনার শুরু হয়, তৎসহ আক্রান্ত অংশের দিকের চোখ থেকে ঝলসে যাবার মত অশ্রু স্রাব। অতিরিক্ত পরিশ্রমের থেকে মাথায় যন্ত্রনা। মাথার ব্রহ্মতালুতে চাপবোধ।

কান— মনে হয় যেন কোন কিছু কানের ভিতর থেকে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসছে। কানে শুনতে কষ্ট হয়, যেন মনে হয় কানে তালা লেগে গেছে। কানে পুঁজ। পুঁজ গাঢ়, নিষ্ক্রিয়; দুর্গন্ধযুক্ত। কানের বাইরের অংশ স্ফীত ও লাল। কানের সর্দ্দিজ প্রদাহ। কানের শূল বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি। কানের শ্রবণ শক্তির প্রখরতার স্বল্পতা।

চোখ—গাঢ়, প্রচুর, হলুদবর্ণযুক্ত, নিষ্ক্রিয় স্রাব সমূহ। চোখের ভিতরে চুলকানি ও জ্বালাকর অনুভূতি। প্রচুর অশ্রুস্রাব ও শ্লেষ্মাস্রাব। চোখে পাতাগুলি প্রদাহিত, জোড়া লেগে যায়। আঞ্জনী। চোখের শিরাগুলির অত্যধিক বিবৃদ্ধি। শিশুদের চোখ উঠা। নাতি প্রবল চক্ষু প্রদাহ, তৎসহ অজীর্ণ, উষ্ণ আবহাওয়ায় বৃদ্ধি।

নাক— সর্দি; ডানদিকের নাসারন্ধ্র বন্ধ, নাকের গোড়ায় চাপ দেবার ন্যায় বেদনার অনুভূতি। ঘ্রানশক্তির অভাব। নাকের ভিতরে বৃহৎ, সবুজার্ভ, দুর্গন্ধযুক্ত মামড়ী। সন্ধ্যায় নাক বন্ধ হয়ে যায়। হলুদবর্ণের শ্লেষ্মা; সকালের দিকে প্রচুর পরিমানে শ্লেষ্মা। দুর্গন্ধ, পুরাতন সর্দ্দির মত নাকের অস্থিকে টাটানি ব্যথা।

মুখমন্ডল— মুখমন্ডলের ডানদিকের অংশে স্নায়ুশূল, তৎসহ প্রচুর অশ্রুস্রাব। ঠোটের নীচের অংশের স্ফীতি, এবং ঠোঁটের মাঝের অংশ ফাটা। সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল, শীতকাতুরে, তৎসহ বেদনা।

মুখগহ্বর— চর্ব্বির মত আস্বাদ। মুখগহ্বর শুষ্ক, তৎসহ তৃষ্ণাহীণ; অবিরাম মুখগহ্বর ধুতে চায়। ঠোঁটের নীচের অংশের মাঝে ফাটা। জিহ্বা হলুদ অথবা সাদা, তৎসহ চট্‌চটে শ্লেষ্মা দ্বারা ঢাকা। দাঁতের বেদনা; মুখের ভিতরে ঠান্ডা জল ধরে রাখলে উপশম। (কফিয়া)। মুখগহ্বর থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে থাকে মার্কিউরিয়াস; অরাম)। খাদ্যবস্তু, বিশেষ করে রুটির আস্বাদ তিতো। প্রচুর মিষ্ট লালাস্রাব। মুখের আস্বাদের পরিবর্তনশীলতা, যেমন তিতো, পিত্তের মত, চর্ব্বির মত, লবনাক্ত, দূর্গন্ধযুক্ত। আস্বাদহীণতা। বলকারক ঔষদ খা ার ইচ্ছা।

পাকস্থলী—চর্ব্বি জাতীয় খাদ্যবস্তু, গরম খাবার ও পানীয়ে বিতৃষ্ণা। ঢেকুর; আহারের দীর্ঘসময় পরেও ভুক্ত খাদ্যবস্তুর আস্বাদ ঢেকুরে পাওয়া যায়। বেদনা, অনেকটা চামড়ার নীচে ক্ষত থাকার মত। পেট ফাঁপা। মাখন অপচ্ছন্দ (স্যাঙ্গুইনেরিয়া)। গলাবুক জ্বালা। অজীর্ণ; তৎসহ আহারের পরে অত্যন্ত কষাভাব; জামা-কাপড় ঢিলা করে দিতে বাধ্য হয়। তৃষ্ণাহীণতা, প্রায় সকল উপসর্গেই এই লক্ষণটি বর্তমান থাকে। অনেক সময় আগে খাওয়া খাদ্যবস্তুর বমন। আহারের একঘন্টা পরে পাকস্থলীতে বেদনা— (নাক্স)। বিশেষ করে সকালে ঘুম থেকে জাগার পরে, পাকস্থলীতে পাথরের ন্যায় ভারীবোধ। দংশনবৎ, ক্ষুধার অনুভূতি (এবিস ক্যানা ডেন্‌সিস্)। পাকস্থলীর উপরের অংশে বুঝতে পারা যায় এই জাতীয় স্পন্দন (এসাফেটিডা)। পাকস্থলীর ভিতরে খালিবোধ, বিশেষ করে যারা অতিরিক্ত চা পান করে। মখ দিয়ে জল উঠে, তৎসহ সকলের দিকে দূর্গন্ধ যুক্ত আস্বাদ।

উদর— বেদনাপূর্ণ, স্ফীত; জোরে জোরে পেটের ভিতরে গুড় গুড় শব্দ হয়। পাথরের ন্যায় ভারীবোধ। শূলবেদনা, তৎসহ সন্ধ্যার দিকে শীতবোধ।

মল— সশব্দে জলের মত, রাত্রে বৃদ্ধি। **কোন দুইবারের মল একই রকম হয় না।** ফল খাবার পরে উদরাময় (আর্সেনিক, চায়না)। নিষ্ক্রিয় অর্শ, তৎসহ চুলকানি ও খোঁচা মারার মত বেদনা। আমাশয়; শ্লেষ্মা ও রক্তযুক্ত, তৎসহ শীতবোধ। মার্কিউরিয়াস; রিউম)। দৈনিক দুই অথবা তিনবার স্বাভাবিক মলত্যাগ।

প্রস্রাব— প্রস্রাবের বেগের বৃদ্ধি। **শুয়ে পড়ার পরে বৃদ্ধি।** প্রস্রাবের সময় ও পরে প্রস্রাবনলীর মুখের ছিদ্রে জ্বালাকর বেদনা। রাত্রে অসাড়ে প্রস্রাব, এছাড়া কাশিও বায়ু নিঃসরণ কালেও অসাড়ে প্রস্রাব হয়। প্রস্রাবের পরে, প্রস্রাবথলিতে আপেক্ষিক বেদনা।

স্ত্রীরোগ— রজঃ রোধ (সিমিসিফিউগা, সেনেসিও; পলিগন)। পা ভিজানো, স্নায়বিক দুর্বলতা, অথবা নর্তনরোগ থেকে রজঃরোধ। বিলম্বিত ঋতুস্রাব। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে, অল্প, গাঢ়, কালচে, জমাট বাঁধা, পরিবর্তনশীল, থেমে থেমে স্রাব হয়। শীতবোধ, বমি-বমিভাব, নীচের দিকে

চাপবোধ, বেদনাপূর্ণ, স্রাব থেকে থেকে হয়। প্রদর স্রাব হাজাকর, জ্বালাকর ও মাখনের মত। **পিঠের বেদনা;ক্লান্তি অনুভূতি। ঋতুকালে অথবা ঋতুস্রাবের পরে উদরাময়।**

পুরুষের রোগ— অন্ডপ্রদাহ, উদর থেকে অন্ডদ্বয় পর্যন্ত বেদনা। প্রস্রাব নলী থেকে গাঢ়, হলুদ বর্ণের স্রাব;গনোরিয়া রোগের শেষাবস্থা। প্রস্রাবনলীর সংকীর্ণতা। কেবলমাত্র ফোঁটা-ফোঁটা করে প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাবের ধারা বাধাপ্রাপ্ত (ক্লিম্যাটিস)**;** প্রস্টেটগ্রন্থির তরুন প্রদাহ। প্রস্রাবের সময় বেদনা ও কোঁথ, **চিৎ হয়ে শুলে বৃদ্ধি পায়।**

শ্বাসযন্ত্রসমূহ— খেয়ালী স্বরভঙ্গ;আসে এবং চলে যায়। **সন্ধ্যায় ও রাত্রে শুষ্ক কাশি; কাশির ধমকে রোগী উপশম পাবার জন্য উঠে বসতে বাধ্য হয়; এবং সকালের দিকে সরল কাশি,** তৎসহ প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে। **বুকের উপরে চাপবোধ ও টাটানি ব্যথা।** পেটের উপরে অংশে প্রচন্ড টাটানি ব্যথা। কাশির সঙ্গে প্রস্রাব হয়ে যায় **(কষ্টিকাম)।** বুকের মাঝের অংশে বেদনা, অনেকটা ক্ষত থাকার মত। শ্লেষ্মা নিষ্ক্রিয়। গাঢ়, তিতো, সবুজাভ, ছোট ছোট শ্বাস-প্রশ্বাস, উদ্বেগ, এবং হৃদ্‌কম্প, যখন রোগী বামদিক চেপে শুয়ে থাকে **(ফসফরাস)।** শুয়ে থাকলে দম বন্ধ হবার মত অনুভূতি।

ঘুম—সন্ধ্যার সময় সম্পূর্ণভাবে জেগে থাকে; ঘুমের প্রথমাংশ অস্থিরতাপূর্ণ। জেগে উঠার পরে ক্লান্তি ও অতৃপ্তির অনুভূতি, বিকেলের দিকে অদমনীয় নিদ্রালুতা। ঘুমের সময় মাথার উপরে হাত রেখে ঘুমায়।

পিঠ— ঘাড়ের গ্রীবাদেশে ও পিঠে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা ও দুটি ঘাড়ের মধ্যবর্তী অংশে ত্রিকাস্থি স্থানে বসার পরে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— উরু ও পাগুলিতে টেনে ধরার মত এবং কষার মত বেদনা, তৎসহ অস্থিরতা, নিদ্রাহীণতা, এবং **শীতবোধ। অঙ্গসমূহে বেদনা, দ্রুত স্থান পরিবর্তন করে;** কষে ধরার মত বেদনা, **যা খুব সহজেই ছেড়ে যায়।** কনুইয়ের চারিপাশে অসাড়তার অনুভূতি। নিতম্বসন্ধি বেদনাপূর্ণ। হাঁটুগুলি স্ফীত, তৎসহ ছিঁড়ে, ফেলার মত, টেনে ধরার মত বেদনা। সন্ধ্যার দিকে পায়ের গোড়ালি স্থানে ছিদ্র করার মত বেদনা;**আক্রান্ত অংশ ঝুলিয়ে রাখলে কষ্ট বেশী হয় (ভাইপেরা)।** অগ্রবাহু ও হাতদুটির শিরার স্ফীতি। পায়ের পাতাগুলি লাল, প্রদাহিত, স্ফীত। পাগুলিতে ভারী বোধ ও ক্লান্তির অনুভূতি।

চামড়া— মশলাযুক্ত খাদ্য আহারের পরে আমবাত, তৎসহ উদরাময়, বাধাপ্রাপ্ত ঋতুস্রাব থেকে বাত, জামা-কাপড় খোলার পরে বৃদ্ধি। **ঘাম।** বয়ঃসন্ধিকালে ব্রণ, শিরাস্ফীতি।

জ্বর—শীতভাব এমনকি গরম ঘরে থাকলেও, **তৎসহ তৃষ্ণাহীণতা।** শীত ভাব তৎসহ বেদনা, শরীরের স্থানে স্থানে, সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। বিকাল ৪টের দিকে শীতভাব। রাত্রে অসহ্য জ্বালাকর উত্তাপ, তৎসহ শিরাসমূহের স্ফীতি; শরীরের কিছু অংশসমূহে উত্তাপ, অপর অংশ সমূহে শীতলতার অনুভূতি। শরীরের একদিকে ঘাম হয়;ঘামের সময় বেদনা হয়। **বাইরের গরম অসহ্য, শিরাগুলি স্ফীত।** জ্বরহীণ সময়ে মাথার যন্ত্রণা, উদরাময়, ক্ষুধাহীণতা, বমি-বমিভাব।

কমা—বাড়া—বৃদ্ধি, গরমে, গুরুপাক, চর্বিযুক্তখাদ্য, আহারের পরে, সন্ধ্যার দিকে, গরম ঘরে, বাম দিকে অথবা বেদনাহীণ দিক চেপে শুলে, পাগুলি যখন নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখে।

উপশম— মুক্তবাতাসে, নড়াচড়ায়, ঠান্ডা প্রলেপ, ঠান্ডা খাদ্যবস্তু ও পানীয়ে, যদিও তৃষ্ণাহীণ।

সম্বন্ধ— পেন্থোরাম— শীতভাবের পরবর্তী অবস্থায়, পালসেটিলার পরে প্রায়ই নির্দেশিত হয়।

আয়োনেশিয়া অশোকা— সরীকা ইন্ডিকা—রজঃ রোধ, অতিরজো-স্ত্রী যৌনাঙ্গের উপর এই ঔষধটি খুবই শক্তিশালীভাবে কাজ করে থাকে। উদর বেগ)।

অ্যাট্রাইপেক্স (জরায়ুর লক্ষণাবলী, রজঃরোধ;হিস্টিরিয়া, দুই কাঁধের মধ্যবর্তী অংশে শীতলতার অনুভূতি। গরম খাদ্যে বিতৃষ্ণা, অদ্ভুত ধরনের খাদ্যবস্তু গ্রহনের স্পৃহা, হৃদ্‌কম্প, নিদ্রাহীণতা)।

পালসেটিলা নিউট্র্যালিয়ানা, প্রায় সদৃশ্য।

তুলনীয়—সাইক্ল্যামেন, ক্যালিবাই, ক্যালিসালফ; সালফার।

পাইমেন্টা— (একাঙ্গীন স্নায়ুশূল, শরীরের কিছু অংশ গরম ও কিছু অংশ ঠান্ডা)।

অ্যানাগাইরিস (মাথার বেদনা, রজঃরোধ)।

পরিপূরক—কফিয়া, ক্যামোমিলা, নাক্স।

শক্তি— ৩য় থেকে ৩০ শক্তি।

পাইরোজেনিয়াম

PYROGINIUM **আর্টিফিশিয়্যাল সেপ্‌সিন**

ইংরেজ হোমিওচিকিৎসকগণ এই ঔষধটি তৈরী করেছিলেন, পচা গোমাংস দুই সপ্তাহ ধরে রৌদ্রে রাখার পরে তা শক্তিকৃত করা হয়। ঔষধটির পরীক্ষা এবং চিকিৎসামূলক অভিজ্ঞতা, এই প্রকার শক্তিজাত ঔষধ থেকে পাওয়া গেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে ডাঃ সোয়ান কিছুটা বিষাক্ত পুঁজ শক্তিজাত করেছিলেন, এবং এই প্রকার শক্তিজাত ঔষধও পরীক্ষা করা হয়েছে এবং রোগী চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়েছে। এই দুটির ফলাফলের মধ্যে বিশাল কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। পাইরোজেন সেপ্‌টিক্ অবস্থার ক্ষেত্রে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধবিশেষ, তৎসহ প্রচন্ড অস্থিরতা, সেপটিক জ্বর, বিশেষ করে প্রসবান্তিক, পাইরোজেন, হোমিও প্যাথিক শক্তিজাত ঔষধ হিসাবে দেখিয়েছে এক বিশেষ ক্ষমতা "(এইচ.সি. অ্যালেন)। ঘুষঘুষে জ্বর, টাইফয়েড জ্বর, টোমেন বিষাক্ততা, ডিফ্‌থিরিয়া, শবব্যচ্ছেদজনিত ক্ষত, নর্দমা থেকে নির্গত, দূষিত বাষ্পজনিত বিষক্রিয়া, পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগ, নার্ভস্রাবের পরবতী অবস্থা, এই সকল অবস্থায় একটি সময় আসে যখন এই অদ্বিতীয় ঔষধটিকে নির্দেশিত করে। সকলস্রাব সমূহ তীব্র দূর্গন্ধযুক্ত— মাসিক ঋতুস্রাব, প্রসবান্তিকস্রাব, উদরাময়, বমি, বমি, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি। ফোঁড়াসমূহে তীব্র জ্বালা ও তীব্র বেদনা। পুরাতন কোন উপসর্গ যার মধ্যে রক্তদুটির কোন লক্ষণ বর্তমান থাকে। দূষিত জ্বরে, যখন হৃদ্‌পিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে এই জাতীয় আশঙ্কা দেখা দেয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েডের লক্ষণাবলী।

মন— উদ্বেগপূর্ণ ও পাগলের মত ধারনাযুক্ত। বাচাল। রোগী নিজেকে অত্যন্ত বিত্তশালী বলে ভাবে।

অস্থির— বাহু ও পা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে। রোগী জেগে স্বপ্ন দেখছে না ঘুমিয়ে আছে সে নিজেই বুঝতে পারে না।

মাথা — বেদনাহীন দপ্‌দপানি। নাকের পাতাগুলি পাখার মত উঠা-নামা করে। (লাইকোপোডিয়াম, ফসফরাস)। মাথা ফেটে যাবার মত বেদনা, তৎসহ অস্থিরতা।

মুখগহ্বর— জিহ্বা শুষ্ক ও লালচে, পরিষ্কার, ফাটা-ফাটা, মসৃন, যেন বার্নিস করা। গলা শুষ্ক, কথা উচ্চারণ কষ্টকর। বমি-বমিভাবও বমি। আস্বাদ অত্যন্ত দূর্গন্ধযুক্ত। শ্বাস-প্রশ্বাস অত্যন্ত দূর্গন্ধযুক্ত।

পাকস্থলী— কফির মত রঙযুক্ত বমি। জল পাকস্থলীতে গিয়ে গরম হবার পরে বমি হয়ে যায়।

উদর—প্রস্রাব থলি ও সরলান্ত্রে অসহ্য কোঁথ। স্ফীত, ক্ষত বৎ, কেটে ফেলার মত বেদনা।

মল— উদরাময়, অত্যন্ত দূর্গন্ধযুক্ত, বাদামী-কালচে বর্ণ, বেদনাহীণ, অসাড়ে মলত্যাগ। কোষ্ঠকাঠিণ্য তৎসহ সরলান্ত্রের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থা (ওপিয়াম); মল জড়িয়ে গিয়ে দুর্দমনীয় কোষ্ঠকাঠিণ্য। মল বৃহৎ, কালো, মরা পচা গন্ধযুক্ত, অথবা কালো মার্বেলের মত।

হৃদপিন্ড— হৃদ্‌পিন্ডের চারিপাশে ক্লান্তির অনুভূতি।

হৃদ্‌কম্প— হৃদ্‌পিন্ড অতিরিক্তপূর্ণ বলে মনে হয়। নাড়ী অস্বাভাবিক রকমের দ্রুত, তাপমাত্রার অনুপাতে নাড়ীর গতি অনেক বেশী। বামদিকের স্তনবৃন্তের স্থানে বেদনা। হৃদ্‌পিন্ডের অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা।

স্ত্রী-রোগ— প্রসবান্তিক অন্ত্রাবরণ ঝিল্লীর প্রদাহ, তৎসহ তীব্র দূর্গন্ধ। গর্ভপাতের পরে সেপ্টি সিমিয়া। মাসিক ঋতুস্রাব তীব্র দূর্গন্ধযুক্ত। জরায়ুর রক্তস্রাব। প্রতিবার ঋতুকালে জ্বর, তৎসহ বস্তিকোটরীয় সুপ্ত প্রদাহ। প্রসবান্তিক সেপ্‌টিক সংক্রমণ। প্রদাহিক রস নিঃসরণ। অস্ত্রোপচারের পরে যখন সেপ্‌টিক্ অবস্থা দেখা দেয়।

জ্বর—শীতলতা ও শীতবোধ। সেপ্‌টিক্ জ্বর। সুপ্ত পুঁজোৎপত্তি সম্বন্ধীয় অবস্থা। শীতপিঠের দিক থেকে শুরু হয়। তাপমাত্রা দ্রুত বাড়তে থাকে। প্রচন্ড উত্তাপ তৎসহ প্রচুর উত্তপ্ত ঘাম, কিন্তু ঘাম হবার ফলে শরীরের তাপমাত্রা কম পড়ে না।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—ঘাড়ের রক্তবহানলী গুলিতে স্পন্দন। হাতগুলি, বাহুগুলি ও পায়ের পাতার অসাড়তা। শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ও অস্থি সমূহে কন্‌কনানী। বিছানা অত্যন্ত শক্ত বলে মনে হয় (আর্নিকা)। সকালের দিকে প্রচন্ড দুর্বলতা। টাটানি ব্যথা;নড়াচড়ায় উপশম (রাসটক্স)। দূষিত অবস্থা থেকে উৎপন্ন শয্যাক্ষত।

চামড়া—সামান্য কাটা বা আঘাত প্রচন্ড ফুলে উঠে ও প্রদাহিত হয় আক্রান্ত অংশের রঙ পরিবর্তীত হয়। শুষ্ক।

ঘুম— অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় আছে বলে মনে হয়। সারা রাত্রি স্বপ্ন দেখে।

কমা-বাড়া— নড়াচড়ায় উপশম।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ট্রেপ্‌টোসিন (জ্বর নাশকক্রিয়া, সংক্রামক রোগে সেপ্‌টি লক্ষনাবলী)। বিশেষ করে জ্বরের উপর এটির দ্রুত কাজ আছে);স্ট্যাফালোসিন (যে সকল রোগে স্ট্যাফাইলোকাস

শূল জীবানু যেমন ব্রন, ফোঁড়া, কাবর্বঙ্কল, এন্ডোকাডাইটিস, ফুসফুসে পুঁজোৎপত্তি প্রভৃতি); ইচিনেশিয়া; কার্বোভেজ; আর্সেনিক; ল্যাকেসিস; রাসটক্স, ব্যাপ্টিসিয়া।

পরিপূরক—ব্রায়োনিয়া।

শক্তি—৬ষ্ট থেকে ৩০ শক্তি এবং উচ্চতর শক্তিসমূহ। কিছুতেই পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিত নয়।

কোয়াসিয়া-পাইক্রোনিয়া এক্সেলসা

QUASSIA-PICRAENA EXCELSA — কোয়াসিয়া উড

পাকাশয়িকযন্ত্রসমূহের উপরে বলকারক হিসাবে কাজ করে (জেন্টিয়ানা; হাইড্রাস্টিস)। চোখের উপরে ঔষধটির সুস্পষ্ট কাজ আছে, এটি দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা ও ছানি উৎপন্ন করে। যকৃৎস্থানের উপরে, ডানদিকের পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তীস্থানের পেশীসমূহের বেদনা। যকৃতে চাপবোধ ও সূচীবিদ্ধবৎ অনুভূতি এবং এর গৌন ফল হিসাবে প্লীহাতেও একই প্রকার বেদনা অনুভূত হয়।

পাকস্থলী— পাকস্থলীর ক্রিয়াহীণতার ফলে অজীর্ণ রোগ, তৎসহ বায়ুসঞ্চয় ও অম্ল। গলা বুক জ্বালা ও পাকাশয়িক শূলবেদনা। ভুক্তখাদ্যবস্তু মুখের ভিতরে উঠে আসে। উদরে শূন্যবোধ ও ভিতরের দিকে ঢুকে যাবার মত অনুভূতি। সংক্রামক রোগের পরে অজীর্ণ;বিশেষ করে ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয় প্রভৃতির পরে। জিহ্বা শুষ্ক অথবা বাদামিবর্ণের চট্‌চটে প্রলেপযুক্ত। যকৃতের শুষ্কতা তৎসহ উদরী।

প্রস্রাবযন্ত্রসমূহ— প্রচন্ড বেগ-প্রস্রাব ধরে রাখা অসম্ভব; দিনে ও রাত্রে প্রচুর প্রস্রাব। শিশু জাগার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় বিছানা ভিজে গিয়েছে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— গা মোড়ামুড়ি দেবার ও হাইতোলার ইচ্ছা। (রাসটক্স)। পিঠের উপরে শীতলতার অনুভূতি। অবসন্নতা, তৎসহ ক্ষুধার্ত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীতল, তৎসহ শরীরের ভিতরে ঠান্ডার অনুভূতি (হেলোডার্মা)।

শক্তি—১ম থেকে ৩য় শক্তি।

কিউয়ারকাস গ্ল্যান্ডিয়াম স্পিরিটাস

QUERCUS GLANDIUM SPIRITUS — স্পিরিট ডিস্‌টিলড্‌ ফ্রম টিংচার অফ্‌ অ্যাক্যন কার নেলস্‌

প্লীহার পুরাতন উপসর্গ সমূহে রেডিমেচার প্রথম ব্যবহার করেছেন; প্লীহাজনিত শোথাবস্থা। মদের কুফল এই ঔষধ নষ্ট করে। মাথাঘোরা;বধিরতা, তৎসহ মাথার ভিতরে গোলমাল। মদ্যপদের মদ খাবার স্পৃহা এই ঔষধ দূর করে; নিচে যে, শক্তি ও মাত্রায় কথা বলা হয়েছে, সেই অনুসারে

কয়েকমাস এই ঔষধ ব্যবহার করা হবে। শোথ ও যকৃতের উপসর্গসমূহ। গেঁটেবাত, পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগ তৎসহ পেট ফাঁপায় উপযোগী।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—অ্যাঞ্জেলিকা (অরিষ্ট, ৫ ফোঁটা মাত্রায়, দিনে তিনবার, ব্যবহারে মদের প্রতি বিতৃষ্ণা উৎপন্ন করে; এছাড়াও শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়াহীণতা, অজীর্ণরোগ, স্নায়বিক মাথার বেদনা প্রভৃতি, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগে শ্লেষ্মার পরিমান বাড়িয়ে থাকে);

সিয়েনোথাস; ল্যাকেসিস; নেট্রাম মিউর; হেলিয়্যান্থাস (প্লীহার বিবৃদ্ধি ও বেদনা)।

শক্তি— এক চা চামচ পরিশ্রুত স্পিরিটে ১০ ফোঁটা মাত্রায়, দিনে তিন থেকে চারবার প্রযোজ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে ঔষধটি ব্যবহারকালে উদরাময় দেখা দিতে পারে। এটি আরোগ্যমুখী লক্ষণ। কোয়ের ৩ বিচূর্ণ অবস্থায় প্লীহার উপসর্গে, পেট ফাঁপা, পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগে এবং মদ্যপদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। **(ক্লার্ক)**।

কুইল্লায়াস্যাপোনেরিয়া

QUILLAYA SAPONARIA **চাইল সোপ-বার্ক**

তরুণ সর্দ্দিজ অবস্থা, হাঁচি ও গলঃক্ষত এই ঔষধটি উৎপন্ন করে ও আরোগ্য করে। **সর্দির-শুরুর মুখে খুবই উপযোগী**, প্রায়ই ঔষধটি সর্দ্দির ক্রমবৃদ্ধি রোধ করে। সর্দ্দি তৎসহ গলঃক্ষত, গলায় উত্তাপ ও শুষ্কতা। কাশি তৎসহ শ্লেষ্মা তোলা কষ্টকর। আঁশযুক্ত চর্ম।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—**ক্যালি হাইড্রো**; জেলসিমিয়াম; সেপা; স্কুইল্যা; স্যাপোনেরিয়া (গলঃক্ষত, অসাড়ে প্রস্রাব)। সেনেগ্রা।

শক্তি—অরিষ্ট ও ১ম শক্তি।

রেডিয়াম

RADIUM **রেডিয়াম ব্রোমাইড্**

মেটেরিয়া-মেডিকায় **এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন**, বিশেষ করে যেদিন ডিফেনব্যাচ এই ঔষধটি পরীক্ষা করেছিলেন এবং ঔষধটিকে শক্তিজাত করেছিলেন। ১,৮০০,০০০ রেডিয়া-ক্রিয়া প্রকাশক স্তরের রেডিয়াম-ব্রোমাইড এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল। দেখা গেছে যে, বাতরোগ, গেঁটেবাত, চামড়ার উপসর্গসমূহ, ব্রন, জড়ুল, আঁচিল, ক্ষত এবং ক্যান্সার রোগে ঔষধটি ভালো কাজ করে। রক্তচাপ কম। **সারা শরীরের তীব্র কন্‌কনে বেদনা**; তৎসহ অস্থিরতা, ঘুরে বেড়ালে **উপশম**। পুরাতন বাতজনিত **সন্ধিপ্রদাহ**। লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেতে দেরি হয়। রেডিয়ামজনিত কোন স্থান পুড়ে গেলে, সেই পোড়া ক্ষত আরোগ্য হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। রক্তে সুস্পষ্টভাবে নিউট্রোফিনের সংখ্যার বৃদ্ধি। প্রচন্ড দুর্বলতা।

মন— আতঙ্কপূর্ণ, অবসাদগ্রস্ত; অন্ধকারে একা থাকতে ভয়; লোকের সঙ্গে থাকার প্রবল ইচ্ছা। ক্লান্ত ও খিটখিটে।

মাথা— মাথাঘোরা, তৎসহ মাথার পিছনের অংশে বেদনা, মাথাঘোরা শুয়ে পড়লে চলে যায়। মাথার পিছনের অংশে ও ব্রহ্ম অংশে বেদনা, তৎসহ কোমর প্রদেশে তীব্র কন্‌কনানি সংশ্লিষ্ট থাকে। ডানদিকের চোখের উপর তীব্র বেদনা, বেদনা মাথার পিছনের অংশ হয়ে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, মুক্ত বাতাসে উপশম। মাথার ভারীবোধ। কপালের উপরে বেদনা। উভয়দিকের চোখে কন্‌কণানি। নাকের গহ্বরে চুলকানি ও শুষ্কতা, মুক্ত বাতাসে উপশম। ডানদিকের নিম্নচোয়ালের কোনে কন্‌কণে বেদনা। মুখমন্ডলের স্নায়ুশূল।

মুখগহ্বর— মুখগহ্বরের শুষ্কতা। মুখের ধাতব আস্বাদ। জিহ্বার শেষভাগে কুট্‌কুট্ করার ন্যায় অনুভূতি।

পাকস্থলী— পাকস্থলীর ভিতরে খালিবোধ। পাকস্থলীতে উষ্ণতার অনুভূতি। মিষ্টি,আইস-ক্রীমের প্রতি বিতৃষ্ণা। বমি-বমিভাব ও অবসন্নতার অনুভূতি, পেটের ভিতরে জমে থাকা বায়ুর উদগার।

উদর—বেদনা, তীব্র খিল ধরা, পেটের ভিতরে গুড়্‌গুড়্ শব্দ, বায়ুতে পূর্ণ;ম্যাক্‌বার্নিস্ পয়েন্টে এবং সিগময়েড কোমল স্থানে বেদনা। অত্যধিক পেট ফাঁপা। পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠকাঠিণ্য ও উদরাময়। মলদ্বারে চুলকানি ও অর্শ।

প্রস্রাব— প্রস্রাবের সঙ্গে কঠিন পদার্থ বেশী পরিমানে বেরিয়ে থাকে, বিশেষ করে ক্লোরাইড। বৃক্কের উপদাহ, প্রস্রাবে অ্যালবিউমিনের উপস্থিতি, দানাদার বস্তুর উপস্থিতি। বৃক্ক প্রদাহ তৎসহ বাত জনিত লক্ষনাবলী। অসাড়ে প্রস্রাব।

স্ত্রীরোগ— যোনিপথে চুলকানি। দেরি করেও অনিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাব এবং পিঠের বেদনা। বস্তিকোটরের উপরে তলপেট স্থানে কন্‌কনে বেদনা যে সময় ঋতুস্রাব নির্গত হয়। ডানদিকের স্তনে টাটানি ব্যথা, জোরে-জোরে টিপে দিলে উপশম।

শ্বাসযন্ত্রসমূহ— দুর্দমনীয় কাশি, তৎসহ সুপ্রাষ্টারন্যাল ফসা স্থানে সুড়্‌সুড়্‌কর অনুভূতি। শুষ্ক আক্ষেপিক কাশি। গলা শুষ্ক, টাটানি ব্যথা, বুকের ভিতরে সংকীর্ণতার অনুভূতি।

পিঠ—ঘাড়ের পিছনে কন্‌কনে বেদনা। গ্রীবা দেশীয় কশেরুকায় বেদনা ও খঞ্জতার অনুভূতি, মাথা সামনের দিকে ঝোঁকালে বৃদ্ধি, দাঁড়িয়ে থাকলে অথবা সোজা হয়ে বসে থাকলে উপশম। **কোমর ও ত্রিকাস্থিস্থানে** বেদনা, বেদনা অস্থির ভিতর থেকে শুরু হয়, অবিরাম নড়াচড়ায় উপশম। পিঠের বেদনা দুটি কাঁধের মধ্যবর্তীস্থানে ও কোমর ত্রিকাস্থি প্রদেশে, হাঁটা চলার পরে উপশম।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ— সকল অঙ্গে তীব্র বেদনা, সন্ধিগুলি, বিশেষকরে হাঁটু ও গোড়ালির সন্ধিতে, ঘাড়ে বাহুগুলিতে, হাতগুলি ও হাতের আঙ্গুলগুলিতে তীক্ষ্ণ বেদনা। পা গুলি, বাহুগুলি, এবং ঘাড় শক্ত ও ভঙ্গুর বলে মনে হয়, যেন ঐগুলি নড়াচড়া করলে ভেঙ্গে যাবে। বাহুগুলিতে ভারীবোধ। কাঁধে কট্‌কট্ শব্দ। পায়ের আঙ্গুলগুলিতে, পায়ের ডিমে, নিতম্ব সন্ধি ও হাঁটুর পিছনে বেদনা। পায়ের ও নিতম্বস্থানের পেশীগুলিতে টাটানি ব্যথা। সন্ধি প্রদাহ, কণ্‌কনে বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি। হাতের আঙ্গুলগুলিতে চর্মরোগ। হাতের আঙ্গুল গুলির নখের পরিবর্তন।

চামড়া— ছোট ছোট ফুস্কুড়ির সমূহ। উদ্ভেদসমূহ ও চর্মপ্রদাহ, তৎসহ চুলকানি, জ্বালা, স্ফীতি ও লালচে বর্ণ। পচন ও ক্ষত। সারা শরীরে চুলকানি, চামড়ায় জ্বালা, মনে হয় আঙ্গুলের সাহায্যে জ্বলছে। টিউমার।

ঘুম— অস্থির। নিদ্রালুতা তৎসহ অলসভাব। স্বপ্ন সুস্পষ্ট, ব্যস্ততাপূর্ণ। আগুনের স্বপ্ন দেখে।

জ্বর—শরীরের ভিতরে ঠান্ডার অনুভূতি, তৎসহ দুপুর পর্যন্ত দাঁতে দাঁতে ঘষে থাকে। শরীরের ভিতরের শীতবোধের পরে, চর্ম্ম উত্তপ্ত, এই সঙ্গে পেট ডাকেও পেট ফাঁপা।

কমা—বাড়া—উপশম, মুক্তবাতাসে, অবিরাম নড়াচড়ায়, গরম জলে স্নানে, শুয়ে থাকলে, চাপে।

বৃদ্ধি— উঠে দাঁড়ালে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—এনাকার্ডিয়াম (এই ঔষধটি রেডিয়ামের মত ক্ষতাবস্থা তৈরী করে। শরীরের যে অংশ রেডিয়ামের সংস্পর্শে আসে, সেই স্থান ছাড়া শরীরের যে কোন অংশে ক্ষত প্রকাশ পেতে পারে)।

তুলনীয়— এক্স-রে, রাসটক্স, সিপিয়া, ইউরেনিয়াম, আর্সেনিক, পালসেটিলা; কষ্টিকাম।

দোষঘ্ন— রাসভেন; টেলিউরিয়াম।

শক্তি— ৩০ থেকে ১২ শক্তি।

র‍্যানাণ কিউলাস বাল্বোসাস

RANUNCULUS BULBOSUS — **বাটার কাপ**

এই ঔষধটি বিশেষ করে পেশী তন্তু ও চামড়ার উপর কাজ করে এবং ঔষধটির বুকের প্রাচীরের উপর বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজ আছে, যেমন বক্ষাবরক ঝিল্লীর বেদনা। মদ পানের কুফল সমূহ; সকম্প প্রলাপ। আক্ষেপিক হিক্কা। বক্ষাবরক ঝিল্লীর শোথ। সমগ্র শরীরে শকের মত অবস্থা। বাতাসেও স্পর্শে অনুভূতি প্রবল। পুরাতন সায়েটিকা।

মাথা— উত্তেজিত, কপালে ও চোখের তারায় বেদনা। মাথার খুলির চামড়ায় সুড়্সুড়্কর অনুভূতি। কপালের উপর ভিতর থেকে বাইরের দিকে চাপ দেবার মত বেদনা।

চোখ— দিনের বেলা অন্ধত্ব; চোখের সামনে কুয়াশা দেখে; চোখের ভিতরে চাপবোধ ও হুলফোটানোর মত বেদনা, অনেকটা চোখের ভিতর খোঁয়া ঢুকলে যে জাতীয় অনুভূতি হয়, ঐ একই প্রকারের অনুভূতি হয়। ডানদিকের চোখের উপরে বেদনা; দাঁড়িয়ে থাকলে ও হাঁটা চলায় উপশম, কনিনীকার হার্পিস। কণিনীকার উদ্ভেদসমূহ, তৎসহ তীব্র বেদনা, আলোকাতঙ্ক ও অশ্রুস্রাব।

বুক— বুকের ভিতরে নানা প্রকার অনুভূতিযুক্ত বেদনা এবং টাটানি ব্যথা, বুক্কাস্থিতে থেঁৎলিয়ে যাবার মত অনুভূতি, পঞ্জরাস্থি, পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তীস্থানে পেটের উপরের অংশের দুই দিকে বেদনার অনুভূতি। দুটি পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী স্থানের বাতরোগ। মুক্ত বাতাসে হাঁটা-চলাফেরার সময় বুকের ভিতরে শীতবোধ। বুকের ভিতরে সূচীবিদ্ধ বৎ অনুভূতি, দুটি স্কন্ধ্যাস্থির মধ্যবর্তীস্থানে একই জাতীয় অনুভূতি, শ্বাস নিলে, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। বুকের বাতজনিত বেদনা, অনেকটা চামড়ার নীচে ক্ষত থাকার মত। পেটের উপরের চাপে স্পর্শকাতরতা। স্কন্ধ্যাস্থির নিম্নাংশে কিনারা থেকে পেশী বরাবর বেদনা; বসে বসে কাজ করার ফলে জ্বালাকর স্থানসমূহ।

চামড়া—জ্বালা ও তীব্র চুলকানি, স্পর্শে বৃদ্ধি। শক্ত উপমাংস সমূহের উৎপত্তি, **হার্পেটিক জাতীয় উদ্ভেদসমূহ,** তৎসহ তীব্র চুলকানি। **শিংনাল্জ্, নীলচে ফোস্কা সমূহ।** হাতের তালুতে চুলকাণি। হাতের তালুগুলিতে জল ফোস্কা জাতীয় উদ্ভেদসমূহ। কড়াগুলি অনুভূতি প্রবন। **শৃঙ্গের** মত চামড়া। হাতের আঙ্গুলগুলির ডগাসমূহ ও হাতের তালুতে ফাটাসমূহ। ফোস্কা জাতীয় ও পুঁজযুক্ত উদ্ভেদসমূহ।

কমা—বাড়া—বৃদ্ধি, মুক্তবাতাসে, নড়াচড়ায়, সংস্পর্শে, আবহাওয়ার পরিবর্তনে, আর্দ্র-উষ্ণ আবহাওয়ায়, সন্ধ্যায়। ঠান্ডা বাতাস সকল উপসর্গ বয়ে নিয়ে আসে।

সম্বন্ধ— প্রতিবন্ধক— সালফার—ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া।

তুলনীয়—ব্যানাণকিউলাস অ্যাস্ক্রিস (শরীর ভাঁজ করলে অথবা ঘোরালে কোমর প্রদেশের পেশী সমূহে ও সন্ধিস্থানে বেদনা),

র‍্যানাণকিউলাস গ্র্যাসিয়্যালিস— (ফুসফুস সম্পর্কিত উপসর্গসমূহ; ব্রঙ্কো—নিউমোনিক্যাল ইনফ্লুয়েঞ্জা—মাথায় প্রচন্ড ভারীবোধ তৎসহ মাথাঘোরা এবং সন্ন্যাস রোগের ন্যায় অনুভূতি; রাত্রিকালীণ ঘাম বিশেষ করে উরুদ্বয়ে);

র‍্যানাণকিউলাস রিপেন্স্— (সন্ধ্যায় বিছানায় যাবার পরে মাথার খুলির চামড়ায় ও কপালে সুড়সুড়কর অনুভূতি);

র‍্যানাণকিউলাস ফ্ল্যাম্মিউলা— (ক্ষত;বাহুর গ্যাংগ্রীণ)।

এছাড়াও তুলনীয়— ব্রায়োনিয়া; ক্রোটনটিগ; মেজেরিয়াম; ইউফর্বিয়াম।

দোষঘ্ন—ব্রায়োনিয়া, ক্যাম্ফর, রাসটক্স।

শক্তি— অরিষ্ট, ১০ থেকে ৩০ ফোঁটা মাত্রায় সকম্প প্রলাপের ক্ষেত্রে;৩য় থেকে ৩০ শক্তি সাধারণতঃ। পুরাতন সায়েটিকার ক্ষেত্রে অরিষ্ট আক্রান্ত পায়ের গোড়ালিতে বাহ্যিকভাবে লাগান হয় এম.(জোসেট)

র‍্যানাণকিউলাস স্কেলেরেটাস

RANUNCULUS SCELERATUS **মার্শ বাটারকাপ**

এই ঔষধটি যে জাতীয় উদ্ভিদ শ্রেনীযুক্ত, সেই শ্রেনীর উদ্ভিদেরা যে উপদাহ তৈরী করে তুলনায় এই ঔষধটি কিছুটা বেশীমাত্রায় উপদাহ তৈরী করে। **ছিদ্র করার মত, দংশনবৎ বেদনা।** এই ঔষধে সুস্পষ্টভাবে থাকে। **পোড়ানারাঙ্গা।** নির্দিষ্ট সময়ের উপসর্গসমূহ। মূর্চ্ছা তৎসহ পাকস্থলীর বেদনা।

মাথা— মাথায় ব্রহ্মতালুর বামপাশের একটি স্থানে দংশনবৎ বেদনা। মৃতদেহ, সাপ, যুদ্ধ প্রভৃতি সম্পর্কিত ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে। তরল সর্দ্দি তৎসহ হাঁচি জ্বালাকর প্রস্রাব।

মুখগহ্বর—দাঁত ও মাঢ়ী অনুভূতি প্রবণ। **জিহ্বা মানচিত্রের ন্যায়।** ছাল উঠার মত ছোট ছোপসমূহ। মুখগহ্বরে টাটানি ব্যথা ও হাজা। **জিহ্বায় জ্বালাকর ও হাজাজাতীয় অনুভূতি।**

উদর— নাভীর পিছনে একটি গোঁজ থাকার মত অনুভূতি। যকৃৎস্থানে বেদনা, মনে হয় উদরাময় শুরু হবে। ডানদিকের কৃত্রিম পঞ্জরাস্থির পিছনের অংশে একটি গোঁজ দ্বারা চাপ দেবার মত অনুভূতি। জিফয়েড কার্টিলেজের পিছনের অংশে জ্বালাকর টাটানি ব্যথা।

চামড়া— ফোস্কা জাতীয় উদ্ভেদসমূহ, তৎসহ একটি বড়ো ফোস্কার আকার নেবার প্রবণতাযুক্ত, হাজাকর রস নিঃসরণ, যা আশে-পাশের অংশগুলিতে ক্ষত উৎপন্ন করে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—ছিদ্র করার মত বেদনা। ডানদিকের পায়ের আঙ্গুলে হঠাৎ করে জ্বালাকর, খোঁচা মারা বৎ অনুভূতি। কড়াসমূহ, তৎসহ জ্বালা ও টাটানি ব্যথা, বিশেষ করে যখন পা দুটি নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। হাতে ও পায়ের আঙ্গুলগুলিতে গেঁটে বাত।

শক্তি— ১ম থেকে ৩য় শক্তি।

র‍্যাফেনাস

RAPHANUS — ব্ল্যাক গার্ডেন র‍্যাডিশ

বেদনা ও যকৃৎ এবং প্লীহাতে। সূচীবিদ্ধবৎ অনুভূতি। এই ঔষধ উৎপন্ন করে। পিত্ত ও লালাস্রাব বৃদ্ধি করে থাকে। এই উদ্ভিদের সঙ্গে যদি মূলা ব্যবহার করা যায়, সেক্ষেত্রে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাবে না। পেটের ভিতরে প্রচুর বায়ুসঞ্চয় ও স্থানে স্থানে ফাঁপা ভাব। গলার ভিতরে গোলাকার কোন বস্তু আটকিয়ে থাকার ন্যায় অনুভূতি। মেদগ্রন্থির অতিরিক্ত স্রাব তৎসহ তৈলাক্ত চর্ম। পোড়ানারাঙ্গা, হিস্টিরিয়া, পিঠে ও বাহুদ্বয়ে শীতবোধ। যৌনচিন্তার প্রভাবে অনিদ্রা। (ক্যালি ব্রোম) স্ত্রীলোকদিগের কামোন্মত্ততা অস্ত্রোপচারের পরে বিষাক্ত বাষ্প আঘ্রাণের ফলে যন্ত্রণা।

মাথা — বিষাদ, শিশুদের বিশেষতঃ মেয়েদের সংস্পর্শ বিরক্তিকর। শিরপীড়া, মস্তিষ্ক স্বল্পাঘাতে কাতর এবং তাহাতে টাটানি-ব্যথা। নিম্ন অক্ষিপত্রের শোথ। নাসারন্ধ্রের পশ্চাৎদিকে শ্লেষ্মাসঞ্চয়।

গলা — জরায়ু হইতে গলদেশ পর্যন্ত সঞ্চরণশীল তপ্তবর্তুলবৎ অনুভূতি, এবং গলাতেই এই অনুভূতির পরিসমাপ্তি। গলার মধ্যে উত্তাপ এবং জ্বলন।

পাকস্থলী — পূতিগন্ধময় উদগার। উদরের উর্ধবভাগে জ্বলন তৎপরে তপ্ত উদগার।

তলপেট — ওয়াক তোলা এবং বমন, ক্ষুধার অভাব। তলপেট স্ফীত, বায়ুপূর্ণ ঢাকের ন্যায় অবস্থা এবং কঠিণ। বায়ু কি উপর, কি নিম্ন কোন দিকেই নির্গত হয় না। নাভিদেশের চারিদিকে মোচড় দেওয়ার ন্যায় অনুভূতি। মল তরল, ফেনাযুক্ত, প্রচুর, বাদামী তৎসহ শূলবেদনা এবং অন্ত্রগুলির প্যাডের ন্যায় স্ফীতি। মলযুক্ত পদার্থ বমন হইয়া যায়।

স্ত্রীরোগ — জননেন্দ্রিয়ের স্নায়বিক উত্তেজনা। ঋতুস্রাব অতীব প্রচুর এবং দীর্ঘকালস্থায়ী। কামোন্মত্ততা, তৎসহ স্ত্রীলোকের এবং শিশুদের সংস্পর্শে বিরক্তি এবং কামচিন্তায় অনিদ্রা।

প্রস্রাব — ঘোলাটে তৎসহ মদের গ্যাঁজলাবৎ তলানি। প্রস্রাব স্বাভাবিক অপেক্ষা পরিমাণে প্রচুর, দুগ্ধের ন্যায় পুরু।

বক্ষঃস্থল — বক্ষঃস্থলের বেদনা পৃষ্ঠ এবং গলা পর্যন্ত বিস্তৃত। বক্ষঃস্থলের কেন্দ্রস্থানে ভারী পিন্ডবৎ এবং শীতলতা অনুভূতি।

সম্বন্ধ — তুলনীয় ঃ— কার্বো ভেজ; এনাকার্ডিয়াম; আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম।

শক্তি — ৩য় হইতে ৩০ শক্তি।

র‍্যাট্যানহিয়া

RATANHIA ম্যাপেটো

সরলান্ত্র সম্বন্ধীয় লক্ষণাবলী অতীব প্রয়োজনীয় এবং রোগ চিকিৎসাক্ষেত্রে ইহাদের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা চক্ষুর ভিতরদিকের কোণায় ক্ষুদ্র মাংসের গ্যাঁজ উঠা আরোগ্য করিয়াছে। **প্রচণ্ড হিক্কা।** স্তনবৃন্তের ফাটা অবস্থা। (গ্র্যাফাইটিস; ইউপেটোরিয়াম এরোমেটিকাম। **আলপিনের ন্যায় কৃমি বা সূত্রবৎ কৃমি।**

মাথা — মলত্যাগের পরে মাথা ফাটিয়া যাইবার ন্যায় বেদনা, এবং মাথা অবনত করিয়া উপবেশন কালেও এই প্রকার বেদনা। নাসিকা হইতে মস্তকের শীর্ষস্থান **পর্যন্ত** মাথার খুলির চর্ম যেন টানিয়া রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি।

পাকস্থলী — পাকস্থলী যেন ছুরিকাদ্বারা কর্তিত হইতেছে এইরূপ বেদনা।

সরলান্ত্র — কন্‌কন করে, মনে হয় যেন ইহার মধ্যে কাঁচভাঙ্গাতে পূর্ণ রহিয়াছে। মলত্যাগের **পর** বহু ঘন্টা ধরিয়া মলদ্বার কন্‌কন এবং জ্বালা করে; সঙ্কুচিত বলিয়া অনুভূত হয়। গুহ্যদ্বারে শুষ্ক উত্তাপ, তৎসহ অকস্মাৎ ছুরিকা দ্বারা খোঁচামারাবৎ বেদনা। মল বহু চেষ্টা করিয়া জোর দিয়া বাহির করিতে হয়; অর্শের বলিগুলি নির্গত হইয়া পড়ে। গুহ্যদ্বারে ফাটা-ঘা, তৎসহ **প্রবল** সঙ্কোচন এবং অগ্নির ন্যায় জ্বালা, অর্শেও এই প্রকার জ্বালা করে; শীতল জল প্রয়োগ করিলে **উপশম।** উদরাময়, মল পুতিগন্ধময় এবং পাতলা; মল নির্গমনকালে জ্বালা; মলত্যাগের পূর্বে ও পরে জ্বালাকর বেদনা। গুহ্যদ্বারে রসনিঃসরণ হইতে থাকে। সুতার ন্যায় সরু এবং ক্ষুদ্র **ক্ষুদ্র** কৃমি। (স্যান্টোনাইন, টিউক্রিয়াম, স্পাইজেলিয়া মলদ্বারে চুলকানি।

সম্বন্ধ — তুলনীয়; পিয়োনিয়া; ক্রোটন (সরলান্ত্রে স্নায়ুশূল); স্যাঙ্গুইনেরিয়া নাইট্রিক (সরলান্ত্রের রোগসমূহ); ডলিকস (অর্শ, তৎসহ জ্বলন, অর্শরোগগ্রস্ত শরীর প্রকৃতি। ইহা লাইকোপোডিয়ামের সদৃশ ঔষধ)।

শক্তি — ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি। স্থানীয় প্রয়োগ হিসাবে, বহুপ্রকার সরলান্ত্রের উপসর্গে ইহার মলম অতীব মূল্যবান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

র‍্যামনাস ক্যালিফর্ণিকা

RHAMNUS CALIFORNICA ক্যালিফর্ণিয়ার কফি বৃক্ষ

বাত এবং **পেশীর বেদনায়** যতগুলি সর্বপ্রধান এবং গুণসম্পর্কে অবধারিত ঔষধ আছে তন্মধ্যে ইহা একটি। **পঞ্জরাস্থির** মধ্যবর্তীস্থানের **পেশীসমূহের** বেদনা, কটিবাত, উদরশূল। মূত্রাশয়ের কুন্থণ; পেশীশূল হইতে উদ্ভুত বাধকবেদনা; মস্তক গ্রীবা এবং মুখমন্ডলে বেদনা। **প্রদাহযুক্ত বাত,**

সন্ধিস্থলগুলির স্ফীতি, বেদনা, রোগের স্থানান্তরে প্রতিফলিত হইবার প্রবণতা; প্রচুর ঘর্মস্রাব। বাতাক্রান্ত হৃদ্‌পিন্ড।

ছাত্রগণ ইহার ২x শক্তি লইয়া ইহার লক্ষণাবলী নির্ধারণার্থে বিশিষ্ট পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়াছেন।

মন— দুর্বলচেতা, অস্থিরতা এবং খিট্‌খিটে মেজাজ। ক্লান্তি;মানসিক নিস্তেজভাব এবং হতবুদ্ধি; অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতে অসমর্থ।

মাথা — পূর্ণতা এবং ঘূর্ণন অনুভূতি। ভারীবোধ এবং থেঁৎলাইয়া যাইবার ন্যায় অনুভূতি; চাপনে উপশম। প্রতি পদবিক্ষেপে মাথাতে ফাটিয়া যাইবার ন্যায় অনুভূতি। টাটানি ব্যথা, বিশেষতঃ মাথার পশ্চাৎভাগে এবং শীর্ষদেশে, সম্মুখ দিকে অবনত হইলে বৃদ্ধি। বামদিকের রগে মৃদু বেদনা। ললাটে (বাম দিকে) মৃদু ধরণের কন্‌কনানি ব্যথা, ইহা পশ্চাৎদিকে বিস্তৃত হয়। ললাটের দক্ষিণদিকের গভীরদেশে বেদনা। অক্ষিপত্রগুলি স্পন্দিত হয়।

কাণ — শ্রবণশক্তি নিস্তেজ। দক্ষিণ দিকের কর্ণপত্রের নিম্ন গভীরদেশে গিলিবার সময়ে টাটানি-ব্যথা।

মুখমণ্ডল — রক্তিমাভ, তপ্ত এবং প্রভাযুক্ত। গণ্ডস্থলাস্থির প্রবর্ধিত অংশ হইতে প্রচাপনের সৃষ্টি হইয়া তাহা বাহিরের দিকে প্রসারিত।

মুখবিবর — মাড়ী এবং ওষ্ঠগুলির মধ্যস্থানে গলিত ক্ষত। পরিষ্কার, গোলাপী রঙের প্রলেপ জিহ্বার কেন্দ্রস্থলে দৃষ্ট হয়।

গলা — শুষ্ক, কর্কশ। গলদেশের দক্ষিণ দিকে এবং টনসিলের উপর স্পর্শকাতরতা বা টাটানি-ব্যথা।

অন্ত্রাদি — কোষ্ঠবদ্ধতা তৎসহ কিঞ্চিৎ বায়ুনিঃসরণ। কৃষ্ণ এবং শুষ্ক মল। পেটফাঁপা সহ উদরাময়।

স্ত্রীরোগ ও প্রস্রাবযন্ত্র — প্রস্রাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মূত্রনলীর অগ্রভাগে সুড়সুড়ি, প্রাতঃকালে মূত্রনলীর মুখে এককোটা রস সঞ্চিত থাকে। অথচ ইহার পূর্বে প্রমেহ হয় নাই। কামেচ্ছা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।

শ্বাসযন্ত্র — বুকের অস্থির নিম্নভাগে ভারীবোধ এবং দমবন্ধভাব। দক্ষিণদিকের পঞ্জরাস্থির মধ্যবর্তী স্থানগুলির পেশীসমূহের উপর সামান্য চাপ দিলে বেদনা করিয়া উঠে।

হৃদপিন্ড— নাড়ীর গতি পরিবর্তনশীল। মন্থরগামী নাড়ী।

প্রত্যঙ্গাদি — পেশীসমূহের ক্রিয়া আয়ত্তাধীণ নহে। পাগুলিতে টাটানি-ব্যথা মাতালের ন্যায় চলিতে থাকে।

অবস্থান্তর-সংঘটক — লক্ষণগুলির সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

শক্তি — অরিষ্টের ১৫ ফোঁটা মাত্রা প্রতি চার ঘন্টা অন্তর সেব্য।

রিয়াম

RHEUM **রেউচিনি**

শিশুদের রোগে যদি অম্লগন্ধবিশিষ্ট উদরাময় বর্তমান থাকে তবে তাহাতে এই ঔষধ প্রায়শঃই ব্যবহার করা হয়। দন্তোদগম কষ্টসাধ্য। **শিশুটির সমগ্র গাত্রে টক্ গন্ধ বাহির হয়।**

মন — অধৈর্য এবং ভীষণ রাগী; বহুপ্রকার জিনিসের জন্য বায়না ধরে এবং কাঁদিতে থাকে। (সিনা)।

মাথা — কেশাচ্ছাদিত মাথার ত্বকের উপর ঘর্ম; এই ঘর্মস্রাব অবিরত হইতে থাকে এবং ইহা পরিমাণে প্রচুর। **মুখমণ্ডলের উপর শীতল ঘর্ম, বিশেষতঃ মুখবিবর এবং নাসিকার চারিধারে।**

মুখবিবর —প্রচুর লালানিঃসরণ। দন্তগুলিতে শীতলতা অনুভূতি। দন্তোদগম কষ্টসাধ্য; অস্থিরতা এবং খিট্‌খিটে মেজাজ। মুখ হইতে নির্গত শ্বাসবায়ুতে টক্‌গন্ধ (ক্যামোমিলা)।

পাকস্থলী — বহুপ্রকার খাদ্যের জন্য স্পৃহা, কিন্তু শীঘ্রই আবার তাহাতে মন মজে না। পেটের উর্ধ্বভাগে দপ্‌দপানি। পেট যেন ভর্তি রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি।

তলপেট — নাভির চারিধারে শূলবেদনা। শরীরের বস্ত্রাদি উন্মোচন করিলে শূলবেদনা আরম্ভ হয়। পেটের বায়ু মনে হয় যেন বক্ষের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে।

সরলান্ত্র — মলত্যাগের পূর্বে প্রস্রাব করিবার বেগ নিষ্ফল। **মলে অম্ল গন্ধ**, নরম কাদার ন্যায় তৎসহ **থরথর কম্পন** এবং কুন্থণ ও মলদ্বারে জ্বলন। দন্তোদগমকালে উদরাময়, মল টক্‌গন্ধযুক্ত। নিষ্ফল মলবেগ, শূলবেদনা।

অবস্থান্তর-সংঘটক — অনাচ্ছাদিত অবস্থায়, আহারান্তে, নড়াচড়ায়, বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ — তুলনীয়ঃ ম্যাগ ফস; হিপার সালফার, পডোফাইলাম, ক্যামোমিলা; ইপিকাক।

বিষনাশক ঃ ক্যাম্ফর; ক্যামোমিলা।

অনুপূরক ঃ ম্যাগ কার্ব।

শক্তি — ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি।

রোডিয়াম

RHODIUM **এই নামের ধাতু, ইহা একটি মৌলিক পদার্থ**

ম্যাকফার্লান ইহার ২০০ শক্তি "প্রুভিং" করিয়াছেন।

দুর্বলচেতা এবং ক্রন্দনশীল। ললাটদেশে শিরঃপীড়া; মাথার মধ্য দিয়া আঘাত চলিতে থাকে। মস্তকে, চক্ষুর উপর, কর্ণে, নাসিকার উভয়দিকে এবং দন্তগুলিতে দ্রুতসঞ্চারী স্নায়বিক বেদনা।

মস্তকে ঠাণ্ডা লাগা। ওষ্ঠগুলি শুষ্ক। বমনোদ্বেগ বিশেষতঃ মিষ্টদ্রব্য খাইয়া। নিস্তেজ শিরঃপীড়া। আড়ষ্ট গ্রীবা এবং বাম স্কন্ধদেশ এবং বাহুর উপর দিয়া নিম্নাভিমুখী বাতবেদনা। বাহু হাতের তালু এবং স্কন্ধদেশ এবং বাহুর উপর দিয়ে নিম্নাভিমুখী বাতবেদনা। বাহু হাতের তালু এবং মুখমণ্ডলে চুলকানি। পাতলা মল তৎসহ তলপেটে মোচড়ানি ব্যথা। মলাধারের মল নির্গত করণার্থে পেশীসমূহের নিষ্কাশন শক্তি অত্যধিক মাত্রায় সক্রিয়, মলনির্গমের পরে কুন্থণ। অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে প্রস্রাব নির্গত হয়। কাশিলে গলার মধ্যে আঁচড়াইয়া যায় এইরূপ অনুভূতি, সাঁই সাঁই শব্দ করে। বক্ষঃস্থল হইতে পুরু, হলদে শ্লেষ্মা। দুর্বলবোধ, শিরোঘূর্ণন এবং ক্লান্ত অনুভূতি।

রোডোডেন্ড্রন

RHODODENDRON **তুষাররাজ্যের গোলাপ**

বাত এবং সন্ধিবাতজনিত লক্ষণসমূহ বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গরমের সময়ে বাতরোগ। ঝটিকা আরম্ভ হইবার পূর্বে—এই অবস্থান্তর-সংঘটনমূলক লক্ষণটি এই ঔষধটি নির্বাচনের জন্য সত্যই পথনির্দেশক।

মন — ঝটিকা হইবে বলিয়া আতঙ্ক; বিশেষতঃ বজ্রাঘাত সম্বন্ধে বিশেষ ভীতি। বিস্মরণশীল।

মাথা — রগগুলিতে কন্‌কনানি ব্যথা। অস্থিগুলিতে ছিন্নবৎ বেদনা। শিরঃপীড়া; মদ্যপানে, বায়ুপ্রবাহে, শীতলতায় এবং আর্দ্র জলবায়ুতে বৃদ্ধি। অক্ষিপত্রের স্নায়ুশূল, ইহা অক্ষিগোলক, অক্ষিকোটর এবং মস্তককে বিজড়িত করে। চক্ষু ব্যবহারকালে তন্মধ্যে উত্তাপ অনুভূতি।

চোখ — পেশীতে ব্যথা হয় বলিয়া বেদনাদায়ক দৃষ্টি; মস্তক হইতে চক্ষুগুলির মধ্য দিয়া তীরবিদ্ধবৎ বেদনা, ঝটিকার পূর্বে বৃদ্ধি।

কাণ — শ্রবণ কষ্টসাধ্য, তৎসহ কর্ণে সাঁ সাঁ শব্দ এবং ঘন্টাধ্বনি। প্রাতঃকালে অপেক্ষাকৃত ভাল শুনিতে পায়, রোগীর শয্যাত্যাগের কয়েক ঘন্টা কর্ণের মধ্যে আওয়াজ হইতে আরম্ভ করে।

মুখমণ্ডল — মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল; দন্তের স্নায়ুগুলি আক্রান্ত করিয়া প্রচন্ড উল্লম্ফনযুক্ত চিড়িক্‌মারার ন্যায় বেদনা, ইহা রগ হইতে নিম্নচোয়াল এবং চিবুক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, গরমে এবং আহার উপশম। আর্দ্র জলবায়ুতে এবং ঝটিকার পূর্বে দন্তশূল। মাঢ়ীসকল স্ফীত। দাঁতের গোড়াগুলি শৈথিল্যপ্রাপ্ত।

বক্ষঃস্থল — প্লুরিসির ভীষণ বেদনা বক্ষঃস্থলের বাম দিকে উদ্ভুত হইয়া নিম্নদিকে প্রসারিত হইতে থাকে। দ্রুত ভ্রমণ করিলে প্লীহাতে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। ছোট পঞ্জরাস্থিগুলির নীচে খিল্‌ধরার ন্যায় বেদনা।

পুরুষের রোগ — অণ্ডগুলি স্ফীত, বেদনাদায়ক, এবং উপর দিকে যেন টানিয়া রহিয়াছে, বাম দিকে বৃদ্ধি। অন্ডপ্রদাহ; গ্রন্থিগুলি যেন পোষিত হইতেছে এইরূপ অনুভূতি। প্রমেহ রোগের পরে অন্ডগুলির স্ফীতি এবং কাঠিন্যপ্রাপ্তি। কোষবৃদ্ধি (সাইলেসিয়া)।

প্রত্যঙ্গাদি — সন্ধিস্থলগুলি স্ফীত। চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলির সন্ধিতে সন্ধিবাতজনিত প্রদাহ। সমগ্র প্রত্যঙ্গাদিতে **ছিন্নবৎ বাতবেদনা,** বিশেষতঃ দক্ষিণদিকের প্রত্যঙ্গে; বিশ্রামে এবং ঝটিকাময় আবহাওয়ায় বৃদ্ধি। গ্রীবাতে আড়ষ্টভাব। স্কন্ধে, বাহুতে এবং কব্জিতে বেদনা; বিশ্রামকালে বৃদ্ধি। অস্থিতে স্থানে স্থানে বেদনা এবং এই বেদনা আবহাওয়ার পরিবর্তনে প্রত্যাবর্তন করে। **পাগুলি একটির পর আর একটি না রাখিয়া নিদ্রা যাইতে পারে না।**

অবস্থান্তর-সংঘটক — ঝটিকার পূর্বে বৃদ্ধি। **যাবতীয় লক্ষণাবলী ঝটিকাময়** আবহাওয়ায় রাত্রিতে এবং সকালের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। ঝটিকা আরম্ভ হইলে, গরমে এবং আহারে উপশম।

সম্বন্ধ — তুলনীয়ঃ এম্পেলোপসিস (কোষবৃদ্ধি এবং মূত্রগ্রন্থির বৈকল্যহেতু শোথ); ডালকামারা; রাসটক্স; নেট্রাম সালফ।

শক্তি — ১ম হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি।

রাস এরোম্যাটিকা

RHUS AROMATICA — সুগন্ধি সিউম্যাক

মূত্রগ্রন্থি এবং মূত্রযন্ত্র সংশ্লিষ্ট রোগসমূহ, বিশেষতঃ **বহুমূত্র।** মূত্রাশয়ের পেশীনিচয়ের দুর্বলতার জন্য অসাড়ে মূত্রনির্গমন; বার্ধক্যহেতু অনিচ্ছায় মূত্রস্রাব। রক্তময় মূত্রস্রাব এবং মূত্রাশয় প্রদাহ এই ঔষধের আরোগ্যকারী শক্তির সীমার মধ্যে পর্যবসিত।

প্রস্রাব — **মলিন,** এলবুমেনযুক্ত। **অনিচ্ছায় মূত্রনির্গম। প্রস্রাবের প্রারম্ভে অথবা** মূত্রত্যাগের **কিছুক্ষণ পূর্বে প্রচণ্ড বেদনা,** ইহা শিশুদের দুঃসহ যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। নিরন্তর ফোঁটা ফোঁটা করিয়া মূত্র নির্গত হয়। **বহুমূত্র,** অধিক পরিমাণে মূত্র নির্গত হয়, ইহার আপেক্ষিক গুরুত্বের মাত্রা কম। (ফসফরিক এসিড; এসেটিক এসিড)।

শক্তি — অরিষ্ট, বেশ একটু অধিক মাত্রায়।

রাস গ্ল্যাব্রা

RHUS GLABRA — মসৃণ সিউম্যাক

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব এবং **মস্তকের পশ্চাৎভাগে শিরপীড়া। পূতিগন্ধময় বায়ুনিঃসরণ।** মুখবিবরের ক্ষতাবস্থা। **বাতাসের মধ্য দিয়া উড়িয়া যাইবার স্বপ্ন।** (ষ্টিক্টা) **দুর্বলতা** হেতু প্রচুর **ঘর্মস্রাব।** (চায়না) অন্ত্রগুলিকে সংক্রামক দোষ হইতে মুক্ত করিবার এতদূর ক্ষমতা এই ঔষধের আছে, যে অন্ত্রস্থ বায়ু এবং মলসমূহ দুর্গন্ধহীন হইয়া যায়। ঔষধের এইরূপ গুণ আছে বলিয়া দাবি করা হয়। যে পুতিগন্ধময় অবস্থাতে ক্ষত হইবার প্রবণতা দেখা যায় তাহাতে ইহা উত্তমরূপে কার্য করে।

মুখবিবর — স্কার্ভিরোগ; মুখবিবরের ক্ষতাবস্থা। (ভেরোনিকা) মুখের মধ্যে প্রদাহ এবং তৎসহ সাদা সাদা ছোট ছোট নরম ক্ষতসমূহ।

সম্বন্ধ— কথিত আছে ইহা পারদের বিষক্রিয়া নাশ করে এবং ইহা কার্যতঃ পারদ অপব্যবহার করিবার পরে উপদংশের দ্বিতীয় অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

শক্তি — অরিষ্ট। সাধারণতঃ নরম, স্পঞ্জবৎ মাঢ়ী, মুখে সাদা সাদা ঘা, গলকোষ প্রদাহ প্রভৃতি রোগ চিকিৎসাকালে ইহার বাহ্যিক প্রয়োগের বিধান আছে। ১ম শক্তি সেব্য।

রাস টক্সিকোডেন্ড্রন

RHUS TOXICODENDRON বিষাক্ত আইভি

চর্মের উপর ইহার বিশিষ্ট ক্রিয়া, বাতজনিত বেদনা, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর পীড়ানিচয় এবং টাইফয়েড ধরণের জ্বর—এই সব ক্ষেত্রে এই ঔষধ প্রায়শঃই নির্দেশিত হয়; রাস সৌত্রিক তন্তুনিচয়কে বিশেষভাবে আক্রমণ করে-সন্ধিস্থলগুলি, পেশীবন্ধনী, স্নায়ু, ধমনী পেশী প্রভৃতির বিবিধ প্রকারের খোল বা আবরণ, কন্ডরার সম্প্রসারণ, ইত্যাদি এবং এই আক্রমণের ফলে বেদনা এবং অসাড়তার সৃষ্টি হয়। অস্ত্রোপচারের পরে বিবিধ উপসর্গ। বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে এইরূপ যন্ত্রণা। নড়াচড়ায় রাসটক্সের রোগী নমনীয় হইয়া উঠে আড়ষ্টভাব ক্রমশঃই হাল্কা হইয়া যায়। এবং এই কারণেই যে স্থান পরিবর্তন করিলে কিছুক্ষণের জন্য উপশম অনুভব করে। জোর টান পড়ায় অথবা মচকাইয়া গেলে, সাধ্যাতীত ভারী জিনিস উঠাইলে, ঘর্মস্রাবকালে ভিজিয়া গেলে যে সমস্ত পীড়ার সৃষ্টি হয়। রক্তদূষিত হইয়া অবস্থানিচয়। তন্তুনিচয়ের প্রদাহ এবং সংক্রামক উপসর্গসমূহ কার্বাঙ্কলের প্রথম অবস্থায়। (এচিনেসিয়া) শীতকালে বাতরোগ। রক্তের দূষিত অবস্থা ও তৎসহ জ্বর।

মন — উদাসীন, বিষণ্ণ। আত্মহত্যা করিবার জন্য চিন্তাধারা। চূড়ান্ত অস্থিরতা, তৎসহ অবিরত স্থান পরিবর্তন। প্রলাপ, তৎসহ বিষ খাওয়াইয়া দিবে এইরূপ আতঙ্ক। (হায়োস)। মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র ঝাপসা হইয়া যায়। রাত্রিতে ভীষণ ভয়ের উদ্রেক, শয্যায় থাকিতে পারে না।

মাথা — মনে হয় যেন একটি তক্তা তাহার ললাটের উপর বাঁধা রহিয়াছে। গাত্রোত্থানকালে শিরোঘূর্ণন। মস্তকে ভারীবোধ। মস্তিষ্ক শিথিল বলিয়া মনে হয়, ভ্রমণকালে অথবা উঠিবার সময় যেন ইহা মাথার খুলির উপর আঘাত করিতেছে এইরূপ অনুভূতি। মাথার খুলির চর্ম স্পর্শকাতর, যে দিকে শায়িত থাকে সেই দিকে বৃদ্ধি। মস্তকের পশ্চাৎভাগে শিরঃপীড়া। (রাস র‍্যাডিক্যান্স)। স্পর্শে বেদনাদায়ক। ললাটে বেদনা, সেখান হইতে পশ্চাৎদিকে অগ্রসর হয়। মাথার খুলির চর্মের উপর আর্দ্র উদ্ভেদসমূহ; অত্যন্ত চুলকানি।

চোখ — স্ফীত, লাল, শোথযুক্ত; অক্ষিগোলকের কৌষিক ঝিল্লীর প্রদাহ। পুঁজবটীর উদ্ভেদসহ প্রদাহ। আলোকভীতি; হলদে পুঁজময় প্রচুর স্রাব। অক্ষিপত্রের শোথাবস্থা, উপতারাপ্রদাহ ও তৎসহ পুঁজোৎপত্তি। অক্ষিপত্রগুলি প্রদাহান্বিত, চক্ষু জুড়িয়া যায়, স্ফীত। পুরাতন আঘাতপ্রাপ্ত চক্ষু। কনীনিকার উপর সীমাবেষ্টিত রক্ত ঠেলিয়া আসিতেছে এইরূপ স্থান। কনীনিকার উপর বিস্তৃত ক্ষত। উপতারাপ্রদাহ, ঠাণ্ডা এবং আর্দ্রতার প্রভাবে ইহার উদ্ভব, এতদ্ব্যতীত বাতজনিত উপতারাপ্রদাহ। চক্ষু ঘুরাইলে অথবা চাপ দিলে চক্ষুতে বেদনা হয়, চক্ষু একপ্রকার নাড়িতে চাড়িতে পারে না। চক্ষুর পত্রগুলি খুলিলেই প্রচুর তপ্ত, জ্বালাকর অশ্রু হুস হুস করিয়া বাহির হয়।

কাণ — কর্ণদ্বয়ে বেদনা, মনে হয় যেন কর্ণের মধ্যে কোন কিছু রহিয়াছে। কর্ণের পত্রগুলি স্ফীত। রক্তময় পুঁজস্রাব।

নাক — হাঁচি; জলে ভিজিয়া সর্দি। নাসিকার অগ্রভাগ লাল, স্পর্শকাতর। এবং ক্ষতযুক্ত। নাসিকার স্ফীতি। সম্মুখদিকে অবনত হইলে নাসিকা হইতে রক্তপাত হয়।

মুখমন্ডল — **চর্বণকালে চোয়ালগুলি কট্‌কট আওয়াজ করে।** চোয়ালগুলি সহজেই স্থানচ্যুত হইয়া যায়। (ইগ্নেশিয়া; পেট্রোলিয়াম) মুখমণ্ডল স্ফীত, ইরিসিপেলাস। গন্ডস্থলের অস্থিগুলি স্পর্শকাতর। কর্ণমূলপ্রদাহ। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, তৎসহ শীতবোধ; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। স্তন্যপায়ী শিশুদের মাথায়, মুখে সাদা মামড়ীযুক্ত উদ্ভেদ। (ক্যাল্ক কার্ব; ভাৰোলা ট্রাইকলার)।

মুখবিবর — দন্তগুলি শিথিল এবং দীর্ঘ বলিয়া অনুভূত হয়; মাঢ়ীগুলি স্পর্শকাতর। জিহ্বা লাল এবং ফাটাযুক্ত; জিহ্বার অগ্রভাগটি লাল ও ত্রিভুজাকার, ইহা ব্যতীত জিহ্বার অব শিষ্টাংশ প্রলেপযুক্ত; কিনারাগুলি শুষ্ক এবং লাল। মুখবিবরের কোণাগুলি ক্ষতগ্রস্ত; মুখবিবরের সম্মুখভাগ এবং চিবুকের উপর জ্বর-ঠুঁঠো (জ্বরফোস্কা)। (নেট্রাম মিউর) চোয়ালের সন্ধিস্থলে বেদনা।

গলা — গলদেশে টাটানি ব্যথা, তৎসহ স্ফীত গ্রন্থিসমূহ। গিলিবার সময়ে খোঁচামারার ন্যায় বেদনা। কর্ণমূল প্রদাহ, বাম দিকে।

পাকস্থলী — কোন প্রকার খাদ্যের জন্য ক্ষুধা থাকে না, তৎসহ অদম্য তৃষ্ণা। তিক্ত আস্বাদ। (কিউপ্রাম মেটালিকাম) বমনোদ্বেগ, শিরোঘুর্ণন এবং আহারান্তে তলপেটের স্ফীতি। দুগ্ধ পান করিবার জন্য স্পৃহা। অত্যধিক তৃষ্ণা, তৎসহ শুষ্ক মুখ এবং গলা। পাথরের ন্যায় ভারবোধ। (ব্রায়োনিয়া; আর্সেনিক) আহারান্তে নিদ্রালুতা।

তলপেট — প্রচন্ড বেদনা, তলপেটের উপর ভর দিয়া শয়নে উপশম। কুঁচকিস্থানের গ্রন্থিগুলির স্ফীতি। উর্ধ্বগামী বৃহদন্ত্রপ্রদেশে বেদনা। শূলবেদনা, ইহাতে রোগী ঝুঁকিয়া চলতে বাধ্য হয়। আহারান্তে অত্যধিক পেটফাঁপা। শয্যাত্যাগ করিবার পরই বায়ুর জন্য পেট ডাকে কিন্তু তাহার পরে ক্রমশঃ চলিতে থাকিলে পেট ডাকা বন্ধ হইয়া যায়।

সরলান্ত্র — উদরাময়ে রক্ত, পিচ্ছিল পদার্থ এবং রক্তিমাভ আম। আমাশয়, তৎসহ ছিন্ন করিবার ন্যায় বেদনা উরুদেশের উপর দিয়া নামিতে থাকে। মড়াপচার ন্যায় দুর্গন্ধময় মল। ফেনাযুক্ত, বেদনাহীন মল। সরলান্ত্রের নিকটে যদি পুঁজোৎপত্তি হয় তাহা হইলে তাহার প্রথম অবস্থার এই ঔষধ প্রয়োগের ফলে রোগ প্রায়শঃই উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়। আমাশয়।

প্রস্রাবযন্ত্র — মলিন, ঘোলাটে, খুব কড়া রঙের, স্বল্প প্রস্রাব, তৎসহ তাহাতে সাদা রঙের তলানি।

পুরুষের রোগ — গ্রন্থি এবং লিঙ্গাগ্রের ত্বক স্ফীত— ঘোরাল লাল এবং ইরিসিপেলাসের ন্যায় আকার; অন্ডকোষ পুরু, স্ফীত এবং শোথযুক্ত। তীব্র চুলকানি।

স্ত্রীরোগ — স্ফীত, তৎসহ যোনিকপাটে তীব্র চুলকানি। চলিতে আরম্ভ করিলে বস্তিসংক্রান্ত সন্ধিসমূহ আড়ষ্ট হইয়া উঠে। ঋতুস্রাব যথাকালের পূর্বে দেখা দেয়, প্রচুর এবং দীর্ঘকালস্থায়ী ও

হাজাকর। **প্রসবান্তে ক্লেদময় স্রাব পাতলা, দুর্গন্ধযুক্ত এবং পরিমাণে কম।** (পালসেটিলা;সিকেল) **তৎসহ যোনিপথে উর্ধ্বগামী চিড়িকমারা** (সিপিয়া)।

শ্বাসযন্ত্র — উর্ধ্বদিকের বুকের অস্থির পশ্চাৎদিকে সুড়সুড়ি। মধ্যরাত্র হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত, **শীতাবস্থায় বা যখন শরীরে ঠাণ্ডা লাগিতে থাকে অথবা যখন শয্যার আবরণের বাহিরে হাত বাহির করিয়া দেওয়া হয় সেই সময় শুষ্ক এবং বিরক্তিকর কাসি।** অত্যাধিক পরিশ্রমের ফলে ফুসফুসীয় রক্তস্রাব;রক্ত টকটকে লাল। ইনফ্লুয়েঞ্জা, তৎসহ সমস্ত অস্থিতে বেদনা। (ইউপেটোরিয়াম পার্ফোলিয়েটাম) স্বরে অতিমাত্রায় টান লাগিয়া স্বরভঙ্গ। (আর্ণিকা) বক্ষঃস্থলে ভারবোধ এবং **দমবন্ধভাব,** খোঁচা লাগার ন্যায় বেদনার জন্য নিঃশ্বাস লইতে পারে না। বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের **শ্বাসনলী হইতে** কাসি, জাগরিত **হইলে বৃদ্ধি** এবং তৎসহ ক্ষুদ্র পিন্ডবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

হৃদপিন্ড — অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে হৃদ্‌পিন্ডের বিবৃদ্ধি। নাড়ী দ্রুতগতিশীল, দুর্বল, অনিয়মিত, থাকিয়া থাকিয়া, রুদ্ধগতি, তৎসহ বাম বাহুর অসাড়তা। **শান্তভাবে উপবেশনকালে কম্পন এবং হৃদকম্পন।**

পিঠ — **স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তীস্থানে** গিলিবার সময় বেদনা। **কটিদেশে বেদনা এবং আড়ষ্টভাব, নড়াচড়ায় এবং কোন শক্ত জিনিসের উপর শয়নকালে উপশম;** উপবেশনকালে বৃদ্ধি। গ্রীবাদেশের পশ্চাৎদিকে আড়ষ্টভাব।

প্রত্যঙ্গাদি — তপ্ত, সন্ধিস্থলগুলির বেদনাদায়ক স্ফীতি। **কন্ডরা, বন্ধনী, পেশীবেষ্টনকারী পাতলা তন্তুময় আবরণ বা বন্ধনীতে ছিন্নবৎ বেদনা।** বাতজনিত বেদনা গ্রীবার পশ্চাৎভাগে, কটিদেশে এবং প্রত্যঙ্গাদিতে অনেক স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; নড়াচড়ায় উপশম। (এগারিকাস) অস্থির প্রবর্ধিত অগ্রভাগে টাটানি-ব্যথা। **প্রত্যঙ্গাদি আড়ষ্ট, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। শীতল ও নির্মল বায়ু সহ্য হয় না; ইহার সংস্পর্শে চর্মে বেদনার উদ্ভব হয়।** বাহুর পুরোভাগস্থ ভিতর দিকের বৃহত্তর অস্থির স্নায়ুর উপর দিয়া বেদনা। ছিন্নবৎ বেদনা উরুদেশগুলির উপর দিয়া নিম্নাভিমুখে **সঞ্চরণশীল। সায়েটিকা;** শীতল, আর্দ্র আবহাওয়ায় এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি। অত্যধিক পরিশ্রম এবং ঠাণ্ডা লাগিবার **ফলে অসাড়তা এবং ঝিন ঝিন অনুভূতি।** পক্ষাঘাত;পরিশ্রমের পরে কম্পন। জানুসন্ধির চারিদিকে টাটানি-ব্যথা। বাহুর পুরোভাগে এবং অঙ্গুলিগুলিতে শক্তির অভাব। চরণগুলিতে ঝন্‌ঝন্ করে।

জ্বর — অতীব দৌর্বল্যবিশিষ্ট জ্বর; অস্থিরতা, কম্পণ। টাইফয়েড; জিহ্বা শুষ্ক এবং বাদামী; দন্তশর্করা;পাতলা বাহ্যে;অতীব অস্থিরতা। সবিরাম জ্বর;শীতবোধ, তৎসহ শুষ্ক কাশি এবং অস্থিরতা। তাপাবস্থায় আমবাত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কার উদ্ভেদসহ জ্বর। **শীতবোধ, মনে হয় যেন শীতল জল তাহার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে,** তাহার পরে তাপাবস্থা এবং গা-মোড়ামুড়ি দিবার ইচ্ছা।

চামড়া — লাল, স্ফীত;**তীব্র চুলকানি।** ফোস্কাসমূহ, দদ্রুজাতীয় উদ্ভেদ;আমবাত; পোড়ানারাঙ্গা, ইরিসিপেলাস;রসগুটিসমূহ যাহাতে পুঁজোৎপত্তি হইয়া থাকে এই ধরণের। গ্রন্থিসমূহ স্ফীত। **কৌষিক ঝিল্লীর প্রদাহ।** একজিমার ন্যায় উদ্ভেদসমূহ যাহাতে জ্বালা থাকে, তৎসহ শল্ক উৎপত্তির প্রবণতা।

ঘুম — অত্যধিক পরিশ্রম করিবার স্বপ্ন। গভীর নিদ্রা, মনে হয় যেন বিহুল, অচৈতন্য। মধ্যরাত্রের পূর্বে নিদ্রাহীণতা।

অবস্থান্তর-সংঘটক — নিদ্রাকালে, ঠাণ্ডায়, আর্দ্র বর্ষাকালীণ আবহাওয়ায় এবং বারিপাতের পরে, বৃদ্ধি। রাত্রিতে, বিশ্রামকালে, জলে ভিজিবার সময়ে, চিৎ হইয়া শয়ন করিলে, অথবা দক্ষিণদিকে শয়নকালে, বৃদ্ধি। উত্তাপ, শুষ্ক আবহাওয়া, নড়াচড়ায়, উপশম। ভ্রমনকালে, স্থান পরিবর্তন করিলে, ঘর্ষণে, গরম কিছু প্রয়োগে, প্রত্যঙ্গাদি বিস্তৃত করিলে উপশম।

সম্বন্ধ — অনুপূরক ঃ ব্রায়োনিয়া; ক্যাল্ক ফ্লুয়োর; ফাইটোলক্কা (বাত)। আমবাতে ইহার পরে বোভিষ্টা বেশ খাটে।

প্রতিবন্ধক ঃ এপিস।

ক্রিয়ানাশকঃ দুগ্ধ এবং গ্রিন্ডেলিয়া ধাবন দিয়া স্নান করিলে রাস টক্সের বিষ কাটিয়া যায়; এইরূপ ক্ষেত্রে এইরূপ স্নান অতীব কার্যকরী। এনাকার্ডিয়াম; ক্রোটন; গ্রিন্ডেলিয়া; মেজেরিয়াম; সাইপ্রিপেডিয়াম; প্লামব্যাগো (যোনিকপাটের একজিমা); গ্র্যাফাইটিস।

তুলনীয়ঃ আর্ণিকা; ব্যাপ্টি সিয়া; ল্যাকেসিস; আর্সেনিক; হায়োস; ওপিয়াম (বিহ্বল, অচৈতন্যভাব অধিকতর প্রগাঢ়) হাইমোসা (লজ্জাবতীলতা)—(বাতরোগ, জানু আড়ষ্ট, পৃষ্ঠ এবং প্রত্যঙ্গাদিতে ছুরিকাঘাতের ন্যায় বেদনা। গোড়ালির সন্ধিস্থলে স্ফীতি। পাগুলি কাঁপিতে থাকে)।

শক্তি — ৬ষ্ঠ হইতে ৩০ শক্তি পর্যন্ত।

রাস ভিনিনেটা

RHUS VENENATA **বিষাক্ত এল্ডার উদ্ভিদ**

রাস জাতীয় উদ্ভিদগুলির মধ্যে এই উদ্ভিদের চর্মসম্বন্ধীয় লক্ষণগুলি সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড।

মন — অতীব বিষন্নতা; বাঁচিবার ইচ্ছা নাই, বিষন্ন।

মাথা — ভারবোধ, ললাটে শিরঃপীড়া; ভ্রমণকালে অথবা অবনত হইলে বৃদ্ধি। চক্ষু এত অধিক ফুলিয়া যায় যে চক্ষুগুলি প্রায় বুঁজিয়া থাকে। কর্ণপ্রদাহ, তৎসহ ফোস্কা বা রসবটীসমূহের উদ্ভব। নাসিকা লাল এবং চক্‌চকে। মুখমন্ডল স্ফীত।

জিহ্বা — জিহ্বার অগ্রভাগ লাল। মধ্যস্থলে ফাটা। জিহ্বার নিম্নভাগে রসবটীসমূহ।

তলপেট — প্রচুর, জলবৎ, সাদা মল, প্রাতঃকালে ৪ ঘটিকায় শূলবেদনা সহ নির্গত হয়; জোরের সহিত মল নির্গম। প্রত্যেকবার মলত্যাগের পূর্বে উদরের নিম্নভাগে বেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি — দক্ষিণ বাহুতে পক্ষাঘাতের ন্যায় সাঁটিয়া ধরিয়া থাকে, বিশেষতঃ কব্জিতে এবং এই টানভাব করাঙ্গুলি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চামড়া — চুলকানি; গরমজলে উপশম। **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কাসমূহ। ইরিসিপেলাস; চর্ম ঘোরাল লাল।** পায়ের দীর্ঘাস্থিগুলিতে চুলকানি এবং বেদনা।

সম্বন্ধ — ক্রিয়ানাশকঃ ক্লিম্যাটিস তুলনীয়ঃ এনাকার্ডিয়াম।

শক্তি —৬ষ্ঠ হইতে ৩০ শক্তি।

রিসিনাস কমিউনিস

RICINUS COMMUNIS ক্যাষ্টর অয়েল, রেড়ীর তেল

পাকাশয় এবং অন্ত্র সংশ্লিষ্ট পথের মধ্যে ইহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্রিয়া রহিয়াছে। স্তন্যদায়িনী স্ত্রীলোকদিগের স্তনের দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। বমন এবং পেটনামা। ক্লান্তি এবং দুর্বলতা।

মাথা — শিরোঘূর্ণন, মস্তকের পশ্চাৎভাগে বেদনা, রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণাবলী, কানের মধ্যে ভন্ ভন্ শব্দ। মুখমণ্ডল মলিন, মুখবিবরের স্পন্দন।

পাকস্থলী — ক্ষুধামান্দ্য তৎসহ অত্যন্ত তৃষ্ণা, পাকস্থলীতে জ্বলন, মুখে জল উঠা, বমনোদ্বেগ, প্রচুর পরিমান বমন, পাকস্থলীর উধর্বভাগে সামান্য আঘাতেই বেদনা অনুভূত হয়। মুখ শুষ্ক।

তলপেট — গুড়্গুড়্ করিয়া পেট ডাকে তৎসহ সরলান্ত্রের পেশীসমূহের সঙ্কোচন, শুলবেদনা, অবিরত উদরাময়, তৎসহ পেটনামা। চাউল ধোয়া, জলের ন্যায় মল ও তৎসহ খিল্‌ধরা এবং শীতবোধ।

মল — পাতলা, অবিরত মল নির্গমন, বেদনাহীণ, তৎসহ প্রত্যঙ্গাদির পেশীসমূহে বেদনাদায়ক খিল্‌ধরা। গুহ্যদ্বার প্রদাহান্বিত। মল সবুজ, পিচ্ছিল, এবং রক্তাক্ত। জ্বর, শীর্ণতা প্রাপ্তি, অস্বাভাবিক নিদ্রালুতা।

সম্বন্ধ — তুলনীয়ঃ আর্সেনিক; ভিরেট্রাম এলবাম।

শক্তি — ৩য় শক্তি। স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি করিতে হইলে চারিঘন্টা অন্তর ৫ ফোঁটা করিয়া সেব্য। এতৎসহ ইহার পত্রের বাহ্যিক প্রয়োগ হিসাবে পুলটিস দেওয়া যাইতে পারে।

রোবিনিয়া

ROBINIA হল্‌দে পঙ্গপাল

পাকস্থলীতে অতিরিক্ত পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপন্ন হইলে ইহা এই অবস্থার জন্য একটি প্রকৃষ্ট ঔষধ। যে সকল ক্ষেত্রে এলবুমেনের ন্যায় কয়েকটি গুণসম্পন্ন পদার্থ অতি শীঘ্র পরিপাক হইয়া যায়, অথচ শ্বেতসার পরিপাক ক্রিয়া বিপর্যস্ত হয় সেই সকল ক্ষেত্রে এই ঔষধ নির্দেশিত হয়। পাকাশয় সংক্রান্ত লক্ষণাবলী ও তৎসহ প্রভূত অম্লসৃষ্টি যে এই ঔষধের অতীব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থা তাহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। এই লক্ষণসমষ্টিই হইল এই ঔষধের অতীব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থা তাহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। এই লক্ষণসমষ্টিই হইল এই ঔষধের নির্বাচনের জন্য পথপ্রদর্শক। রোবিনিয়ার অম্লাত্মক অবস্থা ললাটদেশের শিরঃপীড়ার সহিত অবস্থান করে। উদগার অতি তীব্র ধরণের অম্লাত্মক ঝাঁঝযুক্ত। উদগীর্ণ পদার্থ সবুজাভ এবং ইহাতে দাঁত টকিয়া যায়, শূল বেদনা এবং পেট ফাঁপা, পাকস্থলীতে রাত্রিতে জ্বালাকর বেদনা এবং প্রবল মলবেগসহ কোষ্ঠবদ্ধতা। শিশুদের অম্লরোগ। মল এবং ঘর্মস্রাব অম্লগন্ধযুক্ত। অন্ত্রের মধ্যে স্থানে স্থানে বায়ুসঞ্চয়।

মাথা — অপ্রবল, দপ্‌দপানিযুক্ত এবং ললাটদেশীয় বেদনা; নড়াচড়ায় এবং পাঠকালে বৃদ্ধি— পরিপাক সম্বন্ধীয় শিরঃপীড়া ও তৎসহ অম্ল পদার্থ বমন।

পাকস্থলী — নিস্তেজ এবং ভারীবোধযুক্ত কন্‌কনানি ব্যথা। বমনোদ্বেগ; অম্ল উদগার; তীব্র অম্লযুক্ত তরল পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বমি হইয়া উঠিয়া যায়। (সালফিউরিক এসিড) পাকস্থলী এবং অন্ত্রগুলি অত্যধিক স্ফীত। পেটে বায়ুসঞ্চয় হেতু শূলবেদনা। (ক্যামোমিলা; ডায়োস্কোরিয়া) অম্ল মল; শিশুর গায়ে টক গন্ধ।

স্ত্রীরোগ — কামোন্মত্ততা। হাজাকর, পূতিগন্ধবিশিষ্ট প্রদর। দুইটি পর পর ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তনিঃসরণ। যোনিপথ এবং যোনিকপাটের উপর দাঁদ-জাতীয় চর্মরোগ।

সম্বন্ধ — ম্যাগ ফস; আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম।

শক্তি — ৩য় শক্তি। দীর্ঘকাল ধরিয়া ঔষধটি ব্যবহার করিয়া যাইতে হয়।

রোজা ডামাস্কেনা

ROSA DAMASCENA — ডামাস্কাস দেশীয় গোলাপ

ঔষধিগন্ধজ জ্বরের প্রারম্ভে প্রয়োজনীয়, এই প্রকার জ্বরের সহিত তালুদেশ ও মধ্যকর্ণ সংযোগকারী নলীটি বিপর্যস্ত হয়।

কাণ — কানে কম শুনা; কর্ণের মধ্যে টুন টুন আওয়াজ। তালুদেশ ও মধ্যকর্ণ সংযোগকারী নলীর প্রদাহ ও সর্দ্দি। (হাইড্র্যাষ্টিস; মার্ক ডালসিস)।

সম্বন্ধ — স্যাবাডিলা, ইউফ্রেসিয়া; সোরিণাম; ক্যালি হাইড্রো; ন্যাপথেলিন।

শক্তি — অপেক্ষাকৃত নিম্ন শক্তিসমূহ।

রিউমেক্স ক্রিস্পাস

RUMEX CRISPUS — হলদে ডক্

বেদনাই হইল ইহার বৈশিষ্ট্য। এই বেদনা বহুসংখক এবং বিবিধ প্রকারের। ইহার বেদনা একস্থানে নিবদ্ধ থাকে না এবং কোন স্থানে নিরন্তর স্থিতিশীল নহে। গলদেশের অভ্যন্তরে নিরন্তর সুড়্‌সুড় করিতে থাকে এবং তজ্জন্য কাশি হয়। এই প্রকার সুড়সুড়ি বায়ুনলী যে স্থানে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। গলদেশের মধ্যে স্পর্শ করিলে কাশির সৃষ্টি হয়। অতি সামান্য মাত্রায় শীতল বাতাসের সংস্পর্শে বৃদ্ধি; এইজন্য সমগ্র শরীর এবং মস্তক শয্যাবস্ত্র দ্বারা আবৃত করিলে যাবতীয় কাশি থামিয়া যায়। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাব রিউমেক্স কমাইয়া দেয় এবং তৎসঙ্গেই কণ্ঠনলী এবং শ্বাসনলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহের অনুভূতিশক্তি বর্ধিত করে। চর্মের উপর ইহার ক্রিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এই ক্রিয়ার প্রভাবে তীব্র চুলকানির সৃষ্টি হয়। লসীকাগ্রন্থিগুলির বিবৃদ্ধি এবং উহাদের স্রাবের বিপর্যয়।

পাকস্থলী — জিহ্বার কিনারাগুলি হাজাকর; জিহ্বা প্রলেপযুক্ত; উদরের উর্ধ্বভাগে কঠিন পদার্থ রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। হিক্কা মুখ দিয়া জল উঠা, বমনোদ্বেগ; মাংস খাইতে পারে না; ইহা

হইতে উদগারের এবং কন্ডুয়নের সৃষ্টি হয়; অত্যধিক পরিমাণে সুরা পানের ফলে পান্ডুরোগ। পুরাতন পাকস্থলী প্রদাহ; উদরের উর্ধ্বভাগে কন্‌কনে ব্যথা এবং বক্ষঃস্থলে তীরবিদ্ধবৎ বেদনা; ইহা গলদেশের অভ্যন্তর ভাগের দিকে প্রসারিত হয়, নড়াচড়ায় অথবা কথা বলায় বৃদ্ধি। আহারান্তে বাম স্তনে বেদনা; পেট ফাঁপা।

শ্বাসযন্ত্র — নাসিকা শুষ্ক। গলার অভ্যন্তর ভাগে সুড়সুড়ি হইতে কাশির সৃষ্টি। নাসিকা এবং শ্বাসনলী হইতে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গমন। শুষ্ক, বিরক্তিকর কাশি, ইহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। প্রচাপনে, কথা বলায়, বিশেষতঃ শীতল বায়ু নিঃশ্বাসরূপে গ্রহন করিলে এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি। পাতলা, জলবৎ, ফেনাযুক্ত গায়ের মুখ ভর্তি হইয়া বাহির হইতে থাকে; পরে চট্‌চটে এবং দড়ির ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়। কণ্ঠনলী এবং শ্বাসনলীর ছালউঠাবৎ ছন্‌ছনে বেদনা। বক্ষের অস্থির পশ্চাৎদিকে টাটানি-ব্যথা, বিশেষতঃ বাম দিকে, বাম স্কন্ধপ্রদেশে। কণ্ঠাস্থির নিচে টাটানি-ব্যথা। গলার মধ্যে পিন্ডবৎ অনুভূতি।

মল — বাদামী রঙের, জলবৎ মল, অতি প্রত্যুষে, উদরাময়, তৎসহ কাসি এবং মলের বেগ তাহাকে শয্যা হইতে তাড়া দিয়া উঠাইয়া দেয়। যক্ষ্মারোগের পরিণত অবস্থাতে ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ। (সিনেগা; পালসেটিলা; লাইকোপোডিয়াম; আর্সেনিক) মলদ্বারে চুলকানি, তৎসহ সরলান্ত্র যেন একটি কাঠি রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি। অর্শ।

চামড়া — চর্মে প্রচন্ড চুলকানি, বিশেষতঃ নিম্নভাগের প্রত্যঙ্গাদিতে; পোশাক খুলিলে বা গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিলে যখন ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসে তখনই বৃদ্ধি। আমবাত; কন্ডুয়ন সহ বিদ্যমান সংক্রামক গুটিকা রোগ।

অবস্থান্তর সংঘটক — সন্ধ্যাকালে, শীতল বায়ু নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে, বৃদ্ধি, বাম বক্ষঃস্থলে বৃদ্ধি, বস্ত্রাচ্ছাদন উন্মোচন করিলে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ — তুলনীয়ঃ কষ্টিকাম; সালফার; বেল। রিউমেক্সে ক্রাইসোফ্যানিক এসিড আছে যাহার সঙ্গে ইহার চর্মলক্ষণাবলীর সাদৃশ্য রহিয়াছে।

শক্তি — ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি।

রুটা গ্র্যাভিয়োলেন্স

RUTA GRAVEOLENS — রিউ-বিটারওয়ার্ট

অস্থি আবরক এবং উপাস্থি, চক্ষু তথা জরায়ুর উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ সঙ্কোচনী পেশীবন্ধনী টান পড়িলে বা মোচড়াইয়া গেলে উপসর্গের সৃষ্টি। অস্থি আবরক, পেশীবন্ধনী এবং সন্ধিস্থলের চারিদিকে, বিশেষতঃ কব্জিতে শক্তি সঞ্চিত পদার্থের সৃষ্টি হয়। চক্ষুর পেশীসমূহের অত্যধিকমাত্রায় ব্যবহারের ফলে উপসর্গ। সমগ্র শরীর বেদনাদায়ক, মনে হয় যেন থেঁৎলাইয়া গিয়াছে। মচকাইয়া গেলে আর্নিকার পরে ব্যবহার করিতে হয়। মচকাইয়া যাইবার পরে খোঁড়াইতে থাকিলে পান্ডুরোগ। তীব্র ক্লান্তি দুর্বলতা এবং নৈরাশ্যের অনুভূতি। অস্থি আঘাত প্রাপ্ত হইবার পরে তাহাতে থেঁৎলাইয়া যাইবার ন্যায় বেদনা।

মাথা — যেন একটি পেরেক ফুটিয়াছে এইরূপ অনুভূতি; অত্যধিকমাত্রায় মাদক পানীয় দ্রব্য ব্যবহারের পরে। অস্থি আবরকে টাটানি ব্যথা। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

চোখ — **চক্ষু ক্লান্ত হইবার পরে শিরঃপীড়া। সেলাই করিবার অথবা ক্ষুদ্র ছাপা অক্ষরসমূহ পাঠ করিবার পরে চক্ষু লাল তপ্ত ও বেদনাদায়ক হইয়া উঠে। (নেট্রাম মিউর; আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম) দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করণার্থে অক্ষিপেশীসকলের যোজন কৌশলের বি পর্যয়।** পাঠ করিবার সময় ক্লান্তিকর বেদনা। অক্ষিকোটরের গভীরদেশে বেদনা। অক্ষিপত্রের উপাস্থিতে থেঁৎলাইয়া যাইবার ন্যায় ব্যথা। ভ্রু-র উপর চাপবোধ। ক্ষীণ বা বেদনাদায়ক দৃষ্টি।

পাকস্থলী — উদরশূল, ইহাতে কন্‌কনানি ব্যথা এবং দংশনবৎ যন্ত্রনা থাকে।

প্রস্রাবযন্ত্র — প্রস্রাবের পরে মূত্রাশয়ের গ্রীবাদেশে চাপবোধ; প্রস্রাবের শেষভাগ বেদনাদায়ক। (এপিস) নিরন্তর মূত্রবেগ লাগিয়া থাকে, মূত্রাশয় পরিপূর্ণ রহিয়াছে এইরূপ অনুভূতি।

সরলান্ত্র —**মলত্যাগ কষ্টসাধ্য**, খুব জোরে কোঁথ দিলে মল নির্গত হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা এবং আমময়, ফেনাযুক্ত মল পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়; মলের সঙ্গে রক্তনির্গমন। উপবেশনকালে, সরলান্ত্রে সূচীভেদবৎ যন্ত্রণা, যেন স্থানটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। **অন্ত্রের নিম্নভাগে ক্যান্সার।** প্রসবান্তে, বাহ্যের পরে প্রত্যেকবার **মলদ্বারের নির্গমন।** বার বার নিষ্ফল মলবেগ। অবনত হইবার সময় সরলান্ত্র বাহির হইয়া পড়ে।

শ্বাসযন্ত্র — কাশি, তৎসহ প্রচুর, হলদে ও পুরু শ্লেষ্মানির্গমন; বক্ষঃস্থল দুর্বল বলিয়া মনে হয়। বুকের অস্থির উপর একটি বেদনাপূর্ণ ক্ষুদ্র স্থান; ক্ষীণ,শ্বাস তৎসহ বক্ষঃস্থলে কষাভাব।

পিঠ — গ্রীবার পশ্চাৎভাগ, পৃষ্ঠও কোমরে বেদনা। পৃষ্ঠবেদনা, প্রচাপনে এবং চিৎ হইয়া শয়নকালে উপশম। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিবার পূর্বে কটিবেদনা।

প্রত্যঙ্গাদি — মেরুদন্ড এবং প্রত্যঙ্গাদিতে থেঁৎলাইয়া যাইবার ন্যায় বেদনা। কটিদেশে বেদনা। উরু এবং উরুসন্ধি এতই দুর্বল যে চেয়ার হইতে উঠিবার সময় পাগুলি অবসন্ন হইয়া পড়ে। (ফসফরাস; কোনিয়াম) অঙ্গুলিগুলি সংকুচিত। কব্জি এবং হস্তগুলিতে বেদনা ও আড়ষ্টতা। লসীকাবাহী গ্রন্থির স্ফীতি। (বেঞ্জোয়িকএসিড) সায়েটিকা; রাত্রে শয়নকালে বৃদ্ধি; পৃষ্ঠদেশ হইতে উরুসন্ধি এবং উরুর উপর দিয়া নিম্নগামী বেদনা। জঙ্ঘার শিরা খর্বতাপ্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ অনুভূতি। (গ্র্যাফাইটিস)। **পেশীবন্ধনীগুলিতে টাটানি-ব্যথা।** গুল্‌ফদেশীয় সুদৃঢ় কন্ডরায় কন্‌কনে বেদনা হয়। প্রত্যঙ্গাদি প্রসারিত করিলে উরুদেশে বেদনা হয়। চরণ এবং গুল্‌ফদেশীয় অস্থিগুলিতে বেদনা। অতীব অস্থিরতা।

অবস্থান্তর-সংঘটক — শয়নে, ঠান্ডায়, আর্দ্র জলবায়ুতে, **বৃদ্ধি।**

সম্বন্ধ — তুলনীয়ঃ র‍্যাটেনহিয়া; কার্ডুয়াস। জ্যাবোর‍্যান্ডি; ফাইটোল্যাক্কা; রাসটক্স; সাইলিসিয়া; আর্ণিকা।

ক্রিয়ানাশক ঃ ক্যাম্ফর।

অনুপূরক ঃ ক্যাল্কেরিয়া ফস।

শক্তি — ১ম হইতে ৬ষ্ঠ শক্তি। লসীকাবাহী গ্রন্থির স্ফীতিতে ইহার অরিষ্টের বাহ্যিক প্রয়োগ। চক্ষুর পীড়ায় ইহার দ্রবণ প্রয়োগ করা চলে।

স্যাবাডিলা (SABADILLA)

CEVADILLA SEED স্যাবাডিলা সীড

ASAGRAEA OFFICINALIS এসাগ্রেয়া অফিসিনেলিস

ঔষধটি নাকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী এবং অশ্রুস্রাবী গ্রন্থিসমূহের উপর কাজ করে সর্দি এবং হে ফিভার (Hay fever) জ্বর সৃষ্টি করে। এই জাতীয় লক্ষণে ঔষধটি হোমিপ্যাথিমতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শীত শীত ভাব; ঠাণ্ডায় স্পর্শকাতরতা। প্রত্যাবৃত্ত লক্ষণসহ কেঁচো ক্রিমি (কামোন্মাদয়ার, আক্ষেপ লক্ষণ)। অবিরত দারুণ যন্ত্রনাসহ শিশুদের উদরাময়।

মন— স্নায়ুবিক প্রকৃতি, ভীতু, সামান্যতেই চমকে উঠে। নিজের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা। মনে করে যেন, তার রোগটি খুব কঠিন, যেন অংগ প্রত্যংগ কুঞ্চিত হয়ে গেছে, যেন সে গর্ভবতী হয়েছে, যেন তার ক্যানসার রোগ হয়েছে। সবিরাম জ্বরের মধ্যে প্রলাপ বকে।

মাথা— মাথা ঘোরে তৎসহ মনে হয় যেন সমস্ত জিনিস চতুর্দিকে ঘুরছে। চোখের সম্মুখে অন্ধকার দেখে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার উপক্রম এমন ভাব। বুদ্ধিহীণতা এবং মাথায় চাপবোধ। ঘ্রান শক্তির প্রখরতা। চিন্তা করলে মাথায় যন্ত্রণা হয় এবং নিদ্রাহীণতা চোখের পাতা লালবর্ণ ও জ্বালাকর। অশ্রুস্রাব; কানে কম শোনে।

নাক—আক্ষেপজনক হাঁচি তৎসহ জলবৎ সর্দি। সর্দির সংগে কপালে প্রবল বেদনা। এবং চোখ লাল হওয়া, চোখ থেকে জলপড়া নাক থেকে প্রচুর জলের মত স্রাব নির্গত।

গলগহ্বর— বেদনা, বাম দিকে আরম্ভ হয় (ল্যাকে)। গাঢ় ও কঠিন কফ জাতীয় শ্লেষ্মা। মনে হয় লাল গহ্বরে একটুকরা চর্ম ঝুলছে। উহা গিলে ফেলা দরকার। গরম খাদ্য পানীয়ে উপশম। শুধু শুধু ঢোক গেল্যা অত্যন্ত যন্ত্রণা দায়ক। গলমধ্য ও গলগহ্বর শুষ্ক। মনে হয় গলার মধ্যে একটা পিণ্ড রয়েছে, উহা গিলে ফেলার জন্য অবিরত চেষ্টা করে। পুরাতন গলক্ষত;ঠাণ্ডা বায়ুতে বৃদ্ধি। জিহ্বা পুড়ে যাবার ন্যায় অনুভূতি।

পাকস্থলী— পাকস্থলীতে আক্ষেপিক বেদনা তৎসহ শুষ্ক কাশি ও নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট। পিপাসা নেই। কড়া মশলাযুক্ত খাদ্য স্পৃহা। মিষ্টান্ন ও আটা ময়দার প্রস্তুত খাদ্য খাবার প্রবল আকাংক্ষা। মুখ দিয়ে জল উঠা, প্রচুর লালা স্রাব। পাকস্থলীতে শূন্যতা ও শীতলতাবোধ। গরম জিনিস খেতে চায়। মুখে মিষ্টি স্বাদ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয়—নিয়মিত সময়ের পরে ঋতু প্রকাশ, থেমে থেমে তীব্র স্রাব উপস্থিত হয়। (ক্রিয়ো, পালস)। জরায়ুতে দীর্ঘস্থায়ী রক্তহীণতার সংগে মধ্যে মধ্যে ক্ষনিক রক্ত সঞ্চয়ের জন্য এই রূপ ঘটে।

জ্বর— শীতের প্রাধান্য। শীত নিম্নাংগ হতে উপর দিকে উঠে। মাথায় এবং মুখে উত্তাপ। হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা ও শীতলতাবোধ। জ্বরের সময় চোখ থেকে জল পড়ে। আদৌ পিপাসা নেই।

চর্ম— শুষ্ক, পার্চমেন্ট কাগজের ন্যায়, শৃংগের ন্যায়, কদাকার, পুরু নখ। চর্মে গরম, জ্বালা, সুড়সুড়িযুক্ত, পোকা চলার ন্যায় অনুভূতি। মলদ্বারে জ্বালা।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি ঠাণ্ডায় শীতল পানীয়ে এবং পূর্ণিমায়। উপশম— উষ্ণ খাদ্যে এবং পানীয়ে, দেহখানা কোন কাপড় দিয়ে আববৃত রাখলে।

সম্বন্ধ— অনুপূরক— সিপিয়া। তুলনীয়— ভেরাট্রিনা (ইহা স্যাবাডিলার উপক্ষার, ভিরেট্রামের নহে। বাহ্যিকভাবে স্নায়ুশূল ও শোথ রোগে ব্যবহার করা যায়। ৫ গ্রেন ঔষধ ২ ড্রাম লেনোমিনের সহিত উরুদেশের পশ্চাদদিকে মালিশ করলে মূত্রাধিক্য ঘটে), কলচিকাম, নাক্স, এরাণ্ডো এবং পোলাটিন। ফ্লিউম প্রাটেনস্ টমথী—হে ফিভার লক্ষণ জ্বর। ১২শ শক্তির ঔষধ বহু রোগে উপযোগী এবং সংক্রামণ বিনাশে ভাল কাজ করে (ডাঃ রেব)। কিউমারিনাম (হে ফিভার জ্বরে)। দোষঘ্ন— পালস; লাইকো; কোনিয়াম, ল্যাকেসিস।

মাত্রাঃ— ৩য় হতে ৩০শ শক্তি প্রযোজ্য।

স্যাবাল সেরুলেটা (SABAL SERRULATA)

SAW PALMETTO **স পালমিট্রো**

ঔষধটি জনন ইন্দ্রিয়ে এবং মূত্রযন্ত্রের উত্তেজনায় উপযোগী। সর্বাংগীণ দুর্বলতা তৎসহ ঋতু দুর্বলতা। পরিপোষন ক্রিয়া ও তন্তু গঠনে সাহায্য করে। মাথা, পাকস্থলী ও ডিম্বাশয়ের লক্ষণগুলো পরিস্ফূট প্রষ্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি, **উপকোষ-প্রদাহ** এবং মূত্রাশয় রোগে বিশেষ উপযোগী। মূত্রনালীর ঝিল্লীর উপর কাজ করে। চোখের উপতারার প্রদাহ। **স্তনগ্রন্থিসমূহের অপূর্ণতায় অত্যন্ত ফলপ্রদ। নিদ্রা থেকে ভয় করে।** অবসন্নতা, আলস্য ও উদাসীনতার ভাব বর্তমান।

মাথা— বিশৃংখলা ভাব ও ভারীবোধ; সহানুভূতি চায় না। তাতে ক্রুদ্ধ হয়। মাথা ঘোরে তৎসহ মাথার যন্ত্রণা। দুর্বল রোগীর স্নায়ুবেদনা। বেদনা নাক থেকে উঠে কপালে এসে স্থির হয়।

পাকস্থলী— উদগার এবং অম্ললক্ষণ। দুধ পান করার ইচ্ছা (রাস, এপিস),

মূত্রযন্ত্র— রাত্রে বার বার প্রস্রাব করার ইচ্ছা। অসাড়ে মূত্রপাত। মূত্রাধার মুখের সংকোচন পেশীর পক্ষাঘাত। পুরাতন গনোরিয়া রোগী মূত্রত্যাগে কষ্ট। মূত্রাশয় প্রদাহ তৎসহ প্রষ্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি।

পুংজনন ইন্দ্রিয়—প্রষ্টেট গ্রন্থির রোগ, উহার, বিবৃদ্ধি। প্রষ্টেট গ্রন্থি হতে রস নিঃসরণ। অণ্ডকোষের শুষ্কতা এবং সেই জন্য **সংগম শক্তির অভাব**। বীর্য পাতের সময় সংগম কার্য কষ্টকর বোধ হয়। **জনন ইন্দ্রিয়ে স্নায়ুর** পীড়া। পুরুষাংগ শীতল বোধ হয়।

স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয়— ডিম্বকোষদ্বয় কোমল এবং বর্ধিত। **স্তনদ্বয় কুঞ্চিত**। (আয়োড, ক্যালি, আয়োজ)। যুবতীগনের স্নায়বিক রোগ, কমেচ্ছাবিকৃত অথবা কামইচ্ছার অভাব।

শ্বাস-প্রশ্বাস— নাকের সর্দিসহ প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব। পুরাতন ব্রংকাইটিস (ষ্ট্যামাম, হিপার);

সম্বন্ধ— তুলনীয় ফস এসিড, টিগমেটা মেডিস, স্যান্টাল, এপিস। প্রষ্টেট গ্রন্থির পীড়ায়— ফেরাম পিক্রিক, থুজা, পিক্রিক এসিড (ঋতু দোষ হতে জনণেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা)। পপুলাস ট্রিমুল (প্রষ্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি সহ মূত্রাশয়ের প্রদাহ)।

মাত্রা— মাদার টিংচার হতে ১০ থেকে ৩০ ফোটা। ৩য় শক্তি মাঝে মাঝে ভাল কাজ করে। টাটকা ফল হতে টিংচার প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন।

স্যাবিনা (SABDINA)

SAVINA **সেভাইন**

ঔষধটি জরায়ুর উপর ভাল কাজ করে। রক্তাম্বুস্রাবী ও সৌত্রিক ঝিল্লী সমূহের উপর কাজ করার জন্য গ্রন্থিবাত রোগে উপকারী। **ত্রিকাস্থি প্রদেশ হতে বিটপ স্থান (from saerum 8th Pubic) পর্যন্ত বেদনা। রক্তস্রাব, রক্ত অর্ধতরল, অর্ধচাপ চাপ।** গর্ভপাত, প্রবণতা, বিশেষত তৃতীয় মাসে। **ভয়ানক স্পন্দন,** জানালা উন্মুক্ত রাখতে চায়।

মন— সংগীত অসহ্য; উহাতে স্নায়বিক দুর্বলতা আনে।

মাথা— ঋতুস্রাব বন্ধ জনিত মাথাঘোরা। মাথায় এত যন্ত্রণা মনে হয় যেন ফেটে যাচ্ছে। হঠাৎ আরম্ভ হয় আবার ধীরে ধীরে চলে যায়। মাথায় মুখে রক্তোচ্ছ্বাস। চর্বন পেশীতে টেনে ধরার ন্যায় বেদনা। চিবানোর সময় দন্ত বেদনা।

পাকস্থলী— বুক জ্বালা, লেমনেড খাবার ইচ্ছা। তিক্ত স্বাদ (রাস)। পাকস্থলী গহ্বর হতে পৃষ্ঠদেশের ভিতর দিয়ে ছুরিকা বিদ্ধের ন্যায় বেদনা।

উদর গহ্বর— নীচের দিকে ঠেলামারা সংকোচক বেদনা। শূলবেদনা এবং ইহা প্রায়ই উদর উর্ধ প্রদেশে অনুভব হয়। বায়ু সঞ্চয় জনিত স্ফীতি।

সরলান্ত্র— পূর্নতাবোধ। কোষ্ঠকাঠিণ্য। **পৃষ্টদেশ হতে বিটপ স্থানের অস্থি পর্যন্ত বেদনা।** অর্শরোগ, গাঢ় লাল বর্ণ রক্ত, প্রচুর স্রাব।

মূত্র— কিডনীতে জ্বালাপোড়া ও দপদপানি ব্যথা। রক্তাক্ত মূত্র। অত্যন্ত বেগ। মূত্রাধার প্রদাহ ও দপদপ করার ন্যায় অনুভূতি। মূত্রনালীর স্ফীতি।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— প্রদাহযুক্ত গনোরিয়া, তৎসহ পুঁজের মত স্রাব। সাইকোসিস দুষ্ট উপমাংস। লিংগমুণ্ডে জ্বালা ও বেদনা। লিংগাত্বকে সংগম ইচ্ছা বর্ধিত।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়—ঋতুস্রাব প্রচুর ও উজ্জ্বল বর্ণ। জরায়ু স্থানের বেদনা উরু পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। গর্ভস্রাবের আশংকা। সংগম ইচ্ছা বর্ধিত। ঋতুর পর প্রদর স্রাব এবং ঐ স্রাব ক্ষত কর এবং বেদনাযুক্ত, দূর্গন্ধ যুক্ত। দুই ঋতুর মধ্যবর্তীকালে রক্তস্রাব সহ কাম উত্তেজনা (এম্বা)। প্রসবের পর ফুল পড়ে না। প্রবল ভ্যাদাল ব্যথা। গর্ভস্রাবের অব্যবহিত পরে রজ বাহুল্য। গর্ভপাতের পর ডিম্বকোষ ও জরায়ুর স্ফীতি। জরায়ু হতে ভ্রষ্ট বীজ কোষসমুহ বের করে আনে (ক্যানথারিস)। **ত্রিকাস্থি হতে বিটপ স্থানের অস্থি পর্যন্ত বেদনা।** যোনিদেশ হতে উর্ধদিকে চিড়িকমারা বেদনা রক্ত স্রাব আংশিক চাপ চাপ; সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি। জরায়ু পেশীর দুর্বলতা।

পৃষ্টদেশ— ত্রিকাস্থি হতে যোনি পাঠ পর্যন্ত এবং এক অস্থি হতে অপর এক অস্থি পর্যন্ত বেদনা। পিঠের নিম্নাংশে পক্ষাঘাত বৎ বেদনা।

অংগ প্রত্যংগ— উরুর অভ্যন্তর ভাগে থেৎলান বেদনা। গোড়ালিও পায়ের হাড়ে চিড়িকমারা বেদনা। **সন্ধিস্থান সমূহে বাতজ বেদনা।** সন্ধিবাত, উত্তপ্ত ঘরে বৃদ্ধি। উজ্জ্বল লালবর্ণ স্ফীতি। বাতগণ্ড (এমন ফস)।

চর্ম— ডুমুরের মত আঁচিল তৎসহ অসহ্য চুলকানি ও জ্বালা। প্রচুর মাংসাংঙ্কুর (থুজা, নাইট্রিক এসিড)। আঁচিল, চর্মে কালো কালো গর্ত।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি—সামান্য নড়াচড়ায়, উত্তাপে উষ্ণবায়ুতে। উপশম—ঠাণ্ডা উন্মুক্ত বায়ুতে।

সম্বন্ধ—অনুপূরক—থুজা। তুলনীয়—স্যাংগুই মোর্বা (শৈরিক রক্ত সঞ্চয় এবং অপ্রবল রক্তস্রাব। নিম্নাংগে শিরা স্ফীত, আমাশয়। স্নায়বিক প্রকৃতির উত্তেজনা প্রবন রোগীদের দীর্ঘস্থায়ী ও প্রচুর ঋতুস্রাব তৎসহ মাথায় ও অংগ প্রত্যংগে রক্ত সঞ্চয়। বয় সন্ধি কালের রক্ত স্রাব। 2x শক্তি ব্যবহার করা উচিত)। স্যাংগুই সুগা—জোঁক— (রক্তস্রাব, বিশেষ করে গুহ্যদ্বার হতে 16x শক্তি ব্যবহার করা উচিত। রসমেরিনাস (শীঘ্র শীঘ্র ঋতুস্রাব; প্রবল বেদনা তারপর জরায়ু হতে রক্তস্রাব। মাথা ভারী, ঘুম ঘুমভাব, শীতার্ত, নিম্নাংগ বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা ও পিপাসাহীণতা, তারপর উত্তাপ। স্মৃতিশক্তি কমে যায়), ক্রোকাস, ক্যাঙ্কে, ট্রিলিয়াম, ইপিকাক, মিলিফো, ইরিজিরন। দোষঘ্ন পালস।

মাত্রা— আঁচিলের জন্য বাহ্যিক ভাবে মাদার টিংচার। আভ্যন্তরীণভাবে ৩য় হতে ৩০শ শক্তি প্রযোজ্য।

সেকারাম অফিসিনেলি-সুক্রোজ
(SACCHARAM OFFICINALE - SUEROSE)

CANE SUGAR — **ইক্ষু চিনি**

ডাঃ হেরিংয়ের মতে স্ত্রীলোক এবং শিশুদের অধিকাংশ পুরাতন রোগ অত্যাধিক পরিমানে চিনি খাওয়ার জন্য জন্মে থাকে। চিনি পচন নিবারক। ইহাতে জীবাণু সংক্রমণ এবং পুঁজ সৃষ্টি নিবারণ করে। ইহা সৌত্রিক তন্তুসমূহকে দ্রব করে এবং চর্মান্ত বর্হিক্রিয়া উদ্বুদ্ধ করে নিঃসরণ বৃদ্ধি করে ফলে আভ্যন্তরিক রক্তাম্বু বাহির দিকে, এসে ক্ষতস্থানে ধৌত করে এবং উহা শুকাবার সাহায্য করে। পায়ের ক্ষত। চিনি হৃদপিণ্ডের মাংসপেশীসমূহের সংগঠক ও বৃদ্ধিকারক, সুতরাং হৃদক্রিয়া জাত ক্ষয় পূরণের অভাব এবং হৃদযন্ত্র ও রক্তবহানালী সম্বন্ধীয় বহুবিধ উপদ্রবে উপকারী। ইহা দৈহিক ক্ষয়, রক্তশূন্যতা; স্নায়বিক দূর্বলতা প্রভৃতি রোগের পক্ষে পুষ্টিকর ও উত্তেজক ঔষধ; ইহার দ্বারা দেহের ওজনও শক্তি বর্ধিত হয়।

কণীনিকার অস্বচ্ছতা। অস্পষ্ট দৃষ্টি। অম্লরোগ এবং মলদ্বারে চুলকানি। ঠাণ্ডা নিঃস্রাব। হৃদবেষ্টের অপকর্ষ।

ক্রোধী ও খিটখিটে। ঘ্যান ঘ্যান করা ও খামখেয়ালীপনা, দামী দামী খাবার চায়, এটা ওটা চায় কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্য প্রত্যাখান করে, এইরূপ স্বভাবের মোটা, ফোলা ফোলা ও বৃহৎ অংগপ্রত্যংগযুক্ত শিশু। পা দুটি ফোলা ফোলা। প্রতি সাতদিন অন্তর মাথায় যন্ত্রনা দেখা দেয়।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—সেকারাম ল্যাকটিস—সুগার অফ মিল্ক—ল্যাকটোজ (মূত্রাধিক্য, অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, ঠাণ্ডা বেদনা—যেন একটা বরফের সুঁচ ফোটান হচ্ছে ও তৎসহ ঝিন্ ঝিন্ করা

অথবা মনে হয় যেন বরফহাত হয়েছে তৎসহ অত্যাধিক শারীরিক অবসন্নতা। সুগার অফ মিল্ক অধিক মাত্রায় প্রয়োগে অন্ত্রে ব্যাসিলাস-এসিডোফিলাসের বৃদ্ধি সাধন করে এবং সেই জন্য অন্ত্র সংক্রান্ত পচন অবস্থার সংশোধন হয়। অধিকন্তু কোষ্ঠকাঠিণ্য দূর হয়।

মাত্রা— ৩০শ শক্তি ও উচ্চতর শক্তি। পচাক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগ। হৃদকপাটিকার পীড়া নেই অথচ হৃদপেশী সমূহের অসম্পূর্ণ ক্রিয়া হেতু হার্টফেল করার সম্ভাবনার অতি জটিল ক্ষেত্রেও প্রাতকালে এবং সন্ধ্যাকালে এক আউন্স মাত্রায় চিনি ব্যবহার করা উত্তম ব্যবস্থা। মৃগীরোগ, রক্তচিনি জাতীয় উপাদান হ্রাস পাওয়া হেতে স্নায়ুমণ্ডল উত্তেজিত হয় এবং তড়কার সূত্রপাত ঘটায়। চিনি প্রস্রবকার্যের সহায়তা করে। গর্ভকালে শেষ দিকে ইহার ব্যবহার বিশেষ উপযোগী। যে সকল ক্ষেত্রে কোন যান্ত্রিক বাধা থাকে না এবং জরায়ু ক্রিয়ার দুর্বলতা হেতু প্রসবে বিলম্ব হতে থাকে সেই ক্ষেত্রে ২৫ গ্রাম চিনি জলে গুলে আধঘন্টা অন্তর কয়েকবার প্রয়োগ করবে। তুলনীয়— স্যাকারিন—লালাক্ষরণ ও পরিপাক ক্রিয়ার বাধা সৃষ্টি করে অজীর্ণতা রোগ উৎপন্ন করে। প্রফেসার লিউইন বিশ্বাস করেন যে, ইহার লালা স্রাবী কোষ সমূহের উপর ক্রিয়া রয়েছে এবং সেই জন্য ইহা বেদনা (ডান উদর উর্ধ প্রদেশে), ক্ষুধহীণতা, উদরাময় এবং দুর্বলতা সৃষ্টি করে।

স্যালিসিলিকাম এসিডাম (SALICYLICUM ACIDUM)

SELICYLIC ACID স্যালিসিলিক এসিড

এই ঔষধটি যে বাত, অজীর্ণ ও মিনিয়ার্স ডিজিজের উপযোগীতা লক্ষণসমূহ থেকে বুঝতে পারা যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্তী অবসাদ, অধিকন্তু কর্মনাদ এবং বধিরতা। মূত্রের সংগে রক্তমিশ্রিত।

মাথা— মাথাঘোরা, যেন বাম দিকে পড়ে যাবার আশংকা। মাথাঘোরা, হঠাৎ উঠতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। সর্দির প্রারম্ভিক অবস্থা। শংখদ্বয়ে ছিদ্রকরণবৎ বেদনা।

চোখ—অক্ষিপুট (Retinal haemorrhage) হতে রক্ত স্রাব। ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্তী অক্ষিপুটের (Retina) প্রদাহ। অণ্ডলালাবৎ স্রাব।

কান—কানে গর্জন ও ঠং ঠং শব্দ। মাথাঘোরা সহ বধিরতা।

গলগহ্বর— টাটানি, লালবর্ণ ও স্ফীত; গলকোষ প্রদাহ, গিলতে কষ্ট।

পাকস্থলী—মুখে ক্ষত তৎসহ জ্বালাকর টাটানি এবং দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস। পেট ফাঁপা, উষ্ণ অম্ল উদগার। পেটের মধ্যে পচনশীল উৎসেচন ক্রিয়া এবং সেজন্য ক্ষুধাহীণতা। জিহ্বা ঈষৎ বেগুনি, সীসকবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস।

মল— দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময় পাকাশয়ে অন্ত্রসম্বন্ধীয় গোলযোগ বিশেষ করে শিশুদের। মল ব্যাঙের ডিমের মত, সবুজ বর্ণ (ম্যাগ কার্ব) মলদ্বারে চুলকানি।

অংগ প্রত্যংগ— জানুদ্বয় স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত। তরুণ সন্ধিবাত। চলাফেরায় ও স্পর্শে বৃদ্ধি; প্রচুর ঘাম। বেদনা স্থান পরিবর্তন করে। সায়েটিকা, জ্বালাকর বেদনা, রাত্রে বৃদ্ধি, প্রচুর পদ ঘর্ম। পদঘর্মলুপ্ত হলে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চর্ম— চুলকানিযুক্ত ফুস্কুড়ি ও পুঁজবটী। আচড়ালে উপশম। ঘুম ব্যতীত ঘাম। আমবাত, উষ্ণ জ্বালাকর চর্ম। ধুম্ররোগ, (Purpura), পোড়নারাংগা। অস্থিক্ষয় এবং অস্থির কোমলতা।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—সেলল (সন্ধিসমূহে আমবাত তৎসহ টাটানি ও আড়ষ্টতা। চোখের উপরে শিরপীড়া, মূত্রে ভায়লেট ফুলের গন্ধ), কলচিকাম চায়না, ল্যাকটিক এসিড। স্পাইরিয়া ও গলথেরিয়ায় স্যালিসিলিক এসিড আছে।

মাত্রা— ৩য় দশমিক বিচূর্ণ। তরুণ সন্ধিবাতে প্রতি ৩ ঘন্টা অন্তর ৫ গ্রেণ মাত্রায় (প্রাচীন চিকিৎসা প্রণালী অনুসারে)।

স্যালিক্স নায়েগ্রা (SALIX NIGRA)

BLACK WILLOW ব্লাক্-উইলো

ঔষধটি স্ত্রীপুরুষ উভয়ের জনন ইন্দ্রিয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। হিষ্টিরিয়া ও স্নায়বিকতা। কামপ্রবণ চিন্তা ও কামোদ্দীপক স্বপ্ন। জনণ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা দমন করে। কাম প্রবৃত্তি সংযত করে। পুরুষের কামোন্মাদ এবং কামোন্মত্ততা। তরুণ গনোরিয়া রোগে, জনণ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা এবং অনৈচ্ছিক লিংগোচ্ছাস। হস্তমৈথুনের পরবর্তী শুক্রমেহরোগ (spermatorrhoea)।

মুখমণ্ডল— রক্তিম স্ফীত বিশেষ করে নাকের শেষ প্রান্তে। চোখ দুটি রক্তপূর্ণ। স্পর্শ করলেও সঞ্চালনে ব্যথা দূর করে। চুলের গোড়ায় টাটানি নাসাপথে রক্ত স্রাব।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— ঋতুর পূর্বে ও ঋতুকালে অতিশয় স্নায়বিক উপদ্রব; ডিম্বাশয়ে বেদনা, বেদনাকর ঋতুস্রাব। ডিম্বাশয়ে রক্তাধিক্য ও স্নায়ুশূল। অতিস্রাব। জরায়ুতে তন্তুময় পদার্থ সঞ্চয় হেতু রক্তস্রাব। কামোন্মাদ।

পুংজনন ইন্দ্রিয়— নড়াচড়া করলে অণ্ডকোষে বেদনা।

পৃষ্ঠদেশ— ত্রিকাস্থি ও কটিদেশের (Sacral and lumber region) ভিতর দিয়ে বেদনা। তাড়াতাড়ি পা ফেলতে পারে না।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—হোহিম্বিস, ক্যানথারিস।

মাত্রা— মাদার টিংচার স্থুল মাত্রা ৩০ ফোঁটা।

স্যালভিয়া অফিসিনেলিস (SALVIA OFFICINALIS)

SAGE সেজি

এই ঔষধটি, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া দুর্বল হয়ে অনবরত ঘাম হতে থাকলে তা প্রতিরোধ করে। যক্ষ্মারোগীর নিশা ঘর্ম ও শ্বাসরোধক সুড়সুড়িযুক্ত কাশিতে অনুরূপ উপযোগী নয়। অতিরিক্ত স্তন্য স্রাব। চর্মের উপর উৎকর্ষসাধক ক্রিয়াপ্রকাশ করে।

শ্বাস প্রশ্বাস— সুড়সুড়িযুক্ত কাশি, বিশেষত যক্ষ্মারোগ গ্রস্তের।

চর্ম— দ ... রক্ত সঞ্চালন ও শীতল হাত পা সহ চর্ম কোমল ও শিথিল। ক্ষয় কর ঘর্ম নিঃসরণ।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—ক্রাইসেন্থিমাম লিউক্যান্থিমাম— অক্স আই ডেইজী। (ঘর্মস্রাবী গ্রন্থিসমূহের উপর বিশেষ ক্রিয়া সাইপ্রিপোডিয়ামের ন্যায় স্নায়ুমণ্ডলকে শান্ত করে। চোয়ালের হাড়ে ও শংখস্থানের (Jaw and Temple) ডানদিকে ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা। দাঁত ও মাড়িতে বেদনা—স্পর্শে বৃদ্ধি, উত্তাপে উপশম। ক্রোধ প্রবণ ও অশ্রুপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে 12x শক্তি প্রযোজ্য। অনিদ্রা, নৈশ ঘর্ম। ক্ষয়কর ঘর্ম ও স্নায়ুমণ্ডলের রোধরাহিত্য। মাদার টিংচার স্থুল মাত্রায় প্রযোজ্য। ফেলাড্রিন, টিউবারকুলিন, ল্যালভিযা স্কেলরেটা (স্নায়ুবিধানের উপর বলকারক ক্রিয়া, মাত্রা— এক চামচ ঔষধ এক পাঁট গরম জলে মিশ্রিত করে ঘ্রাণ নেওয়া ও গা মুছিয়ে দেয়া (Sponging) রুবিয়া টিংকটোরাম—মাডার—প্লীহার ঔষধ (সিয়ানোথোস)। রক্তহীণতা ও স্বল্পরজ। যক্ষ্মা। রক্তে লোহিত কণিকার অভাব। পুষ্টির অভাব; প্লীহায় রক্তাল্পতা,

মাত্রা—মাদার টিংচার দশ ফোঁটা প্রযোজ্য।

মাত্রা— মাদার টিংচার বিশ ফোঁটা মাত্রায় সামান্য জলে মিশ্রিত করে। ঔষধ সেবনের দুঘন্টা পরে ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং উহা দুই হতে ছয় দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

স্যাম্বুকাস নায়েগ্রা (SAMBUCUS NIGRA)

ELDER **এলডার**

ঔষধটির বিশেষ ক্রিয়া শ্বাসযন্ত্রের উপর প্রকাশ পায়। শিশুদের শুষ্ক সর্দি নাকবন্ধ হয়ে যায়, শোথের মত ফোলা ফোলাভাব দেখা যায়। অনেক রোগেই **প্রচুর ঘাম প্রকাশ পায়।**

মন— চোখ বুজলে নানা প্রকার মূর্তি দেখে। **অনবরত কোপন স্বভাব।** অতি সহজে ভয় পায় ভয় পাওয়ার পর শ্বাসরোধের মত হয়।

মুখমণ্ডল— কাশিতে মুখ নীলবর্ণ হয়ে উঠে। গণ্ডস্থলে লাল লাল জ্বালাকর দাগ। **মুখমণ্ডলে উত্তাপ ও ঘাম।**

উদর গহ্বর— শূলবেদনা, তৎসহ বমিভাব এবং পেটফাঁপ। বার বার জলের মত পিচ্ছিল মল।

মূত্র— চর্মে শুষ্ক উত্তাপসহ প্রচুর মূত্র। পুন পুন স্বল্প পরিমান মূত্র নিঃসরণ। তরুণ মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ। বমি সহ শোথ ভাব লক্ষণ প্রকাশ।

শ্বাস-প্রশ্বাস— পাকাশয়ে চাপবোধ ও বমি বমি ভাবসহ বুকে চাপবোধ। স্বরযন্ত্রে দুশ্চেদ্য শ্লেষ্মা সঞ্চয় ও স্বরভংগ। **মধ্যরাত্রে শ্বাসরোধক কাশির আবেগ তৎসহ ক্রন্দন ও শ্বাসকষ্ট।** আক্ষেপিক ক্রুপ কাশি, শুষ্ক সর্দি। **শিশু জোরে শ্বাস লয়,** নাক শুষ্ক ও অবরুদ্ধ। ঢিলে **শ্বাসরোধক কাশি।** স্তন্যপানকালে শিশু স্তন ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, নাক অবরুদ্ধ, শ্বাস নিতে পারে না। **শিশু শ্বাসরোধের মত হয়ে হঠাৎ জেগে উঠে, উঠে বসে এবং নীলবর্ণ হয়ে পড়ে। শ্বাস ফেলতে পারে না।** (মেফাইট); যাতাওয়ালাদের হাঁপানি (Miller's asthma)।

অংগ প্রত্যংগ— হাত পা দুটি নীল হয়ে যায়। জানু, পায়ের পাতার, গোড়ায় ও পায়ে শোথবৎ স্ফীতি। পা দুটি বরফের মত ঠাণ্ডা। দুর্বলকর নৈশ ঘর্ম (ল্যালভিয়া, এসেটিক এসিড)।

জ্বর— নিদ্রিত অবস্থায় শুষ্ক উত্তাপ। **গায়ের জামাকাপড় খুলতে চায় না। জাগ্রত অবস্থায় সর্বাংগে প্রচুর ঘাম।** জ্বরের আবেশের পূর্বে শুষ্ক, গভীর কাশি।

চর্ম— নিদ্রাকালে চর্ম শুষ্ক ও উত্তপ্ত। স্ফীত। সর্বাংগীন শোথ। **জেগে থাকলে প্রচুর ঘাম।**

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি-নিদ্রাকালে, বিশ্রামকালে, ফল খেলে। উপশম—বিছানায় উঠে বসলে, চলাফেরায়।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—ইপিকাক, মেফাই, ওপি, স্যাম্বুকাস ক্যানাডেনসিস শোথ রোগে বিশেষ উপযোগী, স্থূলমাত্রায় প্রয়োজন হয়, দৈনিক $\frac{১}{৪}$ হতে ১ চামচ ক্বাথ)। দোষঘ্ন—আর্স, ক্যাম্ফর।

মাত্রা— মাদার টিংচার হতে ৬ষ্ঠ শক্তি প্রযোজ্য।

স্যাংগুইনেরিয়া (SANGUINARIA)

BLOOD ROOT **ব্লাড রুট**

ডান অংগের ঔষধ এবং প্রধাণত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীসমূহ, বিশেষত শ্বাসযন্ত্রের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা প্রসারক ও সংকোচক ধমনী ও শিরাসমূহের বিশৃংখলা ঘটায় এবং সেই জন্য খণ্ডস্থলে সীমাবদ্ধ আরক্তিমভাব, উত্তাপের উচ্ছ্বাস। মাথায় ও বুকে রক্ত সঞ্চার, শংখ স্থানের শিরাদ্বয়ের প্রসারণ, হাতের ও পায়ের তলায় জ্বালা প্রভৃতি রজ লোপকালীন উপদ্রবসমূহ সৃষ্টি করে। গরম জল লাগার ন্যায় জ্বালা। ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রান্ত কাশি। যক্ষ্মারোগ। **হঠাৎ শ্বাসযন্ত্রের সর্দিস্রাববোধ হয়ে উদরাময়।** দেহের বিভিন্ন অংশে জ্বালা **ইহার চরিত্রগত লক্ষণ।**

মাথা— সূর্য আবর্তনের সংগে মাথার যন্ত্রণা, **ডানদিকে বেশী।** নির্দিষ্ট সময়ে বমি সহ মাথায় যন্ত্রণা। বেদনা মাথার পশ্চাতে আরম্ভ হয়ে সম্মুখ দিকে প্রসারিত হয় এবং **চোখের উপর এসে স্থির হয় বিশেষ করে ডান চোখে। শিরাসমূহ এবং শংখদ্বয় প্রসারিত হয়।** বেদনা শুয়ে থাকলে ও ঘুমালে কমে। ঋতুলোপকালে মাথার যন্ত্রণা প্রতি সাতদিন অন্তর দেখা দেয় (সালফ, স্যাবাড)। বাম পার্শ্বের কপালের অস্থির উপর অল্পপরিসর স্থানে বেদনা। চোখ দুটিতে জ্বালা। মাথার পশ্চাৎদিকে বিদ্যুৎ প্রবাহের মত বেদনা বোধ হয়।

মুখমণ্ডল— রাগান্বিত। স্নায়ুশূল; বেদনা উপর চোয়াল হতে চারিদিকে প্রসারিত হয়। **গণ্ডদুটি রক্তিম ও জ্বালা পোড়া। বিলেপী মুখরাগ। চোয়ালের কোনের পশ্চাতে** পূর্ণতাবোধ এবং স্পর্শকাতরভাব।

নাক— সর্দির লক্ষণ। পুরাতন সর্দি তৎসহ প্রচুর **দুর্গন্ধযুক্ত হলদে** বর্ণের স্রাব। **নাকের বহুপদ রোগ।** সর্দির অবসানে উদরাময় দেখা দেয়। পুরাতন **নাসিকা প্রদাহ। ঝিল্লী শুষ্ক** ও রক্তাধিক্যযুক্ত।

কান— কান জ্বালাপোড়া ভাব তৎসহ মাথার যন্ত্রণা। কানে গুন্ গুন্ শব্দ এবং গর্জনবৎ শব্দ। কানে বহুপাদ রোগ।

গলগহ্বর— স্ফীত, ডানদিকে বেশী। শুষ্ক ও সংকুচিত। মুখগহ্বর ও গলদেশে ক্ষত তৎসহ শুষ্কতা ও জ্বালা। জিহ্বা সাদা, পুড়ে যাবার ন্যায় অনুভব। তালুমূল গ্রন্থির প্রদাহ।

পাকস্থলী— মাখন খেতে চায় না। তীব্র ঝাল জিনিস খেতে চায়। অতৃপ্ত পিপাসা। জ্বালা, বমন, বমিভাব তৎসহ লালা স্রাব। পাকস্থলীতে নিমগ্নতা মূর্চ্ছাভাব এবং শূন্যতাবোধ (ফস, সিপিয়া)। পিত্ত মিশ্রিত থুথু উঠে। পাকাশয়িক দ্বাদশ আংগুলান্ত্রের সর্দি।

উদর গহ্বর— সর্দির উপশমের পর সংগে সংগে উদরাময় দেখা দেয়। লিভার স্থানে বেদনা। উদরাময় পিত্তযুক্ত, জলের মত নির্গত (নেট্রাম, সালফ, লাইকো)। সরলান্ত্রের ক্যানসার রোগ।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— প্রদর স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত ও ক্ষতকর। ঋতুস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত ও প্রচুর। স্তনদ্বয়ের বেদনা। জরায়ুতে বহুপাদ অর্বুদ)। ঋতুস্রাবের পূর্বে চুলকানি, প্রৌঢ়াবস্থায় অর্থাৎ বয়সন্ধিকালে ঋতুলোপকালীন উপদ্রব সমূহ।

শ্বাস-প্রশ্বাস— স্বর যন্ত্রের শোথবৎ স্ফীতি। কণ্ঠনালীতে বেদনা। বক্ষাস্থির নীচে উত্তাপ ও টান টান ভাব। স্বরলোপ। **পাকাশয়িক গোলযোগ হতে কাশি;** উদগারে উপশম। বুকে জ্বালাকর বেদনাসহ কাশি, ডানদিকে বেশী শ্লেষ্মা দুচ্ছেদ্য ; **লোহার মরিচার বর্ণ,** দুর্গন্ধযুক্ত এবং উহা তুলে ফেলা প্রায় অসম্ভব। **ইনফ্লুয়েঞ্জার ও হুপিংকাশির পরবর্তী** আক্ষেপিক কাশি। নূতন সর্দি দেখা দিলেই কাশি ফিরে আসে। বক্ষাস্থির পেছনে সুড় সুড় করে অবিরত খক খক করে কাশি জন্মে; রাত্রে শোবার পর বৃদ্ধি। রোগীকে বিছানায় উঠে বসতে হয়। ডানদিকের বুকে জ্বালাকর টাটানি; উহা স্কন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ডানস্তনের বোঁটার নীচে তীব্র টাটানি। ঋতুবন্ধ হয়ে রক্তবমন। **ভীষণ শ্বাসকষ্ট ও বুকে আড়ষ্টভাব।** দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাসপ্রশ্বাস ও পুঁজময় শ্লেষ্মা উঠে। বুকে জ্বালা মনে হয় উষ্ণ বাষ্প বুক থেকে উদর গহ্বর পর্যন্ত জুড়ে আছে। সৌত্রিক তন্তু সংক্রান্ত যক্ষ্মা। নিউমোনিয়া, চিৎ হলে উপশম। পাকস্থলীর গোলযোগসহ হাঁপানি (নাক্স)। ফুসফুসের বিবৃদ্ধি, মূত্রে ফসফেট এবং শীর্ণতাসহ হৃদকপাটিকার রোগ। হঠাৎ বায়ুনালীর সর্দি লোপ পেটে উদরাময় দেখা দেয়।

অংগ প্রত্যংগ— ডান কাঁধে, বাম উরু সন্ধি এবং গ্রীবা দেশের বাত। **ক্ষতের এবং পায়ের তলায় জ্বালা। দেহের যে সকল অংশ কম মাংসাবৃত।** সেখানে বাত বেদনা কিন্তু সন্ধি স্থানে নয়। পায়ের আংগুল ও পদতলে জ্বালা। ডানদিকের স্নায়ুসমূহের প্রদাহ। আক্রান্ত স্থানে হাত দিলে বেদনার উপশম।

চর্ম—রাস বিষাক্ততা দূর করে। লাল ফোস্কার মত উদ্ভেদ, বসন্ত কালে বৃদ্ধি। জ্বালা ও চুলকানি, উত্তাপে বৃদ্ধি। স্বল্পধাতুস্রাব সহ বয়ব্রণ। গণ্ডাস্থির উপর সীমাবদ্ধ লাল দাগ।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি—মিষ্টি দ্রব্য খেলে, ডানদিকে, সঞ্চালনে; স্পর্শে। উপশম— অম্লদ্রব্যে, নিদ্রায় এবং অন্ধকারে।

সম্বন্ধ— অনুপূরক— টার্টার এমেটিক। তুলনীয়—জাষ্টিসিয়া (বায়ু নালীর সর্দি, নাসিকার স্রাব;স্বরভংগ;অত্যন্ত স্পর্শানুভূতি। ডিজিটেলিস (অর্ধশির শূল)। বেল, আইরিস, মেলিগোটাস, ল্যাকে ফেরাম, ওপি।

মাত্রা— মাথার যন্ত্রনায় মাদার টিংচার, বাতরোগে ৬ষ্ঠশক্তি ব্যবহার করা যায়।

স্যাংগুইনেরিয়া নাইট্রিকা (SANGUINARIA NITRICA)

NITRATE OF SANGUINARINE **নাইট্রেট অফ স্যাংগুইনেরিন**

ঔষধটি নাকের বহুপাদরোগে উপযোগী। তরুণ ও পুরাতন সর্দি। তরুন গলকোষ প্রদাহ (ওয়াইথিয়া)। গলগহ্বর ও বুকে খোঁচামারা ব্যথা ও জ্বালা, বিশেষ করে বক্ষাস্থির নীচে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, অশ্রুস্রাব; চোখে বেদনা, মস্তকে বেদনা, মস্তক ত্বকে টাটানি। নাসিকার অবরোধ। পুরাতন গর্ভানুসংক্রান্ত গলকোষ প্রদাহ।

নাক— অবরুদ্ধ মনে হয়। প্রচুর জলবৎ শ্লেষ্মা তৎসহ জ্বালাকর বেদনা। নাসিকাস্থি যেখানে উচু হয়েছে সেখানে স্ফীতি ভাব। নাসিকার স্রাব অল্প, শুষ্কতার প্রবণতা। নাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মামড়ি। ঐগুলো তুলে ফেললে রক্ত পড়ে। নাকের পশ্চাৎ রন্ধ্র হতে শ্লেষ্মা গলকোষের কাছে এসে সেঁটে যায়, উহা ছাড়াতে কষ্ট হয়। নাসারন্ধ্রে শুষ্কতা ও জ্বালা, জলের ন্যায় সর্দি তৎসহ নাসিকামুলে চাপ দেয়ার ন্যায় বেদনা। নাসারন্ধ্র ঘন, হলদে, রক্তময় শ্লেষ্মায় অবরুদ্ধ। হাঁচি। নাকের পশ্চাৎ রন্ধ্রস্থানে ক্ষতবৎ এবং টাটানি ব্যথা।

গলগহ্বর—খসখসে শুষ্ক, সংকুচিত, জ্বালাকর। ডানটনসিল বেদনাযুক্ত, কোন কিছু গিলতে কষ্ট হয়।

মুখগহ্বর— জিহ্বার উভয় পার্শ্বে ক্ষত।

শ্বাস প্রশ্বাস— শ্বাস প্রশ্বাস শক্তি কম, খকখকে কাশি তৎসহ ঘন, হরিদ্রাবর্ণ, মিষ্ট স্বাদযুক্ত শ্লেষ্মা। বক্ষাস্থির মধ্যস্থলের নীচে চাপবোধ। গলগহ্বর ও বায়ুনালীতে শুষ্কতা এবং জ্বালাপোড়া। সুড় সুড়যুক্ত কাশি। পুরাতন নাসিকা, স্বরযন্ত্র ও বায়ুনালী সংক্রান্ত সর্দি। স্বর পরিবর্তিত, গভীর, ফাটা।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—স্যাংগুইনেরিয়া টার্টারিকাম (অক্ষিগোলকের বহিঃ নিঃসরণ, চোখের তারকার অস্বাভাবিক প্রসারণ। অস্পষ্ট দৃষ্টি), এরাম ট্রিফাইলাম, সোরিন, ক্যালিবাই।

মাত্রা— তৃতীয় বিচূর্ণ ব্যবহার করা উচিত।

স্যানিকিউলা (একোয়া)

SANICULA AQUA **অটোয়ার স্যানিকিউলা নামক ঝর্নার জল**

এই ঔষধটি অসাড়ে মূত্রত্যাগ, সমুদ্রপীড়া, কোষ্ঠকাঠিণ্য প্রভৃতি রোগে উপযোগী। শিশুদের অস্থি বিকৃতি।

মাথা— নিম্নাভিমুখী গতিতে ভয় (বোরাক্স)। নিদ্রাকালে ঘাড়ে ও মাথার পিছনে প্রচুর ঘাম (ক্যাল্ক, সাইলি)। আলোকাতংক। ঠাণ্ডা বায়ু এবং ঠাণ্ডা কিছুর বাহ্য প্রয়োগ চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। আঁইশের মত খুসকী। কানের পিছনে ব্যথা।

গলগহ্বর— ঘন; দড়ির ন্যায়, দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা।

মুখগহ্বর— জিহ্বা প্রশস্ত, থলথলে, জ্বালাকর। ঠাণ্ডা রাখার জন্য জিহ্বা বের করতে হয়। জিহ্বার উপর দাঁদের মত উদ্ভেদ।

পাকস্থলী— গাড়িতে চড়লে বমনবেগ ও বমন। পিপাসা, ঘন ঘন অল্প জল পান করে (আর্স, চায়না)। জল পাকাশয়ে পৌছিবার মাত্রই বমি হয়ে যায়।

সরলান্ত্র— মল বৃহৎ আকার, ভারী, বেদনাদায়ক। সমগ্র মূলাধারে (Perineum) বেদনা। প্রচুর মল সঞ্চয় না হলে মলবেগ হয় না। অনেক কুন্থনের পর মলের অংশমাত্র নির্গত হয়। মল পুনরায় সরলান্ত্রের (Rectum) মধ্যে ঢুকে যায় এবং মল মলদ্বারে এসে ভেঙে যায় (ম্যাগমিউর)। অতিদুর্গন্ধ। গুহ্যদ্বার, মূলাধার (Perineum) ও জনণ ইন্দ্রিয়ের ত্বকের ছাল উঠে যায় উদরাময়, মলের প্রকৃতি ও বর্নপরিবর্তনশীল। আহারের পর উদরাময়।

স্ত্রীজননাংগ— ঠেলামারা বেদনা— যেন বস্তি গহ্বরের সব কিছু বের হয়ে পড়বে। বিশ্রামে উপশম। বস্তিদেশ হাত দিয়ে চেপে ধরে। জরায়ুতে টাটানি। শ্বেত প্রদর স্রাব এবং উহাতে আঁশটে গন্ধ বা পচা পনীরের গন্ধ (হিপার)। জরায়ু বৃদ্ধি মনে করে।

পৃষ্ঠদেশ— ত্রিকাস্থি প্রদেশে স্থানচ্যুতির অনুভূতি। ডানপাশে শুলে বেদনার উপশম।

অংগ প্রত্যংগ— পায়ের তলায় জ্বালা (সালফার, ল্যাকে)। দুর্গন্ধযুক্ত পদ ঘর্ম (সাইলি, সোরিন)। নিম্নাংগে ঠাণ্ডা আঠা আঠা ঘর্ম।

চর্ম— মলিন, তৈলাক্ত, বাদামীবর্ণ এবং কুঞ্চিত। একজিমা। হাত এবং হাতের আংগুলগুলো ফাটা ফাটা পেট্রল, গ্রাহ্য।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি—হাতদুটি পিছনের দিকে নিলে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—এব্রো, এ্যালু, ক্যাল্ক, সাইলি, সালফ। স্যানিকিউলা একোয়াকে স্যানিকল (পুলরুট অথবা উড মার্স)। নামক ঔষধের সংগে ভুল করবে না। ইহা স্যানিকিউলা নামেও প্রচলিত। উহা জেলোরিয়ানা সদৃশ বিভিন্ন স্নায়বিক পীড়ার ঔষধ। উহা কোন স্থানে রক্তসঞ্চয় হলে আরোগ্যকর ও ক্ষত নাশকরূপে ব্যবহৃত হয় এবং সংকোচক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। উহা এখনো পরীক্ষিত হয় নাই।

মাত্রা— ৩০শ শক্তি প্রযোজ্য।

স্যান্টোণিনাম (SANTONINUM)

SANTONIN — স্যান্টোনিন

আর্টিমিসিয়া মেরিটিমা অথবা সিনা গাছের অবিকাশিত ফুলের উগ্রবীর্য। 'সিনা' অধ্যায় দেখুন চক্ষু সংক্রান্ত লক্ষণ ও মূত্রযন্ত্রের লক্ষণগুলো বিশেষ পরিস্ফুট। ইহা পাকাশয় যন্ত্রের উত্তেজনা, নাসিকায় চুলকানি;অস্থির নিদ্রা, পেশীর স্পন্দন প্রভৃতি ক্রিমি হেতু সৃষ্ঠ রোগে অমূল্য ঔষধ। ইহা কেঁচো ক্রিমি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমির ঔষধ কিন্তু ফিতাক্রিমির নহে। শিশুদের রাত্রিকালিন কাশি। পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহ। শ্বাসনালীর আক্ষেপ এবং শ্বাসনালীতে বিদ্যুৎবৎ বেদনা।

মাথা— মাথার পিছন দিকে মাথাব্যথা তৎসহ একবর্ণকে অন্য বর্ণ দর্শন। নাসিকা চুলকানো। নাসারন্ধ্রের মধ্যে আংগুল দিয়ে খোঁটে।

চোখ—অকস্মাদ অস্পষ্ট দৃষ্টি। বর্ণান্ধতা। সব কিছুই পীতবর্ণ দেখে। ক্রিমিজনিত তির্যকদৃষ্টি। চোখের চারিদিকে কালো গোলাকার দাগ।

মুখগহ্বর—দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস; ক্ষুধাহীনতা, পিপাসা। জিহ্বা ঘোর লালবর্ণ। দাত কড়মড় করে। বমি, বমিভাব। আহারের পর উপশম। শ্বাসরোধের মত অনুভূতি।

মূত্রযন্ত্র— মূত্রে অম্ল থাকলে উহা সবুজবর্ণ হয়। ক্ষার মিশ্রিত থাকলে লালাভ বেগুনি হয়। অসাড়ে মূত্রপাত, বিছানায় প্রস্রাব করে। মূত্রকষ্ট, মূত্রাধারে পূর্ণতাবোধ; মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ।

সম্বন্ধ— তুলনীয়— সিনা, টিউক্রি, ন্যাপথালিন; নেট্রামফস। স্পাইজে।

মাত্রা— ২য় হতে ৩য় বিচূর্ণ। নিম্নশক্তির ঔষধ অনেক ক্ষেত্রে বিষক্রিয়া করে। শিশুদের জ্বর অথবা কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে ইহা ব্যবহার করা উচিত নয়।

স্যাপোনেরিয়া (SAPONARIA)

SOAP ROOT — **সোপরুট**

ঔষধটি সর্দি, মস্তকের সর্দি, গলাবেদনা প্রভৃতি রোগে অতি উৎকৃষ্ট। ইহা অনেক সময় সর্দিকে অংকুরে বিনাশ করে।

মন— বেদনা অথবা সম্ভাব্য মৃত্যু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীণতা। বিরক্ত, বিষাদিত তৎসহ নিদ্রালু ভাব।

মাথা— সূচীবিদ্ধ বেদনা, চোখের উপরে বেদনা, বামপার্শ্বে অধিক, সন্ধ্যাকালে অধিক; নড়াচড়ায় অধিক। চোখের কোটরের উপর দপদপানি। মাথায় রক্তাধিক্য। গ্রীবাদেশে ক্লান্তি অনুভব। মস্তকের সর্দি। বাম দিকে অনুক্ষন চলে যাওয়ার প্রবৃত্তিসহ মত্ততার অনুভূতি। বামপার্শ্বের পঞ্চম স্নায়ুযুগল সংক্রান্ত স্নায়ুশূল, বিশেষ করে চোখের উপর ভুতে। নাকে অবরোধ তৎসহ হাঁচি ও চুলকানি।

চোখ— তীব্র বেদনা। চক্ষু গোলকের গভীর অংশে উষ্ণ সূচীবিদ্ধ বৎ বেদনা। চোখের পাতার স্নায়ূশূল, বামদিকে অধিক। আলোকাতংক, চোখের গোলকের বহিঃ প্রসারণ, লিখতে বা পড়তে গেলে বৃদ্ধি। চোখের অভ্যন্তরে চাপ দেয়া বেদনা, অস্বচ্ছ দৃষ্টি।

পাকস্থলী— কোন কিছু গিলতে কষ্ট হয়। বমি, বমি বমি ভাব। বুক জ্বালা, পাকস্থলীতে পূর্ণতা বোধ, উদগারে উপশম হয় না।

হৃদপিণ্ড— স্বাভাবিক ক্রিয়া দুর্বল, নাড়ীর মন্দ গতি, উৎকণ্ঠাসহ বুক ধড়ফড়ানি।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি-রাত্রিকালে, মানসিক পরিশ্রমে, বামপার্শ্বে।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—স্যাপোনিন—কুইলায়া, ইউক্কা, সেনেগা, ডায়স্কেরিয়া এবং অপরাপর গাছ গাছড়া হতে সংগৃহীত ফল শর্করা—(ক্লান্ত, উদাসীণ। বাম শংখদেশ ও চোখে বেদনা, আলোকাতংক, চোখের অভ্যন্তরে উষ্ণ সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা। পঞ্চম স্নায়ুযুগলের রোগ। অর্ধ শিরশূল।

ঋতুস্রাবের পূর্বে প্রবল বেদনা। ভয়ানক গলাবেদনা, ডানপার্শ্বে অধিক। টনসিলদ্বয় স্ফীত, গরম ঘরে বৃদ্ধি। অত্যন্ত জ্বালাকর আস্বাদ ও প্রবল হাঁচি, আরো তুলনীয়—ভার্বস্কাম, ককুলাস (উভয় ঔষধেই স্যার্পোনিন আছে), কুইলায়া (এনাগেলিস, এ্যাগ্রোষ্টেমা, হেলেনিয়াস, সার্সাপেরিলা, প্যারিস, সাইক্লামেন ও অপরাপর ঔষধে স্যার্পোনিন আছে)।

স্যার্কোল্যাকটিক এসিড (SARCOLACTIC ACID)

পেশীর অবসাদকালে পেশীতন্তুতে এই এসিড গঠিত হয়। ইহা দ্রবীভূত আলোকের সহিত সম্বন্ধে সাধারণ ল্যাকটিক এসিড হতে বিভিন্ন। ইহা সাধারণ ল্যাকটিক এসিড হতে অধিকতর বিস্তৃত ক্ষেত্রের এবং অধিকতর গভীর ক্রিয়াশীল ঔষধ এবং ইহার রোগ লক্ষণ সমূহও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ডাঃ উইলিয়াম বি. গ্রিগস্ এম. ডি. ইহা পরীক্ষা করেন। ইহা ইনফ্লুয়েঞ্জার ভীষণ প্রকৃতির মহামারীতে বিশেষ উপযোগী। বিশেষ করে প্রবল বমিভাব এবং অতিশয় অবসাদসহ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আর্সেনিক বিফল হলে ইহা ব্যবহার করা চলে। মেরুদণ্ডের স্নায়বিক দুর্বলতা, পেশীর দুর্বলতা, হৃদবেষ্টের দুর্বলতাসহ শ্বাসকষ্টভাব।

সাধারণ লক্ষণ— পেশী সংক্রান্ত অবসাদসহ ক্লান্তিবোধ, কোন প্রকার পরিশ্রমে বৃদ্ধি। সর্বাংগে টাটানিবোধ, সন্ধ্যাকালে অধিক। রাত্রে অস্থিরতা। সহজে ঘুম আসে না। প্রাতকালে জাগরিত হলে ক্লান্তি অনুভব।

গলগহ্বর— গলকোষে আকুঞ্চণ, গলকোষের উর্ধে টান টান ভাবসহ গল বেদনা। গলার ভিতর সুড়সুড়ি।

পাকস্থলী—বমি বমি ভাব, জলপান করলেও উহা বমি হয়ে উঠে যায় তার পর ভয়ানক দুর্বলতা বোধ করে।

অংগ প্রত্যংগ ও পৃষ্ঠদেশ— পিঠে, গ্রীবা ও স্কন্ধে ক্লান্তিবোধ। পক্ষাঘাতের দুর্বলতা। লিখতে গেলে অতি সহজে কবজি দুর্বল হয়ে পড়ে। সিঁড়িতে উঠতে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ। উরু ও পায়ের ডিমে আড়ষ্টভাব। মনে হয় হাত দুটিতে যেন কোন শক্তি নেই। পায়ের ডিমে খিলধরা।

মাত্রা— ৬ষ্ঠ হতে ৩০শ শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য। ১৫x শক্তি বিশেষ কার্যকর (গ্রিগস)।

স্যারাসেনিয়া পার্পিউরিয়া (SARRACENIA PURPUREA)

PITCHER PLANT পিচার প্লান্ট

ঔষধটি বসন্তরোগের উপকারী। দর্শনেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় রোগ উপদ্রব। মস্তকে রক্তাধিক্য তৎসহ অনিয়মিত হৃদক্রিয়া। রক্তহীণতা। ইহাতে একটি বিশেষ প্রোটিন দ্রবকর পদার্থ আছে। সবমন শিরপীড়া, দেহের বিভিন্ন অংশে দপদপানি, বিশেষ করে গ্রীষ্ম, স্কন্ধদ্বয় এবং মস্তকে। মস্তক এত পূর্ণবোধ হয় যেন মনে হয় মাথাটা ফেটে যাবে।

চোখ— আলোকাতংক। চোখদুটি স্ফীত ও টাটানবোধ হয়। চোখের কোটরে বেদনা। চোখের সম্মুখে কাল কাল জিনিস নড়তে থাকে এমন দেখতে পায়।

পাকস্থলী— সর্বদাই ক্ষুধা, আহারের পরেও ক্ষুধা। আহারকালে তন্দ্রালুতা। প্রচুর যন্ত্রনাদায়ক বমন।

পৃষ্ঠদেশ— কটিদেশ হতে স্কন্ধাস্থির মধ্যের স্থান পর্যন্ত বেদনা এবং এই বেদনা আকাবাঁকা ভাবে ছুটতে থাকে।

অংগ প্রত্যংগ— অংগ প্রত্যংগ দুর্বল। জানু ও উরুসন্ধিতে থেৎলান ব্যথা। বাহুর অস্থিতে বেদনা। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে দুর্বলতা।

চর্ম— বসন্তের গুটিকা, এই রোগকে অংকুরে বিনাস করে। পুঁজ সৃষ্টিতে বাধা দেয়।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—টার্টার এমেটিক, ভেরিওলিনাম, ম্যালাণ্ড্রীনাম।

মাত্রা—তৃতীয় হতে ৬ষ্ঠ শক্তি প্রযোজ্য।

সার্সাপ্যারিলা (SARSAPARILLA)

SMILAX শ্মিলাক্স

কিডনীর শূলবেদনা, রতিজ (Venereal disease) রোগ হতে পুয়ে পাওয়া ও অস্থি বেষ্টে বেদনা। গরম আবহাওয়া এবং টীকা দেওয়ার কুফলে উদ্ভেদ প্রকাশ। ফোঁড়া, একজিমা। ইহার মূত্রযন্ত্র সংক্রান্ত লক্ষণগুলো বিশেষ মূল্যবান।

মন— হতাশা, উত্তেজনা, সহজেই মনঃক্ষুন্ন হয়। বদমেজাজী, মনমরা।

মাথা— বেদনায় অবসাদ-জন্মায়। ডান শংখাস্থির প্রদেশের উপর হতে চিড়িক মারা বেদনা। মাথার পেছন হতে চোখদুটি পর্যন্ত বেদনা। কান হতে নাসিকা মূল পর্যন্ত কথা প্রতিধবনিত হয়। রতিজ রোগ হতে অস্থিবেষ্ট বেদনা। ইনফ্লুয়েঞ্জা। মস্তক ত্বকে স্পর্শ কাতরতা। মুখমণ্ডলে ও উপর ওষ্টে উদ্ভেদ। মস্তক ত্বকে আর্দ্র পীড়কা। মুখমণ্ডলে মামড়ি আরম্ভ হয়।

মুখগহ্বর— জিহ্বা শ্বেত বর্ণ, উপক্ষতযুক্ত, লালাস্রাব; ধাতব আস্বাদ। পিপাসাহীণতা। দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস।

উদর গহ্বর— গড় গড় শব্দ ও উৎসেচন। শূলবেদনা ও পৃষ্ঠবেদনা একই সময় আসে। অত্যন্ত অধঃ বায়ু। শিশু কলেরা।

মূত্রযন্ত্র— মূত্র অল্প, পিচ্ছিল; বালুকনাযুক্ত, আইশবৎ পদার্থযুক্ত, রক্তাক্ত। মূত্রক্রিয়ার শেষে ভীষন বেদনা। বসে থাকাকালীণ ফোঁটা ফোঁটা মূত্রপাত। মূত্রাধার প্রসারিত ও কোমল। শিশু প্রস্রাব করার পূর্বে ও সময়ে কাঁদে। মূত্র ধরে রাখলে বালুকাবৎ পদার্থ তলানি পড়ে। শিশুদের মূত্র শূল ও মূত্রকষ্ট। ডান কিডনী হতে নিম্নদিকে বেদনা। কুন্থণ, বেদনা।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— রক্তাক্ত শুক্র নিঃসরণ। জনন ইন্দ্রিয়ের অসহ্য দুর্গন্ধ। লিংগের উপর দাদের মত উদ্ভেদ। **অণ্ডকোষ ও মূলাধারে (Serotum and Perinedum) চুলকানি সিফিলিস,** আঁইশযুক্ত উদ্ভেদ এবং অস্থি বেদনা।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়—স্তনের বোঁটা ছোট;শুকিয়ে ভিতরে ঢুকে গেছে। **ঋতুকালের পূর্বে কপালে চুলকানি ও আদ্র পীড়কা।** ঋতুর পূর্বে ডান কুচকীতে আর্দ্রপীড়কা।

চর্ম—শীর্ণ, **কুঞ্চিত, ভাঁজ ভাঁজ** (এব্রোটেনাম, সেনিকিউলা), শুষ্ক, থলথলে, দাঁদের মত পীড়কা, ক্ষত। খোলা বাতাসে বেড়ালে উদ্ভেদ প্রকাশ পায়, শুষ্ক চুলকানি। **বসন্তকালে আক্রমন;** উহার উপরে মামড়ি পড়ে। হাজা, হাতের ও পায়ের চামড়া ফেটে যায়। চর্ম কঠিন দৃঢ়। গ্রীষ্মকালে চর্মরোগ।

অংগ- প্রত্যংগ— পক্ষাঘাতের ন্যায় ছিন্নকর বেদনা। হাত পায়ের কম্পন। হাতের আংগুলে এবং পায়ের আংগুলের **পার্শ্বে জ্বালা।** আংগুলহাড়া, আংগুলের অগ্রভাগে ক্ষত, নখের নীচে কর্তনবৎ বেদনা। বাত, **অস্থিবেদনা** রাত্রে বৃদ্ধি। হাতের আংগুল ও পায়ের আংগুলে হাজা, নখের নীচে জ্বালা। হাতে হাজা, আংগুলের অগ্রভাগের চারিপার্শ্বে ক্ষত (সোরিনাম)। নখের নীচে কর্তনবৎ অনুভূতি (পেট্রোল)। গনোরিয়ার পরবর্তী বাতের বেদনা।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি—**আর্দ্র** আবহাওয়ায়, রাত্রিকালে, মূত্রত্যাগের পর, হাইতোলার সময়, বসন্তকালে, ঋতুস্রাবের **পূর্বে।**

সম্বন্ধ— অনুপুরক-**মার্ক,** সিপিয়া। তুলনীয়—বার্বে, লাইকো, নেট্রামমিউর, পেট্রোল, স্যাস্সা ফ্রাস, সৌরুবার্স—গিরগিটির লেজ মূত্রগ্রন্থি, মূত্রাশয়, প্রষ্টেট গ্রন্থি ও মূত্রনালীর উত্তেজনা। মূত্রক্রিয়া কষ্টকর ও বেদনাযুক্ত। **মূত্রাশয়ের প্রদাহসহ মূত্রকষ্ট),** কিউকার্বিটা সিট্রোলাস—তরসুজ (সংকোচন ও পিঠের বেদনাসহ **কষ্টকর মূত্রত্যাগে** তরমুজের বীজের ক্বাথ প্রয়োগ করলে বেদনার উপশম হয় এবং মূত্রপ্রবাহ বর্ধিত হয়)। দোষঘ্ন—বেল।

মাত্রা— ১ম হতে ৩ষ্ঠ শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য।

স্ক্রোফুলেরিয়া নোডোসা (SEROPHULARIA NODOSA)

KNOTTED FIG WORT — **নটেড ফিগওয়ার্ট**

ঔষধটি যে কোন রোগে **দেহের গ্রন্থিসমূহের বিবর্ধন** দেখা দিলে উপযোগী। যুবকদের গ্রন্থিবৃদ্ধি রোগ (Hodgkins discases)।

চর্মরোগের **উৎকৃষ্ট ঔষধ।** স্তনের **উপর বিশেষ ক্রিয়া।** স্তনের অর্বুদ রোগে বিশেষ উপযোগী। **কানের একজিমা। যোনি দেশে চুলকানি।** বৃক রোগজক্ষত। গণ্ড মালাজ স্ফীতি (সিষ্টাস)। **বেদনাযুক্ত অর্শরোগ। অণ্ডকোষের টিউবারকুলার** আক্রমণ, উপত্বকের অর্বুদ। স্তনে গুটিকা রোগ (সিরিনাম)। যাবতীয় প্রসারক পেশীতে বেদনা।

মাথা— মাথার শীর্ষে ঘূর্ণণ; দাড়ালে অধিক। ঘুম ঘুম ভাব। কপাল হতে মস্তকের পশ্চাৎ পর্যন্ত বেদনা। কানের পশ্চাতে **একজিমা।** মামড়ি।

চোখ— কষ্টকর আলোকাতংক (কোনিয়াম)। চোখের সম্মুখে দাগ দেখে। ভ্রুতে খোঁচামারা বেদনা। চোখের গোলকে টাটানি।

কাণ — বাহ্যকর্ণে প্রদাহ, বাহ্যকর্ণে গভীর ক্ষত। কানের চারপাশে একজিমা।

উদরগহ্বর— চাপ দিলে লিভারে বেদনা। নাভির নীচে শূল বেদনা। স্থুলান্ত্রের বক্র ভাজে ও সরলান্ত্রে বেদনা। বেদনাকর রক্তস্রাবী বহির্বালিযুক্ত অর্শরোগ।

শ্বাসপ্রশ্বাস— অসহ্য শ্বাসকষ্ট ;কম্পনসহ বুকে চাপবোধ। কণ্ঠনালীর দ্বিশাখা স্থানে বেদনা। গণ্ডমালা ধাতু দুষ্ঠ ব্যাক্তির হাঁপানি।

চর্ম— খোঁচামারা চুলকানি;হাতের পিছনে অধিক।

নিদ্রা— **অত্যন্ত ঘুম ঘুম ভাব**। প্রাতে আহারের পূর্বে ও পরে ক্লান্তভাবসহ নিদ্রালুতা।

হ্রাস-বৃদ্ধি— ডান পার্শ্বে এলে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ— তুলনীয় লোবেলিয়া, ইরিনাস, রুটা, কার্সিনোসিন, কোনিয়াম, এষ্টেরিয়াস।

মাত্রা— মাদার টিংচার এবং ১ম শক্তি। এই ঔষধ ক্যানসারের গ্রন্থি স্ফীতিতে বাহ্যিক প্রয়োগ করা যায়, সেম্পারভাইভও অনুরূপভাবে ব্যবহার করা যায়।

স্কুটেল্লারিয়া ল্যাটিরিফ্লোরা (SEUTELLARIA LATERRIFLORA)

SKULLCAP স্কালক্যাপ

যে সকল ক্ষেত্রে স্নায়বিক ভয় বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় ; তথায় ইহা প্রশমক ঔষধরূপে কাজ করে। **হৃদপিণ্ডের উপদহণ; তাণ্ডব রোগ**। দাঁত উঠার সময় শিশুদের স্নায়বিক উত্তেজনা ও আক্ষেপ। পেশী সমূহের স্পন্দন। ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্তী। স্নায়বিক দুর্বলতা।

মন— কোন বিপদের আশংকা। কোন বিষয় মনস্থির করতে পারে না (ইথুজা)। মানসিক বিভ্রম।

মাথা— সম্মুখ কপালে অপ্রবল শিরপীড়া। মনে হয় চোখ বের হয়ে পড়ছে। মুখমণ্ডল রক্তিম। অস্থির নিদ্রা ও ভীতিপূর্ণ স্বপ্ন। রোগী চলে বেড়াতে বাধ্য হয়। রাত্রিকালীণ ভয়। আধ কপালে মাথা ধরা, ডান চোখের উপর অধিক। চোখের গোলকে কামড়ানি ব্যথা। পুন পুন মূত্রবেগসহ স্কুল শিক্ষকদের মাথা ফেটে যাবার ন্যায় শিরপীড়া। মস্তকের সম্মুখে ও মূলদেশে বেদনা। বমি সহ স্নায়বিক শিরপীড়া—গোলমালে, গন্ধে, আলোকে বৃদ্ধি, রাত্রে ও বিশ্রামে উপশম।

পাকস্থলী— বমি বমিভাব, অম্ল উদগার, হিক্কা, বেদনা এবং চাপবোধ।

উদর গহ্বর— **বায়ুসঞ্চয়, পূর্ণতা ও গ্যাস;শূলবৎ বেদনা এবং অস্বস্থি, উদরাময়, মল সাদাটে।**

পুংজনন ইন্দ্রিয়— রেতপাত ও ধবজভংগ তৎসহ রোগ আরোগ্য হবে না এইরূপ ভয়।

নিদ্রা— রাত্রিকালীণ ভয়, অনিদ্রা, হঠাৎ জেগে উঠা, ভীতিপ্রদ স্বপ্ন।

অংগ প্রত্যংগ— পেশীসমূহ ঝাঁকি দিয়ে উঠে, এই জন্য চলাফেরা করতে হয়। তাণ্ডব রোগ। কম্পন, উধাংগে তীব্র হুল ফুটানো বেদনা। রাত্রিকালে অস্থিরতা, দুর্বলতা ও কামড়ানি ভাব।

সম্বন্ধ— তুলনীয় সাইপ্রি, লাইকোপাস।

মাত্রা— মাদার টিংচার ও নিম্নশক্তি প্রযোজ্য।

সিকেলি কর্নটাম—ক্ল্যাভিসেপস পার্পুরিয়া
(SECALE CORNUTUM–CLAVICEPS PURPUREA)

ERGOT আর্গট

অরেখান্বিত তন্তুময় পেশীসমূহের সংকোচন উৎপন্ন করে, সুতরাং ইহাতে সর্বাংগে সংকোচন অনুভূত হয়। ইহাতে রক্তহীণতা, শীতলতা, অসাড়তা, বেগুনী বর্ণের পীড়কা, বিষাদভাব; পচাক্ষত প্রভৃতি উৎপন্ন করে। কুঞ্চিত চর্ম বৃদ্ধদিগের পক্ষে এবং শীর্ণ, কংকালসার বৃদ্ধা নারীদের পক্ষে উপযোগী। সিকেলী জ্ঞাপক যাবতীয় উপদ্রবে ঠাণ্ডায় উপশম কিন্তু সর্বাংগে প্রচণ্ড উত্তাপের অনুভূতি বর্তমান থাকে। রক্তস্রাব অবিরত, চুয়ে চুয়ে বের হয়, পাতলা দুর্গন্ধযুক্ত জলের ন্যায় এবং কালো বর্ণের রক্ত। দুর্বলতা, উৎকণ্ঠা ও শীর্ণতা যদিও তৎসহ যথেষ্ট ক্ষুধা ও পিপাসা বর্তমান থাকতে পারে। মুখমণ্ডল ও উদরের পেশীগুলো মোচড়াতে থাকে। সিকেলি ক্রোমরস ক্ষরণ এনে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে (হিনস্ডেল)।

মাত্রা— অপ্রবল রক্তাধিক্যজনিত বেদনা (মাথার পেছন হতে উঠে) তৎসহ বিবর্ণ মুখমণ্ডল। মাথা পেছনের দিকে আকৃষ্ট হয়। চুল পড়ে যায়, শুষ্ক এবং সাদা। নাসাপথে রক্তস্রাব; কালো, চুইয়ে চুইয়ে বের হতে থাকে।

চোখ—তরকাদুটি প্রসারিত। ছানি রোগের প্রারম্ভিক অবস্থা, বৃদ্ধ অবস্থায় ছানি রোগ বিশেষ করে রমনীদের। চোখ কোটরাগত এবং নীল বর্ণের দাগে পরিবৃত।

মুখমণ্ডল— ফ্যাকাশে, কুঞ্চিত, শীর্ণ। খিল ধরা মুখমণ্ডলে আরম্ভ হয়ে সর্বাংগে ছড়িয়ে পড়ে। মুখের উপর কালোশিরাবৎ দাগ। আক্ষেপিক অংগ ভঙ্গী।

মুখগহ্বর— জিহ্বা শুষ্ক। ফাটা ফাটা, কালির মত রক্ত বের হয়। জিহ্বা লেপাবৃত পুরু, আঠাল, হলদে, ঠাণ্ডা, নীলাভ। জিহ্বার অগ্রভাগে ঝি ঝি করে, উহা কঠিণ। জিহ্বা স্ফীত ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

পাকস্থলী—অস্বাভাবিক রাক্ষুসে ক্ষুধা। অম্ল দ্রব্য চায়। অতৃপ্ত পিপাসা। হিক্কা, বমনভাব, রক্ত ও কফিচূর্ণের মত জলীয় বমন। পাকস্থলী ও উদরে জ্বালা, পেট ফাঁপ। বিশ্রী গন্ধযুক্ত উদগার।

মল— কলেরার ন্যায় মল তৎসহ শীতলতা ও খিলধরা। জলপাইয়ের মত সবুজ পাতলা, দুর্গন্ধযুক্ত রক্তাক্ত মল, তৎসহ বরফের মত শীতলতা কিন্তু আবরণ সহ্য হয় না এবং অত্যন্ত অবসন্নতা। অসাড়ে মল মল যে বের হচ্ছে সেই অনুভূতি নেই। মলদ্বার সম্পূর্ণ খোলা।

মূত্র— মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত। নিষ্ফল মূত্রবেগসহ মূত্ররোধ। মূত্রাশয় হতে কাল রক্তস্রাব। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অসাড়ে মূত্র।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— ঋতুশূল তৎসহ শীতলতা, উত্তাপ অসহ্য। দুর্বল ও ঋতু বিকৃতিযুক্ত রমনীদের অপ্রবল রক্তস্রাব। জরায়ুতে জ্বালাকর বেদনা। বাদামীবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত প্রদর স্রাব। ঋতুস্রাব অনিয়মিত, প্রচুর, কালো, জলবৎ রক্ত অনবরত চুইয়ে বের হয়। এই অবস্থা পরবর্তী ঋতুকালের সময় পর্যন্ত থেকে যায়, ৩য় মাসে গর্ভস্রাবের আশংকা (স্যাবিনা)। প্রসবকালে যাবতীয় যন্ত্র শিথিল থাকা সত্বেও সন্তান বের হবার মত বেদনা দেখা দেয় না। ভ্যাদাল ব্যথা। স্তনদুধের লোপ, স্তনদ্বয় পরিপূর্ণ হয় না। কালো দুর্গন্ধযুক্ত প্রসবান্তিকস্রাব। সূতিকা সম্পকীয় জ্বর, দুর্গন্ধযুক্তস্রাব, পেট ফাঁপা, শীতলতা, মূত্ররোধ।

হৃদযন্ত্র ও বক্ষদেশ— হৃদশূল, শ্বাসকষ্ট এবং চাপবোধ তৎসহ বক্ষ ও উদর ব্যবধায়ক পেশীতে খিলধরা। বুকে রন্ধ্রকরণবৎ বেদনা। হৃদগ্রস্থানে স্পর্শকাতরতা। বুক ধড়ফড়ানি তৎসহ সংকুচিত ও সবিরাম নাড়ী।

নিদ্রা— গভীর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। অস্থিরতার সহিত নিদ্রাহীণতা। জ্বর, উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন। ঔষধ ও মদপানের অভ্যাস হেতু অনিদ্রা।

পৃষ্ঠদেশ— মেরুদণ্ডের উপদাহ, নিম্নাংশে ঝিন ঝিন করা, সামান্য মাত্র আবরণ সহ্য করতে পারে না। মেরুমজ্জার ক্ষয়। পিপিলিকা হাঁটার ন্যায় সুড়সুড়িও অবশতা। মেরুমজ্জার প্রদাহ।

অংগ প্রত্যংগ— অত্যাধিক তামাক পেশীদের হাত পায়ের শীতলতা তৎসহ আংগুলে ঝিন ঝিন করা। কম্পনশীলতা ও টলমল করে চলা। সুড়সুড়ি, বেদনা ও আক্ষেপিক সঞ্চালন। অসাড়তা। হাতের আংগুল এবং পা দুটি নীলাভ, কুঞ্চিত; ছড়িয়ে যায় অথবা পেছন দিকে বেঁকে যায়, অসাড়। প্রচণ্ডভাবে খিলধরে। হাত পা বরফের মত ঠাণ্ডা বোধ হয়। আংগুলের অগ্রভাগে প্রবল বেদনা। পায়ের আংগুলসমূহে ঝি ঝি ধরে।

চর্ম— কুঞ্চিত, অবশ, দাগ দাগ, নীলাভ বর্ণ। বক্ষ চর্ম ও সদ্যজাতশিশুর শোথ। রেনড্সি রোগ। (হাত পায়ের আংগুলগুলো চর্ম বিকৃতি)। নীলবর্ণ, **শুষ্ক দুষ্ট ক্ষত (Gangrene)** ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শিরাক্ষতজ্বালা অনুভূতি। ঠাণ্ডায় উপশম। দেহাংশসমূহ অনাবৃত রাখতে চায় যদিও ঐগুলো স্পর্শ করলে ঠাণ্ডাবোধ হয়। সুড়সুড়ি ও ঝিন ঝিনভাব। সামান্য কারণ হতে রক্তপাত হতে থাকে। লিভার স্থানে দাগ দাগ। দলে দলে ফোঁড়া, ক্ষুদ্র, বেদনাদায়ক উহাদের ভিতর হতে শক্ত সবুজবর্ণ পদার্থ বের হয়, ধীরে ধীরে পাকে। **স্পর্শ করলে চর্ম ঠাণ্ডা**, তথাপি কোনরূপ আবরণ সহ্য করতে পারে না। উত্তাপে অত্যন্ত বিরক্তি। চর্মের নীচে পিপীলিকার ন্যায় অনুভূতি।

জ্বর—শীতলতা। চর্মশীতল ও শুষ্ক। ঠাণ্ডা আঠা আঠা ঘাম। অত্যন্ত পিপাসা। আভ্যন্তরীণ উত্তাপবোধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি—উত্তাপে, গরম কাপড়ে আবৃত হলে। উপশম—ঠাণ্ডায়, অনাবৃত থাকলে, ঘষে দিলে, হাত পা ছড়ালে।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—আর্গটিন (ধমনীর স্থুলত্বের প্রাথমিক অবস্থা, উহা দ্রুত বাড়তে থাকে। রক্তচাপ বর্ধিত হয়। 2x বিচূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। শোৎবৎ স্ফীত, দুষ্ঠ ক্ষত এবং রক্তস্রাবী ধূম্ররোগ। লক্ষণ সাদৃশ্যে সিকেলি ব্যবহার করে বিফল হলে ইহা ব্যবহার করা উচিত)।

পেডিকিউলারিশ ক্যানাডেন্‌সিস্ (মেরুমজ্জার ক্ষয় ও মেরুদণ্ডের উপদাহ)। ব্রাসিকা নেপাশ— রেপ সীড (শোথজ স্ফীতি, স্কার্ভি রোগগ্রস্ত মুখগহ্বর, রাক্ষুসে ক্ষুধা, উদর স্ফীতি, নখ পড়ে যায়, দুষ্ঠক্ষত)। সিনায়েন;কলচি, আর্স, অরাম মিউর 2x (মেরুমজ্জার ক্ষয়)। এ্যাগ্রোষ্টিমা—কর্নকক্‌ল— ইহার প্রধান উপাদান স্যাপোনিণ, যাহা দ্বারা প্রবল হাঁচি এবং তীব্র জ্বালাকর আস্বাদ জম্মে। পাকস্থলীতে জ্বালা, ঐ জ্বালা উদর উর্ধপ্রদেশ, গ্রীবা ও বক্ষদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (শিরঘূর্ণণ, শিরপীড়া, চলাফেরা কষ্টকর, জ্বালা অনুভূতি)। উষ্টিলেগো, কার্বো, পিটুইট্রিণ (জরায়ু মুখ প্রসারিত কিন্তু সামান্য মাত্র প্রসব বেদনা, প্রসব হয় না, মাত্র $\frac{1}{2}$ সি.সি., প্রয়োজন হলে আধঘন্টা ব্যবধানে প্রয়োগ করবে। প্রসব বেদনার প্রথম অবস্থায়, যোনি কপাটের পীড়া অথবা বস্তি কোটরের বিকৃতি থাকলে ইঞ্জেকশান দেয়া উচিত নয়)। দোষঘ্ন— ক্যাম্ফর ওপিয়াম।

মাত্রা— ১ম হতে ৩০শ শক্তি প্রযোজ্য। হোমিওপ্যাথিমত বিরুদ্ধ প্রয়োগ— জরায়ু সম্পূর্ণ মুক্ত হবার পরে সূতিকা ক্ষেত্রে রক্তস্রাব হতে থাকলে, জরায়ু সম্পূর্ণভাবে সংকুচিত না হলে অথবা জরায়ুর অসম্পূর্ণ পশ্চাৎ অপসারণ হেতু রক্তস্রাব দেখা দিলে ইহার ক্বাথ $\frac{1}{2}$ হতে 1 ড্রাম মাত্রায় প্রয়োগ করবে। (প্যাগটের সূত্র মনে রাখা উচিত— "যতক্ষণ জরায়ুতে কোন কিছু আছে, সে সন্তান হোক আর জরায়ু কুসুমই হোক অথবা ঝিল্লী বা রক্ত চাপই হোক, কখনো আর্গট ব্যবহার করা উচিত নয়—"।

সেডাম এক্রি (SEDUM, AERE)

SMALL HOUSE LEEK স্মল হাউসলিফ

ঔষধটি অর্শের বেদনা, গুহ্যদ্বার ফেটে যাবার মত অবস্থা, সংকোচনবৎ, মলত্যাগের পর বহুক্ষণ যাবৎ বৃদ্ধি। মলদ্বার বিদারণ—ইত্যাদি ক্ষেত্রে উপযোগী।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—মিউকুনা ইউরেনস্ (অর্শপ্রবণ ধাতু ও ইহার উপর নির্ভরশীল রোগ সমূহ)। সেডাম টেলিফিয়াম (জরায়ুর রক্ত স্রাব, অধিকন্তু অন্ত্র এবং গুহ্যদ্বার হতে রক্তস্রাব, অতিস্রাব বিশেষ করে রজ নিবৃত্তিকালে)। সেডাম রিপেন্‌স—সেডাম এ্যালভেষ্ট্রি (ক্যানসার, তলপেট সংক্রান্ত যন্ত্রের উপর বিশেষ ক্রিয়া, বেদনা, শক্তি লোপ)।

মাত্রা— মাদার টিংচার হতে ৬ষ্ঠ শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য।

সেলিনিয়াম (SELENIUM)

THE ELEMENT SELENIUM মেটালিক পদার্থ বিশেষ

সেলিনিয়াম হাড় ও দাঁতের আবশ্যকীয় উপাদান। জনণ ইন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্রের উপর বিশেষ ক্রিয়া এবং প্রায়ই বৃদ্ধ ব্যক্তিদের বিশেষত প্রষ্টেট গ্রন্থির প্রদাহ ও রতিজ অক্ষমতায় (Sexual atony) সূচিত হয়। অত্যন্ত দুর্বলতা, উত্তাপে বৃদ্ধি। বৃদ্ধ বয়সে অতি সহজে মানসিক ও শারীরিক অবসাদকর রোগের পরবর্তী দুর্বলতা।

মন— ধবজভংগসহ কাম বিষয়ক চিন্তা। মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্তি আসে। **অতিশয় বিমর্ষতা।** নিরতিশয় নৈরাশ্য, কোনমতেই দূর হয় না— এই রূপ বিষাদ ভাব।

মাথা— চুল পড়ে যায়। **বামচোখে বেদনা, সূর্যোত্তাপে ভ্রমন, উগ্রগন্ধ ও চা পানে বৃদ্ধি।** মাথার ত্বকে টানটান ভাব। চা পান করলে শিরপীড়া।

গলগহ্বর— ক্ষয় রোগাত্মক—স্বরযন্ত্রের প্রদাহের প্রাথমিক অবস্থা। প্রতি দিন প্রাতে খক্‌খকে করে স্বচ্ছ দলার মত শ্লেষ্মা উঠে। স্বরভংগ। প্রাতে কাশি তৎসহ রক্তাক্ত শ্লেষ্মা উঠে। গায়কদের স্বর ভংগ। অত্যন্ত পরিষ্কার সাদা সাদা সারবৎ শ্লেষ্মা (ষ্ট্যানাম)।

পাকস্থলী— ব্র্যাণ্ডি ও অন্যান্য উগ্র পানীয়ে স্পৃহা। মুখে মিষ্টি স্বাদ। ধূমপানের পর হিক্কা ও উদগার। আহারের পর সর্বাংগে স্পন্দন বিশেষ করে উদর গহ্বরে।

উদর গহ্বর— লিভারের পুরাতন রোগ। লিভার বেদনাযুক্ত, **বর্ধিত লিভার স্থানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পীতকা প্রকাশ।** কোষ্ঠকাঠিণ্য, মলশক্ত এবং সরলান্ত্রে সঞ্চিত।

মূত্রযন্ত্র— মুত্রাধারের মুখে ফোঁটা ফোঁটা কি যেন বের হচ্ছে এমন অনুভূতি। অনিচ্ছায় ফোঁটা ফোঁটা মূত্রপাত।

পুংজনন ইন্দ্রিয়— ঘুমের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা শুক্রপাত। প্রষ্টেটিক রস ক্ষরণ। সংগমের পর উপদহন। কামোদ্দীপক কল্পনার সংগে **রতি শক্তির অভাব। ইচ্ছা বর্ধিত কিন্তু শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত।** শুক্র পাতলা ও গন্ধহীণ। রতিজ দুর্বলতা। সংগম চেষ্টায় লিংগ শিথিল হয়ে পড়ে। কোরণ্ড (Hydrocele)।

চর্ম— চুলকানিসহ হাতের তালুতে শুষ্ক আইশের মত পীড়কা। **গোড়ালির চারিদিকে চর্মের** ভাঁজে ভাঁজে এবং আংগুলের ফাঁকে ফাঁকে **চুলকানি।** ভ্রু দাড়িও জনণ ইন্দ্রিয়ের স্থানের চুল পড়ে যায়। আংগুলের গাঁটে গাঁটে, দুই আংগুলের মধ্যবর্তী স্থানে এবং হাতের তালুতে **চুলকানি।** আংগুলের ফাঁকে ফাঁকে, ফোষ্কার ন্যায় পীড়কা (রাস, এনাকার্ডি), মেদময় গ্রন্থির অতি স্রাব, **তৈলাক্ত ঘর্ম,** চুলে জট বাঁধা। **মুখে ব্রণ।**

অংগ প্রত্যংগ— প্রাতে পিঠের নিম্নাংশে পক্ষাঘাতিক বেদনা। রাত্রে হাতে ছিন্নকর বেদনার অনুভব।

নিদ্রা—**শরীরের ধমনী ও শিরা সমূহের স্পন্দন;** বিশেষত উদর গহ্বরে স্পন্দন হেতু নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকে। অতি ভোরে এবং প্রত্যহ একই সময় জাগরিত হয়।

হ্রাস-বৃদ্ধি— ঘুমের পরে, গরম আবহাওয়ায়, সিংকোনা ব্যবহারে, বায়ু প্রবাহে ও সংগমে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ— পূর্বে বা পরে ঘটে না— চায়না, মদ্য। তুলনীয়—এগ্নাস, ক্যালাড, সালফার, টেলুরি, এসিড ফস। দোষঘ্ন—ইগ্নে, পালস।

মাত্রা— ৬ষ্ঠ হতে ৩০শ শক্তি। যে ক্যানসারে অস্ত্রোপচার সম্ভব নয় তাতে কালাইডালসেলিনিয়াম ইনজেকশান দেয়া যায়, উহাতে বেদনা, অনিদ্রা, ক্ষত এবং স্রাব কমিয়ে আনবে।

সেম্পার ভাইভাম টেক্টোরাম (SEMPERVIVUM TECTORUM)

HOUSE LEEK হাউসলিক

ঔষধটি পোড়ানার ংদা ও ক্যানসার রোগজ অর্বুদে ব্যবহৃত হয়। জিহ্বার সৌত্রিক তন্তু জমে স্ফীতি। স্তনের অর্বুদ, দাদঁরোগ, অর্শ।

মুখগহ্বর— মুখে মারাত্মক ক্ষত, জিহ্বায় ক্যানসার (গেলিয়াম)। জিহ্বায় ক্ষত, সহজে রক্তপাত হয় বিশেষ করে রাত্রে। জিহ্বায় অত্যন্ত যাতনা তৎসহ ছুরিকা ঘাতের ন্যায় ব্যথা। সমগ্র মুখগহ্বরে অত্যন্ত কোমল অবস্থা।

চর্ম— ইরিসিপিলাস সদৃশ আক্রমণ। আঁচিল ও কড়া। জাড়িঘা। আক্রান্ত স্থান চকচকে এবং হুলবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—সেডাম এক্রি—স্মল হাউসলিক (শীতাদ রোগ সদৃশ অবস্থা ক্ষত, সবিরাম জ্বর) [পেলিয়াম, ক্যালিসায়ানেট], অক্সালিস এসিটোসিলা—উড সরেল্ (ঘনীভূত রস জিহ্বার ক্যানসার রোগজ উপমাংস দূর করতে প্রলেপ রূপে ব্যবহৃত হয়), কোটিলেডন—ফিকাস ক্যারিকা (ডুমুর)—খাদ্য গৃহীত দুধের মত রস আঁচিলে প্রয়োগ করলে উহা বিদূরিত হয়)।

মাত্রা— মাদার টিংচার এবং ২ দশমিক শক্তি প্রযোজ্য। এই গাছের তাজা রস কীট দংশন, মৌমাছির হুল ফুটান এবং বিযাক্ত ক্ষতে বাহ্যিকভাবে প্রযোজ্য)।

সিনিসিও অরিয়াস (SENECIO AUREUS)

GOLDEN RAGWORT গোল্‌ডেন র‍্যাগওয়ার্ট

ঔষধটি স্ত্রী অংগের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে উহার উপর ইহার যথেষ্ট ক্রিয়া। ইহা দ্বারা মূত্রযন্ত্রও বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। মূত্রগ্রন্থিতে রক্তাধিক্য হেতু পিঠে বেদনা। লিভারের মেদাপকর্ষের প্রারম্ভিক অবস্থা।

মন— কোন বিষয় মন সংযোগ করতে পারে না। হতাশ। স্নায়বিক প্রকৃতির এবং ক্রোধশীল।

মাথা— অপ্রবল হতবুদ্ধিকর মাথার যন্ত্রণা। মাথার পশ্চাৎ হতে শীর্ষ দেশ পর্যন্ত ঢেউয়ের মত শিব ঘূর্ণণ। বাম চোখের উপর ও বাম শংখাস্থির ভিতর দিয়ে তীব্র বেদনা। নাসারন্ধ্রের পূর্ণতা, জ্বালা, হাঁচি, প্রচুর স্রাব।

মুখমণ্ডল— দাঁতগুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বাম পার্শ্বে তীব্র কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা। গলমধ্য, গলগহ্বর ও মুখগহ্বরে শুষ্কতা।

পাকস্থলী— অম্ল উদগার, বমি বমি ভাব।

গলগহ্বর— মুখগহ্বর, গলগহ্বর ও গলমধ্য শুষ্ক। গলকোষে জ্বালা, নাক এবং গলকোষে ছড়ে যাবার ন্যায় অনুভূতি। বার বার ঢোক গিলতে বাধ্য হয়, যদিও তাতে কষ্ট হয়।

উদর গহ্বর— নাভির চারিদিকে বেদনা, ঐ বেদনা সমগ্র উদরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে, মলত্যাগে উপশম। পাতলা জলের মত পায়খানা তার সংগে কঠিন দলাদলা মল মিশ্রিত থাকে (এন্টিম ক্রুড)। মলত্যাগকালে কুন্থণ। পাতলা কালো রক্তাক্ত মল তৎসহ কুন্থণ।

মূত্রযন্ত্র— অল্প, উগ্রবর্ণ, রক্তাক্তমূত্র, তাতে যথেষ্ট শ্লেষ্মা ও কুন্থণ। অত্যন্ত উত্তাপ এবং অবিরত মূত্রবেগ। মূত্রগ্রন্থিপ্রদাহ। শিশুদের মূত্রাশয়ের উত্তেজনা। মূত্রশূল (প্যারিরা, ওসিমাম, বার্বে)।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— কামোদ্দীপক স্বপ্নসহ অজ্ঞাতসারে রেতপাত। প্রষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। শুক্রবহানালীতে অপ্রবল ক্লেশকর বেদনা, ঐ বেদনা অণ্ডকোষদ্বয় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়—ঋতুস্রাব বিলম্বে প্রকাশ পায়। ঋতুলোপ। পিটের বেদনা সহ যুবতীগনের ইন্দ্রিয়জনিত ক্রিয়াত্বক রজলোপ। ঋতু প্রকাশের পূর্বে গলগহ্বর বক্ষদেশ ও মূত্রাধারে প্রদাহিক অবস্থা প্রকাশ পায়। ঋতুপ্রকাশে উহার উপশম। মূত্রযন্ত্রের উপদ্রবসহ রক্তাল্পতার জন্য রজকষ্ট। নিয়মিত সময়ের পূর্বে প্রভূত ঋতুস্রাব (ক্যাল্কেরিয়া, ইরিজিরন)।

শ্বাসপ্রশ্বাস— শ্বাসনালীর উর্ধাংশে তরুণ প্রদাহ। স্বরভংগ। ঢিলা কাশি তৎসহ কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া। বক্ষে বেদনা ও অবদারনবৎ। উপর দিকে উঠতে শ্বাসকষ্ট (ক্যাল্কে)। শুষ্ক বিরক্তিকর কাশি, বুকে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা।

নিদ্রা— অত্যন্ত ঝিমুনিভাব তৎসহ অপ্রীতিকর স্বপ্ন। স্নায়বিকতা ও নিদ্রাহীণতা।

সম্বন্ধ— তুলনীয় সিনিসিও জেকোরিয়া (মস্তিষ্ক মেরুমজ্জার উপদাহ, পেশী সমূহের দৃঢ়তা বিশেষ করে ঘাড়ের ও স্কন্ধের পেশী। অধিকন্তু ক্যানসার রোগে)।

মাত্রা— মাদার টিংচার হতে ৩য় শক্তি। সিনিসিন ১ম বিচূর্ণ প্রযোজ্য।

সেনেগা (SENEGA)

SNAKE WORT — স্নেক ওয়ার্ট

ঔষধটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য —সর্দিজ অবস্থা, বিশেষত শ্বাসযন্ত্রের এবং চোখের পক্ষাঘাত সদৃশ সুস্পষ্ট লক্ষণ। প্রদাহের পর বুকের বাম পার্শ্বে সীমাবদ্ধ দাগ।

মন— হঠাৎ বহুদিন পূর্বে দেখা, অপ্রয়োজনীয় স্থানের কথা মনে পড়ে যায়। ঝগড়া করার প্রবৃত্তি।

মাথা— জঁড়তা তৎসহ চোখের উপর চাপ অনুভব এবং দুর্বলতাবোধ। শংখাস্থিদ্বয়ের (Temples)। কপালে ফেটে যাবার ন্যায় বেদনার অনুভব।

চোখ—দৃষ্টিরেখার বিকৃতি (Hyperphoria), মাথা চারিদিক বাঁকালে উপশম। অক্ষিগোলকের উর্ধে ক্রিয়া করে। চোখের পাতার প্রদাহ, পাতাগুলো শুষ্ক ও মামড়িযুক্ত (গ্রাফাই)। শুষ্কতা, মনে হয় যেন চোখ অক্ষিকোটরের তুলনায় বড় হয়ে গেছে। একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। চোখ থেকে জল পড়ে, চোখ দপ্ দপ্ করে। বারবার চোখ মুছতে বাধ্য হয়। বস্তু সমূহ আবছা দেখে। পেশী সংক্রান্তক্ষীণ দৃষ্টি (কষ্টিকাম)। দ্বিত্ব দৃষ্টি, মাথা পিছনের দিকে বাকালে উপশম। চোখের কাচ প্রভরসের (Opacities the vitreous humor) অস্বচ্ছতা। অস্ত্রোপচারের পরে অক্ষিকাচের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত অংশগুলোর শোষন ক্রিয়ার উন্নতি করে।

নাক— শুষ্ক, নাসিকার সর্দি। প্রচুর জলের মত স্রাব এবং হাঁচি। নাসারন্ধ্রে মরিচ লাগান বৎ জ্বালাপোড়া।

মুখগহ্বর— মুখের বাম পার্শ্বের পক্ষাঘাত। মুখে উত্তাপ। মুখের কোনে এবং ওষ্ঠদুটিতে জ্বালাকর ফোস্কা উঠে।

গলগহ্বর— গলগহ্বর ও গলকোষের সর্দিজ প্রদাহ তৎসহ অবদারনবৎ স্বর ভংগ। জ্বালা ও ছড়ে যাওয়ার মত অনুভূতি। মনে হয় যেন ঝিল্লী ঝুলে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

শ্বাসপ্রশ্বাস— স্বরভংগ। কথা বলতে ব্যথা লাগে। কাশতে গেলে পিঠে ফেটে যাবার ন্যায় বেদনা। স্বরযন্ত্রের সর্দি। স্বরলোপ। খকখকে কাশি। বক্ষকোটর সংকীর্ণবোধ হয়। **প্রায়ই হাঁচি হয়ে কাশি নিবৃত্তি হয়।** বুকের মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ (টার্টার এমেটিক)। উপরে উঠতে বুকে চাপবোধ। বায়ুনালীতে সর্দি তৎসহ **বক্ষ প্রাচীরে বেদনা।** যথেষ্ট শ্লেষ্মা সঞ্চয়, বুকে চাপ ও ভারবোধ। বৃদ্ধ ব্যক্তি **দুশ্ছেদ্য প্রচুর শ্লেষ্মা বহুকষ্টে তুলে ফেলতে পারে।** বৃদ্ধদের দুর্বলকর বায়ুনালীপ্রদাহ, তৎসহ পুরাতন মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ অথবা বায়ুস্ফীতি। রক্তসঞ্চয়জনিত বৃদ্ধদের হাপানির পুনরাক্রমন। **ফুসফুস আবরুককে রস সঞ্চয়,** বুকে শোথ (মার্ক, সালফ)। বুকে চাপবোধ, যেন ফুসফুসকে মেরুদণ্ডের দিকে সজোরে আকর্ষন করছে। গলার স্বর এক একবার এক এক রূপ। স্বররজ্জুর আংশিক পক্ষাঘাত।

মূত্রযন্ত্র— মূত্র অত্যন্ত কমে যায়। মূত্রে আঁইশ আঁইশ পদার্থ ও শ্লেষ্মা। মূত্র ত্যাগের পরে এবং পূর্বে জ্বালা পোড়া। পিঠে ফেটে যাবার ন্যায় বেদনা। মূত্রগ্রন্থিস্থানে টেনে ধরার ন্যায় ব্যথা।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি— খোলাবাতাসে বেড়ালে। বিশ্রামকালে। উপশম—ঘাম হলে, মাথা পিছন দিকে বাঁকালে।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—কষ্টিকাম, ফস, স্যাপোনিনি, এমন, ক্যাল্কে, নিপেটা ক্যাটরিয়া ক্যাটানিপ (সর্দি প্রতিরোধ করে, শিশুদের শূলবেদনা, হিষ্টিরিয়া)।

মাত্রা— মাদার টিংচার হতে ৩০ শক্তি প্রযোজ্য।

সেন্না (SENNA)

CASSIA ACUTIFOLIA ক্যাসিয়া একুটিফোলিয়া

শিশুদের শূল বেদনায় যখন উদর **বায়ুপূর্ণবোধ হয়** তখন ঔষধটি খুব উপকারী। মূত্রে অক্সালিক এসিড তৎসহ প্রচুর ইউরিয়া এবং আক্ষেপিক গুরুত্বের বৃদ্ধি। শরীর ভেঙে পড়ছে, অন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা হেতু কোষ্ঠকাঠিণ্য, পেশীর দুর্বলতা এবং দেহে যবক্ষার জন (Nitrogenous Materials) বিশিষ্ট পদার্থের অভাব— এই রূপ অবস্থায় সেন্না টনিক রূপে কাজ করবে। রাত্রে মনে হয় রক্ত ফুটতে থাকে। মূত্রে এসিটোন দেখা যায়। শূল বেদনা ও উদর স্ফীতি সহ অবসাদ, মূর্চ্ছা, ভাব এবং কোষ্ঠকাঠিণ্য।

মল— মলত্যাগের পূর্বে চিমটি কাটার ন্যায় বেদনাসহ পাতলা হরিদ্রাভ মল। সবুজাভ শ্লেষ্মা, কিছুতেই যেন পায়খানা পরিষ্কার হলো না মনে হয় (মার্ক)। মূত্রাশয়ের ক্রিয়াহীণতাসহ **সরলান্ত্রে**

জ্বালা। (কোষ্ঠকাঠিণ্য) তৎসহ শূলবেদনা ও পেট ফাঁপ। লিভার বর্ধিত ও স্পর্শকাতর, মল শক্ত ও কালো তৎসহ ক্ষুধাহীণতা, জিহ্বায় লেপ, বিশ্রী আস্বাদ এবং দুর্বলতা।

মূত্র— মূত্রের আপেক্ষিক। গুরুত্ব ও ঘনত্ববর্ধিত। মূত্রে নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ, অক্সালিক এসিড, ফসফেট এবং এসিটোন।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ক্যালিকার্ব জ্যালাপা। দোষঘ্ন—নাক্স, ক্যামো।

মাত্রা—৩য় হতে ৬ষ্ঠ শক্তি পর্যন্ত ব্যবহার করা উচিত।

সিপিয়া (SEPIA)

কাটলফিস নামক মাছের দেহ হতে নিঃসৃত কালোবর্ণের পদার্থ বিশেষ

এই ঔষধ শিরায় রক্তাধিক্যসহ যকৃত বিধানের উপর বিশেষ কাজ করে। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বাধা হেতু কোষ্টের পক্ষাঘাত এবং ক্লান্তিভাব ও বিষাদ। দুর্বলতা, হলদে বর্ণের চর্ম, জরায়ু প্রভৃতি ঠেলে বের হওয়ার ন্যায় অনুভূতি। বিশেষ করে রমনীদের ক্ষেত্রে কারণ তাদের উপরেই ইহার ক্রিয়া বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। বেদনা পিঠ হতে নিচের দিকে প্রসারিত হয় এবং সে সহজেই শীতার্ত হয়ে উঠে। গর্ভস্রাবের প্রবণতা। রজ নিবৃত্তিকালে উত্তাপের আবেশ ও ঘর্ম নিঃসরণ। লক্ষণগুলোর উপরদিকে উঠার প্রবণতা। সহজেই মূর্চ্ছা যায়। মনে হয় আভ্যন্তরীন যন্ত্রে কি যেন গোলারমত পদার্থ রয়েছে। সিপিয়া শ্যামবর্ণের নারীদের পক্ষে খুব উপযোগী। যাবতীয় বেদনা নিচ হতে উপরদিকে উঠে। জরায়ু সংক্রান্ত রোগের একটি মহা উপকারী ঔষধ। পুরাতন লিভার রোগ এবং জরায়ু রোগগ্রস্ত যক্ষ্মা সম্ভবানারী। গরম ঘরে থাকলে শীতবোধ করে। মাথার উপরে দপদপকর মাথার বেদনা।

মন— অতি ভালবাসার জনের উপরও উদাসীণতা। কাজকর্মে অনিচ্ছা। পরিবারস্থ লোকজনের উপরেও বিরক্তি। (কার্পাসি স্বভার, অতি সহজে অপমানিতবোধ করে। একাকী থাকতে ভয় পায়। অত্যন্ত বিমর্ষ। রোগ লক্ষনগুলোর কথা বলার সময় কেঁদে ফেলে। কৃপন স্বভাব। সন্ধ্যাকালে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। অলস প্রকৃতির।

মাথা— মাথা ঘোরে, মনে হয় মাথার মধ্যে কিছু গড়াচ্ছে। সন্ন্যাস রোগের প্রারম্ভিক লক্ষণাবলী। হুলবিদ্ধবৎ বেদনা—ভিতর হতে বাহির দিকে এবং উর্ধগামী, প্রায়ই বাম পার্শ্বে বা কপালে তৎসহ বমি বমি ভাব এবং বমি। ঘরের ভিতরে অথবা আক্রান্ত পার্শ্বে চেপে শুলে বৃদ্ধি। সম্মুখ ও পিছন দিকে প্রবল ধাক্কায় প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রনা। চুল পড়ে যায়। ব্রহ্মরন্ধ্র খোলা থাকে। চুলের গোড়া স্পর্শকাতর। কপালে চুলের গোড়ায় ফুস্কুড়ি।

নাক— ঘন সবুজ স্রাব। ঘন সর্দি জমে থাকে, মামড়ি পড়ে। নাকের গোড়ায় ঘোড়ার জিনের মত হরিদ্রাবর্ণ দাগ। ক্ষয়কর সর্দি, নাকের পশ্চাৎ হতে সবুজ মামড়ি বের হয়, নাকের গোড়ায় বেদনা। পুরাতন নাসিকার সর্দি, বিশেষত নাসিকার পশ্চাৎ ভাগের ভারী দলাদলা শ্লেষ্মা বের হয়, গলা খেঁকারী দিয়ে উহা মুখের ভিতর দিয়ে বের করতে হয়।

চোখ— পেশী সংক্রান্তক্ষীণ দৃষ্টি। দৃষ্টিপথে কাল কাল দাগ দেখে। দুর্বলকর প্রদাহ, তৎসহ জরায়ু সংক্রান্ত উপদ্রব। সকাল ও সন্ধ্যায় চোখের উপদ্রবগত লক্ষন বৃদ্ধি পায়। চোখের পাতায় অর্বুদ, ভ্রুপতন, চোখের পাতায় উপদহন, অধদেশে শৈরিক রক্তসঞ্চয়।

কান—ঘাড়ের উপর ও কানের পশ্চাতে দাঁদ। বেদনা, যেন উপচর্মে ক্ষত দেখা দিয়েছে। বাহ্যকর্নের স্ফীত ও পীড়কা।

মুখমণ্ডল— স্থানে স্থানে হলদে বর্ণের দাগ। মুখশ্রী বিবর্ণ ও রক্তশূন্য। মুখগহ্বরের চারিদিকে হরিদ্রাবর্ণের গোলাপীবর্ণ বয়ব্রণ। নাকের গোড়ায় ও গণ্ডস্থলে ঘোড়ার জিনের মত পিংগল বর্ণের দাগ।

মুখগহ্বর— জিহ্বা সাদা, লবনাক্ত স্বাদ, দুর্গন্ধযুক্ত। জিহ্বা অপরিষ্কার কিন্তু ঋতুকালে পরিষ্কার হয়ে যায় নিম্ন ওষ্ঠের স্ফীতি ও ফাটা ফাটা। সন্ধ্যা ৬টা হতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত দন্তশূল, শয়নে বৃদ্ধি.

পাকস্থলী—খালি খালিবোধ, উহা আহার করলেও কমে না। (কার্বোনি)। খাদ্যবস্তুর গন্ধ ও দর্শনে বমি ও বমি ভাব। এক পার্শ্বে চেপে শুলে বমি, বমিভাবের বৃদ্ধি। ধূমপানজনিত অগ্নিমান্দ্য। সব কিছুই লবনপোড়াবোধ হয় (কার্বোভেজ, চায়না)। কুক্ষি দেশের উপর দিয়ে চার ইঞ্চি প্রশস্ত একটি বেদনার বন্ধনী রয়েছে— এইরূপ অনুভূতি। **প্রাতকালে আহারের পূর্বে বমি ও বমিভাব।** আহারের পরেও বমন করার প্রবৃত্তি। পাকস্থলীর গহ্বরে জ্বালা। ভিনিগার, অম্লদ্রব্য, চাটনি প্রভৃতি খাবার আকাংক্ষা।

উদর গহ্বর— শিরপীড়াসহ পেট ফাঁপ। লিভারে বেদনা ও টাটানি, ডানপার্শ্বে চেপে শুলে উপশম। তলপেটের উপর অনেক পিংগল বর্ণের দাঁগ। তলপেট ঝুলে পড়ছে মনে হয় এবং সব কিছুই ঠেলে বের হচ্ছে এমন অনুভূতি।

সরলান্ত্র— মঁলদেশে পূর্ণতাবোধ এবং মলত্যাগের সময় রক্ত স্রাব। কোষ্ঠকাঠিণ্য, বৃহৎ, কঠিঁণ— মল। মনে হয় **মলদ্বারে একটি বল রয়েছে।** জোরে কুন্থণ দিতে পারে না। অন্তত কুন্থণ এবং বেদনা উপর দিকে ছুটে যায়। কাল, বাদামীবর্ণ, গোল গোল বলের মত আম জড়িয়ে একত্রে গ্রথিত থাকে। নরম মল হলেও কষ্টে নিঃসারিত হয়। গুহ্যদ্বার নির্গমন (পড়ে)। **গুহ্যদ্বার হতে প্রায় সব সময় রস চুইয়ে পড়ে। শিশুদের উদরাময় এবং জ্বাল দেয়া দুধ খেলেই বৃদ্ধি।** দ্রুত অবসান আসে। গুহ্যদ্বার ও যোনিদ্বার হতে **বেদনা উর্ধদিকে ছুটে যায়।**

মূত্র— মূত্রে লালবালুকনা এবং উহা পাত্রে লেগে যায়। প্রথমে ঘুমের মধ্যে অসাড়ে মূত্রপাত। পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহ। ধীরে ধীরে প্রস্রাব হয় তৎসহ যোনিপীঠের নিচে ঠেলামারা বেদনা।

পুংজনন ইন্দ্রিয়— লিংগ শিথিল। দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম। লালামেহ। রাত্রে মূত্র নালীপথে স্রাব। বেদনা থাকে না। লিংগমুণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা। সংগম ক্রিয়া কষ্টকর।

স্ত্রীজনন ইন্দ্রিয়— বস্তিপ্রদেশস্থ যন্ত্রসমূহ শিথিল। **নিম্নদিকে ঠেলামারা বেদনা যেন সবকিছুই যোনিপথে বের হয়ে পড়বে।** (বেল, ক্রিয়ো, ল্যাক ক্যানি, লিলিয়াম, নেট্রাম কার্ব, পডো), জরায়ু নির্গমন দমন করার জন্য পায়ের উপর পা দিয়ে বসাতে হয় অথবা যোনিকপাট চেপে ধরতে হয়। প্রদর স্রাব—হরিদ্রাবর্ণ, সবুজাভ তৎসহ অত্যন্ত চুলকানিযুক্ত। ঋতুস্রাব **অতি বিলম্বে প্রকাশিত, স্বল্প পরিমান** এবং অনিয়মিত, **অথবা ঋতুস্রাব অগ্রবর্তী** এবং প্রচুর তৎসহ তীব্র চেপে ধরার ন্যায়

বেদনা। যোনিপথের উর্ধদিকে জরায়ু ও নাভিদেশ পর্যন্ত তীব্র খোঁচামারা বেদনা। জরায়ু ও যোনিপথের স্থানচ্যুতি। প্রাতঃকালীন বমি বমি ভাব। যোনিপথ বেদনাযুক্ত বিশেষত সংগমকালে।

শ্বাসপ্রশ্বাস— শুষ্ক ক্লান্তিকর কাশি, মনে হয় যেন, পাকস্থলী হতে উত্থিত হচ্ছে। কাশিতে পচা ডিমের গন্ধ। সকাল ও সন্ধ্যায় বুকে চাপবোধ। শ্বাসকষ্ট, নিদ্রার পর বৃদ্ধি, দ্রুত সঞ্চালনে উপশম। প্রাতকালে কাশি, তাতে প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে, স্বাদ লবনাক্ত (ফস, এম্বা)। ফুসফুস আবরকে রসসঞ্চয় এবং উহার তলানি ফুসফুস আবরকের মধ্যে জমে থাকে। হুপিং কাশি কিছুতেই সারতে চায় না। স্বরযন্ত্র ও বুক সুড় সুড় করে কাশির উদ্রেক হয়।

হৃদপিণ্ড— প্রবল, সবিরাম বুক ধড়ফড়ানি। সমস্ত ধমনীতে স্পন্দন। উত্তাপের ঝলকার সহিত কম্পনের অনুভূতি।

পৃষ্ঠদেশ— পিঠের নিম্নাংশে দুর্বলতা। বেদনা পিঠের ভিতরে প্রসারিত হয়। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে শীতলতা।

অংগ-প্রত্যংগ—নিম্নাংগ খঞ্জবৎ এবং শক্ত, টান টান ভাব যেন ঐগুলো ছোট হয়ে গেছে। ভারবোধও থেৎলানোবৎ বেদনার অনুভব। সকল অংগ প্রত্যংগ অস্থির। দিবারাত্র স্পন্দন ও ঝাঁকুনি। গোড়ালিতে বেদনা। জানু ও পা দুটি ঠাণ্ডাবোধ।

জ্বর— পুনঃ পুনঃ উত্তাপের ঝলকা, সামান্য সঞ্চালনে ঘাম। সাধারণভাবে দেহে উত্তাপের অভাব। পা দুটি ভিজা ভিজা ও ঠাণ্ডা। পিপাসার সহিত কম্পন। সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি।

চর্ম— বিভিন্ন স্থানে গোলাকার দাঁদ চুলকানি, চুলকালে কমে না। জানু ও কনুইয়ের ভাজে বেশী। বুসিকা (Chloasma) অর্থাৎ প্রসবের মুখে এক প্রকার দাগ। চোখের উপর, নাসিকা ও মুখের চারিদিকে দাঁদের মত উদ্ভেদ। প্রতিবছর বসন্তকালে দাঁদের মত পীড়কা জন্মে। শীত পিণ্ড, খোলাবাতাসে গেলে প্রকাশ পায়, গরম ঘরে উপশমবোধ করে। অতি ঘর্ম ও দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম। পদঘর্ম, পায়ের আংগুলে অধিক অসহ্য দুর্গন্ধ। যুবতীগনের মাস্তে রোগ্ (Lentigo)। মীনবক্কিকা (Ichthyosis) তৎসহ চর্মে দুর্গন্ধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি—দুপুরের পূর্বে ও সন্ধ্যাকালে, ধৌত করলে, কাপড় কাচলে, ভিজা স্থানে বাম পার্শ্বে, ঘামের পরে, ঠাণ্ডাবাতাসে, ঝড়বৃষ্টির পূর্বে। উপশম—ব্যায়ামে, চাপে, বিছানার গরমে। উষ্ণ কিছু লাগলে, পা গুটিয়ে বসলে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে, ঘুমের পরে।

সম্বন্ধ— অনুপূরক— নেট্রাম মিউর, ফস, নাক্স—সিপিয়ার ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। অনেক ক্ষেত্রে সিপিয়ার পরে গুয়াইকাম উপযোগী। পূর্বে বা পরে খাটে না—ল্যাকে, পালস। তুলনীয়—লিলিয়াম, মিউরেক্স, সাইলি, সালফ, এস্পেরুলা—ন্যাসেন্ট অক্সিজেন—পরিশ্রুত জলে অক্সিজেন গ্যাস চালিয়ে প্রস্তুত করা হয় (যুবতীদের প্রদরস্রাব এবং জরায়ুর সর্দি), অজোনাম (ত্রিকাস্থির বেদনা, বস্তি ও মূলাধারের ভিতর দিয়ে ক্লান্তি অনুভব), ডির্কটেম্নাস—বার্নিংবুস (প্রসব বেদনা শান্ত করে, অতিস্রাব, প্রদর স্রাব, কোষ্ঠকাঠিণ্য এবং স্বপ্ন সঞ্চালন), লেপে থাম (প্রদর স্রাব, তৎসহ সংকোচন, জরায়ুতে ঠেলামারা বেদনা ও মূত্র গ্রন্থিতে যন্ত্রনা)।

মাত্রা— ১২শঃ ৩০শ এবং ২০০ তম শক্তি প্রযোজ্য। অতি নিম্ন শক্তি অথবা পুন পুন প্রয়োগ করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে ডাঃ জোসেট তার অভিজ্ঞতা হতে বলেন যে, অধিক মাত্রায় কিছুকাল যাবৎ ব্যবহার করা উচিত, দিনে 1x শক্তি ২ বার প্রয়োগ।

সিরাম এ্যাংগুইলার ইকথিয়োটক্সিণ
(SERUM ANGUILLAR ICHTHYOTOXIN)

ECL SERUM **এলসিরাম**

এলের সিরাম রক্ত কনিকাগুলোকে ধবংস করে রক্তের উপরে বিষাক্ত ক্রিয়া করে। মূত্রে অণ্ডলালা ও পাথুরী উপাদান, মূত্রে হিমোগ্লোবিন, দীর্ঘকাল স্থায়ী মূত্ররোধ (২৪/২৬ ঘন্টা), অধিকন্তু মৃতদেহ পরীক্ষার ফল হতে বুঝা যায় যে, মূত্রগ্রন্থির উপর ইহার যথেষ্টক্রিয়া আছে। গৌনভাবে ইহা লিভার ও হৃদযন্ত্রকে আক্রমণ করে এবং যে পরিবর্তনসমূহ ঘটে তা প্রায়ই সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

এই সব তথ্য সত্য হলে এলসিরামের আরোগ্যকর লক্ষণাবলী সহজেই অনুমান করা যায়। ঠাণ্ডা বা রোগ সংক্রামণ বা মদ্যাদি পান হেতু মূত্রগ্রন্থি ভীষনভাবে আক্রান্ত হলে এবং স্বল্পমূত্র, মূত্রনাশ এবং অণ্ডলালা মূত্র দেখা দিলে, **এল সিরাম মূত্রকষ্ট সংশোধন করতে এবং মূত্র হতে অণ্ডলালা দূর করতে বিশেষ ফলপ্রদ**। হৃদরোগে যখন সুস্থ মূত্রগ্রন্থি হঠাৎ আক্রান্ত হয় এবং উহার ক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং যখন হৃদক্রিয়ার অনিয়ম অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং হৃদধমনীর আকুঞ্চন প্রসারণে বাধা পড়ে তখন এলসিরাম দ্বারা উত্তম ফল আশা করা যায়। কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে এই ঔষধ নির্বাচন সহজ কাজ নয়। ডিজিটেলিসের তিনটি বিশেষ লক্ষণ—**ধমনী সমূহের অতিপ্রসারণ, মূত্রাল্পতা এবং শোথ** কিন্তু এল সিরামেরবোধ হয় **ধমনী সমূহের অতি প্রসারণ এবং মূত্রাল্পতার পক্ষে উৎকৃষ্টতর ঔষধ লক্ষন রয়েছে, অবশ্যি যদি শোথ লক্ষন না থাকে।** আমাদের মনে রাখা উচিত যে এলসিরামের প্রধান ক্রিয়া মূত্রগ্রন্থির উপর, সুতরাং আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি যে, ডিজিটেলিস হৃদযন্ত্রের রোগের ঔষধ এবং এলসিরাম মূত্রগ্রন্থির রোগের ঔষধ। রোগী দেহে প্রয়োগের পর যে সকল তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তা হতে মনে করা যায় যে, ইহাই ঔষধ দুটির পার্থক্য। হৃদ ধমনীর সংকোচন প্রসারণ সম্বন্ধীয় রোগে এল সিরাম দ্বারা কোনই উপকার পাওয়া যায় নাই কিন্তু হৃদপিণ্ড সংক্রান্ত মূত্রবিকারে ইহা যথেষ্ট ফলপ্রদ হয়েছে। যে সকল ক্ষেত্রে ডিজিটেলিস ব্যর্থ হয়েছে সেখানে ইহা মূত্রাবরোধ দূর করে প্রভূত মূত্রস্রাব সৃষ্টি করে। তরুণ **মূত্রগ্রন্থির প্রদাহে ইহাকে অব্যর্থ বলে মনে করা যায়** (ডাঃ জোসেট)।

অনুগ্র মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ (Subacute nephritis)। হৃদকপাটিকার ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা হেতু হৃদযন্ত্রের রোগ এবং হৃদযন্ত্রের সংকোচন প্রসারণে অনিয়ম অবস্থা। ডাঃ জোসেটের পরীক্ষায় যথেষ্ট রূপে প্রমানিত হয়েছে যে, ইহা রক্তমূত্র, অণ্ডলালামূত্র এবং স্বল্পমূত্র রোগের লক্ষণসৃষ্টি করে। তরুণ মূত্রগ্রন্থি প্রদাহে মূত্রবিকার সম্ভাবনা দেখা দিলে আমরা এই ঔষধকে স্মরণ করব। হৃদযন্ত্রের যান্ত্রিক ক্রিয়ার বিশৃংখলাজনিত রোগে ইহা যথেষ্ট উপকারী। মাইট্রাল কপাটিকার অসম্পূর্ণ ক্রিয়া, হৃদযন্ত্রের সংকোচন প্রসারন ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা তৎসহ শোথ লক্ষণ থাক বা না থাক, শ্বাসকষ্ট এবং কষ্টকর মূত্র নিঃসরণ।

সম্বন্ধ— এলসিরাম এবং ভাইপেরা সর্প বিষের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। তুলনীয়— পেলিয়াস, ল্যাকেসিস।

মাত্রা— গ্লিসারিন অথবা পরিশ্রুত জলে ইহার আমগুলো প্রস্তুত করা যায়। হৃদরোগ। 1x হতে 3rd. শক্তি। হঠাৎ মূত্রগ্রন্থির রোগ দেখা দিলে উচ্চতর শক্তি ব্যবহার করা উচিত।

সাইলেসিয়া (SILICEA)

SILICA, PURE FLINT — **সিলিকা (বালুকা), ফ্লিন্ট পাথর**

খাদ্যবস্তুর অসম্পূর্ণ পরিপাকক্রিয়া এবং এই জন্য পুষ্টির অভাব কিন্তু ইহার ক্রিয়া আরো সুদূর প্রসারী;— আনুষংগিকভাবে ইহা স্নায়ুসমূহের দুর্বলকার অবস্থার সৃষ্টি করে, স্নায়বিক উত্তেজনার অত্যনুভূতি এবং প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার বৃদ্ধি সাধন করে। অস্থিপীড়াসমূহ, অস্থিক্ষত, অস্থিনাশ। সাইলেসিয়া দেহযন্ত্রকে উত্তেজিত করে সৌত্রিক পদার্থ এবং বিক্ষত টিসু সমূহকে পূণশোষন করতে পারে। যক্ষ্মারোগে সাইলেসিয়া বিশেষ সাবধানে প্রয়োগ করতে হয়;কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে বিক্ষত টিসুসমুহশোষিত হয়ে আবদ্ধ রোগমুক্ত হতে পারে এবং নূতন করে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠতে পারে (জে, ওয়ের)। যান্ত্রিক পরিবর্তন। সাইলেসিয়া গভীর ক্রিয়াশীল কিন্তু ইহার ক্রিয়া ধীরগতি সম্পন্ন। নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত রোগসমূহ, ফোঁড়া, গলক্ষত, শিরপীড়া, আক্ষেপ, মৃগী—রোগ আক্রমনের পূর্বে শীতলতাবোধ। সৌত্রিক অর্বুদ। গণ্ডমালা ও অস্থি বিকৃতিযুক্ত শিশু—শিশুর মাথাটি বড়, ব্রহ্মরন্ধ্র খোলা সন্ধির জোরগুলো ঢিলা ঢিলা, পেটটি বড়, হাঁটা শিখতে বিলম্ব হয়। টিকা দেয়ার কুফলসমূহ, পুঁজসঞ্চয়। সাইলেসিয়া সর্বপ্রকার নালীক্ষতে উপযোগী। ইহার পুঁজ সৃষ্টিকারক বলে ফোঁড়া পাকিয়ে দেয়। সাইলেসিয়া রোগী শীতল;শীতার্ত, আগুন পোহাতে চায়, যথেষ্ট গরম কাপড় চায়, বায়ু পছন্দ করে না, তার হাত পা ঠাণ্ডা, শীতকালের অবস্থার বৃদ্ধি হয়। দেহে জৈবতাপের অভাব। দেহ ও মনের অবসন্নতা। ঠাণ্ডা আদৌ সহ্য করতে পারে না। **মদ-ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থ সহ্য করতে পারে না।** পুঁজ সঞ্চয় সহ যে কোন রোগ। মৃগীরোগ। নৈতিক ও দৈহিক **সাহসের অভাব।**

মন— অপরের বশ্যতা স্বীকার করে; **দুর্বল চিত্ত, উদ্বিগ্ন।** স্নায়ুবিক প্রকৃতি এবং উত্তেজনা প্রবণ। সব কিছুতেই ভাব প্রবণতা। মস্তিষ্কের জড়তা। অবাধ্য, গোয়ার প্রকৃতির শিশু। অন্যমনস্ক। কোন ধারনা জন্মিলে তা দুর হয় না। সর্বদা আলপিন সম্বন্ধে ভাবে; উহাকে ভয় করে, আলপিন খোঁজে এবং গুনে দেখে।

মাথা— উপবাস করলে মাথা ঘোরে। উপর দিকে তাকালে মাথা ঘোরে। **গরম কাপড় জড়ালে উদশম; বাম পার্শ্বে শয়নে উপশম** (ম্যাগ মিউর, ষ্ট্রিন্সিয়া), **মাথায় প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম** এবং উহা গ্রীবা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। শিরপীড়া, মাথার পশচাতে আরম্ভ হয়ে মাথার উপর দিয়ে চোখের উপরে স্থির হয়। ভ্রুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান স্ফীত।

চোখ— চোখের কোনদ্বয় আক্রান্ত। **অশ্রুপ্রনালী স্ফীত।** আলোক অসহ্য বিশেষত দিবালোকে, আলোকে চোখ ঝলসায়, চোখের ভিতর দিয়ে তীব্র বেদনা দেখা দেয়। চোখ স্পর্শকাতর। চোখ বুঁজলে বেদনার বৃদ্ধি। দৃষ্টি শক্তি গোলমেলে, পড়ার সময় অক্ষরগুলো জড়িয়ে যায়। চোখে অঞ্জনিকা, উপতারার প্রদাহ, চোখের কৃষ্ণপটল প্রদাহ তৎসহ অভ্যন্তর প্রদেশে পুঁজ সঞ্চয়। কনীণিকায় রন্ধ্র হওয়া অথবা বিগলিত ক্ষত। আঘাত লাগার পর কনীণিকায় ফোঁড়া। অফিস

কর্মচারীদের ছানি রোগ। কনীণিকার প্রদাহ বা ক্ষত হওয়ার পরবর্তী ফল। ইহা দ্বারা অস্বচ্ছতা দূর হয়। ৩০শ শক্তি কয়েক মাস ধরে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

কান— দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব। কর্নরন্ধ্রের পার্শ্বস্থ অস্থিতে ক্ষত। কানে বন্দুক ছোড়ার ন্যায় **শব্দ**। গোলমাল অসহ্যবোধ হয়। **কানে গর্জনবৎ শব্দ।**

নাক— নাকের ডগায় চুলকানি। নাকে শুষ্ক ও শক্ত মামড়ি জন্মে, **উহা ছাড়াতে গেলে রক্ত পড়ে।** নাকের অস্থিতে স্পর্শকাতরতা। প্রাতকালে হাঁচি। নাক অবরুদ্ধ থাকে, ঘ্রান শক্তি লোপ। নাসিকার মধ্যস্থিতে কোমলাস্থি ছিদ্র হয়ে পড়ে।

মুখমণ্ডল— ওষ্ঠ দ্বয় ফাটে। চিবুকে পীড়কা জন্মে। মুখের স্নায়ুশূল, দপ্ দপ্ করে, ছিন্ন করে বেদনা। মুখমণ্ডল লালা, ঠাণ্ডা স্যাঁৎ সেঁতে আবহাওয়ায় বৃদ্ধি।

মুখগহ্বর—মনে হয় যেন, জিহ্বায় একগাছি চুল রয়েছে। মাড়িতে শীত। বাতাস অসহ্যবোধ হয়। মাড়িতে ফোঁড়া। দন্তমূলে ফোঁড়া। পায়েরিয়া (মার্ককর)। শীতল জল সহ্য করতে পারে না।

গলগহ্বর— সাময়ির গলক্ষত;। **টনসিলে পিন দিয়ে খোঁচানোর ন্যায় ব্যথা।** গলার মধ্যে সর্দি বসে যায়। কর্নমূল গ্রন্থি স্ফীত (বেল, রাস, ক্যাল্কে), কোন কিছু গিলতে গেলে হুল ফুটানো ব্যথা। গ্রীবা গ্রন্থি স্ফীত, কঠিন ও শীতল।

পাকস্থলী— মিষ্টি ও গরম খাদ্য পছন্দ করে না। খাদ্য গেলার সময় সহজেই উহা নাসিকার পশ্চাৎরন্ধ্রে প্রবেশ করে। **ক্ষুধার** অভাব, অত্যন্ত পিপাসা। আহারের পর অম্ল উদগার (সিপিয়া, ক্যাল্কে)। পাকস্থলীতে চাপ দিলে বেদনা। জলপানের পর বমন (আর্স, ভিরেট)।

উদর গহ্বর— উদরে বেদনা অথবা বেদনাদায়ক শীতলতার অনুভূতি, বাহ্যিক উত্তাপে উপশম। উদর শক্ত ও স্ফীত। শূলবেদনা, কেটে ফেলার ন্যায় ব্যথা, তৎসহ কোষ্ঠকাঠিণ্য। হাতদুটি হলদে বর্ণের, নখগুলো নীলবর্ণ। উদর মধ্যে গড় গড় শব্দ। কুচকি গ্রন্থি স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত। লিভার স্ফোটক।

সরলান্ত্র— পক্ষাঘাতের ন্যায় অবস্থা। **ভগন্দর** (বার্বে, ল্যাকে, গুহ্যদ্বার ফাটা এবং অর্শবলি, **উহাতে বেদনা ও গুহ্যদ্বার পেশীর আক্ষেপ। মল অতিকষ্টে নির্গত হয়, খানিকটা বের হয়ে আবার ভিতরে ঢুকে যায়।** অতীব কুন্থণ, গুহ্যদ্বারে হুল ফোটার ন্যায় ব্যথা, মলদ্বার সংকুচিত হয়ে থাকে। মল দীর্ঘকাল সরলান্ত্রে জমে থাকে। **ঋতুস্রাবের পূর্বে ও ঋতুকালে সর্বদাই কোষ্ঠকাঠিণ্যভাব দেখা যায় তৎসহ মলদ্বার পেশীর উপদাহ।** অতি, বিশ্রী গন্ধযুক্ত উদরাময়।

মূত্রযন্ত্র— রক্তাক্ত মূত্র, অসাড়ে নির্গত। মূত্রে লাল অথবা হলদে তলানি। মলত্যাগকালে কুন্থণ দিলে প্রষ্টেটিক গ্রাণ্ড নিঃসৃত পিচ্ছিল তরল পদার্থ নির্গত হয়। ক্রিমিরোগগ্রস্ত শিশুদের রাত্রিকালে অসাড়ে মূত্রপাত।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— জনন ইন্দ্রিয়ে জ্বালা ও টাটানি তৎসহ উরুদেশের অভ্যন্তরভাগে পীড়কা জন্মে। পুরাতন গনোরিয়া তৎসহ ঘন দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব। অণ্ডকোষ বৃদ্ধি। রাতিজ উত্তেজনা স্বপ্নদোষ, কোরণ্ড।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়—দুধের মত (ক্যাল্ক, পালস) তীব্র কটু গুন সম্পন্ন শ্বেত প্রদর স্রাব। প্রস্রাবকালে প্রদর স্রাব। **ভগদেশ ও যোনিতে চুলকানি,** অত্যন্ত স্পর্শাধিক্য। দুই ঋতুর মধ্যবর্তীকালে রক্তস্রাব।

রজস্রাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত তৎসহ মাঝে মাঝে **সর্বাংগে বরফের ন্যায় শীতল হয়ে উঠে।** স্তনের বোঁটায় অতি জ্বালাপোড়া, সহজে ক্ষত জন্মে, স্তনের বোঁটা ভিতরে ঢুকে যায়। স্তনে নালীখা (ফস)। ভগৌষ্টস্থানে ফোঁড়া। শিশুকে স্তন্যদান কালে যৌনি হতে রক্তস্রাব। যোনিতে অর্বুদ (লাইকো, পালস, রডোডেন্ড্রন), স্তনের উপর কঠিন মাংস পিণ্ড (কোনিয়াম)।

শ্বাস প্রশ্বাস— সর্দি কিছুতেই সারে না, নিঃসৃত শ্লেষ্মা পুঁজময় ও প্রচুর। নিউমোনিয়ার পর রোগী ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে। কাশি ও গলবেদনা। কাশিতে ছোট ছোট দানার মত গুলি বের হয়, উহা ভাঙলে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বের হয়। দিনের বেলার কাশিতে রক্তাক্ত বা পুঁজময় শ্লেষ্মা উঠে। বুকের ভিতর দিয়ে পিঠ পর্যন্ত খোঁচামারা বেদনা। **শোবার সময় প্রবল কাশি তৎসহ ঘন হলদে বর্ণের দলাদলা শ্লেষ্মা স্রাব।** শ্লেষ্মা পেকে পুঁজের মত আকার ধারন করে (ব্যালকামপেরু)।

পৃষ্ঠদেশ— মেরুদণ্ড দুর্বল, পিঠে বায়ু প্রবাহ অসহ্যবোধ হয়। মেরুদণ্ডের সর্বনিম্ন অস্থিতে বেদনা। মেরুদণ্ডে আঘাত লাগা হেতু মেরুদণ্ডের উপদাহ। মেরুদণ্ডের অস্থিরপীড়া। মেরুদণ্ডের যক্ষ্মারোগ।

ঘুম—**স্বপ্নে সঞ্চারণ।** ঘুমের মধ্যে উঠে পড়ে। নিদ্রাহীণতা তৎসহ মাথায় প্রবল রক্ত এবং উত্তাপের উচ্ছ্বাস। ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে চমকে উঠে। উৎকন্ঠাপূর্ণ স্বপ্ন। অত্যন্ত হাইতোলা।

অংগ প্রত্যংগ— সায়েটিকা;নিতম্ব, জানু এবং পা দুটির ভিতর দিয়ে বেদনা। পায়ের ডিম এবং পদতলে খিলধরা। পায়ের শক্তিহীণতা। কাজ করার সময় হাত কাঁপতে থাকে। সম্মুখবাহুর পক্ষাঘাতের দুর্বলতা। নখসমূহের পীড়া, বিশেষত, যদি নখের উপর সাদা সাদা দাগ থাকে। পায়ের আংগুলের নখকুনি। **পা দুটি বরফের মত ঠাণ্ডা ও ঘর্মসিক্ত, যে অংশে চেপে শোয়, তা অসাড়বোধ হয়।** বগল, হাত ও পায়ে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম হয়। যেন, আংগুলের ডগায় পুঁজ সৃষ্টি হয়েছে। আংগুলহাড়া। হাঁটুতে বেদনা—যেন উহা কষে বাঁধা হয়েছে। পায়ের ডিম কঠিন ও সংকুচিত। পায়ের আংগুলগুলোর নীচে বেদনা। পদতলে বেদনা (রুটা)। **গোড়ালির উপর ভর দিয়ে চলতে পায়ে ব্যথা লাগে। পুঁজ সঞ্চয় হয়।**

চর্ম— আংগুলহাড়া, ফোঁড়া, ছোট আকারের ফোঁড়া, নালী ঘা। চর্ম কোমল, সাদাটে, মোমের মত। আংগুলের অগ্রভাগ ফাটা ফাটা। গ্রন্থিসমূহ স্ফীত ও বেদনাত। গোলাপীবর্ণের দাগ। ক্ষতচিহ্ন হঠাৎ বেদনাপূর্ণ হয়ে উঠে। পুঁজ দুর্গন্ধযুক্ত। **শারীরবিধানের কোনতন্তুতে কিছু বিদ্ধ হয়ে হয়ে থাকলে সাইলেসিয়া উহা বের করে দেয়।** সামান্য আঘাতে পেঁকে উঠে। দীর্ঘকাল ব্যাপী পুঁজ ও নালীখা। আংগুলের ডগার শুষ্কতা। উদ্ভেদগুলো কেবলমাত্র দিনে ও সন্ধ্যায় চুলকায়। **নখগুলো বিকৃত।** কঠিন অর্বুদ, গ্রন্থিস্থানে ফোঁড়া, টিকারকুফল, কোষগর্ভঅর্বুদ, কুষ্ঠ, উচ্চ গুটিকা, তাম্রবর্ণ দাগ, কোর্মগুটি (Keloid growths)।

জ্বর— শীত শীত বোধ;ঠাণ্ডা বাতাস অসহ্যবোধ। সারা দেহ সুড় সুড় করে, কাঁপে, নিম্নাংগ শীতল, গরম ঘরের মধ্যেও শীতভাব দূর হয় না। রাত্রিকালীণ ঘাম, ভোরের দিকে বৃদ্ধি। রোগাক্রান্ত স্থানসমূহ ঠাণ্ডাবোধ হয়।

সম্বন্ধ— অনুপূরক—থুজা, সেনিকিউলা, পালস, ফ্লোরিক এসিড। মার্কুরিয়াস ও সাইলিসিয়া একের পর অন্যাটি খাটে না। তুলনীয়—ব্লাকগাম পাউডার 3x স্ফোটক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া, কার্বাংকল— আক্রান্ত অংগ বেগুনীবর্ণ। যে সকল ক্ষত আরোগ্য হতে চায় না। অপরিষ্কার খাদ্য বা পানীয় হতে রোগ উপদ্রব (ক্লার্ক), হিপার, ক্যালিফস, পিক্রিক এসিড, ক্যালকে, ফস, টেবাসির, নেট্রাম সেলিকাম (অর্বুদ, রক্ত জমাট না বাঁধা, সন্ধি প্রদাহ। মাত্রা ৩ ফোঁটা প্রত্যহ ৩বার দুধের সাহিত্য। ফেরাম সায়ানেটাম (মৃগী, স্নায়ুরোগ তৎসহ দুর্বলতা ও উত্তেজনা প্রবণতা, অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা, বিশেষত সাময়িক প্রকৃতির) সিলিকা মেরিনা—সমুদ্রের বালি (সিলিকা ও নেট্রাম মিউরের লক্ষণাবলী। গ্রন্থিসমূহের প্রদাহ এবং পুঁজ উৎপত্তি। কোষ্ঠকাঠিণ্য। মাত্রা 3x শক্তি, কিছুদিন যাবৎ ব্যবহার করা উচিত), ভিরেট্রাম—ক্রাউন গ্যাস (মেরুদণ্ডের যক্ষ্মারোগ, সাইলেসিয়ার পূর্বে প্রযোজ্য। অস্থিবিনাশ, পাতলা জলের মত দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, অত্যন্ত বেদনা। সূক্ষ্ম চূর্ণ অথবা ঘসে ঘসে বের করা বিচূর্ণ প্রযোজ্য)। এবাণ্ডো ডোনাক্স (নিষ্ক্রামক ও জনণ যন্ত্রের উপর ক্রিয়া। পুঁজ সৃষ্টি বিশেষ করে পুরাতন রোগে (পুঁজ সৃষ্টি)। যেখানে ক্ষত নালীর আকার ধারন করে, বিশেষ করে দীর্ঘাস্থির ক্ষত। বুকে;উধাংগে এবং কানের পার্শ্বে চুলকানিযুক্ত উদ্ভেদ।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি—অমাবস্যায়, প্রাতকালে, স্নানে, ঋতুস্রাবকালে, অনাবৃত হলে, শয়নে, স্যাঁৎসেঁতে স্থানে, বামপার্শ্বে চেপে শুলে, ঠাণ্ডায়। উপশম—উত্তাপে, মাথা জড়িয়ে বাঁধলে, গ্রীষ্মকালে, ভিজা বা আর্দ্র আবহাওয়ায়।

মাত্রা— ৬ষ্ঠ হতে ৩০শ পর্যন্ত প্রযোজ্য। ২০০ তম ও উচ্চতর শক্তি নিশ্চিতভাবে কার্যকরী। মারাত্মক রোগে নিম্নতর শক্তির ঔষধ অনেক সময় প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সিলফিয়াম (SILPHIUM)

ROSIN WEED **রোজিন উইড**

ঔষধটি বিভিন্ন প্রকার হাঁপানি ও পুরাতন ব্রংকাইটিস রোগের উপযোগী। মূত্রাশয়ের সর্দি। সর্দিজ ইনফ্লুয়েঞ্জা। আমাশয়, আক্রমণের পূর্বে কঠিন মলের সহিত আম জড়ান থাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাস— কাশির সহিত প্রচুর, দড়ির মত, ফেনাযুক্ত, হালকা বর্ণের গয়ের উঠে। বুকের মধ্যে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে এইরূপ অনুভূতির সংগে কাশির উদ্রেক হয়, বাতাস লাগলে বৃদ্ধি। ফুসফুসে সংকোচনবোধ। প্রচুর দড়ির মত শ্লেষ্মা নিঃসরণসহ সর্দি। হক্ হক্ করে গলা খেঁকারী দেয়ার প্রবৃত্তি। নাকের পশ্চাৎরন্ধ্রের। ভ্রুদেশে সংকোচনসহ নাসাপথের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হয়।

সম্বন্ধ— তুলনীয়— এরাপিয়া, কোপেইভা, টেরিবিস্থ, কিউবের, স্যাম্বুকাস। সিলফিয়ান সিরিনেইকাম (ফুসফুসের যক্ষ্মা তৎসহ অবিরত কাশি;প্রচুর নিশাঘর্ম, শীর্ণতা প্রভৃতি), পলিগোনাম এভিকিউলার (মাদার টিংচার স্থুল মাত্রায় প্রয়োগ করে যক্ষ্মারোগে উপকার পাওয়া গেছে), স্যালাভিয়া (খক খকে কাশি), এরাম ড্রেকন্টিয়াম রাত্রে শয়িত অবস্থায় ঢিলা কাশি), জাষ্টিসিয়া আঢাটোডা (বায়ুনালীর সর্দি, স্বরভংগ ও অনুভবাধিক্য)।

মাত্রা— ৩য়শক্তি প্রযোজ্য। অনেকে নিম্নশক্তির বিচূর্ণ ব্যবহার পছন্দ করেন।

সিনাপিসনায়েগ্রা-ব্রাসিকা নায়েগ্রা
(SINAPIS NIGRA–BRASSICA NIGRA)

BLACK MUSTAROL **কালো সরিষা**

ঔষধটি হে ফিভার (Hay fever), সর্দি ও গলকোষ প্রদাহে উপযোগী। নাসারন্ধ্রএবং গলকোষ শুষ্ক তৎসহ ঘন, দলা দলা নিঃস্রাব। গুটি বসন্ত (small pox)

মস্তক— মস্তক ত্বক উষ্ণ ও চুলকাণিযুক্ত। উপর ওষ্ঠ ও কপালের উপরি ঘাম। জিহ্বায় ফোস্কার মত বোধ হয়।

নাক— পশ্চাৎরন্ধ্র হতে নিঃসৃত শ্লেষ্মা ঠাণ্ডাবোধ হয়। অল্প, ক্ষয়কর স্রাব। সারাদিন অথবা বৈকালে এবং সন্ধ্যাকালে বাম নাসারন্ধ্র আবদ্ধ থাকে। নাসারন্ধ্র শুষ্ক, তৎসহ অশ্রুস্রাব, হাঁচি খক খকে কাশি; শয়নে উপশম। নাসারন্ধ্র পর্যায়ক্রমে বন্ধ থাকে। নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তর ভাগ শুষ্ক।

শ্বাস প্রশ্বাস— শয়নে কাশির উপশম।

গলগহ্বর— হেজে যাবার ন্যায় বোধ, উষ্ণ, প্রদাহিত। হাঁপানির ন্যায় শ্বাসক্রিয়া। উচ্চ শব্দে কাশির আবেশ তৎসহ নিঃশ্বাস গ্রহণে কুকুরের ডাকের মত ঘেউ ঘেউ শব্দ।

পাকস্থলী— দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস, পেঁয়াজের মত গন্ধ। (এসাফ, আরমোরা), পাকস্থলীতে জ্বালা, উহা উদর উর্ধ, গলনালী ও মুখগহ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মুখের ভিতরে ছোট ছোট ক্ষতে পূর্ণ। উষ্ণ, অম্ল, উদগার, শূলবেদনা, সম্মুখদিকে অবনত হলে বেদনা, সোজা হয়ে বসলে উপশম। ঘাম, বমির ইচ্ছা দেখা দিলে উপশম।

মূত্র— মূত্রাশয়ে বেদনা। দিনরাত পুনঃ পুনঃ প্রচুর মূত্রপাত।

পৃষ্ঠদেশ— পঞ্জরাস্থি ও কটিদেশে বাত বেদনা। পিঠে এবং নিতম্বে বেদনা হেতু নিদ্রাহীণতা।

সম্বন্ধ— তুলনীয় সালফার, ক্যাপসিকাম, কলেসিনথ, সিনাপিস এল্বা শ্বেত সরিষা (গল লক্ষণগুলো প্রধান বিশেষত চাপবোধ ও জ্বালা তৎসহ অন্ননালীতে অবরোধ, বুকের সর্বোচ্চপাঁজরায় পশ্চাতে অন্ননালীর মধ্যে দলার মত কি রয়েছে এমন অনুভূতি তৎসহ প্রচুর উদগার। সরলান্ত্রেও তদ্রূপ অনুভূতি)। সরিষার তেল, শুকতে দিলে পঞ্চম স্নায়ুযুগলের শেষস্থ অনুভাবক স্নায়ুর উপর ক্রিয়া করে। মধ্যকর্ণে বেদনা হলে এবং নাক, নাকের গহ্বর ও তালু পার্শ্বস্থ গ্রন্থির (Tonsil) বেদনান্বিত অবস্থার উপশম করে।

মাত্রা—৩য় শক্তি প্রযোজ্য।

স্কেটল (SKATOL)

পচনের শেষ অবস্থায় উপনীত প্রোটীন জাতীয় পদার্থ, ইহা মানুষের বিষ্ঠার একটি উপাদান।

মুখ মণ্ডলে ব্রণ যা অন্তবিষহতে সৃষ্ট, অন্ত্রমধ্যে পচন অবস্থা হতে সৃষ্টি হয়। পাকস্থলী, উদর সংক্রান্ত উপসর্গসমূহ এবং মস্তকের সম্মুখভাগের শিরপীড়া। আলস্যের সংগে উচ্চাকাংক্ষার অভাব। অভিশাপ দেয়া ও শপথ করার প্রবৃত্তি।

মন—মনোসংযোগের অভাব। পড়াশোনা করতে পারে না। হতাশ, লোক সংসর্গে থাকতে চায়। উত্তেজনা প্রবল। সকলকেই হীন জ্ঞান করে।

মাথা— মস্তকের সম্মুখ দিকে শিরপীড়া, বাম চোখের উপরে এবং সন্ধ্যাকালে অধিক। অল্প ঘুমে ব্যথার উপশম হয়।

পাকাশয়িক— জিহ্বায় ময়লার প্রলেপ, বিশ্রী আস্বাদ। যাবতীয় শস্য জাতীয় খাদ্যে লবনাক্তবোধ হয়। উদগার, ক্ষুধা বর্ধিত। পাতলা, হলুদ, হলুদ বর্ণ, সরু দুর্গন্ধময় মল। আন্ত্রিক ক্রিয়াহীণতা হেতু অগ্নিমান্দ্য।

মূত্র— পুনঃ পুনঃ অল্প, জ্বালাকর, কষ্টে নিঃসৃত মূত্র।

নিদ্রা— ঘুমানোর ইচ্ছা খুব বেশী। অস্বাস্থ্যবোধসহ জেগে উঠা। অর্ধনিদ্রার ভাব।

সম্বন্ধ— তুলনীয় ইণ্ডোল, ব্যাপ্টি, সালফার।

মাত্রা— ৬ষ্ঠ শক্তি প্রযোজ্য।

স্কুকাম-চাক (SKOOKUM CHUCK)

চাক — জল এবং স্কুকাম — ষ্ট্রং (ওয়াশে স্পোকেন নামক স্থানের নিকটস্থ ঔষধগুণ সম্পন্ন হ্রদের জল হতে প্রস্তুত লবণ)।

এই ঔষধটির চর্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সহিত বিশেষ সম্পর্ক। ইহা সোরা দোষঘ্ন ঔষধ।

মধ্য কর্ণের প্রদাহ, প্রচুর ক্ষতকর বিশ্রী গন্ধযুক্ত নিঃস্রাব। প্রস্রাবে লিথিক এসিড, সর্দি, শীতপিত্ত। চর্মরোগ, একজিমা। শুষ্কচর্ম, হে ফিভার (Hay fever) বা প্রতিশ্যায় লক্ষণ জ্বর। প্রচুর সর্দিস্রাব, অনবরত হাঁচি।

সম্বন্ধ — স্যাক্লোমাইট চর্মের পক্ষে পরিষ্কারক, গন্ধনাশক ও শান্তিদায়ক ঔষধ (কাউপার্থ ওয়েট)। একজিমা, দ্রব গন্ধ, পোড়া ঘা, ক্ষত, অর্শবলি।

মাত্রা — ৩য় বিচূর্ণ প্রযোজ্য।

সোলেনাম লাইকোপার্সিকাম (SOLANUM LYCOPERSICUM)

LYCOPERSICUM ESCULENTUM — **লাইকোপার্সিকাম ইস্কিউলেন্টাম**

TOMATO — **টমাটো**

ঔষধটির বিশেষ লক্ষণ বাত এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা। সর্বাংগে প্রবল কামড়ানো ব্যথা। ইনফ্লুয়েঞ্জার পরেও ব্যথা থেকে যায়। মাথায় সর্বদাই প্রবল রক্তাধিক্যের লক্ষণ দেখা যায়। হে ফিভার (প্রতিশ্যায় জ্বর), সামান্য ধূলা নিঃশ্বাসের সংগে প্রবেশ করলে লক্ষণ বৃদ্ধি। বার বার মূত্রবেগ এবং প্রচুর জলের মত পাতলা মল সহ উদরাময়।

মাথা — ফেটে যাবার ন্যায় বেদনা, মাথার পেছনে আরম্ভ হয়ে সমস্ত মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত মস্তক ও মস্তক ত্বক টাটান ভাব। বেদনা চলে গেলেও ঘর্ষনবৎ বেদনার অনুভূতি থেকে যায়।

চোখ — অপ্রবল ভারবোধ, চোখের তারকা দুটি সংকুচিত। চোখের গোলক সংকুচিত বোধ হয়। চোখের চারিদিকে বেদনা। চোখ ছলছল করে।

নাক—জলের মত প্রচুর সর্দি, উহা গণ্ড দেশের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। নাকের অভ্যন্তর ভাগে জ্বালাপোড়া। শ্বাস প্রশ্বাসের সংগে ধুলোবালি প্রবেশ করলে লক্ষণ বৃদ্ধি। ঘরের মধ্যে থাকলে উপশম।

হৃদযন্ত্র—উৎকন্ঠা ও ত্রাসের সংগে নাড়ীর গতি বিশেষ ভাবে বেড়ে উঠে।

শ্বাসপ্রশ্বাস— গলার স্বর মোটা। বুকে বেদনা। ঐ বেদনা মস্তক পর্যন্ত প্রসারিত হয়। স্বর ভংগ, অবিরত গলা ঝাড়বার ইচ্ছা। উচ্চ শব্দকারী কাশি, গভীর ও কর্কশ। বুকে চাপবোধ, শুষ্ক খকখকে কাশি;রাত্রে দেখা দেয় এবং সেই জন্য জেগে থাকতে বাধ্য হয়।

মূত্র— খোলা বাতাসে অবিরত ফোঁটা ফোঁটা মূত্রপাত। রাত্রে মূত্র ত্যাগ করার জন্য উঠতে বাধ্য হয়।

অংগ-প্রত্যংগ— পিঠের ভিতর দিয়ে ব্যথা। কণ্ঠিদেশে অপ্রবল বেদনা। ডান স্কন্ধে ও বক্ষ পেশীতে তীক্ষ্ম বেদনা। ডানবাহুর মধ্যস্থলের গভীর অংশে বেদনা। ডানকনুই কবজি এবং উভয় হাতে বাত বেদনা। নিম্নাংগে প্রবল কামড়ানি। ডান জংখার স্নায়ুশূল। ডানবাহুর দীর্ঘাস্থির স্নায়ু বরাবর ঝিন ঝিন করে।

হ্রাস/বৃদ্ধি— বৃদ্ধি—ডানপার্শ্বে, খোলাবাতাসে, অবিরত সঞ্চালনে, ধাক্কা লাগলে, গোলমালে। উপশম—উষ্ণ গৃহে, ধূমপানে।

সম্বন্ধ— তুলনীয় - বেলেডোনা এর পর ভাল খাটে; ইউপে পার্ফ, রাস, স্যাংগুইনে, ক্যাপসি।

মাত্রা— ৩য় হতে ৩০ শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য।

সোলেনাম নায়েগ্রাম (SOLANUM NIGRUM)

BLACK NIGAT SHADE — **ব্লাক নাইট শেড**

এই ঔষধটি আর্গট বিষাক্ততায় ধনুষ্টংকারবৎ আক্ষেপ; সারা দেহের দৃঢ়তা এবং উন্মত্ততা দেখা দিলে সাফল্যের সংগে প্রয়োগ করা হয়। মাথা ও চোখের উপর বিশেষ ক্রিয়া। **মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ**। পুরাতন আন্ত্রিক বিষাক্ততা। দন্তোদগমনকালে মস্তিষ্কের উপদাহ। প্রবল তড়কা সংশ্লিষ্ট অস্থিরতা। অংংগ প্রত্যংগের সংকোচন সহ পিপীলিকা চলার ন্যায় অনুভূতি।

মাথা— ভয়ানক প্রলাপ। মাথাঘোরে। প্রচণ্ড শিরপীড়া ও মানসিক শক্তির সম্পূর্ণ শুদ্ধতা। রাত্রি ভয়। **রক্ত সঞ্চয় জনিত শিরপীড়া**।

নাক— তরুন সর্দি, **ডানদিকের নাসারন্ধ্র হতে প্রচুর জলের মত স্রাব**। বাম নাসারন্ধ্র আবদ্ধ; শীত শীতভাব পর্যায়ক্রমে উত্তাপবোধের সংগে উপস্থিত হয়।

চোখ— উভয় চোখের উপরে বেদনা। চোখের তারকা পর্যায়ক্রমে প্রসারিত এবং সংকুচিত হয় ক্ষীণ দৃষ্টি; চোখের সম্মুখে কালি কাল দাগ দেখে।

শ্বাস প্রশ্বাস— কষ্টকর শ্বাসকার্যের সংগে বুকে সংকোচনবোধ। গলার মধ্যে সুড় সুড় করে কাশি। শ্লেষ্মা ঘন ও হলদে বর্ণ। বাম বুকে বেদনা স্পর্শ করলে ব্যথা লাগে।

জ্বর— একবার শীত একবার উত্তাপ। আরক্ত জ্বর। স্থানে স্থানে চর্ম উদ্ভেদ প্রকাশ পায়। উদ্ভেদগুলো বড় বড় এবং পরিষ্ফুট।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—বেল; সোলেনাম ক্যারোলিনেনস্—হর্সনেটল (আক্ষেপ ও মৃগী রোগে ২০ হতে ৪০ ফোঁটা মাত্রায়। দীর্ঘস্থায়ী মৃগীরোগ, অন্য কোন রোগের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়। রোগটি যদি শৈশবকাল অতীত হওয়ার পর দেখা দেয়—হিষ্টিরিয়া, সংশ্লিষ্ট মৃগী রোগ এবং হুপিং কাশিতে ব্যবহার করা যায়)।

সোলেনাম ম্যামোসাস—এপ্‌ল অফ সোডম (বাম নিতম্ব সন্ধিতে বেদনা)। সোলেনাম ওলিরেসিয়াম (স্তনগ্রন্থির স্ফীতি তৎসহ প্রচুর দুগ্ধস্রাব। (সোলেনাম টিউবারোসাম (পায়ের ডিমে খিল ধরা ও আংগুলগুলোর সংকোচন। দাতের পাঁটি বন্ধ করে থুথু ফেলে। সোলেনাম ভেসিকারিয়াম (মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূলে উপযোগী)। সোলেনাম এসেটিকাম (বৃদ্ধ ও শিশুদের ব্রংকাইটিস রোগে ফুসফুসের পক্ষাঘাত সম্ভাবনা, অনেকক্ষন পর্যন্ত কেশে শ্লেষ্মা তুলতে হয়)। সোলেনাম সিউডোক্যাপস্ (নিম্ন উদরে প্রবল ব্যথা)। সোলেনাম টিউবারোস আগ্রোটানস্'—রোগগ্রস্ত গোলআলু (গুহ্যদ্বার নির্গমন, মলদ্বারের উত্তেজনা, নিঃশ্বাস ও দেহে দুর্গন্ধ; পচা গোল আলুর ন্যায় গুহ্য দেশের অর্বুদ, রক্তের পুকুরের স্বপ্নদেখে), সোলেনাম টিউবারোনাম—গোল আলু (পায়ের ডিম ও আংগুলে খিলধরা)।

মাত্রা— ২য় হতে ৩০ শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য।

সলিডাগো ভির্গা (SOLIDAGO VIRGA)

GOLDEN ROD **গোল্ডেন রড**

এক প্রকার ফুল— এই ফুলের পরাগ আঘ্রান করলে যক্ষ্মারোগীর ফুসফুস হতে রক্তস্রাব হয়। **যক্ষ্মারোগে বার বার সর্দির আক্রমণ (২x)**। দুর্বলতাবোধ শীত শীত ভাব ও উত্তাপ পর্যায়ক্রমে দেখা দেয়া, নাসিকা ও গলকোষ সংক্রান্ত সর্দি, গলার ভিতর জ্বালা, অংগ-প্রত্যংগে বেদনা এবং বুকে চাপবোধ। মূত্রগ্রন্থিস্থানে বেদনা এবং মূত্রকষ্ট। **মূত্রগ্রন্থিতে চাপ সহ্য হয় না**। মূত্রে এলবুমেন। সলিডাগো ফুলের গন্ধ হতে হেফিভার লক্ষণযুক্ত জ্বর হয়। এইক্ষেত্রে ৩০ বা উর্ধতর শক্তি ব্যবহার করা উচিত।

চোখ—স্ফীত, জলপূর্ণ, জ্বালাকর এবং হুলবিদ্ধবৎ বেদনাবোধ।

নাক— প্রচুর শ্লেষ্মা ক্ষরণ হেতু নাসারন্ধ্রে উপদাহ, থেকে থেকে হাঁচির আবেশ আসে।

পাকস্থলী— তিক্ত আস্বাদ, বিশেযত রাত্রে, জিহ্বায় প্রলেপ তৎসহ অতি অল্প পিংগলবর্ণ, অল্পমূত্র।

শ্বাসপ্রশ্বাস— ব্রংকাইটিস, প্রচুর পুঁজময় শ্লেষ্মা উঠে। **শ্লেষ্মায় রক্তের ছিট, শ্বাসক্রিয়া কষ্টকর।** অবিরত **শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি** তৎসহ রাত্রে মূত্রকষ্ট।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— জরায়ুর বিবর্ধন, মূত্রাশয়ের উপর জরায়ুর চাপ পড়ে। **তন্তুময় অর্বুদ।**

মূত্র— অল্প, লালাভ পিংগলবর্ণ, ঘন তলানিযুক্ত, মূত্রকষ্ট। মূত্রপাথরী **কষ্টকর স্বল্পমূত্র।** মূত্রে এ্যালবুমেন;রক্ত ও চটচটে পদার্থ। মূত্রগ্রন্থিতে বেদনা, উহা তলপেট ও মূত্রাশয় পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (বার্বে)। **পরিষ্কার ও দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র।** অনেক সময় ইহাতে ক্যাথিটার প্রয়োগের আবশ্যক হয় না।

পৃষ্ঠদেশ— মূত্রগ্রন্থিতে রক্ত সঞ্চয় হেতু পিঠে বেদনা (সিনেসিওঅর)

চর্ম— দাগ;দাগ, বিশেষ করে নিম্নভাগের অংগে। **চুলকানি।** নিম্নাংগে চর্ম পুষ্মিকা তৎসহ **মূত্রযন্ত্র** সংক্রান্ত উপদ্রব, শোথ এবং পচা ক্ষত সৃষ্টি হবার আশংকা।

সম্বন্ধ— আয়োডো ফর্ম ২x সলিডাগোর বিষক্রিয়া দূর করে। আর্সেনিক (মূত্রগ্রন্থি স্থানে বেদনা)।

মাত্রা— মাদার টিংচার হতে ৩য় শক্তি। সলিডাগো তেল এক আঃ হতে ৮ আঃ **এলকোহলে মিশ্রিত** করে ১৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রয়োগ করলে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের ব্রংকাইটিস ও বায়ুনালী সংক্রান্ত হাঁপানি রোগে শ্লেষ্মা নিঃসরণ বৃদ্ধি করে (ইলি. জি. জোনস্)।

স্পার্টিয়াম স্কোপেরিয়াম সিষ্টিসাস স্কোপেরিয়াস
(SPARTIUM SCOPARIUM CYSTISUS SCOPARIUS)

BROOM ব্রূম

স্পার্টিন সালফেট হৃদপিণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি করে, হৃদ স্পন্দন কমায় এবং রক্তচাপ কমিয়ে আনে। ইহা ভিরেট্রোম ও ডিজিটেলিসের শুভক্রিয়ার ক্রমোন্নতি করে অথচ কোনরূপ অবাঞ্ছিত ফল দেখা দেয় না (হিসডেল)।

স্পার্টিন সালফেট (ব্রুমের উপক্ষার) পরীক্ষাকালে পরীক্ষাকারীদের হৃদপিণ্ডের প্রসারণ ও সংকোচন ক্রিয়া কমিয়ে দিয়েছিল। হৃদস্পন্দন পরীক্ষাকারীযন্ত্রে দেখা গেছে যে, রক্ত চাপ কমে গেছে। **ইহা হৃদবেষ্টের** উপর বিষক্রিয়া করে হৃদপিণ্ডকে **অবসন্ন** করে এবং ফুসফুস পাকাশয়িক **স্নায়ুর উত্তেজনা সৃষ্টি** করে। এই জন্য রক্তচাপ কমে যায়, নাড়ীর গতি হ্রাসপ্রাপ্ত। ইহা **হৃদপিণ্ডের আকুঞ্চন** দুর্বল করে। মূত্রের পরিমান বর্ধিত করে। সুতরাং মূত্রের বৃদ্ধিকারক গুন থাকায় **ইহা** শোথ রোগে উপযোগী।

অণ্ডলালা **মূত্র।** **শ্বাসক্রিয়া একবার প্রবল আবার পরক্ষণেই ধীরগতি।** পেট কামড়ানি ও বিভিন্ন জীবানুজ রোগের **পরবর্তী** অনিয়মিত হৃদক্রিয়া। নিম্নরক্তচাপ। হৃদপিণ্ডের অতি প্রসারন ও ধমনী সমূহের স্থূলত্ব **উপশমের** জন্য **স্থূল** মাত্রায় ব্যবহার করা যায়। মর্ফিয়া সেবন অভ্যাস ত্যাগ করার পর, হৃদক্রিয়ার **সংরক্ষণের** জন্য $\frac{1}{10}$ হতে $\frac{1}{8}$ গ্রেন ইনজেকশান বিশেষ উপযোগী। হৃদপেশী, বিশেষত স্নায়ুসমূহ আক্রান্ত হলে স্পার্টিয়াম প্রধানত সূচিত হয়। ইহার ক্রিয়ার দ্রুত এবং ঐ ক্রিয়া তিন হতে চারদিন স্থায়ী হয়। পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত করে না। মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ।

হৃদযন্ত্র— অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে হৃদরোগ। হৃদশূল। অনিয়মিত হৃদক্রিয়া। বায়ুসঞ্চয় প্রভৃতি হেতু বাধাপ্রাপ্ত হৃদক্রিয়া, স্নায়বিক ও হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তির দুর্বল হৃদক্রিয়া। হৃদ-আবরকের অপকর্ষ। হৃদপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণজনিত ক্ষয়ের আংশিক পূরণ। নিম্নরক্তচাপ। জল সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে, রোগী শুতে না পারলে ২ গ্রেন মাত্রায় স্পার্টিন ব্যবহার করা উচিত। ইহাতে রোগী যথেষ্ট আরাম পায়। মূত্রগ্রন্থির উপর বিশেষ ক্রিয়া থাকায় উহাদের সাহায্যে হৃদপিণ্ডের যন্ত্রনাদায়ক অবস্থার কারণ উপশমিত ও বিদূরিত হয়।

পাকস্থলী— পাকাশয়ে অন্ত্রে অত্যন্ত বায়ুসঞ্চয় তৎসহ মানসিক অবসাদ।

মূত্র—মূত্রনালীতে এবং বাহ্যজনণ ইন্দ্রিয়ে জ্বালা। **প্রচুর মূত্র নিঃসরণ।**

মাত্রা— হোমিওপ্যাথি মতে বিরুদ্ধ ব্যবহার (উপরোক্ত প্রকারের প্রশমক ঔষধ); আভ্যন্তরীণভাবে এক বা দু গ্রেন ঔষধ সেবন করলে উহা মূত্রগ্রন্থির উপর বিশেষ ক্রিয়া এবং ফলে হৃদপিণ্ডের উপর চাপ উপশমিত করে। ইহা নিরাপদ এবং দ্রুত ক্রিয়াশীল ঔষধ। ইনজেকশান করলে মাত্রা $\frac{1}{8}$ গ্রেন অপেক্ষা কম নয়। ২ গ্রেন মাত্রায় দিনে ৩বার সেবন করান নিরাপদ ব্যবস্থা (হিন্সডেল)।

হোমিওপ্যাথিমতে—১ম হতে ৩য় বিচূর্ণ প্রযোজ্য।

স্পাইজেলিয়া (SPIGELIA)

PINK ROOT **পিংক রুট**

হৃদ আবরক প্রদাহ এবং অপরাপর হৃদরোগে স্পাইজিলিয়া একটি মূল্যবান ঔষধ। ইহার পরীক্ষাকালে অনুভূতি লক্ষণ ও বহিঃপ্রকাশিত লক্ষণগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যকরা হয়েছিল, তার পর অসংখ্য রোগীর ক্ষেত্রে ইহা প্রমানিত হয়েছে। (সি.হেরিং)।

চোখ;হৃদপিণ্ড ও স্নায়ুমণ্ডলের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ। পঞ্চম স্নায়ুর শূল একটি সুপরিস্ফুট লক্ষণ। ইহা বিশেষভাবে রক্তশূন্য দুর্বল, বাতগ্রস্ত ও গণ্ডমালা দোষদুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী। **ছুরিকাবিদ্ধবৎ** বেদনা। হৃদযন্ত্রের রোগ ও স্নায়ুশূল। **অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা। আক্রান্ত অংশে শীতলতাবোধ এবং অভ্যন্তর ভাগে থর থর করে কম্পন।** ক্রিমি বর্তমান থাকার জন্য লক্ষণ সমূহের ঔষধ। **শিশু নাভিদেশটিকে অতীব যন্ত্রনাদায়ক বলে নির্দেশ করে** (গ্র্যানেটাম, নাক্স, মস্কোটা)।

মন— সুতীক্ষ্ম সূক্ষ্মাগ্র জিনিস যথা আলপিন;সূচ প্রভৃতিতে ভয় পায়।

মাথা— কপালের উচ্চস্থান ও শংঘাস্থির নীচে বেদনা, উহা চক্ষু পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (ওনোস)। আধ কপালে মাথা ব্যথা, বামচোখ স্থানে। বেদনা ভয়ানক , দপদপকর, পদস্থলন হলে বৃদ্ধি। বেদনা, যেন মাথার চারিদিকে ফিতা দিয়ে বাধা আছে (কার্বোলিক এসিড, ক্যাক্টাস, জেলস)। মাথা ঘোরা শ্রবন শক্তি বর্ধিত।

চোখ— বৃহৎ আকার মনে হয়, **চোখ ঘুরালে চাপ দেওয়ার মত বেদনা।** চোখের তারা দুটি প্রসারিত, আলোকাতঙ্ক। বাতজ চক্ষু প্রদাহ। **চোখের ভিতর ও চারিদিকে প্রবল বেদনা, ঐ বেদনা** চোখের কোটরের **গভীর অংশে** প্রসারিত হয়। **চোখের পাতার স্নায়ুশূল,** প্রকৃত স্নায়ু প্রদাহ।

নাক— নাকের সম্মুখভাগ সর্বদাই শুষ্ক থাকে, **পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র দিয়ে সর্দি ঝরে।** পুরাতন সর্দি। নাসিকার পশ্চাৎ দিক হতে অবিদাহী শ্লেষ্মা স্রাব।

মুখগহ্বর— জিহ্বা ফাটা, বেদনাপূর্ণ, বিদীর্ণকর দাঁতের বেদনা, আহারের পর এবং ঠাণ্ডা লাগালে বৃদ্ধি। **মুখ হতে বিশ্রী গন্ধ।** দুর্গন্ধযুক্ত মুখের স্বাদ।

মুখমণ্ডল— **মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, চোখ গণ্ডদেশ, দন্ত ও শংখস্থান আক্রান্ত হয়।** অবনত হলে, স্পর্শ করলে ও সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বৃদ্ধি।

হৃদযন্ত্র— প্রবল হৃদস্পন্দন। হৃদ অগ্রদেশে বেদনা, সঞ্চালনে অতিশয় বৃদ্ধি। বার বার বুক ধড়ফড়ানির আক্রমণ বিশেষ করে তৎসহ মুখ হতে বিশ্রী গন্ধ বের হয়। নাড়ী দুর্বল ও অনিয়মিত; হৃদবেষ্ট প্রদাহ তৎসহ খোঁচামারা বেদনা। বুক ধড়ফড়ানি ও শ্বাসকষ্ট। স্নায়ুশূল;উহা এক বা উভয় বাহু পর্যন্ত প্রসারিত হয়। হৃদশূল। উষ্ণজলের আকাংক্ষা, উহাতে উপশম পায়। বাতজ হৃদপিণ্ড প্রদাহ, কম্পনশীল নাড়ী, সমগ্র বামপার্শ্বে টাটান ব্যথা। **শ্বাসকষ্ট, মাথা উচু করে ডান পার্শ্বে শুতে হয়।**

সরলান্ত্র— চুলকানি এবং পিপীলিকা চলার ন্যায় সুড়সুড়ি। পুন পুন নিষ্ফল মলবেগ। কেঁচো ক্রিমি।

জ্বর— সামান্য নড়াচড়ায় শীত শীত ভাব।

হ্রস/বৃদ্ধি— স্পর্শে সঞ্চালনে গোলমালে, ঘাড় ফেরালে, স্নানে, সংঘর্ষে। উপশম— ডানপার্শ্বে চেপে মাথা উঁচু করে শুলে, নিঃশ্বাস গ্রহণ করলে।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—স্পাইজেলিয়া মেরিলেন্ডিকা (উন্মাদ রোগীর মত উত্তেজনা,ত একবার হাসে, একবার কাঁদে, উচ্চকণ্ঠে অসংলগ্ন কথা বলে, মাথা ঘোরে, চোখের তারকা প্রসারিত, রক্তসঞ্চয়)। একোন, ক্যাকটাস, সিমিসি, আর্নিকা (স্পাইজিলিয়া আর্নিকার ক্রনিক), সিনেবেরিস (চোখের উপরে বেদনা), ন্যাজা, স্পঞ্জিয়া, (হৃদপিণ্ড), স্যাবাড, টিউক্রি, সিনা (ক্রিমি লক্ষণ), দোষঘ্ন-পালস।

মাত্রা— ৬ষ্ঠ হতে ৩০ শক্তি প্রযোজ্য স্নায়ুশূলের জন্য। ২য় হতে ৩য় শক্তি প্রযোজ্য প্রদাহিক লক্ষনের জন্য।

স্পাইরিয়া উলমেরিয়া (SPIRAEA ULMARIA)

HARDHACK **হার্ডহ্যাক**

অন্ননালীতে জ্বালা ও চাপবোধ, সংকোচনবোধ হয় কিন্তু গিলতে গেলে কষ্ট হয় না। অসুস্থতা সম্বন্ধে সাদা সচেতন। ইহামূত্রপথের উত্তেজনা হ্রাস করে, প্রষ্টেটগ্রন্থিদ্বয়কে উত্তেজিত করে, লালামেহ দূর করে, প্রষ্টেট গ্রন্থির রস নিঃস্রাব দমন করে। সূতিকা ক্ষেত্রে আক্ষেপ, মৃগী এবং জলাতঙ্করোগে ব্যবহৃত হয়। পাগলা জীবজন্তুর দংশন। দেহের বিভিন্ন অংশে উত্তাপবোধ। (স্পাইরিয়ার মধ্যে স্যালিসিলিক এসিড আছে)।

স্পাইরেন্‌থিস (SPIRANTHES)

LADY'S TRESSIS **লেডিস ট্রেসেস**

স্তন্যদাত্রীর দুগ্ধ স্রোত আনয়ন, কষ্টিবাত ও বাতরোগ, শূলবেদনা তৎসহ তন্দ্রালুতা এবং আক্ষেপজনক হাইতোলা লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা একোনাইট সদৃশ—প্রদাহনাশক ঔষধ। ইহার লক্ষণাবলীতে সঞ্চয় ও প্রদাহ আছে। অন্ননালীতে অম্ল, জ্বালা তৎসহ উদগার।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— চুলকানি, ভগদেশ লালবর্ণ, শুষ্ক ও জ্বালাকর। সংগমকালে যোনিপথে জ্বালাকরবেদনা। প্রদর স্রাব রক্তাক্ত।

অংগ প্রত্যংগ— সায়েটিকা ব্যথা, বিশেষ ডান পার্শ্বের। স্কন্ধে বেদনা। হাতের শিরাগুলোর স্ফীতি। হাতের সন্ধিগুলোতে বেদনা। পা এবং পায়ের আংগুলে শীতলতা।

জ্বর— উত্তাপের আবেশ। হাতের তালুতে ঘাম। হাতদুটি একবার উষ্ণ একবার শীতল।

মাত্রা— ৩য় শক্তি প্রযোজ্য।

স্পঞ্জিয়া টোষ্টা (SPONGIA TOSTA)

ROASTED SPONGE **ঝলঝানো স্পঞ্জ**

এই ঔষধটি শ্বাসযন্ত্রের রোগে উপযোগী—কাশি, ঘুংড়ি, কাশি প্রভৃতি হৃদপিণ্ডের পীড়া এবং কখনো কখনো যক্ষ্মা প্রবণ ধাতুতে উপযোগী। শিশু গৌরবর্ণ, শিথিল তন্তু এবং গ্রন্থি স্ফীতিযুক্ত **সামান্য পরিশ্রমে অবসাদ ও দেহে ভারবোধ তৎসহ বুক ও মাথায় রক্ত উচ্ছ্বাস। উৎকণ্ঠা ও কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া।**

মন— উৎকণ্ঠা ও ভয়। যাবতীয় উত্তেজনায় কাশির বৃদ্ধি হয়।

মাথা— মস্তকে, রক্ত উচ্ছ্বাস, ফেটে যাবার ন্যায় শিরপীড়া, কপালে বেশী।

চোখ—জল পড়ে, আঠার মত পদার্থ বা শ্লেষ্মা নিঃসরণ।

নাক— সর্বদাই সর্দিস্রাব ও নাসারোধ পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়। শুষ্কতা। **পুরাতন, শুষ্ক,** নাসিকার সর্দি।

মুখগহ্বর— জিহ্বা শুষ্ক ও বাদামী বর্ণ, ফোস্কাযুক্ত ।

গলগহ্বর— গলগ্রন্থি স্ফীত। খোঁচামারা ব্যথা ও শুষ্কতা। জ্বালা ও হুলবিদ্ধবৎ বেদনা। গলক্ষত মিষ্টি দ্রব্য খেলে বৃদ্ধি। সুড় সুড় করে কাশির উদ্রেক। অনবরত গলা খেঁকারী দেয়।

পাকস্থলী— অত্যন্ত পিপাসা, **প্রবল** ক্ষুধা, গায়ে আঁট সাঁট পোষাক সহ্য করতে পারে না হিক্কা।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— রেত রজ্জু ও অণ্ডকোষদ্বয় স্ফীত তৎসহ বেদনা, এবং স্পর্শ কাতরতা অণ্ডকোষদ্বরয় প্রদাহ। উপকোষ প্রদাহ। প্রদাহিত স্থানে উত্তাপ।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— ঋতুস্রাবের পূর্বে ত্রিকাস্থিতে বেদনা, ক্ষুধা ও বুক ধড়ফড়ানি। ঋতুকালে শ্বাসরোধের মত হয়ে জেগে উঠে (কু প্রাম, আয়োড, ল্যাকে)। স্বল্প রজ তৎসহ হাঁপানি (পালস)।

শ্বাসযন্ত্র— যাবতীয় বায়ুপথের অত্যন্ত শুষ্কতা। **স্বরভংগ। স্বরযন্ত্র শুষ্ক, সংকুচিত এবং জ্বালাকর।** কাশি শুষ্ক, **ঘেউ ঘেউ শব্দের মত।** ক্রুপযুক্ত, স্বরযন্ত্রে স্পর্শকাতরতা। **ঘুংড়ি কাশি, শ্বাস গ্রহণে এবং মধ্যরাত্রির পূর্বে বৃদ্ধি।** শ্বাসক্রিয়া হ্রাস, হাঁপানির মত, **কষ্টকর। মনে হয় স্বরযন্ত্রে ছিপির মত কি একটা রয়েছে। আহার বা পানের পর। বিশেষ ও গরম পানীয়ে উপশম।** শুষ্ক, পুরাতন সহানুভূতিক কাশি এবং হৃদযন্ত্রের যান্ত্রিক রোগ স্পঞ্জিয়া দ্বারা আরাম হয় (ন্যাজা)। বুকের গভীর অংশে কোন একটি ক্ষুদ্র স্থান হতে অদম্য কাশির উদ্রেক। ঐ স্থানটি বেদনাযুক্ত এবং ঘর্ষনবৎ মনে হয়। বক্ষদেশ দুর্বল, কথা বলতে কষ্ট হয়। স্বরযন্ত্র সংক্রান্ত যক্ষ্মা। গলগণ্ড তৎসহ সময় সময় শ্বাসরোধ ভাব। বায়ুনালীর সর্দি তৎসহ হিস হিস করা হাঁপানির ন্যায় কাশি। ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি। ঐ কাশিতে প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে এবং মাথা নিচু করে শুলে অথবা গরম ঘরে থাকলে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। হঠাৎ দুর্বলতাসহ বুকে চাপবোধ ও উত্তাপের অনুভূতি।

হৃদযন্ত্র— দ্রুত এবং প্রবল বুক ধড়ফড়ানি তৎসহ শ্বাসকষ্ট। রোগী শুতে পারে না কিন্তু চি হয়ে বিশ্রাম করলে সর্বাপেক্ষা ভাল থাকে। **মধ্যরাত্রির পর হঠাৎ বেদনা ও শ্বাসরোধ ভাবস জেগে উঠে।** হৃদপিণ্ডে রক্তউচ্ছ্বাস উষ্ণতা এবং মৃত্যু ভয় (একোন) দেখা দেয়। হৃদকপাটিকা অসম্পূর্ণ ক্রিয়া, হৃদশূল, মূর্চ্ছাভাব এবং উৎকণ্ঠাসহ ঘাম। রক্তের উচ্ছলন, শিরাগুলো প্রসারিত। **হৃদপিণ্ড বুকের মধ্যে তরংগায়িত হয়ে উঠে যেন উহা উপর দিকে ঠেলে বের হবে।** হৃদপিণ্ডের বিবর্ধন বিশেষ করে ডান পাশের তৎসহ হাঁপানির ন্যায় লক্ষণ।

চর্ম—**গ্রন্থির স্ফীতি ও কঠিণতা।** চোখ বহিরাগত। গলগ্রন্থি স্ফীত। মাথা ঘুরালে টান টান বোধ হয়। চাপ দিলে ব্যথা করে। গলগণ্ড, চুলকানি, ঘাম।

নিদ্রা— ভয় পেয়ে জেগে উঠে এবং **শ্বাসরোধের** মত ভাব হয়। সাধারণত ঘুমের পর বৃদ্ধি অথবা ঘুমের মধ্যেই বৃদ্ধি (ল্যাকে)।

জ্বর— উৎকণ্ঠার সংগে জ্বরের আক্রমণ। উত্তাপ ও মুখমণ্ডলের আরক্ততা এবং ঘাম।

হ্রাস/বৃদ্ধি— বৃদ্ধি—উপরে উঠতে গেলে, বায়ু প্রবাহে, মধ্যরাত্রির পূর্বে। উপশম— নিচের দিকে নামলে, মাথা নিচু করে শুলে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—একোন, হিপার, ব্রোমিয়াম, ল্যাকে, মার্ক প্রটো আয়োড (গলগণ্ড)।

মাত্রা—২য় বিচূর্ণ অথবা মাদার টিংচার হতে ৩য় শক্তি পর্যন্ত।

স্কুইলামেরিটিমা (SQUILLA MARITIMA)

SEA ONION **সি-ওনিয়ন**

ইহা একটি ধীর ক্রিয়াকর ঔষধ। যে সকল রোগ পূর্ণ প্রকাশ পেতে অনেক দিন সময় লাগে। তাদের পক্ষে উপযোগী। অবিরত, অপ্রবল। বাত ব্যথা সর্বাংগে ছড়িয়ে পড়ে। **প্লীহার ঔষধ,** বাম দিকের মুক্ত পঞ্জর অস্থির নীচে বেদনা। হৃদপিণ্ড ও মূত্রগ্রন্থির বিষয়ক ঔষধ। **ব্রংকোনিউমোনিয়া।** প্রধানত শাসনালী এবং পরিপাকনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহের উপর এবং মূত্রগ্রন্থির উপর ক্রিয়া করে। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের পুরাতন ব্রংকাইটিসে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে, শ্বাসকষ্ট ও স্বল্প মূত্র লক্ষণ বর্তমান থাকলে ইহা বিশেষ মূল্যবান ঔষধ।

চোখ— উপদাহ বোধ। শিশু হাত দিয়ে চোখ রগড়ায়। মনে হয় যেন, সে শীতল জলে সাঁতার কাটিছে।

পাকস্থলী— পাথরের ন্যায় চাপবোধ।

শ্বাসপ্রশ্বাস— অবারিত সর্দিস্রাব, নাসারন্ধ্রের ধারগুলো হেজে যায়। হাঁচি, গল গহ্বরে উত্তেজনা, হ্রাস শুষ্ক কাশি, গভীর নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য হয়। **শ্বাসকষ্ট, বুকে খোঁচামারা ব্যথা** এবং উদর পেশী সমূহের বেদনাদায়ক আকুঞ্চণ। যথেষ্ট শ্লেষ্মা নিঃসরণসহ ভীষণ, প্রবল, অবসাদকর কাশি। শ্লেষ্মা প্রচুর, লবনাক্ত পিচ্ছিল **তৎসহ অনিচ্ছায় মূত্রপাত ও হাঁচি। কাশির সময়। শিশু হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ঘর্ষন করে** (কষ্টি, পালস)। দীর্ঘশ্বাস নিলে ঠাণ্ডা পানীয়ে শারীরিক শ্রমে, গরম হতে ঠাণ্ডা বায়ুতে আসলে কাশির উদ্রেক হয়। হাম রোগের কাশি। রাত্রে পুন পুন মুত্রবেগ, প্রচুর মূত্র নিঃসরণ (এসিড ফস)। **কাশির সহিত হাঁচি।**

হৃদযন্ত্র— হৃদপিণ্ডের উত্তেজক ঔষধ, প্রান্তস্থ ধমনীসমূহ এবং রক্তবহানালীর উপর ক্রিয়া করে।

মূত্র— অত্যন্ত মূত্রবেগ। **প্রচুর জলের মত মূত্র।** কাশির সময় অসাড়ে মূত্র বের হয়ে পড়ে, (কষ্টি, পালস)।

চর্ম— চর্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ, উহাতে খোঁচা মারা ব্যথা।

অংগ প্রত্যংগ — হাত পা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা কিন্তু দেহের অবশিষ্ট অংশ গরম (মিনিয়েনথিস্)। দাঁড়ালে পা ব্যথা হয়। যে সকল বালিকা দোকানে কাজ করে তাদের পা দুটিতে কোমলতা।

হ্রাস/বৃদ্ধি— বিশ্রামের বৃদ্ধি। চলাফেরায় উপশম।

সম্বন্ধ— তুলনীয় ডিজি, ষ্ট্রোফেন্থাস, এপোসাইনাম ক্যানাব্রায়ো, ক্যালি কার্ব। শোথজ রোগে ডিজিটেলিস ব্যর্থ হলে স্কুইলা ভাল কাজ করে।

মাত্রা—১ম হতে ৩য় শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য।

ষ্ট্যানাম (STANNUM)

TIN রাং

ঔষধটি স্নায়ুমণ্ডল ও শ্বাসযন্ত্রের উপর বিশেষ কাজ করে। ষ্ট্যানাম জ্ঞাপক রোগে দুর্বলতার ভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে পুরাতন ব্রংকাইটিস এবং ফুসফুস প্রদাহ রোগের দুর্বলতায়, যাতে টিউবারকুলার ধাতু দুষ্ঠ ব্যক্তির প্রচুর পিচ্ছিল ক্লেদময় গয়ের উঠতে থাকে। **কথা বলতে গেলে গলার ভিতর এবং বুকে অত্যন্ত বেদনা ও দুর্বলতা অনুভব। বেদনা ধীরে ধীরে আসলে এবং ধীরে ধীরে অপসৃত** হলে ষ্ট্যানাম অবশ্যই উপযুক্ত ঔষধ। পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা, আক্ষেপ পক্ষাঘাত।

মন— বিষন্ন, উদ্বিগ্ন নিরুৎসাহ। লোকজন দেখলে ভয় পায়।

মাথা— শংখস্থিদ্বয়ে ও কপালে বেদনা। প্রবল সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, তৎসহ কাশি। বেদনা নড়াচড়ায় বাড়ে, **ধীরে ধীরে বাড়ে এবং ধীরে ধীরে কমে।** মনে হয় যেন, মাথাটি ফিতা দিয়ে বাঁধা আছে। হাঁটার সময় যে শব্দ হয় তা যেন মাথায় ধ্বনিত হয়। গণ্ডাস্থি ও চোখের কোটরে আকৃষ্ট বেদনা কর্ণকুহরে ক্ষত।

গলগহ্বর— অত্যন্ত আঠাল শ্লেষ্মা, ছাড়াতে কষ্ট হয়, ছাড়াতে চেষ্টা করলে বমি ও বমিভাব দেখা দেয়। গলার ভিতর শুষ্ক ও হুলফুটান ব্যথা।

পাকস্থলী— ক্ষুধা, রান্নার গন্ধে বমি আসে। মুখে তিক্ত স্বাদ। বেদনা, চাপ দিলে কমে কিন্তু স্পর্শ করলে বাড়ে। পাকস্থলীতে **শূন্যতাবোধ।**

উদর গহ্বর— নাভির চারিদিকে খিল ধরা শূলবেদনা তৎসহ শূন্যতাবোধ। শূলবেদনা জোরে চাপ দিলে উপশমবোধ হয়।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়—নীচের দিকে ঠেলামারা বেদনা। জরায়ু নির্গমণ তৎসহ পাকস্থলীতে দুর্বলতা, নিমগ্রতাবোধ (সিপিয়া)। ঋতু স্রাব অগ্রবর্তী ও প্রচুর। যোনিপথে বেদনা, উপরের দিকে এবং পিঠ হতে মেরুদণ্ড পর্যন্ত। প্রদর স্রাব তৎসহ অত্যন্ত দুর্বলতা।

শ্বাসপ্রশ্বাস— স্বরভংগ জোরে কেশে শ্লেষ্মা তুলতে হয়। সন্ধ্যা হতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত ভীষণ শুষ্ক কাশি। হাসলে, গান করলে কথা ব ললে কাশির উদ্রেক। ডান পার্শ্বে চেপে শুলে বৃদ্ধি। দিনের বেলায় প্রচুর সবুজ মিষ্টি স্বাদযুক্ত। শ্লেষ্মা উঠে। বুকে বেদনা বুকে দুর্বলতাবোধ কথা বলতেও কষ্ট হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের কাশি, দুপুর হতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এবং অল্প শ্লেষ্মা উঠে। শ্বাসক্রিয়া হ্রাস, কষ্টকর, নিঃশ্বাস নিলে বাম বক্ষে সূচীবিদ্ধ বেদনা। বাম পার্শ্বে চেপে শুলেও ঐরূপ বেদনা। শ্লেষ্মাক্ষরনশীল যক্ষ্মা। বিপেলী জ্বর।

নিদ্রা— এক পা তুলে এবং অপর পা ছড়িয়ে নিদ্রা যায়।

অংগ প্রত্যংগ— পক্ষাঘাতিক দুর্বলতা, জিনিসপত্র হাত হতে পড়ে যায়।

গুল্ফসন্ধি স্ফীত। বসার চেষ্টা করলে অনেক সময় অংগ প্রত্যংগ হঠাৎ অবশ হয়ে পড়ে। নিচে নামার সময় মাথাঘোরা ও দুর্বলতা বাহুর সম্মুখাংশে এবং হাতের পেশীর কম্পন। কলম ধরতে গেলে আংগুলগুলো ঝাঁকি দিয়ে উঠে। স্নায়ুশূল, টাইপিষ্টদের আংগুলে পক্ষাঘাত।

জ্বর— সন্ধ্যাকালে উত্তাপ। অবসাদকর নৈশ ঘর্ম। বিশেষ করে ভোরের দিকে। বিলেপী জ্বর। ঘাম প্রধানত কপালে ও গ্রীবা দেশে। ঘাম দুর্বলকর, ছাতাপড়া গন্ধ এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

হ্রাস/বৃদ্ধি— বৃদ্ধি স্বর চালনা করলে অর্থাৎ হাসলে;কাশলে, গান করলে, কথা বললে, ডানপাশে শুলে, উষ্ণ পানীয়ে। উপশম— কাশি উঠলে এবং জোরে চাপ দিলে।

সম্বন্ধ— অনুপূরক— পালস। তুলনীয়—ষ্ট্যানাম আয়োড 3x (কঠিন জাতীয় বুকের রোগে নমনীয় তন্তু সমূহের বিকৃতি ঘটলে ইহা অতি মূল্যবান ঔষধ। গলার ভিতর জিহ্বার মূলদেশের কাছে কোন একটি শুষ্কস্থানে সুড়সুড় করে অনবরত কাশির ইচ্ছা। গলগহ্বরে শুষ্কতা। ধূমপায়ীদের শ্বাস উপনালীও বায়ুনালীর উপদাহ। ফুসফুস সংক্রান্ত লক্ষণ, কাশি, উচ্চশব্দকারী, শূন্য গর্ভ শ্লেষ্মা উঠে কাশির নিবৃত্তি হয় (মেলানড্রিয়াম)। বুকে পুঁজ সঞ্চয়। যক্ষ্মারোগের প্রবৃদ্ধ অবস্থায় ষ্ট্যানাম আয়োড প্রয়োগে ফল না হলে দুধের সংগে একমাত্রা আয়োডিন মিশিয়ে ব্যবহার করলে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় (ষ্টোন হাম)। আরো তুলনীয়—কষ্টিকাম, ক্যাল্কে, সাইলি, টিউবার, ব্যাসিলি, হেলেনিয়াস, মার্টাস চিকান (পুরাতন ব্রংকাইটিস, যক্ষ্মা রোগের কাশি। বায়ু স্ফীতি তৎসহ পাকাশয়িক সর্দিজ লক্ষণ এবং ঘন হলুদ বর্ণের কষ্টকর গয়ের। বৃদ্ধব্যক্তিদের শ্লেষ্মা তুলে ফেলার শক্তির হ্রাস)।

মাত্রা— ৩য় হতে ৩০ শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য।

ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া (STAPHYSAGRIA)

STAVESACRE ষ্ট্যাভেসেক্রি

এই ঔষধটি বিশেষ প্রকার উত্তেজনাসহ স্নায়বিক পীড়া, জনণ ইন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্র বিষয়ক রোগে এবং চর্ম রোগে প্রয়োজন। ইহা দাঁত এবং দাঁতের আবর্রনের উপর ক্রিয়া করে। ক্রোধ অথবা অপমানিত হওয়ার ফলে রোগ। **রতিজ দুরাচার এবং সম্ভোগজনিত রোগ। অত্যন্ত অভিমানী।** তন্তুসমূহ ছিন্নভিন্ন হলে ইহার প্রয়োজন। দাঁত তোলার পর বেদনা ও স্নায়বিকতা। সংকোচক পেশী সমূহ ছিন্ন প্রসারিত।

মন— উগ্র প্রকৃতি। **মাঝে মাঝে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে।** চিত্ত ও উন্মাদ, বিষন্নতা। উপরে তার স্ত্রী সম্বন্ধে কি বলে সেই বিষয় অত্যন্ত অভিমানী। কাম বিষয় চিন্তা করে, নির্জনে থাকতে চায়। খিটখিটে, শিশু অনেক কিছুর জন্য কাঁদে কিন্তু পেলে ছুড়ে ফেলে।

মাথা— মাথার যন্ত্রণার জন্য জ্ঞান হারায়। হাইতোলার সংগে মাথার ব্যথা দূর হয়। মনে হয় মস্তিষ্ক যেন নিষ্পেষিত হচ্ছে। মনে হয় কপালে যেন একটা সীসার বল রয়েছে। কানের উপরে এবং পশ্চাতে চুলকানিযুক্ত পীড়কা (ওলিয়েণ্ডার)।

চোখ— চোখের গোলকে উত্তাপ, দ্রষ্টব্যবস্তু অস্পষ্ট দেখে। **বার বার অঞ্জনিকা উঠে।** চোখের পাতায় অর্বুদ (প্লোটেনাস)। চোখ কোটরাগত। চোখের চারিদিকে নীল বর্ণের গোলাকার দাগ। চোখের পাতার কিনারাগুলো চুলকায়। চোখের কোনে রোগ বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ কোন দুটিতে। কনীনিকায় ছিঁড়ে যাওয়া অথবা তীক্ষ্ম অস্ত্রে কাটা ক্ষত। উপদংশজ উপতারা প্রদাহ তৎসহ চোখের গোঁলকে বিদীর্ণকর বেদনা।

গলগহ্বর— কোন কিছু গেলার সময় খোঁচা মারা ব্যথা। এই বেদনা কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয় বিশেষ করে বাম কানে।

মুখগহ্বর— ঋতুস্রাবকালে, দন্তশূল। **দাঁত কালো হয়ে যায় এবং ভেঙে পড়ে।** লালা স্রাব, দাঁতের মাঢ়ি ফোপরা, সহজেই রক্ত পড়ে (মার্ক ক্রিয়ো)। নিম্ন চোয়ালের গ্রন্থিগুলো স্ফীত। আহারের পর ঘুম পায়। পায়োরিয়া (প্লান্টাগো)।

পাকস্থলী— থলথলে ও দুর্বল। উত্তেজক দ্রব্যে স্পৃহা। মনে হয় ক্ষুধা যেন পাকাশয় ঝুলে পড়ছে। **ধূমপানে অদম্য প্রবৃত্তি।** রাক্ষুসে ক্ষুধা এমন কি পেট ভরা থাকলেও। উদরে অপারেশনের পরবর্তী বমি বমি ভাব।

উদর গহ্বর— ক্রোধের ফলে শূল ব্যথা। উষ্ণ অধঃ বায়ু। শিশুদের উদর স্ফীতি তৎসহ যথেষ্ট বায়ু নিঃসরণ। বস্তিগহ্বরে শূলবেদনা। তৎসহ কুন্থণ। **উদরে অপারেশনের পরবর্তী ভীষণ বেদনা।** আবদ্ধ বায়ু। শীতল জল পানের পর কুন্থণসহ উদরাময়। কোষ্ঠকাঠিণ্য (রাত্রে ও প্রাতকালে দুফোঁটা মাদার টিংচার), অর্শ তৎসহ প্রষ্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়—হস্তমৈথুনের পরবর্তী উপদ্রব। অবিরত কামবিষয়ক চিন্তা করে। স্বপ্নদোষ তৎসহ জীর্ণশীর্ণ চেহারা। অপরাধীর ন্যায় দৃষ্টি, রেত স্খলন, ,তৎসহ পিঠের বেদনা ও দুর্বলতা এবং রতি বিষয়ক দুর্বলতা। সংগমের পর শ্বাসকষ্ট।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়—জনন ইন্দ্রিয়স্থান অত্যন্ত স্পর্শকাতর। (বসলে বৃদ্ধি বার্বে ক্রিয়ো)। বিবাহিতা যুবতীর মূত্রাশয়ের প্রদাহ। শ্বেত প্রদর। জরায়ু ভ্রংশ তৎসহ উদরে নিমগ্নতাবোধ এবং নিতম্বের চারিদিকে কামড়ানি ব্যথা।

মূত্র—মূত্রাশয়ের অর্বুদ (বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ)। সূতিকাগারে মূত্রাশয় প্রদাহ। **নব বিবাহিতা নারীর** ব্যর্থমূত্র প্রবৃত্তি। মূত্রাধারের উপর চাপবোধ যেন উহা খালি হয় নাই। **মনে হয় যেন মূত্রপথ বরাবর এক ফোঁটা মূত্র ক্রমাগত গড়াচ্ছে।** মূত্রত্যাগকালে মূত্রনালীতে জ্বালা। মূত্রাশয়ের মুখশায়ী গ্রন্থিতে যন্ত্রণা। পুনঃ পুনঃ মূত্রপাত, **প্রস্রাব না করার** সময়ে মূত্রনালীতে জ্বালা। (থুজা, স্যাবাল, ফেরাম, পিক্রিক)। মূত্রত্যাগের পর কুন্থণ ও বেদনা। পাথরী বের করার সময় অপারেশনের পরবর্তী বেদনা।

চর্ম— মাথা, কান, মুখমণ্ডল ও দেহের উপর একজিমা, পুরু মামড়ি। শুষ্ক ও প্রবল চুলকানিযুক্ত। **একস্থানে চুলকাতে আরম্ভ করলে অন্যস্থানে চুলকানি আরম্ভ হয়।** ডুমুরের মত বোঁটাযুক্ত ঝোলান আঁচিল (থুজা)। আংগুলের গাঁটগুলো স্ফীত। নিশা ঘর্ম।

অংগপ্রত্যংগ— পেশীসমূহ, বিশেষত পায়ের ডিমের পেশীসমূহ থেৎলান বোধ হয়। **পিঠে বেদনা, ভোর বেলা ঘুম হতে উঠার পূর্বে বৃদ্ধি।** হাত পায়ের উপর কেহ মারধোর করছে এমনবোধ এবং বেদনাযুক্ত সন্ধিগুলো শক্ত। জংঘা দেশের স্নায়ুশূল। **নিতম্ব দেশে অপ্রবল কামড়ানি ব্যথা**—উহা জানু সন্ধি এবং পিঠের নিম্নাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

হ্রাস/বৃদ্ধি— বৃদ্ধি— ক্রোধে, ক্ষোভে দুঃখে, মর্মান্তিক বেদনায়, দেহস্থ তরল পদার্থের ক্ষয়ে, হস্তমৈথুনে, অত্যধিক রতি ক্রিয়ায়, ধূমপানে, বেদনাযুক্ত অংশে মৃদু স্পর্শে। উপশম— প্রাতকালীণ আহারের পর, উত্তাপে, রাত্রিকালীন বিশ্রামে।

সম্বন্ধ— পূর্বে বা পরে খাটে না—র‍্যানাণ-কিউলাসবাল্ব। অনুপূরক কষ্টিকাম, কলোসিনথ। তুলনীয়—ফেরাম পাইরোফস (চোখের পাতায় অর্বুদ)। কলেসিনথ, কষ্টিকাম, ইগ্নে, এসিড ফস, ক্যালাডিয়াম। দোষঘ্ন—ক্যাম্ফর।

মাত্রা— ৩য় হতে ৩০ শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য।

ষ্টিলেরিয়া মেডিয়া (STELLARIA MEDIA)

CHICKWEED **চিক উইড**

এই ঔষধটি রক্ত সঞ্চালনে বাধা, রক্ত সঞ্চয়, এবং যাবতীয় যান্ত্রিক ক্রিয়ার মন্থর গতি উৎপাদন করে। প্রানকালীন বৃদ্ধি।

তীব্র, **স্থান পরিবর্তনশীল**, বাতবেদনা, সর্বাংগে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। বাতরোগ, দেহের প্রত্যেক অংশে তীরবৎ বেদনা, সন্ধিগুলোর আড়ষ্টতা, আক্রান্ত স্থান স্পর্শ করলে বেদনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি। **স্থান পরিবর্তনশীল** বেদনা (পালস, ক্যালিসালফ)। বিচর্চিকা, আংগুলিসন্ধি সন্ধিবাতাক্রান্ত, স্ফীত এবং প্রদাহিত।

মাথা — সাধারণভাবে উত্তেজনা প্রবণতা। আলস্য, কাজকর্মে অনিচ্ছা। চোখ দুটিতে খোঁচামারা বেদনা ও জ্বালা, মনে হয় চোখ দুটি বের হয়ে পড়ছে। কপালে অপ্রবল বেদনা, প্রাতকালে বৃদ্ধি

এবং বামপার্শ্বে বৃদ্ধি তৎসহ ঘুমঘুম ভাব। গলার পেশীগুলো কঠিন ও বেদনাযুক্ত, মনে হয় চোখ বের হয়ে যাবে।

উদর গহ্বর — লিভার বর্ধিত, স্ফীত তৎসহ খোঁচা মারা ব্যথা এবং স্পর্শকাতরতা। মল কাদার বর্ণ। লিভারের ক্রিয়াহীণতা। কোষ্ঠকাঠিণ্য অথবা পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠকাঠিণ্য এবং উদরাময় প্রকাশ পায়।

অংগ প্রত্যংগ — দেহের বিভিন্ন অংশে বাতবেদনা। পিঠের নিম্নাংশে, মূত্র গ্রন্থির উপরে ও নিতম্বদেশে তীব্র বেদনা, ঐ বেদনা উরুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। স্কন্ধদ্বয়ে ও বাহুতে বেদনা। জানুপ্রদাহ। থেৎলানবৎ অনুভূতি। পায়ের ডিমে বাত বেদনা।

হ্রাস-বৃদ্ধি — বৃদ্ধি — প্রাতে, উত্তাপে এবং ধূমপানে। উপশম — সন্ধ্যাকালে, শীতল বাতাসে ও সঞ্চালনে।

সম্বন্ধ — তুলনীয় - পালস (বাত বেদনায় অনুরূপ। বেদনা পরিবর্তনশীল, বিশ্রামে ও উত্তাপে বৃদ্ধি। শীতল বাতাসে উপশম)।

মাত্রা — মাদার টিংচার - বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ। আভ্যন্তরীণ ভাবে 2x শক্তি প্রযোজ্য।

ষ্টার্কুলিয়া (STERCULIA)

KOLA NUT কোলানাট

স্নায়বিক দুর্বলতা। রক্ত সঞ্চালন নিয়মিত করার কাজে সাহায্য করে। বলকারক এবং উদরাময় নাশক ঔষধ। হৃদক্রিয়া নিয়মিত করে এবং মূত্রাধিক্য ঘটায়। দুর্বল হৃদপিন্ড।

ইহা একটি মদপান অভ্যাসত্যাগের ঔষধ। ইহাতে ক্ষুধা ও জীর্ণ শক্তি বৃদ্ধি করে এবং মদপানের প্রবৃত্তি কমিয়ে দেয়। হাঁপানি। খাদ্য গ্রহণ না করে অথবা ক্লান্তিবোধ না করে দীর্ঘকাল পরিশ্রম করার শক্তি প্রদান করে।

সম্বন্ধ — কোকা।

মাত্রা — ৩ ফোঁটা হতে ১০ ফোঁটা, এমন কি প্রয়োজন হলে এক ড্রাম মাত্রায় দিনে ৩বার ব্যবহার করা যায়।

ষ্টিক্‌টা (STICTA)

LUNGWORT লাংওয়ার্ট

সর্দি, বায়ুনালীর সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা তৎসহ স্নায়বিক ও বাতজ উপদ্রব ঔষধটির লক্ষণ। সর্দি হলে সর্বাংগীন নিস্তেজ ভাব ও অসুস্থতা বা ক্রোধ দেখা দেয়, কপালে রুক্ষ, অপ্রবল চাপ ; সর্দিজ শুক্লমণ্ডল প্রদাহ প্রভৃতি উপস্থিত হয়। গ্রীবাদেশের বাতজ কঠিনতা।

মন — মনে হয় যেন বাতাসের উপর ভাসছে (ডাটুরা আর্বোরিয়া, ল্যাকক্যানি)। চিন্তাসমূহ গোলমাল হয়ে যায়, রোগী-অবিরত কথা বলে চলে।

মাথা — অপ্রবল মাথার যন্ত্রণা তৎসহ কপালে বিশেষত **নাসিকামূলে চাপ বোধ**। সর্দিস্রাব **আরম্ভ হবার পূর্বে সর্দিজ, শির পীড়া দেখা যায়**। চোখে জ্বালা, চোখের গোলকে বেদনা। মনে হয় মস্তক ত্বক ছোট হয়ে গেছে। চোখের পাতায় জ্বালা।

নাক — নাসিকামূলে পূর্ণতাবোধ (নাক্স)। শীর্ণতাবোধ সহ নাসিকার প্রদাহ (ক্যাম্ফেফ্লুওর)। **নাসিকা ঝিল্লীর শুষ্কতা। অবিরত নাক ঝাড়ার ইচ্ছা অথচ কোন প্রকার স্রাব নির্গত হয় না।** নাকে শুষ্ক মামড়ি পড়ে বিশেষ করে সন্ধ্যা ও রাত্রিকালে। **হে ফিভার,** অবিরত হাঁচি।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয় — স্বল্প দুগ্ধ নিঃসরণ।

উদর গহ্বর — উদরাময়, প্রচুর ফেনাযুক্ত মল, প্রাতে বৃদ্ধি। মূত্রবর্ধিত তৎসহ মূত্রাশয়ে টাটানি ও ব্যথা।

শ্বাস-প্রশ্বাস — গলদেশ টাটান, নাসিকার পশ্চাৎরন্ধ্র দিয়ে শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়। **রাত্রে শুষ্ক খকখকে কাশি, শ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি।** কণ্ঠনালী প্রদাহ, উহাতে শ্লেষ্মা স্রাবের সাহায্য করে। প্রাতকালে সরল কাশি। বুকের মধ্য দিয়ে বক্ষাস্থি হতে মেরুদণ্ড পর্যন্ত বেদনা। হামের পরবর্তী কাশি (স্যাংগুই), **সন্ধ্যার দিকে এবং ক্লান্ত হলে বৃদ্ধি।** বক্ষাস্থির ডানদিক হতে নীচে **উদর গহ্বর পর্যন্ত দপদপানিবোধ।**

অংগ প্রত্যংগ — ডান স্কন্ধ পেশী এবং বাহুর দ্বিমুণ্ড পেশীতে বাত বেদনা। সন্ধি সমূহের স্ফীতি, উত্তাপ ও আরক্তিমতা। **আক্রান্ত সন্ধির উপর স্থানে স্থানে স্ফীতি ও লালবর্ণ দাগ।** তীব্র এবং আকুঞ্চণবৎ বেদনা, তাণ্ডব রোগের ন্যায় আক্ষেপ, মনে হয় পা দুটি যেন শূন্যে ভাসছে। গৃহকত্রীদের জানু প্রদাহ (রাসটক্স, ক্যালিহাইড্রো, স্ল্যাগ)। হাঁটুতে চিড়িকমারা বেদনা, সন্ধি ও পার্শ্ববর্তী পেশীসমূহ লালবর্ণ, স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত। সর্দি আক্রমণের পূর্বে বাত বেদনা।

হ্রাস-বৃদ্ধি — হঠাৎ বায়ুতাপের পরিবর্তনে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ — তুলনীয় - ডাটুরা আর্বোরিয়া - বুগেনসিয়া ক্যাণ্ডিডা (চিন্তায় মন সংযোগ করতে পারে না, মাথার মধ্যে হাজার সমস্যা ও বড় বড় কল্পনা ভেসে বেড়ায়। ভেসে বেড়ানোর মত অনুভূতি, যেন মস্তিষ্কের বাইরেও নানা কল্পনা ভেসে বেড়াচ্ছে। মাথার যন্ত্রণা, বুক জ্বালা। পাকাশয়ের উর্ধাংশে হৃদপিণ্ডের কাছে জ্বালা, উহা অন্ননালী পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং সংকোচন বোধ জন্মায়। লিভার স্থানে উত্তাপ ও পূর্ণতাবোধ)। সিক্টেরিয়া — আইসল্যাণ্ডের শেওলা (পুরাতন উদরাময়, যক্ষ্মা, রক্তকাশি। বায়ুনালীতে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা সঞ্চয়, সর্দি প্রভৃতি রোগে ইহার ও দুধের সহিত সিদ্ধ করে ব্যবহার করা হয়, উহা সর্দি নিঃসারক এবং পুষ্টিকর)। আরো তুলনীয় - ইরিঞ্জিয়া, ড্রসেরা, ষ্টিলিঞ্জিয়া, রুমেক্স, স্যাম্বুকাস।

মাত্রা — মাদার টিংচার হতে ৬ষ্ঠ শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য।

ষ্টিগমাটা মেডিস-জিয়া (STIGMATA MAYDIS-ZIA)

CORN-SILK **কর্ণ-সিল্ক**

ঔষধটির মূত্র লক্ষণগুলোই প্রধান। নিম্নাংগের অতি শোথ ও স্বল্প মূত্রসহ হৃদপিণ্ডের যান্ত্রিক রোগের সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। প্রষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি ও মূত্রাবরোধ। গনোরিয়া রোগে ইউরিয়া ও ফসফেট নির্গমন। মূত্রাশয় প্রদাহ।

মূত্র — মূত্ররোধ এবং **মূত্রনাশ**। মূত্রকষ্ট। পাথরি, মূত্রগ্রন্থি সংক্রান্ত শূলবেদনা। মূত্রে রক্ত ও লাল বালুকাবৎ তলানি। প্রস্রাবের পর কুন্থণ। মূত্রাশয়ের সর্দি। গনোরিয়া। মূত্রাশয় প্রদাহ।

শক্তি — ইহার ক্বাথ পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগে এক চামচ মাত্রায় (কিছুতে না মিশিয়ে) ব্যবহার করা উচিত — ডাঃ ই, সি, লোয়ে, ইংল্যাণ্ড।

মাত্রা — মাদার টিংচার ১০ হতে ৫০ ফোঁটা মাত্রায় প্রযোজ্য।

ষ্টিলিঞ্জিয়া (STILLINGIA)

QUEEN'S ROOT **কুইন্‌স' রুট**

এই ঔষধটি অস্থি আবরকের পুরাতন বাত, সিফিলিস ও গণ্ডমালা ধাতুজনিত রোগে উপযোগী। শ্বাসযন্ত্র সংক্রান্ত লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট। লসিকা গ্রন্থি সমূহের ক্রিয়াহীণতা, লিভারের ক্রিয়া হীণতা তৎসহ কামলা রোগ ও কোষ্ঠকাঠিণ্য।

মন — বিষন্ন, **অমংগলের আশংকা**, বিমর্ষ।

শ্বাস-প্রশ্বাস — শুষ্ক, আক্ষেপিক কাশি। স্বরযন্ত্র সংকুচিত তৎসহ গলকোষে হুলবিদ্ধ বেদনা। চাপ দিলে শ্বাসনালীতে বেদনা। বক্তাদিগের **স্বরভংগ** ও স্বরযন্ত্র সংক্রান্ত পুরাতন রোগ।

মূত্র — বর্ণহীণমূত্র। **মূত্রে সাদা তলানি**। মূত্র দুধের মত এবং ঘন।

অংগ প্রত্যংগ — হাত পায়ের অস্থি ও পিঠে কামড়ানি ব্যথা।

চর্ম — ক্ষত। হাতে ও আংগুলে পুরাতন উদ্ভেদ। গ্রীবা-গ্রন্থিসমূহ স্ফীত। পায়ে জ্বালা ও চুলকানি, বাতাস লাগলে বৃদ্ধি। অস্থি বৃদ্ধি। গণ্ডমালাজ চর্মরোগ। উপদংশজ গৌন পীড়কা এবং পরবর্তী উপদ্রব সমূহ। **মধ্যবর্তী ঔষধরূপে উপযোগী**।

হ্রাস-বৃদ্ধি — বৃদ্ধি — **অপরাহ্ন, স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায়, সঞ্চালনে**। উপশম — প্রাতে এবং শুষ্ক বাতাসে।

সম্বন্ধ — তুলনীয় — **ষ্ট্যাফিস, মার্ক**, সিফিল, অরাম, করিগেুলিস (উপদংশজ গুটিকা)।

মাত্রা — মাদার টিংচার এবং ১ম শক্তি প্রযোজ্য।

ষ্ট্রামোনিয়াম (STRAMONIUM)

THORN APPLE **থর্ন এপেল**

ঔষধটির সম্পূর্ণ **ক্রিয়া মস্তিষ্কের উপরেই কেন্দ্রীভূত** বলে মনে হয়, যদিও চর্ম ও গলগহ্বরের উপর ইহা কিছু পরিমাণ উপদ্রবের সৃষ্টি করে। নিঃস্রাব ক্রিয়া এবং মল নিষ্ক্রমণ অবরুদ্ধ। মনে হয় যেন দেহ হতে অংগ প্রত্যংগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রলাপ, কম্পন, বেদনাহীণতা। পৈশিক সঞ্চালন ক্রিয়ার অভাব বিশেষ করে বাক ও গতিশক্তি বিধায়ক পেশীসমূহের। চক্রাকারে ভ্রমণ এবং সুন্দর অংগ ভংগী। **হাত পায়ের কম্পন**।

মন — ধর্ম প্রবণ, সকাতর, প্রার্থনাশীল এবং অবিরত বকে যাওয়া। বাচাল, অবিরত কথা বলে, হাসে, গান গায়, শপথ করে, প্রার্থনা করে, কবিতা আওড়ায়। ভূতপ্রেত দেখে, অলীক স্বর শোনে, ভূতের সহিত কথা বলে। আনন্দ হতে হঠাৎ নিরানন্দ দেখা দেয়। প্রচণ্ডতা এবং কামুকতা, তার নিজের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারনা, মনে করে সে লম্বা হয়েছে। দ্বিগুন হয়ে পড়ছে, তার কোন দেহাংশ খসে গেছে। ধর্ম বিষয়ক উন্মত্ততা। নির্জনতা অথবা অন্ধকার সহ্য করতে পারে না। **আলোক ও লোক সংসর্গ থাকা চাই।** জল অথবা চকচকে কিছু দেখলে আক্ষেপ উপস্থিত হয়। পালিয়ে যাবার প্রবৃত্তি সহ প্রলাপ (বেল, ব্রায়ো, রাসটক্স)।

মাথা — বালিশ হতে বার বার মাথা তোলে। কপাল এবং চোখের উপর বেদনা। বেদনা সকাল ৯টায় আরম্ভ হয়ে দুপুর পর্যন্ত বৃদ্ধি। অস্পষ্ট দৃষ্টি দেখা দিয়ে রন্ধ্রকরণবৎ শিরপীড়া উপস্থিত হয়। মস্তকে রক্তের উচ্ছ্বাস, টলমল করে, সম্মুখে অথবা বামদিকে পড়ে যাবার মত হয়। অলীক শব্দ শোনে।

চোখ — উজ্জ্বল দেখায়, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। **চোখের তারকা দুটি প্রসারিত।** দৃষ্টিহীণতা। চোখের সম্মুখে কালো দেখে এবং আলো আনতে বলে। **ক্ষুদ্র বস্তুকে বড় দেখে।** মনে হয় দেহের অংশ ফুলে গেছে। তির্যক দৃষ্টি। সকল বস্তুকেই কালে দেখে।

মুখমণ্ডল— উত্তপ্ত;লালবর্ণ, গণ্ডদেশে সীমাবদ্ধ আরক্তিম ভাব। রক্ত মুখমণ্ডলে ধাবিত হয়। মুখ বিকৃত হয়ে যায় **ভয় ব্যঞ্জক মুখশ্রী।** মুখশ্রী বিবর্ণ।

মুখগহ্বর— শুষ্ক চটচটে লালা গড়িয়ে পড়ে। জলে অপ্রবৃত্তি। **তোতলামী,** আক্ষেপিক ও অনৈচ্ছিক হাসি। আক্ষেপ হেতু গিলতে পারে না। চিবানোর ন্যায় ভংগি করে।

পাকস্থলী—খাদ্যবস্তু ঘাসের মত লাগে। প্রবল তৃষ্ণা। শ্লেষ্মা ও সবুজ পিত্ত বমন।

মূত্র— মূত্ররোধ, মূত্রাধার মূত্রশূন্য।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— সংগম লালসা তৎসহ অশ্লীল বাক্যও ব্যবহার। জনণ ইন্দ্রিয়স্থানে অবিরত হাত দেয়।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়—অতিরজ তৎসহ বাচালতা, গান করা।প্রার্থনা করা, সূতিকা সম্পর্কীয় উন্মাদ রোগ, তৎসহ চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ ও প্রচুর ঘাম। প্রসবের পর তড়কা।

নিদ্রা— ভয় পেয়ে জেগে উঠে, ভয়ে চিৎকার করে। গভীর নাক ডাকা ঘুম। নিদ্রালু কিন্তু, ঘুমাতে পারে না (বেল)।

অংগ প্রত্যংগ—সুন্দর ভাবে ও তালে তালে হাত পা নাড়ে। উর্ধাংগের আক্ষেপ এবং বিচ্যুত পেশী সমূহের আক্ষেপ নর্তন রোগ। আংশিক আক্ষেপ, অবিরত স্থান পরিবর্তন করে। বাম জানুতে প্রবল বেদনা। বন্ধনী সমূহ কাঁপে ও মোচড়ায় টলমল করে পদক্ষেপ করে।

চর্ম— চকচকে লাল আভা। **লোহিত জ্বরে পীড়কা লোপ পেয়ে বিরূপ অবস্থা** তৎসহ প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ।

জ্বর— প্রচুর ঘাম কিন্তু উহাতে উপশম হয় না। প্রবল জ্বর।

হ্রাস/বৃদ্ধি— বৃদ্ধি—অন্ধকার ঘরে, একাকী থাকলে, উজ্বল বা চকচকে জিনিসের দিকে তাকালে নিদ্রার পরে, গেলার সময়। উপশম— **উজ্বল আলোকে।** লোক সংসর্গে। উত্তাপে।

সম্বন্ধ— তুলনীয়— বিশেষভাবে হায়োসায়ামাস এবং বেলেডোনা। এই ঔষধে জ্বর বেলেডোনা অপেক্ষাকম কিন্তু হায়োসায়ামাস অপেক্ষা বেশী। ইহাতে মস্তিষ্কের ক্রিয়াগত উত্তেজনা অধিক কিন্তু কখনো বেলেডোনার ন্যায় প্রকৃত প্রদাহিক অবস্থা সৃষ্টি করে না। দোষঘ্ন— বেল, টেবেকাম, নাক্স।

মাত্রা— ৩০ শক্তি ও নিম্নতর শক্তি প্রযোজ্য।

ষ্ট্রনশিয়া (STRONTIA)

CARBONATE OF STRONTIA **কার্বোনেট অফ ষ্ট্রনশিয়া**

বাতবেদনা, পুরাতন মচকানো ব্যথা, অন্ননালীর সংকোচন। বেদনায় রোগীর মূর্চ্ছা অথবা সর্বাংগে বেদনা দেখা দেয়। **অপারেশনের পর অত্যাধিক রক্ত চোয়ান** শীতলতা এবং অবসন্নতা হতে রক্ত স্রাবের কুফলজনিত পুরাতন রোগ। ধমনীর ঘনীভূতত্ব। উচ্চরক্তচাপ তৎসহ মুখমণ্ডলের রক্তিমাভা, ধমনী সমূহের স্পন্দন ওসন্ন্যাস রোগের আশংকা। অজ্ঞাত সারে ভীষণভাবে চমকে উঠে। হাড়ের রোগ। বিশেষ করে উরুর হাড়ের। রাত্রে অস্থিরতা, শ্বাসরোধভাব। অস্ত্রোপচারের পর মানসিক সংঘাত (Shock)। স্নায়ুশূল, ঠাণ্ডায় অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা।

মাথা— শিরপীড়া ও বমনভাব সহ শির ঘুর্নণ। প্রসারণবৎ চাপ। ঘাড় হতে বেদনা উপর দিকে উঠে, গরম কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখলে উপশম (সাইলি)। মুখমণ্ডলের রক্তিমাভা, ভয়ংকর দপদপানি। চোখের উপর ভ্রুতে স্নায়ুশূলজ বেদনা, ধীরে ধীরে বাড়ে, ধীরে ধীরে কমে (ষ্ট্যানাম)। নাক রক্তাক্ত মামড়ি পড়ে, মুখমণ্ডল লাল, জ্বালা করে, চুলকায়। নাকে চুলকানি, জ্বালা ও রক্তিমাভা।

চোখ— চোখের জ্বালা ও আরক্তিমতা। চোখ সঞ্চালন করলে বেদনা ও অশ্রুস্রাব তৎসহ চোখের পাতা নাচে এবং বস্তু সমূহের বিভিন্ন বর্ণ দেখে।

পাকস্থলী— ক্ষুধালোপ, মাংসে স্পৃহা থাকে না, রুটি এবং বিয়ার খেতে চায়। খাদ্যবস্তু স্বাদহীণ মনে হয়। আহারের পরে উদগার। হিক্কা, উহাতে বুকে ব্যথা লাগে। বুক জ্বালা।

উদর গহ্বর— তলপেটে খোঁচামারা ব্যথা। উদরাময়, **রাত্রে বৃদ্ধি, অবিরত মলবেগ,** প্রাতকালে উপশম। মলত্যাগের পর অনেকক্ষণ মলদ্বারে জ্বালা থাকে (র‍্যাটাণ)। উদরে অস্বস্থিকর পূর্ণতা ও স্ফীতি।

অংগ প্রত্যংগ— সায়েটিকা তৎসহ পদগুলফ্ সন্ধির স্ফীতি। ডান স্কন্ধে বাতজ বেদনা। বাতের সহিত উদরাময়। অস্থিমজ্জায় খোঁচান ব্যথা। পায়ের ডিমে ও গোড়ালিতে খিলধরা। **পুরাতন আক্ষেপ রোগ বিশেষ করে গুলফ সন্ধিতে।** শোথবৎ স্ফীতি। পা দুটি বরফের ন্যায় শীতল। বাতজ ব্যথা বিশেষ করে সন্ধিসমূহে। হাতের শিরাসমূহের রক্তাধিক্য।

জ্বর—উত্তাপ তৎসহ গাত্রাবরণ খুলতে চায় না।

চর্ম— ভিজা, চুলকাণিযুক্ত, জ্বালাকর উদ্ভেদ, খোলাবাতাসে উপশম বিশেষ করে উত্তপ্ত সূর্যালোকে। **গুলফ সন্ধির মচকানো ব্যথা ও স্ফীতি।** রাত্রে প্রবল চুলকাণি।

হ্রাস/বৃদ্ধি— উপশম— গরম জলে স্নান করলে। বৃদ্ধি— আবহাওয়ার পরিবর্তনে, চুপ করে থাকলে, নড়াচড়া আরম্ভ করলে। অত্যন্ত শীত কাতরতা।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—আর্নিকা, রুটা, সাইলি, ব্যারাইটা কার্ব, কার্বো, ষ্ট্রনসিয়া, আয়োড (ধমনীর ঘনীভূতত্ব), ষ্ট্রনসিয়া ব্রোম (ব্রোমাইডের লক্ষণ প্রকাশ পেলে অনেক ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। গর্ভাবস্থায় বমন। স্নায়বিক দুর্বলতা হেতু অগ্নিমান্দ্য। উদরে অত্যধিক অম্লসঞ্চয় এবং উৎসেচক ক্রিয়া দেখা দিলে ইহা তার উপশম করে)। ষ্ট্রনশিয়া নাইট্রিক (অস্বাস্থ্যকর জিনিস খেতে ইচ্ছা, শিরপীড়া, কানের পশ্চাতে একজিমা)।

মাত্রা— ৬ষ্ঠ বিচূর্ণ এবং ৩০ শক্তি প্রযোজ্য।

ষ্ট্রোফেনথাস হিস্পিডাস (STROPHANTHUS HISPIDUS)

KOMLU SEED, **কম্বি সীড**

ষ্ট্রোফেনথাস্ পেশীর পক্ষে একটি বিষ, যাবতীয় রেখান্বিত পেশীর সংকোচন শক্তি বৃদ্ধি করে, হৃদপিণ্ডের উপর কাজ করে, — **সংকোচন ক্রিয়া বৃদ্ধি করে, দ্রুত স্পন্দন হ্রাস করে।** হৃদক্রিয়া সতেজ করতে এবং শোথজ রস সঞ্চয় দমন করতে ব্যবহৃত হয়। হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি লক্ষণ থাকলে অল্প মাত্রায় ব্যবহার করা যায়। হৃদপিণ্ডের উদ্‌গীরণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত রোগে, শোথ এবং স্ফীতি দেখা দিলে (ডিজি)। ষ্ট্রোফেন্‌থাস পাকাশয়ের যাতনা ঘটায় না, ইহার পুন পুন প্রয়োগে কোন সংগ্রাহক ক্রিয়া দেখা দেয় না। অধিক প্রস্রাব উৎপন্ন করে এবং ধমনীর সংকোচন প্রসারণ ক্রিয়ার উপর কোন কাজ করে না বলে বৃদ্ধগণের ক্ষেত্রে নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলে। নিউমোনিয়া রোগে, অস্ত্রোপচারের পর রক্তস্রাব হেতু ভীষণ অবসাদ দেখা দিলে এবং মারাত্মক তরুণ রোগে ব্যবহার করা যায়। দীর্ঘকাল উত্তেজক দ্রব্যের ব্যবহার এবং ধূমপায়ীদের **হৃদপিণ্ডের উপদাহ।** ধমনীর স্থুলত্ব প্রাপ্তি এবং বৃদ্ধদের ধমণীর দৃঢ়তা। **ভংগুর তত্ত্ব সমূহকে সজীব করে বিশেষ করে হৃদপিণ্ডের পেশী ও কপাটিসমূহের।** মেদসঞ্চয়জনিত হৃদকপাটিকার ক্রিয়ার অসম্পূর্ণতা দেখা দিলে বিশেষ উপযোগী। আমবাত। হৃদস্পন্দন ও **শ্বাসকষ্টসহ রক্তশূন্যতা। গলগণ্ড** মোটা থলথলে ব্যক্তিদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

মাথা— শংখাস্থিতে বেদনা তৎসহ দ্বিত্ব দৃষ্টি, অস্পষ্ট দৃষ্টি, চোখ দুটি চকচকে, মুখমণ্ডল উজ্বল। বৃদ্ধদের শির ঘুর্ণণ।

পাকস্থলী— বমি বমি ভাব তৎসহ মদের প্রতি বিশেষ বিরাগ সুতরাং মাঝে মাঝে অত্যাধিক মাতাল হয়ে পড়া রোগে উপযোগী। মাদার টিংচার ফোঁটা মাত্রায় প্রযোজ্য।

মূত্র— অধিক মূত্রপাত, স্বল্প ও অণ্ডলালামূত্র।

স্ত্রীজনণইন্দ্রিয়— অতিরজ, জরায়ুর রক্তস্রাব, জরায়ুতে অত্যাধিক **রক্তসঞ্চয়।** রজনিবৃত্তিকালে উরুদেশ ও নিতম্বেকামড়ানি ব্যথা।

শ্বাস প্রশ্বাস— শ্বাসকষ্ট বিশেষ করে উপরে উঠার কালে। **ফুসফুসরক্ত পূর্ণ ও স্ফীত বায়ুনালী ও হৃদপিণ্ড সংক্রান্ত হাঁপানি।**

হৃদযন্ত্র— নাড়ী দ্রুত। পৈশিক **দুর্বলতা এবং অসম্পূর্ণ ক্রিয়া**। হেতু হৃদস্পন্দন ক্ষীন, দ্রুত ও অনিয়মিত। হৃদপিণ্ডের বেদনা।

চর্ম— আমবাত, বিশেষত পুরাতন আমবাত।

অংগ প্রত্যংগ— স্ফীত, শোথযুক্ত, সর্বাংগীন শোথ।

সম্বন্ধ— তুলনীয় ডিজিটেলিস (কিন্তু ডিজিটেলিস ষ্ট্রোফেন্থাস্ অপেক্ষা ধীর ক্রিয়াশীল), এসিড ফস (দুর্বল হৃদপিণ্ড, অনিয়মিত নাড়ী, হৃদপিণ্ডস্থানে ফড়ফড়শব্দ; ঘুমের মধ্যে বুক ধড়ফড়ানি, মূর্চ্ছাভাব)।

মাত্রা— মাদার টিংচার এবং 6x শক্তি প্রযোজ্য। অতি ভয়ংকর অবস্থায় মাদার টিংচার ৫ হতে ১০ ফোঁটা মাত্রায় দিনে ৩ বার প্রযোজ্য।

ষ্ট্রিকনিনাম (STRYCHNINUM)

ALKALOID OF NUX VOMICA **নাক্স ভমিকার উপক্ষার**

এই ঔষধটির প্রাথমিক কাজ হচ্ছে গতিবিধায়ক কেন্দ্রসমূহ ও মেরুমজ্জার প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার উত্তেজনা সাধন করা। সুতরাং হোমিওপ্যাথিমতে পেশীসমূহের আক্ষেপ, মেরুমজ্জার অস্বাভাবিক প্রত্যাবৃত্ত উত্তেজনার ফলে খিলধরা, মূত্রাশয়ের আক্ষেপ প্রভৃতি রোগে উপযোগী। ষ্ট্রিকনিন কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডল, মানসিক তৎপরতা এবং বিশেষ কোন ইন্দ্রিয় শক্তিকে প্রখর করে তোলে। শ্বাসক্রিয়া বর্ধিত হয়। সর্বপ্রকার প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া প্রখর হয়ে উঠে। পেশীসমূহ, মুখমণ্ডল ও গ্রীবার কঠিণতা। পশ্চাৎ দিকে বেঁকে যাওয়া। পশ্চাৎ দিকে বক্রতাসহ ধনুষ্টংকার রোগে আক্ষেপ। সুতরাং দুটি আক্রমণের মধ্যবর্তীকালে পেশীগুলো শিথিল হয়। সামান্য স্পর্শ, শব্দ ও গন্ধে বৃদ্ধি। নাক্সভমিকা অপেক্ষা মেরুমজ্জাকে অধিক উত্তেজিত করে। কিন্তু মস্তক, বক্ষ, উদর এবং বস্তিকোটর সম্বন্ধীয়রোগে অল্পক্রিয়াশীল। **ধনুষ্টংকার**। নিরতিশয় স্নায়বিকতা। বেদনা ও অনুভূতি হঠাৎ আসে এবং থেকে থেকে দেখা যায়।

মাথা— অস্থির, **অস্বাভাবিক উত্তেজনা**। পূর্ণতাবোধসহ বিদীর্ণকর মাথার যন্ত্রণা তৎসহ চোখের উপরে উত্তাপ। কর্ণনাদসহ শির ঘুর্ণণ। মস্তক সম্মুখ দিকে ঝাঁকি দিয়ে উঠে। মস্তক ত্বকে বেদনা। মস্তক ত্বকে এবং গ্রীবা দেশে চুলকাণি।

চোখ— উষ্ণ ও বেদনাপূর্ণ এবং বহিরাগত। এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। চোখের তারকা। দুটি প্রসারিত। চোখের সম্মুখে আগুনের স্ফুলিংগ দেখে। চক্ষুপেশীর আক্ষেপিক সংকোচন। চোখের পাতার স্পন্দন ও কম্পন।

কান— শ্রবনশক্তি অতি উগ্র। কানে জ্বালা, কণ্ডুয়ন, গর্জনবৎ শব্দ।

মুখমণ্ডল— ফ্যাকাশে, উদ্বিগ্ন এবং নীলাভ। চোয়াল শক্ত। নিম্ন চোয়াল আক্ষেপিক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

গলগহ্বর— **শুষ্ক**, সংকুচিত, দলার মত কি যেন রয়েছে এমন অনুভূতি। গিলতে পারে না। অন্ননালীতে জ্বালা এবং **আক্ষেপ**। মুখগহ্বরের উপরিভাগে প্রবল চুলকাণি।

পাকস্থলী— অবিরত বমি বমিভাব। প্রবল বমন, গর্ভকালীন বমি ভাব।

উদর গহ্বর— উদর পেশীতে তীক্ষ্ন বেদনা, কামড়ানি।

সরলান্ত্র— আক্ষেপকালে অসাড়ে মল নির্গত হয়। অতি কোষ্ঠকাঠিন্য।

স্ত্রীজননাংগ— সংগমের আকাংক্ষা (ক্যানথা, ক্যাম্ফর, এসিড ফ্লোর, ল্যাকে, ফস, প্লাটিনা)। দেহ স্পর্শ করলেই কাম ভাব উত্তেজিত।

শ্বাস-প্রশ্বাস— স্বরযন্ত্রের চারিপাশের **পেশীসমূহের আক্ষেপ,** অত্যন্ত শ্বাসকষ্ট। বুকের পেশী সমূহের তীব্র সংকোচক বেদনা। ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্তী পুন পুন কাশির আক্রমণ।

পৃষ্ঠদেশ—**গ্রীবা ও পেশীর কঠিণতা**। গ্রীবার ও নীচের দিকের মেরুদণ্ড বয়ে তীব্র বেদনা। **পৃষ্ঠদেশ আড়ষ্ট;** মেরুদণ্ড প্রবলভাবে ঝাঁকি দিয়ে উঠে। **মেরুদণ্ড বয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা অনুভূতি।**

অংগ প্রত্যংগ— হাত পা ইত্যাদি শক্ত। বাতরোগে সন্ধিগুলোর আড়ষ্টতা। **প্রবলভাবে ঝাঁকি দিয়ে উঠে, মোচড়ায়, কাঁপে।** ধনুষ্টংকার রোগের আক্ষেপ এবং **পশ্চাৎ দিকে বেকে যাওয়া।** সামান্য স্পর্শে অথবা নাড়তে গেলে আক্ষেপ উপস্থিত হয়। পেশীসমূহের সংঘাত (Shock)। **খিল ধরার ন্যায় বেদনা।**

জ্বর— মেরুদণ্ড বরাবর **শীত শীত ভাব।** মাথা ও বুক বেয়ে ঘাম নিঃসরণ। নিম্নাংগ শীতল।

চর্ম— সর্বাংগে চুলকাণি, বিশেষ করে নাকে। মেরুদণ্ড বেয়ে বরফের ন্যায় শীতলতাবোধ।

হ্রাস/বৃদ্ধি— বৃদ্ধি প্রাতে, স্পর্শে, গোলমালে, সঞ্চালনে এবং আহারের পর। **উপশম**—চিৎ হয়ে শুলে।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—ইউক্যালিপটাস (ষ্ট্রিকনিনের কুফল দূর করে)। ষ্ট্রিকনি-আর্স (বৃদ্ধব্যক্তিদের আংশিক পক্ষাঘাত। পেশীমণ্ডলের শিথিলতা। অবসাদ। বিচর্চিকা (Psoriasis) পুরাতন উদরাময় তৎসহ পক্ষাঘাতিক লক্ষণ। সংকোচন প্রসারণ ক্রিয়াজনিত ক্ষয়ের পূরন না হওয়া হেতু হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি তৎসহ মেদাপকর্ষের সূচনা। শুলে শ্বাসকষ্ট। নিম্নাংগের স্ফীতি। মূত্রাল্পতা, মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্বের বৃদ্ধি, মূত্রে প্রচুর শর্করা। বহুমূত্র। 6x বিচূর্ণ)। ষ্ট্রিকনিন এট ফের সাইট্রাস (রক্তহীণতা এবং পক্ষাঘাতিক অবস্থা, অগ্নিমান্দ্য তৎসহ খাদ্যবস্তু বমন, 2x এবং 3x বিচূর্ণ)। ষ্ট্রিকনিন নাইট্রিকাম (কথিত আছে 2x এবং 3x শক্তির ঔষধ মদপানের লালসা দূর করে। দু সপ্তাহ কাল ব্যবহার করা উচিত। ষ্ট্রিকনিন সালফ পোকাশয়ের পেশীর ক্রিয়ারাহিত্য। ষ্ট্রিকনিভেলেরিন (মস্তিষ্ক শক্তির অবসাদ, অত্যন্ত স্নায়বিক প্রকৃতির রমনী, 2x বিচূর্ণ)। আরো তুলনীয়—সাইকুটা, আর্নিকা (ধনুষ্টংকার)।

মাত্রা—৩য় হতে ৩০ শক্তি। **হোমিওপ্যাথিমত বিরুদ্ধ ব্যবহার**— পক্ষাঘাতে প্রত্যক্ষ বিধানগত ক্রিয়া উৎপাদন করতে, মাত্রা $\frac{১}{৫০}$ গ্রেণ হতে $\frac{১}{৫০}$ গ্রেণ, দিনে তিনবার প্রযোজ্য। বারো বছরের কম বয়স্করোগীর জন্য $\frac{১}{৫০}$ গ্রেণ হতে $\frac{১}{২০০}$ গ্রেণ মাত্রা। ষ্ট্রিকনিয়া ইনজেকশান রূপে ব্যবহৃত হলে ক্রমবর্ধমান পেশীর শীর্ণতা দমন করতে পারে। শ্বাসযন্ত্রের পক্ষে উত্তেজক। বিশেষত নিউমোনিয়া রোগে শ্বাসকষ্ট দূর করে। ইহা ক্লোরালের প্রতিবিষ, গ্যাস, ক্লোরোফর্ম ও আফিং বিষাক্ততার প্রারম্ভিক শ্বাসকষ্টে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা $\frac{১}{[illegible]}$ হতে $\frac{১}{৮০}$ গ্রেণ প্রতি তিনঘন্টা অন্তর প্রযোজ্য।

ষ্ট্রিকনিয়া (STRYCHNIA PHOSPHORICA)

PHOSPHATE OF STRYCHNIN **ফসফেট অফ ষ্ট্রিকনিন**

মস্তিষ্কমাজ্জেয় বিধানের ভিতর দিয়ে পেশী সমূহের উপর এই ঔষধ কাজ করে এবং সেই জন্য **স্পন্দন, আরষ্টতা, দুর্বলতা,** শক্তিহীণতা দেখা দেয়। নাড়ীর অনিয়মিততা উৎপাদন করে রক্ত সঞ্চালনের উপর ক্রিয়া হতে মনের উপরে ক্রিয়া করে সংযম শক্তির অভাব, **হাসার অদম্য প্রবৃত্তি** এবং **বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ** করতে অনিচ্ছা উৎপাদন করে। নাড়ী অত্যন্ত অনিয়মিত। হৃদযন্ত্রের **অস্বাভাবিক দ্রুত কাজ** নাড়ী দ্রুত ও দুর্বল। তাণ্ডব, হিষ্টিরিয়া এবং তরুন জ্বরের পরবর্তী দুর্বলতার উপযোগী। **সঞ্চালনে লক্ষণগুলোর** বৃদ্ধি এবং বিশ্রামে ও খোলাবাতাসে উপশম। মেরুদণ্ডের রক্তহীণতা, পক্ষাঘাত, মেরুদণ্ডের জ্বালা, ব্যথা এবং দুর্বলতার উৎকৃষ্ঠ ঔষধ। বেদনা বুকের সম্মুখদিকে প্রসারিত হয়। পৃষ্ঠদেশের মধ্যস্থানে চাপ দিলে বেদনা, পা দুটি ঠাণ্ডা ও চটচটে ঘর্মযুক্ত, **হাত দুটি ও বগলে চটচটে ঘাম**। বিবৃদ্ধ হৃদপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণজনিত ক্ষয় পূরণ করে এবং হৃদক্রিয়ার উন্নতি করে। হৃদপেশী সমূহের মেদাপকর্ষের প্রারম্ভিক অবস্থা (রয়েল)।

মাত্রা— ৩য় বিচূর্ণ প্রযোজ্য।

সাক্সিনাম (SUCCINUM)

ELECTRON AMBER **ইলেকট্রন এম্বার**

A FOSSIL RESIN **একটি জীবাশ্মজাত সালম**

এই ঔষধটির **স্নায়বিক** ও হিষ্টিরিয়াজনিত উপদ্রব, হাঁপানি ও প্লীহারোগে উপযোগী।

মাথা— রেলগাড়ী ও আবদ্ধস্থানের ভয়। মাথার যন্ত্রণা, অশ্রুস্রাব, হাঁচি।

শ্বাসপ্রশ্বাস— হাঁপানি, যক্ষ্মার সূচনা, পুরাতন বায়ুনালীর প্রদাহ। বুকে বেদনা, হুপিং কাশি।

সম্বন্ধ— তুলনীয়— এম্বার গ্রিসের সহিত ইহাকে ভুল করা উচিত নয়। (এম্ব।) সাক্সিনিক এসিড (**হে ফিভার লক্ষণ** জ্বর থেকে থেকে হাঁচির আবেগ;নাক দিয়ে জলের মত সর্দি নিঃসরণ, হাঁপানি। শ্বাসনালীর মধ্যে প্রদাহ, উহার ফলে হাঁপানি, বুকে বেদনা প্রভৃতি। চোখের পাতায়, চোখের কোনে এবং নাকে জ্বালা, দমকা বাতাসে বৃদ্ধি। ৬ষ্ঠ হতে ৩০শ শক্তি প্রযোজ্য। আরো তুলনীয় অরাণ্ডো, ওয়েথিয়া, স্যাবাডিলা, সিনাপিস।

মাত্রা— ৩য় বিচূর্ণ। তৈলের ৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রযোজ্য।

সালফোণল (SULFONAL)

A COAL TAR PRODUCT **আলকাতরা হতে প্রস্তুত পদার্থ**

মস্তিষ্ক সম্ভূত শিরঘূর্ণণ, মস্তিষ্কের রোগ, ইচ্ছানুসারে হাত পা সঞ্চালনের অক্ষমতা এবং তাণ্ডব রোগের ক্ষে ত্র হোমিওপ্যাথি মতে ইহার ব্যবহার। ভয়ানক **দুর্বলতা**, শূন্যতা, মূর্চ্ছাভাব এবং নৈরাশ্য। আকুঞ্চক পেশীর **ক্রিয়াহীণতা**, পেশীক্রিয়ার অসামঞ্জস্য।

মন— মানসিক গোলযোগ, অসংলগ্নতা, অলীক দর্শন উদাসীণতা। **একবার সুখী ও আশাবাদী, পরক্ষণেই অবসাদ ও দুর্বলতা।** অতিশয় উত্তেজনা প্রবণ।

মাথা— শোথ, বিমূঢ়তা, মাথা তুলতে গেলে বেদনা। স্থির দৃষ্টি। চোখে ভারবোধ, কর্ননাদ, বাকরোধ, মনে হয় **জিহ্বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। চোখ দুটি রক্তবর্ণ ও চঞ্চল।** মাথা ঘোরে, উঠে দাঁড়াতে পারে না, চোখের পাতার পতন, গিলতে কষ্ট, কথা বলতে কষ্ট।

মূত্রযন্ত্র—টুকরো টুকরো পদার্থসহ অণ্ডলালাযুক্তমূত্র। অল্পমূত্র, পাটলবর্ণমূত্র। অবিরাম মূত্রবেগ, অল্পমূত্র, বাদামীবর্ণ। মূত্রে হিমাটোপর ফাইরিন অর্থাৎ লৌহ শূন্য হিম।

শ্বাসপ্রশ্বাস— ফুসফুসে রক্তাধিক্য, কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া, দীর্ঘ শ্বাসযুক্ত শ্বাসকষ্ট।

অংগ-প্রত্যংগ— অনৈচ্ছিক হাত পা সঞ্চালন, **পা টেনে চলে,** শীতল, দুর্বল ও কম্পনশীল। পা দুটি ভারীবোধ হয়। অত্যন্ত অস্থিরতা, পেশীসমূহ ঝাঁকি দিয়ে উঠে। হাঁটুর ঝাঁকি দেয়ার শক্তি চলে যায়। উভয় পায়ে আরষ্টতার ভাব ও পক্ষাঘাত। পা দুটিতে বোধ শূন্য বা বোধরহিত।

ঘুম— অস্থিরতা, জেগে থাকে। কিন্তু ঘুম ঘুম ভাব, অনিদ্রা।

চর্ম— চুলকানি, নীলাভ, ধুম্ররোগ (Bluish Perpure), ইরিথিমা।

সম্বন্ধ - ট্রিওনাল (অনিদ্রা তৎসহ দৈহিক উত্তেজনা। শিরঘূর্ণন, সামঞ্জস্যের অভাব;ইচ্ছানুযায়ী হস্তপদাদি সঞ্চালনে অক্ষমতা, বমি, বমিভাব; উদরাময়, কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া, নীলরোগ, কর্ণনাদ, অলীক দর্শন)।

মাত্রা— ৩য় বিচূর্ণ প্রযোজ্য।

হোমিওপ্যাথি মত বিরুদ্ধ ব্যবহার— নিদ্রাকারক ঔষধ। মাত্রা উষ্ণজলের সংগে ১০ হতে ৩০ গ্রেণ। ক্রিয়াপ্রকাশ হতে প্রায় দুঘন্টা সময় লাগে।

সালফার (SULPHUR)

SUBLIMATED SULPHER **অধঃপাতিত গন্ধক**

সালফার ডাঃ হ্যানিম্যান কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রধান সোরা দোষঘ্ন ঔষধ। ইহার ক্রিয়াকেন্দ্র ত্যাগী, ভিতর হতে বাহির দিকে, চর্মের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকায়, ইহা চর্মে উত্তাপ, **জ্বালা** তৎসহ চুলকানি সৃষ্টি করে। ঐ জ্বালা বিছানার গরমে বৃদ্ধি পায়। তন্তুবিধানের ক্রিয়াহীণতা ও শিথিলতা এবং সেই হেতু ইহার লক্ষণাবলীর সহিত মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা দেখা যায়। **উত্তাপের ঝলকা, জলের প্রতি বিরাগ, চুল ও চর্মের শুষ্কতা ও কঠিণতা, দেহের রন্ধ্রগুলো লালবর্ণ,** বেলা **১১টার সময় পাকস্থলীতে খালি খালিবোধ এবং অস্থির নিদ্রা।**— এই লক্ষণগুলো হোমিওপ্যাথি মতে সালফারকে সূচিত করে। সালফারের রোগীর পক্ষে **দাড়িয়ে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর,** দাড়িয়ে থাকতে তার অস্বস্তিবোধ হয়। নোংরা, অপরিচ্ছন্ন, চর্মরোগ প্রবণ ব্যক্তি। সে স্নান করতে চায় না। **যখন সুনির্বাচিত ঔষধ বিফল হয় বিশেষ করে তরুন রোগে,** তখন সালফার দেহের প্রতিক্রিয়া শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। **যে সকল রোগ বার বার প্রকাশিত হয়। নিঃশ্বাস ও নিঃস্রাবসমূহ সাধারণত দুর্গন্ধযুক্ত হয়।** ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত লালবর্ণ, মুখ মণ্ডল অতি সহজেই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। পুরাতন রোগ। চিকিৎসার ক্ষেত্রে শুরুতে এবং তরুণ রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিশেষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

মন—অত্যন্ত ভুলো এবং স্মৃতি শক্তির অভাব। চিন্তা করতে পারে না। **মতিভ্রম, সামান্য** ন্যাকড়াকে সুন্দর জিনিস বলে মনে করে, মনে করে সে যেন অত্যন্ত ধনী। সর্বদা কর্ম ব্যস্ত থাকে। বয়স্ক ব্যক্তি, শিশুর মত খেয়ালী। উত্তেজনা প্রবণ। মায়া মমতা নষ্ট হয়ে যায়। **অত্যন্ত স্বার্থপর,** অন্যের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। ধর্ম বিষয় বিমর্ষতা। কাজকর্ম করে না। ঘুরে বেড়ায় নিজেকে সজাগ করে তুলতে চায় না। মনে করে অপরকে ভুল জিনিস দিয়েছে। উহাতে বুঝি তার মৃত্যু হবে। সালফারের রোগী প্রায় সর্বক্ষণই ক্রোধ প্রবণ, বিমর্ষ, শীর্ণ ও **দুর্বল, এমনকি যথেষ্ট ক্ষুধা** থাকা সত্বেও।

মাথা — **মাথার চাঁদিতে সর্বদাই উত্তাপ।** (কুপ্রাম সালফ, গ্রাফাই), ভার এবং পূর্ণতাবোধ, সংঘাস্থি দুটিতে চাপ দেয়ার মত অনুভব। আঘাত করার ন্যায় শিরপীড়া, অবণত হলে বৃদ্ধি তৎসহ। শির ঘূর্ণণ। কিছু কাল পরে পরে বমি বমি ভাব সহ শির পীড়া দেখা দেয়। মাথার চুলের গোড়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাদের মত শুষ্ক জাতীয় ক্ষত। **মস্তক ত্বক শুষ্ক।** কেশ পতণ ; স্নানে বৃদ্ধি। **চুলকালে বা আচাড়ালে জ্বালাকরে।**

চোখ — চোখের পাতার কিণারায় **জ্বালাকর মত।** প্রদীপের আলোর চারিদিকে গোলাকার ছায়া দেখে। চোখে উত্তাপ ও জ্বালা (আর্স, বেল)। চোখের সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু সমূহ দেখে। কণীনিকার ক্ষতের প্রারম্ভিক অবস্থা। পুরাতণ চক্ষু প্রদাহ তৎসহ যথেষ্ট জ্বালা ও চুলকাণি। সান্তর বিধান সক্রান্ত কণীনিকার প্রদাহ। কণীনিকায় কাঁচের গুঁড়ো পড়ছে এমন অনুভূতি।

কান — কানে ভণ ভণ শব্দ। পুঁজ স্রাব লোপ পাওয়ার মন্দ ফল। গন্ধে অনুভবাধিক্য। বধিরতা তৎ পূর্বে শ্রবণ শক্তির অত্যন্ত প্রখরতা। সর্দিজ বোধিরতা।

নাক — নাকের উপর দাঁদ। ঘরের মধ্যে ণাসিকার অবরোধ। কাল্পণিক দুর্গন্ধময়। **নাসিকার পক্ষদ্বয় লাল ও মামড়িযুক্ত। পুরাতণ শুষ্ক সর্দি, শুষ্ক মামড়ি, সহজেই রক্তপাত হয়।** নাসিকার বহুপাদ ও মাংসার্বুদ।

মুখগহ্বর — ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক, **উজ্বল লালবর্ণ,** জ্বালাকর। প্রাতকালে তিক্ত স্বাদ। দাঁতের মধ্যে ঝাঁকি দিয়ে উঠে। মাড়ি স্ফীতও দপদপকর বেদনা জিহ্বা সাদা, অগ্রভাগ লাল ;ধারগুলো লাল।

গলগহ্বর — দলার মত ; কোন ভাঙা টুকরো থাকার মত ;চুল থাকার মত অণুভূতি। জ্বালা, আরক্তিমতা ও শুষ্কতা। মনে হয় একটা গোলা উঠে এসে গলকোষ বন্ধ করে দিচ্ছে।

পাকস্থলী — সম্পূর্ণ ক্ষুধালোপ অথবা অত্যন্ত ক্ষুধা। দুর্গন্ধ যুক্ত উদগার। খাদ্য অতিশয় লবণাক্ত বোধ। যথেষ্ট জলপাণ করে কিন্তু অল্প আহার করে। **দুধ সহ্য হয় না।** মিষ্টি দ্রব্যে অত্যন্ত স্পৃহা(আ[illegible])। **অত্যন্ত অম্ল সঞ্চয়।** অম্ল উদগার। জ্বালাকর, কষ্ট দায়ক, ভারী কিছুর মত চাপ বোধ। **বেলা ১১ টায় সময় অত্যন্ত দুর্বল ও মূর্চ্ছাবৎ হয়ে পড়ে।** ঐ সময় কিছু ক্ষেতে বাধ্য হয়। পরিপাক কালে বমি বমিভাব। জল পাণ করে পেট ফুলিয়ে দেয়।

উদর গহ্বর — চাপ কিছুতেই সহ্য হয় না। অন্তর ভাগে টাটানি ও ছড়ে যাবার ন্যায় বোধ হয়। মনে হয় কোন জীবন্ত পদার্থ নড়ে বেড়াচ্ছে (ক্রোকাস, থুজা)। যকৃতের উপর বেদনা ও টাটানি। জলপাণের পর শূল বেদনা।

সরলান্ত্র — মলদ্বারে চুলকাণি ও জ্বালা। তলপেটে রক্তাধিক্য হেতু অর্শ রোগ। পুণ পুণ নিস্ফল মল বেগ। মল শক্ত, গাঁট গাঁট এবং অপ্রচুর। শিশু বেদনার ভয়ে বাহ্য করতে চায় না।

মলদ্বারে চারিদিক লালবর্ণ তৎসহ চুলকাণি। **প্রাতকালীণ বেদনাহীণ উদরাময় ; বিছনা হতে ছুটে পায়খানায় যেতে হয়** তৎসহ মলদ্বার ভ্রংশ, উহা হতে রস ও রক্ত পড়ে।

মূত্র — বার বার মূত্রপাত বিশেষ করে রাত্রে। **অসাড়ে মূত্র** বিশেষ করে গন্ডমালা গ্রস্ত ও অপরিচ্ছন্ন শিশুদের। মূত্র ত্যাগ কালে মূত্র পথে জ্বালা। এই জ্বালা বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। মূত্রে পূঁজ ও শ্লেষ্মা, এই সকল নির্গত হবার সময় **যে সকল স্থান স্পর্শ করে সেই সকল স্থানে ব্যথা।** হঠাৎ **মূত্র বেগ উপস্থিত হয়** এবং তাড়াতাড়ি মূত্রত্যাগ করতে বাধ্য হয়। **প্রচুর পরিমাণ বর্ণ হীণ মূত্র।**

পুংজননেন্দ্রিয় — লিংগে খোঁচা মারা ব্যথা। অনিচ্ছায় রেতপাত। শয়ণকালে জননেন্দ্রিয়ে চুলকাণি। লিংগ শিথিল, ঠান্ডা এবং শক্তিহীণ।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় — বাহ্য জননেন্দ্রিয় চুলকায়। **যোনিপথে জ্বালা করে।** অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম। **ঋতু স্রাব নিয়মিত সময়ের পরে।** অল্প দিন স্থায়ী এবং কষ্টকর। রক্ত ঘণ, কালো, **ক্ষতকর তৎসহ ঐ স্থানে ব্যথা।** ঋতু স্রাবের পূর্বে শিরপীড়া দেখা দেয় অথবা হঠাৎ ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। স্রাব জ্বালাকর। স্তনের বোঁটা ফাটা ফাটা।

শ্বাস প্রশ্বাস — বুকে চাপবোধ ও জ্বালা। **কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া, জানলা খুলে দিতে চায়।** জ্বর লোপ। বুকে উত্তাপ বোধ। বুকের উপর সর্বত্র লাল ; পিংগল দাগ। সরল কাশি। বৃদ্ধি - কথা বললে, প্রাতকালে, সবুজাভ পুঁজযুক্ত, মিষ্টি স্বাদ শ্লেষ্মা উঠলে। **বুকে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ।** বুক ভারী বোধ হয়, খোঁচামারা ব্যথা তৎসহ হৃদপিন্ড বৃহৎ বোধ হয় এবং ধড়ফড় করে। বক্ষবারক ঝিল্লীতে রস সঞ্চয়। এইক্ষেত্রে টিংচার সালফিউরিক ব্যবহার করবে। খোঁচামারা ব্যথা পিঠ পর্যন্ত ধাবিত হয়। বৃদ্ধি - চিৎ হয়ে শুলে এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিলে। মাথা তুললে বক্ষে উত্তাপের ঝলকা অনুভূত হয়। **বুকে কোন কিছু চাপান আছে এমন ভার বোধ।** মধ্য রাত্রে **শ্বাসকষ্ট,** উঠে বসলে উপশম। সন্ধ্যা অপেক্ষা **প্রাতকালে নাড়ীর গতি অধিক।**

পৃষ্টদেশ — স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে টানপড়া ব্যথা। ঘাড়ের আড়ষ্টতা, মনে হয় যেন মেরুদন্ডের **কশেরুকাগুলো** একটি অপরটির উপর উঠে পড়ছে।

অংগ প্রত্যংগ — হাত দুটির কম্পণ। **হাত দুটি উষ্ণ ও ঘর্মাক্ত।** বাম স্কন্ধে বাতের বেদনা। ভার বোধ, আংশিক পক্ষাঘাতের মত অবস্থা চুলকাণি যুক্ত বাতজ সন্ধি প্রদাহ। রাত্রিকালে **হাতের তালু ও পায়ের তলায় জ্বালা।** বগলের ঘামে রসুণের গন্ধ। বাহু ও হস্তদ্বয়ে টেনে ধরার ন্যায় ও ছিড়ে ফেলার ন্যায় ব্যথা। জানু ও পদ গুলফ দ্বয়ের আড়ষ্টতা। সোজা হয়ে চলতে পারে না। **ঘাড় নুইয়ে চলে।** বাত গন্ড।

নিদ্রা — **ঘুমের মধ্যে কথা বলে, ঝাঁকি দিয়ে উঠে, হাত পা ছোঁড়ে।** সজীব স্বপ্ন। গান করতে করতে জেগে উঠে। মাঝে মাঝে জাগে এবং হঠাৎ সম্পূর্ণ নিদ্রাভংগ হয়। **বিড়ালের মত অস্থির নিদ্রা।** সামাণ্য শব্দে জেগে উঠে। রাত্র ২টা হতে **ভোর ৫ টা পর্যন্ত ঘুম হয় না।**

জ্বর — **মাঝে মাঝে উত্তাপের ঝলকা উঠে। সারা দেহে আগুনে পুড়ে যাওয়ার ন্যায় উত্তাপ।** চর্ম শুষ্ক, প্রচুর পিপাসা। রাত্রিকালে গ্রীবা ও মস্তকের পশ্চাতে ঘাম। দেহের এক অংশে ঘাম। দুর্গন্ধ যুক্ত ঘাম। স্বল্প বিরাম জ্বর।

চর্ম — **চর্ম শুষ্ক, আঁইশযুক্ত ও অপরিষ্কার। যে কোন সামাণ্য আঘাতে পেকেউঠে।** খোস। **জ্বালা, চুলকাণি, আঁচড়ালে বা জলে ধুলে বৃদ্ধি।** অপচ্যমাণ পীড়কা,পুঁজবটী, হাজা, নখকুণি, চর্ম ফাটা, বিশেষত চর্মের ভাঁজ স্থানে (লাইকো)। অস্থির চারিদিকে ফিতা বাঁধা আছে এমন বোধ হয়। বাহ্যিক মলমাদি ব্যবহারের পরবর্তী চর্ম পীড়া। **চুলকাণি** ;উত্তাপে এবং সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি। অনেক ক্ষেত্রে বসন্তকালে, বর্ষাকালে পুণ প্রকাশ।

হ্রাস-বৃদ্ধি — বৃদ্ধি বিশ্রামে, দাঁড়িয়ে থাকলে, **বিছানার গরমে**, স্নানে, ধৌত করলে। প্রাতকালে, বেলা ১১টার সময়, রাত্রিকালে, মদপাণে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ।উপশম — **শুষ্ক, গরম আবহাওয়ায়।**

সম্বন্ধ — অণুপূরক - এলো, সোরিণ, একোণ, পাইরেরেরা (আমাজান নদীতে ধৃত এক প্রকার মাছ বিশেষ - নান প্রকার চর্ম রোগে ব্যবহৃত হয়। কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, উপদংশজ ক্ষত, শিরা স্ফীতি প্রভৃতি)।

তুলনীয় — একোণ, (একোণের পর তরুণ রোগে প্রয়াই সালফার উপযোগী হয়। মার্ক এবং ক্যালকেরিয়া অনেকক্ষেত্রে সালফারের পরে ব্যবহার্য কিন্তু পূর্বে নয়। লাইকো, সিপিয়া, সার্সাপে, পালস)। সালফার হাইড্রোজেনিসেটাম (প্রালাপ উন্মত্ততা ও শ্বাসরোধ)। সালফার টেরিবিন্থি নেটাম (পুরাতন বাতজ সন্ধি প্রদাহ, নর্তন রোগ)। ট্যানিক এসিড (নাসা পথে রক্তস্রাব, আলজিহ্বা বর্ধিত, কুলকুচা, কোষ্টিকাঠিণ্য)। ম্যাগনেটিস পোলাস আর্টিকাস (উৎকণ্ঠিত, চোখেঠান্ডা বোধ - যেন চোখের কোটরে এক খন্ড বরফ চাপান আছে। বর্ধিত লালাস্রাব, কোষ্টকাঠিণ্য, প্রগাঢ় নিদ্রা, কম্পণ, উদর স্ফীতি)। ম্যাগণেটিস্ পোলাস অষ্ট্রেলিস (চক্ষুপত্রের শুষ্কতা, সহজেই সন্ধি চ্যুত হয়, পায়ের বৃদ্ধাংগুলের নখ ভিতরে ঢুকে যায়, জানু পত্রাস্থিতে বেদনা, পদতলে চিড়িকমারা বেদনা)। গ্রন্থি স্ফীতি পত্রাস্থিতে বেদনা)। গ্রন্থি স্ফীতিতে তুলণীয় - এগ্রাফিস।

মাত্রা — নিম্নতম হতে উচ্চতম সকল শক্তিই কার্যকরী। উচ্চ শক্তির ঔষধে উত্তম ফল পাওয়া যায় কিন্তু পুণ পুণ প্রয়োগ করা উচিত নয়। ১২শ শক্তি হতে চিকিৎসা আরম্ভ করা ভাল। তারপর রোগীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে উচ্চতর অথবা নিম্নতর শক্তি ব্যবহার করবে। পুরাতণ রোগে ২০০ তম ও আরো উচ্চ শক্তি। পাকে না বা সারে না এমন উদ্ভেদের জন্য নিম্নতম শক্তি।

সালফার আয়োডেটাম (SULPHUR IODATUM)

IODIDE OF SULPHUR **আয়োডায়েড অফ সালফার**

দুর্দমণীয় চর্মরোগ বিশেষ করে **ক্ষৌর কন্ডু ও বয়ঃব্রণ।** রস স্রাবী কাউর ঘা। **গলগহ্বর** — আলজিহ্বা ও টনসিলদুটি বর্ধিত ও লালবর্ণ। স্ফীত, জিহ্বা, পুরু, কর্ণমূল গ্রন্থি। (Parotid gland) । বিবর্ধিত।

চর্ম — নাক, কাণ ও মূত্রনলীতে চুলকাণি। মুখের ওপর অপচ্যমাণ পীড়কা। ওষ্ঠের উপর শীত ক্ষত। ঘাড়ে স্ফোটক। ক্ষৌর কন্ডু। **বয়ঃব্রণ**। চর্মের উপর দলবদ্ধঅপচ্যমাণ পীড়কা। (Lichen Planus), বাহুদ্বয় চুলকাণিযুক্ত উদ্ভেদে আবৃত। চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠছে এইরূপ অনুভব।

মাত্রা — ৩য় বিচূর্ণ প্রযোজ্য।

সালফিউরিকাম এসিডাম (SULPHURICUM ACIDUM)

SULPHURIC ACID সালফিউরিক এসিড

এসিড সমূহের সাধারণ লক্ষণ দুর্বলতা, এই ঔষধটিতে পরিপাক প্রণালীতে প্রকাশ পায় — ফলে রোগী পাকাশয়ে অত্যন্ত শিথিলতা অণুভব করে তৎসহ উত্তেজক দ্রব্যের আকাংক্ষা জন্মে।

কম্পণ ও দুর্বলতা, সব কিছুই তাড়াতাড়ি করতে হয়। উত্তাপের ঝলক এবং পরক্ষণেই ঘাম তৎসহ কম্পণ ভাব থাকে। কোনরূপ দৈহিক আঘাতের পর পচণ সম্ভাবণা দেখা দেয়। লেখকদের হাতের খিলধরা। সীসক ধাতু বিষাক্ততা। পাকাশয়ে জ্বালা। পাকাশয়ে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের প্রাধাণ্য। রক্তস্রাবী ধূম্ররোগ সালফার আয়োডেটাম (Purpure Hocmorrhagia)।

মণ — ক্রোধী, অধৈর্য। প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না। ত্রস্তভাব।

মাথা — ডানদিকের স্নায়ুশূল, বেদনাকর ঝাঁকি দিয়ে ওঠা, চর্মে চিমটি দেয়ার মত ব্যথা। মনে হয় মস্তিষ্ক কপালের মধ্যে ঢিলা হয়ে গেছে এবং এক পাশ হতে অপর পার্শ্বে নড়ে বেড়াচ্ছে। (বেল রাস)। মস্তিষ্কে সংঘাত - যে সকল ক্ষেত্রে চর্ম শীতল থাকে। এবং শীতল ঘামে আবৃত থাকে। মস্তকের পশ্চাৎ দিকের পার্শ্বে সংকোচক বেদনা। মাথার ধারে হাত রাখলে উপশম। মাথার বাহির দিকে বেদনা, যেন চর্মের নীচে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, স্পর্শে ব্যথা লাগে। ডানশংখ দেশে বেদনা যেন একটি গোঁজ পোঁতা হচ্ছে।

চোখ — আঘাত লাগার ফলে চোখের অভ্যন্তরে রক্তস্রাব। চোখের শুক্ল মন্ডলে অর্জুণ রোগ (Chemosis of Conjunctive) তৎসহ কামড়ানি ও তীব্র বেদনা।

মুখগহ্বর — জাড়ী ঘা, মাড়ি হতে রক্ত পড়ে। দুর্গন্ধিযুক্ত নিঃশ্বাস। পুঁজ স্রাব।

পাকস্থলী — বুক জ্বালা অম্ল উদগার, উহাতে দাঁত টকে যায় (রোবিনিয়া)। মদ পাণের প্রবল আকাংক্ষা। জলপাণ করলে পাকাশয়ে ঠান্ডা বোধ হয়। কফির গন্ধ সহ্য হয় না। অম্ল বমণ। সদ্য প্রস্তুত খাদ্য খেতে চায়। হিক্কা, পাকস্থলীতে ঠান্ডাবোধ। বাহ্যিক উত্তাপে উপশম। শীত শীত ভাব সহ বমি ভাব বর্তমান।

উদর গহ্বর — দুর্বলতাবোধ তৎসহ কটি ও পিঠের নিম্নদিকে টান পড়া বেদনা। মনে হয় যেন, অন্ত্র বের হয়ে পড়বে বিশেষ করে বাম দিকে।

সরলান্ত্র — অর্শ, সর্বদা রসে ভিজা থাকে। মনে হয় মলদ্বারে একটা বল আটকে আছে। উদরাময়, কালো দুর্গন্ধ যুক্ত মল তৎসহ দেহে অম্ল গন্ধ এবং উদর গহ্বরে খালি খালি বোধ।

স্ত্রীজনণেন্দ্রিয় — ঋতু স্রাব নিয়মিত সময়ের পূর্বে ও প্রচুর। বয়স্কা রমণীর জরায়ু গ্রীবায় ক্ষত, সহজে রক্তপাত হয়। বিদাহী, জ্বালাকর প্রদর স্রাব, অনেক ক্ষেত্রে রক্তাক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

শ্বাস প্রশ্বাস — গ্রীবা পেশীতে চিড়িকমারা বেদনা ও নাসিকার পক্ষদ্বয় উঠা নামা সহ দ্রুত শ্বাস ক্রিয়া। স্বরযন্ত্র ভীষণভাবে উঠা নামা করে। শিশুদের ব্রংকাইটিস তৎসহ খকখকে ও বিরক্তকর কাশি।

অংগ প্রত্যংগ — বাহু ও হস্ত দ্বয়ে খিলধরার মত পক্ষাঘাতিক সংকোচণ। লিখতে গেলে আংগুল গুলো ঝাঁকি দিয়ে উঠে।

চর্ম — আঘাত লাগার মন্দফল তৎসহ চর্ম ছড়ে যাওয়া ও নীলবর্ণ। কালশিরা। বেগুণীবর্ণ পীড়কা। রক্তস্রাবী ধূম্র রোগ (Purpura haemorrhagia) নীলাভ লালবর্ণ চুলকানিযুক্ত জড়ুল। সকল নির্গম দ্বার হতে কাল রক্ত স্রাব। ক্ষত চিহ্ন লাল ও নীলবর্ণ এবং বেদণাযুক্ত। শীত স্ফোট পচা ক্ষতে পরিণত হবার প্রবণতা। **কার্বংকল,** ফোঁড়া এবং অন্যান্য ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস ও ষ্ট্রেপটোকক্কাস জীবাণু সৃষ্টি রোগ।

হ্রাস-বৃদ্ধি — বৃদ্ধি দুপুরে এবং সন্ধ্যাকালে, অত্যধিক উত্তাপে অথবা শীতলতায়। উপশম উত্তাপে, আক্রান্ত পার্শ্বে চেপে শুলে।

সম্বন্ধ — অনুপূরক — পালস। তুলনীয় - আর্ণিকা, ক্যালেন্ডুলা, লিডাম, সিপিয়া, ক্যাল্কে।

মাত্রা — মদ্যপাণ প্রবৃত্তি দূর করার জণ্য ১ ভাগ সালফিউরিক এসিড, ৩ ভাগ এ্যালকোহলে মিশ্রিত করে দৈণিক তিনবার ১০ হতে ১৫ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করলে বিশেষ উপকার। হোমিওপ্যাথি মাত্রা — ২য় হতে ৩০ শ শক্তি প্রযোজ্য।

সালফিউরোসাম এসিডাম (SULPHUROSUM ACIDUM)

SULPHURUS ACID, (H_2SO_3) **সালফিউরাস এসিড**

সালফিউরাস এসিড, টনসিল প্রদাহ (স্প্রে করে ব্যবহার করতে হয়) গোলাপী বর্ণ, মুখব্রণ, ক্ষতযুক্ত মুখ প্রদাহ এবং ফোষ্কাকার মরামাস রোগে ব্যবহার করা হয়।

মাথা — উদ্বিগ্ন, ভয়ংকর বিবাদপ্রিয় মাথার যন্ত্রণা, বমি করলে উপশম কর্ণনাদ।

মুখগহ্বর — মুখের মধ্যে ক্ষতকর প্রদাহ। জিহ্বা লাল অথবা নীলাভ লাল। ময়লার প্রলেপযুক্ত জিহ্বা।

পাকস্থলী — ক্ষুধালোপ ;অদম্য কোষ্ঠকাঠিণ্য।

শ্বাস প্রশ্বাস — প্রচুর শ্লেষ্মা নিঃসরণ সহ সর্বদাই শ্বাসরোধক কাশি। স্বরভংগ, বুকে সংকোচণ বোধ। কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া।

স্ত্রীজনণেন্দ্রিয় — অন্ডলালাবৎ স্রাব। দুর্বলতা।

মাত্রা — তালু পার্শ্বে গ্রন্থির প্রদাহে স্প্রে করে ব্যবহার করা উচিত। ডাঃ রিংগারের মতে প্রতিবার আহারের ১০ মিটিন পূর্বে ১০ হতে ১৫ ফোঁটা মাত্রায় সেবন করলে মুখে জল উঠা, উৎসেচন ক্রিয়া ও উদরাধ্মান (flatulence) দূর হয়। ইহাতে জারী ঘা নিরাময় হয়। হোমিওপ্যাথি মতে ৩য়-শক্তি প্রযোজ্য

সাম্বুল - ফেরুলা সাম্বুল (SUMBUL - FERULA SUMBUL)

MUSK ROOT **মাস্ক রুট**

ঔষধটিতে অনেক হিষ্টিরিয়া সদৃশ ও স্নায়বিক লক্ষণ রয়েছে। স্নায়ুশূলজ উপদ্রবে কাজে লাগে। হৃদপিন্ডের বিধাণগত স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিশৃংখলায় উপযোগী। ঠান্ডা লাগার ফলে অবশতা। বাম পার্শ্বের অবশতা। মদাত্যয় জণিত অণিদ্রা। (মাদার টিংচার ১৫ ফোঁটা মাত্রায়)। মনে হয় যেন,

মেরুদন্ডের উপর দিয়ে জল পড়ছে। হাঁপানি। ধমণীর স্থূলতায় টিসু সমূহের উপর একটি ক্রিয়াশীল ঔষধ।

মাথা — ভাবপ্রবণ এবং চঞ্চল। প্রাতে নিরানন্দ, সন্ধ্যাকালে প্রফুল্ল। লিখতে এবং যোগ করতে ভুল করে। মরামাস। নাকে দুশ্ছেদ্য হরিদ্রাবর্ণের শ্লেষ্মা।

গলগহ্বর — শ্বাসরোধক সংকোচণ, অবিরত ঢোক গেলে। পাকাশয়ে বায়ু জমে উদগার। গলকোষ পেশীর আক্ষেপ। গলার ভিতর দুশ্ছেদ্য শ্লেষ্মা।

হৃদযন্ত্র — স্নায়বিক হৃদস্পন্দন। বাম বক্ষ ও বাম কুক্ষিদেশে স্নায়ুশূল। হৃদপিন্ড সংক্রান্ত হাঁপানি। বাম বাহুতে কামড়ানি ব্যথা, ভারবোধ, অবশতা এবং ক্লান্তি। সামাণ্য পরিশ্রমে দমবন্ধ হয়ে আসে। নাড়ী অনিয়মিত।

স্ত্রীজনণেন্দ্রিয় — ডিম্বাশয়ে স্নায়ুশূল। উদর গহ্বর পূর্ণ, প্রসারিত এবং বেদনা যুক্ত। ধাতু লোপকালীণ উত্তাপের ঝলকা।

মূত্র — মূত্রের উপর তেলের মত সর ভাসে।

হ্রাস - বৃদ্ধি — বৃদ্ধি - পরিশ্রমের কাজে, বাম পার্শ্বে।

সম্বন্ধ — তুলণীয় এসাফিটিডা, মাস্কাস।

মাত্রা — মাদার টিংচার হতে ৩য় শক্তি। ডাঃ ডব্লু ম্যাক জর্জ ধমণীর স্থূলত্ব রোগে ৩ ঘন্টা অন্তর 2 x শক্তির ঔষধ ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন।

সিম্ফোরিকার্পাস রেসিমোসা (SYMPHORICARPUS RECEMOSA)

SNOWBERRY **স্নোবেরি**

গর্ভকালীণ অবিরাম বমণে এই ঔষধটি যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছে। পাকাশয়িক গোলযোগ। পরিবর্তণ শীল ক্ষুধা। বমি বমি ভাব, মুখ দিয়ে জল ওঠা, তিক্ত স্বাদ। **কোষ্ঠকাঠিণ্য।** ঋতুকালে বমি বমিভাব। নড়াচড়া করলে বমি ভাবের বৃদ্ধি। যাবতীয় খাদ্যে অরুচী। চিৎ হয়ে শুলে উপশম বোধ।

মাত্রা — ২য় ও ৩য় শক্তি। ২০০ তম শক্তিও উপযোগী।

সিম্ফাইটাম (SYMPHYTUM)

COMFREY, KNITBONE **কমফ্রে, নিটবোন।**

এই গাছের শিকড়ে এক প্রকার, দানাদার শক্ত পদার্থ আছে, উহা ক্ষতের উপর উপত্বক সৃষ্টি করে। পাকাশয় ও মধ্যান্ত্রের ক্ষত রোগে আভ্যন্তরিক ভাবে ইহা ব্যবহার করা যায়। পাকাশয় শূল রোগে আভ্যন্তরীণ ভাবে এবং গুহ্যদ্বারের চুলকাণিতে বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা চলে। পেশী সংযোজক, কন্ডরা ও অস্থিআবরকে আঘাত লেগে ক্ষত। সাধারণত সন্ধি স্থানেই ইহার ক্রিয়া। জানু সন্ধির স্নায়ুশূল। মুলাধার অথবা অস্থি সমূহের ভিতরে আঘাত লেগে ছিদ্র হয়ে গেলে এবং

ভাঙা হাড় জোড়া না লাগিলে উপযোগী। অংগচ্ছেদের পর ছিন্নাগ্র (stump) প্রদাহ। ভগ্ন স্থানের অস্থিতে প্রদাহ। শ্রোণি স্ফোটক (Psoas abseess) । অস্থি আবরকে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও টাটানি।

মাথা — মাথার পশ্চাতে, শীর্ষে এবং কপালে বেদনা। বেদনা নাসিকার অস্থিতে নেমে আসে। চোয়ালের অস্থির অভ্যন্তরে প্রদাহ, কঠিন ও লালবর্ণ স্ফীতি।

চোখ — **কোন ভোঁতা জিনিসের আঘাত লেগে চোখে বেদনা।** চোখে আঘাত লাগার পক্ষে সিম্ফাইটম অতুলণীয়।

সম্বন্ধ — তুলণীয়-আর্ণিকা, ক্যাল্কে ফস।

মাত্রা — মাদার টিংচার। ক্ষত, ঘা এবং গুহ্যদ্বারে চুলকাণির জণ্য বাহ্যিক ভাবে প্রয়োগ করে বেঁধে রাখা প্রয়োজণ।

সিফিলিণাম (SYPHILINUM)

সিফিলিস বিষ হতে প্রস্তুত নোসোড ঔষধ । (Syphilitic Uirus - A Nosode) ভোরের দিকে অত্যন্ত অবসন্নতাবোধ এবং স্নায়বিক দুর্বলতা।

স্থান পরিবর্তনশীল বাতের বেদণা। পুরাতণ উদ্ভেদ এবং বাতরোগ। মীণবক্কিকা (Ichthyosis) উপদংশ জণিত রোগ। সন্ধ্যাহতে সকাল পর্যন্ত বেদণা। বেদণা ধীরে ধীরে বাড়ে এবং ধীরে ধীরে কমে। বংশ পরম্পরায় মদপাণের অভ্যাস। মুখ, নাক, জনণেন্দ্রিয় এবং চর্মে ক্ষত। **একটার পর একটা ফোঁড়া উঠে।**

মণ — স্মৃতি শক্তির অভাব কিন্তু রোগের পূর্ববতী সব কথাই মনে থাকে। উদাসীণ **মনে করে পাগল হয়ে যাবে অথবা পক্ষাঘাত গ্রস্ত হয়ে পড়বে।** রাত হলেই ভয় হতে থাকে এবং নিদ্রাভংগে অবসাদকর যন্ত্রণাকে ভয় করে। নিরাশ **আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশ।**

মাথা — শংখ দেশ হতে অথবা চোখ হতে পশ্চাৎ দিকে রেখাকার বেদণা। ঐ বেদণায় অণিদ্রা এবং রাত্রিকালে প্রলাপ বকে। চুল পড়ে যায়। মস্তকের অস্থিতে বেদণা। মণে হয় মাথার খুলি ধড়ে যাবে। হতবুদ্ধিকর মাথার যন্ত্রণা।

চোখ — **কণীনিকার পুরাতণ ও বার বার প্রকাশিত মাস্তগর্ভ প্রদাহ** (Phlyctemular Inflammaliam of Cornea)। কণীনিকার উপরের উপত্বকে ক্ষত এবং রক্তাম্বু পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা বার বার প্রকাশ পায়। তীব্র আলোকাতংক। প্রচুর অশ্রুপাত। চোখের পাতা স্ফীত। **রাত্রে অত্যন্ত বেদণা।** অক্ষিপুটের পতন । ক্ষয় রোগাত্মক উপতারা প্রদাহ। একটি দ্রব্যের নিচে আর একটি দ্রব্য দেখে। চোখের উপর দিয়ে শীতল বাতাস বইছে। এইরূপ অণুভূতি (ফ্লোরিক এসিড)।

কাণ — কাণের ক্ষুদ্র অস্থিতে উপদংশজ ক্ষত।

নাক — নাসিকা অস্থি, কঠিণ তালু ও ভেদক অস্থিতে ক্ষত, উহা ছিদ্র হয়ে যায়। পূতণস্য।

মুখগহ্বর — **দাঁত গুলোর মূল দেশ ক্ষয় হয়।** দাঁতের কিণারা গুলো করাতের মত খাঁজ কাটা, দাঁত গুলো ক্ষুদ্রাকার। জিহ্বা লেপাবৃত, দাঁতগুলো ক্ষয় প্রাপ্ত। দাঁত গুলোর মধ্যে লম্বা ফাটা । ক্ষতে চিড়িক মারা ব্যথা ও জ্বালা। **অত্যন্ত লালাস্রাব, ঘুমের সময় মুখ দিয়ে লালা পড়ে।**

পাকস্থলী — মদপাণের ইচ্ছা।

সরলান্ত্র — সংকোচণের জণ্য ক্লান্তি বোধ করে। মলদ্বারে পিচকারী দিতে গেলে ব্যথা করে। গুহ্যদ্বার ফাটা, গুহ্য নির্গমণ।

অংগ প্রত্যংগ — সায়েটিকা, রাত্রে বৃদ্ধি এবং প্রাতকালে উপশম। স্কন্ধ ও ত্রিকোণ পেশীর সংযোগ স্থানে বাত বেদণা, বেদণায় ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়। দীর্ঘাস্থি সমূহে ভীষণ বেদণা। পায়ের আংগুলের ফাঁকে ফাঁকে ছড়ে যাওয়ার মত এবং আরক্তিমত (সাইলি)। বাতরোগ, পেশীগুলো জড়িয়ে শক্ত গাঁটের মত হয়ে পড়ে। **সর্বদা হাত ধোয়ার প্রবৃত্তি।** ক্ষত কিছুতেই আরোগ্য হয় না। মাংসপেশী গুটিয়ে শক্ত গোটায় পরিণত হয়।

স্ত্রীজনণেন্দ্রিয় — ভগৌষ্ঠের উপর ক্ষত। প্রদরস্রাব, **পাতলা, জলের মত হাজাকর** তৎসহ ডিম্বাশয়ে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধবৎ বেদণা।

শ্বাস প্রশ্বাস — স্বরনাশ, গ্রীষ্মকালে পুরাতণ হাঁপাণি, খসখস ও ঘড়ঘড় শব্দ (টার্টার এমেটিক)। কাশি শুষ্ক, কঠিণ, রাত্রিকালে বৃদ্ধি, বায়ুনলী অত্যন্ত স্পর্শকাতর (ল্যাকে)। রাত্রিকালে হৃদপিন্ডের মূলদেশ হতে উর্ধদিকের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিদ্ধকর বেদণা।

চর্ম — লালাভ পিংগল বর্ণ উদ্ভেদ তৎসহ ঝিল্লী গন্ধ। অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ।

সম্বন্ধ — তুলণীয় - মার্ক, ক্যালিহাইড্রা, নাইট্রিক এসিড, অরাম, এ্যালুমিণা।

হ্রাস - বৃদ্ধি — বৃদ্ধি - রাত্রে, সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত, সমুদ্রতীরে, গ্রীষ্মকালে। উপশম - সমুদ্র হতে দূরে স্থলভাগে, পর্বতোপরি, দিবা ভাগে, ধীরে ধীরে চলে বেড়ালে।

মাত্রা — শুধু মাত্র উচ্চতম শক্তি তবে পুণ পুণ প্রয়োগ করা উচিত নয়।

সিজিজিয়াম জ্যাম্বোলেনাম (SYZYGIUM JAM BOLANUM)

JAMBOL SEEDS ENLEXING
ACTIVE PRINCIPLE জামবীজের উগ্রবীর্য।

এই ঔষধটি রক্তে চিনির ভাগ বৃদ্ধি করে মধুমেহ রোগ (Glycosuria) সৃষ্টি করে।

শর্করা যার বহুমূত্ররোগে বিশেষ উপযোগী (Diabetes Mellitus) ঔষধ অণ্য কোণ ঔষধেই ইহার মত মূত্রে চিনির পরিমাণ কমিয়ে আনতে এবং চিনি দূর করতে পারে না। দেহের উপরিভাগে ঘামাচির ন্যায় উদ্ভেদ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালবর্ণ পীড়কা, উহাতে প্রচন্ড চুলকাণি, প্রবল পিপাসা, দুর্বলতা ও জীর্ণশীর্ণ চেহারা। প্রচুর পরিমাণে মূত্র, উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী। চর্মের উপর পুরাতন ক্ষত। বহুমূত্রজ ক্ষত (Diabetic Ulceration) বীজ চূর্ণ করে ১০ গ্রেণ মাত্রায় দিনে ৩ বার ব্যবহার এবং মাদার টিংচারও ব্যবহার করা যায়।

সম্বন্ধ — তুলণীয় — ইনসুলিণ, ক্লোমগ্রন্থি আমাদের দেহের শর্করা অংশ নিয়ন্ত্রিত করে, ইনসুলিণ ঐ ক্লোম গ্রন্থির উগ্রবীর্যের জলীয় দ্রবণ। মধুমেহ রোগে নিয়মিত সময়ে বারবার প্রযুক্ত হলে ইহা দ্বারা রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক হয় এবং মূত্রে শর্করা দূর হয়। অতি মাত্রায় প্রযুক্ত হলে দুর্বলতা, ক্লান্তি, কম্পণ এবং প্রচুর ঘাম লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ট্যাবেকাম

TABACUM **তামাক**

লক্ষণগত দিক থেকে বিচার করে ট্যাবেকামকে বেশ সুনির্দিষ্ট ভাবেই চিহ্নিত করা যায়। বমিভাব, আড়ষ্ট, মৃতের ন্যায় রঙ, বমি, বরফের ন্যায় শীতল, ঘাম তৎসহ সবিরাম নাড়ী ইত্যাদি ইহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইহার পচন নিবারক গুন আছে এবং কলেরা জীবানু ধবংসকারী। সমগ্র মাংসপেশীর দুর্বলতা, গ্যাসট্রিক, অন্ত্র বেদনা, **সামুদ্রিক পীড়া**, শিশুদের কলেরা, শীতভাব কিন্তু **পেট অনাবৃত রাখতে চায়**, দ্রুত হৃদস্পন্দন, উদরাময়। উদ্বেগবৃদ্ধি এবং করোনারী আর্টারীর স্ফীতি। বুকের ব্যথার অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ তৎসহ করোনারী আর্টারীর প্রদাহ (কার্টিয়ার)। গলার অভ্যন্তরভাগ সংকুচিত। বুক, মূত্রথলী, মলদ্বার সংকুচিত। বিবর্ণ রক্তহীণতার লক্ষণ, শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, নাড়ী দড়ির ন্যায় শক্ত।

মন— খুব অসহায়বোধ, হতাশা, বিস্মৃতি অসন্তোষভাব।

মস্তক— **চোখ মেলার সংগে মাথা ঘোরা**, মাথায় যন্ত্রণা, প্রচন্ড বমি ভাব, মাঝে মাঝে মাথায় যন্ত্রণা, মনে হয় মাথাটি শক্ত দড়ি দিয়ে বাধা। মাথায় হঠাৎ বেদনার ভাব, মনে হয়, কেউ যেন হাতুড়ি পেটা করছে। স্নায়ুর অসারতা। চোখ, নাক, মুখ থেকে স্রাব নিঃসরণ বৃদ্ধি।

চোখ—ক্ষীণ দৃষ্টি, সবকিছুই আবছা আবছা বা ঝাপসা দেখে। **তির্যক দৃষ্টি** চোখের সামনে পতংগের ন্যায় পদার্থ দেখে। দৃষ্টির মধ্যে কাল দাগ দেখতে পায়। শিরায় রক্তাধিক্য এবং দৃষ্টি সংক্রান্ত স্নায়ুর শুষ্কতা। খুব তাড়াতাড়ি দৃষ্টিহীণতা লাভ।

মুখ— বিবর্ণ, নীলচে, চোখ মুখ বসে যায়, পতনাবস্থা, সমস্ত মুখে ঠাণ্ডা ঘাম। (আর্স, ভেরেট্রাম) , হাঁ করলে কট্ করে শব্দ হয়। হলদে বর্ণের দাগ।

গলার অভ্যন্তর— নাসিকা ও গলার অভ্যন্তর ভাগের প্রদাহ, বায়ুনালীর প্রদাহ, ধক্ ধক্ শব্দ সহ ভোরবেলার কাশি। অনেক সময় কাশির সংগে বমি করে। বক্তাদের স্বরভংগ।

পাকস্থলী— সর্বদাই বমি বমি ভাব। তামাকের ধূমের গন্ধে বৃদ্ধি (ফস)। সামান্য নাড়াচড়া করলে বমি ভাব দেখা যায়, কখনো কখনো মলের ন্যায় বমি হয়। **গর্ভাবস্থায়** বমি তৎসহ **মুখ দিয়ে অতিরিক্ত থুথু উঠে। সমুদ্র পীড়া, ভয়ানক মূর্চ্ছাভাব, উদর গহ্বরে নিমগ্নতাবোধ**। পাকাশয়ের দুর্বলতা ও শিথিলভাব তৎসহ বমি, বমিভাব, (ইপি)। পাকাশয়শূল এবং এই শূলবেদনা হৃদপিন্ডের শেষ ভাগ হতে বাম বায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত।

উদরগহ্বর— **শীতল কিন্তু পেটঅনাবৃত রাখতে চায়**। ঔষধটি বমি বমি ভাব এবং বমির প্রবণতা কমিয়ে দেয়। যন্ত্রনাদায়ক উদরস্ফীতি, অবরুদ্ধ অন্ত্রবৃদ্ধি।

সরলান্ত্র— কোষ্ঠকাঠিণ্য, সরলান্ত্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত, মনে হয় সরলান্ত্র বেরিয়ে পড়ে। উদরাময়, হঠাৎ জলের মত পাতলা পায়খানা তৎসহ বমিভাব ও বমি। অবশতা ও ঠাণ্ডা ঘাম। মল টক দুধের মত ঘন, দধির ন্যায় জমা জমা। কুন্থণ।

মূত্রযন্ত্র— **কিডনীর শূলবেদনা। বাম মূত্রনালীর** উপর দিয়ে তীব্র বেদনা। মূত্রকালে ভয়ানক বেদনার উদ্রেক।

হৃদপিণ্ড— বাম পাশে কাৎ হয়ে শুলে, বুক ধড়ফড় করে। নাড়ী সবিরাম, দুধ এবং অবলুপ্ত প্রায়। হৃদশূল, হৃদঅগ্র, হৃদদেশে বেদনা। পাঁজরার মধ্য দিয়ে বেদনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হৃদ্‌পিন্ডের দ্রুত স্পন্দন ধীর স্পন্দন। আঘাত অথবা অতি পরিশ্রম হেতু হৃদপিন্ডের অতি প্রসারণ (রয়েল)।

শ্বাস-প্রশ্বাস— বুকে বেদনা এবং আড়ষ্টভাব, মনে হয় বুক সংকুচিত হয়ে আসছে। হৃদ্ অঞ্চলে চাপবোধ তৎসহ বুকে ধড়ফড়ানি এবং স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে বেদনা। কাশির পর হিক্কা, শুষ্ক কাশি, বিরক্তিকর কাশি, উপশম লাভের জন্য এক ঢোক ঠাণ্ডা জল পান করতে চায় (কষ্টি, ফস), বাম পাশে শুলে শ্বাসকষ্ট।

অঙ্গ-প্রত্যংগ— হাত পা বরফের ন্যায় ঠান্ডা, অংগ প্রত্যংগ কাঁপে। সন্ন্যাস রোগের পরবর্তী পক্ষাঘাত (প্লাম্বাম)। শ্বাসরোধভাব এবং তাড়াতাড়ি পা ফেলে। বাহুদ্বয়ের দুর্বলতা, এবং বমি বাহুতে ঝিন্ ঝিন্ ভাব।

ঘুম— হৃদ্‌পিন্ড বড় হওয়া, ঘুম কম, অনিদ্রা তৎসহ ঠাণ্ডা আঠা আঠা ঘামযুক্ত, ত্বক এবং উদ্বেগ।

জ্বর— ঠাণ্ডা ঘাম সহ কম্পন দিয়ে জ্বর আসে।

হ্রাসবৃদ্ধি— বৃদ্ধি চোখ মেললে, সন্ধ্যাকালে, উত্তাপ, শীত বেশী হলে। উপশম অনাবৃত হলে, খোলাবাতাসে, জামাকাপড় ছাড়লে।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—হাইড্রোব্রোমিক এসিড, ক্যাম্ফর, ভিরেট্রাম, আর্স। আরো তুলনীয়—নিকোটিনাম (একবার দীর্ঘস্থায়ী; তারপর ক্ষনিক আক্ষেপ, তৎপর শিথিলতা ও কম্পন। বমি, বমি ভাব, ঠাণ্ডা ঘাম এবং দ্রুত পতন অবস্থা বা হিমাংগ। মাথায় যন্ত্রণা এবং মাথার পিছনভাগে আড়ষ্ট ভাব; চোখের পাতা ও নিম্ন চোয়ালের পেশীর আকুঞ্চন, গলার মাংসপেশীও পৃষ্ঠদেশ শক্ত, স্বরযন্ত্র ও বায়ুনালীর পেশীসমূহের আক্ষেপ এবং হিস্ হিস্ শব্দ করে শ্বাস-প্রশ্বাস করে। দোষঘ্ন ভিনেগার, টক আপেল। শারীরিক দিক থেকে ক্যাম্ফর ইহার বিরুদ্ধ ঔষধ। আর্স (তামাক জাতীয় দ্রব্য চর্বন দোষনাশক; ইগ্নেশিয়া) (ধূমপান), সিপিয়া (স্নায়ুশূল ও অগ্নিমান্দ্য)। লাইকো (ধবজভংগ, নাক (তামাক সেবনজনিত মন্দ স্বাদ), ক্যালডিয়াম এবং প্লাটাগো (তামাকে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে), ফসফরাস (তামাক সেবন হেতু বুক ধড়ফড়ানি এবং বাতজ দুর্বলতা)।

মাত্রা— ৩য় হতে ৩০শ এবং উচ্চতর শক্তি প্রযোজ্য।

ট্যানেসিটাম ভালগারি

TANACETUM VULGARE ট্যান্‌সি

অসম্ভব দুর্বল, স্নায়বিক দুর্বলতা, ক্লান্তিবোধ। শরীরে কোন শক্তি নেই, যেন অর্ধমৃত বা অর্ধ জীবন্ত অবস্থা। তান্ডব, আক্ষেপ (ক্রিমিজনিত)। রাসটক্স বিষাক্ততার অব্যর্থ ঔষধ বলে বিবেচিত।

মাথা— ভারীবোধ, নিস্তেজ ও মাথার গোলমেলে অবস্থা। সামান্য পরিশ্রমে মাথার যন্ত্রণা।

মন— খিটখিটে মেজাজ, গোলমাল সহ্য করতে পারে না, মানসিক অবসাদ, বমি বমিভাব, মাথাঘোরে, বন্ধ ঘরে রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি।

কান— গর্জন ও টুংটাং শব্দ, কণ্ঠস্বর অদ্ভুত শোনায়, হঠাৎ কান বন্ধ হয়ে যায়।

উদর গহ্বর—অন্ত্রে বেদনা, মলত্যাগ হলে উপশম। আহারের পরক্ষনেই আমাশয়।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়—রজকষ্ট তৎসহ পেটের নিচের দিকে ঠেলামারা বেদনা। স্পর্শকাতরতা। কুচকীতে টানপড়া ব্যথা।

শ্বাস-প্রশ্বাস—কষ্টকর এবং দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস। বায়ু পথে ফেনাময় অবস্থা। শ্লেষ্মা সৃষ্টি হয়ে এবং জমা হয়ে শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়।

সম্বন্ধ— তুলনীয় সিমিসি, সিনা, এবসিন্থ। ইহার পর নাক্স ভাল কাজ করে।

মাত্রা— মাদার টিংচার হতে ৩য় শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য।

ট্যানিক এসিড

TANNIC ACID **ট্যানিন**

এই ঔষধটি বিশেষ করে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অত্যাধিক স্রাব নিবারণ করতে, টিসু সমূহের সংকোচন ঘটাতে এবং রক্ত স্রাব নিবারণ করতে বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করা হয়। দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম লক্ষণেও ইহা প্রযোজ্য কারণ ইহা ঘামের দুর্গন্ধ দূর করতে পারে। প্রচন্ড স্নায়বিক কাশি। মূত্রের সংগে রক্ত পড়ে। প্রচণ্ড কোষ্ঠকাঠিণ্য। উদর গহ্বরে বেদনা, চাপ সহ্য করতে পারে না। উদরের অন্ত্রসমূহ ফুলে উঠে এবং নলের মত অনুভূত হয়। শতকরা $\frac{1}{2}$ ভাগ দ্রবণ বাহ্যিক ভাবে প্রয়োগ করা যায়।

সম্বন্ধ— গ্যালিক এসিড দ্রষ্টব্য।

ট্যারেন্টুলা কিউবেন্‌সিস

TARENTULA CUBENSIS **কিউবার মাকড়সা**

ইহা এক প্রকার বিষাক্ত ঔষধ। পচন অবস্থা। ডিপথেরিয়া। ভয়ংকর প্রকৃতির প্রদাহ ও বেদনা তৎসহ দ্রুত ও অদম্য অবসাদে উপযোগী। বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক প্রকৃতির পুঁজ সঞ্চয়। বেগুনীবর্ণ ও জ্বালাকর হুলবিদ্ধ বেদনা। বাগী। ইহা মৃত্যুকালীন বেদনার ঔষধ; রোগীর যাতনার উপশম করে। চুলকানি; বিশেষ করে জনন ইন্দ্রিয়ের চারিদিকে। পা দুটি অস্থির রক্ত বিষাক্ততা জনিত পর্যায়শীল কম্পন। ভয়ংকর প্রকৃতির প্লেগ রোগের আক্রমণ কালে প্রতিষেধক এবং আরোগ্যকর ঔষধ।

মাথা— গরম এবং উষ্ণ ঘামের পর মাথাধরা, মাথা ঘোরা, মাথার শীর্ষ দেশে সামান্য বেদনা। বমি চোখের ভিতর দিয়ে কপাল পর্যন্ত চিড়িক মারা বেদনা।

পাকাশয়— পাকাশয় শক্ত ও বেদনাযুক্ত। ক্ষুধালোপ কিন্তু সকালবেলা বেশ ক্ষুধা থাকে।

পিঠ—কিডনীর স্থানে চুলকানি।

অংগ প্রত্যংগ— হাত দুটি কাঁপে, রক্তাধিক্য হেতু স্ফীত।

মূত্র— মূত্ররোধ, কাশির সময় মূত্র বের হয়ে পড়ে।

চর্ম— লাল লাল দাগ ও ফুসকুড়ির ন্যায় উদ্ভেদ। সমগ্র দেহ যেন ফুলে যায়। **কাবংকল,** উহাতে জ্বালাকর ও হুলবিদ্ধ বেদনা। বেগুনী বর্ণের পচাক্ষত, উহাতে অতিশয় প্রদাহ, বেদনা থাকে। স্তনের ক্যানসার, পুরাতন ক্ষত।

নিদ্রা— ঘুম ঘুম ভাব; সুনিদ্রার অভাব। খুক খুক করে কাশি হয় এবং উহাতে ঘুমের ব্যাঘাত।

হ্রাস-বৃদ্ধি— ধূমপানে উপশম। রাত্রে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—আর্স, পাইরোজেন, ক্রোটেলাস, ইচিনোসিয়া, এনথ্রাক্স বেল, এপিস।

মাত্রা—৬ষ্ঠ হতে ৩০শ শক্তি প্রযোজ্য।

ট্যারেনটুলা হিস্‌পেনিয়া

TARENTULA HISPANIA **স্পেনের মাকড়সা**

স্নায়বিক অবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—রক্তহীণতার লক্ষণ সহ হিষ্টিলিয়া, তাণ্ডব রোগ, রজকষ্ট, মেরুদণ্ডের বেদনা। মূত্রাশয়ের কুন্থনভাব; সংকোচনবোধ; সুড়সুড় করা। অতিশয় অস্থিরতা। অনবরত নড়াচড়া করে অথচ নড়াচড়া করলে বৃদ্ধি। হিষ্টিরিয়া রোগে মূর্ছা, প্রচণ্ড কাম উত্তেজনা।

মন— মন ভাব হঠাৎ পরিবর্তন। পরিবর্তনশীল মন। চঞ্চল, অস্থির প্রকৃতির নষ্ট বা ধ্বংস করার প্রবণতা। নীতি বিষয়ক শিথিলতা। রোগিনী সর্ব্বদাই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায় নতুবা ঘুরে বেড়ায়। সংগীতে অত্যনুভূতি। লোকসংগ পছন্দ করে না, অথচ সর্বদাই মানুষ কাছে থাকুক এটাই চায়। অকৃতজ্ঞ, অসন্তোষ, নিজের খেয়ালমত চলে।

মাথা— মাথায় তীব্র বেদনা, মনে হয় মাথায় হাজার হাজার সুঁচ বিদ্ধ করছে। মাথাঘোরে। চুল আঁচড়ালে বা মাথা টিপে দিলে আরাম পায়।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— কাম বিষয়ক উত্তেজনা। কাম চিন্তায় পাগলের মত হয়ে পড়ে, বীর্যপাত ঘটে।

হৃদযন্ত্র— বুক ধড়ফড় করে, থেকে থেকে বেদনাবোধ করে। মনে হয় হৃদযন্ত্রটি কেহ মোচড়াছে অথবা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়—**যোনিকপাট উষ্ণ ও শুষ্ক তৎসহ অত্যন্ত চুলকানি। কামোন্মাদনার ভাব।** রজকষ্ট, তৎসহ ডিম্বাশয়ে বেদনা ও স্পর্শকাতরতা।

অংগ প্রত্যংগ— পা দুটি দুর্বল, তাণ্ডব রোগের ন্যায় পদ সঞ্চালন। পা দুটি অসাড়। অনেক স্থানের পেশীর আড়ষ্টভাব, যেন শক্ত হয়ে স্তুপের ন্যায় হয়ে আছে তৎসহ কম্পন ভাব। **পেশীতে মোচড়ানো ব্যথা ও মাঝে মাঝে ঝাকি দিয়ে উঠে।** হাইতোলা, অবিরত পা নড়ান।

হ্রাসবৃদ্ধি— সঞ্চালনে, শব্দে বৃদ্ধি। খোলা বাতাসে, সংগীতে, উজ্বল বর্ণে, আক্রান্ত স্থান ঘর্ষনে উপশম লাভ। অন্য লোকের কোন বিপদ দেখলে নিজের রোগ লক্ষণ বৃদ্ধি পায়।

সম্বন্ধ— তুলনীয় এগারি, আর্স, কুপ্রাম, ম্যাগফস। **দোষঘ্ন**—ল্যাকে।

মাত্রা— ৬ষ্ঠ শক্তি হতে ৩০শে শক্তি প্রযোজ্য।

টেরাক্সেকাম

TARAXACUM **ড্যাণ্ডিলিয়ন**

অজীর্ণতা হেতু মাথার যন্ত্রণা। পিত্ত সংক্রান্ত নানারূপ উপসর্গ তৎসহ চারিত্রিক বৈশিষ্ট হচ্ছে মানচিত্রের মত তালি তালি জিহ্বা এবং হরিদ্রা বর্ণের চর্ম। মূত্রথলির ক্যানসার। পেট বড়। **হিষ্টিরিয়া রোগীর পেট ফাঁপ।**

মাথা—মাথার শীর্ষদেশে প্রচণ্ড উত্তাপের অনুভূতি। **মাথার সঞ্চালক পেশীতে স্পর্শ করলে বেদনা।**

মুখগহ্বর— মানচিত্রের বিচিত্র দাগযুক্ত জিহ্বা। জিহ্বা সাদা ময়লা জাত পর্দায় আবৃত। জিহ্বায় জ্বালাপোড়া। পেপাবৃত স্থান হতে চাপড়া চাপড়া উঠে আসে, স্থানটি লালবর্ণ ও স্পর্শকাতর থেকে যায়। ক্ষুধাহীণতা। মুখে তিক্ত স্বাদ, উদগার উঠে। মুখ থেকে লালাস্রাব বের হয়।

উদর গহ্বর— যকৃত বৃদ্ধি ও স্ফীত। বাম পার্শ্বে তীব্র কাঠিভরা বেদনা। মনে, হয় অন্ত্রের মধ্যে বুদ বুদ ফাটছে। পেট ফাঁপ। অতিকষ্টে মল নির্গত।

অংগ-প্রত্যংগ— অংগ প্রত্যংগগুলো অত্যন্ত অস্থির। জানুর স্নায়ুশূল, চাপে উপশমবোধ। অংগপ্রত্যংগ স্পর্শ করলে যন্ত্রণাবোধ।

জ্বর—আহারের পর কম্পনভাব। জল পান করলে বৃদ্ধি। আংগুলের ডগাগুলো ঠাণ্ডা। **মুখের স্বাদ তিক্ত।** মুখমণ্ডলে ও পায়ের আংগুলে উত্তাপ, পিপাসা থাকে না। **ঘুমের মধ্যে ঘাম হয়।**

চর্ম— রাত্রে ঘাম বেশী হয়।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বিশ্রামে, শয়নে, উপবেশনে বৃদ্ধি। **স্পর্শ করলে উপশম।**

সম্বন্ধ— তুলনীয় চোলিন (টেরে ক্রেকামের মূলের একটি উপাদান)। ক্যানসার রোগে **ইহা ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।** চোলিন অনেকটা নিউরিণ সদৃশ ঔষধ। **ইহাই অধ্যাপক** এডাম কিউরিজ (ইষ্টস্কেলিগেল) প্রবর্তিত "ক্যানক্রোনিক' (Cancronic)। ব্রায়ো, হাইড্রাসটিস, নাক্স। টেলা এরানিয়া (স্নায়বিক হাঁপানি ও নিদ্রাহীণতা)।

মাত্রা— মাদার টিংচার হতে ৩য় শক্তি প্রযোজ্য। ক্যানসার রোগে এক বা দুই ড্রাম জলীয় ক্বাথ। (fluid Extract)।

টার্টারিকাম এসিডাম

TARTARICUM ACIDUM **টার্টারিক এসিড**

আংগুর, আনারস, সরেল এবং অন্যান্য ফলে এই এসিড পাওয়া যায়। ইহা স্কার্ভিরোগনাশক, পচন নিবারক, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাব ও লালা স্রাব বর্ধিত করে। বিষন্নতা ও আলস্য। অত্যন্ত দুর্বলতার ভাব তৎসহ উদরাময়। জিহ্বা শুষ্ক ও পিংগলবর্ণ। পায়ের গোড়ালিতে বেদনা (ফাইটো)।

পাকস্থলী— অত্যন্ত পিপাসা, অবিরাম বমন, গলার মধ্যে এবং পাকস্থলীতে জ্বালাপোড়া। মলের সংগে প্রচুর আম পড়ে তৎসহ ক্ষুধাহীণতা।

উদর গহ্বর— নাভি এবং কুচকী প্রদেশে যাত না, বেদনা। কফি চূর্ণের বর্ণের ন্যায় মল (রাত্রি বৃদ্ধি) তৎসহ জিহ্বা শুষ্ক ও বাদামীবর্ণ এবং গাঢ় সবুজ বর্ণের বমন।

মাত্রা—৩য় বিচূর্ণ। বিশুদ্ধ এসিড 10 হতে 30 গ্রেণ জলে দ্রব ব্যবহার করা যায়।

টেক্সাস বেক্কেটা

TEXUS BACCATA ইউ

চর্মে পুঁজযুক্ত উদ্ভেদ এবং রাত্রে ঘাম হয়। গ্রন্থিবাত; পুরাতন বাত রোগেও এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

মাথা— ভুর উপর এবং ডান জংঘাস্থিতে বেদনা তৎসহ চোখ দিয়ে জল পড়ে। চোখের তারকাদ্বয় বিস্তৃত। মুখমন্ডল ফোলা এবং বিবর্ণ।

পাকস্থলী—লালা স্রাব উষ্ণ এবং হাজাকর। বমি বমি ভাব। পেটে এবং নাভিঅঞ্চলে বেদনা। আহারের পর কাশি। পাকাশয় গহ্বরে ছুঁচ ফুটানো ব্যথা বা আলপিনের ন্যায় বেদনার অনুভূতি। উদর শূন্যতাবোধ; সেই জন্য বার বার আহার করতে চায়। মনে হয় আহার করলে উপশম লাভ হবে। কোনিফার জাতীয় গাছের সংগে তুলনীয়)

চর্ম— প্রশস্ত চেপ্টা চুলকানিযুক্ত পুঁজবটি, শরীর হতে নিশা ঘর্মের গন্ধ আসে। পায়ের বাতরোগ, ইরিসিপিলাস জাতীয় চর্ম উদ্ভেদ।

মাত্রা— মাদার টিংচার হতে ৩য় শক্তি প্রযোজ্য।

টেলুরিয়াম

TELLURIUM টেলুরিয়াম ধাতু

চর্ম লক্ষণ (দাঁদ, গোলাকার দাঁদ), মেরুদণ্ড, চক্ষু ও কর্ণ লক্ষণগুলি পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত। পিঠে স্পর্শকাতরতার ভাব খুব বেশী। সমস্ত শরীরে বেদনা। দুর্গন্ধিযুক্ত স্রাব, লক্ষণগুলো ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় (রেডিয়াম)। কোমরে এবং সায়টিক স্নায়ুতে বেদনাবোধ।

মাথা— অগ্রাহ্যভাব, কোন কিছু গভীর ভাবে চিন্তা করে না, বিস্মৃতি, ভুলে যাওয়া। মাথার বামদিকে বেদনা এবং বাম চোখের উপর কপালে বেদনা। মুখমণ্ডলের পেশী সমূহের বিকৃতি ও স্পন্দন। কথা বলার সময় মুখের বাম কোনটি ঊর্ধদিকে এবং বামদিকে আকৃষ্ট হয়। স্পর্শকাতর স্থানে কেহ স্পর্শ করবে এমন ভয়। মাথায় ও ঘাড়ে রক্তাধিক্য তৎপর পাকস্থলীতে দুর্বলতা এবং মূর্চ্ছাভাব। মাথার ত্বকে চুলকানি, লাল লাল দাগ।

চক্ষু—পাতা দুটি পুরু এবং জ্বালাপোড়া করে। চুলকায়, চোখের ভিতর কোনে ময়লা জমে। পুঁজযুক্ত শুক্র মণ্ডল প্রদাহ। চক্ষুরোগের পরবর্তী ছানি। উপতারা এবং কৃষ্ণমন্ডলে রস সৃষ্টি হলে উহার শোষণ কাজে সাহায্য করে।

কর্ণ—কানের পিছনে একজিমা। **মধ্যকর্ণের সর্দিজ প্রদাহ, স্রাব হাজাকর। আঁশটে গন্ধযুক্ত, চুলকাণি, স্ফীত, কর্নকুহরে** দপাদপানি, বধিরতা।

নাক— সর্দি, অনবরত চোখ দিয়ে জল পড়ে, স্বরভংগ, খোলাবাতাসে উপশম(সপা)। নাক বন্ধ থাকে। নাকের পশ্চাৎরন্ধ্র হতে লবনাক্ত শ্লেষ্মাময় গয়ের কাশির সংগে উঠে আসে।

পাকস্থলী— আপেল খেতে চায়। পেটে শূন্যতাবোধ, দুর্বলতা, বুকে জ্বালাপোড়া।

সরলান্ত্র—মলত্যাগের পর মলদ্বারে চুলকানি।

পৃষ্ঠদেশ— কোমরে বেদনা। ঘাড়ের অস্থি, হতে পৃষ্ঠবংশীয় পঞ্চম কশেরুকা পর্যন্ত বেদনা। অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা, স্পর্শ করলে বৃদ্ধি;(চিনিসালফ, ফস)। সায়টিকা, ডানদিকে বেশী, কাশি দিলে, পরিশ্রমের কাজ করলে এবং রাত্রিকালে বৃদ্ধি তৎসহ মেরুদণ্ডে স্পর্শ কাতরতা। হাঁটুর ভাঁজে কণ্ডরার সংকোচন।

চর্ম— হাঁত পায়ে চুলকানি। বিসর্পিকা জাতীয় উদ্ভেদ। দাঁদ (টিউবার), **গোলাকার দাঁদ**। আক্রান্ত স্থান হতে দুর্গন্ধ ছাড়ে। ক্ষোর কণ্ডু, চর্মে হুল ফুটানো ব্যথা। **শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ** (সালফ, পায়ের ঘামে দুর্গন্ধ। কানের পিছনেও মাথার পিছনে একজিমা। একজিমা গোলাকার হয়ে উঠে।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি রাত্রে, বিশ্রামকালে, ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়, ঘর্ষনে, কাশলে, হাসলে বেদনাযুক্ত পাশে চেপে শুলে এবং স্পর্শ করলে।

সম্বন্ধ— তুলনীয় রেডিয়াম, সেলিনিয়াম, টেট্রাডাইমাইট—জর্জিয়া ও উত্তর কেরোলিনায় জাত দানাদার পদার্থ বিশেষ। ইহাতে বিসমাথ, টেলুরিয়াম এবং সালফার আছে—মেরুদন্ডের সর্বনিম্ন অস্থিতে শূলবেদনা, নখে ক্ষত হাতে বেদনা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে, গোড়ালি, গুলফ সন্ধি, গোড়ালির কণ্ডরায় বেদনা)। সিপিয়া, আর্স, রাস।

মাত্রা—৬ষ্ঠ ও উচ্চতর শক্তি। ঔষধের ক্রিয়াপ্রকাশে অনেক সময় লাগে এবং ক্রিয়া ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

টেরিবিনথিনা

TEREBINTHINA তার্পিন তেল

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হতে রক্ত স্রাবের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। উদর স্ফীতি এবং **মূত্রযন্ত্র সংক্রান্ত** লক্ষণগুলো পরিষ্কারভাবে প্রকাশ লাভ করে। **কিডনীর প্রদাহ তৎসহ রক্তস্রাব, রক্তস্রাব কালো,** অপ্রবল এবং দুর্গন্ধযুক্ত। শোথের পরবর্তী অণ্ড লালাময় মূত্র (ডাঃ গৌতম)। তন্দ্রালুতা, **মূত্রকষ্ট;অচৈতন্যভাব;শীতস্ফোটক, ঐ গুলো কখনো ফাটে না।**

মাথা— অপ্রবল বেদনা, যেন মাথার চারিদিকে ফিতা দিয়ে বাঁধা (কার্বলিক এসিড)। দৃষ্টিশক্তির লোপসহ মাথা ঘোরা। মানসিক ভারসাম্যের অভাব। রোগীক্লান্ত, কোন চিন্তনীয় বিষয়ে মন সংযোগ করতে পারে না। মাথায় সর্দি তৎসহ নাসারন্ধ্রে জ্বালাপোড়া এবং রক্তস্রাবের প্রবণতা।

চক্ষু— ডান চোখের উপর স্নায়ুশূল। চোখে ও মাথা পার্শে প্রচণ্ড বেদনা। সুরপানজনিত দৃষ্টির ক্ষীণতা এবং দৃষ্টিশক্তি পরিষ্কার নয়।

কর্ণ—নিজের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিকবোধ হয়। কানে সংখের ন্যায় শব্দ হয়। জোরে কথা বলতে পারে না, কষ্ট হয়। কানে বেদনা।

মুখগহ্বর—জিহ্বা শুষ্ক, লালবর্ণ, জ্বালাপোড়া করে, চকচকে। অগ্রভাগে জ্বালাপোড়া। জিহ্বার কাঁটাগুলো বেশ পরিষ্কার দেখায় (আর্জ নাই, বেল;ক্যালিবাই, নাক্স) নিঃশ্বাস ও দুর্গন্ধযুক্ত। গলার মধ্যে শ্বাসরোধভাব, মুখের অভ্যন্তরে প্রদাহ। দাঁত উঠাকালিন উপসর্গ।

পাকস্থলী— বমি, বমি বমিভাব, পেটের উপরাংশে উত্তাপবোধ।

উদর গহ্বর—প্রবল স্ফীতি। উদরাময়, মল জলের মত পাতলা, সবুজাভ দুর্গন্ধযুক্ত ও রক্ত মিশ্রিত। মলের সহিত বায়ু নিঃসরনের পূর্বে বেদনা এবং পায়খানার পর উপশম। অন্ত্র হতে রক্তস্রাব। ক্ষুদ্র ক্রিমি, কেচো ক্রিমি, উদরের শোথ, বস্তিকোটরের অন্ত্র আবরক প্রদাহ। প্রতিবার মলত্যাগের পর মূর্চ্ছাভাব। বৃহৎ অন্ত্র ও মধ্যমান্ত্রের প্রদাহ তৎসহ রক্ত স্রাব এবং অন্ত্রে ক্ষত।

মূত্রযন্ত্র—মূত্র কষ্ট তৎসহ মূত্রের সংগে রক্তমিশ্রিত। মূত্রের পরিমান কম, মূত্ররোধ, মূত্রে ভায়লেট ফুলের গন্ধ। লিংগ উত্থান সহ মূত্রনালীর প্রদাহ (ক্যানথারিস)। কোন তরুন রোগের পরবর্তী উপসর্গ হিসাবে কিডনী প্রদাহ। মূত্রত্যাগকালে বার বার কুন্থন।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— জরায়ু অঞ্চলে তীব্র জ্বালাকর বেদনা। জরায়ু প্রদাহ। সূতিকার ক্ষেত্রে অন্ত্রাবরক প্রদাহ। জরায়ুতে জ্বালাযন্ত্রণাসহ অতিস্রাব।

শ্বাস-প্রশ্বাস— কষ্টকর শ্বাসপ্রশ্বাস। ফুসফুস মন হয় বড় হয়ে প্রসারিত হয়েছে। রক্তাক্ত কাশ, মুখ দিয়ে রক্ত উঠে।

হৃদযন্ত্র— নাড়ী দ্রুত, ক্ষুদ্র সূতোর মত;সবিরাম।

পৃষ্ঠদেশ—কিডনী অঞ্চলে জ্বালাকর বেদনা। ডান কিডনীতে টানপড়া বেদনা এবং এই বেদনা কটিদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

চর্ম— ব্রণ, অহিপুতণ, চুলকানিযুক্ত, পুঁজবটী ও ফোষ্কার ন্যায় উদ্ভেদ। আমবাত। ধুম্র রোগ, কালো শিরা, শোথ। আরক্ত প্রকৃতির উদ্ভেদ, শীতস্ফোটক তৎসহ খুব চুলকানি এবং দপদপকর বেদনা। পেশীতে কামড়ানী ব্যথা।

জ্বর— উত্তাপ তৎসহ প্রবল পিপাসা। জিহ্বা শুষ্ক, ঠাণ্ডাবোধ এবং আঠা আঠা ঘাম। টাইফয়েড জ্বরে পেট ফাঁপ, রক্ত স্রাব, অঘোর নিদ্রা, প্রলাপ;অবসন্নতা।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—এ্যালুমেন, সিকেল, ক্যানথারিস, নাইট্রিক এসিড, টেরিবিন 1x পুরাতন বায়ু নালীর প্রদাহ এবং শীতকালীণ কাশি, অনুগ্র শ্বাসনলীর প্রদাহ। স্রাব সরল করে দেয়। টান টান ভাব উপশমিত করে, শ্লেষ্মা স্রাব সহজ করে দেয়। স্নায়বিক দুর্বলতাযুক্ত কাশি। বক্তা ও গায়কদের গলার স্বর মোটা হয়ে যায়। মূত্রথলির প্রদাহ তৎসহ মূত্র অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত ও ক্ষার ধর্মী। ওনোনিস স্পাইনোসা—রেষ্ট হ্যারো (মূত্রকারক, পাথরী নিবারক, পুরাতন কিডনী প্রদাহ, জুনিপার নামক ঔষধের অনুরূপ মূত্রকারক, পাথরী, নাসাপথে রক্তস্রাব, মুখ ধৌত করলে বৃদ্ধি।

দোষঘ্ন—ফস

মাত্রা—১ম হতে ৬ষ্ঠ শক্তি প্রযোজ্য।

টিউক্রিয়াম মেরাম

TEUCRIUM MARUM **ক্যাট-থাইম**

নাক এবং সরলান্ত্র সংক্রান্ত লক্ষণগুলো প্রধান। **বহুপাদ-অর্বুদ।** শিশুদের রোগ। অতিরিক্ত উষ্ণ ঔষধ সেবনের পর উপযোগী। অত্যন্ত অনুভূতি প্রবণ। **হাত পা ছড়ানোর প্রবৃত্তি।** পেশীর জীর্ণশীর্ণতা সহ পুরাতন নাসিকার সর্দি রোগে এই ঔষধটিকেই প্রথম স্থান দেয়া উচিত। বৃহৎ আকার দুর্গন্ধযুক্ত মামড়ী এবং চিপিটিকা। **পুতিনস্যি। ঘ্রান শক্তির লোপ।**

মাথা— উত্তেজিত;কম্পন ভাব অনুভব। সম্মুখ কপালে বেদনা। অবণত হলে বৃদ্ধি। মদপায়ীদের মাতলামীর পরে মস্তিষ্ককে সবল করে।

চোখ— চোখের কোনে খোঁচামারা ব্যথা, চোখের পাতা লাল ও স্ফীত। চোখের পাতায় অর্বুদ (ষ্ট্যাফিস)।

কান— হিস হিস ও টং টং শব্দ সহ কানের বেদনা।

নাক—নাকের পশ্চাৎ ও সম্মুখরন্ধ্র হতে শ্লেষ্মা নির্গমণ। **শ্লেষ্মাপূর্ণ বহুপাদ অর্বুদ।** পুরাতন সর্দি। নাক হতে বিভিন্ন আকারের বড় বড় চিপিটিকা বের হয়। নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ। **নাকের মধ্যে সুড় সুড় করে হাঁচি ও অশ্রুস্রাব।** সর্দিসহ নাকবন্ধ।

পাকস্থলী— অধিক পরিমান ঘোর সবুজবর্ণ পদার্থ বমন। পিঠে বেদনাসহ অবিরত হিক্কা। অদ্ভুত ধরণের ক্ষুধা। আহারের পর এবং স্তন্যপান করানোর পর হিক্কা উঠে।

শ্বাস-প্রশ্বাস— শুষ্ক কাশি;কণ্ঠনালীতে সুড় সুড় করে, খক খক করে কাশি এবং শ্লেষ্মা তোলার পর গলায় ছাতা পড়ার ন্যায় আস্বাদ। প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে।

অংগ প্রত্যংগ— হাতের আংগুলের অগ্রভাগ এবং পায়ের আংগুলের সন্ধিতে রোগ। হাতে এবং পায়ে ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা। পায়ের আংগুলের নখে বেদনা, যেন নখগুলো মাংসের মধ্যে ঢুকে গেছে।

সরলান্ত্র— মলদ্বারে চুলকানি; সন্ধ্যাকালে বিছানায় শুলে অবিরত উত্তেজনা বোধ। কেঁচো ক্রিমি, এই জন্য রাত্রে অস্থিরতা বোধ। মলত্যাগের পর মলদ্বারে সুড় সুড় করে।

নিদ্রা— অস্থির নিদ্রা তৎসহ হাত পা ছোঁড়ে, শ্বাসরোধভাব। ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠে।

চর্ম— প্রচণ্ড চুলকানি, চুলকানির জন্য সারারাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। চর্ম অত্যন্ত শুষ্ক। নাকের গোড়ায় পুঁজ সৃষ্টি হয়ে গর্ত হয়।

সম্বন্ধ— তুলনীয় টিউক্রিয়াম স্কোরোডোনিয়া—উডসেজ (যক্ষ্মা রোগে পুঁজও শ্লেষ্মা মিশ্রিত গয়ের, শোথ, অণ্ডকোষ প্রদাহ এবং যক্ষ্মা সম্বন্ধীয় উপকোষ প্রদাহ বিশেষত ক্ষীণ দেহ যুবকগনের পথে উপযোগী;যাদের ফুসফুসের ক্ষয়রোগ, গ্রন্থি, অস্থি, মূত্রযন্ত্র এবং জনণ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় পীড়া থাকে— 3x শক্তি। সিনা, ইগ্নেসিয়া, স্যাংগুই, সাইলি।

মাত্রা—১ম হতে ৬ষ্ট শক্তি। বহুপদ রোগে শুষ্ক বিচূর্ণ বাহ্যিক ভাবে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

থেলিয়াম

THALLIUM **এক প্রকার ধাতু**

থেলিয়াম ঔষধটি প্রনালীহীণ গ্রন্থিসমূহ বিশেষত থাইরয়েড ও এড্রিনালিণ গ্রন্থি সমূহের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। অতিভয়ংকর প্রকৃতির স্নায়ুশূল, আক্ষেপজনক ও চিড়িকমারা বেদনা। পেশীর শুষ্কতা, কম্পন, ইত্যাদিতে ভাল কাজ করে। মেরুমজ্জার ক্ষয় রোগের প্রচণ্ড যাতনার উপশণ করে। নিম্নাংগের পক্ষাঘাত। পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে বিদ্যুত আঘাতের ন্যায় বেদনা। অর্ধাংগ আক্ষেপ। তরুণ ক্ষয়কর রোগের পরবর্তী **মাথায় টাক পড়া,** নিশা ঘর্ম। এক সংগে বহু স্নায়ুর প্রদাহ। পরিপোষন ক্রিয়ার ব্যাঘাতহেতু চর্মরোগ।

অংগ প্রত্যংগ—কম্পন। পক্ষাঘাতের অনুভূতি। ছুরি বিদ্ধ বেদনা, বিদ্যুতাঘাতের ন্যায় বেদনা। অতীব ক্লান্ত। পুরাতন মেরুমজ্জা প্রদাহ। হস্ত ও পায়ের আংগুলের অসাড়তা, ঐ অসাড়তার নিম্নাংগ দিয়ে মলাধার ও তলপেট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। **নিম্নাংগের পক্ষাঘাত।** শাখা প্রশাখার নীল রোগ অথাৎ হাত পা নীল বর্ণ হয়ে যায়। পিঁপড়া চলার ন্যায় সুড় সুড়ি ভাব;আংগুলে আরম্ভ হয়ে বস্তি দেশের ভিতর দিয়ে মলদ্বার, জানুর অভ্যন্তর ও পা পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

সম্বন্ধ— তুলনীয় লেথাইরাস, কষ্টিকাম, আর্জনাই, প্লাম্বাম।

মাত্রা— নিম্ন শক্তির বিচূর্ণ হতে ৩০শ শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য।

থ্যাস্পিয়াম অরিয়াম—জিজিয়া

THASPIUM AUREUM-ZIZIA, **মেডো পার্সানিপ**

হিস্টিরিয়া, মৃগী, তাণ্ডব রোগ, চিত্তোন্নাদ প্রভৃতি রোগে ঔষধটির সুন্দর ক্রিয়া।

মন— আত্মহত্যার প্রবৃত্তি। অবসাদ। ক্ষনেক হাসি ক্ষনেক কান্না।

মাথা— পিঠের বেদনা সহ মাথার উপর এবং ডান শংখাস্থিতে চাপবোধ।

পুং জনণ ইন্দ্রিয়— সংগমের পর অত্যন্ত অবসাদ, রতি শক্তি বর্ধিত।

স্ত্রী জনণ ইন্দ্রিয়— থেকে থেকে বাম ডিম্বকোষে স্নায়ুশূল। হাজাকর এবং প্রচুর পরিমানে প্রদর স্রাব তৎসহ ঋতুস্রাব লুপ্ত।

শ্বাস-প্রশ্বাস— শুষ্ক কাশি সহ বুকে কাঠি ভরা বেদনা। শ্বাসকষ্ট।

অংগ-প্রত্যংগ— অস্বাভাবিক ক্লান্তিবোধ। তাণ্ডব রোগ, বিশেষ করে ঘুমের সময়। পা দুটিতে অস্থিরতা (ট্যারেন্টুলা)। বাহুর খজ্ঞতা, আক্ষেপজনক কম্পণ।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি—ঘুমের সময়।

সম্বন্ধ— তুলনীয় এগারি, ষ্ট্রামো, ট্যারেন্টুলা, সাইকুটা, ইথুজা।

মাত্রা— মাদার টিংচার হতে ৩য় শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য।

থিয়া

THEA **চা**

দীর্ঘদিন পর্যন্ত যারা চা পান করে তাদের স্নায়বিক নিদ্রাহীণতা, হৃদযন্ত্রের রোগ; বুক ধড়ফড় করে এবং শ্বাসকষ্ট। অনেক ক্ষেত্রেই বমি সহ মাথার যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। ট্যাবেকাম ইহার দোষঘ্ন (এ্যালেন)।

মাথা— সাময়িক মানসিক উল্লাস। বদমেজাজ। বমি সহ মাথা ঘোরে এবং বিশেষ একটি স্থান হতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নিদ্রাহীণতা **এবং** অস্থিরত্ম। অলীক শব্দ শোনে। মাথার পেছনে ঠাণ্ডা ভিজা ভাবের অনুভূতি।

পাকস্থলী— উদর উধাংশে নিমগ্নতাবোধ। মূর্চ্ছাভাব ও ফালি ফালি ভাব (সিপিয়া, হাইড্র্যাসটিস; ওলিয়েণ্ডার)। অম্লদ্রব্যে আকাংক্ষা। উদরে হঠাৎ প্রচুর বায়ু সঞ্চয়।

উদরগহ্বর—পেট ডাকা, অন্ত্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— ডিম্বাশয়ে টাটানি ও ক্ষতবৎ বেদনার অনুভূতি।

হৃদযন্ত্র— উদ্বেগসহ চাপবোধ। হৃদ অগ্র অঞ্চলে বেদনা। বুক ধড়ফড় করা, বাম পার্শ্বে চেপে শুতে পারে না। বুকের মধ্যে ফড়ফড় করে। নাড়ী দ্রুত গতি, অনিয়মিত, এবং বিরামশীল।

নিদ্রা— দিবাভাগে ঘুম বেশী, রাত্রে ঘুমের অভাব তৎসহ রক্তবহানালী সমূহের উত্তেজনা ও অস্থিরতা এবং শুষ্ক চর্ম। বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দেখা কিন্তু উহাতে ভয় পায় না।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি—রাত্রিকালে, খোলা বাতাসে ভ্রমনে, আহারের পর। উপশম— উত্তাপে গরম জলে স্নানে।

সম্বন্ধ— দোষঘ্ন—ক্যালি হাইপো ফস, থুজা, ফেরাম, ক্যালি হাইড্রা (চা পানকারীদের কাশিতে স্থুল মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত)।

মাত্রা—৩য় হতে ৩০শ শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য। সায়েটিকা এবং চোখের উপর ভ্রূতে স্নায়ুশূলের জন্য থেইন $\frac{১}{৪}$ হতে $\frac{১}{২}$ গ্রেন ইনজেকশাণ।

থেরিডিয়ন

THERIDION **কমলাবর্ণ মাকড়সা**

স্নায়ুরবোধ শক্তির আধিক্য। **ক্ষয়রোগ** ঋতুগ্রস্ত ব্যক্তির উপরে ইহার বিশেষ কাজ। শির **ঘূর্ণণ**, বমিসহ মাথা ঘোরা, হৃদ প্রদেশে অদ্ভুত ধরণের বেদনা, রক্তস্রাবী যক্ষ্মারোগ, গণ্ডমালা প্রভৃতি বহু রোগে ইহা দ্বারা উপকার পাওয়া যায়।

গোলমাল অসহ্য **বোধ হয়; উহা** যেন দেহকে বিশেষতঃ দাঁতগুলোকে **বিদ্ধ করে**। গোলমাল যেন শরীরের বেদনাযুক্ত **অংশে** আঘাত করে। অস্থি বিকৃতি, অস্থির ক্ষত, **অস্থির** পচন। যক্ষ্মারোগে

ফুসফুসের শিখর দেশের উপরে বামদিকে খোঁচামারা বেদনা (এনথ্রাক্স)। যে সকল ক্ষেত্রে নির্বাচিত ঔষধ দীর্ঘদিন কাজ করে না সেখানে ইহা বিশেষ উপকারী।

মন— অস্থির, কোন কিছুতেই আনন্দ পায় না। সময় যেন খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়।

মাথা— কেহ মেঝের উপর দিয়ে হাঁটলে বেদনার বৃদ্ধি। **মাথা ঘোরে তৎসহ ঘমি ও বমিভাব এবং সামান্য নড়াচড়ায় বৃদ্ধি এবং বমি।** চোখ বুজলে বমিভাব।

চোখ— চোখের সম্মুখে উজ্বল পদার্থ সমূহ ভেসে বেড়ায়। আলোক অসহ্য। চক্ষু গোলকের পশ্চাতে চাপবোধ। বাম চোখের উপর দপ দপকর বেদনা।

নাক— হলুদবর্ণের ঘর্ম; দুর্গন্ধযুক্ত নাসাস্রাব। পুতিনস্য (পালস, থুজা)।

পাকস্থলী—সমুদ্রপীড়া, চোখ বুজলে অথবা নড়াচড়া করে বমি বমি ভাব ও বমি (ট্যাবেকাম)। বাম পার্শ্বে স্থানের অভ্যন্তর ভাগে হুল ফুটানো ব্যথা। লিভার অঞ্চলে জ্বালা।

শ্বাসযন্ত্র— বাম দিকের বুকের উপরে বেদনা (মার্টাস, পিক্স, এনিস)। বাম পাঁজরে বেদনা। হৃদপিণ্ডে উদ্বেগ ও যাতনা। বাম বক্ষ পেশীতে খামচানো ব্যথা।

পৃষ্ঠদেশ—মেরুদণ্ডের কশেরুকাগুলোর মধ্যে স্পর্শকাতরতা। মেরুদণ্ডে চাপ দিতে দেয় না। পিঠে হুলফুটানো ব্যথা।

চর্ম—**সর্বত্র হুল ফুটানো** বেদনা। উরুদেশের চর্মে স্পর্শকাতরতা। চুলকানির অনুভূতি।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি স্পর্শে, চাপে, জাহাজের উপর, গাড়ীতে চড়লে, চোখ বুঝলে, ঝাঁকি লাগলে, শব্দে , সংগমে, বাম পার্শ্বে।

মাত্রা—৩০শ শক্তি প্রযোজ্য।

থিওসিনেমিনাম রোডালিন

THIOSINAMINUM-RHODALLIN

সরিষার তেল হতে প্রস্তুত রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ

ক্ষত, অর্বুদ, বিবর্ধিত গ্রন্থি, কুষ্ঠ, কোন বিশেষ দ্বারের অবরোধ, ছিন্নতন্তু সমূহ ক্ষতের সহিত সংলগ্ন হয়ে থাকে প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই ঔষধটি বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয়ভাবে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়। চোখের পাতা উল্টে যাওয়া, কনিনীকার অপরিছন্নতা, ছানি; গ্রন্থি-অস্থিসমূহের সংযুক্ততা হেতু বাতরোগ, সৌত্রিক অর্বুদ, চর্মের বিশেষ অংশ আরক্ত হয়ে উঠে। কানে নানা রূপ শব্দ। ডাঃ এ, এস, হার্ড বলেন—ইহা বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা দূর করে। কশেরুকা মজ্জার ক্ষয় রোগের ঔষধ। ইহা ঐ রোগের বিদ্যুৎ বৎ বেদনার উপশম আনয়ণ করে। ঐ রোগে পাকাশয়, মূত্রাধার এবং মলদ্বারে বির্দ্যুৎ বৎ বেদনা। সরলান্ত্রের সম্পূর্ণ অবরোধ। দুই গ্রেন মাত্রায় দিনে দুবার ব্যবহার করা উচিত।

কান— ধমনীর স্থুলত্ব, মাথাঘোরা, কানে শব্দ হয়। সর্দিহেতু বধিরতা তৎসহ ক্ষতস্থানের উপর পুরু পর্দার সৃষ্টি। মধ্যকর্ণের প্রদাহে পুঁজ সঞ্চয়। সৌত্রিক বন্ধনী সমূহের সৃষ্টির জন্য অস্থি

সমূহের অবাধ সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হয়। কানের অভ্যন্তর ভাগ পুরু হয়ে উঠে। স্নায়ু মধ্যে তন্তুময় পদার্থের পরিবর্তন হেতু বধিরতা।

মাথা—গ্লিসারিন ও জলে শতকরা দশভাগ রোডালিন মিশ্রিত করে, চর্মের নীচে অথবা আক্রান্ত স্থানে ১৫ হতে ৩০ বিন্দু মাত্রায় সপ্তাহে দুবার ইনজেকশান করা যায়। আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে-মাত্রা ½ গ্রেন ক্যা পসুলে ভরে। ধমনীর দুর্দম্য স্থূলতা রোগে মাত্রা ½ গ্রেণ অপেক্ষা অধিক নয়; দিনে ৩ বার ব্যবহার করা উচিত। শির ঘূর্ণণ ও সন্ধিপ্রদাহে। (ডাঃ বার্টলেট) ২x বিচূর্ণ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

থল্যাপ্‌সিবার্সা প্যাস্টোরিস—ক্যাপসেল্লা

THLAPSI BURSA PASTORIS-CAPSELLA সেফার্ডস পার্স

এই ঔষধটি বিশেষ ভাবে রক্ত স্রাব রোধক এবং ইউরিক এসিড সঞ্চয় নিবারক। গর্ভাবস্থায় অণ্ডলালাময় মূত্র। পুরাতন স্নায়ুশূল। মূত্রগ্রন্থি ও মূত্র থলির উত্তেজনা। জরায়ু মধ্যস্থ সৌত্রিক অর্বুদ হতে রক্তস্রাব তৎসহ পিঠে বেদনা এবং সর্ব শরীরে ঘর্ষনবৎ বেদনা। স্কন্ধঅস্থি দ্বয়ের মধ্যস্থানে বেদনা। জরায়ু হতে রক্ত স্রাব তৎসহ খিলধরা ও জমাট রক্ত নিঃসরণ। মাখনযুক্ত দুধ খেতে চায়। জরায়ু সংক্রান্ত পীড়া চাপা পড়ার কুফল (বার্নেট)।

মাথা— চোখ দুটি এবং মুখ মন্ডলে ফোলা ভাব বর্তমান। বার বার নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। মাথা ঘোরা, উঠলে বৃদ্ধি। সম্মুখ কপালে বেদনা, সন্ধ্যার দিকে বৃদ্ধি। কানের পেছনে মাছের আঁশের মত উদ্ভেদ। জিহ্বা সাদা ময়লার আবরণযুক্ত। মুখ গহ্বর ও ঠোঁট দুটি ফাঁটা। ডানচোখের উপর তীব্র বেদনা এবং এই বেদনার জন্য চোখ উপর দিকে আকৃষ্ট হয়।

নাক— অপারেশনের পর নাক থেকে রক্ত স্রাব; বিশেষত নিষ্ক্রিয় রক্ত স্রাব।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— ভ্রমন করলে অথবা গাড়ী ঘোড়ায় চড়লে যে টুকু স্পর্শ লাগে তাতেই রেত রজ্জু ব্যথা করে।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— রজবাহুল্য, সামান্য কয়েকদিন পরপর প্রচুর রজস্রাব। প্রবল শূলবেদনা সহ জরায়ু হতে রক্তস্রাব। এক ঋতু বাদ দিয়ে দ্বিতীয় ঋতুতে প্রবল রক্তস্রাব। ঋতুকালের পূর্বে ও পরে প্রদর স্রাব, স্রাব রক্তাক্ত, কালোবর্ণ, দুর্গন্ধিযুক্ত এবং সহজেই কাপড়ে দাগ পড়ে। ঘুম থেকে উঠলে জরায়ু স্থানে টাটানি ব্যথা। একবার ঋতুস্রাব শেষ না হতেই দ্বিতীয়বার শুরু।

মূত্রযন্ত্র— বার বার প্রস্রাবের বেগ। মূত্রভারী এবং ফসফেট যুক্ত। পুরাতন মূত্রথলির প্রদাহ, মূত্রকষ্ট এবং আক্ষেপিক মূত্ররোধ। রক্তমূত্র, পাথুরী সঞ্চয়। পাথুরী নির্গমনকালে শূলবেদনা। মূত্রে ইটের গুড়ার মত তলানি পড়ে। মূত্রনালীর প্রদাহ, মূত্র সরু ধারায় বের হয়। অনেক সময় এই ঔষধ ব্যবহারে ক্যাথিটার প্রয়োগ প্রয়োজন দূর হয়।

সম্বন্ধ— তুলনীয় আর্টিকা, ক্রোকাস, ট্রিলিয়াম, মিলিফোলিয়াম।

মাত্রা— মাদার টিংচার হতে ৩য় শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য।

থুজা অক্সিডেন্টালিস

THUJA OCCIDENTALIS **আর্বর ভিটি**

চর্ম, রক্ত পাকাশয় অন্ত্রপ্রদেশ, কিডনী এবং মস্তিষ্কের উপর ঔষধটি কাজ করে। ইহার প্রধান ঔষধজ ক্রিয়া মাংসার্বুদ ডুমুরের মত মাংস পিণ্ড এবং স্পঞ্জের মত অর্বুদ প্রভৃতি উৎপন্ন করা। কোমল শ্লেষ্মাগুটিকা। রক্তস্রাবী ছত্রক জাতীয় মাংসবৃদ্ধি। জড়ুল। অত্যাধিক শিরাস্ফীতি। চর্ম, মূত্র যন্ত্র ও জনন ইন্দ্রিয়ের উপর থুজার প্রধান কাজ। ইহার ফলে হ্যানিম্যান বর্ণিত অজ্জিরিকা সংক্রান্ত রক্তদুষ্টি সদৃশ অবস্থার সৃষ্টি হয়, এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও চর্মের উপর ডুমুরের মাংসপিণ্ড এবং শ্লেষ্মার্বুদসমূহ উৎপন্ন হয়ে থাকে। গনোরিয়া ও টীকা প্রভৃতির জীবাণু ধবংস করে। লুপ্ত গনোরিয়া, জরায়ু নাড়ী বা কর্ননালীর প্রদাহ। **টীকা দেবার কুফল।** অজ্জিরিকা সংক্রান্ত বেদনা, যেমন পেশী ও সন্ধিসমূহে ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা, বিশ্রামে বৃদ্ধি এবং শুষ্ক আবহাওয়ায় উপশম। আবার ভিজা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় বৃদ্ধি, খঞ্জতা। **হাইড্রো জেনোয়েড ধাতু ব্যক্তি** অর্থাৎ যাদের রক্তে রসাধিক্য হেতু ভিজা আবহাওয়া ও জল সহ্য হয় না। চন্দ্রালোকে পীড়ার সূচনা হয়। দ্রুত অবসাদ ও শীর্ণতা প্রাপ্তি। বাম পার্শ্বে ক্রিয়াকারী ও শৈত্য জনক ঔষধ। বসন্তরোগে পুঁজ সৃষ্টি নিবারণ করে এবং পুঁজ সৃষ্টিকালীণ জ্বরে আরোগ্য দান করে। **টীকাদেবার পরবর্তী পীড়া** যথা পুরাতন চর্মপীড়া, স্নায়ুশূল ইত্যাদি।

মন— মনের বদ্ধমূল দৃঢ় ধারনা, মনে হয় যে কোন অপরিচিত লোক তার পার্শ্বে আছে। যেন তার আত্মা ও দেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, যেন তার পেটের মধ্যে জীবন্ত কোন বস্তু রয়েছে। (ক্রোকাস) আনন্দ বা শোকজনিত উত্তেজনা, সংগীতে কান্না আসে এবং কাঁপতে থাকে।

মাথা— মাথায় বেদনা যেন কেউ পেরেক ঠুকছে (কফিয়া, ইগ্নেসিয়া)। চা পান হেতু স্নায়ুশূল (সেলিন) বাম পার্শ্বের শিরপীড়া, সাদা আইশের মত খুসকী, চুল শুষ্ক এবং পড়ে যায়। মুখমণ্ডলের চামড়া দেখতে তৈলাক্ত বৎ মনে হয়।

চোখ— চোখের পাতায় স্নায়ুশূল। উপতারা প্রদাহ, রাত্রিকালে চোখের পাতা জুড়ে যায়। শুষ্ক, আঁশের মত ত্বক উঠে। অঞ্জনী এবং চোখের পাতার কিনাড়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসাংকুর (ষ্ট্যাফিস)। শ্বেত পটলের তরুন ও অনুগ্র প্রদাহ। শ্বেত পটলের স্থানে স্থানে উচু হয়ে থাকে। এবং সেই উচু স্থান নীলাভ— লাল বর্ণ দেখায়। রক্তাম্বুপূর্ণ চ্যাপটা ফোস্কার মত উদ্ভেদ উঠে, ঐ গুলো পাকে না বা বসে যায় না। পুন পুন অধিমাংস প্রদাহ।

কান— পুরাতন কর্ণ প্রদাহ। পুঁজময় স্রাব; কোন কিছু চিবানো সময় কানে কটকট শব্দ করে। কর্ণে বহুপদ অর্বুদ।

নাক— পুরাতন সর্দি, ঘন সবুজ শ্লেষ্মা, রক্ত ও পুঁজ স্রাব। নাক ঝাড়লে দাঁতে বেদনা। নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরে ক্ষত। নাসিকা গহ্বরে শুষ্কতা। নাকের গোড়ায় বেদনাদায়ক চাপবোধ।

মুখগহ্বর—জিহ্বার অগ্রভাগ অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। **নাসিকা মূলে সাদা সাদা ফোস্কা, উহাতে** টাটানো ব্যথা। মাড়ির কাছ থেকে দাঁতগুলো ক্ষয়ে যায়, অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা, মাড়ি সরে যায়।

জল পান করার সময় উহা গড় গড় শব্দ করে পাকাশয়ে প্রবেশ করে। জিহ্বার নিচে অর্বুদ। জিহ্বার **উপরে এবং মুখে শিরা স্ফীতি।** দাঁতের গোড়া থেকে পুঁজ স্রাব। দন্তমূল অস্বাস্থকর।

পাকস্থলী— আদৌ ক্ষুধা হয় না। তাজা মাংস ও গোল আলু পছন্দ করে না। চর্বিযুক্ত খাদ্য আহারের পর উগ্রগন্ধযুক্ত উদগার, পেটের উপর অংশে বেদনা। পেঁয়াজ অপছন্দ। উদর স্ফীতিভাব; আহারের পর বেদনা, আহারের পর খালি খালি বোধ। পিপাসা। চা পান হেতু ক্ষুধামান্দ্য।

উদর গহ্বর— স্ফীতিভাব, আবরন সহ্য করতে পারে না। পুরাতন উদরাময়, প্রাতকালীন আহারের পর বৃদ্ধি। মল সগোরে ও কলকল শব্দে নির্গথ হয়। উদরের উপর পিংগল বর্ণের দাগ। **উদর স্ফীতি, উদর প্রসারন, মাঝে মাঝে এক এক স্থান উচু দেখায়।** পেটে গড় গড় শব্দ ও শূল বেদনা। কোষ্ঠকাঠিণ্য তৎসহ সরলান্ত্রে তীব্র বেদনা। মল খানিকটা বের হয়ে আবার ঢুকে যায় (সাইলি; স্যানিকিউলা)। অর্শ বলি, স্ফীত, বসলে বেদনার বৃদ্ধি তৎসহ মলদ্বারে খোঁচামারা ও জ্বালাকর বেদনা। মলদ্বার ফাটাফাটা, আঁচিলযুক্ত এবং সেই জন্য বেদনা। **উদর গহ্বরে যেন জীবন্ত কোন কিছু নড়াচড়া করছে** (ক্রোকাস) কিন্তু কোন বেদনা থাকে না।

মূত্রযন্ত্র— মূত্র নালী ক্ষত; প্রদাহিত। মূত্রধারা বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সরু ধারায় নির্গত হয়। মূত্রত্যাগের পর পর সুড় সুড় করে। মূত্রত্যাগের পর কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা (সার্সা)। পুন পুন মূত্রপাত তৎসহ বেদনা। হঠাৎ মূত্র বেগ। মূত্র ধারণ করতে পারে না।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— লিংগ আবরক চর্মে এবং লিংগাগ্রে প্রদাহ। লিংগে বেদনা। লিংগমনির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ। **গনোরিয়া জনিত বাত রোগ।** গনোরিয়া, অণ্ডকোষদ্বয়ের পুরাতন স্ফীতিও কঠিণতা। মূত্রাশয় গ্রীবায় বেদনা ও জ্বালাপোড়া, এই জন্য অনবরত মূত্র প্রবৃত্তি। প্রষ্টেট গ্রন্থির স্ফীতি (ফরাম পিক্রিক, থিওসিনামিনাম, আয়োড, স্যাবাল)।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়—যোনিপথ **অত্যন্ত স্পর্শকাতর** (বার্বেরিস, ক্রিয়ো,লাইসিন), ভগদেশ ও মলদ্বারের উপর আঁচিলের মত মাংস বৃদ্ধি। প্রচুর প্রদরস্রাব, ঘন ও সবুজাভ। বাম ডিম্বকোষ ও কুচকীতে ভীষণ বেদনা। ঋতুস্রাব অল্প এবং বিলম্বিত। **বৃন্তযুক্ত অর্বুদ,** মাংসময় উদ্ভেদ। ডিম্বাশয় প্রদাহ, বাম পার্শ্বে ও প্রত্যেক ঋতুকালে অধিক (ল্যাকো)। ঋতুস্রাবের পূর্বে প্রচুর ঘাম।

শ্বাসপ্রশ্বাস— পাকাশয় গহ্বরে বেদনাসহ বিকালে শুষ্ক খক্ খক্ কাশি। বুকে খোঁচামারা ব্যথা, ঠাণ্ডা পানীয়ে বৃদ্ধি। **শিশুদের হাঁপানি** (নেট্রাম সালফ) স্বরযন্ত্রে শ্লেষ্মাগুটি। পুরাতন স্বরযন্ত্র প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঔষধটিকে স্মরণ করা হয়।

অংগ-প্রত্যংগ— হাঁটাচলার সময় মনে হয় অংগ প্রত্যংগ কাঠ বা কাঁচ দ্বারা নির্মিত এবং অতি সহজেই ভেঙ্গে যাবে। আংগুলের অগ্রভাগ স্ফীত, লালবর্ণ এবং অবশ্য পেশী সমূহের স্পন্দন, দুর্বলতা, কম্পণ। সন্ধিসমূহ কট্ কট্ করে। গোড়ালি ও গোড়ালির কণ্ডরায় বেদনা। নখগুলো ভেঙ্গে পড়ে। পায়ের নখগুলো ভিতরে ঢোকান।

চর্ম— বৃন্তযুক্ত অর্বুদ, শ্লেষ্মাগুটি। উপত্বকে আঁচিল, জড়ুল, দুষ্ট ব্রণ, ক্ষত বিশেষ করে মলদ্বারে এবং জনন ইন্দ্রিয়ের মধ্যবর্তীস্থানে। তিল ও ফোস্কা। ঘর্ম মিষ্টি গন্ধযুক্ত ও উগ্র। চর্ম শুষ্ক তৎসহ পিংগল বর্ণের দাগ দাগ। চক্রাকার দাগ বিশিষ্ট দাঁদ, দাঁদ রোগ। গ্রন্থিসমূহে ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় ব্যথা। গ্রন্থি বৃদ্ধি, নখগুলো কুঞ্চিত, ভংগুর, নরম। **শরীরের ঢাকা স্থানে উদ্ভেদ। চুলকালে বৃদ্ধি।** অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা। এক পার্শ্বের শীতলতা। মাংসার্বুদ, বৃন্তযুক্ত অর্বুদ। **হাতে ও বাহুতে পিংগল বর্ণের দাগ।**

ঘুম— দীর্ঘদিন পর্যন্ত অনিদ্রার ভাব।

জ্বর— শীত শীত ভাব উরুদেশে আরম্ভ হয়। **ঘর্ম কেবলমাত্র দেহের অনাবৃত অংশে দেখা যায়।** মাথা ব্যতিত সর্বাংগে ঘাম। ঘর্মের সময় প্রচুর ঘাম, অম্ল গন্ধযুক্ত, মধুরমত গন্ধ। সন্ধ্যাকালে রডোর উচ্ছাস এবং রক্তবহানালীর মধ্যে দপদপকর বেদনা।

হ্রাস-বৃদ্ধি— রাত্রে, বিছানার উত্তাপে, ভোর তিনটায় এবং বিকাল তিনটায়, আর্দ্র ঠাণ্ডা আবহাওয়া, প্রাতকালীণ আহারের পর, কফি পানে, চর্বিযুক্ত খাদ্য খেলে, টিকা দেবার পর। **উপশম**— বাম পার্শ্বে, অংগ প্রত্যংগ টেনে উঠালে।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—(হাইড্রোজেনোয়েড ধাতু ক্যাল্কে, সিলিকা, নেট্রাম সালফ, এরেনিয়া, এপিস, পালস)। কুপ্রেসাস অস্ট্রেলিস। তীব্র কাঁটা ফোটান ব্যথা, সর্বাংগে উত্তাপবোধ, বাত বেদনা, ও গনোরিয়া), কুপ্রেসাস লসোনিয়ামা (থুজার অনুরূপ ক্রিয়া করে, পাকাশয়ে তীব্র বেদনা), স্ফিংগুরাস (দাড়ি হতে চুল পড়ে যাওয়া, চোয়াল সন্ধিতে বেদনা এবং গণ্ডাস্থির বৃদ্ধি), সাইলি, ম্যালাণ্ড্রিনাম (টিকার কুফল), মেডোর (অবরুদ্ধ গনোরিয়া), মার্ক, সিনাবেরিস, ষ্টেরিবিনথ্, জুনিপেরাস, স্যাবাইনা, সাইলি, ক্যাম্থা, ক্যানাবিস, নাইট্রিক এসিড, পালস, এন্টিম টার্ট, আর্বোরিন থুজার সুরাসার বিহীণ প্রস্তুত। **দোষঘ্ন**—মার্ক ক্যাম্ফর, স্যাবিনা (আঁচিল)। **অনুপূরক**— স্যাবিনা, আর্স, নেট্রাম সালফ, সিলিকা।

মাত্রা—আঁচিল ও মাংসগুটির জন্য মাদার টিংচার অথবা মলম বাহ্যিকভাবে প্রযোজ্য। আভ্যন্তরীণ ব্যবহার মাদার টিংচার হতে ৩০শ শক্তি পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

থাইমল

THYME COMPHOR **থাইম ক্যাম্ফর**

জনণ ইন্দ্রিয় ও মূত্রযন্ত্র সংক্রান্ত রোগের উপর ঔষধটির বিশেষ ক্রিয়া। শুক্রক্ষরণ, লিংগোচ্ছাস এবং প্রষ্টেট রস ক্ষরণে উপযোগী। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে;ইহার ক্রিয়া জনণ ইন্দ্রিয় স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে। ইহা রতিশক্তির অভাব সৃষ্টি করে। হুকওয়ার্ম নামকরোগের নির্দিষ্ট ঔষধ (চেনোপোডিয়াম)।

মন— খিটখিটে মেজাজ, যথেচ্ছাচারী, নিজের খেয়ালমত চলে। লোক সংসর্গ চায়। উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়।

পৃষ্ঠদেশ— কটিদেশের ভিতর দিয়ে কামড়ানি ব্যথা ও অবসন্নতা, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে বৃদ্ধি।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— রাত্রিকালে কাম বিষয়ক স্বপ্ন দেখে প্রচুর শুক্রপাত। লিংগোচ্ছাস। কিডনীতে বেদনা, ফোটা ফোটা মূত্রপাত। বহুমূত্র। ইউরেট স্রাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ফসফেট স্রাব কমে যায়।

ঘুম— ক্লান্তি ও অস্বস্তিকর জাগরিত হয়। কাম বিষয়ক ও অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে।

সম্বন্ধ— তুলনীয়— কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, ফিজিদ্বীপের সুভা শহরের ডাক্তার ল্যাম্বার্টের মতে ইহা **হুক ওয়ার্ম** রোগের ঔষধ। **তিনি এই ঔষধটি ৫০,০০০ রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন।**

1. কার্বন টেট্রাক্লোরাইড একটি শক্তিশালী ক্রিমি নিবারক এবং ক্রিমি বিনাশকারক ঔষধ এবং দেখা গেছে যে সকল দেশে হুক ওয়ার্মনামক রোগ খুব প্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে সেই সব দেশে এই ঔষধটি সর্বোৎকৃষ্ট।

2. ইহা দ্বারা রোগীর কোন যাতনা হয় না, ইহা সুস্বাদু। ইহা সেবন করার জন্য রোগীর কোন প্রকার প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। মূল ঔষধ প্রয়োগ করলেও কোন রূপ বিষক্রিয়া হয় না। এই জন্য ইহা নির্বিচারে ব্যবহার করা যায়।

3. ব্রাজিলের সাও পলোর ডাঃ ডব্লু. জি. স্মিলি এবং এস, বি, পেসোয়াও কার্বন টেট্রাক্রোরাইডকে হুক ওয়ার্ম রোগে বিশেষ উপযোগী দেখেছেন। ও সি.সি. মাত্রায় এক বার খাওয়ালে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শতকরা ৯৫ ভাগ হুক ওয়ার্ম উদর হতে নির্গত হয়।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে।

মাত্রা— ৬ষ্ঠ শক্তি প্রযোজ্য।

থাইমাস সেপাইলাম THYMUS SERPHYLLUM

WILD THYME **বন্য থাইম**

শিশুদের শ্বাসযন্ত্রের জীবাণু সংক্রমিত রোগ, শুষ্ক স্নায়বিক হাঁপানি, হুপিং কাশি, আক্ষেপ প্রবল কিন্তু অতি সামান্য পরিমান শ্লেষ্মা উঠে। মাথায় চাপবোধ সহ কানে শব্দ। গলার অভ্যন্তরভাগে জ্বালা, গলাবেদনা, কোন কিছু গিলতে পারে না, গিলতে গেলে কষ্ট হয়। রক্তবহানালী সমূহ প্রসারিত এবং দেখতে কালো বর্ণ।

মাত্রা— মাদার টিংচার প্রযোজ্য।

থাইরয়েডিনাম

THYROIDINUM **ভেড়ার ফলকগ্রন্থি শুষ্ক করে প্রস্তুত করা হয়**

থাইরয়েড ঔষধটি রক্ত অল্পতা, শীর্ণতা, পেশীর দুর্বলতা, ঘাম, শিরপীড়া, মুখ এবং অংগ প্রত্যংগের স্নায়বিক কম্পন, ঝিন ঝিন করা অনুভূতি এবং পক্ষাঘাত সৃষ্টি করে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে, চোখের গোলক যেন বের হয়ে যেতে চায় এবং উহা প্রসারিত হয়। **শ্লৈষ্মিক শোথ এবং গলগণ্ডসহ জড়বুদ্ধিরোগে** ইহা খুব ভাল কাজ করে। বাতজ সন্ধি প্রদাহ। শিশুদের শীর্নতা রোগ এবং রিকেট। ভগ্ন অস্থিতে জোড়া লাগতে বিলম্ব হওয়া। যে সকল বালকের **অণ্ডকোষ ঝুলে পড়ে না** তাদের $\frac{1}{2}$ গ্রেন মাত্রায় দিনে দুবার কিছুদিন যাবৎ ব্যবহার করতে দিলে উপকার হয়। থাইরয়েড গ্রন্থি, সাধারণভাবে শরীর বিধানের পরিপোষন, বৃদ্ধি এবং পরিপুষ্টির সুসামঞ্জস্য বিধান করে। থাইরয়েড গ্রন্থির দুর্বলতা হতে প্রচুর পরিমানে মিষ্টি দ্রব্য খাবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

বিচর্চিকা এবং **হৃদপিণ্ডের অস্বাভাবিক দ্রুত ক্রিয়ার উপযোগী**। যে সকল শিশু স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠে না। স্মৃতি শক্তির উন্নতি করে। **গলগণ্ড**। অত্যাধিক মেদ প্রবণতা। ফ্যাকাসে

চেহারার রোগীদের উপর, উজ্জলবর্ণ চেহারার রোগীদের অপেক্ষা ভাল কাজ করে। দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা। **স্তনগ্রন্থিতে অর্বুদ। জরায়ুতে সৌত্রিক অর্বুদ।** অত্যন্ত দুর্বলতা। যথেষ্ট ক্ষুধা তবুও জীর্নশীর্ণ হয়ে পড়ে। **রাত্রে বিছানায় প্রস্রাব করে। প্রস্রাবের পর দুগ্ধলোপ।** গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে চিকিৎসা আরম্ভ করা উচিত। মাত্রা ১$\frac{১}{২}$ গ্রেণ দিনে দু হতে তিনবার সেব্য। **গর্ভকালে বমন** (প্রাতে বিছানা ত্যাগের পূর্বে ঔষধ প্রয়োগ করবে) **স্তনে সৌত্রিক অর্বুদ** 2x বিচূর্ণ। ধমনীর শাখাসমূহ প্রসারিত করে (এড্রিনালিন উহাদেরকে সংকুচিত করে)। বমি, বমিভাব এবং মূর্চ্ছাভাব। ঠাণ্ডা আদৌ সহ্য করতে পারে না। তরুন রোগের পর থাইরয়েড গ্রন্থির ক্রিয়াহীণতা অর্থাৎ দুর্বল হয়ে পড়া। সহজেই ক্লান্ত হয়, নাড়ী দুর্বল, মূর্চ্ছা প্রবণতা, বুক ধড়ফড়ানি, হাত পায়ের শীতলতা, নিম্নরক্তচাপ, শীতকাতরে। ঠাণ্ডা আদৌ সহ্য করতে পারে না (থাইরয়েড 1x দিনে তিনবার)। শ্লৈষ্মিক শোথ ও বিভিন্ন প্রকার রোগে উৎকৃষ্ট মূত্রকারক ঔষধ।

মন— ঘুমবেশী, অঘোরে ঘুম এবং অস্থিরতাসহ বিষাদ পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়। উত্তেজনা প্রবণ, সামান্য প্রতিবাদে উত্তেজিত হয়ে উঠে। সামান্য কারনে চটে যায়।

মাথা—মস্তিষ্কের হালকাবোধ করে। সম্মুখ কপালে অবিরাম যন্ত্রণা। চোখের তারকা উজ্জ্বল। মুখমন্ডল রক্তিম, ঠোটে জ্বালাযন্ত্রণা। জিহ্বায় পুরু ময়লার প্রলেপ। পূর্ণতা উত্তাপ বোধ। মুখে খারাপ আস্বাদ।

হৃদযন্ত্র— ক্ষীণ, অবিরাম নাড়ী। রোগী শুতে পারে না। **দ্রুত নাড়ী** (ন্যাজা)। বুকে উদ্বেগবোধ **যেন বক্ষ অঞ্চল সংকুচিত হয়ে পড়ছে। সামান্য পরিশ্রমে বুক ধড়ফড়ানি।** হৃদপিণ্ডে প্রবল ব্যথা। সামান্য কারনেই হৃদপিণ্ডের উত্তেজনা জন্মে। হৃদপিণ্ডের ক্রিয়াদুর্বল তৎসহ আংগুলগুলোর অবশতা।

চোখ— চোখের সামনে কালো কালো বিন্দু দর্শন, দৃষ্টিশক্তিহীণতা।

গলগহ্বর— শুষ্ক, রক্তাধিক্যহেতু ক্ষতবৎ ও জ্বালা, বাম পার্শ্বে অধিক।

পাকস্থলী— মিষ্টি দ্রব্যে আকাঙ্খা এবং ঠাণ্ডা জলের পিপাসা। গাড়ীতে চড়লে **বমনভাব বৃদ্ধি। পেট ফাঁপ তৎসহ তলপেটে** অত্যাধিক বায়ু সঞ্চয়।

মূত্রযন্ত্র—মূত্রপ্রবাহবর্ধিত, বহুমূত্র। মূত্রে সামান্য অণ্ডলালা এবং শর্করা। উত্তেজনা প্রবণ ও স্নায়বিক প্রকৃতির দুর্বল শিশুদের অসাড়ে মূত্রত্যাগ ১$\frac{১}{২}$ গ্রেণ মাত্রায় ভোরে ও রাত্রে)। মূত্রে ভায়লেট ফুলের গন্ধ, মূত্রনালীতে জ্বালা, ইউরিক এসিডের প্রাচুর্য।

অংগ প্রত্যংগ—বাতজ গ্রন্থি প্রদাহ তৎসহ মেদ প্রবণতা। শাখা প্রশাখার শীতলতা ও খিলধরা। নিম্নাংগের চর্ম হতে খোলস উঠে। হাত পা ঠাণ্ডা। কামড়ানো বেদনা। পা দুটি স্ফীত। হাত পা এবং সর্বাংগের কম্পন।

শ্বাসযন্ত্র— শুষ্ক ও কষ্টকর কাশি। অতিকষ্টে অতি সামান্য পরিমান শ্লেষ্মা উঠে। গলার অভ্যন্তর ভাগে জ্বালা পোড়া।

চর্ম— বিচর্চিকা জাতীয় চর্ম উদ্ভেদ তৎসহ মেদাধিক্য (তবে বর্ধনশীল অবস্থায় নয়)। চর্ম শুষ্ক ও অনুজ্জ্বল। হাত পা ঠাণ্ডা একজিমা। জরায়ুতে সৌত্রিক তন্তু সঞ্চয়। স্ফীতস্থান পিংগল বর্ণ।

গ্রন্থিসমূহ স্ফীত ও পাথরের মত শক্ত। রোগ সহজে আরোগ্য হতে চায় না। জণ্ডিস সহ চুলকানি, কুষ্ঠ, চুলকানি, রাত্রে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—স্পাঞ্জিয়া, ক্যালকে, ফিউকাস, লাইকোপাস, আয়োডো থাইরিন (ফলক গ্রন্থির উগ্র বীর্য, ইহাতে যথেষ্ট আয়োডিন ও নাইট্রোজেন আছে। পরিপোষন ক্রিয়ার উপর কাজ করে দেহের ওজন কমিয়ে আনে, ইহা দ্বারা মধুমেহ উৎপন্ন হতে পারে। মেদরোগে সতর্কতার সংগে ব্যবহার করা উচিত কারণ মেদবহুল হৃদ্‌পিণ্ড ইহার দ্বারা সৃষ্ট দ্রুত স্পন্দনক্রিয়া হয়ত সহ্য করতে পারবে না। দুধের মধ্যে ফলক গ্রন্থির আভ্যন্তরিণ রস আছে)। থাইমাস গ্লাণ্ড এক্সট্রাক্ট (সন্ধি প্রদাহ হতে সন্ধি বিকৃতি, সন্ধিবাত অস্থি বিকৃতি, ৫ গ্রেণ ট্যাবলেট দিনে ৩বার প্রযোজ্য। উচ্চ শক্তি গলগণ্ড রোগে বিশেষ কার্যকরী)।

মাত্রা— অনেক সময় মাদার টিংচার ব্যবহার করা যায় কিন্তু ৬ষ্ঠ হতে ৩০শ শক্তি উৎকৃষ্টতার। যদি মাদার টিংচার (প্রত্যহ দুই বা তিনবার বা ততোধিক মাত্রায়) ব্যবহার করা হয় তা হলে নাড়ীর গতি লক্ষ্য করবে। রোগীর হৃদপিণ্ড দুর্বল এবং রক্তচাপ অধিক থাকলে অথবা রোগীর মধ্যে যক্ষ্মা প্রবণতার লক্ষণ থাকলে মাদার টিংচার কখনো অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত নয়।

টিলিয়া ইউরোপা TILIA EUROPA

LINDEN **লিণ্ডেণ**

এই ঔষধটি চক্ষুপেশীর দুর্বলতায় অতি উৎকৃষ্ট। পাতলা ফ্যাকাশে রক্তস্রাব। সূতিকা ক্ষেত্রে জরায়ু প্রদাহ। অস্থিময় গহ্বরের রোগ (ক্যালি ইউড্রো), চেলিডো)।

মাথা—স্নায়ুশূল (প্রথমে ডানদিকে তারপর বামদিকে) **তৎসহ সম্মুখে কুয়াশার মত দেখে।** ক্ষীণ দৃষ্টির সহিত মাথায় গোলযোগ প্রচুর হাঁচি, তৎসহ জলবৎ সর্দিস্রাব। নাসাপথে রক্তস্রাব।

চোখ— মনে হয় চোখের সম্মুখে একটা পর্দা রয়েছে। (ক্যাল্কে, কষ্টি, নেট্রাম মিউর)। দূরদর্শন পরিষ্কার নয়, অসম্পূর্ণ।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়—**জরায়ুস্থানে তীব্র টাটানি ব্যথা।** নীচের দিকে ঠেলামারা বেদনা তৎসহ উষ্ণ ঘর্ম কিন্তু ঘর্মে উপশম হয় না। হাঁটাচলা করার সময় প্রচুর পিচ্ছিল প্রদর স্রাব হতে থাকে (বোভিষ্টা, কার্বোএনি, গ্রাফাইটিস)। বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ে বেদনা ও লালবর্ণ (থুজা, সালফ)। কোমর অঞ্চলে প্রদাহ, উদর স্ফীতি, তলপেটে স্পর্শকাতরতা এবং উষ্ণ ঘর্ম, কিন্তু তাতে উপশম হয় না।

চর্ম— শীতপিত্ত, প্রবল চুলকানি এবং চুলকানোর পর আগুনের মত জ্বালাপোড়া। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালবর্ণ চুলকানিযুক্ত উদ্ভেদ। ঘুমিয়ে পড়ার পরক্ষণেই **প্রচুর উষ্ণ ঘর্ম**। বাতের বেদনার বৃদ্ধির সংগে সংগে ঘাম বৃদ্ধি।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি বিকালে এবং সন্ধ্যাকালে, উষ্ণ ঘরে, বিছানার উত্তাপে। উপশম-ঠাণ্ডাঘরে, সঞ্চালনে।

সম্বন্ধ—তুলনীয় লিলিয়াম, বেলেডোনা।

মাত্রা— মাদার টিংচার হতে ৬ষ্ঠ শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য।

টিটেনিয়াম TITANIUM

THE METAL. **ঐ নামের ধাতু**

ইহার হাড় এবং পেশীর মধ্যে দেখা যায়। কুষ্ঠজাতীয় ক্ষয়রোগ এবং অস্থির ক্ষয় রোগে ঔষধটি বাহ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়। চর্মরোগে এবং নাকের সর্দিতে ইহা ব্যবহার করা যায়। আপেলে শতকরা ০.১১ অংশ টিটেনিয়াম আছে। অস্পষ্ট, বিশেষত্ব এই যে রোগী এক কালে কোন বস্তুর অর্ধাংশ মাত্র দেখতে পায়। শিরঘূর্ণণ, তৎসহ দৃষ্টবস্তুর লম্বালম্বিভাবে আধখানা মাত্র দেখে। অধিকন্তু বাতজ দুর্বলতা, সংগম কালে অতি শিঘ্র বীর্যপাত হয়, মূত্রে এলবুমেন থাকে। একজিমা, কুষ্ঠজাতীয় ক্ষয়রোগ, নাকে জ্বালাপোড়া।

মাত্রা— নিম্ন ও মধ্যশক্তি সমূহ ব্যবহৃত হয়।

টোংগো-ডিপ্‌ট্রিক্স অডোরেটা TONGO-DIPTRIX ODORATA

SEEDS OF COUMAROUNA
A TREE IN GUIANA

গিয়েনার কুমারুনা
নামক গাছের বীজ

ঔষধটি স্নায়ুশূল ও হুপিংকাশিতে উপকারী।

মাথা— চোখের উপরিভাগের স্নায়ুতে ছিন্ন কর বেদনা, তৎসহ মাথা গরম, দপদপানি এবং সজল নেত্র। মস্তিষ্কের বিশৃংখলা, বিশেষত মাথার পেছনে তৎসহ ঘুমের প্রবণতা এবং বিশেষ প্রকার মত্ততা বোধ। ডানদিকের চোখের উপর পাতা দপদপ করে। সর্দি, নাক অবরুদ্ধ থাকে, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে হয়।

অংগপ্রত্যংগ— কুঁচকি সন্ধি, উরুঅস্থি এবং জানুসন্ধিতে ছিন্নকর বেদনা বিশেষ করে বামদিকে।

সম্বন্ধ— মেলিলোটাস, এ্যানথোক্রনথাম, এস্পেরুলা এবং টোংগাতে কুমারিণ নামক ইহার উগ্রবীর্য নিহিত আছে। টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত জ্বর ঐ উষ্ণগুলো তুলনীয়। এছাড়া আরো তুলনীয়— ট্রাইফোলিয়া, ন্যাপথালিণ, স্যাবাডিলা।

টোরুলা সিরিভিসিয়া TORULA CEREVISIAE)

স্যাক্রোমাইসিস **ইষ্ট প্লান্ট**
YEAST PLANT

এই ঔষধটি ডাঃ গেম্যান এবং ডাঃ ইং লিং প্রবর্তণ করেন। ইহা পরীক্ষিত হয় নাই, সুতরাং রোগী দেহে পরীক্ষিত লক্ষণগুলোই পাওয়া গেছে এবং এই লক্ষণগুলো নির্ভরযোগ্য। ইহা সাইকোটিকের ঔষধ। রোগীর প্রোটিন জাতীয় খাদ্য ও সোডা ওয়াটার প্রভৃতি সহ্য করতে পারে না, উহাতে আক্ষেপাদি সৃষ্টি হয় (ইং লিং)।

মাথা— মাথার পশ্চাদভাগে এবং গ্রীবা দেশে বেদনা। মাথা ধরা এবং সর্বাংগে প্রচণ্ড বেদনা। কোষ্ঠকাঠিণ্য থাকলে বেদনার বৃদ্ধি। হাঁচি সাঁই সাঁই শব্দ। নাকের পশ্চাৎ রন্ধ্র হতে সর্দিস্রাব। খিটখিটে এবং স্নায়বিক প্রকৃতির।

পাকস্থলী—মুখে খারাপ স্বাদ। বমি বমিভাব, জীর্ণ শীর্ণ এবং দুর্বল। পাকস্থলী ও উদরে বায়ুসঞ্চয় হেতু উদগার। সমগ্র উরুদেশে বেদনা এবং পূর্ণতাবোধ। পেট ডাকে, বেদনার স্থান পরিবর্তন। পেট ফাঁপ কোষ্ঠকাঠিণ্য। স্রাব অল্পগন্ধযুক্ত, ছাতাপড়া গন্ধ, মদের গাজলার মত গন্ধ।

অংগ-প্রত্যংগ— পিঠের বেদনা, কনুই ও জানু হতে নীচের দিকে দুর্বলতা ও ক্লান্তিবোধ। হাত দুটি বরফের মত শীতল এবং সহজেই অবশ হয়ে পড়ে।

নিদ্রা— সুনিদ্রার অভাব। অত্যন্ত অস্থিরতাসহ বাধাপ্রাপ্ত নিদ্রা।

চর্ম— ফোঁড়া পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত। গোড়ালির চারিদিকে চুলকানিযুক্ত একজিমা। নানা বর্ণের চর্ম উদ্ভেদ।

মাত্রা—খাঁটি ইষ্ট কেক (Yeast cake) অথবা ৩য় হতে উচ্চতর শক্তি প্রযোজ্য। এই ঔষধের পুলটিস চর্মরোগ ও প্রদাহে ব্যবহৃত হয়।

ট্রাইবুলাস টেরিষ্ট্রিস TRIBULUS TERRESTRIS

IKSHUGANDHA **ইক্ষু গন্ধা**

পূর্বভারতীয় ঔষধ। মূত্রযন্ত্রের রোগে বিশেষ করে মূত্রকষ্ট, জননযন্ত্রের দুর্বলতায় উপকারী। বাতজ দুর্বলতা, অতি শিঘ্র শুক্রপাত এবং শুক্রপাতলা হয়ে যাওয়া প্রষ্টেট গ্রন্থির প্রদাহ, পাথুরী এবং ঋতু দুর্বলতা, ইহা হস্তমৈথুনজনিত দুর্বলতা দূর করে, রেতপাত ও শুক্রমেহ রোগের পরম উপকারী। পরিণত বয়সে অত্যন্ত সম্ভোগ হেতু আংশিক ধবংজ ভংগ অথবা উহার সহিত মূত্রযন্ত্র সংক্রান্ত রোগ যথা অবিরত মূত্র কষ্টকর মূত্রত্যাগ।

মাত্রা—মাদার, টিংচার 10 হতে 20 ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার।

ট্রাইফোলিয়াম প্র্যাটেন্সি TRIFOLIUM PRATENSE

IKSHUGANDHA **রেড ক্লোভার/লাল ক্লোভার**

ঔষধটি বিশেষভাবে লালাস্রাব সৃষ্টি করে। লালাস্রাবী গ্রন্থিসমূহে রক্তাধিক্য সহ পূর্ণতাবোধ তারপর প্রচুর লালাস্রাব। মনে হয় কর্ণমূল প্রদাহ রোগ দেখা দিবে। দুগ্ধপীড়কা, শুষ্ক, আইশের মত মামড়ী পড়ে। গ্রীবার আড়ষ্টতা। ক্যানসার রোগ প্রবণতা।

মাথা—ঘুম থেকে জাগরিত হলে মাথায় বিশৃংখল ভাবের সৃষ্টি এবং মাথার যন্ত্রণা। মাথার অভ্যন্তরে জড়তা। মানসিক বিকৃতি। স্মৃতি শক্তির অভাব।

মুখগহ্বর—মুখ থেকে প্রচুর লালাস্রাব (মার্ক, সিফিলি)। গলবেদনা তৎসহ স্বরভংগ।

শ্বাস-প্রশ্বাস— টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত জ্বরের পূর্বে যেরূপ অবস্থা হয় তদ্রূপ সর্দিস্রাব। সর্দি জলের মত পাতলা তৎসহ উপাদাহ। স্বরভংগ, শ্বাসরোধ। রাত্রে কাশি সহ শীত শীত ভাব। খোলা বাতাসে এলেই কাশির উদ্রেক। টাইফয়েড লক্ষণযুক্ত জ্বর। আক্ষেপিক কাশি, হুপিং কাশি, থেকে থেকে কাশি।

পৃষ্ঠদেশ— গ্রীবায় আড়ষ্টভাব; মাথা নাড়াবার পেশীতে খিলধরা, উত্তাপ এবং উত্তেজনায় উপশম।

অংগ প্রত্যংগ— হাতের তালুতে ঝিন ঝিন করে, হাতদুটি এবং পা দুটি ঠাণ্ডা। দীর্ঘাস্থিতে ক্ষত।

সম্বন্ধ— তুলনীয় ট্রাইফোলিয়াম রিপেসস্'—সাদা ক্লোভার (কর্ণমূল গ্রন্থি স্ফীতির প্রতিষেধক, লালাস্রাবী গ্রন্থিসমূহে রক্তাধিক্যের অনুভূতি, বেদনা ও শক্তভাব। বিশেষ করে নিম্নচোয়ালের গ্রন্থিসমূহে, শয়নে বৃদ্ধি। মুখ জলের মত লালায় পূর্ণ হয়ে যায় শয়নের বৃদ্ধি। মুখ গহ্বরে ও গলগহ্বরে রক্তের ন্যায় আস্বাদ। মনে হয় যেন; হৃদ স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে তৎসহ অত্যন্ত ভয়। উঠে বসলে অথবা বেড়ালে উপশমবোধ। বৃদ্ধি-একাকী থাকলে তৎসহ মুখমণ্ডলে ঠাণ্ডা ঘাম।

মাত্রা— মাদার টিংচার প্রযোজ্য।

ট্রিলিয়াম পেণ্ডুলাম TRILLIUM ENDULUM

WHITE BETH ROOT হোয়াইট বেথ রুট

এই ঔষধটি সাধারণত রক্ত স্রাবের পক্ষে বিশেষ উপযোগী তৎসহ অত্যন্ত মূর্চ্ছাভাব এবং মাথা ঘোরে। রক্ত মিশ্রিত আম সহ পুরাতন উদরাময়। জরায়ু হতে রক্তস্রাব। গর্ভস্রাবের আশংকা। বস্তি প্রদেশ যেন ঝুলে পড়ে। খিল ধরার ন্যায় বেদনা। যক্ষ্মারোগে প্রচুর পুঁজময় শ্লেষ্মা উঠে এবং রক্ত উঠে।

মাথা— মাথায় বেদনা, গোলমালে বেদনার বৃদ্ধি। বিশৃংখল ভাব, চোখের তারকা দুটি অত্যন্ত বড় মনে হয়। দৃষ্টি ঝাপসা। সব কিছুই নীলাভ দেখায়। নাক দিয়ে রক্ত পড়ে (মিলিফো, মেলিলোটাস)।

মুখগহ্বর—দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তস্রাব। **দাঁত তোলার পর রক্তস্রাব।**

পাকস্থলী— পাকাশয়ে উত্তাপ ও জ্বালা, উহা অন্ননালী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। রক্তবমন।

সরলান্ত্র— পুরাতন উদরাময়, রক্তময়স্রাব, আমাশয়, প্রায় তাজা বিশুদ্ধ রক্ত স্রাব।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— জরায়ু হতে রক্তস্রাব তৎসহ **কটিদেশ ও পিঠ যেন ভেঙে চূর্ণ হচ্ছে এমন অনুভূতি, শক্ত করে বেধে রাখলে উপশম**। সামান্য নড়াচড়ায় উজ্বল রক্ত সবেগে নির্গত হয়। সৌত্রিক অর্বুদ হতে রক্তস্রাব। ক্যাঙ্কে, নাইট্রিক এসিড, ফস, এসিড সালফ)। প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনাসহ জরায়ু বের হয়ে পড়ে। প্রদর স্রাব প্রচুর, হরিদ্রাবর্ণ এবং দড়া দড়া (হাইড্রাস, ক্যালিবাই, স্যাবাইনা)। রজঃ নিবৃত্তিকালে অতি রক্তস্রাব। **প্রসবান্তিক স্রাব হঠাৎ রক্তে পরিণত হয়।** প্রসবের পর ফোঁটা ফোঁটা মূত্রপাত।

শ্বাসপ্রশ্বাস— কাশির সহিত রক্ত উঠে। প্রচুর পুঁজময় শ্লেষ্মা উঠে। রক্তবমন। বক্ষাস্থির প্রান্ত ভাগে বেদনা। অনিয়মিত শ্বাসক্রিয়া, অনিয়মিত শ্বাসক্রিয়ায় দম আটকান ভাব তৎসহ হাঁচি। বুকের ভিতর দিয়ে চিড়িকমারা বেদনার ন্যায় বেদনা অনুভব।

সম্বন্ধ— তুলনীয়-ট্রিলিয়াম সার্নাম (চক্ষু লক্ষণ, সব কিছুই নীলাভ দেখায় মুখে চর্বির আস্বাদ) , ফিকাস (রক্ত স্রাব, অতিরিক্ত ঋতু স্রাব, রক্তমূত্র, নাসাপথে রক্তস্রাব, রক্তবমন, রক্তস্রাবী অর্শ) , স্যাংগুই-সুগা-জোঁক (রক্তস্রাব, মলদ্বার হতে রক্তস্রাব), ইপিকাক, স্যারিনা, ল্যাকে, হ্যামামে।

মাত্রা— মাদার টিংচার ও নিম্নশক্তি প্রযোজ্য।

ট্রিয়োষ্টিয়াম পার্ফোলিয়েটাম (TRIOSTEEUM PERFOLIATUM)

FEVER ROOT **ফিব্যার রুট**

এই ঔষধ উদরাময়ের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট তৎসহ শূলবৎ বেদনা, বমি, বমিভাব, মলত্যাগের পর নিম্নাংগের অবশতা এবং অতিরিক্ত প্রস্রাবের লক্ষণ থাকে। ইহা ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেও ব্যবহার করা যায়। ইহা স্নায়বিক উপদ্রব প্রশমিত করে (কফিয়া, হায়োসায়া)। পিত্ত বিকৃতি, পিত্তশূল।

মাথা— মাথার পশ্চাতে বেদনা তৎসহ উঠলে বমি বমিভাব এবং পরে বমন শুরু। ইনফ্লুয়েঞ্জা তৎসহ সর্বাংগে বেদনা এবং অংগ প্রত্যংগে উত্তাপ পূতিনস্য। কপালে বেদনা।

পাকস্থলী— খাদ্য দ্রব্যে অনীহা, কোন কিছুই খেতে ইচ্ছা করে না। উঠে দাড়ালে বমি, বমিভাব তারপর বমি শুরু ও খিলধরা। মল জলবৎ এবং ফেনাযুক্ত।

অংগ প্রত্যংগ— সকল সন্ধিতে আড়ষ্টতা, পায়ের ডিমে অবশতা, অস্থিতে কামড়ানো ব্যথা। পিঠে বাত বেদনা। অংগ প্রত্যংগে বেদনা।

চর্ম— গোড়ালির তলায় চুলকানি। পাকাশয়ে গোলযোগ হেতু শীত পিণ্ড।

মাত্রা— ৬ষ্ঠ শক্তি প্রযোজ্য।

ট্রাইনাইট্রো টোলুয়িণ TRINITRO TOLUENE

IKSHUGANDHA **টি. এন. টি**

এই ঔষধের লক্ষণগুলো গোলাবারুদের কারখানায় যারা কাজ করে যেন সব কর্মীদের মধ্যে দেখা যায়। যারা সাধারণত টি.এন.টি. নিয়ে কাজ করে, উহার ঘ্রান নেয় এবং চর্মের মাধ্যমেও কিছুটা আশোধন করে তাদের মধ্যেই লক্ষণগুলো প্রকাশ লাভ করে। ডাঃ কনরডিউই সেল হফট্ এই লক্ষণগুলো সংগ্রহ করেন এবং ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে American Institute of Homoeopathy পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

রক্তের লোহিত কণিকা বিনাশ ক্রিয়ায় ইহার ভূমিকা আছে সেজন্য ইহা রক্তহীণতা এবং জণ্ডিসরোগ এবং উহার গৌণ লক্ষণগুলো সৃষ্টি করে। রক্তের হিমগ্লোবিন বিকৃত হওয়ার কালে

উহা যথেষ্ট অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে না। ইহার ফলে শ্বাসকষ্ট, মাথাঘোরা, শিরপীড়া, মূর্চ্ছাভাব ;এবং বুক ধড়ফড়ানি, অস্বাভাবিক ক্লান্তি, পেশীতে খিলধরা, নীলরোগ, অধিকন্তু তন্দ্রালুতা, অবসাদ এবং অনিদ্রা দেখা যায়। T.N.T বিষাক্ততার পরবর্তীকালে বিষাক্ত জণ্ডিস রোগও ফাইব্রিনশূন্য রক্তহীণতা সৃষ্টি করে । এই জণ্ডিসরোগ কৈশিক তন্তুর বিকৃতি হেতু ঘটে, ইহা অবরোধজাত জণ্ডিস রোগ নয়।

মাথা— অবসাদ এবং মাথার যন্ত্রণা বিশেষ করে কপালের উপর। লোক সংসর্গ পছন্দ করে না, উদাসীন, সহজেই কান্না করে। মূর্চ্ছাভাব, মাথাঘোরা, মানসিক জড়তা, প্রলাপ, তড়কা, আচ্ছন্নতা। মুখমণ্ডল অত্যন্ত কালো।

শ্বাস-প্রশ্বাস— নাক শুষ্ক এবং অবরুদ্ধ মনে হয়। হাঁচি, সর্দি, কণ্ঠনালীতে জ্বালা, বুকের উপর প্রচণ্ড চাপবোধ মনে হয় এখনি শ্বাসরোধ হবে। শুষ্ক, আক্ষেপজনক কাশি;কাশতে কাশতে দলার মত শ্লেষ্মা উঠে।

পাকাশয় অন্ত্র— তিক্ত আস্বাদ, অত্যন্ত পিপাসা, অম্ল উদগার, অসিপত্রবৎ অস্থির পশ্চাতে জ্বালা। বমি বমি ভাব এবং বমি। কোষ্টকাঠিণ্য, তারপর উদরাময় তৎসহ খিলধরার ন্যায় অবস্থা।

হৃদযন্ত্র—বুক ধড়ফড় করে, নাড়ী দ্রুত, পর্যায়শীল নাড়ী।

মূত্রযন্ত্র— ঘোরালমূত্র, মূত্রত্যাগে জ্বালা, হঠাৎ মূত্রবেগ, অসাড়ে মূত্রপাত। মূত্ররোধ।

চর্ম— হাতদুটি হলুদ হয়ে যায়, ত্বকের প্রদাহভাব, উচু উচু গুটিকাসহ আইপূতন, ফোস্কা, চুলকানি ও জ্বালা, ফোলা ফোলা ভাব। চর্মের নীচে ও নাসা পথে রক্ত স্রাবের প্রবণতা। জানু দ্বয়ের পশ্চাতে ক্লান্তিকর বেদনা।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি মদ্যপানে (দুই এক ঢোক হুইস্কিপানেই মাতাল হয়ে পড়ে, চা পানে। বিশিষ্ট প্রকার অপ্রবৃত্তি)।

সম্বন্ধ— তুলনীয় জিংক, ফসফরাস, সিনা, আর্স, প্লাম্বাম।

মাত্রা— ৩০শ শক্তি ব্যবহারে খুব ভালফল পাওয়া যায়।

ট্রিটিকাম এগ্রোপাইরণ রিপেনস্

COUCH GRASS কোচ গ্রাস

মূত্রথলির ভয়ংকর উপদাহ মূত্রকষ্ট, মূত্রথলির প্রদাহ এবং গনোরিয়া রোগে এই ঔষধটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নাক— সর্বদাই নাক ঝাড়ার প্রবণতা দেখা যায়।

মূত্রযন্ত্র— বার বার **কষ্টদায়ক** এবং জ্বালাযন্ত্রনাদায়ক মূত্রপাত (পপু)। পাথুরী সঞ্চয় সর্দি ও পুঁজময় স্রাব (প্যারিরা)। **মূত্র অবরোধ**, মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ, প্রষ্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি। পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহ। অসাড়ে মূত্র, **অবিরাম** মূত্রবেগ। **ঘন ঘন এবং** মূত্রাশয়ের ঝিল্লীতে উপদাহ সৃষ্টি করে।

সম্বন্ধ— তুলনীয় ট্র্যাডেস্ক্যাপটিয়া (কর্ণ ও বায়ুনালীর উর্ধাংশ হতে রক্তস্রাব, কষ্টকর মূত্রপাত, মূত্রনালীপথে স্রাব;অণ্ডকোষপ্রদাহ), চিমাফিলা, সিনিসিও, পপুলাস ট্রেম, বুচু, ইউভা। পলিট্রিকাম জুনিপেরিয়াম গ্রন্থি মস (বৃদ্ধব্যক্তিদের কষ্টকর মূত্রপাত, শোথ, মূত্র অবরোধ ও মূত্রলোপ)।

মাত্রা— মাদার টিংচার অথবা দু আঃ ঔষধ এক কোয়ার্ট জলে সিদ্ধ করে এক পাইন্ট থাকতে নামিয়ে উহার ক্বাথ। এই ক্বাথ ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৪ বার সেব্য।

ট্রম্বিডিয়াম TROMBIDIUM

RED ACARUS OF THE FLY. **মাছির দেহের লালবর্ণ কুচ্ছকীট**

রক্ত আমাশয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঔষধটির প্রয়োজন। **আহার ও জলপান করলে লক্ষণগুলোর বৃদ্ধি।**

উদর গহ্বর— মলত্যাগের পূর্বে ও পরে প্রবল বেদনা। কেবল আহারের পরেই মল ত্যাগ হয়। প্রাতকালে কুক্ষি দেশে কামড়ানি। লিভারে রক্তসঞ্চয় তৎসহ ঘুম থেকে উঠলেই পাতলা পায়খানার বেগ দেখা দেয়। কুন্থণ সহ বাদামী বর্ণ, পাতলা এবং রক্তাক্ত মল। মলত্যাগ কালে বামদিকে তীব্র বেদনা, নিচের দিক হতে উপর দিকে চিড়িকমারা বেদনা ছুটে যায়। মলদ্বারে জ্বালাপোড়া।

মাত্রা— ৬ষ্ঠ হতে ৩০শ শক্তি প্রযোজ্য।

টিউবারকুলিনাম TUBERCULINUM

A NUCLEO-PROTEIN, A NOSODE FROM TUBURCULAR ABSCESS

যক্ষ্মারোগীর ফুসফুসের স্ফোটকহতে সংগৃহীত বিষ দ্বারা এই নোসোড ঔষধ প্রস্তুত

এই ঔষধটি কিডনী রোগে উপযোগী কিন্তু ব্যবহারকালীণ সময় অতি সাবধাণতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ যে সকল ক্ষেত্রে চর্ম এবং অন্ত্রনালীর ক্রিয়া স্বাভাবিক নয় সেখানে উচ্চ শক্তির ঔষধে বিপদ ঘটতে পারে। পুরাতন মূত্রাশয় প্রদাহে খুব ভাল ও স্থায়ীভাবে কাজ করে (ডাঃ নেবেল মন্ট্রেক্স)।

যক্ষ্মারোগের প্রাথমিক লক্ষণে ইহা অমূল্য ঔষধ। ঔষধটি বিশেষভাবে ফ্যাকাশে চেহারা, সরু বুকযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে ভাল খাটে। উহাদের তন্তু শিথিল, ধীরে ধীরে ব্যতীত ভগ্ন স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না, আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তনেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। রোগী সর্বদাই ক্লান্ত, সামান্য নড়াচড়া করলে অধিক ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কাজ কম করতে চায় না, অবিরত পরিবর্তন চায়। **যখন লক্ষণগুলো অবিরত পরিবর্তিত হতে থাকে এবং সুনির্বাচিত ঔষধেও ফল হয় না, যখন সামান্য মাত্র ঠাণ্ডা লাগলেই সর্দি হয় তখন এই ঔষধ বিশেষ** উপযোগী। খুব তাড়াতাড়ি জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়ে। মৃগী রোগ, স্নায়বিক দুর্বলতা এবং স্নায়বিক প্রকৃতির শিশুদের পথে খুব উপযোগী। শিশুদের

উদরাময়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে, অত্যন্ত জীর্নশীর্ণ হয়ে পড়ে, মুখমন্ডল নীলবর্ণ হয়ে যায়, অবসন্নতার ভাব। মানসিক শক্তিতে খর্ব শিশু। টনসিল বিবর্দ্ধিত। চর্মরোগ তরুণ সন্ধি প্রদাহযুক্ত বাত। রোগী শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক হতে অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। সাধারণভাবে অবসন্নতা। স্নায়বিক দুর্বলতা, কম্পন, মৃগীরোগ, সন্ধি প্রদাহ।

মন— টিউবার কুলিনামের মানসিক লক্ষণগুলো: পরস্পর বিরুদ্ধ প্রকৃতির উন্মত্তভাব ও বিষাদ, নিদ্রাহীণতা ও প্রগাঢ় নিদ্রা। খিটখিটে মেজাজ। বিশেষ করে জাগরিত হলে অবসাদ গ্রস্ত বিষাদভাব। কুকুরের ভয়। জীবজন্তু সমূহে বিশেষ ভয়, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে, অভিসম্পাত করে এবং কথায় কথায় শপথ করে।

মাথা— মস্তিষ্কের গভীর স্থানে বেদনা এবং প্রচণ্ড স্নায়ুশূল। সব কিছুই অপরিচিত বোধ হয়। তীব্র বেদনা, যেন একটা লোহার পাত দিয়ে চারিদিকে বেঁধে রাখা হয়েছে। মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ। রোগের মারাত্মক অবস্থায় যখন ঘর্ম, মূত্রাধিক্য, উদরাময়, চর্ম-পুল্লিকা নামক উদ্ভেদ ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায় তখন টিউবার কিউলিনাম ব্যবহার করা উচিত কিন্তু একেবারে চরম অবস্থা উপস্থিত না হলে উহার পুনঃ প্রয়োগ করা উচিত নয়। রাত্রে অলীকবস্তুসমূহ দেখে এবং ভয় পেয়ে জেগে উঠে। চুলের গোড়া ফুলে রক্তস্রাব এবং জট পাকান (ভিংকা মাইনর), দলে দলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁড়া উঠে। উহা অত্যন্ত যাতনাকর এবং বার বার নাকের উপর প্রকাশ পায়। পুঁজ সবুজবর্ণ এবং দুর্গন্ধময়।

কান— অতি পুরাতন দুর্গন্ধযুক্ত কর্ণস্রাব। কর্ণপটাহ ছিদ্র হয়ে যায় এবং ঐ ছিদ্রের ধারগুলো অসমান।

পাকস্থলী— মাংস খেতে চায় না। পেট শূন্য শূন্যবোধ তৎসহ ক্ষুধার অনুভূতি (সালফার)। ঠাণ্ডা দুধ পানের ইচ্ছা।

উদর গহ্বর— অতি ভোরে, বিছানা থেকে উঠেই পাতলা পায়খানা (সালফার)। মল ঘোর পিংগলবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত এবং বেগে নির্গত হয়। মধ্যান্ত্রের ক্ষয়।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়—স্তনে মৃদু প্রকৃতির অর্বুদ। ঋতুস্রাব নিয়মিত সময়ের পূর্বে প্রচুর এবং দীর্ঘস্থায়ী। কষ্টকর রজ। ঋতুস্রাব আরম্ভ হলে বেদনাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাস—টনসিল বিবর্ধিত। ঘুমের সময় কষ্টকর শুষ্ক কাশি। অতি সহজে প্রচুর ও ঘন শ্লেষ্মা উঠে। বায়ুনালী হতে প্রচুর শ্লেষ্মা নিঃসরণ। শ্বাসক্রিয়া শক্তির দুর্বলতা। প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু থাকা সত্বেও শ্বাসরোধভাব। শীতল বায়ু সেবনের প্রবল ইচ্ছা। শিশুদের ব্রংকোনিওমোনিয়া। কষ্টকর খকখকে কাশি, প্রচুর ঘাম এবং শীর্ণ হয়ে পড়া। বুকের সর্বত্র ঘড় ঘড় শব্দ। ফুসফুসের মূলদেশে শ্লেষ্মা জন্মে (পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিত)।

পৃষ্ঠদেশ— ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে টান টান ভাব। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে অথবা পিঠের উপর শীত শীত বোধ।

চর্ম— পুরাতন একজিমা, অত্যন্ত চুলকানি, রাতে বৃদ্ধি। ক্ষয়রোগপ্রবণ শিশুদের মুখ ব্রণ, হাম। বিচর্চিকা জাতীয় চর্ম উদ্ভেদ থাইরয়েড।

নিদ্রা— ঘুমের পরিমান কম, খুব ভোরে জেগে উঠে। দিনের বেলায় অদম্য নিদ্রালুতা, সজীব ও যন্ত্রণাদায়ক স্বপ্ন দেখে।

জ্বর— স্বল্পবিরাম জ্বরের মারাত্মক অবস্থার অবসানের পরেও উত্তাপ। এই অবস্থায় দুঘন্টা পরপর এক এক মাত্রা দিবে। (ডাঃ ম্যাকফার্লন)। প্রচুর ঘাম; সর্বাংগীণ শীত শীত ভাব।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি সঞ্চালনে, সংগীতে, ঝড়ের পূর্বে দাড়িয়ে থাকলে আর্দ্র আবহাওয়ায়, বাতাসের ঝাপটায় অতি ভোরে এবং ঘুমের পরে। উপশম—খোলা বাতাসে :

সম্বন্ধ— তুলনীয়—কাচের লিম্প (মূত্রগ্রন্থির তরুণ ও পুরাতন প্রদাহ, যক্ষ্মাপ্রবণ ব্যক্তিদের নিউমোনিয়া, ব্রংকো নিউমোনিয়া ও ফুসফুসের রক্তাধিক্য জন্মায়। লবুলার নিউমোনিয়া—ব্রংকো নিউমোনিয়ায় ঔষধটি বিশেষ উপযোগী)। এভিয়ারি পক্ষীদের যক্ষ্মারোগজ ঔষধ (ফুসফুসের মূলদেশে কাজ করে। ইনফ্লুয়েঞ্জার পরবর্তী ব্রংকাইটিস রোগে খুব উপকারী বলে প্রমানিত। যক্ষ্মা রোগ সদৃশ লক্ষণ ; দুর্বলতা হ্রাস করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, দেহের যাবতীয় যন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করে। শিশুদের বায়ুনালী ও ফুসফুস সংক্রান্ত তরুন পীড়া, হাতের তলায় ও কানে চুলকানি, কাশি—প্রবল, প্রদাহযুক্ত, উত্তেজনা কারক, অবিরাম ও খুকখুকে। শারীরিক শক্তি ও ক্ষুধার লোপ), হাইড্রাসটিস (টিউবারকুলিনামের পর পরিপুষ্টি করার জন্য ব্যবহৃত হয়)। ফর্মিক এসিড (যক্ষ্মারোগ, পুরাতন মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ, মারাত্মক অর্বুদ। ফুসফুস সংক্রান্ত যক্ষ্মারোগ। কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় উপযোগী নয়। কিডনীর রোগ, স্তনের ও পাকস্থলীর কর্কটরোগ। ডাঃ ক্রুল ৩য় শক্তির ঔষধের তুল্য দ্রবণ ইনজেকশান কারন, ছয় মাসের মধ্যে এইরূপ দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করা উচিত নয়। তুলনীয় — ব্যাসিলিণাম, (সারিণ, ল্যাকে, কালাগুয়া (যক্ষ্মারোগে সর্বপ্রকার স্রাব ও নিঃশ্বাসে রসুনের গন্ধ), টিউক্রিয়াম ফোরাডোনিয়া। তুলনীয়—থুজা টিকা দেবার ফলে টিউবার কিউলিনের ক্রিয়ায় বাধা পড়লে থুজা প্রয়োগ করা উচিত। তারপর টিউবার কুলিনাম খুব ভাল কাজ করে —ডাঃ বার্নেট।

অনুপূরক— ক্যালকেরিয়া, চায়না, ব্রায়োনিয়া।

মাত্রা— শিশুদের রোগে প্রায় অন্যান্য পুরাতন রোগের ঔষধ অপেক্ষা টিউবারকুলিনাম ঘন ঘন প্রয়োগ করতে হয় (এইচ. ফার্গি উড)। ৩০শ ও অধিক উচ্চতর শক্তি ঘন ঘন প্রয়োগ করবে না। টিউবার কিউলিনাম ব্যর্থ হলে সিফিলিনাম প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ডাঃ নেবেল মন্ট্রিক্সের অভিমত— ফুসফুসের যক্ষ্মারোগে টিউবার কুলিনাম ব্যবহার কালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে। জ্বরশূন্য বিশুদ্ধ টিউবারকুলার আক্রমনে, শরীর হতে দূষিত পদার্থ নিঃসারক যন্ত্রগুলোর ক্রিয়া অক্ষত থাকলে সুন্দর ফল পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন না হলে 1000 তম শক্তির নীচে ব্যবহার করা উচিত নয়। যে সকল রোগীর বায়ুনালীতে স্ট্রেপটো-স্ট্যাফাইলো-নিউমোকক্কিন প্রভৃতি জীবানু থাকে কিন্তু কাশির শ্লেষ্মা ধোয়ার পরে বিশুদ্ধ T.B. জীবানু দেখতে পাওয়া যায়, সে সকল ক্ষেত্রেও পূর্বোক্তরূপে ব্যবস্থা চলবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে T.B. জীবানুর সংগে আরো অনেক প্রকার মারাত্মক জীবানু সংমিশ্রিত আছে—এইরূপ অবস্থায় ভিন্নরূপ চিকিৎসা প্রয়োজন। যদি হৃদযন্ত্র সুস্থ থাকে তা হলে অন্য কোন ঔষধের নির্দিষ্ট লক্ষণ না পেলে 1000 বা 2000 তম শক্তির একমাত্রা ঔষধ প্রয়োগ করবে। তারপর রোগীর জ্বর ও মলমূত্রত্যাগের দিকে লক্ষ্য রেখে, ঔষধের ক্রিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে—এই সময় ৮ দিন হতে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত হতে পারে। এইবার যে লক্ষণ সমষ্টি দেখা দিবে, তা হচ্ছে সম্ভবতঃ সিলিকা, লাইকোপডিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি কোন এ্যান্টিসোরিক

ঔষধ প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আবার অবস্থার অসংগত পরিবর্তন ঘটবে এবং তখন রোগীর থুথুর মধ্যে স্ট্রেপটো ষ্ট্যাফাইলো-নিউমোকক্কিন প্রভৃতি জীবানুর মধ্যে যেগুলি সমধিক বর্তমান থাকবে, তদনুরূপ সম লক্ষণ রোগ সংজনক (Isopathic) ঔষধ উচ্চ শক্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। এই জন্য থুথুর বিশেষরূপ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষন প্রয়োজন। এই ভাবে সম লক্ষণ জীবানুজ ঔষধ প্রয়োগে আবার রোগীর অবস্থার উন্নতি হবে। সুতরাং এইভাবে, একবার রোগের কারণ তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হয়ে জীবানুজ ঔষধ (অনেকগুলো জীবানুজ নাম লক্ষণ ঔষধ এখনো পরীক্ষিত হয় নাই। প্রয়োগ করা এবং আবার লক্ষণাবলীর সাহায্যে এ্যান্টিসোরিক ঔষধের ব্যবহার করে আমরা এইরোগকে প্রতিহত করতে পারব।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে; স্ট্রেপটো-ষ্ট্যাফাইলো, নিউমোকক্কিন প্রভৃতি জীবানু বর্তমান থাকলে ৫০০তম শক্তির নীচে টিউবারকুলিনাম ব্যবহার করা উচিত নয়। ৩০, ১০০,২০০তম শক্তির ঔষধের ভয়ংকর প্রতিক্রিয়ায় রোগীর জৈব উত্তাপ ১০৪° হতে ৯৬° তে নেমে আসে দেখে আমি মাত্র ২০০০ এম হতে ১০০০ তম শক্তির ঔষধ ব্যবহার করি। সুতরাং যারা ঔষধকে শক্তিশালী অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করতে চান, তাদের জন্যই এই উপদেশ দেয়া হলো। মনে রাখা উচিত যে, জীবানু ঔষধসমূহ ও টিউবার কুলিনামের ন্যায় বিশুদ্ধ জীবানুর আস্বাদ করে প্রস্তুত করা হয়।

এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করায়, মৃত্যুপথে দ্রুত ধাবমান বহু রোগীকে এক বা দুই বছরের মধ্যে সুস্থ ও সাধারণ জৈবতাপযুক্ত করে তোলা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের ফুসফুসের বহু টিসু বিনাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। যদি রোগী নিজে সতর্ক থাকে, তার হৃদযন্ত্র জীবানুজ ঔষধের ক্রিয়া দ্বারা পীড়িত না হয় এবং পাকস্থলীও যকৃত নিয়মিত কাজ করে, তা হলে এইরূপ শুভ ফল সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। তারপর জলবায়ুর ঘন ঘন পরিবর্তন রোধ করতে হবে। যক্ষ্মারোগীর দেহে ধাতব পদার্থসমূহ দ্রুত সমীকৃত হয়। এই জন্য রোগীর খাদ্য ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। খাদ্য যতদূর সম্ভব উদ্ভিদ জাতীয় হবে। তৎসহ মাঝে মাঝে লক্ষণ সাদৃশ্যে ক্যালকেরিয়া কার্ব 3x, 5x, ক্যালকেরিয়া ফস 2x, 6x, প্রভৃতি জান্তব লবন এবং ক্যাকটাস, চেলিডোনিয়াম, টেরাক্সাকাম, ন্যাষ্টুরটিয়াম, আর্টিকা ইউরেন্‌স, টুসিলাগো মর্ফিয়া, লাইচিমাচিয়া নিউমূলেরিয়া প্রভৃতি যান্ত্রিকরোগের ঔষধ সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে হবে।

কঠিন রোগীর পক্ষে প্রথম মাত্রা টিউবার কুলিনাম প্রয়োগ বিশেষ বিবেচনা করে ব্যবস্থা করতে হবে। হৃদপিণ্ডের অবস্থা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা না করে এই ঔষধ কখনোই ব্যবহার করা উচিত নয়। অস্ত্র চিকিৎসক (Surgeon) যেরূপ অনুভূতিনাশক ঔষধ ব্যবহারের পূর্বে হৃদযন্ত্রটি ভাল করে পরীক্ষা করে নেন, চিকিৎসককেও সেইরূপ ঐ ঔষধ প্রয়োগের পূর্বে হৃদযন্ত্রের অবস্থা জেনে নিতে হবে; বিশেষত রোগী যদি শিশু, বৃদ্ধ অথবা অকালবৃদ্ধ হয়। এই নিয়ম মেনে জেনে চিকিৎসককে কখনোই নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী হতে হবে না। টিউবার কুলিনাম প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত না হলে অন্য কোন এ্যান্টিসোরিক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

উপরোক্ত সতর্কবানী স্ক্রুফুলা দোষদুষ্ট (যক্ষ্মা প্রবল) রোগীর হাঁপানি, প্লুরিসি ও অন্ত্রবেষ্ট প্রদাহ রোগেও মেনে চলা উচিত।

টার্নেরা (TURNERA)

DAMIANA **ডেমিয়ানা**

রতি বিষয়ক দুর্বলতা এবং ধজ ভংগ রোগে ঔষধটি খুবই উপকারী। স্নায়বিক অবসাদ হতে বাতজ দুর্বলতা। বৃদ্ধ ব্যক্তিগনের অসাড়ে মূত্রত্যাগ। পুরাতন প্রষ্টেট রসক্ষরণ। কিডনী ও মূত্র থলি হতে সর্দিস্রাব। স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়ে বরফের মত শীতলতা। ইহা যুবতীগনের ঋতুস্রাব স্বাভাবিক করে দেয়।

মাত্রা— মাদার টিংচার এবং ক্বাথ— 10 হতে 40 ফোঁটা মাত্রায় প্রযোজ্য।

টুসিলাগো পিটাসিটেস (TUSSILAGO PETASITES)

BULLER BURR **বাটার বার**

মূত্রযন্ত্রের উপর এই ঔষধটির বিশেষ ক্রিয়া থাকায় গনোরিয়া রোগে খুব ভাল কাজ করে। পাকাশয়ের নিম্নমুখ সংক্রান্ত রোগ।

মূত্রযন্ত্র— মূত্রনালীতে সুড়সুড়ি ভাব।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়—গনোরিয়া হরিদ্রাভ ঘনস্রাব। মূত্রনালীতে সুড়সুড়ি সহ লিংগোত্থান। রেত রজ্জুতে বেদনা।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—টুসিলাগো ফ্রাগ্রানস্ (পোকাশয়ের নিম্নমুখে বেদনা এবং রক্তাধিক্য ও মাংসাধিক্য।) টুসিলাগো ফার্ফারা—(কাশি, ফুসফুসের যক্ষ্মারোগে মধ্যবর্তী ঔষধরূপে ব্যবহার্য— টিউবারকুলিনাম" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

মাত্রা— মাদার টিংচার।

ইউপাসটিয়েন্টি (IUPAS TIENTE)

UPAS TREE-STRYCHNOS TIENTE **ইউপাসবৃক্ষ-ষ্ট্রিকনোস টিয়েন্টি**

এই ঔষধটিতে আক্ষেপ; ধনুষ্টংকার এবং শ্বাসরোধ জন্মায়।

মাথা— মানসিক পরিশ্রমে অনিচ্ছুক। উত্তেজনা প্রবণ। মাথার গভীর দেশে অনুগ্র শিরপীড়া।

চোখ— চোখ এবং চোখের কোটরে বেদনা তৎসহ শুক্লমণ্ডল প্রদাহ। চোখকোটরাগত। অঞ্জনিকা।

মুখগহ্বর— ওষ্টের উপর দাঁদের মত পীড়কা। জিহ্বায় জ্বালাপোড়া। মুখের মধ্যে বেদনা যেন একটি গোঁজ পোরা রয়েছে (নাইট্রিক এসিড)।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— কামবাসনা বর্ধিত কিন্তু রতি শক্তির অভাব। অপ্রবল পিঠের বেদনা, অত্যন্ত স্ত্রীসংগমের পর যেরূপ হয়।

বুক— ডানফুসফুসের ভিতর দিয়ে লিভার পর্যন্ত ছুরিবিদ্ধের ন্যায় বেদনা। উহাতে শ্বাসক্রিয়ায় বাধা পড়ে। ভীষন বুক ধড়ফড়ানি, পাকস্থলীতে ভারবোধ।

চর্ম— হাত ও পা দুটি অবশ। নখের পার্শ্বের চর্ম প্রদাহিত, নখের গোড়া লাল ও চুলকানিযুক্ত।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ইউপাস এ্যান্টিয়েরিস—এ্যান্টিয়েরাস টক্সিকেরিয়া গাছের আঠাল রস পেশীমগুলের পক্ষে একটি মারাত্মক বিষ। ইহা গতি বিষয়ক পেশীসমূহের এবং হৃদপিণ্ডের স্বাভাবিক ক্রিয়া বিনষ্ট করে দেয় কিন্তু তড়কা জন্মে না। জাভা দ্বীপে ইহা ধনুকের বিষরূপে ব্যবহৃত হয় (ডাঃ মেরেল)। ইউপাসটিয়েন্টির সহিত পার্থক্য এই যে, ইহাতে পর্যায়শীল আক্ষেপ;প্রবল বমন, উদরাময় ও অত্যন্ত অবসন্নতা সৃষ্টি করে)। অক্সালিক এসিড। টাইফয়েড রোগে ব্রায়োনিয়া বিফল হলে ইউপাস প্রযোজ্য। দোষঘ্ন-কিউবেরি।

মাত্রা— ৩য় হতে ৬ষ্ঠ শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য।

ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম (URANIUM NITRICUM)

NITRTE OF URANIUM **নাইট্রেট অফ ইউরেনিয়াম**

মধুমেয় এবং মূত্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করে। ইহা দ্বারা কিডনী, বহুমূত্র, লিভারের বিকৃত কাজ, রক্তচাপবৃদ্ধি এবং শোথ সৃষ্টি হয়। ইহার সাময়িক লক্ষণ—**অত্যন্ত শীর্ণতা অবসাদ, উদরী এবং সর্বাংগীন** শোথ পিঠের বেদনা এবং বিলম্বিত ঋতুস্রাব। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহ এবং চর্মের শুষ্কতা।

মাত্রা— খিটখিটে বা ক্রুদ্ধ মেজাজ, অনুগ্র চাপবোধক বেদনা। নাসারন্ধ্রেটাটানি তৎসহ পুঁজময় হাজাকরস্রাব। মানসিক অবসাদ।

চোখ—চোখের পাতার প্রদাহ ও চোখের পাতা জুড়ে যায়। অঞ্জনিকা।

পাকস্থলী— অত্যাধিক পিপাসা, বমি বমি ভাব, **বমন, রাক্ষুসে ক্ষুধা,** আহারের পর পেট ফাঁপ। **পাকস্থলীর নিম্নমুখে ছিদ্রকর বৎ বেদনা। পাকাশয় ও মধ্যান্ত্রে ক্ষত।** জ্বালাকর বেদনা। **উদরগহ্বর স্ফীত।** বায়ু সঞ্চয়, কিন্তু লাইকোপডিয়াম হতে অল্প।

মূত্রযন্ত্র— **প্রচুর মূত্রপাত, মূত্রকষ্ট,** অসাড়ে মূত্রপাত, **বহুমূত্র, শীর্ণতা ও উদর স্ফীত।** মূত্রনালীতে জ্বালাপোড়া তৎসহ অম্লযুক্ত মূত্র। মূত্রবেগ ধারন করলে বেদনা। শয্যামূত্র (মূলেম অয়েল)।

পুং জনণ ইন্দ্রিয়— সম্পূর্ণ ধবজ ভংগ তৎসহ রাত্রে রেতঃ স্খলন বা বীর্যপাত। জনণ ইন্দ্রিয় শীতল, শিথিল এবং ঘর্মযুক্ত।

সম্বন্ধ— তুলনীয় সিজিয়াম, ফস এসিড, ল্যাকটিক এসিড, আর্জ নাই, ক্যালিবাই, আর্স, ফ্লোরিউজিন (আপেল ও অন্যান্য ফলের গাছের শিকড় হতে প্রস্তুত এক প্রকার ফলজ শর্করার সারাংশ। বহুমূত্র, যকৃতের মেদাপকর্ষ এবং সবিরাম জ্বর সৃষ্টি করে। দৈনিক মাত্র ১৫ গ্রেণ। ইহা মধুমেহ উৎপন্ন করে। রক্তের শর্করা ভাগ বৃদ্ধি করে না। ইহার দ্বারা কিডনীর রস স্রাবী অন্তত্বক সিরাম এলবুমেনকে শর্করায় পরিণত করে সুতরাং রক্তের শর্করা ভাগ বর্ধিত হয় না)।

মাত্রা— ২য় বিচূর্ণ প্রযোজ্য।

ইউরিয়া (UREA)

CARBAMIDE **কার্বমাইড**

যক্ষ্মারোগ, গুটিকা সৃষ্টি, বিবর্ধিত গ্রন্থি। সাধারণ ভাবে মগুতা লক্ষণ সহ মূত্রগ্রন্থির শোথ। গ্রন্থিজ বাত একজিমা। অণ্ডলালা মূত্র, বহুমূত্র, মূত্রবিকার। মূত্র পাতলা এবং অল্প, আক্ষেপিক গুরুত্বযুক্ত। শোথ চিকিৎসায় একটি মূত্রকারক ঔষধ। প্রতি 6 ঘন্টা অন্তর 10 গ্রেণ মাত্রায় সেব্য।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—ইউরিক এসিড (গ্রন্থিবাত; গ্রন্থিবাতজ একজিমা, বাতরোগ, মের্দার্বুদ,) ইউরিনাম (মুখ ব্রণ, ফোঁড়া, শীতাদ, শোথ), আর্টিকা, টিউবারকুলিন, থাইরয়েড।

আর্টিকা ইউরেনস্ (URTICA URENS)

STINGING NATTLE **ষ্টিংগিং নেটল**

প্রসবের পর স্তনদুধ লোপ এবং **পাথুরীর ঔষধ**। শ্লেষ্মিক ঝিল্লী হতে প্রচুর স্রাব। অসাড়ে মূত্র এবং শীতপিণ্ড। প্লীহারোগ। **কাঁকড়া খাওয়ার মন্দফল দূর করে**। প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময় রোগ লক্ষণগুলো ফিরে আসে। সন্ধিবাত এবং ইউরিক এসিড ও দুষ্ট ধাতু। ইহা শরীর হতে দূষিত পদার্থ নিঃসরণে সাহায্য করে। **শীত পিণ্ড পীড়কাসহ বাত রোগ, স্নায়ু প্রদাহ।**

মাথা— মাথা ঘোরা, শিঃপীড়া তৎসহ প্লীহাতে বেদনা।

উদর গহ্বর—উদরাময়, বৃহৎ অন্ত্রের পুরাতন পীড়া তৎসহ প্রচুর আম নিঃসরন।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— অণ্ডকোষ ত্বকে চুলকানি;উহার জন্য রোগী ঘুমাতে পারে না, অণ্ডকোষদ্বয় স্ফীতি।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— **স্তনে দুধ কমে যায়।** জরায়ু হতে রক্তস্রাব; অম্লধর্মী ও ক্ষতকারক প্রদর স্রাব। যোনিতে **অসহ্য চুলকানি হুলবিদ্ধবৎ বেদনা ও স্ফীতিভাব।** শিশু দুধ ছাড়ার পরেও স্তনে দুধ থাকলে তা কমিয়ে দেয়। স্তনদ্বয়ের স্বাভাবিক স্ফীতি।

অংগ প্রত্যংগ— **ত্রিকোন পেশীতে** সন্ধিবাতজ বেদনা, গোড়ালিতে বেদনা, হাতের কবজিতে বেদনা।

চর্ম—**চুলকানিযুক্ত উদ্ভেদ। শীত পিণ্ড,** জ্বালাকর উত্তাপ তৎসহ সুড়সুড়িবোধ ও প্রবল চুলকানি। আমবাত লুপ্ত হবার কুফল। বাত রোগ ও আমবাত পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। চর্মের উপরে পুড়ে যাওয়া। গুটি গুটি ফুলে উঠা সহ আমবাত (বোভিষ্টা) জ্বালাকর এবং হুলবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত অহিপুত্তন রোগ। আগুনে পোড়া ও পোড়া স্থানের ছাল উঠে যাওয়া। জলবসন্ত (ডালকা)। স্নায়ু সমূহের শোথ। ভগৌষ্ঠস্থানে দদ্রু, উহাতে উত্তাপবোধ ও চুলকানি। অণ্ডকোষে চুলকানি ও হুলবিদ্ধবৎ বেদনা।

জ্বর— শোবার সময় গায়ে উত্তাপবোধ তৎসহ উদরে টাটানি বোধ। সন্ধিবাতজ জ্বর। গ্রীষ্মকালীণ জ্বর।

হ্রাস-বৃদ্ধি— **বৃদ্ধি বরফের হাওয়ায়,** জলে এবং **শীতল আর্দ্র বাতাসে এবং স্পর্শে।**

সম্বন্ধ— তুলনীয় মেডুসা, নেট্রাম মিউর, ল্যাকক্যানি, রিসিনাস (স্তনদুগ্ধ হ্রাস রোগে)। বম্বিক্স, রাস, এপিস, ক্লোরাল, এ্যাষ্টাক, পালস (শীত পিণ্ড), কেলেটাস লুরিডাস, এ্যানাকার্ডি। অস্থি স্ফীতিযুক্ত আম বাত), লাইকো এবং হেডিওয়ামা (ইউরিক এসিড সংক্রান্ত উপদ্রব), ফর্মিকা।

মাত্রা— মাদার টিংচার ও নিম্নশক্তি প্রযোজ্য।

উস্নিয়া বার্বেটা (USNEA BARBATA)

TREE-MOSS ট্রি-মস;

রক্তাধিক্যজনিত শিরপীড়া এবং ইহা সর্দিগর্মীর মূল্যবান ঔষধ।

মাথা— ফেঁটে যাওয়ার ন্যায় বোধ— **যেন মাথার চাঁদি ফেটে উড়ে যাবে বা চোখদূটি কোটর হতে ফেটে বের হয়ে আসবে।** গ্রীবা পার্শ্বস্থ ধমনীদ্বয়ের দপদপানি বেদনা।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—গ্লোনোইন, বেলেডোনা।

মাত্রা— মাদার টিংচার, এক ফোঁটা মাত্রায় প্রযোজ্য।

অষ্টিলেগো মেডিস (USTILAGO MAYDIS)

CORN SMUT কর্ন স্মাট

জরায়ুর থলথলেভাব। রক্তস্রাব, শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্তাধিক্য; বিশেষত রমনীদের রজ নিবৃত্তিকালে দুগ্ধ পীড়কা (ভায়োপা ট্রিক)।

মাথা— অত্যন্ত অবসাদ। পূর্ণতাবোধ। ঋতুর গোলযোগ হতে স্নায়বিক শিরপীড়া। চক্ষুগোলকে বেদনা তৎসহ প্রচুর অশ্রুস্রাব।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়—হস্তমৈথুনের প্রবল ইচ্ছা। কাম বিষয়ক চিন্তা এবং কামোদ্দীপক স্বপ্নসহ শুক্রক্ষরণ। হস্তমৈথুনের প্রবল ইচ্ছাসহ বীর্যপাত। কটি দেশে অপ্রবল বেদনা তৎসহ অত্যন্ত নৈরাশ্য এবং মানসিক উত্তেজনা প্রবণতা।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— অনুকল্প রজস্রাব। ডিম্বাশয়ে জ্বালা, বেদনা ও স্ফীত। গর্ভপাতের প্রচুর রজস্রাব; সামান্য কারণে রক্তস্রাব, রক্ত লাল ও কতকটা চাপবাঁধা। রজনিবৃত্তিকালে অতি স্রাব; (ক্যাল্ককার্ব ল্যাকে)। কালরক্ত চুইয়ে বের হতে থাকে, ঐ রক্ত চাপ চাপ এবং দড়ার আকার ধারণ করে। জরায়ু বর্ধিত। **অতি সহজেই জরায়ু গ্রীবা হতে রক্তপাত হয়।** প্রসবের পরবর্তী রক্ত স্রাব। প্রচুর প্রসবান্তিক স্রাব।

জ্বর— প্রচুর ঘাম, নাড়ী প্রথমে দ্রুত এবং পরে দুর্বল। বুক ধড়ফড়ানি।

অংগ প্রত্যংগ— পেশী গত দুর্বলতা। **পিঠের উপর দিয়ে জল ফুটছে এরূপ অনুভূতি।** ক্ষনিক ধনুষ্টংকারের মত অংগ ভংগী। পেশীর সংকোচন বিশেযত নিম্নাংগের পেশী সমূহের।

চর্ম— চর্মের উপর টাক টাক দাগ পড়া। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁড়া সৃষ্টির প্রবণতা। চর্ম শুষ্ক। একজিমা, **তাম্রবর্ণ দাগ**; চুলকানি, সূর্যতাপে চর্মের বিবর্ণতা। **বিচর্চিকা (আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রয়োগ** প্রযোজ্য।)

সম্বন্ধ— তুলনীয় সিকেলি;স্যাবিনা, জিয়াইটালিকা (চর্মরোগ, বিশেষতঃ বিচর্চিকা ও একজিমা আরোগ্য করার শক্তি আছে। বার বার স্নান করার বাতিক;আত্মহত্যার প্রবৃত্তি বিশেষ করে জলে ডুবে মরার। হঠাৎ চলে যাওয়া, ক্ষুধা বৃদ্ধি, রাক্ষুসে ক্ষুধা, আবার তারপর আহারেও খাদ্যে অপ্রবৃত্তি। মুখ দিয়ে জল উঠা, বমি বমিভাব, মদ পান করলে উপশম)।

মাত্রা— মাদার টিংচার হতে ৩য় শক্তি প্রযোজ্য।

ইউভা উর্সি (UVA URSI)

BEAR BERRY **বিয়ার বেরি**

এই ঔষধটিতে মূত্রযুক্ত সংক্রান্ত লক্ষণগুলোই প্রধান। মূত্রাশয় প্রদাহ তৎসহ রক্তাক্ত মূত্র। জরায়ু হতে রক্তস্রাব। মূত্রাশয় সংক্রান্ত পুরাতন প্রদাহ তৎসহ বেদনা। কোঁথানি ভাব এবং সর্দির ন্যায় স্রাব। পিচ্ছিল মূত্রস্রাবের পর জ্বালা। মূত্রগ্রন্থির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ। পাথরী জন্মে স্ফীতি। শ্বাসকষ্ট, বমি, বমিভাব, নাড়ী ক্ষুদ্র ও অনিয়মিত। নীলরোগ। চুলকানিশুন্য শীত পিত্ত রোগ।

মূত্রযন্ত্র— বার বার মূত্রবেগ তৎসহ মূত্রাশয়ের প্রবল আক্ষেপ। জ্বালাকর ও ছিন্নকর বেদনা। মূত্রে রক্তপুঁজ ও অত্যন্ত দুচ্ছেদ্য। শ্লেষ্মা এবং বড় বড় চাপ চাপ পদার্থ থাকে। অসাড়ে সবুজ বর্ণের মূত্র নিঃসরণ। যন্ত্রনাদায়ক মূত্রকষ্ট।

সম্বন্ধ— তুলনীয় আর্বুটিন (ইউভা হতে প্রস্তুত স্বচ্ছ শর্করা জাতীয় পদার্থ,—ইহা ক্যালমিয়া, গলথেরিয়া এবং ইরিয়াসিয়া জাতীয় অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যেও পাওয়া যায় এবং তিন হতে আট গ্রেন মাত্রায় দিনে তিনবার চিনির সহিত প্রয়োগ করা হয়। ইহা মূত্র যন্ত্রের পচন নিবারক ও মূত্রকারক)। আর্কটস্ ফাইলস ম্যাজ্রেনিটা (কিডনী সংক্রান্ত এবং জনন ইন্দ্রিয়ের উপর কাজ করে। গনোরিয়া, মূত্রাশয়ের সর্দি, বহুমূত্র, অতিশয় ঋতুস্রাব। পত্রের অরিষ্ট ব্যবহার্য্য। ভ্যাক্সিনাম মার্টিলাস হাক্লবেরি (আমাশয়, টাইফয়েড ব্যবহার্য)। ভ্যাক্সিনাম মার্টিলাস হাক্লবেরি (আমাশয়, টাইফয়েড, অন্ত্রকে বিষাক্ত হতে দেয় না এবং শোষন ক্রিয়া ও পুনঃসংক্রামন প্রতিরোধ করে)।

মাত্রা— মাদার টিংচার হতে পাঁচ থেকে ত্রিশ ফোঁটা প্রযোজ্য। মূত্র গ্রন্থির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহে পত্র সমূহের বিচূর্ণ প্রয়োগ করা উচিত।

ভ্যাক্সিনিনাম (VACCININUM)

VACCININUM **গো বসন্তের বীজ হতে প্রস্তুত নোসোড জাতীয় ঔষধ**

জীবানুজ বিষ মানবদেহে এক প্রকার দীর্ঘস্থায়ী রোগজ অবস্থার সৃষ্টি করে। ডাঃ বার্নেট উহাকে ভ্যাক্সিনোসিস বলে আখ্যা দিয়েছেন। উহার লক্ষণ হ্যানিম্যান বর্নিত অজিরিকা (Sycosis) লক্ষণের অনুরূপ। স্নায়ুশূল, উৎকট চর্মপীড়কা;শীতার্ততা, অত্যন্ত পেট ফাঁপা সহ অজীর্ণতা (ক্লার্ক)। হুপিং কাশি।

মন— খিটখিটে;অধৈর্য বদমেজাজী, স্নায়বিক।

মাথা— সম্মুখ কপালের শিরপীড়া, **মনে হয় কপাল ও চক্ষুদ্বয় বিদীর্ণ** হচ্ছে। চোখের পাতা দুটি প্রদাহিত ও রক্তবর্ণ।

চর্ম— উত্তপ্ত ও শুষ্ক। **পুঁজবটী** ও ফোস্কা। বসন্তের ন্যায় পীড়কা।

সম্বন্ধ— তুলনীয়— গোবসন্ত বীজের দোষঘ্ন ঔষধ সমূহ, ভেরিওলিন, ম্যালানড্রিনাস, থুজা, মারাত্মক রোগের চিকিৎসায় থুজা একটি শক্তিশালী সহকারী ঔষধ।

ভেলেরিয়ানা (VALERIANA)

VALERIAN **ভেলেরিয়ান**

হিষ্টিরিয়া, অত্যানুভূতি, স্নায়বিক রোগ সমূহে সুনির্বাচিত ঔষধ হলে এই ঔষধটি উপযোগী। প্রধানত-হিষ্টিরিয়ার আক্ষেপ এবং অন্যান্য উপদ্রব। **হিষ্টিরিয়া সংশ্লিষ্ট উদর স্ফীতি।**

মন— পরিবর্তনশীল প্রকৃতি। দেহখানি হালকাবোধ হয়; যেন যে বায়ুতে ভাসছে। অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ (ষ্ট্যাফিস)। রাত্রে বিভীষিকা দেখে। ক্রোধপ্রবণ, কম্পনশীল।

মাথা— অত্যন্ত ঠাণ্ডাবোধ। কপালে চাপবোধ। মাতালের মত অনুভূতি।

কান— **বায়ু প্রবাহে এবং ঠাণ্ডায় কান কামড়াণ।** স্নায়ুজ কর্ণনাদ, বোধাধিক্য।

গলগহ্বর—মনে হয় যেন গলার ভিতর এক গাছি সূতা ঝুলছে। গলার ভিতরে বমি বমি ভাব। **গল**কোষ সংকুচিত বোধ হয়।

পাকস্থলী— বমি, বমি বমি ভাবের সংগে ক্ষুধা। দুর্গন্ধযুক্ত উদগার বুক জ্বালা তৎসহ উগ্রগন্ধযুক্ত জলীয় পদার্থ মুখে উঠে আসে। মূর্চ্ছাভাবের সংগে বমিভাব। **শিশু দুধপানের পর দধির মত বমি করে।**

উদর গহ্বর— উদর স্ফীত। হিষ্টিরিয়া রোগীর মত খিল ধরা। পাতলা জলের মত উদরাময়, **শিশু দলা দলা জমাট দুধ পায়খানা করে এবং ঐ সংগে ভীষন চিৎকার করতে থাকে।** সবুজাভ ফেনার মত রক্তাক্ত মল। আহারের পর ও রাত্রে শায়িত অবস্থায় অন্ত্রে খিলধরা।

শ্বাসপ্রশ্বাস— ঘুমের মধ্যে শ্বাসরোধভাব। আক্ষেপ জনক হাঁপানি। বক্ষ্য ব্যবধায়ক পেশীর আক্ষেপিক সঞ্চালন।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— ঋতুস্রাব নিয়মিত সময়ের পরে এবং সামান্য মাত্র। (পালস)।

অংগ-প্রতংগ— অংগ প্রত্যংগে বাত বেদনা। **অনবরত ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে ও‌ঠে।** ভারবোধ সায়েটিকা। **বেদনা দাড়ালে এবং মেঝের উপর বসলে বৃদ্ধি** বেল), চলতে থাকলে উপশম। **বসলে গোড়ালিতে ব্যথা।**

নিদ্রা— রাত্রিকালে চুলকানি এবং পেশীর আক্ষেপহেতু ঘুম হয় না। ঘুম থেকে জেগে উঠলে বৃদ্ধি।

জ্বর— দীর্ঘকাল স্থায়ী উত্তাপ তৎসহ প্রায়ই মুখমণ্ডলে ঘাম দেখা যায়। উত্তাপ অবস্থায় প্রবল। বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ।

সম্বন্ধ— তুলনীয়ঃ— এসাফিটিডা, ইগ্নে; ক্রোকাস, ক্যাষ্টার অয়েল। এমন ভেলেরিয়ানা (স্নায়ুশূল, পাকাশয়ের গোলযোগ এবং অত্যাধিক স্নায়বিক উত্তেজনা)। জ্বর লক্ষণে—হেলোডার্মা, ক্যাম্ফর, এবিস ক্যান)। অনিদ্রা, বিশেষত গর্ভাবস্থায় এবং রজ নিবৃত্তিকালে। দুর্বল; হিষ্টিরিয়াপ্রাপ্ত স্নায়বিক রোগী।

মাত্রা— মাদার টিংচার প্রযোজ্য।

ভ্যানাডিয়াম (VANADIUM)

THE METAL **এক প্রকার ধাতু**

ইহা অক্সিজেন সরবরাহক এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার উত্তেজক বলে ক্ষয়কর রোগে ব্যবহার্য। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমান বৃদ্ধি করে এবং বিষ সমূহের সহিত ইহার সংযোগ করে উহাদের প্রখরতা কমিয়ে দেয়। অধিকন্তু জীবানুনাশক কোষসমূহের বৃদ্ধি ও উত্তেজনা সাধন করে। যকৃত ও ধমনী সমূহের অপকর্ষতায় উপযোগী ঔষধ। ক্ষুধাহীণতা, পাকাশয় ও অন্ত্রের উপদাহ এবং মূত্রে অণ্ডলালা, তলানি এবং রক্ত বর্তমান থাকা। কম্পন; শিরঘুর্ণণ; হিষ্টিরিয়া, বিষাদ বায়ু, স্নায়ু প্রদাহ, দৃষ্টিহীণতা। রক্ত স্বল্পতা ও শীর্ণতা। শুষ্ক উত্তেজক কাশি, কখনো কখনো কখনো রক্তস্রাবযুক্ত। নাক, চোখ ও গল গহ্বরে উপদাহ। ক্ষয় রোগ, পুরাতন বাতরোগ এবং বহুমূত্র রোগ। **পরিপাক ক্রিয়ার উপর** এবং ক্ষয় রোগের সূচনায় **বলকারক ঔষধের** ন্যায় কাজ করে। ধমনীর স্থূলত্ব— মনে হয় যেন হৃদযন্ত্রটি কুঞ্চিত হচ্ছে অথবা এওটা ধমণীর মধ্যে রক্তের স্থান সংকুলান হচ্ছে না। বুক অঞ্চলের উপর মস্তিষ্কের কোমলতা প্রাপ্তি। মস্তক ও যকৃতের ধমনী সমূহে মেদ সঞ্চয়। তুলনীয়— আর্স, ফস, এমন ভ্যানাডিয়ান (যকৃতের মেদাপকর্ষ)।

মাত্রা—৬ষ্ট হতে ১২শ শক্তি। ভ্যানাডিয়েট অফ সোডা দুই মিলিগ্রাম মাত্রায় দৈনিক সেবন করতে দেয়াই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

ভ্যানিলা—প্ল্যাণিফোলিয়া (VANILLA-PLANIFOLIA)

VANILLA **ভ্যানিলা**

ঔষধটি চর্মের বিশেষ প্রকার উপদাহ, অনেকটা পয়জন শুষ্ক বিষাক্ততা সদৃশ। অনেক সময় এই উপদাহ ঐ ফল অর্থাৎ ভ্যানিলা ফল নিয়ে কাজ করার জন্য, অথবা ভ্যানিলা এসেস দিয়ে চুল ধোয়ার জন্য হয়ে থাকে। ভ্যানিলা মস্তিষ্ক ও কাম প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে। ভ্যানিলার রাসায়নিক তরল সার ব্যবহার করা উচিত নয়। ভ্যানিলা নিয়ে যারা কাজ করে, তাদের নানা প্রকার স্নায়ুমণ্ডল ও রক্ত সঞ্চালন সংক্রান্ত রোগ লক্ষণ সৃষ্টি হয়। ইহা রজ নিঃসারক এবং কামোদ্দীপক ঔষধ।

মাত্রা— ভ্যানিলা ৬ষ্ট হতে ৩০শ শক্তির ঔষধে চর্মরোগের উপকার হয়।

ভেরিওলিনাম (VARIOLINUM)

VARIOLINUM — গুটিবসন্তের গুটিকার পুঁজ হতে প্রস্তুত ঔষধ

ঔষধটি আভ্যন্তরিক টিকা রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা গুটিবসন্ত রোগের আক্রমনরোধ করে এবং ঐ রোগের আরোগ্য ক্রিয়ায় সাহায্য করে।

মাথা— বসন্তরোগ হবার ভয়। বধিরতা। মাথার পিছনে বেদনা। চোখের পাতার উপদাহ।

শ্বাস-প্রশ্বাস— কষ্টকর শ্বাসক্রিয়া। গলনালী আবদ্ধ হয়। কাশির সহিত ঘন, চটচটে রক্তাক্ত শ্লেষ্মা উঠে। গলগহ্বরের ডানপাশে দলার মত কি যেন রয়েছে এমন অনুভূতি।

অংগ প্রত্যংগ— পিঠে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক বেদনা। পা দুটি যেন কামড়ায়। অস্থিরতা সহ সর্বাংগে ক্লান্তিবোধ। হাতের কবজিতে বেদনা। বেদনা পিঠ হতে তলপেট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

জ্বর— প্রবল উত্তাপ, উত্তাপ সারা দেহে বিকীর্ন হয়। প্রচুর দুর্গন্ধ সহ ঘাম।

চর্ম— উষ্ণ শুষ্ক। পুঁজময় পীড়কা, গোলাকার দাঁদ

সম্বন্ধ— তুলনীয় ভ্যাক্সিনিনাম (সমগুন), ম্যালানড্রিনাম— ঘোড়ার বসন্ত রোগের বীর্জ। (বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টিকা দেবার কুফল দূর করে, টিকা দেবার পরবর্তী পুরাতন একজিমা। মাত্রা— ৬ষ্ট হতে ৩০শ শক্তি প্রযোজ্য।

ভিরেট্রাম এল্বাম (VERATRUM ALBUM)

WHITE HELLEBARE — হোয়াইট হেলিবোর

পতন অবস্থার পূর্ণ প্রকাশ—অত্যন্ত শীতলতা, নীল হয়ে যাওয়া এবং দুর্বলতা—এই ঔষধটির লক্ষণ। অপারেশনের পরবর্তী মানসিক সংঘাত হেতু কপালে শীতল ঘর্ম, মুখমন্ডলের বিবর্ণতা এবং দ্রুত অথচ ক্ষীণ নাড়ী। কপালে শীতল ঘর্মের লক্ষনটি সর্বপ্রকার রোগেই দেখা যাবে। ভেদবর্মন এবং হাত পায়ে খিলধরা। প্রবল বমন উদ্রেক এবং বমন ভিরেট্রামের চরিত্রগত লক্ষণ। দেহে যে কোন অপারেশনের জন্য মানসিক সংঘাত। শরীরের যাবতীয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর অত্যধিক শুষ্কতা। বিষ্টা ভক্ষনের প্রবৃত্তি। প্রবল উন্মত্ততা, আবার কখনো কখনো নিস্তব্ধতা এবং কথা না বলা।

মন— বিষন্ন ভাব তৎসহ গভীর নিদ্রা এবং মনের উন্মাদনা। বোকার মত বসে থাকা কিছুই লক্ষ্য করে না।বিষন্নভাবে উদাসীন হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে দুর্দান্ত হয়ে উঠে, চিৎকার করে, অভিসম্পাত দেয়। সূতিকা ক্ষেত্রে উন্মাদনা বা উন্মত্ততা। বাড়ী হতে লক্ষ্যহীণ ভাবে বের হয়ে ঘুরে বেড়ায়। শিঘ্রই কোন বিপদ আসবে এমন আশংকা করে। জিনিসপত্র কেটে ফেলার ও ছিঁড়ে ফেলার প্রবৃত্তিসহ উন্মাদ (ট্যারেন্টুলা)। বেদনার আক্রমনকালে উন্মাদের মত প্রলাপ বকতে থাকে। রাত্রিকালে চিৎকার করে এবং অভিসম্পাত দেয়।

মাথা— মুখ কুচকে যায়। কপালে শীতল ঘর্ম। মনে হয় যেন, মস্তক শীর্ষে এক চাপ বরফ চাপান আছে। মাথায় যন্ত্রণা তৎসহ বমি ও বমি ভাব। উদরাময় ও মুখের বিবর্ণতা। ঘাড় এত দুর্বল যে মাথা তুলতে পারে না।

চোখ— চোখ দুটি কালো গোলাকার রেখায় পরিবেষ্টিত। এক দৃষ্টে উপর দিকে চেয়ে থাকা; চোখে দীপ্তি নেই। লালবর্ণ, চোখ হতে জল পড়ে। চোখের পাতা দুটি শুষ্ক ও ভারী।

মুখমণ্ডল— মুখশ্রী মলিন ও কোটরাগত। নাকের ডগা ও মুখমন্ডল বরফের ন্যায় শীতল। নাক অত্যন্ত সূচ্যগ্র হয়ে যায়। গণ্ডদেশ, সংখাস্থি ও চোখে ছিন্নকর বেদনা।। মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে, নীলবর্ণ, শীতল ও অবসন্ন।

মুখগহ্বর— জিহ্বা বিবর্ণ, শীতল, পিপার মেন্ট লাগানোর ন্যায় ঠান্ডা বোধ করে। জিহ্বার মধ্যভাগ শুষ্ক, জলপানে উপশম হয় না। লবনাক্ত লালা স্রাব। দন্তশূল, দাঁতগুলো ভারীবোধ হয়, যেন সীসা দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে।

পাকস্থলী— **রাক্ষুসে ক্ষুধা**। শীতল জলের পিপাসা কিন্তু গলধকরন মাত্রই বমি হয়ে যায়। গরম খাদ্যে অপ্রবৃত্তি। হিক্কা, প্রবলবমন ও গা বমি বমি, জল পান করলে বা সামান্য নড়াচড়া করলে বৃদ্ধি। ফল, রসাল ও শীতল জিনিষ, বরফ, লবন প্রভৃতি খাওয়ার স্পৃহা। পাকস্থলী গহ্বরে যাতনা। বমনের পর অত্যন্ত দুর্বলতা। **পুরাতন খাদ্য বমন রোগ সহ পাকাশয়ের** উত্তেজনা।

উদর গহ্বর— খালি খালি ও নিমগ্নতাবোধ। পাকস্থলী ও তলপেটে ঠাণ্ডায় অনুভূতি। মলত্যাগের পূর্বে উদর গহ্বরে বেদনা, খিল ধরা, তলপেট ও পা দুটি শক্ত হয়ে যায়। মনে হয় যেন অন্ত্র বের হয়ে যাবে (নাক্স)। উদরে চাপ সহ্য হয় না, তীব্র শূলবেদনা সহ স্ফীতি।

সরলান্ত্র— সরলান্ত্রের নিষ্ক্রিয়তা হেতু কোষ্ঠকাঠিণ্য তৎসহ উত্তাপ ও মাথার যন্ত্রণা। শিশুদের কোষ্ঠকাঠিণ্য; অত্যন্ত ঠাণ্ডার জন্য কোষ্ঠকাঠিণ্য। **মলবৃহৎ, কুন্থন, দিতে দিতে রোগী অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং শীতল ঘাম দেখা দেয়।**

উদরাময়—অত্যন্ত বেদনাদায়ক, জলবৎ, প্রচুর মল, বেগে নির্গত হয় এবং অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে। উদরাময়িক কলেরা ও ভয়ংকর কলেরা যখন পায়খানা ও বমি একই সংগে দেখা দেয়।

শ্বাস-প্রশ্বাস— মোটা, ক্ষীণ স্বর। বুকে ঘড় ঘড় শব্দ। বায়ুনালীতে প্রচুর শ্লেষ্মা সঞ্চয়, কেশে কেশে তুলে ফেলতে পারে না। কর্কশ ঘড় ঘড় শব্দ। বৃদ্ধাদিগের পুরাতন ব্রংকাইটিস (হিপোজানিন)। পাকাশয় হতে উত্থিত উচ্চ শব্দে ঘেউ ঘেউ করা কাশি তৎপর বায়ু উদগার, গরম ঘরে বৃদ্ধি। শূন্য গর্ভকাশি তৎসহ গলনালীর নিম্নদিকে সুড়সুড়ি, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ। কিছু পান করলে বিশেষত ঠাণ্ডা জল পান করলে কাশির উদ্রেক হয়। কাশতে কাশতে দুই এক ফোঁটা মূত্র বের হয়ে পড়ে। শীতল বাতাস হতে গরম ঘরে প্রবেশ করলে কাশির আবেগ দেখা দেয় (ব্রায়ো)।

হৎযন্ত্র— উৎকণ্ঠাসহ বুক ধড়ফড়ানি, বাহির হতে স্পন্দনের শব্দ শোনা যায়। নাড়ী অনিয়মিত এবং ক্ষীণ। তামাক চিবানো অভ্যাস হতে হৃদযন্ত্রের রোগ। যকৃত রোগগ্রস্ত দুর্বল ব্যক্তিদের বিরামশীল হৃদক্রিয়া। ইহা হোমিওপ্যাথি মতে একটি উৎকৃষ্ট হৃদপিণ্ড উত্তেজক ঔষধ (ডাঃ জে.এস. মিচেল)।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— নিয়মিত সময়ের বহু পূর্বে ঋতু **প্রকাশ**; স্রাব প্রচুর এবং অবসাদকর। **কষ্ট রজ তৎসহ সর্বাংগীন শীতলতা।** বাহ্য ও ঠাণ্ডা ঘাম। সামান্য পরিশ্রমেই রোগিনীর **মূর্চ্ছার মত হয়।** ঋতু প্রকাশের পূর্বে কামোন্মাদ।

অংগ-প্রত্যংগ— সন্ধিসমূহে বেদনা ও কোমলতা। সায়েটিকা, বিদ্যুৎ বৎ বেদনা, পায়ের ডিমে খিলধরা। বাহুর অস্থিতে স্নায়ুশূল, বাহুদ্বয় স্ফীত, শীতল ও অবশ বোধ হয়।

চর্ম— নীল, ঠাণ্ডা, আঠা, আঠা, স্থিতি স্থাপকতা গুনশূন্য চর্ম, মৃতের ন্যায় শীতল, শীতল ঘর্ম। হাত ও পায়ের চর্ম কুকড়ে যায়।

জ্বর— **অত্যন্ত শীতলতাসহ** কম্পন ও পিপাসা।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি—রাত্রে, ভিজা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়। উপশম—চলাফেরায় এবং উত্তাপে।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—ভিরেট্রোম—স্যাবাডিলা বীজের সারাংশ (বিদ্যুৎ বৎ বেদনা, পেশীসমূহে তড়িৎ আঘাতের ন্যায়, থর থর করে কম্পন)। কোলোস টেরেপিনা (পায়ের ডিমে খিল ধরা), ক্যাম্ফর, কুপ্রাম, আর্স, **কুপ্রাম আর্স** (পর্যায়শীল ঠাণ্ডা, আঠাল ঘর্ম), নার্সিসাস পোয়েটিকাস (পাকাশয় অন্ত্রপ্রদাহ তৎসহ উদরে কামড়ানি ও কর্তণবৎ বেদনা। মূর্চ্ছাভাব; কম্পন, হাত পায়ের শীতলতা, মূত্র ও অসম নাড়ী, ট্রাইকোসেনথিস্ (উদরাময়, যকৃতে বেদনা, প্রত্যেকবার মলত্যাগের পর ঘুম ঘুম ভাব), এগারিক এমেষ্টিক (মাথা ঘোরা, বরফের ন্যায় শীতল জল পানের ইচ্ছা, **পাকাশয়ে** জ্বালাকর বেদনা,) এগারিক ফেল্লোই ডিস (কলেরা, পাকস্থলীতে খিলধরা, হাত পায়ের শীতলতা, মূত্ররোধ), ভিরেট্রিন (রক্তবহানাড়ী সমূহের প্রসারণ বৃদ্ধি; ইহা বর্ধিত অবস্থা শিথিল করে এবং চর্ম, মূত্রগ্রন্থি এবং যকৃত দ্বারা বিষাক্ত পদার্থসমূহ বের করে দেয়)।

মাত্রা— ১ম হতে ৩০শ শক্তি প্রযোজ্য। উদরামযে ৬ষ্ট শক্তির নিচে ব্যবহার করা উচিত নয়।

ভিরেট্রোম ভিরিডি (VERATRUM VIRIDE)

WHITE AMERICAN HELLEBORE আমেরিকার সাদা হেলিবোর

এই ঔষধটি থেকে থেকে হৃদপিণ্ডের তন্তুসমূহের কম্পন এবং হৃদযন্ত্রের সংকোচক ও প্রসারক ক্রিয়ার অবনতি ঘটায়। রক্তসঞ্চয়—বিশেষতঃ ফুসফুস ও মস্তিষ্কের মূলদেশে তৎসহ বমি বমি ভাব ও বমন। **ঝাঁকিমারা** ও তড়কা। রক্ত প্রধান ধাতু ব্যাক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অত্যন্ত অবসন্নতা, হৃদপিণ্ডের বাত। **স্ফীত ও কালোবর্ণের আভাযুক্ত মুখমণ্ডল।** প্রচণ্ড প্রলাপ, সর্দি গর্মীর **মন্দ ফল। অন্নবহা নালীর প্রদাহ** (ফ্যারিংটন)। জিরেট্রোম ভিরিডি নিউমোনিয়া জীবানুর বিরুদ্ধে **রক্তাম্বুর** জীবাণু সংরোধকমান শতকরা ৭০ হতে ১০৯ ভাগ বর্ধিত করে। নিউমোনিয়ায় ফুসফুসের যকৃৎ ভাব প্রাপ্তির প্রাথমিক অবস্থায় রক্ত **সঞ্চয়। পরিবর্তনশীল** দৈহিক উত্তাপ। ভিরেট্রোম ভিরিডি **তন্তু** সমূহের উপর যেরূপ ক্রিয়া করে **তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে** টাইগেল বর্ণিত অংগ প্রত্যংগের **সংকোচন; কম্পন** জাতীয় রোগ, কম্পন রোগ এবং পৈশিক বিবৃদ্ধিযুক্ত পক্ষাঘাতের রোগের অনুরূপ (ডাঃ এ,ই, হিন্সডেল, এম, ডি)।

মন— **কলহপ্রিয়** ও প্রলাপী।

মাথা— প্রবল রক্ত সঞ্চয়, প্রায় মৃগী রোগীর অনুরূপ, মাথা গরম, চোখ রক্তিম, মুখমণ্ডল স্ফীত ও কালোবর্ণযুক্ত। আকুঞ্চিত পাণ্ডুর মুখমণ্ডল। মাথা পশ্চাৎ দিকে আকৃষ্ট, চোখের মনিদুটি প্রসারিত; দ্বিত্ব দৃষ্টি। মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ। ঘাড়ে বেদনা, সেজন্য মাথা তুলতে পারে না। সর্দি গর্মী, মাথা ভার ও পূর্ণতাবোধ। ধমনীগুলো দপ দপ করে (বেল, গ্লোন, উস্নিয়া)। মুখমণ্ডল রক্তিম আভাযুক্ত। মুখমণ্ডলের পেশীর আক্ষেপিক স্পন্দন (এগারিকাস)। মাথাঘোরে তৎসহ বমি, বমিভাব।

জিহ্বা— সাদা অথবা হলুদবর্ণ। মাঝ বরাবর একটি লালবর্ণের রেখা বর্তমান থাকে। পুড়ে যাবার ন্যায়বোধ হয়, লালাস্রাব বর্ধিত হয়।

পাকস্থলী— পিপাসার্ত, বমি, বমি ভাব। সামান্য খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করলে সংগে সংগে উহা বমি হয়ে যায়। আড়ষ্ট বৎ বেদনা, গরম পানীয়ে বৃদ্ধি। হিক্কা অত্যাধিক ও কষ্টকর হিক্কা তৎসহ অন্ননালীর আক্ষেপ। পাকস্থলী ও অন্ননালীতে জ্বালাপোড়াভাব।

উদরগহ্বর—কোমরের উপরাংশে বেদনা তৎসহ টাটানি ব্যথা।

শ্বাস-প্রশ্বাস— ফুসফুসের রক্তসঞ্চয়। কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস। মনে হয় বুকের উপর একটা ভারী বোঝা চাপান আছে। নিউমোনিয়া তৎসহ পাকস্থলীতে শূন্যবোধ ও প্রবল রক্তসঞ্চয়। ঘুংড়ি কাশি। ঋতুস্রাব সংশ্লিষ্ট শূলবেদনা। ঋতুস্রাব আরম্ভ হবার পূর্বে এই শূলবেদনা আরম্ভ হয় তৎসহ কষ্টকর মূত্রস্রাব।

মূত্র— ধূম্রবর্ণ তলানি সহ সামান্য পরিমাণ মূত্র।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— জরায়ুমুখের কঠিণতা (বেগ, জেলস)। সূতিকা জ্বর। ঋতুলোপের সংগে মাথায় রক্তসঞ্চয় (বেল)। ঋতুস্রাবের পূর্বে ঋতুশূল তৎসহ মূত্রকষ্ট।

হৃদযন্ত্র— নাড়ী ক্ষীণ কোমল, দুর্বল, অনিয়মিত, পর্যায়শীল। নাড়ী দ্রুত;নিম্নচাপ টেবেকাম, ডিজি)। হৃদযন্ত্রে অনবরত অপ্রবল জ্বালাকর বেদনা। হৃদকপটিকার রোগ। সর্বাংগের ভিতর দিয়ে বিশেষ করে ডান উরুর নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়।

অংগ প্রত্যংগ—ঘাড়ে ও স্কন্ধে কামড়ানি ব্যথা। সন্ধিসমূহে ও পেশীতে ভয়ংকর বেদনা। অংগ প্রতংগে প্রচণ্ড বিদ্যুৎ আঘাতের ন্যায় বেদনা। আক্ষেপিক স্পন্দন। তরুন বাতরোগ, জ্বর।

চর্ম—ইরিসিপিলাস তৎসহ মস্তিষ্ক আক্রান্ত লক্ষণ উপদ্রব। অহিপূতন। দেহের স্থানে স্থানে চুলকানি। উষ্ণ ঘর্ম নিঃসরণ।

জ্বর— সন্ধ্যাকালে অতি উচ্চতাপ এবং প্রাতকালে সাধারণ অপেক্ষা কম উত্তাপ। দৈহিক তাপের অত্যন্ত পরিবর্তন সহ পুঁজ জ্বর।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—জেলস, ব্যাপ্টি, বেল, একোন, ফেরাম ফস। দোষঘ্ন— ষ্টিকনিনের ক্বাথ ২০ হতে ৪০ ফোঁটা মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত।

মাত্রা— ১ম হতে ৬ষ্ট শক্তি পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

ভার্বাস্কাম (VERBASCUM)

MULLEIN মূলেন

ঔষধটি মস্তিষ্কের পঞ্চম স্নায়ুযুগ্মের নিম্ন হনুদেশস্থ শাখার-উপরে বিশেষ কাজ করে। কান শ্বাসযন্ত্র এবং মূত্রাশয়ের উপর ক্রিয়াপ্রকাশ করে। **সর্দি ও ঠাণ্ডা লাগা, তৎসহ থেকে থেকে মুখমণ্ডলীয় স্নায়ুশূল**। স্নায়ুসমূহ, বায়ু নালী এবং মূত্রযন্ত্রের উপদাহ দূর করে। কাশির বেগ প্রশমিত করে।

মুখমণ্ডল— স্নায়ুশূলে গণ্ডাস্থির বিবর্ধন, শংখাস্থি ও হনুঅস্থির সংযোগ এবং কান আক্রান্ত হয় (মিলিয়েন্‌থিস), বিশেষ করে বামপার্শ্বে তৎসহ চোখের অশ্রুস্রাব এবং **আক্রান্ত অংশগুলোতে সাঁড়াশি দিয়ে নিষ্পেষিত করার ন্যায় বেদনা**। কথা বললে, হাঁচি দিলে এবং বায়ুতাপের পরিবর্তনে বেদনার বৃদ্ধি। দাঁতে দাঁতে চাপদিলে বেদনার বৃদ্ধি। বেদনা থেকে থেকে আসে, সামান্য নড়াচড়ায় বেড়ে উঠে। প্রতিদিন একই সময় প্রাতকালে ও সন্ধ্যাকালে দেখা দেয়।

কান— কর্ণশূল তৎসহ কানের মধ্যে অবরোধ বোধ। বধিরতা, কর্ণকুহরে শুষ্ক আইশের মত অবস্থা (বাহ্যিক প্রয়োগ)।

উদরগহ্বর— বেদনা উদর গহ্বর হতে নিচের দিকে নেমে মলদ্বার পেশীর সংকোচন ঘটায়।

সরলান্ত্র— দিনে অনেকবার বাহ্য হয় তৎসহ নাভি দেশে মোচড়ানো ব্যথা। অর্শ তৎসহ অবরুদ্ধ। কঠিন মল। অর্শ বলি প্রদাহযুক্ত ও বেদনাযুক্ত।

শ্বাস-প্রশ্বাস—**স্বর ভংগ**, কণ্ঠস্বর গভীর, কর্কশ এবং ঢাকের শব্দের মত। রক্তে ব্যাসোফিলের আধিক্য। কাশি, রাত্রে বৃদ্ধি। হাঁপানি, গলকোষে টাটানি ঘুমের মধ্যে বৃদ্ধি।

মূত্রযন্ত্র— অবিরত, ফোঁটা ফোঁটা মূত্রপাত। অসাড়ে মূত্রপাত। জ্বালাকর মূত্র। মূত্রাধারে চাপ দিলে মূত্রস্রাব বৃদ্ধি পায়।

অংগ প্রত্যংগ—পায়ের তলে; ডানপায়ে এবং হাঁটুতে খিল ধরার ন্যায় বেদনা। নিম্নশাখায় ভারবোধ। বৃদ্ধাংগুলি অসাড় বোধ হয়। বামগোড়ালিতে স্নায়ুশূল। নিম্নাংগের সন্ধি সমূহে বেদনা ও আড়ষ্ট ভাব।

হ্রাস-বৃদ্ধি—বৃদ্ধি-বায়ুতাপের পরিবর্তনে, কথা বলায়, হাঁচি-দিলে জোরে কামড়ালে (নিম্নমাড়ির পেশী)। প্রাতকালে ৯টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

সম্বন্ধ — তুলনীয়—রাস—এরোমেটা, কষ্টিকাম, প্লাটিনা, স্কিংগুরাস (গেণ্ডাস্থির প্রবর্ধনে বেদনা)।

মাত্রা—মূলেন অয়েল বাহ্যিকভাবে;কান কামড়ানি ও কর্ণকুহরে শুষ্ক আইশবৎ অবস্থার জন্য। এছাড়াও রাত্রিতে শয়নকালে কষ্টকর কাশির জন্য, আভ্যন্তরিণভাবে মাদার টিংচার অথবা নিম্নশক্তি প্রযোজ্য। বিছানায় প্রস্রাবের জন্য রাত্রে ও প্রাতকালে পাঁচফোঁটা মাত্রায় সেব্য।

ভার্বিনা (VERBENA)

BLUE VERVAIN **ব্লু ভারভেন**

চর্ম ও স্নায়ুমন্ডলকে আক্রমণ করে। স্নায়বিক অবসাদ, দুর্বলতা, উপদাহ এবং আক্ষেপ। রক্ত আশোধন ক্রিয়ার উন্নতি করে থেৎলান স্থানের বেদনা প্রশমিত করে। ফোস্কাকারে বিসর্প রোগ। অপ্রবল রক্তসঞ্চয় ও সবিরাম জ্বর। পয়জন ওক বিযাক্ত তার একটি ঔষধ। **মৃগী রোগ,** অনিদ্রা, মানসিক অবসন্নতা। মৃগীরোগে ইহা **রোগীর মানসিক শক্তিকে সতেজ করে তোলে** এবং কোষ্ঠকাঠিণ্য দূর করে।

মাত্রা— মাদার টিংচার একমাত্রা প্রযোজ্য। মৃগী রোগে দীর্ঘকাল ধরে ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। ক্ষয় রোগের বিষ শরীর হতে বিতাড়িত করে দেবার জন্য প্যারিসের ডাক্তার ভেনিয়ার ইহা দ্বারা প্রস্তুত চা মূত্রকারক পানীয়রূপে ব্যবহার করতেন।

ভেস্পা ক্রেব্রো (VESPA CRABRO)

LIVER WASP **লিভার ওয়াস্প**

এই ঔষধটির চর্ম ও স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়ের লক্ষণগুলো অতি সুস্পষ্ট। স্ফীতিবোধ। চর্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীসমূহের আকুঞ্চণ প্রসারণগুনের খর্বতা। মাথাঘোরা, চিৎ হয়ে শুলে উপশম। মূর্চ্ছাভাব। অসাড়তা এবং দৃষ্টি হীণতা। বমি, বমি ভাব তারপর পা দুটি হতে উপর দিকে শির শির করা শীত। অন্ত্রে খিল ধরার ন্যায় বেদনা। বগলের গ্রন্থিগুলো স্ফীত এবং উর্ধবাহুতে টাটানি ব্যথা। শরীরের যে অংশ চেপে শুলে সেখানে ঘাম ও চুলকানি দেখা যায়।

মুখমণ্ডল—কষ্ট ও যন্ত্রণাভোগের ভাব মুখমণ্ডলে প্রকাশিত। স্ফীতচোখের পাতায়— বিসর্পের ন্যায় উদ্ভেদ ও স্ফীতিভাব। **চোখের শুক্ল মণ্ডলের অর্জুন রোগ** (Chemosis of Conjunctive) । মুখগহ্বর ও গলদেশ স্ফীত ও জ্বালাকর।

মূত্রযন্ত্র— মূত্রত্যাগকালে জ্বালা এবং চুলকানি।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— ঋতুস্রাব দেখা দেবার পূর্বে অবসাদ, বেদনা, চাপবোধ এবং (কোষ্ঠকাঠিণ্য)। বাম ডিম্বাশয় বিশেষভাবে আক্রান্ত হয় তৎসহ পুন পুন জ্বালাকর প্রস্রাব। কটিদেশে বেদনা, পিঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। জরায়ুমুখের বহিঃদেশের ছাল উঠে যায়।

চর্ম— অহিপূতন (Erythima) , তীব্র চুলকানি ও জ্বালা। ফোড়া, উহাতে হুলবিদ্ধবৎ বেদনা এবং টাটানি। ভিনিগার দিয়ে ধৌত করলে উপশম হয়। চাকা চাকা দাগ, চর্মকলংক। স্ফীত স্থানে জ্বালা, হুলবিদ্ধবৎ বেদনা এবং টাটানি। বিস্তৃতস্থানে অহিপূতন, ভিনিগার দিয়ে ধুলে উপশম হয়।

সম্বন্ধ— তুলনীয় — স্কর্পিও (লালাস্রাব; তির্যক দৃষ্টি এবং ধনুষ্টংকার)। এপিস। দোষঘ্ন— সেম্পারভাইভাম টেক্টর বাহ্যিক প্রয়োগ প্রযোজ্য।

মাত্রা— ৩য় হতে ৩০শ শক্তি প্রযোজ্য।

ভাইবার্নাম অপূলাস (VIBURNUM OPULUS)

HIGH CRANBERRY **হাই ক্রানবেরি**

খিল ধরার ঔষধ। বস্তি প্রদেশের (Pelvic Organs) যন্ত্রসমূহে শূলবৎ বেদনা। আভ্যন্তরীণ জননযন্ত্রগুলো সম্বন্ধে অতিচেতনা। স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত লক্ষনগুলোই প্রধান। অনেক ক্ষেত্রে গর্ভস্রাব নিবারণ করে। মিথ্যা প্রসব বেদনা। ডিম্বাশয় ও জরায়ু সংক্রান্ত আক্ষেপিক ও রক্তাধিক্য লক্ষণ।

মাথা— উত্তেজনা প্রবণতা, মাথাঘোরা, মনে হয় যেন সম্মুখদিকে পড়ে যাবে। শংখ প্রদেশে ভীষণ যাতনা। চক্ষুগোলককে টাটানি।

পাকস্থলী— অবিরত বমি ও বমিভাব। আহারে উপশম। ক্ষুধহীণতা।

উদরগহ্বর—হঠাৎ খিলধরে এবং শূলবৎ বেদনা দেখা দেয়। নাভিদেশে চাপ অসহ্য।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— নিয়মিত সময়ের অনেক পরে রজস্রাব এবং উহা মাত্র কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হয়। স্রাব দুর্গন্ধিযুক্ত তৎসহ খিলধরা ব্যথা। ঐ বেদনা উরু দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় (বেল)। ঋতু স্রাবের পূর্বে প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা। ডিম্বাশয় প্রদেশে ভারবোধ এবং রক্তসঞ্চয়। ত্রিকাস্থি প্রদেশে (Sacrum and Pubis) এবং যোনি পিঠে কামড়ানো ব্যথা তৎসহ উরুর পশ্চাৎ দিকস্থ মাংস পেশীতে বেদনা (জ্যানথ্রাক্স)। আক্ষেপজনক এবং পর্দাযুক্ত কষ্টকর রজ স্রাব। (বোরাক্স) ক্ষতকর প্রদর স্রাব। জনণ ইন্দ্রিয়ে খোঁচামারা বেদনা ও চুলকানি। উঠে বসতে গেলে ইচ্ছাভাব। বার বার গর্ভ স্রাব। পিঠ হতে কুচকী এবং গর্ভাশয় পর্যন্ত বিস্তৃত বেদনা। প্রাতকালে বৃদ্ধি।

মূত্রযন্ত্র— পুনঃ পুনঃ মূত্রবেগ। প্রচুর ফ্যাকাশে হালকা বর্ণের মূত্রপাত। কাশলে অথবা চলার সময় ফোঁটা ফোঁটা মূত্র স্রাব, উহা রোধ করতে পারে না।

সরলান্ত্র— মল বৃহৎ এবং শক্ত তৎসহ সরলান্ত্রে কর্তনবৎ বেদনা এবং মলদ্বারে বেদনা।

অংগ-প্রত্যংগ— ঘাড়ে আড়ষ্টতা এবং ব্যথা। মনে হয় যেন পিঠের চাল ভেঙে পড়বে। পিঠের নিম্নাংশে বেদনা। নিম্নাংগ দুর্বল ও ভারীবোধ।

হ্রাস-বৃদ্ধি—বৃদ্ধি বেদনাযুক্ত পার্শ্বে শয়ন করলে, উষ্ণ ঘরে, সন্ধ্যা এবং রাত্রে। **উপশম**— খোলাবাতাসে এবং বিশ্রামে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়—ভাইবার্নাম প্রুণি ফোলিয়াম ব্ল্যাক ২ (Black Haw) (গর্ভস্রাবের অভ্যাসগত অবস্থা, ভ্যাদল ব্যথা, জিহ্বার ক্যানসার রোগ, অদম্য হিক্কা। ইহাকে একটি জরায়ু সংক্রান্ত বলকারক ঔষধ বলে মনে হয়। প্রতিকালীণ বমন, বন্ধ্যা রমনীদের ঋতুর গোলযোগ তৎসহ জরায়ুর স্থানচ্যুতি। সিমিসি, কলোফাই, সিপিয়া, জ্যানথ্রাক্স।

মাত্রা— মাদার টিংচার ও নিম্নশক্তি প্রযোজ্য।

ভিংকা মাইনর (VINCA MINOR)

LESSER PERIWINKLE **লেচার পেরিউইংকেল**

চর্মরোগ, একজিমা, বিশেষ করে চুলে জট বাঁধে, অধিকন্তু রক্ত স্রাব এবং ডিথেরিয়ার ঔষধ।

মাথা— মাথার চাঁদিতে ছিন্নকর বেদনা, কানে ঠুং ঠাং ও বাঁশির মত শব্দ। ভয়ানক মাথা ঘোরা তৎসহ চোখের সম্মুখে আলোর ঝলকানি দেখে। **মস্তক ত্বকের আক্রান্ত অংশ হতে রস ক্ষরণ এবং উহাতে চুল জন পাকায়। মাথার চাঁদিতে চুলকানি;** অদম্য চুলকানি, বার বার চুলকাতে ভালবাসে। টাক পড়ে।

নাক— অতি সহজেই নাকের অগ্রভাগ লাল হয়ে উঠে;নাসারন্ধ্রের সংযোজক অস্থিতে আর্দ্র উদ্ভেদ। এক নাসারন্ধ্র অবরুদ্ধ। **নাসিকায় ক্ষত।** উপর ওষ্ঠ ও নাসিকামূল ক্ষত হয়ে রস ঝরে।

গলগহ্বর— কোন কিছু গিলতে কষ্ট হয়। বার বার গলা খেঁকরী দেয়। ডিপথেরিয়া।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— অত্যন্ত ঋতুস্রাব তৎসহ অতি দুর্বলতা। **জরায়ু হতে অপ্রবল রক্তস্রাব।** (আষ্টি, ট্রিলিয়াম, সিকেল) অতি রজ, অবারিত রক্তস্রাব, বিশেষ করে রজ নিবৃত্তিকালে। জরায়ুর সৌত্রিক অর্বুদ হতে রক্ত স্রাব।

চর্ম— ক্ষতকর চুলকানি। **চর্মে অত্যন্ত স্পর্শ কাতরতা।** সামান্য ঘর্ষনে চর্ম লালবর্ণ ও ব্যথাযুক্ত হয়ে উঠে। মস্তক ও মুখে একজিমা, পুঁজ বটী, চুলকানি, জ্বালা ও দুর্গন্ধযুক্ত। চুলগুলো জট পাকানো।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—ওলিয়েণ্ডার, ষ্ট্যাফিস।

মাত্র— ১ম হতে ৩য় শক্তি ব্যবহার করা উচিত।

ভায়োলা ওডোরেটা (VIOLA ODORATA)

VIOLET **ভায়োলেট**

ঔষধটি বিশেষ ক্রিয়া কানের উপর। কালোচুল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রোগে ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। চোখ কোটরাগত এবং ভ্রু দেশে ক্রিয়া করে। ডান পাশে শুলে দেহের উপর অংশে বাত বেদনা। **শিশুদের ক্রিমি রোগ (টিউক্রি)।** জরায়ুর সৌত্রিক অর্বুদের বেদনায় বাহ্যিক প্রয়োগ করবে। সর্প দংশন ও মৌমাছির হুল ফোটানোতে বাহিক প্রয়োগ করা চলে। টানপড়া ব্যথা মুখমণ্ডলের ওর্ধাংশে ও কাণে প্রসারিত হয়।

মাথা— কপালে জ্বালাপোড়া, মাথাঘোরা, মাথার অভ্যন্তরস্থ সবকিছু যেন চক্রাকারে ঘুরছে বোধ হয়। মাথার ভার বোধ তৎসহ ঘাড়ের পেশীতে দুর্বলতা অনুভব। **মস্তক ত্বকে টান টান ভাব, ভ্রু কুচকোতে বাধ্য হয়।** ভ্রুর ঠিক উপরেই বেদনা করে। সংখাস্থি ও চোখের নিচে বেদনা। **কপালের উপর দিয়ে শিরপীড়া।** কপালের অস্থির উপর ক্রিয়া করে। যক্ষ্মারোগের গ্রস্ত ব্যক্তিদের হিষ্টিরিয়া সদৃশ আক্ষেপ।

চোখ— চোখের পাতায় ভারবোধ। চোখের গোলক সংকুচিত বোধ হয়। চোখের সম্মুখে অগ্নিশিখা দেখে। অদূর দৃষ্টি, কৃষ্ণপটল প্রদাহ। দৃষ্টিবিভ্রম। আগুনের বর্ণ, আঁকাবাঁকা গোলাকার বস্তু দেখে

কান— কানে চিড়িকমারা ব্যথা। সংগীত পছন্দ করে না। গানে গর্জনবৎ শব্দ এবং সুড়সুড়ি। কানের নিচে খোঁচান ব্যথা। বধিরতা, **কানপাকা**। কানের রোগের সহিত চক্ষুগোলকে বেদনা।

শ্বাসপ্রশ্বাস— নাসিকামূলে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা। শুষ্ক ক্ষনস্থায়ী আক্ষেপিক কাশি এবং শ্বাসকষ্ট, দিবাভাগে বৃদ্ধি। বক্ষে চাপবোধ। স্বরভংগসহ ঘুংড়ি কাশি। **গর্ভকালে শ্বাসকষ্ট**। কষ্টকৃত শ্বাসক্রিয়া, উদ্বেগ ও বুক ধড়ফড়ানি তৎসহ হিষ্টিরিয়া।

অংগ-প্রত্যংগ— স্কন্ধপেশীতে বাত বেদনা। হাতপায়ের কম্পন। **হাতের কবজি ও করতলাস্থির সন্ধিসমূহে চাপবৎ বেদনা** (আলথাস)।

মূত্রযন্ত্র—**দুধের মত মূত্র**, উগ্র গন্ধ, স্নায়বিক শিশুদের বিছানায় মূত্রত্যাগ।

হ্রাস-বৃদ্ধি— ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি।

সম্বন্ধ— তুলনীয় আলমাস পোয়ে পিপীলিকা চলার ন্যায় অনুভূতি, অসাড়তা, জানু ও পদদ্বয়ে সুড়সুড়িযুক্ত বেদনা। কবজির উপর বাতবেদনা। পায়ের ডিমের পেশীর শেষ প্রান্তে অসাড়তা, শিহরণ এবং বেদনা, চিনোপডিয়াম (কর্ন লক্ষণ, কর্ণকুহরে রক্তাম্ব অথবা রক্ত সঞ্চয়, মধ্যকর্ণের পুরাতন প্রদাহ, ক্রমশ মানুষের স্বর কম শোনে কিন্তু গাড়ী চলার শব্দ ও অন্যান্য শব্দ কানে বাজে। কানে ভন্ ভন্ শব্দ। অস্থির সঞ্চারক শক্তির অভাব বা ন্যূনতা, রোগী কান সম্বন্ধে সদা সচেতন, সাধারণ শব্দ হতে তীব্র ও তীক্ষ্ম শব্দ ভাল শোনে)। অরাম, পালস, সিপিয়া, ইগ্নে;সিনা, কলোফাই (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির বাত রোগ)।

মাত্রা— ১ম হতে ৬ষ্ঠ শক্তি প্রযোজ্য।

ভায়োলা ট্রাইকলার (VIOLA TRICOLOR)

CANSY **প্যানর্সি**

শিশুদের একজিমা এবং জীবন্ত স্বপ্নদর্শনসহ রাত্রিকালে স্বপ্নদোষ রোগে এই ঔষধটির প্রধান ব্যবহার।

মাথা— ভারবোধ এবং সম্মুখদিকে চাপজনিত বেদনা। মস্তক ত্বকে একজিমা তৎসহ গ্রন্থি স্ফীতি। আহারের পর মুখমণ্ডল উষ্ণ ও ঘর্মযুক্ত।

গলগহ্বর— **প্রচুর শ্লেষ্মা, হক, হক করে কাশতে বাধ্য হয়, খোলা বাতাসে বৃদ্ধি**। কোন কিছু গিলতে কষ্ট।

মূত্রযন্ত্র— প্রচুর, বিশ্রী, বিড়ালের মূত্রের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— লিংগাগ্রের চর্ম স্ফীত, লিংগমনিতে জ্বালা, চুলকানি, মলত্যাগকালে অসাড়ে শুক্রপাত হয়।

চর্ম— চর্মদল, অসহ্য চুলকানি। মুখমণ্ডল ও মস্তকে উদ্ভেদ, উহাতে জ্বালা, চুলকানি, রাত্রিকালে বৃদ্ধি, পুরু মামড়ী পড়ে, উহা ফেটে হলদে বর্ণের চটচটে পুঁজ বের হয়। মুখে চর্মদল সদৃশ একজিমা। অজ্ঞিরকা (Sycosis)

হ্রাস-বৃদ্ধি—বৃদ্ধি—শীতকালে বেলা ১১ টায়। তুলনীয়—লাইকো।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—রাস, ক্যালকে, সিপিয়া।

মাত্রা— নিম্নশক্তি প্রযোজ্য।

ভাইপেরা (VIPERA)

GERMAN VIPER **জার্মানীর সর্প বিশেষ**

ভাইপার সর্পের দংশনে সাময়িকভাবে স্নায়ুমণ্ডলের প্রতিক্ষিপ্তক্রিয়ার বৃদ্ধি হয়। শৈরিক রক্তসঞ্চয়জনিত আংশিক পক্ষাঘাত দেখা দেয় এবং পায়ের দিকে অর্ধাংগাক্ষেপ দেখা দিয়ে উহা ক্রমশ উপর দিকে বিস্তৃত হতে থাকে। ধোপানিদের উর্ধগামী তরুণ পক্ষাঘাত সদৃশ অবস্থা (ডাঃ ওয়েলস)। মূত্রগ্রন্থির উপর বিশেষ ক্রিয়া, রক্তমূত্র উৎপন্ন করে। হৃদপিণ্ডের শোথ। শিরাসমূহ প্রদাহিত হয়ে ফুলে উঠে; **ফেটে যাওয়ার ন্যায়বোধ হয়। যকৃতের বৃদ্ধি।** রজ লোপ কালীণ উপসর্গ। গলকোষের স্ফীতি। ব্যাপক স্নায়ুপ্রদাহ, মেরুমজ্জার প্রদাহ।

মুখমণ্ডল— অত্যন্ত স্ফীত। ওষ্ঠদ্বয় এবং জিহ্বা স্ফীত; কালশিরা বৎ এবং বহিঃ প্রসারিত। জিহ্বা শুষ্ক, পিংগলবর্ণ এবং কালোবর্ণ। কথা বলতে কষ্ট হয়।

যকৃত— বৃদ্ধি প্রাপ্ত যকৃতে প্রচণ্ড বেদনা তৎসহ জণ্ডিস রোগ এবং জ্বর। বেদনা নিতম্বদেশ ও স্কন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

অংগ প্রত্যংগ—রোগী অংগ প্রত্যংগগুলো উচু করে রাখতে হয় বা রাখতে বাধ্য হয়। **ঝুলিয়ে রাখলে মনে হয় যেন, ঐ গুলো ফেটে যাবে, বেদনা অসহ্য বোধ হয়** (ডায়েড)। **শিরায় রক্ত সঞ্চয়** এবং তরুন প্রদাহ। শিরাগুলো স্ফীত, স্পর্শকাতর ও ফেটে যাবার ন্যায় বেদনাযুক্ত। নিম্নাংগে খিল ধরা।

চর্ম— কালো শিরাবৎ, চর্ম হতে বড় বড় চাংড়ার মত ছাল উঠে। লসিকা গণ্ডজ অর্বুদ, ফোঁড়া কার্বাংকল; **উহাতে বিকীর্ণকর বেদনা**, আক্রান্ত অংগটি উচু করে রাখলে উপশম।

সম্বন্ধ— পিলিয়াস বেরাস—এডার সর্প (এডার) অবসন্নতা এবং মূর্চ্ছাভাব। নাড়ী মাঝে মাঝে থেমে যায়, চর্ম হরিদ্রাবর্ণ এবং নাভিস্থানে বেদনা। বাহু, জিহ্বা, ডানচোখে স্ফীতিভাব, মাথাঘোরা, মূর্চ্ছাভাব; বমি ও বমিভাব; বুকে চাপবোধ, ভালভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারে না, দীর্ঘশ্বাস নিতে পারে না, অংগ প্রতংগে আড়ষ্টভাব এবং বেদনা, সন্ধিসমূহের কঠিণতা, শ্বাসরুদ্ধভাব, অতিশয় পিপাসা), এলসিরাম (হৃদপিণ্ড ও মূত্রগ্রন্থি সংক্রান্ত পীড়া, হৃদপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণজনিত ক্ষয়পূরণ হয় না, এই জন্য পিণ্ডের সংকোচন গতির স্তব্ধতার সম্ভাবনা।

মাত্রা— ১২শ শক্তি।

ভিস্কাম এল্বাম (VISCUM ALBUM)

MISTLETOE **মিষ্টলেটো**

ইহা নিম্নরক্তচাপের ঔষধ। রক্তবহানালী সমূহ প্রসারিত কিন্তু মেরু মজ্জার কেন্দ্র সমূহে ক্রিয়া করে না। ফুসফুস পাকাশয়িক স্নায়ুকেন্দ্রে উপদাহ জন্মে নাড়ীর গতিমন্থর হয়ে পড়ে। বাতরোগ ও গ্রন্থিবাত সংক্রান্ত উপদ্রব বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। স্নায়ুশূল বিশেষ করে সায়েটিকা। মৃগী, তাণ্ডব রোগ এবং অতি রজস্রাব। **বাতরোগ হতে বধিরতা। হাঁপানি।** জরায়ু রোগ হেতু মেরুদণ্ডে বেদনা। বাতরোগে। **ছিঁড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা।** অত্যন্ত আঠাল অণ্ডলালামূত্র। জনণ যন্ত্রের দোষসহ হৃদকপাটিকার রোগ। নিম্নাস্ত্র হতে উর্ধগামী সর সর অনুভূতি এবং সামান্য বা মৃদু অপস্মার সদৃশ লক্ষণ।

মাথা— মনে হয় যেন, সমগ্র খুলিটিকে উপর দিকে ঠেলে তুলছে। চোখের চারিদিকে নীলবর্ণ গোলাকার দাগ। দ্বিত্ব দৃষ্টি। কানে ভন্ভন্ শব্দ এবং অবরোধ অনুভূতি। ঠাণ্ডা লেগে বধিরতার ভাব। মুখমণ্ডলের পেশীসমূহের অবিরাম কম্পণ, অদম্য মাথা ধরা।

শ্বাসপ্রশ্বাস— শ্বাসকষ্ট, বাম পার্শ্বে শুলে শ্বাসরোধ ভারের সৃষ্টি। আক্ষেপজনক কাশি। হাঁপাণি, উহার সহিত বাত বা গেঁটেবাতের সংযোগ থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস করার সময় শব্দ হয়।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— রক্তস্রাব, তৎসহ বেদনা, রক্ত কতকাংশে চাপ বাঁধা এবং উজ্বল লালবর্ণ। রজ নিবৃত্তিকালীণ উপসর্গ (ল্যাকে সালফ), কটিদেশ হতে বস্তি গহ্বর পর্যন্ত। বেদনা তৎসহ উপর হতে নীচের দিকে ছিঁড়ে ফেলার মত চিড়িকমারা বেদনা। জরায়ুতে ফুল আটকান (সিকেল)। পুরাতন জরায়ুর অন্তঃ বেষ্টক প্রদাহ। অতি স্রাব। ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল বিশেষত বাম ডিম্বাশয়ে।

হৃদযন্ত্র— হৃদকপাটিকার আকুঞ্চন ক্রিয়ার ন্যূনতাসহ হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি। নাড়ী ক্ষুদ্র ও দুর্বল,রোগী হেলান দিয়ে বসতে পারে না। সংগমকালে বুক ধড়ফড় করে। নিম্নরক্তচাপ। সংকোচন প্রসারণ ক্রিয়াজনিত ক্ষয়ের পূরণ হয় না। শ্বাসকষ্ট;বাম দিকে চেপে শুলে বৃদ্ধি। হৃদপিণ্ডের উপর ভারবোধ এবং চাপবোধ মনে হয় কেহ যেন উহাকে নিষ্পেষন করছে। হৃদপিণ্ডের চারিদিকে সুড়সুড়ি বোধ।

অংগ-প্রত্যংগ— একবার জানু ও পদ গুলফ্ সন্ধিতে বেদনা, তারপর স্কন্ধ ও কনুইয়ে বেদনা পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়। **সায়েটিকা উভয় উরুদেশ এবং ঔধাংগে ছিড়ে ফেলার মত চিড়িকমারা বেদনা।** পদ তল হতে মস্তক পর্যন্ত উত্তাপের ঝলকা উঠে; রোগীর মনে হয় যেন, সে আগুনের মধ্যে আছে। সময় সময় ত্রিকাস্থি হতে বস্তি গহ্বর পর্যন্ত বেদনা দেখা দেয়, ঐ বেদনা বিছানায় শুলে বাড়ে তৎসহ উরু দেশে এবং উর্ধাংগে বেদনা। সর্বাংগীণ কম্পন, যেন যাবতীয় পেশীসমূহ সংকুচিত হচ্ছে। হাত পায়ের শোথ। মনে হয় হাত পায়ের পিছন দিয়ে মাকড়সা ছুটে চলছে। সর্বাংগে চুলকাণি। পা দুটিতে চাপ দেয়ার মত বেদনা।

হ্রাস্-বৃদ্ধি—বৃদ্ধি—শীতকালে,ঠাণ্ডায়;ঝড়ো আবহাওয়ায়, বিছানায় শুলে, নড়াচড়ায়, বামপার্শ্বে চেপে শুলে।

সম্বন্ধ— তুলনীয় সিকেলি; কন্ভেল, ব্রায়ো, পালস, রডোডেন্ড্রেন, গইপসিন— ভিস্কাম এল্বামের সারাংশ (ভিস্কামের প্রসারণ ক্রিয়া এই ঔষধে আরো বেশী দেখা যায়), হেডেরা হেলিক্স আইভি—(মাথার খুলির অভ্যন্তরে চাপবোধ)।

মাত্রা— মাদার টিংচার ও নিম্নশক্তি প্রযোজ্য।

ওয়েথিয়া (WYETHIA)

POISON WEED **পয়জন উইড**

গলগহ্বরের উপর বিশেষ ক্রিয়া, **গলকোষ প্রদাহের উৎকৃষ্ট ঔষধ** বিশেষ করে উহা যদি গর্ভাণু সংক্রান্ত হয়। গায়ক এবং বক্তাদিগের গলগহ্বরে উপাদাহ, অর্শরোগেও ইহার উপযোগিতা আছে। হেভি জ্বর লক্ষণ জ্বরের অনুরূপ অবস্থা, **নাসারন্ধ্রের পশ্চাৎ ভাগে চুলকানি।**

মাথা—স্নায়বিক, অস্বস্তি, অবসন্নতা, মাথাঘোরা। মাথার রক্তের উচ্ছ্বাস। কপালে তীব্র বেদনা।

মুখগহ্বর— পুড়ে যাওয়ার ন্যায় অনুভূতি, গলনালীর নীচে পর্যন্ত উত্তাপবোধ। তালুর উপরে চুলকানি।

গলগহ্বর— অবিরত গলা ঝাড়ে ও খেকারি দেয়। নাসিকার পশ্চাৎ রন্ধ্রের শুষ্কতা, গলা বাড়লেও উপশম হয় না। **গল গহ্বর স্ফীতবোধ হয়।** উপ জিহ্বা শুষ্ক ও জ্বালাকর। গিলতে কষ্ট হয়। অনুক্ষণ লালা গিলবার প্রবৃত্তি। আলজিহ্বা বড় মনে হয়।

পাকস্থলী— চাপবোধ। বায়ু উদগার ও হিক্কা পর্যায়ক্রমে আসে। বমি ও বমি ভাব।

উদর গহ্বর— ডানদিকে পঞ্জরাস্থির নীচে বেদনা।

মল— রাত্রিকালে কালো বর্ণের পাতলা বাহ্য। মলদ্বারে চুলকানি। কোষ্ঠকাঠিণ্য তৎসহ অর্শবলি কিন্তু রক্ত স্রাব হয় না।

শ্বাস-প্রশ্বাস— উপ জিহ্বা সুড় সুড় করে **শুষ্ক খকখকে কাশি।** বায়ু নালীসমূহে জ্বালাপোড়া ভাব। কথা বললে বা গান করলে স্বর ভংগ হয়। গলগহ্বর শুষ্ক ও উত্তপ্ত। শুষ্ক হাঁপানি।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— বাম ডিম্বাশয়ে বেদনা, উহা হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। জরায়ুতে বেদনা, বেদনাযুক্ত স্থান হাত দিয়ে দেখতে পারে।

অংগ প্রত্যংগ— পিঠে বেদনা, ঐ বেদনা মেরুদণ্ডের শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; ডান বাহুতে বেদনা। হাত ও হাতের কবজিতে আরষ্টতা। সর্বাংগে কামড়ানি ব্যথা।

জ্বর— বেলা ১১টায় শীতবোধ। শীতের সময় বরফ জল পান করতে চায়। উত্তাপের সময় তৃষ্ণা থাকে না। রাত্রিকালে প্রচুর ঘাম। ঘামের সময় প্রচণ্ড মাথা ব্যথা।

সম্বন্ধ— তুলনীয়— এরাম, স্যাংগুই, ল্যাকে।

মাত্রা— ১ম হতে ৬ষ্ঠ শক্তি প্রযোজ্য।

জ্যান্থোক্সিলাম (XANTHOXYLUM)

PRICKLY ASH **প্রিক্লি এ্যাস**

ঔষধটির বিশেষক্রিয়া স্নায়মণ্ডল এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর। পক্ষাঘাত, বিশেষত **অর্ধাংগ ক্ষেপ**। যাতনাকর রক্তস্রাব;প্রসবান্তিক বেদনা, **স্নায়ুশূল সহ রজকষ্ট** এবং বাতজ বেদনায় ঔষধটি ব্যবহৃত হয় বিশেষ করে কৃপন স্বভাব, স্নায়বিক প্রকৃতি কোমল তন্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের রোগে। অধিক আহার বা অধিক পরিমান জলীয় দ্রব্য পান করার ফলে অজীর্ণতা। কৈশিকাসমূহে ক্ষীণ রক্ত সঞ্চালন। স্নায়বিক দুর্বলতা, হজম শক্তি দুর্বল, অনিদ্রা, মাথার পশ্চাৎ ভাগে বেদনা। মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্রাব বৃদ্ধি হয়। গ্রন্থিসমূহের স্রাব বৃদ্ধি করে মুখমধ্যস্থনালী সমূহকে মুক্ত করে দেয়।

মন— স্নায়বিক প্রকৃতি, ভীরু স্বভাব, মানসিক অবসাদ।

মাথা— পূর্ণতাবোধ। মস্তক শীর্ষে চাপবোধ ও বেদনা। চোখের উপর বেদনা, নাকের উপর দপ্ দপ্ করে, কপালে চাপবোধ। মনে হয় মাথাটি বিভক্ত হয়ে গেছে। কানে টুং টুং শব্দ। মাথার **পশ্চাতে** বেদনা। বমি সহ মাথার যন্ত্রণা, তৎসহ মাথাঘোরা ও পেট ফাঁপ।

মুখমণ্ডল— নিম্ন চোয়ালের স্নায়ুশূল। মুখগহ্বর ও গলমধ্যে শুষ্কতা। গলকোষ প্রদাহ (ফ্যারিঞ্জাইটিস্‌ থিয়া)।

উদর গহ্বর—পেটে চিন চিন করা বেদনা এবং উদরাময়। আমাশয় তৎসহ পেট ফাঁপ। কুন্থণ এবং গন্ধহীণ মল।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— ঋতু স্রাব নিয়মিত সময়ের বহুপূর্বে এবং বেদনাযুক্ত। ডিম্বাশয়ে স্নায়ুশূল তৎসহ কুচকী ও তলপেটে বেদনা বিশেষ করে **বাম পার্শ্বে**। ঐ বেদনা উরুদেশ পর্যন্ত নেমে আসে; জনন ইন্দ্রিয় ও জংঘা দেশের পেশী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। **স্নায়ুশূল সহ রজকষ্ট** তৎসহ মাথার স্নায়বিক বেদনা। পিঠ এবং জংঘাদেশে পর্যন্ত বিস্তৃত বেদনা। ঋতুস্রাব ঘন, প্রায় কালবর্ণ। ভ্যাদাল ব্যথা (আর্নিকা, কুপ্রাম, ক্যামো)। ঋতুকালে প্রদরস্রাব। স্নায়বিক প্রকৃতির রোগিনী, কৃশ, শীর্ণ, যাদের হজমশক্তি কম, রাত্রে ঘুম হয় না এবং মাথার পশ্চাৎ দিকে বেদনা থাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাস— স্বরলোপ, অনবরত দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের প্রবৃত্তি। বুকে চাপ বোধ। দিবা রাত্রি শুষ্ক কাশি।

অংগ-প্রত্যংগ— মেরুদন্ডের উপদ্রবের পরবর্তী বাম অংগের পক্ষাঘাত। বাম পাশের অসারতা। গতিবিধায়ক স্নায়ুসমূহের দুর্বলতা। অধাংগ আক্ষেপ। ঘাড়ে বেদনা, উহা পিঠ পর্যন্ত নেমে আসে। সায়েটিকা, গরমকালে বৃদ্ধি। জংঘাদেশের পশ্চাৎ দিকের স্নায়ুশূল (ষ্ট্যাফিস)। বাম বাহুর অসাড়তা। সমগ্র অংগ প্রতংগের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ আঘাতের ন্যায় চিড়িকমারা বেদনা।

ঘুম— ভাল ঘুম হয় না, কষ্টকর নিদ্রা। উড়ে বেড়াচ্ছে এমন স্বপ্ন দেখে। স্নায়বিক প্রকৃতির রোগীর নিদ্রাহীণতা।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—ন্যাফালিয়াম, সিমিসি, ষ্ট্যাফিস, মেজের, পিস্কিডিয়া—সাদা ডগ উড (স্নায়ু অবসাদক ঔষধ। দুশ্চিন্তা, স্নায়বিক উত্তেজনা, আক্ষেপিক কাশি অথবা ঋতুশূল হেতু অনিদ্রা। ঋতুস্রাব নিয়ন্ত্রণ করে। স্নায়বিক ও আক্ষেপিক রোগসমূহ। মাদার টিংচার একটু স্থুল মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত।

মাত্রা— ১ম হতে ৬ষ্ট শক্তি প্রযোজ্য।

জেরোফাইলাম (XEROPHYLLUM)

TAMALPAIS LILY-BASKET GRASS FLOWER — **টৌমোলপেয়াস লিলি বাস্কেট গ্রাস ফ্লাওয়ার**

একজিমা জাতীয় চর্মরোগ, পয়জন ওক বিষাক্ততার ন্যায় ভয়ংকর চর্মরোগ এবং টাইফয়েড অবস্থার, প্রারম্ভে উপযোগী ঔষধ।

মন— জড়বুদ্ধি, একাগ্রমনে পড়াশোনা করতে পারে না। লোকের বা জিনিস পত্রের নাম ভুলে যায়। **কথার শেষ অক্ষর আগেই লিখে বসে।** সাধারণত শব্দের বানান ভুল হয়।

মাথা— পূর্ণতাবোধ, মনে হয় মাথাটি ভরতি হয়ে গেছে। কপালের ভিতর দিয়ে এবং চোখের উপরে বেদনা। নাসিকামূলে অত্যন্তচাপবোধ, হতবুদ্ধি। জ্ঞান হারায়। দপ দপ কর মাথায় যন্ত্রনা।

চোখ— বেদনাযুক্ত, যেন চোখে বালু পড়ছে, খোঁচামারা বেদনা। কোন কাজে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে না। চোখে বেদনা ও জ্বালা।

নাক— অবরুদ্ধ, নাকের গোড়ায় টান টান ভাব, তরুণ নাসিকার সর্দি।

মুখমণ্ডল— প্রাতকালীন স্ফীত, চোখের নীচে ফোলা ফোলা ভাব।

গলগহ্বর— কোন কিছু গিলতে গেলে খোঁচামারা ব্যথা।

পাকস্থলী— পূর্ণও ভারীবোধ। অম্ল উদগার। দুপুর ও রাত্রিকালীণ আহারের এক ঘন্টা পরে দুর্গন্ধযুক্ত উদগার। রাত দুটার সময় বমন।

উদগহ্বর— অন্ত্রের মধ্যে বায়ুস্ফীতি। প্রাতকালে পেটের মধ্যে খড়খড় শব্দ করে এবং পায়খানার বেগ হয়।

সরলান্ত্র— কোষ্ঠকাঠিণ্য, মলশক্ত এবং ছোট ছোট দলা। অনেক সময় মল পাতলা হয়, বহুক্ষণ কুন্থণ দিতে হয়। অত্যন্ত বায়ুসঞ্চয়। সরলান্ত্রে নীচের দিকে ঠেলামারা বেদনা।

মূত্র— মূত্রবেগ ধারণ করতে পারে না, চলার সময় ফোঁটা ফোঁটা মূত্র পড়ে। রাত্রিকালে বার বার প্রস্রাব।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা। ভগদেশ স্ফীত তৎসহ প্রবল চুলকানি। সংগম বর্ধিত তৎসহ ডিম্বাশয়ের ও জরায়ুতে বেদনা এবং প্রদর স্রাব।

শ্বাস-প্রশ্বাস— নাকের পশ্চাতে রন্ধ্র ছড়ে যাবার ন্যায় ভাব, ঘন হলদে বর্ণের শ্লেষ্মা স্রাব। হাঁচি। শ্বাসনালীতে টাটানি ব্যথা, ফুসফুস সংকুচিত।

পৃষ্ঠদেশ— ত্রিকাস্থি হতে স্কন্ধ পর্যন্ত উত্তাপ বোধ। পিঠে বেদনা। জংঘা পর্যন্ত প্রসারিত। কিডনীতে বেদনা। মেরুদণ্ডের গভীরে উত্তাপবোধ।

অংগ প্রত্যংগ— পেশীর খঞ্জতা ও কম্পন। জানু দুটিতে বেদনা। অংগ প্রত্যংগ আড়ষ্ট বোধ হয় (রাস)।

চর্ম— ইরিথিমা (অহিপূতন) জাতীয় চর্মরোগ তৎসহ ফোস্কা ও প্রচণ্ড চুলকানি, হুলবিদ্ধবৎ বেদনা এবং জ্বালা। ফোস্কা, ছোট ছোট আকারের। চর্ম কর্কশ এবং ফাটা ফাটা, জুতার চামড়ার ন্যায় বোধ হয়। ত্বকের প্রদাহ বিশেষ করে জানুর চারিদিকে। পয়জন ওক বিষাক্ততার ন্যায় প্রদাহ। কুচকির গ্রন্থি এবং উরুদেশের পশ্চাৎভাগে ফোলা ফোলা ভাব।

হ্রাস্-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি ঠাণ্ডা জল লাগলে বিকালে ও সন্ধ্যাকালে। উপশম—গরম জল লাগলে। প্রাতকালে, আক্রান্ত স্থান সঞ্চালন করলে।

সম্বন্ধ— তুলনীয় রাস, এ্যানাকার্ডি, গ্রিণ্ডেলিয়া।

মাত্রা— ৬ষ্ঠ ও উচ্চতর শক্তি প্রযোজ্য।

এক্সরে (X-RAY)

বোতলে এলকোহল রেখে উহার উপর এক্স-রে প্রতিক্ষেপন করে প্রস্তুত করতে হয়

দেহে বার বার X-Ray লাগালে চর্মপীড়া হয় এবং ঐ চর্ম পীড়া ধীরে ধীরে ক্যানসার রোগে পরিণত হয়। অসহ্য বেদনা। কামজ গ্রন্থি সমূহ সাধারণত আক্রান্ত হয়। ডিম্বাশয় ও অণ্ডকোষদ্বয় শুকিয়ে যায়। বন্ধ্যাত্ব জন্মে। রক্তের নাসিকাসমূহের এবং অস্থিমজ্জার বিকৃতি ঘটে। রক্তাল্পতা এবং রক্তে শ্বেতকণিকার আধিক্য জমে। ফলে আরোগ্য ক্রিয়া ব্যাহত হয়। যথা দগ্ধ ক্ষত কিছুতেই আরোগ্য হতে চায় না। বিচর্চিকা জাতীয় চর্ম উদ্ভেদ। ইহা কৈশিক প্রনালীসমূহকে উত্তেজিত করে । দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধভাবে জীবনীশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে। চাপাপড়া লক্ষণসমূহ বহিঃ প্রকাশিত করে বিশেষ করে সাইকোসিজ দোষজ এবং অন্যান্য মিশ্র প্রকারের দোষজলক্ষণ। ইহার হোমিওপ্যাথিক ক্রিয়া কেন্দ্র হতে পরিধির দিকে অর্থাৎ ভিতর হতে বাহিরের দিকে।

মাথা— মাথায় এবং মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে খোঁচামারা বেদনা। ডান চোয়ালের উপরে অনুগ্রবেদনা। গ্রীবার আড়ষ্টভাব। মাঝে মাঝে হঠাৎ গ্রীবাদেশে কট্ কট্ করে উঠে;কানের পশ্চাতে প্রচণ্ড বেদনা। বালিশ হতে মাথা তুলতে গেলে ঘাড়ের পেশীতে (Muscles of neck) বেদনা। কাণে পূর্ণতা বোধ (fullness in ear) এবং মাথার মধ্যে ঝিন ঝিন করে, মাথায় অস্বস্থিবোধ করে।

মুখগহ্বর— জিহ্বা শুষ্ক, অসমান, এবং বেদনাযুক্ত। কোন কিছু গেলার সময় ব্যথা লাগে। বমি ও বমি বমি ভাব।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— কাম বিষয়ক স্বপ্ন। সংগম ইচ্ছালুপ্ত। লুপ্ত গনোরিয়া স্রাব পুনঃ প্রবর্তিত করে।

অংগ-প্রত্যংগ— বাতবেদনা। সর্বাংগীন ক্লান্তি ও অস্বস্থিবোধ্য হাতের তালু কর্কশ এবং আইসযুক্ত।

চর্ম—শুষ্ক, চুলকানিযুক্ত একজিমা। নকের গোড়ায় অহিপূতন। চর্ম শুষ্ক এবং কোঁচকানো। ফাটা চর্ম এবং উহাতে বেদনা। আঁচিলের ন্যায় মাংসবৃদ্ধি। নখগুলো পুরু হয়ে উঠে। বিচর্চিকা জাতীয়ঠ চর্ম উদ্ভেদ।

হ্রাসবৃদ্ধি—বৃদ্ধি শয্যায় বিকালে, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রে এবং খোলা বাতাসে।

সম্বন্ধ—তুলনীয়-ইলেকট্রিসিটাস—দুগ্ধ শর্করায় তড়িৎ শক্তি প্রয়োগ করে প্রস্তুত করা হয় (উৎকণ্ঠা, স্নায়বিক কম্পন, অস্থিরতা, বুক ধড়ফড়ানি, শিরপীড়া। ঝড় বৃষ্টির ভয়, অংগ প্রত্যংগ ভারবোধ। ম্যাগ্নেটিস। পোলিআম্বো-চুম্বক, দুগ্ধ শর্করা বা পরিশ্রুত জল, চুম্বক শক্তি দ্বারা প্রভাবিত করে প্রস্তুত হয়। (সর্বাংগে জ্বালাকর, ছুরিকাবিদ্ধ বেদনা, সন্ধিস্থানে যেখানে দুই অস্থির কোমল অংশ মিলিত হয়েছে সেখানে ভেঙে যাবার ন্যায় বেদনা। খোঁচামারা ব্যথা, ঝাঁকি দেয়া ব্যথা। পেরেক পোতার ন্যায় ব্যথা। মাথায় যন্ত্রণা, পুরাতন ক্ষত হতে নূতন করে রক্তস্রাব হয়। ম্যাগ্নেটিস পোলস আর্কটিকাস—চুম্বুকের উত্তর প্রান্ত (অস্থির নিদ্রা, স্বপ্নসঞ্চরণ, গ্রীবা দেশে কটকট শব্দ, শীতলতার অনুভূতি, দন্তশূল), ম্যাগ্নেটিস পোলাস অষ্ট্রেলিস—চুম্বকের দক্ষিণপ্রাপ্ত (পায়ের বৃদ্ধাংগূলির নখের অভ্যন্তরে তীব্র বেদনা, পায়ের নখ ভিতরে ঢুকে যায়, পদসন্ধি সহজেই মচকায়, পা ঝুলিয়ে রাখলে ব্যথা করে।

মাত্রা— ১২শ ও উচ্চতর শক্তি প্রযোজ্য।

ইয়োহিম্বিনাম (YOHIMBINUM)

CORYANTHE YOHIMBE **করিয়েন্থি ইয়োহিম্বি**

এই ঔষধটি জনন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা সৃষ্টি, স্নায়ুমণ্ডল এবং শ্বাসযন্ত্রের কেন্দ্রে ক্রিয়া করে। অধিকমাত্রায় সেবন করলে কামোদ্দীপনার সৃষ্টি করে। কিন্তু উদর সংক্রান্ত কোন যন্ত্রের তরুন বা পুরাতন প্রদাহ থাকলে, বিপরীত ফল হয়। হোমিওপ্যাথিক মতে জননযন্ত্র সমূহে রক্ত সঞ্চয় রোগে উপযোগী। স্তনগ্রন্থি সমূহে রক্তাধিক্য সৃষ্টি করে এবং দুগ্ধস্রাব বৃদ্ধি করে। অতিরজ।

মাথা— মুখমণ্ডলে উত্তাপবোধ সহ উত্তেজনা। বিশ্রী ধাতব আস্বাদ। প্রচুর লালা স্রাব। বমি, বমিভাব, ও উদগার।

জনণ ইন্দ্রিয়— **বহুক্ষণ স্থায়ী, প্রবল লিংগোচ্ছাস**। স্নায়বিক দুর্বলতা হেতু ধবজভংগ। রক্তস্রাবী অর্শ। অন্ত্র হতে রক্তস্রাব। মূত্রনালীর প্রদাহ।

জ্বর— কম্পন, প্রবল গাত্রতাপ, উত্তাপ ও শীতের ঢেউ খেলে, ঘর্ম প্রবণতা।

ঘুম— নিদ্রাহীণতা, অতীত জীবনের ঘটনাবলী মনে পড়ে ঘুম হয় না।

মাত্রা— জনণ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা সৃষ্টি করার জন্য শতকরা এক ভাগ দ্রবনের দশ ফোঁটা অথবা ০.০০৫ গ্রাম ট্যাবলেট ইনজেকশান। হোমিওপ্যাথি মাত্রা ৩য় শক্তি।

ইউক্কা ফিলামেন্টোসা (YUCCA FILAMENTOSA)

BEAR GRASS বিয়ার গ্রাস

ঔষধটি মাথায় যন্ত্রণাসহ পিত্তজনিত উপদ্রব, হতাশ ও খিটখিটে মেজাজের লোকের পক্ষে উপযোগী।

মাথা— মাথায় যন্ত্রণা, যেন মাথার চাঁদিটা উড়ে যাবে। কপালের ধমনীগুলো দপদপ করে। নাক দেখতে রক্তবর্ণ।

মুখমণ্ডল— হরিদ্রাবর্ণ, জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ, লেপাবৃত, জিহ্বায় দাঁতের ছাপ পড়ে (মার্ক, পডো, রাস)।

মুখগহ্বর— পচা ডিমের মত স্বাদ (আর্নিকা)।

গলগহ্বর— মনে হয় যেন, নাকের পশ্চাৎরন্ধ্রে কি যেন একটা ঝুলে আছে। উহাকে উপর বা নীচে কোন দিকে সরান যাচ্ছে না।

উদর গহ্বর— লিভারের উপর ডানদিকে গভীরস্থানে বেদনা। ঐ বেদনা পিঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মল হরিদ্রাভ বাদামী বর্ণ তৎসহ পিত্তমিশ্রিত।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— লিংগাগ্রত্বকে স্ফীতিভাব এবং জ্বালাপোড়া, লিংগমান রক্তবর্ণ। গনোরিয়া (ক্যানাবিস, টুসিল)।

চর্ম— অহিপূতনের (ইরিথিমা) ন্যায় লালবর্ণের চর্ম উদ্ভেদ। Erythematous redness

মাত্রা— মাদার টিংচার হতে ৩য় শক্তি প্রযোজ্য।

জিংকাম মেটালিকাম (ZINCUM METALLICUM)

ZINC ধাতু বিশেষ

ঔষধটি পরীক্ষাকালে মস্তিষ্কের দুর্বলতার চিত্র সুপরিস্ফুট হয়েছে। জিংকের ক্রিয়ার অধিকাংশই ক্লান্তি (Fag) কথাটি দ্বারা প্রকাশ পায়। তন্তুগুলো অতি শীঘ্র দুর্বল হয়ে পড়ে কিন্তু দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে না। উদ্ভেদ অথবা কোন প্রকার স্রাব চাপা পড়ে বিষাক্ত অবস্থা। স্নায়বিক লক্ষণগুলো বিশেষ মূল্যবান। জীবনীশক্তির বিকৃতি। মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত সম্ভাবনা। **রোগ ভোগের অবসন্নকর অংশ।** মেরুদণ্ডের পীড়া, কম্পন, চর্ম ও মাংসের মধ্যে বেদনা। কোন কোন প্রকার স্রাব দেখা দিলেই রোগের উপশম। ভয়পায় অথবা স্রাব লুপ্ত হয়ে তাণ্ডব রোগ। **তড়কা তৎসহ ফ্যাকাশে মুখমণ্ডল এবং দৈহিক উত্তাপের অভাব।** অত্যন্ত রক্তশূণ্যতা এবং প্রচণ্ড অবসাদ। রক্তের লোহিত কণিকাগুলোর ধবংস প্রতিরোধ করে। উদ্ভেদ যুক্ত পীড়ার পুনঃ প্রকাশ। পুরাতন রোগে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড সংক্রান্ত উপদ্রব—কম্পন, আক্ষেপজনক ঝাকি মারা এবং অনবরত পা দুটি সঞ্চালন পরিচালক লক্ষণ।

মন— স্মৃতিশক্তি দুর্বল। **গোলমাল সহ্য করতে পারে না।** কথা বলতে বা কাজ করতে ইচ্ছা করে না। **শিশু যা শোনে তাই বার বার বলতে থাকে।** কল্পিত পাপের ভয়ে ভীত। বিষাদবায়ু। আলস, হতবুদ্ধি। আংশিক পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মাথা— মনে হয় বামদিকে পড়ে যাবে। সামান্য মাত্র মদ্য পানে শিরা পীড়া। মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়। এপাশ ওপাশ মাথা চালনা করে। বালিশের মধ্যে মাথা গোজে। **মস্তকের পশ্চাতে বেদনা** এবং মস্তক শীর্ষে ভারবোধ। মাথা ও হাত দুটি স্বয়ংক্রিয় ভাবে নড়তে থাকে। মস্তিষ্কের ক্লান্তি। অতিরিক্ত পড়াশোনার জন্য স্কুলের বালকদের মাথায় যন্ত্রণা। **কপাল ঠাণ্ডা, মস্তিষ্কের নিম্নদেশ উষ্ণ।** মাথায় গর্জন শব্দ। ভয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

চোখ— চোখের কোনে ত্রিকোন পক্ষবৎ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী জন্মে। খোঁচান ব্যথা, অশ্রুস্রাব এবং চুলকানি। চাপদেয়া ব্যথা, যেন মাথা পর্যন্ত ধাবিত হয়। চক্ষুপত্র ও **চোখের কোনে চুলকানি** ও টাটানি ব্যথা। চোখের পাতা ঝুলে পড়ে, চোখের তারা ঘুরতে থাকে। দৃষ্টি পথের এক অর্ধাংশ অস্পষ্ট দেখায়, উত্তেজক খাদ্য পানীয়ে বৃদ্ধি। **বাঁকা দৃষ্টি।** প্রবল মাথার যন্ত্রনা সহ অন্ধকার দৃষ্টি। শুক্ল মণ্ডল লাল ও প্রদাহ যুক্ত, **চোখের কোনে বেশী।**

কান— ছিন্ন কর খোঁচামারা বেদনা এবং বাহ্যিক স্ফীতি। দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজস্রাব।

নাসিকা— নাকের উপর দিকে বেদনা, নাসিকা মূলে চাপবোধ।

মুখমণ্ডল— ওষ্ঠদ্বয় **বিবর্ণ,** মুখের কোন দুটি ফাটা। গণ্ডস্থলে লাল ও চুলকানিযুক্ত পীড়কা। মুখমণ্ডলের অস্থিতে ছিন্নকর বেদনা।

মুখগহ্বর— দাঁতগুলো নড়ে মাড়ি হতে রক্ত পড়ে। দাঁতে দাঁতে ঘর্ষন করে। রড়োর মত স্বাদ। জিহ্বার উপরে ফোস্কা, কষ্টকর দন্ত উদগমন, শিশু দুর্বল, তার পা দুটি ঠাণ্ডা এবং অনবরত নড়তে থাকে।

গলগহ্বর— শুষ্ক, অনবরত আঠাল শ্লেষ্মা তোলার জন্য গলা খেকারী দেয়। গলগহ্বর ও স্বরযন্ত্রে টাটানি ও শুষ্কতা। কোন কিছু গেলার সময় গলমধ্যস্থ পেশী সমূহের বেদনা।

পাকস্থলী— হিক্কা, বমি বমিভাব। তিক্ত শ্লেষ্মা উঠে, শ্লেষ্মাযুক্ত বমন। পাকস্থলীতে জ্বালাপোড়া, মিষ্টিদ্রব্য খেলে বুক জ্বালা। **অতি অল্পপরিমান মদ ও সহ্য করতে পারে না।** বেলা এগারটার সময় রাক্ষুসে ক্ষুধা (সালফার), আহারকালে পেটুকের মত খায় কিন্তু তাড়াতাড়ি খেতে পারে না। পেশীর দুর্বলতার জন্য অজীর্ণরোগ, মনে হয় যেন, পাকস্থলীর ক্রিয়া লোপ পেয়েছে।

উদর গহ্বর— সহজ পাচ্য আহারের পরেও বেদনা ও পেট ফাঁপ। নাভির নীচে বিশেষ স্থানে বেদনা। পেট ফেঁপে গড় গড় শব্দ ও কামড়ানি। বায়ু সঞ্চয় জনিত শূল বেদনায় পেটটি ভিতর দিকে ঢুকে যায় (প্লাম্বাম) যকৃত বর্দ্ধিত, স্ফীত ও **বেদনাযুক্ত।** কিডনীর স্ফীতির গৌনফল হতে উপদ্রব। **আহারের পর পেট কামড়ায়।**

মূত্র— বসে পিছনের দিকে না হেলে মূত্রত্যাগ করতে পারে না। হিষ্টিরিয়া রোগীর মূত্র অবরোধ। চলার সময়, কাশলে বা হাঁচি দিলে অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ হয়।

সরলান্ত্র— কোষ্ঠকাঠিণ্য। **শক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মল। শিশু কলেরা** তৎসহ কুন্থণ সবুজবর্ণ আম নিঃসরণ। হঠাৎ উদরাময় লোপ হয়ে মস্তিষ্ক সংক্রান্ত উপদ্রব দেখা দেয়।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— অণ্ডকোষদ্বয় স্ফীত উপরের দিকে আকৃষ্ট। প্রবল লিংগ উচ্ছাস। চিত্ত উন্মাদনাসহ বীর্যপাত। লিংগের গোড়ার চুল পড়ে যায়। অণ্ডকোষে আকর্ষণ বৎ বেদনা, রেত রজ্জু পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়— ডিম্বাশয়ে বেদনা, **বিশেষত বাম ডিম্বাশয়ে, চুপ করে থাকতে পারে না** (ভাইবার্নাম)। সুতিকা ক্ষেত্রে কামোদ্রেক। ঋতুস্রাব নিয়মিত **সময়ের বহু পরে,** ঋতুস্রাব অবরুদ্ধ। প্রসবান্তিক স্রাব অবরুদ্ধ (পালস)। স্তনদ্বয়ে যাতনা, স্তনের বোটায় টাটানি। ঋতুস্রাব রাত্রিকালে অধিক (বোভিষ্টা)। **রজস্রাব আরম্ভ হলেই সর্ব প্রকার যন্ত্রনার উপশম** (ইউপিয়ন, ল্যাকে)। **যাবতীয় স্ত্রীরোগে অস্থিরতা, অবসাদ, শীতলতা, মেরুদণ্ডের কোমলতা এবং পা দুটির অনৈচ্ছিক সঞ্চালন লক্ষণ বর্তমান** থাকে। ঋতুস্রাবের পূর্বে ও ঋতুস্রাবকালে শুষ্ককাশি।

শ্বাস-প্রশ্বাস— বক্ষাস্থির নীচে জ্বালাকর চাপ চাপ বোধ। বুকে সংকোচন বোধ এবং কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা। স্বরভংগ। দুর্বলকর আক্ষেপিক কাশি, মিষ্টি দ্রব্য খেলে বৃদ্ধি। শিশু কাশির সময় লিংগ ধরে টানে। বুকের সংকোচনবোধ সহ হাঁপানির ন্যায় ব্রংকাইটিস। **শ্লেষ্মা উঠার সংগে সংগে শ্বাসকষ্ট কমে যায়।**

পৃষ্ঠদেশ— পিঠের নিচের দিকে বেদনার অনুভব। পিঠে স্পর্শকাতরতা, স্পর্শ সহ্য করতে পারে না (সালফার, থিরিডিয়ন, সিংকোনা)। স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে টান টান ও হুলবিদ্ধবৎ জ্বালা। মেরুদণ্ডের উপদাহ। **পিঠের সর্বনিম্ন অস্থি অথবা কটি দেশের প্রথম কশেরুকা অস্থিতে অনুগ্র বেদনা, বসলে বৃদ্ধি। মেরুদণ্ড, বরাবর জ্বালা লিখলে বা কোন কাজ করলে গ্রীবাদেশে ক্লান্তিবোধ।** স্কন্ধাস্থিতে ছিড়ে ফেলার ন্যায় বেদনা।

অংগ-প্রত্যংগ— বিভিন্ন পেশীতে খঞ্জতা বোধ; **দুর্বলতা, কম্পন ও ঝাঁকি দিয়ে উঠা।** শীত স্ফোটক (এগারি)। **পা দুটি অনবরত নাড়াতে থাকে, উহা কখনোই স্থির থাকে না। পায়ের বৃহৎ শিরাগুলো স্ফীত হয়ে উঠে।** তড়কা তৎসহ বিবর্ণ মুখশ্রী। **আড়াআড়িভাবে বেদনা প্রকাশ পায়** বিশেষত উধাংগে। **পায়ের তলা স্পর্শকাতর।** সম্পূর্ণ পা পেতে হাঁটতে হয়।

নিদ্রা— ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠে, দেহ ঝাঁকি মেরে উঠে, ভয়ে জেগে উঠে, এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। স্নায়বিক কারনে ঘুমের মধ্যেও পা দুটি নড়তে থাকে। গুমের মধ্যে উচ্চ শব্দে চিৎকার করে উঠে কিন্তু তা জানতে পারে না। স্বপ্ন সঞ্চারন (ক্যালিফস)।

চর্ম— শিরা স্ফীতি বিশেষ করে নিম্নাংগে (পালস)। পা দুটিতে এবং জানুতে সুড় সুড়িবোধ যেন উহার উপর দিয়ে ছার পোকা চলে বেড়াচ্ছে। সেই জন্য ঘুমাতে পারে না। একজিমা, বিশেষত রক্তশূন্য ও স্নায়বিক প্রকৃতির রোগীর। উরুদেশ ও জানুর **পশ্চাতে চুলকানি। পীড়কাগুলো এক স্থান হতে অন্যত্র সরে যায়।**

জ্বর— পিঠের উপর দিয়ে মাঝে মাঝেই জ্বরের কম্পন। অনুভূত হয়। হাত পা ঠাণ্ডা। **নিশা ঘর্ম।** পায়ে প্রচুর ঘাম।

হ্রাস-বৃদ্ধি— বৃদ্ধি— ঋতুপ্রকাশ কালে;স্পর্শে বিকাল ৫টা হতে রাত্রি আরম্ভ হলে এবং পীড়কা প্রকাশ পেলে।

সম্বন্ধ— তুলনীয় এগারি, ইগ্নে, প্লাম্বাম, আর্জেন্ট, পালস, হেলিবো, টিউবার কুলিনাম। পূর্বে বা পরে খাটে না—নাক্স, ক্যামো। স্রাব আরম্ভ হলে উপশম লক্ষণে তুলনীয়—ল্যাকে, ট্যানাম, মস্কাস। আরো তুলনীয়—জিংকাম এসেটিকাম (রাত জাগরণ ও বিসর্প রোগের মন্দ ফল। মস্তিষ্কে বেদনা)। রেডিমেকারের সলিউসান। (যে সকল ব্যক্তিকাজের চাপে যথেষ্ট ঘুমের সুযোগ পায় না, তাদেরকে ৫ বিন্দু মাত্রায় দিনে ৩ বার খেতে দেবে)। জিংক ব্রোমেটাম (দন্তউদগমন, তাণ্ডব রোগ, মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়। জিংক অক্সিডেটাম (বমন ইচ্ছা) এবং অম্বস্বাদ। শিশুদের আকস্মিক বমন। পিত্তবমন ও উদরাময়। উদর স্ফীতি। তরল মলেও কুন্থণ দিতে হয়। পেট কামড়ানির পর দুর্বলতা। মুখমণ্ডস আগুনের মত লালবর্ণ। অত্যন্ত নিদ্রালুতার ভাব তৎসহ স্বপ্নের মত অতৃপ্তিকর ঘুম। রাত জাগরণের মত অবস্থা । মানসিক ও দৈহিক শ্রান্তি (রেডিমেকার)। জিংক (পুন পুন প্রয়োগ করা উচিত নয়, উচ্চ শক্তি প্রয়োগ করা উচিত। ইহা কণীনিকার অস্বচ্ছতা দূর করে (ম্যাক ফাল্যাণ্ড)। কণীনিকা প্রদাহ, চোখের পাতায় দানাময় পীড়কা, জিহ্বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, হাতে পায়ে খিলধরা, কম্পন ও তড়কা। হস্তমৈথুন হেতু চিত্তোম্বাদ, স্নায়বিক শিরপীড়া)। জিংক সায়ানেটাম (মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ এবং মস্তিষ্ক মেরুমজ্জার প্রদাহ, কল্পনাশীল পক্ষাঘাত, তাণ্ডব রোগ ও হিষ্টিরিয়া রোগের ঔষধ রূপে কিছু পরিমান দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। জিংক আর্স (তাণ্ডব রোগ, রক্তাল্পতা, সামান্য শ্রমে অবসাদের আধিক্য। অবসাদ এবং উহা নিম্নাংগেই বেশী প্রকাশিত)। জিংক কার্ব। গনোরিয়ার পরবর্তী গলনালীর রোগ, তালু পার্শ্বস্থ গ্রন্থিদ্বয় (টনসিল) স্ফীত, উহার উপরে নীলাভ দাগ)। জিংক ফস (পোড়া নারাংগা 1x শক্তি)। জিংক মিউরিয়াটিকাম (বিছানা খোঁটার প্রবৃত্তি, ঘ্রান ও আস্বাদের শক্তি বিলুপ্ত, চর্মের বর্ণ নীলাভ সবুজ, চর্ম শীতল ও ঘর্মাক্ত)। জিংক ফস (মস্তক ও মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল, কশেরুকা মজ্জার ক্ষয় রোগে বিদ্যুৎ বৎ বেদনা। মস্তিষ্কের ক্লান্তি, স্নায়বিকতা এবং মাথাঘোরা। কামোত্তেজনা। ও নিদ্রাহীণতা)। এমন ভেলেরিয়ান (তীব্র স্নায়ূশূল তৎসহ প্রবল স্নায়বিক উত্তেজনা)। জিংক পিক্রিকাম (মুখের পক্ষাঘাত, মস্তিষ্কের ক্লান্তি, অণ্ডলালা মূত্র রোগে মাথার যন্ত্রণা, বীর্যপাত, স্মৃতি শক্তি এবং উৎসাহের লোপ)। অক্সাইড অফ জিংক, ক্ষত, চর্ম ফাটা, মধ্য দ্রোহী অহিপূতন (inter trigo) , অগ্নিদুগ্ধ প্রভৃতিতে, সংকোচক ও উত্তেজক ঔষধরূপে বাহ্যিকভাবে ব্যবহার করা যায়।

মাত্রা— ২য় হতে ৬ষ্ঠ শক্তি পর্যন্ত প্রযোজ্য।

জিংকাম ভেলেরিয়ানাম (ZINCUM VALERIANUM)

VELERINATE OF ZINC **জিংকের ভেলেরিনেট**

এই ঔষধটি **স্নায়ূশূল** হিষ্টিরিয়া, হৃদশূল এবং অন্যান্য, যন্ত্রণাকর রোগের বিশেষ করে **ডিম্বাশয়ের** পীড়ার উপযোগী। পূর্বানুভূতি মৃগীরোগ। হিষ্টিরিয়া রোগীর হৃদপিণ্ডে বেদনা। **মুখমণ্ডলের স্নায়ূশূল;** শংখাস্থি ও নিম্নচোয়ালের অস্থিতে ঐ স্নায়ূশূল তীব্রতর হয়। শিশুদের নিদ্রাহীণতা, দুর্দম্য হিক্কা।

মাথা— প্রচণ্ড, স্নায়বিক, **সবিরাম শিরপীড়া**। বেদনার রোগী পাগল হয়ে পড়ে। বেদনাটি রন্ধ্রকরণ এবং ছুরিকা বিদ্ধের ন্যায় বেদনা। মাথার বেদনা তৎসহ বিষাদভাবের জন্য কিছুতেই ঘুম আসে না।

স্ত্রীজনণ ইন্দ্রিয়—ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল, বেদনা চিড়িক মেরে নিম্নদিকে ছুটে যায়। পা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

অংগ প্রত্যংগ— গ্রীবা দেশে ও মেরুদণ্ডে তীব্র বেদনা। স্থির হয়ে বসতে পারে না। পা দুটিকে অবিরত নাড়াতে থাকে। সায়েটিকা রোগে স্নায়ুশূল।

মাত্রা—১ম ও ২য় বিচূর্ণ। স্নায়ুশূলের রোগে বেশ কিছুদিন ব্যবহার করতে হয়।

জিঞ্জিবার (ZINGIBER)

GINGER আদা

এই ঔষধটি পরিপাক যন্ত্রের দুর্বলতা, রতিশক্তির ক্ষীণতা এবং শ্বাসযন্ত্রের রোগ লক্ষনে ব্যবহৃত হয়। কিডনীর ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিলোপ।

মাথা— আধ কপালে মাথার যন্ত্রণা, হঠাৎ চোখের সম্মুখে অগ্নিস ফুলিংগ দেখে, মাথায় বিশৃংখলভাব ও শূন্যতাবোধ। ভুর ওপরে বেদনা।

নাক— শুষ্ক ও অবরুদ্ধবোধ; অসহ্য চুলকানি, লালবর্ণের উদ্ভেদ।

পাকস্থলী— খাদ্য বস্তুর স্বাদ বিশেষত রুটি ও আগুনে সেঁকা রুটির স্বাদ বহুক্ষণ মুখে থাকে। পাকস্থলী পাথরের মত ভারী বোধ হয়। কাঁকড় যুক্ত জল ও অবিশুদ্ধ জল খাওয়া জনিত রোগ। অম্লত্ব। (ক্যালকে, রোবিনিয়া)। নিদ্রাভংগে পাকাশয়ে ভারিবোধ তৎসহ বায়ুসঞ্চয় ও গড় গড় শব্দ। অত্যন্ত পিপাসা ও শূন্যতাবোধ। পেট হতে বুক পর্যন্ত বেদনা। আহারে বৃদ্ধি।

উদরাগহ্বর— শূলবেদনা, উদরাময়, অতিশয় পাতলা মল। দূষিত জল পান। হেতু উদরাময় তৎসহ প্রচণ্ড উদর স্ফীতি ও কেটে ফেলার ন্যায় বেদনা। মলদ্বারের পেশী শিথিল। গর্ভকালে মলদ্বার উষ্ণ, টাটানি ও বেদনা। মলদ্বার লালবর্ণ ও প্রদাহযুক্ত। অর্শবার্লি, উষ্ণ, বেদনাযুক্ত টাটানো (এলো)।

মূত্র— বার বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা। মূত্রের পথে হুল ফুটানো জ্বালাকর বেদনা। মূত্রনালী হতে হলদে বর্ণের স্রাব। মূত্র ঘন, ঘোলাটে, তীব্র গন্ধযুক্ত, মূত্র অবরোধ। টাইফয়েড জ্বরের পর মূত্র সম্পূর্ণলোপ। মূত্রত্যাগের পর ফোঁটা ফোঁটা চুইয়ে পড়ে।

পুংজনণ ইন্দ্রিয়— লিংগাগ্রত্বকে চুলকানি। কাম প্রবৃত্তি উত্তেজিত, কষ্টকর লিংগ উদ্রেক, বীর্যপাত।

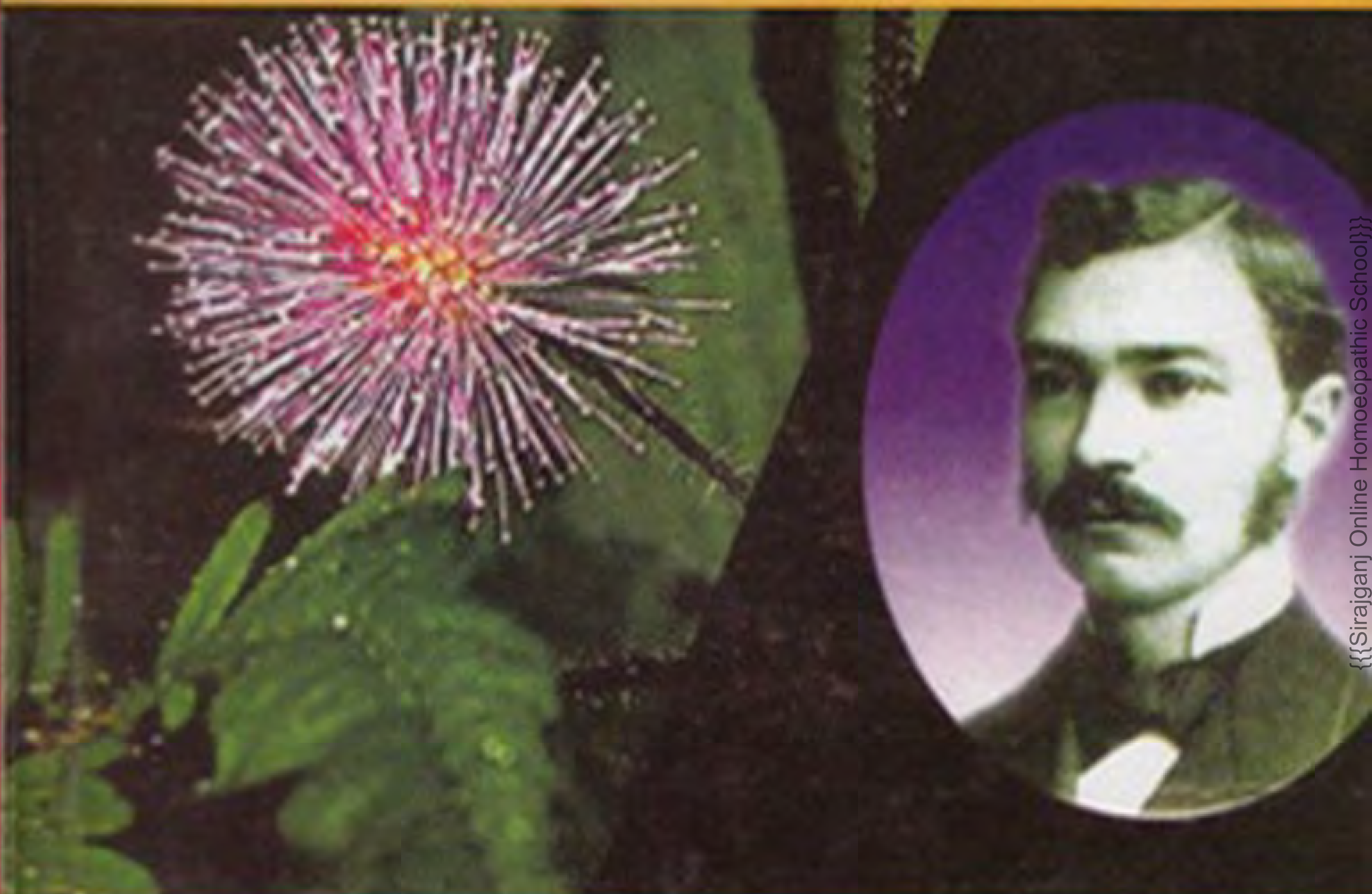
শ্বাস-প্রশ্বাস— স্বরভংগ, স্বরযন্ত্রের নীচে চিড়িকমারা ব্যথা, শ্বাসক্রিয়া কষ্টকর। উদ্বেগশূন্য, হাঁপানি, প্রাতকালে বৃদ্ধি। গলদেশে চুলকানির ন্যায় অনুভব, বুকে খোঁচামারা ব্যথা। কাশি শুষ্ক, খকখকে, প্রাতকালে প্রচুর শ্লেষ্মা উঠে।

অংগ-প্রত্যংগ— সন্ধিস্থান গুলোতে প্রচণ্ড দুর্বলতার ভাব। পিঠে বেদনা এবং আড়ষ্টভাববোধ। পায়ের তলে ও হাতের তালুতে খিল ধরে।

সম্বন্ধ— তুলনীয়—ক্যালাডিয়াম। দোষঘ্ন—নাক্স।

মাত্রা— ১ম হতে ৬ষ্ঠ শক্তি পর্যন্ত ব্যবহার করা উচিত।

মেটেরিয়া মেডিকা অ্যান্ড রেপার্টরি



ডাঃ উইলিয়াম বোরিক

নবম সংস্করণের ভূমিকা

হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা বাস্তব চিকিৎসা ক্ষেত্রে উপযোগী করে তোলার জন্য পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোর রীতিনীতি রক্ষা করে আমি নবম সংস্করণ প্রস্তুত করলাম এবং মূলবিষয়গুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করলাম।

আরোগ্যকারী ঔষধ নির্বাচনের সুবিধার্থে লক্ষণগত বৈশিষ্ট্যসহ সকল ঔষধ এমন কি অধিকতর কম গুরুত্বপূর্ণ ঔষধগুলোর যাবতীয় রোগ বৈশিষ্ট্যসহ যথাযথভাবে উল্লেখ করে এই সংস্করণ প্রস্তুত করা হলো হোমিওপ্যাথিক গবেষনাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষায় যথার্থ প্রমানিত সমুদয় নুতন ঔষধগুলোর কথাও এই সংস্করণে বাদ যায় নাই। স্বল্প পরিসর সীমার মধ্যে নির্ভরযোগ্য ঔষধগুলোর প্রায় সবগুলোই এখানে স্থান লাভ করেছে।

ইতিমধ্যে প্রমানিত যাবতীয় ঔষধগুলোর রোগলক্ষণ যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে সেগুলোর রোগ উৎপাদক ক্ষমতা উল্লেখ করে এই সংস্করণ প্রস্তুত করা হলো, শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে পরীক্ষা নিরীক্ষার অপেক্ষা রাখে এমন অনেক ভেষজগুণ সম্পন্ন ঔষধের নাম ও আলোচনা এখানে করা হয়েছে। ইহাতে ভবিষ্যতে পরীক্ষা করার আগ্রহ অনেকের মনেই সৃষ্টি হতে পারে। ইহার ফলে আশা করা যায় হোমিওপ্যাথির ঔষধ ভাণ্ডার আরো বৃদ্ধি পাবে।

ভেষজ গুণ রয়েছে অথচ এখনো চিকিৎসাজগতে প্রচলিত হয় নাই এবং শুধু মানসিক রোগের পক্ষে উপযোগী এমন অনেক ঔষধ এখনো প্রকৃতির বুকে রয়েছে, সেই সব ঔষধগুলোর কথা এখানে উল্লেখকরার প্রয়োজন ছিল বলে অনেকে হয়ত উপদেশ দিবেন কিন্তু আমি তাদের উপদেশ ও মতামতকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি এবং সচেতন থাকি কিন্তু একজন সংকলক সংকলনের কাজে কতদুর এগিয়ে যেতে পারেন তারও একটা মাত্রা থাকার প্রয়োজন আছে। এই প্রকৃতির বুকে অসংখ্য ভেষজগুণ সম্পন্ন দ্রব্য বা বস্তু আছে। একখানা মেটিরিয়া মেডিকায় তার সীমিত পরিসর জায়গায় আর কতো ঔষধের গুনাগুণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ থাকবে সেটাও চিন্তার বিষয়। এখানে সম্ভব এবং অসম্ভবের প্রশ্ন অবশ্যই এসে যায়। তবে বিষয়টির ক্ষেত্রে আমি সচেতন আছি। নির্ভরযোগ্য উৎস হতে পাওয়া গেছে এমন ভেষজগুণ সম্পন্ন বস্তুসমুহের সম্যক ও বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয় অথবা উহাদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য দান করাও সম্ভব নয়।

যথাযথভাবে পরীক্ষিত হয়েছে এমন সব ঔষধের কথাই এই সংস্করণের মেটিরিয়া মেডিকায় স্থান লাভ করেছে। ইহাদের গুনাগুণ এবং আরোগ্যকারী শক্তি কতটুকু সেই ভার আমি ছাত্রদের তথা হোমিওপ্যাথি সেবকদের হাতে তুলে দিলাম, তারাই সেটা বিচার বিবেচনা করবেন। প্রখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ ডাঃ কনষ্টান্টাইন হেরিং যে সকল ঔষধের রোগ উৎপাদক ক্ষমতার কথা বলেছেন আমি সেই সব ঔষধের লক্ষণগত বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ করতে চেষ্টা করেছি। ইহার ফলে রোগী চিকিৎসার ক্ষেত্রে এইসব তথ্যগত আলোচনা যথেষ্ট উপকার সাধন করবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে সাহায্য করবে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রটি কেবল কতগুলো বিশেষ দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখে না এবং সর্বদিকের সমন্বয়ে সাধন ও সুসংগত সংগতির

প্রতি লক্ষ্য রাখে— কেবল ঔষধ নয়, ঔষধ, পথ্য পরিবেশ, সেবন বিধি, পেশা, নেশা, বসবাসের স্থান, সবকিছুর দিকেই লক্ষ্য রাখে।

কোন ঔষধের আরোগ্যকারী শক্তি বুঝতে হলে সেই ঔষধটি কি বা কি কি উপাদানে প্রস্তুত, উহার বা উহাদের গুনাগুন কি; তৈরী পদ্ধতি, মানব শরীরে সুস্থ অবস্থায় প্রয়োগ এবং লক্ষণ নিরুপণ ইত্যাদি বহুবিধ পদ্ধতিগত নিয়মরক্ষার প্রয়োজন হয়। যথাযথভাবে নিরীক্ষার পর যদি উহা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তবেই মেটেরিয়া মেডিকায় স্থান লাভ করতে পারে। এরপর আবার সূচীপত্রে সন্নিবেশ করাতে বিশেষ কতগুলো শ্রেণীগত নীতি পালন করতে হয়। সেটা কীভাবে নির্ধারিত হবে— এই ক্ষেত্রে রোগের নাম, লক্ষণ, ঔষধের নাম, লক্ষণ, মানবদেহের অংগ প্রত্যংগ, ঔষধটি কীধরণের— বিষাক্ত, অবিষাক্ত, ক্ষার জাতী, অক্ষার জাতীয় ইত্যাদি বিষয়গুলোও মাথায় রাখতে হয়। এই পদ্ধতিতে চিন্তা ভাবনা করে চিকিৎসা বা রোগ নির্ঘন্ট প্রস্তুত করা হয়। এই বিষয় ডাঃ জে কমটন বার্নেট বেশ মূল্যবান কথা ব্যক্ত করেছেন— ঔষধের রোগ উৎপাদন ক্ষমতা, রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা, লক্ষণ বৈশিষ্ট্য এবং গুনাগুণগত সমতার বৈশিষ্ট্য, সম লক্ষণগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়গুলোর প্রয়োজন। এই সকল তথ্যের পরীক্ষাগত পদ্ধতির উন্নতির উপর হোমিওপ্যাথিশাস্ত্রের উন্নতি নির্ভর করে।

ঔষধের মাত্রাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এইমাত্রা নিরুপনের ক্ষেত্রে প্রথমদিকের লব্ধপ্রতিষ্টা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমি আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানও কিছুটা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছি। অন্তত চিকিৎসার শুরুতে কিরূপমাত্রায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। এই বিষয় যদি কোন বাস্তবমুখী হিতকর এবং আরোগ্যকর শক্তি সম্পৃক্ত তথ্য বা প্রমান পাওয়া যায় তবে তা হবে ছাত্রদের কাছে অতি মূল্যবান।

এই গ্রন্থে যা উল্লেখ করা হলো তা সবই বর্ণনামূলক তথ্য ভিত্তিক পর্যালোচনামাফিক। বিচারের সঠিক চূড়ান্ত ফল নয় অথবা নির্ভেজাল পরীক্ষালব্ধ প্রমানিত সর্বশেষ কথা নয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভের জন্য ইহা রচিত। গ্রন্থখানি পাঠ করে যদি ঔষধ সম্পর্কে আরো কিছু জানার প্রয়োজনবোধ হয় তবে সেটাই হবে গ্রন্থরচনার সার্থক অভিপ্রায়। হোমিওপ্যাথি মহাসাগরে ঔষধ নামক জলের সমারোহ অতএব এই শাস্ত্রের সবকিছু জানা বোধ হয় সহজ নয় বরং অতীব কঠিন। ঔষধ ও রোগ সম্পর্কে সহজেই কিছুটা জ্ঞান লাভ করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস এবং পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোর মত এই নবম সংস্করণ কৃত গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে।

গ্রন্থখানি প্রকাশনার ক্ষেত্রে মিঃ এফ, ও, আর্নেষ্টি (Mr. F.O. Ernesty) মহাশয়ের যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। তিনি নিরলস পরিশ্রম করে পাণ্ডুলিপিকে যথার্থ প্রকাশ উপযোগী করে তুলেছেন। আমি এই জন্য তাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই।

সানফ্রান্সিস্কো,
জুন, ১৯২৭ ইং

উইলিয়াম বোরিক
এম, ডি

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

* ইরিজ্ঞা টেনক্স Iris Tenax